হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

বঙ্গসাহিত্যাভিধান

দ্বিতীয় খণ্ড

ত—ম

ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ



বঙ্গসাহিত্যাভিধান প্রণেতা ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর যাবৎ যেমন অধ্যাপনায় ব্রতী আছেন, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে মননশীল ও সৃজনশীল রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ করে চলেছেন। বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত মীরহাট (বৈদ্যপুর) গ্রামে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে এক প্রখ্যাত পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করে তিনটি এম. এ., ডক্টরেট ডিগ্রী এবং সংস্কৃত বিদ্যালাভের অভিজ্ঞান লাভ করে অধীতবিদ্যার সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করে চলেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর পনেরোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দুটি যন্ত্রস্থ, আরও কয়েকটি প্রকাশের অপেক্ষায়। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণকাহিনী মিলে তাঁর প্রায় দুইশত রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্গসাহিত্যাভিধান

দ্বিতীয় খণ্ড

(ত—ম)

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
এম্. এ. (ট্রিপ্ল্), পি. এইচ্. ডি,
কাব্যপুরাণতীর্থ, সাহিত্যভারতী,
বিদ্যার্ণব।

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—১৯৯০

প্রকাশক ঃ
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা, ১৯৯০

মূল্য ঃ ১৭৫·০০

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুকুমার ঘোষ
নিউ বৈশাখী প্রেস
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা ৬

গ্রন্থকারের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়
রবীন্দ্রসাহিত্যে আর্যপ্রভাব
বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্য পরিচয়
বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য পরিচয়
হিন্দুদের দেবদেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (৩ খণ্ড)
যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
বঙ্গসাহিত্যাভিধান (১ম)
বঙ্গসাহিত্যাভিধান ৩য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)
বাঙ্গালা ছন্দসমীক্ষা
বাঙ্গালা অলংকার সমীক্ষা (যন্ত্রস্থ)
রূপের অমরাবতী কাশ্মীর (ভ্রমণ)
সিন্ধু তরঙ্গ (উপন্যাস)
মন্দির ত্যজি যব (উপন্যাস)
বারোমাতি (ছোট গল্প সংকলন)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমার
সাহিত্যকর্মের অন্যতম উৎসাহদাতা সুহৃদ্বর
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী এম্. এ. (ডবল্)
ন্যায়তীর্থ মহোদয়ের
করকমলে—

নিবেদন

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে বঙ্গসাহিত্যাভিধান ২য় খণ্ড বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি পরিতৃপ্ত। আশা করছি, অচিরে তৃতীয় খণ্ডও পাঠকের দরবারে হাজির হয়ে হাজার বৎসরের বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়কে সম্পূর্ণতা দান করবে।

এই খণ্ডে আমার নূতনতর বক্তব্য কিছুই নেই। যা বলার তা প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন' অংশেই বলেছি। একক প্রচেষ্টায় এই সুবৃহৎ কর্মে ভুলভ্রান্তি স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যেখানে লেখক, লেখিকা ও সাহিত্যানুরাগীদের প্রেরিত তথ্য, বিভিন্ন গ্রন্থ এবং সাময়িক ও দৈনিক পত্রপত্রিকা থেকে আহরিত তথ্যই একমাত্র উপজীব্য। তাই প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সুধী পাঠকবর্গকে অনুরোধ করেছি, ভুলত্রুটি চোখে পড়লে আমাকে জানাতে এবং যতদূর সম্ভব তথ্যাদি প্রেরণ করে সহযোগিতা করতে। সে আবেদনে অবশ্যই কেউ কেউ সাড়া দিয়েছেন। তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

কিন্তু কোন কোন সমালোচক অখ্যাত লেখকদের অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং সকল সাহিত্যিক সম্পর্কে সমান তথ্য পরিবেশিত হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন। কোন বিশেষ লেখক সম্পর্কে অভিধান-রচয়িতার পক্ষপাতিত্ব নেই। তবে অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত সাহিত্যসাধকরা—যাঁরা প্রকাশকের দাক্ষিণ্য পান না, নামী দামী পত্রিকা যাঁদের রচনা প্রকাশে অনুৎসাহী, বহু কষ্টে স্বোপার্জিত অর্থে যাঁরা দু একটি বই ছাপিয়েছেন, যাঁদের সাহিত্য-কর্মের স্বীকৃতি ছোটখাট পত্রিকার পৃষ্ঠায়, তাঁদের আমি বঙ্গসাহিত্যের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ থেকে অপসারিত করতে চাই নি। তথ্য যেমন সংগৃহীত হয়েছে, অভিধানে সেইভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থকারের দায়িত্ব যেহেতু সংকলন ও সম্পাদনার, এমন কোন অলৌকিক বিদ্যা যেহেতু তাঁর আয়ত্তাধীন নয়, যার সাহায্যে অপরের ভূতভবিষ্যৎ-বর্তমান মানসপটে প্রতিভাত হতে পারে, সেইহেতু বহু সাধ্যসাধনা, অনুরোধ উপরোধ করেও যে সব লেখকের নীরবতা ভঙ্গ করা যায় নি, তাঁদের তথ্যে ঘাটতি থাকাই স্বাভাবিক। খ্যাত-অখ্যাত অনেক লেখকের তাই বাদ পড়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু কোন কোন সমালোচক ভাল করে বইটি না দেখেই অজ্ঞতা বা বিদ্বেষবশে যখন এই বিপুল পরিশ্রমের মধ্যে ভাল কিছু না দেখে শুধু দোষই দেখতে থাকেন এবং অন্যায়-ভাবে পত্রিকার পৃষ্ঠায় বইটির নিন্দা করে পাঠক ও সাহিত্যানুরাগীদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেন, তখনই দুঃখ হয়। এক সমালোচক লিখেছেন, "তথ্যের অরণ্যে তত্ত্ব ও যথার্থ তাৎপর্য খুঁজে-নেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।" তাঁকে সবিনয়ে জানাতে চাই যে, এই গ্রন্থে কোন তত্ত্ব বা তাৎপর্য নেই, তথ্যই আছে। উক্ত সমালোচক আরও কয়েকটি অযৌক্তিক মন্তব্য করেছেন। যেমন—"জি. সি. গুপ্ত কী করে যোগেশচন্দ্র গুপ্ত হয়? হ্যালহেড্-এর নাম

আছে, কিন্তু তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণটির নাম অনুপস্থিত।" "জগদীশ গুপ্তের মতো লেখক বাদ পড়েছেন,……বহুস্থলেই রচয়িতার জীবনকাল বা রচনাগুলির প্রকাশ-কাল দেওয়া নেই।"

এই ধরনের সমালোচনা যে কী জাতীয় বিভ্রান্তিকর, ক্ষতিকর ও অজ্ঞতাপ্রসূত তা জানানো প্রয়োজন মনে করি। প্রথম বাঙ্গালা মৌলিক ও বিয়োগান্ত নাটক কীর্তিবিলাস (১৮৫২)। কীর্তিবিলাস নাটকের 'টাইটেল পেজ্' না থাকায় লেখকের নাম জানা যায় না। লঙ্ সাহেবের ক্যাটালগে কীর্তিবিলাসের রচয়িতার নাম জি. সি. গুপ্ত। সাধারণতঃ বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা জি. সি. গুপ্তকে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বলে গ্রহণ করেছেন। (বাংলা নাটকের ইতিহাস, ডঃ অজিত ঘোষ, ৪র্থ সং পৃঃ ৩৬ এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১ম সং পৃঃ ৫৯ দ্রঃ)। আচার্য সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ডে (৫ম সং) ৪৪ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় লিখেছেন, "ইঁহার পূর্ণ নাম গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত বলিয়া অনুমান করি।" বঙ্গসাহিত্যাভিধানের (১ম খণ্ড) ৩৮০ পৃষ্ঠায় আছে, "জি. সি. গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম ঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ সুকুমার সেনের মতে গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত।" সমালোচক যোগেশচন্দ্র গুপ্ত কোথায় পেলেন ?

অভিধানের ১ম খণ্ডে জন হ্যালহেডের নাম আছে (পৃঃ ৩৬০)। ইনি ব্যাকরণ রচয়িতা নন। ইনি সদর দেওয়ানি আদালতের জজ্ ছিলেন। বাঙ্গালাভাষায় তাঁর ভাল দক্ষতা ছিল। তিনি সখের কবিদল গঠন করেছিলেন এবং সখের কবিগান করে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। "কবিওয়ালা জন হ্যালহেডের নাম বিস্মৃতির অন্তরালবর্তী। জন হ্যালহেড কবিওয়ালা এণ্টনি ফিরিঙ্গির অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না।" (ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ১ম সং, পৃঃ ৯৮) ইংরাজী ভাষায় প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ "A Grammar of the Bengal Language" (১৭৭৮) রচনা করেছিলেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড্। তাঁর সম্বন্ধে তথ্যাদি আছে বঙ্গসাহিত্যাভিধানের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠায়। জন হ্যালহেড্ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। জগদীশ গুপ্ত বাদ পড়েন নি। প্রথম খণ্ডের ৩৫২—৫৩ পৃষ্ঠায় জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে তথ্য আছে। হাজার বছরের বাঙ্গালা সাহিত্যের কয়েক হাজার লেখকের প্রত্যেকের জন্মসাল বা গ্রন্থরচনার বা প্রকাশের সাল যে পাওরা সম্ভব নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। যা পাওয়া গেছে তা সবই অভিধানে দেওয়া হয়েছে।

একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় এই ভ্রান্তিমূলক বিভ্রান্তিকর অজ্ঞতাপ্রসূত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে বলেই আমাকে এখানে উত্তর দিতে হোল। কারণ এই সমালোচনা অনেক পাঠককেই প্রভাবিত করেছে। কেউ কেউ এর জবাব উক্ত পত্রিকারই 'চিঠিপত্র বিভাগে' পাঠাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছিলেন। পর পর তিনবার আমি প্রতিবাদ পত্র লিখে পাঠিয়েছি ; কিন্তু একটিও প্রকাশিত হয় নি। কারণ পাঠকরাই অনুমান করুন।

পরিশেষে বঙ্গসাহিত্যাভিধানের মত বিশালায়তন গ্রন্থকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করার জন্য ফার্মা কেএলএম-এর কর্ণধার শ্রীরথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উক্ত সংস্থার প্রকাশনা বিভাগের প্রধান কর্মী শ্রীপতিপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীকাশীনাথ পাল ও অন্যান্য কর্মীদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ

জানাই। এই বিশাল আয়তনের গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে বিলম্ব হচ্ছে ঠিকই; ব্যবসায়িক সাফল্য যেদেশে প্রকাশনার একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে এই গুরুভার বহন করেও প্রকাশক যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করছেন সেইজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই প্রশংসার পাত্র। যাঁরা তথ্য প্রেরণ করেছেন, যাঁরা উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন, প্রথম খণ্ডটি হাতে পেয়ে খুশী হয়ে যাঁরা প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছেন, যাঁরা গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কে চিঠিপত্র দিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কলকাতা থেকে দূরে থাকার জন্য যথাযথভাবে সকল প্রুফ দেখার অসমর্থ তাহেতু মুদ্রণপ্রমাদ চন্দ্রে কলংকরেখার মত কিছু কিছু রয়েই গেল। সহৃদয় পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তা উপেক্ষনীয় হবে বলেই আশা রাখি।

ব্যানার্জিপাড়া
বুড়োশিবতলা
নবদ্বীপ, নদীয়া
রাস পূর্ণিমা, ১৩৯৬

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

তকীয়ুল্লাহ (১৯২৬—)। বাংলাদেশ নিবাসী লেখক। জন্ম ঃ ঢাকায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তিন পুরুষের কবিতা, ডঃ শহীদুল্লাহ ও ভাষা আন্দোলন।

তত্ত্বানন্দ স্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপনিষদ কথা।

তনকাদি বিশ্বাস। অনূদিত গ্রন্থ ঃ রাবণ রামায়ণ।

তন্ত্রবিভূতি (১৭শ শতাব্দী) মনসামঙ্গল কাব্যের কবি। সম্ভবতঃ জাতিতে তাঁতী। উত্তরবঙ্গ নিবাসী। মালদহের কালিয়াচক থানা এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গ্রামাঞ্চলে এখনও তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গল প্রচলিত। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্য তন্ত্রবিভূতির দ্বারা প্রভাবিত। ঋজু সংহত রচনারীতি, বাস্তব চরিত্রচিত্রণ, ঘটনা বিন্যাস কৌশল—লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতার প্রকাশ প্রভৃতি গুণে তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গল বিশিষ্ট।

তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (৪।৭।১৯৪০/২০। ৩।১৩৪৭—)। জন্ম ঃ হাওড়া জেলার বালিতে মাতুলালয়ে। নিবাস ঃ নোনাচন্দন-পুকুর, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ অপর্ণা দেবী। বি. এ. (অনার্স) এম্. এ, বি. টি.। অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মাঙ্গলিক (সন্তজীবনী), আয়নার নানা রঙ্ (কবিতা), মরমীর দিনলিপি (কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা, গৌহাটি—১৩৮৪), চয়ন (ছাত্র পাঠ্য)।

তনুজা দেবী (১৮৯৮—)। স্বামী ঃ রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র বরদা মিউজিয়মের কিউরেটর সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পাঁচমিশালী বুনুনি।

তনুরাম ভট্ট (ভট্টাচার্য), কবিরত্ন। (১৮শ/১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ চট্টগ্রামে। পিতা ঃ গৌরী পঞ্চানন। রচনা ঃ বস্ত্রহরণ গীত (চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভাটব্রাহ্মণদের রচিত গাথা)।

তপতী চক্রবর্তী (২১।১২।১৯৫৭—৬।২।১৯৮৩/২১।১০।১৩৮৯)। ছদ্মনাম ঃ কল্পমালা। জন্ম ঃ কুমারহাট, হুগলী। মাতা ঃ সাবিত্রীবালা চক্রবর্তী, স্বামী ঃ পুরুলিয়া জেলার বাহেরডি গ্রামের তরুণ কবি সুনীল কুমার মোদক। কুমারহাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ। রাধানগর রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয় থেকে ইউ. ই. পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণা। প্রথমে গল্প ও পরে কবিতা লেখিকা। ৮/৯ বৎসর বয়স থেকে সাহিত্য রচনায় নিরতা। শব্দের ঝংকার, পুষ্পমালা, অশনি সংকেত, নোতুন প্রভাত, অভিযান, পল্লীতারকা, চলন্তিকা, সিঞ্চন, সোনালী রোদ, সারথি, কমললতা, ফুলহার, সপ্তদ্বীপা, আঁকড, রাজন সপ্তক, সহযাত্রী প্রভৃতি বহুপত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। মন মধুকর পত্রিকায় 'আইডিয়া-লিষ্ট্ না রিয়ালিষ্ট্ মতভেদে শরৎচন্দ্র' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত। শব্দ ঝংকার পত্রিকার কবিতা প্রতিযোগিতায় ২য় স্হান প্রাপ্তা। উদ্বন্ধনে মৃত্যু।

ডঃ তপতী রায়। প্রশাসন অধিকারিকা, রবীন্দ্রসদন ক্যাথিড্রাল রোড, কলিকাতা-১৬। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ অরণ্যের আশ্রয়।

তপন কর (৫।৩।১৯৫৩—)। জন্ম ঃ হাওড়া, বর্তমান নিবাস ঃ কুলগাছি, হাওড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন। সরকারী স্কুলে শিল্প শিক্ষক—কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ অনুবিদ্ধ ঋতম্ভরা (৪১টি কবিতা—১৯৮২)।

তপন কান্তি মণ্ডল (৪।৭।১৩৬৭—)। বর্তমান নিবাস ঃ ২৬, উপেন্দ্র বিশ্বাস

সরণি, কলিকাতা—৩২। পিতা ঃ জ্যোতির্ময় মন্ডল, মাতা ঃ বিভারাণী। ফতেপুর শ্রীনাথ ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে মাধ্যমিক (১৯৭৬), ডায়মণ্ড্ হারবার ফকিরচাঁদ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৭৮) ও বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৮১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্ এ। সম্পাদক ঃ দেশ আমার মাটি আমার (১৯৭৬—)।

তপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আহত আশার দীপ (উপন্যাস)। পঞ্চশর (গল্প), কবিগুরুর রক্তকরবী (১৯৫৩)।

তপন ঘোষাল। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ এইবেলা যাই চলে।

তপন চক্রবর্তী (২০।১।১৯৪২—)। জন্ম ঃ সুখছড়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণি-বিদ্যায় এম্ এস্ সি। ঢাকা বাংলা একাডেমির উপ-পরিচালক। ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ ঃ মানুষের জন্য বিজ্ঞান (১৯৭৬)। শিশুসাহিত্য ঃ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র (১৯৭৫), এসো বিজ্ঞান পড়ি (১৯৭৮)। অনুবাদ ঃ জীবকোষ (১৯৮১)। পাঠ্যপুস্তক ঃ ব্যবহারিক প্রাণি-বিজ্ঞান।

তপন চক্রবর্তী (১৯৫০—)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ঐক্য বাক্য মাণিক্য (ছোট গল্প-১৯৭৯)।

তপন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গলিটা পেরিয়ে।

তপন দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারত সোভিয়েট অর্থনৈতিক সহযোগিতা (১৩৮৪)।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (৬।৭।১৯৪৭—)। কলিকাতা নতুনপাড়া ব্যাচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রীট্ নিবাসী। সম্পাদক ও অনুবাদক ঃ সাঁওতালী কবিতা (১৯৭৫)। সম্পাদক ঃ সত্তরের দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৬), পঞ্চাশের প্রেমের কবিতা (১৯৮০)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভাবনার সাম্প্রতিক শব্দগুলি (১৯৭১), বাবা দক্ষিণ রায়ের গুলগুলি চোখ (কাব্য-১৯৭৩), মা বনবিবির হাজার বাহন (১৯৮০)।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১২।১১।১৯৫৩—) বি. কম্. বি. এ। জন্মস্থান ঃ নারায়ণপুর, মেড়াল, বর্ধমান। পিতা ঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট নিবাসী। ব্যবসায়ী, বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। সম্পাদক ঃ পশুতৃষা (চতুর্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)।

তপন ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পূর্বে সমকোণে বেঁকে।

তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় (৩।২।১৮৯৬—৬।২।১৯৬৮)। জন্ম ও মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ সলিসিটর দার্শনিক ও বৈদান্তিক মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, মাতা ঃ সরোজা দেবী, মাতামহ ঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমাতামহ ঃ রাজা রামমোহন রায়। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (১৯১২), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ, কেম্ব্রিজ থেকে এম্. এ., ব্যারিষ্টারি পাশ (১৯২২)। কিছুকাল শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক, পরে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার (১৯২২—৪০), পিতার সলিসিটর ফার্মে আইন ব্যবসায়ী (১৯৪৬ পর্যন্ত)। আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে সাহিত্যসেবায় ও বিশ্বভারতীর কাজে নিযুক্ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে এড্মিনিষ্ট্রেটিভ জেনারেল ও অফিসিয়াল ট্রাষ্টি অফ্ বেঙ্গল (১৯৪৮—৫০), ওরিয়েণ্ট লংম্যান এণ্ড্ কোং এর ডিরেক্টর, বিশ্বভারতীর উপাচার্য (১৯৫৮), বিশ্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষ,

সম্পাদক ও কর্ম সমিতির সদস্য, শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক সংঘের সভাপতি। ঐতিহাসিক ও গবেষক। ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় গল্পগ্রন্থ প্রণেতা, অবনীন্দ্রনাথের বাংলার ব্রত গ্রন্থটির ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: পলাশীর যুদ্ধ (১৯৫৩), স্মৃতিরঙ্গ (১৯৫৫), পলাশীর পর বক্সার (১৯৬৫), বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা (১৯৫৫), হিন্দু আইনে বিবাহ (১৯৫৬), মানদণ্ড থেকে রাজদণ্ড (প্রতুল গুপ্ত সহ,—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত), ইতিহাস ও সমালোচনা: আধুনিক যুগ, **Alpona, Ritual Decoration in Bengal** (১৯৪৮)।

তপন সেন। প্রকাশিত নাটক: শেষ সংগ্রাম।

তপানন্দ স্বামী (১।১।১৮৮৮—৮।১। ১৯৫৪)। পূর্বাশ্রমের নাম: বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। পিতা: নন্দকুমার চট্টোপাধ্যায়, মাতা: হরমোহিনী, পত্নী: প্রভাসিনী। ১ম বিভাগে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হওয়ার পর বর্ধমান রাজকলেজে ও পরে বাঁকুড়া কলেজে অধ্যয়ন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদানের ফলে লেখাপড়া অসম্পূর্ণ। প্রথমে আসানসোলে পরে আলিপুর কোর্টে করণিক। বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে পত্নীসহ শ্রী মা সারদামণির নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত। পুরুলিয়ার নিকট সুরুলিয়া গ্রামে শ্মশানে সাধনায় রত। শ্রীমায়ের অনুমতিক্রমে বেলুড়মঠবাসী। ১৯১২ সালের বন্যার সময়ে গুসকরাতে আর্তত্রাণে ব্রতী। বাবুরাম মহারাজের নির্দেশে তমলুক আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত। শ্রীমায়ের দেহত্যাগের পরে বেলুড়মঠে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে সন্ন্যাসে দীক্ষাপ্রাপ্ত। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম: স্বামী তপানন্দ। বেলুড়মঠে কিছুকাল অবস্থানের পরে পুরুলিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তারকমঠের প্রতিষ্ঠাতা। এখানেই সেবাধর্মে জীবন অতিবাহিত। এখানেই পরলোক প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঈশোপনিষৎ (২য় সং ১৯৭৯), সাধনসূত্র (২য় সং ১৯৭৩), গীতিঅর্ঘ্য (২য় সং ১৯৭৭), আত্মকথা (১৯৬১), বেদান্তালোকে যীশুর জীবনী ও বাণী (১৯৮০)। অপ্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীশ্রীচন্ডী (বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ), পাতঞ্জল দর্শন (বঙ্গানুবাদ সহ), বেদান্তসার (বঙ্গানুবাদ)।

তপনেন্দু চক্রবর্তী (১১।৬।১৯২০—)। ছদ্মনাম: রাহুল, দীপিকা চক্রবর্তী। জন্ম: মুশুলীগ্রাম, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। পিতা: শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী। অংকুর পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। যুগ্ম সম্পাদক: বর্তিকা (খড়গপুর সাহিত্য চক্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র—১৯৫৪), তরুণদের মুখপত্র (খড়গপুর—১৯৫৯), খেয়ালী (খড়গপুর—১৯৭৫)। সম্পাদক: আচার্য গিরিশচন্দ্র ছাত্রাবাসের মুখপত্র (১৯৬০), বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকা (১৯৬০), খড়গপুর কলেজ পত্রিকা (১৯৫৭)।

তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত নাটক: শ্লোগান, ব্রেকজার্নি (১৯৮২)।

তপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত নাটক: ক্রৌঞ্চনিষাদকথা।

ডঃ তপোবিজয় ঘোষ (১৯৩৬—)। জন্ম: মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। ছদ্মনাম: সমীরণ সিংহ। স্থায়ী নিবাস: সিউড়ি, বীরভূম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬০)। পিতা: ধনঞ্জয় ঘোষ। বর্তমানে কলিকাতা নিবাসী। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। চতুষ্কোন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ সামনে লড়াই (১৯৭১), রাত জাগার পালা (১৯৮২)। গল্প ঃ নির্বাচিত গল্প (৮টি গল্প—১৯৮১), কালচেতনার গল্প (২০টি গল্প-১৯৮১), ইতিহাসের গল্প (১২টি গল্প—১৯৮২)। প্রবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্থ ঃ নীল বিদ্রোহের চরিত্র ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী (১৯৮২), নীল-দর্পণ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য (১৯৮২), সুকান্ত অন্বেষা (১৯৮২)।

তপোব্রত সান্যাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অন্য দৃষ্টিতে (প্রবন্ধ সংকলন-১৩৯২)।

তফাজ্জল হোসেন (১৯১১—৩১৫।১৯৬৭) বি. এ.। জন্ম ঃ ভাণ্ডারিয়া, বরিশাল, আদি নিবাস ঃ ফরিদপুর। মৃত্যু ঃ রাওল-পিণ্ডিতে। পিতা ঃ মোসলেম উদ্দিন মিঞা। পিরোজপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্‌ট্রান্স, বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে ডিস্‌টিংশনে বি. এ. পাশ। পিরোজপুর সিভিল কোর্টের কর্মচারী,—শেষে বাংলাদেশ সরকারের জেলা সংযোগ অফিসার। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি,—ইত্তেহাদ পত্রিকার পরিচালক (১৯৪৮—)। বাংলাদেশে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক,—পরে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক (২৪।১২।১৯৫৩)। পাকিস্তানের আই. পি. আই-এর চেয়ারম্যান। নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য কয়েকবার কারাদণ্ডিত। মুসাফির ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক ধোঁয়াশা' শিরোনামায় প্রবন্ধ লেখক।

তমাল করুণ দাস (১৩।১১।১৯২৭—)। এম্‌. এ. বি. টি. সাহিত্য ভারতী, তন্ত্র-ভারতী। এইচ্‌. এম্‌. বি, ডি. এইচ্‌. এম্‌. এস্‌.। নামান্তর যাদব চন্দ্র দাস। জন্ম ঃ হিজলা, বরিশাল। নিবাস ঃ অশোকনগর, কলিকাতা। পিতা ঃ রাধাচরণ দাস, মাতা ঃ ঊর্মিলা। শিক্ষক, চিকিৎসক। সম্পাদক ঃ ত্রৈমাসিক অগ্রদূত (বরিশাল ১৯৪৭), অন্যতম সম্পাদক ঃ লালদীঘি (১৯৫৭-৫৮)। প্রকাশিত কাব্য ঃ মৈনাক (১৯৬৪)।

তমাল দাস। নিবাস ঃ ষ্ট্রীট্‌ নং ১/এ, কোঃ নং ৮/বি, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান। নাট্যকার। চিত্তরঞ্জনে নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব নাট্যসংস্থা কর্তৃক নাট্যা-ভিনয়ে পুরস্কার প্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত (১৯৮৩)। প্রকাশিত নাটক ঃ স্বপ্ন সম্ভবা (১৯৭০)।

তমিজউদ্দিন (১৯শ শতাব্দী)। রচনা ঃ গোলসানে মহব্বত (১২৮৬)।

ডঃ তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত (৭।৮। ১৮৯২—)। জন্ম ঃ সুয়াপুর, ঢাকা। নিবাস ঃ ৫৪/১, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা-৯ এম্‌. এ পি. এইচ. ডি, এম্‌. আই. এল্‌.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৫১), Aspects of Bengali Society (১৯২৯)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ মহারাষ্ট্র পুরাণ (১৯৩০), নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ।

তমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৮।২।১৩২০ বঙ্গাব্দ—)। জন্মস্থান ঃ নোয়াদ্দা, টাঙ্গী-বাড়ী থানা, বিক্রমপুর, ঢাকা। বর্তমান নিবাস ঃ সোদপুর, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ অভয় চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ কাদম্বিনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি অনীহাবশতঃ স্বকীয় চেষ্টায় বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। স্বদেশসেবী ও সমাজসেবী। জলপাইগুড়ি জেলায় ভজনপুর গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা,—২৪ পরগণা মাদ্রাল গ্রামে (নৈহাটীর নিকটে) শ্রীরাম বিদ্যাপীঠ নামে বোর্ডিং স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

ঐতিহাসিক ডঃ কালিদাস নাগের সহকারী (১৯৪৬—৬৭)। স্যার যদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতি-মোহন সেন শাস্ত্রী, ডঃ রাধাবিনোদ পাল, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রী-মা (সারদামণির জীবন বেদ—১৩৬০), মায়ের বাণী, ভবার বাণী (১৩৮১), নামের ফেরিওয়ালা ভবা পাগলা (১৩৮৩)। গীতি আলেখ্য : আয় মা উমা, কোন কালে তুই কালী হলি, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও দোললীলা, গৌর প্রণাম, জয়তু ভবা পাগলা, বিবেক ও মন, শেষের দিনে প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : রং ঝুরি (উপন্যাস—১৩৭৯)। পাঠ্য-পুস্তক : সুসাহিত্য (সিরিজ), সভ্যতার ইতিহাস (সিরিজ)।

তরঙ্গিণী দাসী (১৯শ শতাব্দী)। রচনা : সুগ্রীব মিলন যাত্রা (১৮৭৯)।

তরঙ্গিণী দাসী (?—১২।১।১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : হুগলীর মাহেশে কায়স্থ বংশে। পিতা : প্যারীমোহন রুদ্র। সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞা। বামা-বোধিনী, বঙ্গমহিলা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লেখিকা। প্রকাশিত কাব্য : বনফুলহার।

তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : নকশালবাদী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা।

তরুণকুমার ভাদুড়ী। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস : অভিশপ্ত চম্বল, আবার অভিশপ্ত চম্বল, কত ব্যথা, মরুপ্রান্তর, সন্ধ্যা দীপের শিখা, হিজ্ হাইনেস, বিলকিস বেগম (১৯৭৫), কাগজের নৌকা (১৩৮১)।

তরুণদেব ভট্টাচার্য (১।১।১৯৪১—)। ছদ্মনাম : অচানক। জন্ম : অজগড়া, খুলনা, বাংলাদেশ, বর্তমান নিবাস—মুর এভেনিউ হাউসিং এসটেট্, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট-২, কলি-৪০। পিতা : ৺বাদলচন্দ্র ভট্টাচার্য, মাতা : শ্রীমতী লীলাবতী। বি-এ. অনার্স (অর্থনীতি, ক. বি. ১৯৬৩)। সরকারী চাকুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অমৃত, আনন্দবাজার, যুগান্তর, সমতট, পরিচয়, কবি ও কবিতা ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। ছাত্রজীবনে যুবক পত্রিকার সম্পাদক (২ বছর)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গঙ্গাসাগর মেলা (১৯৭৬), গীতগোবিন্দ (পদ্যানুবাদ ১৯৭৭), মেদিনীপুর (১৯৭৩), বাঁকুড়া (১৯৮২), গঙ্গাসাগর মেলা ও প্রাচীন ঐতিহ্য (১৯৮৪), পুরুলিয়া (১৯৮৬)।

তরুণ মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ : আলোর পিপাসা (বনফুল সহ)।

তরুণ মুখোপাধ্যায় (২৮।৯।১৯৫৬—)। নিবাস : খাগড়া গ্রাম, মুর্শিদাবাদ। পিতা : পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা : আনন্দ-ময়ী। জন্মস্থান : ইন্দ্রাণী গ্রাম, মুর্শিদাবাদ। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্য-মিক (১৯৭৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণপদক পুরস্কার সহ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে এম্. এ.। হাওড়া শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ (১৯৮০-৮২) ও কোচবিহারে আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল কলেজের অধ্যাপক (১৯৮২—)। কবি। শতভিষা, জিজ্ঞাসা, রুশ ভারতী, সপ্তাহ, ঋক্ প্রবাহ, প্রাগ্ভাষ, রবিবাসরীয় বসুমতী, আনন্দবাজার, দৈনিক লোকসেবক, কর্ণসুবর্ণ, কবিতার কাগজ, প্রত্যয়, বেহাগ ইত্যাদি পত্রিকায় গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : যে নিঃসঙ্গতায় আমি আত্মঘাতী (দীর্ঘ কবিতা সংকলন—১৯৭৭), অন্তর্গত রক্তের ভিতরে

(তাপস বসু ও আদিত্য ভট্টাচার্যের সহযোগে প্রেমের কবিতা সংকলন)। অন্যান্য ঃ তলস্তয় প্রসঙ্গে (সংকলন)। অন্ধকার ঃ আলোর শিশুরা, শ্রীমনীষীমোহন রায়ের নব্যগ্রন্থ (১৯৮২)।

তরুণ রায় (১৯২৭—)। ছদ্মনাম ঃ ধনঞ্জয় বৈরাগী। নিবাস ঃ ৩১ এ, চক্রবেড়িয়া রোড্, কলিকাতা-২৫। নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা, চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত। মধ্যবিত্ত জীবন অবলম্বনে রোমান্টিকধর্মী স্বদেশ-প্রেমমূলক নাটক রচয়িতা। নাট্যসাহিত্যে গিরিশ পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৪) প্রথম নাটক ; ধৃতরাষ্ট্র (১৯৫৭)। প্রকাশিত অন্যান্য নাটক রুপোলি চাঁদ, এক পেয়ালা কফি, রজনীগন্ধা, আর হবে না দেরী (১৯৬০), অঘটন আজও ঘটে, নিশাচর, সৈনিক, লেবডেফ, পুড়েও যা পোড়ে না, এক মুঠো আকাশ, নুনের পুতুল সাগরে, মুখোসের আড়ালে (প্রেমেন্দ্র মিত্র সহ) অর্থ সংযুক্তা, কালো হরিণ চোখ, কেঁচো খুঁড়তে সাপ, পরাজিত নায়ক, রেসকোস প্রভৃতি।

তরুণ সান্যাল (২৯।১০।১৯৩২—)। ছদ্মনাম ঃ শুভব্রত রায়, ইকবাল ইমাম। জন্ম ঃ পোরজনা, পাবনা। স্থায়ী নিবাস ঃ নূতন পল্লী, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস ঃ ৩২।১ হরিতকি বাগান লেন, কলিকাতা-৬। পিতা ঃ অশ্বিনী কুমার সান্যাল, মাতা ঃ হিরন্ময়ী দেবী। কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক, কবি। প্রথম কবিতা 'নূতন যুগের মাঝি' অগ্রণী পত্রিকায় ১৯৪১ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ একতা (১৯৫৫-৫৬), কবিপত্র (১৯৫৯-৬০), সীমান্ত (১৯৫৯-৭২), রুশ-ভারতী (১৯৭২), পরিচয় (১৯৬৮—)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ মাটির বেহালা (১৯৫৬), অন্ধকার উদ্যানে যে নদী (১৯৬২), রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা (১৯৬৮), তোমার জন্যই বাংলাদেশ (১৯৬৮), এরই অন্যনাম বাংলাদেশ (১৯৭২)। প্রবন্ধ ঃ আধুনিক কবিতা বিচ্ছিন্নতা বিশুদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে (১৯৭৩), অর্থনীতিবিদ্ মার্কস্। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার (কবিতা), লেলিনের যুগ (গণেশ বসু সহ ১৯৬৯), ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৯৭৩)।

তরুণী রমণ (১৬ শতাব্দী ?)। বৈষ্ণব পদকর্তা। ইনি তরুণী রমণ চণ্ডীদাস ভণিতা ব্যবহার করায় কোন কোন পণ্ডিতের মতে বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর দ্বিজ চণ্ডী-দাস থেকে ভিন্ন কবি চণ্ডীদাস সহজিয়া মত ও সাধন সম্পর্কিত পদগুলির রচয়িতা। সেইজন্য এই কবিকে সহজিয়া চণ্ডীদাসও বলা হয়। রামী ধোপানী সম্পর্কিত কাহিনীর নায়ক এই চণ্ডীদাস। তরুণী রমণ বা সহজিয়া চণ্ডীদাসের পৃথক অস্তিত্ব সর্বজন স্বীকৃত নয়।

তস্মা (১২৭৭—১৩৩৮)। প্রকৃতনাম ঃ ইব্রাহিম। জন্ম ঃ রাঢ়ই আইল, শ্রীহট্ট। তস্মা ছদ্মনামে ৩০৮টি সঙ্গীত পাওয়া গেছে। সঙ্গীতগুলি ঈশ্বরভক্তিমূলক। রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক গানও ইনি রচনা করেছেন। প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ ঃ সুরের ঝঙ্কার।

তাজউদ্দিন মোহম্মদ মুন্সি (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ গড়পাড়া, ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জহরা বিবির কেস্সা (১২৮১)।

তাপস কুমার কুণ্ডু। সম্পাদক ঃ পাক্ষিক মাধ্যম (২৬।২।১৯৮২—)।

তাপস কুমার দে (১৯৪০—)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতের নাট্যসংস্কৃতির রূপরেখা ১ম (১৯৭৯)।

তাপস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১।৩।১৯২৯- এম্. এ. পি. এইচ্. ডি. বার্ এ্যাট্ ল। জন্ম ঃ কন্টাই, মেদিনীপুর। নিবাস ঃ ১৮/১, মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া। কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রাজা রামমোহন (জীবনী ১৯৫৬)।

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় (৫।১।১৩৪৮/১৮। ৪।১৯৪১—)। ছদ্মনাম ঃ দক্ষিণী, সন্ধিৎসু জন্ম ঃ খুলনা শহর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ ৭৯, দেশপ্রাণ শাসমল রোড্, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩। পিতা ঃ মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা ঃ কিরণকুমারী, পত্নী ঃ শিপ্রা। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইন্স্টিটিউসন থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৬), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৮) ও অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬০), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ. (১৯৬২)। টালিগঞ্জ ব্রজমোহন ইন্সটিটিউসনের শিক্ষক (১৯৬২-৬৩), কলিকাতায় জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেক্নিকের লেক্চারার (১৯৬৩-৭৩)। আনন্দবাজার পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার ও সিনিয়র রিপোর্টার। কেরালার দ্য উইক ও মালয়ালী মনোরমা পত্রিকার স্পেশাল করেসপনডেন্ট্। চলচ্চিত্রাভিনেতা। দেশ, অমৃত, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলাদিত্য, নবকল্লোল, শুকতারা লেখার আসর প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ পদক্ষেপ (১৯৬৭-৭২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ দুবাই-এর হাইজ্যাক (রহস্য ১৩৮২), সুন্দর বনে (কিশোর)। গল্প ঃ ভদ্রলোক চোর ১৩৮৫, বনে বনে (বড় গল্প)। জীবনী ঃ আইনষ্টাইন। ভ্রমণ ঃ হিলারীর সঙ্গে সমুদ্র থেকে আকাশ। প্রবন্ধ ঃ শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ, মানুষ গড়ার ইতিহাস (১৯৭৪), বার্ধক্যের বারাণসী।

তাপস বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভাঙনের থিয়েটার (থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা)।

তাপস রঞ্জন সরকার। জন্ম ঃ মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দরদী বন্ধু।

তামস রঞ্জন রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারত ভগিনী নিবেদিতা, যুগাচার্য বিবেকানন্দ, শ্রী মা সারদামণি।

তারক গোপাল ঘোষ (১৮৬৬—৩।৩। ১৯০৫)। জন্ম ঃ ঘোষপুর, ফরিদপুর। বি. এ. পাশ (১৮৮৭)। শিক্ষাব্রতী ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। মেদিনীপুর কাঁথি ইংরাজী স্কুলের শিক্ষক (১৮৯১—১৯০৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাকারোপাসনা, ব্রহ্মজ্ঞান, কবিতা মুকুল। সম্পাদক ঃ মাসিক কান্তি (১৩০৩)।

ডাঃ তারক চন্দ্র ঘোষ (১।১০।১৯৩০—) এম্. বি. বি. এস্. (১৯৫৫), ডি. টি. এম্ এণ্ড্ এইচ্ (১৯৫৭), ডি. সি. এইচ্. (১৯৫৮), এম্ ডি. (১৯৭৩)। জন্ম ঃ তালচিনান, পুইনান, হুগলী। নিবাস ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। পিতা ঃ জগন্নাথ ঘোষ। চিকিৎসক—গীতিকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গীতমঞ্জরী ১ম (২০টি গানের সংকলন—১৯৭৮)।

তারকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র (সমালোচনা)।

তারক চন্দ্র চূড়ামণি (১৯শ শতাব্দী) জন্ম ঃ উত্তরপাড়া, হুগলী। নাট্যকার। নাটকে বাস্তব দৃষ্টি ও সহানুভূতির পরিচয় আছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চন্দ্রাবলী (১২১৩), সাহিত্য দর্পণ (১২৬৪), সপত্নী নাটক (কুলীনকুল সর্বস্বের অনুকরণে বহুবিবাহ বিষয়ক—১৮৫৮)। সম্পাদক ঃ ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সেবী (১৮৬১)।

তারক চন্দ্র রায়। সম্পাদক ঃ ভাণ্ডার

(১৩২৫—৩০)।

তারক চন্দ্র রায় (১৮৭৯—৩০।৯।১৯৬৫)। জন্ম : বেল রায়না, যশোর। বি. এ. পাশ। জেলা শাসক। নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দর্শন শাখার সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রী গৌরাঙ্গ (১৯১৬), উপগুপ্ত (১৯২৪), পুরুষোত্তম (১৯২৬), পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ৩খণ্ড (১৯২১, ৫৩), ভারতীয় দর্শন, সাংখ্য ও যোগদর্শন।

তারক দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদিত পত্রিকা : নদীয়ার কথা।

তারক নাথ অধিকারী। সম্পাদক : মাসিক ঊষা (পাবনা, ১২৮৯)।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৬।৭।১২৫০/৩১।১০।১৮৪৩—২২।৯।১৮৯১)। জন্ম : বাগ আঁচড়া, যশোর, মৃত্যু : বকসারে পক্ষাঘাত রোগে। পিতা : মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, পত্নী : নিস্তারিনী। কলিকাতা ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৮৬৩), মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল্. এম্. এস্. (১৮৬৯)। সরকারী এ্যাসিষ্ট্যান্ট্ সার্জেন (২২ বৎসর),—ভ্যাক্সিনেশন সুপারিনটেন্ডেণ্ট,—কথা সাহিত্যিক। রাজশাহীর কৃষ্ণদাস সম্পাদিত জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় স্বর্ণলতা উপন্যাসের ১ম খণ্ড ও অন্যান্য গল্প প্রবন্ধাদি প্রকাশিত। সরল গ্রাম্য পারিবারিক জীবনের রূপকার,—বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-বর্ণাঢ্যতার আমলে বাস্তব গ্রাম্য জীবনের কাহিনী দ্বারা বাঙ্গালা কথা সাহিত্যে নূতন দিগন্তের পথ প্রদর্শক। শ্রেষ্ঠ রচনা স্বর্ণলতা একটি গ্রাম্য ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কাহিনী অবলম্বনেই রচিত হওয়ায় সেকালে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ সত্ত্বেও উচ্চ কল্পনার অভাব এবং চরিত্রে দ্বন্দ্ব ও জটিলতার অভাব হেতু উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিতে পরিণত হয় নি। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : স্বর্ণলতা (১৮৭৪), হরিষে বিষাদ (১৮৮৭), অদৃষ্ট (১৮৯২), বিধিলিপি। গল্প : ললিতা সৌদামিনী (১৮৮২), তিনটি গল্প (১৮৮৮)।

তারক নাথ ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ।

তারক নাথ ঘোষাল (১৮৫৪—১৯৩৪)। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম : শিবানন্দ স্বামী। রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ (১৯২২—৩৪)। বেলুড়মঠের অন্যতম ট্রাষ্টী। অদ্বৈত আশ্রমের পরিচালক (১৯০২—১৯০৯)। মানব দরদী সন্ন্যাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিবানন্দ বাণী,—২ খণ্ড।

তারক নাথ চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী) (প্রকাশিত গ্রন্থ : বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ (১৮৭১)।

তারকনাথ দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : সুকুমার বিলাস, কামিনী, কুসুম (১২৯০)। সম্পাদক : তত্ত্ব বোধিনী (১৮৫৮), ধর্মরাজ্য (মাসিক—১৮৫৩)।

তারকনাথ দাস (১৫।৬।১৮৮৪—২২।১২। ১৯৫৮)। জন্ম : ২৪ পরগণার কাঁচড়াপাড়ার নিকটে মাঝিপাড়া, মৃত্যু : নিউইয়র্কে। পিতা : কালী মোহন দাস। কলিকাতায় আর্যমিশন ইনস্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা (১৯০১), পরে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ও পূর্ববঙ্গে টাঙ্গাইল পি. এম্. কলেজের ছাত্র। বিপ্লবী,—ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন সমিতির সদস্য,—যুগান্তর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ,—রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পূর্বে জাপানে পলায়িত (১৯০৫)। জাপান থেকে আমেরিকায় গিয়ে ভারমণ্ড সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে অনুপ্রবিষ্ট। আমেরিকায় ফ্রি হিন্দুস্তান

পত্রিকা প্রকাশের (১৯০৭) দ্বারা বৈপ্লবিক কর্মে অগ্রণী। এ. এম্. পাশ (১৯১০), ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের ফেলো (১৯১১), আমেরিকার নাগরিক (১৯১৪)। বার্লিন কমিটির প্রতিনিধিরূপে চীনে গমন করে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার জন্য উদ্যোগী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ গঠনের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরদার করার অপরাধে ২২ মাস কারা-দণ্ডিত। ওয়াশিংটন জর্জ টাউন বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. উপাধিপ্রাপ্ত (১৯২৪)। মার্কিন মহিলার সঙ্গে বিবাহিত (১৯২৪)। ইউরোপে বাসকালে (১৯২৫—৩৪) ভারতীয় ছাত্রদের বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষার সুবিধার জন্য ইণ্ডিয়া ইন্স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কলিকাতায় মডার্ন রিভিউ পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিশ্ব-রাজনীতির কথা, **Is Japan a Menace to Asia, India in World Politics.** সম্পাদক : **Free Hindusthan.**

তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩/১০/১৯০১—)। স্থায়ী নিবাস : বসতপুর, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস : তারক প্রামাণিক রোড্, কলিকাতা। জন্মস্থান : জামালপুর, মুঙ্গের, বিহার। পিতা : বিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : তীর্থপথে ৩খণ্ড (১৩৭৮—৮০)।

তারক নাথ বিশ্বাস (১৮৫৭—১৯৩৭)। জন্মস্থান ও নিবাস : বালোড়. হুগলী। পিতা : প্রথম ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ দিগম্বর বিশ্বাস। ১২।১৩ বৎসর বয়স থেকেই পত্র পত্রিকায় কবিতা লেখক। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় ৬৩টি গ্রন্থের রচয়িতা। ঔপন্যাসিক। রোমাণ্টিক প্লট্,—ঘটনা বাহুল্য—কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী,—ঘটনার সুসঙ্গত বিন্যাসের অভাব ও চরিত্রচিত্রণে দক্ষতার অভাব উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক উপন্যাস লহরী (১২৯৩), মাসিক আদরিণী (১২৮৭), মাসিক **Registration Journal**। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : গিরিজা (১৮৮২), সুহাসিনী (১৮৮২), কমলা (১৮৮৩), বিরজা, বসন্তবালা, বিজয় সিংহ, রমণী, কমল কুমারী (১২৯৩), চন্দ্রপ্রভা (১২৯৩), ক্ষান্তমণি, মহামায়া, রাণা প্রতাপ সিংহ, গ্রন্থাবলী ১ম (১২৯৩), ঐ ২য় ও ৩য় (১৩০৭), **Reference Book Registering officer, The Registration Act** প্রভৃতি।

তারকনাথ বিশ্বাস। হুগলী—বদনগঞ্জ নিবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : পরলোক, অমলা, অভিষেকগীতি।

তারকনাথ বিষ্ণু (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক ভারত দর্পণ (১২৮৬), সাপ্তাহিক ভারত দর্পণ (১২৮৯)।

তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত অনূদিত নাটক : ম্যাকবেথ (বরাহনগর—১৮৭৫)।

তারক নাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক : মাসিক তত্ত্বজ্ঞান (১৩০৩)।

তারক নাথ রায় (১২৮৫—)। জন্ম : রায়না, যশোর। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রী গৌরাঙ্গ, উপগুপ্ত, পুরুষোত্তম।

তারকনাথ শর্মা (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস : উত্তরপাড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : মুগ্ধবোধসার চন্দ্রোদয় (মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহ—১৮৪৮)।

তারক নাথ সাধু (২০।৭।১২৭৪/১৮৬৮ —১৩৪৩/১৯৩৭) বি. এ, বি এল্. রায় বাহাদুর (১৯১১), সি. আই ই (১৯২৪)। পিতা : রামনাথ সাধু। মতিশীল ফ্রী স্কুলের ও জেনারেল অ্যাসেম্-ব্লিজ্ ইন্স্টিটিউসনের ছাত্র। পুলিশ কোর্টে আইনজীবী। পাবলিক প্রসিকিউটর (১৯০৭)। যুগ্ম সম্পাদক : গন্ধবণিক সমাচার (মাসিক ১৩২৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভোলানাথের ভুল (১৯২২), ঋণ, মোক্ষ, মেনকারাণী, মহামায়ার মহাদান, হুদ্দাদার (কবিতা—১৯৩০), সুনীতি কথা, উপেক্ষিতের উপকারিতা, স্মৃতিকথা।

তারক ভড় (৩১।১২।১৯৪০—)। জন্ম : গুল্টিয়া—নস্করডাঙ্গা, হুগলী। পৈতৃক নিবাস : রাজবলহাট, হুগলী। বর্তমান নিবাস : ৭, গোবিন্দ মুখার্জি লেন, বৈদ্যবাটী, হুগলী। পিতা : রাধারমণ ভড়, মাতা : ব্রজেশ্বরী। রাজবলহাট উচ্চ বিদ্যালয় ও কলিকাতা সিটি কলেজের ছাত্র। স্নাতক মান পর্যন্ত অধ্যয়ন। সরকারী কর্মচারী। বেতার জগৎ, একক, কালান্তর, সময়ানুগ, দৈনিক বসুমতী, দর্শক, স্বাক্ষর প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা : স্বাক্ষর (১৯৭২—৭৪)। ভীরের ছোয়া (১৯৯৪)। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : থাক না ভালবাসা নিলাম হয়ে (১৯৭২), এখন যুদ্ধের জন্য (১৯৮২)। আসন টলছে আলোর রেখায়।

তারক মিত্র (২৭।১২।১৯২৭—)। ছদ্ম-নাম : পাগলা দাশু। জন্মস্থান : কলিকাতা। নিবাস : ২৫, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা-১৪। পিতা : অমর কৃষ্ণ মিত্র, মাতা : ইন্দুবালা। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশুনা ও সমাজসেবা পেশা। মশাল, রূপবাণী, সাত সমুদ্দুর, কালান্তর, আনন্দ বাজার, যুগান্তর, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় দক্ষ। প্রকাশিত কাব্য : ধাক্কার ৪৯ (১৯৫৬), পড়ায় কত মজা ১ম (১৯৬০), ঐ ২য় (১৯৬২), দৃষ্টি দর্পণ (১৯৬৯), সুপ্তশাস্ত্র (১৯৭৫)।

তারক মুখোপাধ্যায় (১৯০২—২৭।১০। ১৯৭৬)। নিবাস ও মৃত্যু : চন্দননগর। নট ও নাট্যকার। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শরৎ চন্দ্রের বহু উপন্যাসের নাট্যরূপ নির্মাতা।

তারক হালদার (১৯০৯—)। জন্ম : সকেটগ্রাম, গোয়াল পাড়া, আসাম। নিবাস : ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ : যাযাবরী (উপন্যাস), মহাপুরুষ (নাটক), ভগবান বুদ্ধ। সম্পাদক : উদয়শ্রী।

(ডঃ) তারকা মোহন দাস (১।৩।১৯২৪--)। জন্ম : খিদিরপুর। কলিকাতা। নিবাস : সার্কুলার গার্ডেনরীচ্ রোড্, খিদিরপুর, কলিকাতা। পিতা : ক্ষেত্রমোহন দাস, মাতা : লাবণ্যমঞ্জরী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় এম্. এস্. সি। উদ্ভিদের শরীর বিদ্যায় পি. এইচ্. ডি., লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ হরমোন তত্ত্বে ডি. আই. সি.। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উইস্কনসিন ও পারডু বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পোষ্ট্ ডক্টরেট গবেষক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিভাগের অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা। পরিবেশ বিজ্ঞান চর্চার কো-অর্ডিনেটর। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কৃষি শাখার সভাপতি (১৯৮০)। প্রবাসী, যুগান্তর, আনন্দবাজার, দেশ, বসুমতী, জ্ঞানবিজ্ঞান, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, জ্ঞান বিচিত্রা, সায়েন্স

টুডে, ইণ্ডিয়ান বায়োলজিষ্ট, নেচার ইত্যাদি পত্রিকায় দুই শতাধিক ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আমার ঘরের আশে পাশে (১৯৬২), পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য (১৯৭৮)। প্রথম গ্রন্থটি দিল্লীর নরসিংহ দাস পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৩), ও ২য় গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৮০) প্রাপ্ত। সম্পাদিত পত্রিকা : Indian Biologist (১৯৭১—)। সম্পাদিত গ্রন্থ : Assay and Application Methods in Plant Growth Regulations (১৯৭৫)।

তারকেশ্বর চট্টরাজ (১৯।১।১৯৫১—) বি. কম্. বি. এড্। জন্ম : নবগ্রাম, কাটোয়া, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস : ডুবোপাড়া, কাটোয়া। ছদ্মনাম : নাস্তিক। পিতা : সন্তোষ কুমার চট্টরাজ, মাতা : শান্তিময়ী। শিক্ষক। কাটোয়া দর্পন, কাটোয়া সাপ্তাহিক, সর্বোদয়, কাটোয়ার জোয়ার, কলম, ভেলা, কবির ডায়েরী, অতিথি, অকলঙ্ক, ভুবন (চন্দননগর), জামুরিয়া দর্পণ, দাঁইহাট বিচিত্রা, ধূলামন্দির প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদক : মাসিক শঙ্খ (১৩৮২—৮৭), মাসিক অজয় (বৈশাখ ১৩৮৮—)।

তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯১১—)। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর কর্মী, কবি। প্রকাশিত কাব্য : চলার পথে, আমি।

তারকেশ্বরানন্দ, স্বামী (১২।১।১৯৩১—)। পূর্বাশ্রমের নাম : প্রসূন পাল, জন্ম : কলিকাতায়, বর্তমান নিবাস : রামপুর বিবেকানন্দ মিশন, চৈতন্যপুর, মেদিনীপুর। পিতা : হরিদাস পাল। সরকারী কর্মচারী। পরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান ও সন্ন্যাস গ্রহণ (১৯৬২)। বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : খোকাবাবুর ছড়ার বই (১৯৫৮), গল্প বলি শোনো (গল্প—১৯৫৯), সে এক মুকুর (কাব্য—১৯৬০)।

তারকেশ্বর ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা পুঁথির বিবরণ। সম্পাদিত গ্রন্থ : কবি বল্লভের রসকদম্ব (আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সহ)।

তারণবন্ধু শর্মা। সম্পাদক : মাসিক সুহৃদ্ (দিনাজপুর ভাটপাড়া—১২৮৫)।

তারাকান্ত বিদ্যাসাগর (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : পদার্থ বিদ্যা প্রশ্নোত্তরাবলী (১৮৭৩)।

তারাকিশোর চৌধুরী (১২৬৬—১৩৪২)। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম : সন্তদাস বাবাজী। জন্ম : শ্রীহট্টের বাসৈ গ্রামে। ব্যবহারজীবী, দার্শনিক ও সন্ন্যাসী। ব্রজবিদেহী ও পূর্ণ-কুম্ভের সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা ৪ খণ্ড, দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ৩ খণ্ড। বেদান্ত দর্শন, দ্বৈতা-দ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রভৃতি।

তারাকুমার কবিরত্ন (১২৫৪—?)। জন্ম : চাংড়িপোতা, ২৪ পরগণা। পিতা : কৃষ্ণ-মোহন শিরোমণি। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্র। রাজশাহী কলেজ ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। রেশমীবস্ত্র ব্যবসায়ী। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনায় দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : অকিঞ্চনের নিবেদন, চাণক্য শ্লোক, তারা মা, কৃষ্ণভক্তি রসামৃত, পঞ্চামৃত, কবি বচন সুধা, শিব শতকম্, জীবনমৃগতৃষ্ণা, নীতিমালা, কথাসার, সমাজ সংস্কার, সতীতীর্থ, ছোটতীর্থ, বড় চাণক্য প্রভৃতি। যুগ্ম সম্পাদক : পাক্ষিক (১২৫৮) ও পরে মাসিক বিশ্বদর্পণ (মোহনলাল বিদ্যা-বাগীশ সহ)।

তারাকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত

গ্রন্থ ঃ অন্তরালের শিশিরকুমার।

তারা ক্ষ্যাপা (৮।৭।১২৫৩/১৮৪৬—১৩৫৬/৬।১২।১৯৪৫), প্রকৃত নাম ঃ প্রমথেশ, গুরুদত্ত নাম ঃ তারানাথ। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পিতা গাড়োয়াল রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বাল্যকালেই সংসারত্যাগী। হরিদ্বারে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর কাছে হঠযোগে শিক্ষাপ্রাপ্ত। অমরনাথ, তিব্বত মাঞ্চুরিয়া, কামরূপ প্রভৃতি স্থানে পরিব্রাজক। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত (১৯০৩—১৯০৭)। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহযোগী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, লিয়াকত আলি, সুন্দরী মোহন দাস, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধ বাগচী, অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট,—বাঘা যতীনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিনা বিচারে আটক। বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় অগ্নিগর্ভ রচনার লেখক। সন্দীপের হাতিয়ায় অন্তরীণ। অমরনাথ ভ্রমণের পরে তারাপীঠে বামাক্ষেপার সান্নিধ্যে আগমন (১৮৮৭) ও তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ। বহরমপুরে উমাবনম্ নামে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।

তারাচরণ তর্করত্ন (১৮৩৭—১৮৮১)। জন্ম ঃ ভট্টপল্লী, ২৪ পরগণা, মৃত্যু ঃ কাশীতে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মুক্তি মীমাংসা, কানন শতক, শৃঙ্গার রত্নাকর, নীতিদীপিকা, কলাতত্ত্ব, ঈশোপনিষদের পিপ্পলভাষ্য।

তারাচরণ দাস (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ বর্ধমান শহরের নিকটবর্তী বড়শুল গ্রাম। কায়স্থ জাতীয়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মন্মথ কাব্য (১৮৪১—৪২)। রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব আছে।

তারাচরণ শিকদার (১৯শ শতাব্দী)। জেনারেল এসেম্ব্লিজের শিক্ষক। বাঙ্গালা-ভাষায় প্রথম মৌলিক নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ ভদ্রার্জুন (১৮৫২)। ইংরাজী ও সংস্কৃত নাট্যকলার মিশ্রণ নাটকটির বৈশিষ্ট্য। পদ্যসংলাপের বাহুল্য,—আড়ষ্ট সংস্কৃতবহুল গদ্য, সংলাপের দীর্ঘতা এবং চরিত্রসৃষ্টিতে অমনোযোগিতার জন্য ভদ্রার্জুন সার্থক নাট্য-সৃষ্টি হতে পারে নি।

তারাচাঁদ। জন্ম ঃ যশোরে জাংসাগ্রামে পৌণ্ড্রবংশে। কবেল কামিনীর ভাগিনেয়। গীত রচয়িতা। রচনা ঃ গাজির গান।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী (আঃ ১৮০৪—১৮৫৭)। জন্ম ঃ জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র। হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক,—জাহানাবাদ সদর দেওয়ানি আদালতের ডেপুটি রেজিষ্ট্রার। ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম সম্পাদক (১৮২৮), বর্ধমান-রাজের ম্যানেজার (১৮৪৬—৫১)। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি (১৮৩৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান (১৮২৭)।

তারাচাঁদ দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। বর্ধমানে পাদ্রী স্টুয়ার্টের অধীনে কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মনোরঞ্জনেতিহাস or pleasing Tales (স্কুল বুক্ সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত—১৮১৯), বালকদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান (১৮১৯)।

তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায় (২৫।৩।১৯২৩—) আই. এ.। কথা সাহিত্যিক। জন্মস্থান ঃ বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ। স্থায়ী নিবাস ঃ ৯/৭, মুর এভিনিউ, কলিকাতা। পিতা ঃ কালিদাস মুখোপাধ্যায়। বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। ষ্টেনোগ্রাফার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মধুপর্ণ (গল্প—১৩৬৭), শেষ কোথায় (উপন্যাস—১৩৮০)।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২৬।৯।১৯৪৭--)। এম্. এ. (ইংরাজী)। ছদ্মনাম : আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ও নিবাস : ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা। পিতা : বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা : রমা। অধ্যাপক, শিক্ষক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৭১)। প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস কাজল (১৯৭১)। আনন্দবাজার, দেশ, অমৃত, যুগান্তর ইত্যাদি পত্রিকায় শতাধিক গল্প প্রকাশিত। প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাস: অনশ্বর (১৯৭২), সপ্তর্ষির আলো (১৯৭৫), বন্ধু রহো রহো (১৯৭৬), কক্ষপথ (১৯৭৭), ছোটদের কাজল (১৯৭৯), প্রবাহ (উল্টোরথে প্রকাশিত—১৯৮২), এখানে পঞ্চম, একা এবং মহাবিশ্বের আগন্তুক (বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস —শারদীয় কালিয়তে ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রকাশিত)।

তারাদাস মুখোপাধ্যায়। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তারানাথ কাব্যস্মৃতিতীর্থ (১২৯৩—১।১।১৩৫১ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : ঝালকাটি, বরিশাল। পিতা : রজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : পদ্মপ্রসূন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮০৬—২০। ৬।১৮৮৪)। নিবাস : কালনা, বর্ধমান। পিতা : কালিদাস সার্বভৌম। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র (১৮৩০—৩৫) ও তর্কবাচস্পতি উপাধিতে ভূষিত। কাশীর ছাত্র। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক (১৮৪৫—১৮৭৩)। বস্ত্র, চাউল ইত্যাদির ব্যবসায়ী। প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন—বহুবিষয়ে বুৎপন্ন, সংস্কৃত ভাষায় বাচস্পত্যাভিধান (১৮৭৩—৮৪) শব্দস্তোম মহানিধি (১৮৬৯—৭০) নামক অভিধান এবং শব্দার্থরত্ন ও পাণিনি ব্যাকরণের টীকা 'সরলা' রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ : বহুবিবাহবাদ, বিধবাবিবাহ খণ্ডন, লাঠি থাকলে পড়ে না, বাক্যমঞ্জরী, আশুবোধ ব্যাকরণ।

তারানাথ রায় (১১।১০।১৮৯৪—) ন্যায়তর্কতীর্থ। জন্ম : পাটগ্রাম, ঢাকা, বাংলাদেশ। নিবাস : মধ্যপাড়া, রহড়া, ২৪ পরগণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক, মুলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। প্রকাশিত অনূদিত গ্রন্থ : সুহৃদ্ভেদ (১৯৩৬), লকারার্থ নির্ণয়, শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ (১৯৩০), কারকচক্রম্ (১৯৩৭)।

তারাপদ চক্রবর্তী (?—১।৯।১৯৭৫)। জন্ম : কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। পিতা : পণ্ডিত ধ্রুবচন্দ্র চক্রবর্তী। অভিজাত সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারে জন্ম। পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ। প্রথমে পিতার নিকট, পরে সাতকড়ি মালাকার ও আচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আগমন। রাইচাঁদ বড়ালের সাহায্যে বেতারে চাকরিপ্রাপ্ত। বিভিন্ন রাগরাগিণীতে ও বাঙ্গালা খেয়ালে ভারত প্রসিদ্ধ। বাংলাভাষায় খেয়াল ও টপ্পাগানের প্রবর্তক। ভাটপাড়া পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক সঙ্গীতাচার্য বিদ্বৎ সম্মিলনী থেকে সঙ্গীত রত্নাকর ও কুমিল্লা সঙ্গীত পরিষদ থেকে সঙ্গীতার্ণব উপাধিতে ভূষিত। সঙ্গীত নাটক একাডেমি সদস্য নির্বাচিত (১৯৭২)। রাজ্যসরকারের একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত। বিশ্বভারতীর নির্বাচন বোর্ডের সদস্য। নূতন রাগের স্রষ্টা। ভারত সরকার কর্তৃক

পদ্মশ্রী উপাধি দ্বারা সম্মানিত (১৯৭৩)। কিন্তু জীবনের শেষে উপাধিগ্রহণে অসম্মত। প্রকাশিত সঙ্গীতগ্রন্থ : সুরতীর্থ।

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রেমাবতার শ্রীমৎমহাপ্রভুর তত্ত্ব ও বাণী।

তারাপদ দাস (১।২।১৯৩৭—)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস : মাগুরা, যশোর। বর্তমান নিবাস : বেজপাড়া, যশোর, বাংলাদেশ। পিতা : নলিনীকান্তি দাস। মাতা : মমতা-সুন্দরী। ঢাকুরিয়া প্রতাপকাটি ইউনিয়ন ইন্‌স্টিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৫২), যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজ থেকে আই. এ., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে বি. এ. (১৯৬২)। শিক্ষক (১৯৫৭—)। মাগুরা দ্বিমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাগুরা শাখা পোষ্ট অফিসের প্রতিষ্ঠাতা। অধুনালুপ্ত বর্ণদীপ্ত সাহিত্য গোষ্ঠী (১৯৭৩)। যশোর ঝুমঝুমপুরে রবিবাসরীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি (১৯৮১), বাংলা-দেশ শিক্ষক সমিতির সংগঠক-সম্পাদক (১৯৮১)। যশোরের অধুনালুপ্ত সূর্য-সারথি সাহিত্য গোষ্ঠীর সদস্য এবং আম্রপালী সহ কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। দৈনিক ইত্তেফাক, প্রভাতী, চন্দ্রবিন্দু, দৈনিক সংবাদ, ঠিকানা, সাপ্তাহিক গণমানস, দেশ-হিতৈষী, সমাজ পরিক্রমা, অঙ্কুর প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : সভ্যতার অন্তরালে (গল্প ১৩৮০), যশোর হিন্দুধর্মীয় ঐতিহ্য (ইতিহাস—১৩৮৮), বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, আত্ম-কথা (যশোরের পরিক্রমা পত্রিকায় প্রকাশিত —১৯৮৩)। সম্পাদিত পত্রিকা : সম্মিলনী (সম্মিলনী ইন্‌স্টিটিউটের বার্ষিকী—১৯৫৮-৮৪), কর্মোত্তরে সম্মিলনী (১৩৮৬), সনাতন ধর্মসংঘের মুখপত্র (১৯৬৮)।

তারাপদ দে (১।৯।১৯১১—)। জন্ম, পৈতৃক নিবাস ও বর্তমান নিবাস : বড় আন্দুলিয়া, নদীয়া। পিতা : বাণেশ্বর চন্দ্র দে। মাতা : নিঘোরবানী দে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। সাহিত্যভূষণ, কাব্য-ভারতী ও সাহিত্য সরস্বতী উপাধিপ্রাপ্ত। অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক—উচ্চ বিদ্যালয়ের করণিক, গ্রামপ্রধানরূপে সমাজসেবামূলক কর্মে রত। হোমশিখা, নদীয়া সুন্দর, বঙ্গ-রত্ন, গন্ধবণিক ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : নদীয়া সুন্দর (সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি—১৩৬১-৭১), প্রকাশিত গ্রন্থ (ধর্মমূলক) : জয় ভগবান (১৩৭৩), মাহাত্ম্য (১৩৭৬)।

তারাপদ পাল (৫।১২।১৯৪০—)। নিবাস : গড়িয়া, কলিকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতের সংবাদপত্র। সম্পাদিত গ্রন্থ : চব্বিশ পরগনা। সম্পাদিত পত্রিকা : প্রতিভা (১৯৫২)। ত্রৈমাসিক প্রাসঙ্গিক চিন্তা (১৯৬৪), সাপ্তাহিক ঐক্য (১৯৬৬), ত্রৈমাসিক সম্রাট (১৯৬৯)।

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৯০৭)। জন্ম : কাটোয়া, বর্ধমান। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি. এল্.। কৃষ্ণনগর আদালতের ফৌজদারী উকিল। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। জাতীয় ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৮৩)। কৃষ্ণনগরে স্বদেশী আন্দোলনের জন্মদাতা। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উৎসাহী। প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন, কৃষ্ণনগরে মৃণালিনী বালিকা বিদ্যালায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পূর্ণ ব্যয়বহনকারী। ভারত সভার সহ-সম্পাদক। সাধারণী পত্রিকার লেখক।

তারাপদ ভট্টাচার্য (১।৩।১৯২৫ –)। জন্ম ঃ বরফগাছি, বিক্রমপুর, ঢাকা। পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস ঃ ৩৪এ গোবিন্দ ঘোষাল লেন, কলিকাতা-২৫। পিতা ঃ নিশিকান্ত সাংখ্যতীর্থ, মাতা ভুবনমোহিনী। কলিকাতা ভবানীপুরে। সাউথ সুবারবন স্কুল (মেন) থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪০), আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এ (১৯৪২) ও বি এ (১৯৪৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম. এ. (১৯৫৯)। এম্. এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে সাংখ্যদর্শন বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ১০০্ পুরস্কার প্রাপ্ত। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ আয়োজিত সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় (২০।৩।১৯৫৭) ২য় স্থান অধিকার করায় ১০০্ পুরস্কার প্রাপ্ত। ন্যায় দর্শনমতে আত্মা' বিষয়ে গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণী রামরক্ষী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত (১৯৬৪)। বঙ্গীয় সারস্বত সম্মেলন কর্তৃক শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত (১৯৬৯)। চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক (১৯৬০—), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯৭৩—)। দেশ পত্রিকায় প্রথম ছোট গল্প 'সমাপ্তি' প্রকাশিত (মার্চ, ১৯৪২)। যুগান্তর সাময়িকী, বাতায়ন, অখিল নিয়োগী সম্পাদিত খেয়া, বেতার জগৎ প্রভৃতি বহু পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ ও রম্য রচনা প্রকাশিত। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় সংস্কৃত ভাষায় গল্প প্রকাশিত। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে সংস্কৃত শিক্ষার আসরের পরিচালক, এই আসরে কথিকা প্রচারিত। সহ-সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক পুণ্যভূমি (তারকেশ্বর মঠ থেকে প্রকাশিত—১৯৬৪-৭৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ন্যায়দর্শন মতে আত্মা (১৯৬৭), বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৯৭৭), বুদ্ধচরিত (সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভারের অন্তর্গত, ১৯৭৮), রত্নাবলী (ঐ ১৯৭৮), শুক সপ্ততি (১৩৮৯), সংস্কৃত রসসাহিত্যসম্ভার (১০৯০)।

তারাপদ ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হরিশ্চন্দ্র নাটক (১২৯৩)।

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় (১৯২৮—) এম্. এ., পি. এইচ্. ডি.। নিবাস ঃ ১৭০, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আধুনিক বাংলা কাব্য (১৯৫৪), চর্যাগীতি, ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দ-বিবর্তন। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

তারাপদ রায় (১৭।১১।১৯৩৬—)। জন্ম ঃ এলাসিন গ্রাম, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ ১১/৪৯, পণ্ডিতিয়া রোড্, কলিকাতা—২৯। ছদ্মনাম ঃ গ্রন্থকীট নক্ষত্র রায়। সরকারী কর্মচারী। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ তোমার প্রতিমা (১৯৫৮), নীল দিগন্তে এখন ম্যাজিক (১৯৭৪), কোথায় যাচ্ছেন তারাপদ বাবু (১৯৭০), পাতা ও পাখিদের আলোচনা (১৯৭৫), আমার ডোডো ও তাতাই (শিশুদের), ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন (১৯৬৫)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ পূর্বমেঘ, কয়েকজন (১৯৬৮)।

তারাপদ রাহা (৩।৯।১৯০১—৪।১০।১৯৮৪) এম. এ.। ছদ্মনাম ঃ শ্রীকোলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নিবাস ঃ ২৭/২/৩, কাঁকুলিয়া রোড্, কলিকাতা—১৯। অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ যে শাখে ফুল ফোটে না (১৯৩৪), গোধূলি

রাগ (১৯৩৫), সর্বমঙ্গলা বিদ্যাপীঠ (১৯৪৫), বেণুমতীর তীরে (১৯৪৫), শুভর কবিতা (১৯৪৭), দেবা ন জানন্তি (১৯৫০)। গল্প ঃ তৃষ্ণা (১৯৩৪), যোগিনীর মাঠ (১৯৪১), রহস্যময়ী (১৯৪৫), কৃষ্ণকলি (১৯৫৬)। অনুবাদ ঃ আরব্যরজনী ৬ খণ্ড। কথা-সরিৎসাগর ২ খণ্ড।

ডঃ তারাপদ লাহিড়ী (১।৩।১৯১৫—)। ছদ্মনাম ঃ গম্ভীরানন্দ। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস ঃ মুচিয়া, মালদহ। পৈতৃক নিবাস ঃ বাবুপাড়া, কুতুবপুর, মালদহ। বর্তমান নিবাস ঃ ১১৩।৩, ডায়মণ্ডহারবার রোড, উদয়নপল্লী, বড়িশা, কলিকাতা—৮। পিতা ঃ ধর্মনারায়ণ লাহিড়ী, মাতা ঃ জলদবরণী। আইহো গ্রামের এম্ ই স্কুলে (১৯২৫—২৮) ও মালদহ জেলাস্কুলে অধ্যয়নের (১৯২৮—৩২) পরে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯৩২)। রাজশাহী জেলা কলেজে এক বৎসর পড়ার পরে অর্থা-ভাবে লেখাপড়া স্থগিত। কলিকাতায় আর এল্. সাহার মিউজিক্যাল ফার্মের ধর্মতলা শাখায় অস্থায়ী কর্মচারী (১৯৩৮)। কলি-কাতা কেন্দ্রের বেতার শিল্পী (১৯৬৬—)। এইচ. এম্. ভি. রেকর্ড কোম্পানীতে টুইন রেকর্ড শিল্পী (১৯৩৭—)। স্বরচিত লোক সঙ্গীত ও গম্ভীরা গান প্রচারে লিপ্ত। চাকরি ত্যাগ করার পরে বেলগাছিয়া বেঙ্গল ভেটে-রিনারি গভর্ণমেন্ট্ থেকে পাশ করে (১৯৪৫), সরকারী চাকুরিপ্রাপ্ত (১৯৪৭), সরকারী চাকুরি করার সময়ে উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে অব-স্থানের সুযোগে লোকসঙ্গীত সংগ্রহে নিরত। কলিকাতা সাহিত্যিকা, পূর্ণিমা সম্মেলনী, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, বেহালা শাখার সহ-সভাপতি। মালদহ জেলা স্কুল ম্যাগাজিন, গৌড়দূত, খেয়ালী, শ্রীলেখা চয়নিকা, সংহতি, আভা, রূপাঞ্জলি, প্রবর্তক, যুগান্তর, সমীক্ষা, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ, নাটিকা গান, ছোটগল্প কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত। বড়িশার গৃহে গম্ভীরা পরিষদ নামে লোকসঙ্গীতের শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাতা (১৯৫০)। কলিকাতা বেতারে রাণীক্ষেত নাটিকা (অনুশীলন পত্রিকায় প্রকাশিত) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গোসেবা নাটক তথ্যচিত্ররূপে প্রচারিত (১৩৬২), লোকসঙ্গীত গায়ক, সংগ্রাহক, প্রচারক ও গবেষক। বহু প্রতিষ্ঠান থেকে পদক, মান-পত্র, সম্বর্ধনা এবং পল্লীশ্রী, গীতশ্রী ও লোকভারতী উপাধিপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতীয় লোকসঙ্গীতে বাংলার প্রাচীন সুর (স্বরলিপি ও আলোচনা) শেফালী (গীতিনাট্য) শরৎচন্দ্রের জারি (১৯৭৬)।

তারাপদ সান্যাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নবদ্বীপে তন্ত্রসাধনা।

তারাপদ সাঁতরা (১৯৩১—)। ছদ্মনাম ঃ অশান্ত সোম। জন্মস্থান ও পৈত্রিক নিবাস ঃ নবাসন, পোঃ বাগনান, হাওড়া। পিতা ঃ বাসুদেব সাঁতরা, মাতা ঃ বিন্দুবাসিনী। কৈশোরে শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত দৈনিক কিশোর পত্রিকার সাংবাদিক ভারতীয় কমিউনিষ্ট্ পার্টির সারাক্ষণের কর্মী (১৯৪৯—৫৬)। কৃষক আন্দোলন তথা তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে বহুবার কারাদণ্ডিত। পরে পদব্রজে পশ্চিম-বঙ্গের বহুগ্রাম ঘুরে নানাবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী ও লোকশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করে গ্রামীণ সংগ্রহশালা আনন্দ নিকেতন কীর্তি-শালার প্রতিষ্ঠাতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

রাজ্যভাষা কমিশনের রীডার। আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল, দৈনিক বসুমতী, পরিচয়, সমকালীন, দর্শক, চতুষ্কোণ, পরিবর্তন, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : কৌশিকী (১৯৭০-৮৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : হাওড়া জেলার লোক উৎসব (১৯৬২), শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য (১৯৬৯), হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি (১৯৭৬), বাংলার দারু ভাস্কর্য (১৯৮০), ছড়াপ্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ (১৯৮১), মন্দির লিপিতে বাংলার সমাজচিত্র (১৯৮৩)।

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী (১৯৩৪—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : অচিন পরশ, অজানার আঙিনায়, অশরীরী, আবার আমি, কে ডাকে আমায়, জন্মান্তর রহস্য, জীবনের ওপার থেকে, তান্ত্রিক সাধনা ও তন্ত্রকাহিনী (১৯৭৪), নীল সায়রে যক্ষিণী, সে আসে, সে কি এলো ফিরে, তারামন্ডল পরিচয় ও বিশ্বের বিশালতা, তন্ত্র তপস্যা, যোগিনী, বহুরূপে দেবতা তুমি, সম্মোহন, কে তুমি, আজও যা ঘটে, অজানার আঙিনায় প্রভৃতি।

তারাপ্রসন্ন ঘোষ। কৃষিতত্ত্ববিদ্। জন্মস্থান : হিনু, রাঁচি, বিহার। প্রকাশিত গীতিগ্রন্থ : মাধবী, সুরভি, পুরবী। সম্পাদিত পত্রিকা : বাল্যাশ্রম (১৯১৯-২০)।

তারাপ্রসন্ন চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভূদর্পণ (১৮৭২)।

তারাপ্রসন্ন তর্কতীর্থ (২৮।১১।১২৯৬ বঙ্গাব্দ—)। জন্মস্থান : মূলঘর, খুলনা, বাংলাদেশ। পিতা : মথুরানাথ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : বৃক্ষরোপণ পদ্ধতি, শিবপূজা পদ্ধতি।

তারাপ্রসন্ন সিংহ। নিবাস : বোলপুর, বীরভূম। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক : পল্লীশ্রী, বোলপুর (১৯৫০—)।

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। (১৯ শতাব্দী, ছদ্মনাম : টি. পি. সি.। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা। বঙ্গদর্শন পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন (আঃ ১৮২৮—১৫।১১ ১৮৫৮)। জন্ম : কাঁচকুলি, নদীয়া। মৃত্যু ৩০ বৎসর বয়সে। পিতা : মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। অধ্যয়ন কাল : ১৩ বৎসর। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিশে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক (১২।১১।১৮৫১),—এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌স্‌পেক্‌টর অফ্ স্কুল্‌স্ হওয়ার পর বিদ্যাসাগর কর্তৃক সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টর নিযুক্ত। সাধুরীতির ক্লাসিক গদ্যের লেখক। শ্রেষ্ঠ রচনা কাদম্বরীতে ভাবানুবাদে ও মূলের সৌন্দর্য সংরক্ষিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা (১৮৫০), পশ্বাবলী (১৮৫২), কাদম্বরী (১৮৫৪), রাসেলাস (জনসন রচিত ইংরাজীগ্রন্থের অনুবাদ—১৮৫৭)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩।৮ ১৮৯৮—১৪।৯।১৯৭১)। ছদ্মনাম : হাবু শর্মা। জন্ম : বীরভূমের লাভপুরে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে, মৃত্যু : কলিকাতায়। নিবাস : ১৭১, সি. সি ও এস্., টালাপার্ক, কলিকাতা—২। পিতা : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা : প্রভাবতী, পত্নী : উমাশশী। পিতার মৃত্যুর পর মাতা ও পিসী শৈলজা দেবীর তত্ত্বাবধানে জমিদারীর কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। লাভপুরে প্রবেশিকা পাশ (১৯১৫), সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এ. পাঠকালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের জন্য অন্তরীণ (১৯২১), এক বৎসরের জন্য

কারাদণ্ডিত (১৯৩০)। কলিকাতায় কয়লার ব্যবসায়ী,—কিছুকাল পরে কানপুরে চাকুরি-প্রাপ্ত। আমৃত্যু সাহিত্যসাধনায় অতিবাহিত, শেষজীবনে চিত্রাঙ্কণে নিরত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎস্মৃতি পুরস্কার (১৯৪৭) ও জগত্তারিণী পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৫৬)। রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫৫), সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার, (১৯৫৬), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৬৭), পদ্মশ্রী (১৯৬২) পদ্মবিভূষণ উপাধি দ্বারা সম্মানিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৮), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৮), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৯) ও উত্তর-বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭১) কর্তৃক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত। বিধান পরিষদের সদস্য (১৯৫২), ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে চীন সফর (১৯৫৫), তাসখন্দে এশীয় লেখক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা (১৯৫৭), মস্কো ভ্রমণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি (১৯৭০)। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উত্তরসাধক কথা-সাহিত্যিক—ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান-রূপে সামন্ততন্ত্র ও যন্ত্রনির্ভর ধনতন্ত্রের প্রত্যক্ষদর্শী ও সাহিত্যে রূপকার। বীরভূমের বিচিত্র ধরনের মানুষের জীবনের দক্ষ রূপকার, স্বাধীনতা আন্দোলন সহ যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, যুব সম্প্রদায়ের অস্থিরতা বিদ্রোহ ইত্যাদির নিপুণ চিত্রকর—রাঢ়ের গ্রামবাঙ্গালার জীবন্ত লেখচিত্র নির্মাতা—কবিত্বময় গদ্যভাষা ও কবিতা রচনায় পারদর্শী। কল্লোল, কালিকলম, উপাসনা, বঙ্গশ্রী, শনিবারের চিঠি, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দেশ, পরিচয় ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রথম গল্প রসকলি কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : পাষাণপুরী (১৩৩৩), চৈতালী ঘূর্ণি (১৩৩৮), নীলকণ্ঠ (১৩৪০), রাইকমল (১৩৪১), প্রেম ও প্রয়োজন (১৩৪২), আগুন (১৩৪৪), ধাত্রী দেবতা (১৩৪৪), গণদেবতা (১৩৪৯), মন্বন্তর (১৯৪৪), পঞ্চগ্রাম (১৩৫০), কবি (১৩৫০), সন্দীপন পাঠশালা (১৩৫২), ঝড় ও ঝরাপাতা (১৩৫৩), অভিযান (১৩৫৩), পদচিহ্ন (১৩৫৭), উত্তরায়ণ (১৩৫৭), হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা (১৯৫১), তামস তপস্যা (১৩৫৮), নাগিনী কন্যার কাহিনী (১৩৫৯), বিচিত্র (১৩৫৯), আরোগ্য নিকেতন (১৩৫৯), চাঁপাডাঙার বৌ (১৩৬১), পঞ্চপুত্তলী (১৩৬৩), বিচারক (১৩৬৪), সপ্তপদী (১৩৬৪), বিপাশা (১৩৬৪), রাধা (১৩৬৪), ডাকহরকরা (১৩৬৫), মহাশ্বেতা (১৩৬৭), যোগভ্রষ্ট (১৩৬৭), না (১৯৬০), নাগরিক (১৩৬৭), নিশিপদ্ম (১৩৬৮), যতিভঙ্গ (১৩৬৯), কান্না (১৯৬২), কালবৈশাখী (১৩৭০), একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে (১৯৬৩), জঙ্গলগড় (১৩৭০), সঙ্কেত (১৩৭১), ভুবনপুরের হাট (১৩৭১), মঞ্জরী অপেরা (১৩৭১), বসন্ত রাগ (১৩৭১), গন্না বেগম (১৩৭২), অরণ্য বহ্নি (১৩৭২), গুরুদক্ষিণা (১৩৭৩), হীরা পান্না (১৩৭৩), মহানগরী (১৩৭৩), মণিবৌদি (১৩৭৪), শঙ্কর বাই (১৩৭৪), শুকশারী কথা (১৩৭৪), ছায়া-পথ (১৩৭৬), কালরাত্রি (১৩৭৭), অভিনেত্রী (১৩৭৭), ফরিয়াদ (১৩৭৮), স্বর্গমর্ত্য। গল্প : ছলনাময়ী (১৩৪০), জলসাঘর (১৩৪৪), প্রতিধ্বনি (১৩৪০), তিনশূন্য (১৩৪১), দিল্লীকা লাড্ডু (১৩৪৩), রসকলি (১৩৪৫), বেদিনী (১৩৫০), জাদুকরী (১৩৫০), স্থলপদ্ম (১৩৫০), প্রসাদমালা (১৩৫২), হারানো সুর (১৩৫২), ইমারত (১৩৫৩), রামধনু (১৩৫৪), শ্রীপঞ্চমী (১৩৫৪), মাটি (১৯৫০), শিলাসন

(১৩৫৮), কামধেনু (১৩৫৩), গল্প সঞ্চয়ন (১৯৫৪), বিস্ফোরণ (১৩৬৮), কালান্তর (১৩৬৩), বিষপাথর (১৩৬৪), মানুষের মন (১৩৬৫), রবিবারের আসর (১৩৬৫), পৌষ-লক্ষ্মী (১৯৬০), প্রেমের গল্প (১৯৬০), আলোকাভিসার (১৩৬৭), চিরন্তনী (১৩৬৮), অ্যাক্সিডেন্ট্ (১৩৬৯), তমসা (১৩৭০), আখনা (১৩৭০), চিন্ময়ী (১৩৭১), একটি প্রেমের গল্প (১৩৭০), তপোভঙ্গ (১৩৭৩), দীপার প্রেম (১৩৭৩), নারী রহস্যময়ী (১৩৭৪), জায়া (১৩৭৪), পঞ্চকন্যা (১৩৭৪), শিবানীর অদৃষ্ট (১৩৭৪), গোবিন সিংহের ঘোড়া (১৩৭৪), এক পশলা বৃষ্টি (১৩৭৫), মিছিল (১৩৭৬), রূপসী বিহঙ্গিনী (১৩৭৭)। নাটক: কালিন্দী (১৯৪১), দুই পুরুষ (১৩৪৯), পথের ডাক (১৩৪৯), বিংশ শতাব্দী (১৩৫১), চকমকি (প্রহসন—১৩৫২), দ্বীপান্তর (১৩৫২), যুগবিপ্লব (১৩৫৮), কালরাত্রি (১৯৫৭), সংঘাত (১৩৬৯), আরোগ্য, কবি। কাব্য: ত্রিপত্র (১৯২৬)। স্মৃতিকথা: আমার কালের কথা (১৩৫৮), আমার সাহিত্য জীবন (১৩৬০), কৈশোর স্মৃতি (১৩৬৩)। ভ্রমণ: মস্কোতে কয়েকদিন (১৩৬৫)। প্রবন্ধ: সাহিত্যের সত্য (১৯৬০), ভারতবর্ষ ও চীন (১৯৭০), রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী (১৩৭৮)। গল্প সংকলন: তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৪), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় গল্প (১৯৫৩), স্বনির্বাচিত গল্প (১৩৬১), ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৬৩), ছোট ছোট ভালো ভালো গল্প (১৩৬৯), কিশোর সঞ্চয়ন (১৩৬৩), ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৭৫)।

(শ্রী) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৫।৬ ১৯১৩—)। নামান্তর: শ্রী তারাশঙ্কর। জন্ম: কলিকাতা। নিবাস: ৭৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১৩। প্রকাশিত উপন্যাস: শ্রীময়ী (১৩৩৯), অমানিতা মানবী (১৯৪১), প্রান্তিক (১৯৪৬), রূপান্তর (১৯৫৪)।

তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য (৪।১।১৯৪০—)। এম্. এ. ডিপ্. ইন্. এডুকেশন। ছদ্মনাম: শঙ্কর ঠাকুর, ভোলানাথ বাঙালী। জন্মস্থান ও নিবাস: মেদিনীপুরের ফতেসিংপুর। পিতা: শ্রীরাম শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। মাতা: রাজলক্ষ্মী। মেদিনীপুর গড়বেতা কলেজের ছাত্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। শিক্ষক—পরে সাহিত্য সাধক—সাংবাদিক—কবি—প্রবন্ধকার। আকাশবাণীর গীতিকার। যুগান্তর, বসুমতী, সত্যযুগ শিক্ষা ও সমতা, সমাজশিক্ষা, প্রতিশ্রুতি, পরিবর্তন, শুকতারা, কিশোরভারতী, বুলবুল, পল্লীপ্রচার, মেদিনীপুর সমাচার, শিলাবতী, উদ্বোধন প্রভৃতির লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর (১৯৭৩), বীথিকা, বগড়ীর ইতিহাস (১৯৬৪), বৃহত্তর গড়বেতার ইতিহাস (১৯৮২)। সম্পাদিত গ্রন্থ: প্রবোধ সরকারের শালফুল (ঐতিহাসিক উপন্যাস—১৯৮২), মতিলাল বিশ্বাসের বকদ্বীপ (১৯৮২)। সংকলন: ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা (১৯৭৫-৮০)। যুগ্ম সম্পাদক: পাক্ষিক পল্লীপ্রচার।

তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। সংকলক: গোপালভাঁড়।

তারাশঙ্কর মৈত্র (১৯ শতকের প্রথমভাগ), প্রকাশিত গ্রন্থ: কমলদত্তাহরণ ২ খণ্ড (প্রণয় রসাত্মক আখ্যায়িকা—১৮৬৩—৬৬)।

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় (১২৩৯-১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: নবদ্বীপে। পৈতৃক নিবাস: বর্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্তী ডোরিয়া-টোন। পিতা: শশিশেখর চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বৃত্তিসহ জুনিয়র ও

সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সৈনিক বিভাগের কর্মী, শিক্ষক, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল ও তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থক। বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনে উদ্যোগী, প্রথমে ভাইস্ চেয়ারম্যান ও পরে চেয়ারম্যান।

তারিণীচরণ চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ: সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ।

তারিণীচরণ দাস। প্রকাশিত প্রহসন: বেশ্যাবিবরণ।

তারিণীচরণ পাল (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত অনূদিত নাটক: ভীমসিংহ (ওথেলোর অনুবাদ—১২৮১)।

তারিণীচরণ মিত্র (আঃ ১৭৭২—১৮৩৭)। জন্ম: কলিকাতায়, মৃত্যু: বারাণসীতে। পিতা: দুর্গাচরণ মিত্র। ইংরাজী, উর্দু, হিন্দী, আরবী ও ফার্সীভাষায় পন্ডিত। বিদ্যোৎসাহী। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য ও পরে সম্পাদক। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মুন্সী (১৮০১), হেড মুন্সী (১৮০৯-৩০)। জুরি নির্বাচিত (১৮২৮)। অবসর গ্রহণের পর কাশীরাজের কর্মচারী। সতীদাহের পক্ষে প্রবন্ধলেখক। ধর্মসভার সভ্য (১৮৩০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: গিলক্রাইষ্ট্ কৃত Oriental Fabulist এর বাঙ্গালা অনুবাদ (১৮০৩), নীতিকথা (রাধাকান্তদেব ও নীলকমল সেন সহ—১৮১৮)।

তারিণীচরণ সেন। সম্পাদক: মাসিক বঙ্গজীবন (১৩০২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারত কোকিল।

তারিণী দেবী (১৯শ শতাব্দী)। সঙ্গীত রচয়িত্রী। জন্ম: মেদিনীপুরের বরদা পরগণায়। রচনা: শিবদুর্গা বিষয়ক গীত।

তারিণী প্রসাদ নিয়োগী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য: কুসুম কলাপ (১৮৭৫)।

তারিণী ব্রাহ্মণী। মালসীগান ও পাঁচালী রচয়িত্রী। রচিত পাঁচালী গ্রন্থ: সুবচনীর ব্রতকথা।

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বক্তা রবীন্দ্রনাথ।

তারিণী শঙ্কর সান্যাল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালা ব্যাকরণ ১ম ভাগ (১৮৭১)।

তারেক সৈয়দ। বাংলাদেশ নিবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বীরোত্তম কর্ণেল তাহের (ঢাকা—১৯৭৯), মধ্যরাত্রের ফ্যাসাদ (১৯৭৯)।

তালিম হোসেন (১৯১৮—)। জন্ম: চাকরাইল, নওগাঁ, রাজশাহী। কলিকাতা থেকে অনার্স সহ বি.এ. (১৯৪৬)। সাংবাদিক মাসিক মোহম্মদী পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। বাংলা দেশ সরকারের প্রকাশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক। মাসিক মাহেন ও পূর্বাচল পত্রিকার সম্পাদক। নজরুল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা। কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮২) ও সিতারা-ই-ই মতিয়াজ উপাধি (১৯৭০) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: দিশারী (১৯৫৬), শাহীন (১৯৬২), নূহের জাহাজ (১৯৮৩), ইসলামী কবিতা (১৯৮১)। শিশুসাহিত্য: ধাই কিরি ধাই কি (১৯৮১)। অনুবাদ: স্বর্গচারণ (১৯৫৯), দানবীর এ গুরু কনেগী (১৯৬২)।

তাসাদ্দুক হোসেন (১৯৩৪—)। জন্ম: দিনাজপুর। চিকিৎসা বিদ্যায় এম. ডি. (বার্ণ), ডি এস্. সি (ওয়ারশ), এম্. ফিল্ (লণ্ডন), ভি. ভি (লিভারপুল), ডি. টি. এম্. এইচ্.

(এডিনবরা), ডি আই. এইচ্. (সেণ্ট এণ্ড্রুজ), এফ্. সি. পি. এম্. (ইউ এস. এ)। চিকিৎসক, প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : মহুয়ার দেশে (১৯৫৮), পৃথিবীর রং (১৯৫৮), উত্তাল তরঙ্গ (১৯৭৪), ইস্পাত প্রত্যয় (১৯৭৯)। ছোটগল্প : অরণ্য শিশির (১৯৬০), চেনা কড়ির হাট (১৯৭৪), উত্তমাশা অন্তরীপে (১৯৭৮)। কবিতা : জলছবি (১৯৭৪), প্রদীপ্ত সংহার (১৯৭৯)। শিশুসাহিত্য : গল্পের হাটে (১৯৭৬), গল্পের ফোয়ারা (১৯৭৬), গল্প শোনার গল্প (১৯৭৭)। অনুবাদ : তিমিরা-ভিসার (উপন্যাস—১৯৬০)। **Poems from Bangladesh** (১৯৭৮)।

তাহার ওয়ার আলি খান। প্রকাশিত গ্রন্থ : সুন্দরবনের নরখাদক।

তাহির মহম্মদ। সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত রচয়িতা। প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাসমূলক গ্রন্থ 'বাগনামা'য় এঁর কয়েকটি গান আছে।

তাহের মহম্মদ। জন্ম : হুগলী জেলায়। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : হররোজ (১২৮৪)।

তিতুভট্ট (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস : রতনপুর। আর্যাছড়া রচয়িতা।

তিনকড়ি ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : অন্তরাগ।

তিনকড়ি ঘোষাল (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক প্রবন্ধ (১৮৬৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাবিত্রী-সত্যবান গীতাভি-নয় (১৮৬৭)।

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : ফরাসী চন্দননগর। চন্দননগর থেকে প্রকাশিত প্রজা-বন্ধু পত্রিকার সম্পাদক (১২৮৯)। ফরাসী আইনের বঙ্গানুবাদক (১৩৮৩) ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : পুরাণ রহস্য, শিশু রামায়ণ, শিশু মহাভারত, গুরুগোবিন্দ সিংহ, পদ্য ব্যাকরণ, সঙ্গীত শতদল ৩খণ্ড।

তিনকড়ি বাগচী। জন্ম : নবদ্বীপ, নদীয়া। নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল ও বকুলতলা স্কুলের ছাত্র। বাঙ্গালোরে ইম্পিরিয়াল ডেয়ারী ফার্ম থেকে আই. ডি. ডি. ডিপ্লোমা প্রাপ্ত (১৯৩০)। বাঙ্গালোরে অধ্যয়নকালে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণকারী। কলিকাতা বউবাজার মিল্ক ইউনিয়নে, রঙপুরে ক্যাট্‌ল-ফার্মে ও পরে বহরমপুরে লিন্‌লিথ্‌গো বুল ডিষ্ট্রিবিউসনের কর্মী। নবদ্বীপ বকুলতলা স্কুলের সদস্য (১৯৩৪-৪২)। নবদ্বীপ মিউ-নিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান (১৯৫১)। কংগ্রেস-সেবী—জেলা কংগ্রেসের সদস্য। সাংবাদিক, ওয়েষ্ট বেঙ্গল জার্নালিষ্ট এসোসিয়েসনের সদস্য,—নদীয়া জার্নালিষ্ট এসোসিয়েসনের সভাপতি। নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নবদ্বীপ শাখার সভাপতি। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পাদক (১৯৫৪—), ভ্রমণ কাহিনী লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : দক্ষিণে মুসাফির, মুসাফিরের দৃষ্টিপাত, হিমাচলে মুসাফির।

তিনকড়ি বিশ্বাস (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস : পউনান, হুগলী। জাতিতে সদ্‌গোপ। পাঁচালী, হাফ্ আখড়াই, কবিগান ও তরজা-গান রচয়িতা। রচনা : মনসামঙ্গল, বৃহৎ-নারদপুরাণ (যশোর-মল্লিক-পুর নিবাসী কালী-প্রসন্ন বিদ্যারত্নের সাহায্যে অনূদিত, মুদ্রণ ১২৯৩—৯৪), প্রভাস খণ্ড, বৃহৎ তর্জার লড়াই।

তিনকড়ি বিশ্বাস (১৯শ শতাব্দী) যাত্রা-নাট্যকার। প্রকাশিত যাত্রা নাটক : কামিনী-কুমার (কাব্যের নাট্যরূপ—১৮৭৬)। অভি-মন্যুবধ (৫ম সং ১৮৮০), শুম্ভ নিশুম্ভবধ (১৮৭৮), দক্ষযজ্ঞ (১৮৭৮), অর্জুনের লক্ষভেদ (১৮৭৮), সীতার বনবাস (৩য় সং ১৮৮০),

মেঘনাদবধ (২য় সং ১৮৮০), রামবনবাস (৪র্থ সং ১৮৮০), লক্ষ্মণের শক্তিশেল (১৮৮০), সীতার পাতাল প্রবেশ (১৮৮০), বভ্রুবাহনের যুদ্ধ (১৮৮০), জয়দ্রথ বধ (১৮৮০), দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ (৩য় সং ১৮৮১), ভরতবিলাপ নাটক (১২৯১)।

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত নাটকঃ মোহন্তের কি দুর্দশা (তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরির দুষ্কর্ম অবলম্বনে—১৮৭৪)।

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪—১৯৩৪) দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। প্রভাতী ও সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীর সম্পাদক। প্রকাশিত নাটকঃ শশিপ্রভা।

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) সখের যাত্রাওয়ালা। রচনাঃ অভিমন্যুবধ (যাত্রাপালা)।

তিনকড়ি স্মৃতিরত্ন। জন্মঃ শিবপুর, হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থঃ আশাতত্ত্বনিরূপণ (১৯০১)।

তিনকড়ি দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্যঃ হিতমালা (১৮৭২)।

তিনকৌড়ি মুখোপাধ্যায়। কবি। প্রকাশিত কাব্যঃ কবিতাকুসুম (১৮৭২)।

তিনু দাস। প্রকাশিত কাব্যঃ বীতংস (১৩৮৫), স্বরচিত অন্ধকারে নির্বোধ আবেগ।

ডঃ তিমির বরণ চক্রবর্তী (২০।১০।১৯৪৮—) জন্মঃ মানিকতলা, কলিকাতা। পৈতৃক নিবাসঃ বরিশাল, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাসঃ ১৬১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পিতাঃ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতাঃ প্রভাবতী। উচ্চ. মাধ্যমিক (১৯৬৪), হাওড়া দীনবন্ধু কলেজ থেকে বাঙ্গলায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬৯), আমেরিকার ইষ্ট্ জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টিচার্স ট্রেনিং ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, ডি. লিট্. (১৮৮৫) উপাধি প্রাপ্ত। হাওড়া মনসাতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কলিকাতা খিদিরপুরে ক্যানা হাউস এর উপাধ্যক্ষ, বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান ও চেয়ারম্যান অফ্ একাডেমিক কাউন্সিল, হাওড়া আন্দুলমৌড়ি ত্রিনয়নী বিশ্বপীঠ আশ্রমিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। কলিকাতা হিন্দী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (ময়রাষ্ট্রীট্) শিক্ষক, কলিকাতা গোলপার্কে বিজ্ঞান কলেজে বাঙ্গালার অধ্যাপক। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা বিভাগের লেকচারার। পশ্চিমবঙ্গ লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের সদস্য (১৯৬৮—৭০)। ঐকতান, ঢেউ, রূপসী, আঁকড, গ্রামীণ, নবরূপা, সাহিত্যরূপা, অচল পত্র, বসুমতী, যুগান্তর, বালুচর, প্রত্যয়, ধ্রুবতারা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকাঃ শিখা (১৯৬৫-৬৬) প্রভা (১৯৬৭—৭০), অমৃতবাণী (১৯৭১—৭৪)। প্রকাশিত গ্রন্থঃ বিভূতিভূষণ ও আম আঁটির ভেঁপু (সমালোচনা—১৯৮৩), ডঃ শিশিরকুমার ঘোষের 'The tragic flow' এর অনুবাদ, 'এমেরিকা নাইট্' বাৎসরিক পত্রিকার বঙ্গানুবাদ।

তিমির রঞ্জন সর্বাধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ ভারতের শিলাস্তর ও ভূতত্ত্বীয় ইতিহাস (১৩৮১)।

তিলকচন্দ্র (১৯শ শতাব্দী)। জাতিতে গন্ধবণিক। রচনাঃ হরগৌরী বিবাহ।

তিলক দাস। প্রকাশিত নাটকঃ অতীতের কান্না।

তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮।২।১৯৫৫—)। জন্মঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। কবি। মৌ, আজকাল, জিরাফ, সপ্তর্ষি, চণ্ডীদাস, অরণ্য, সূর্যতৃষ্ণা, মুহূর্ত, সোপান, অভিযাত্রী প্রভৃতি

পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত।

তিলপাদ বা তিল্লোপা (১১শ শতাব্দী)। লুইপাদবংশীয় সিদ্ধাচার্য। দোহাকোষ ও চর্যাগীতি রচয়িতা।

তিলকরাম দাস (১৭শ শতাব্দী)। নিত্যানন্দের অনুচর অভিরাম গোস্বামী (দাস)-র শিষ্য রামকানাই এর শিষ্য। চিরকুমার। রচনা ঃ শ্রীঅভিরাম লীলামৃত (নিত্যানন্দের অনুচর অভিরাম দাসের মাহাত্ম্যসূচক কাব্য) বৈষ্ণব কথা।

ত্রিগুণাতীত স্বামী। রামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসী। সম্পাদক ঃ পাক্ষিক উদ্বোধন (১৩০৫—১০)।

ত্রিদিব চৌধুরী। রাজনীতিক। লোকসভার সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সালাজারের জেলে উনিশ মাস।

ত্রিদিবনাথ রায় (১৮৯৯—)। ছদ্মনাম ঃ পুরন্দর গুহ ঃ জন্ম ঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। আদি নিবাস ঃ পুঁড়া, ২৪ পরগণা। শিক্ষাবিদ্, আইনজীবী। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক। Language Commission এর সেক্রেটারি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কুট্টনীমতম্, যৌন মনোদর্শন, হ্যাঙ্লক এলিস (অনুবাদ), অনঙ্গরঙ্গ প্রভৃতি।

ত্রিপুরাচরণ সরকার। জন্ম ঃ বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গণিতাঙ্ক কোষ (১৩০৩)।

ত্রিপুরারি চক্রবর্তী (১৮৯৭—২৩।১। ১৯৭৯)। জন্ম ঃ পাবনার দোগাছি গ্রামে। পিতা ঃ তারিণীশংকর চক্রবর্তী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯২০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক (৩৩ বৎসর)। অবসর প্রাপ্ত (১৯৬১)। সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্য হিসাবে চীন ও জাপান ভ্রমণকারী (১৯৫৬)। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদেরসদস্য। প্রকাশিতগ্রন্থ ঃ মহাভারতের বিদুর ও গান্ধারী, **concept of Dharma in the Mahabharata, Two famous characters in Maharastra** প্রভৃতি।

ত্রিপুরারি সেন শাস্ত্রী (১৫।১১।১৮৯৭—১২।১২।১৯৮০)। জন্ম ঃ বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরে, মৃত্যু ঃ কলিকাতায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে। পিতা ঃ কালীশঙ্কর সেন, কন্যা ঃ অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী জয়শ্রীসেন। ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯১৪), বি. এ.(১৯১৮), দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ. ১৯২০), কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পর্ষদ থেকে কাব্যতীর্থ (১৯২৭), ঢাকা আয়ুর্বেদ মহামণ্ডল থেকে শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত। মানিকগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষক (১৯২১) পরে ইষ্ট্বেঙ্গল ইন্স্টিটিউসন ও ঢাকার কিশোরী লাল জুবিলি স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৯২৩), —ঢাকা কামরুন্নেসা গার্লস্ কলেজ, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ, কলিকাতা মুরলীধর গার্লস্ কলেজ (১৯৫১) ও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক (১৯৫৩—), শেষোক্ত কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান। বহুবিষয়ে পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ভারত জিজ্ঞাসা, মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্তপদাবলী, রামায়ণের কথা, আয়ু ও আরোগ্য।

ত্রিবিক্রমানন্দ দেব। রসিক মুরারির অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ। বৈষ্ণব পদকর্তা। রচনা ঃ উড়িয়া ভাষায় বৃন্দাবন কল্পতরু নামক গীতিকাব্য ও শ্যামানন্দ শতকের পদ্যানুবাদ, ১৪টি বৈষ্ণব পদ।

ত্রিভঙ্গ রায় (১৯০৬—৯/৬/১৯৭৯)।

জন্ম ঃ বনপাস, কামারপাড়া, বর্ধমান, মৃত্যু ঃ কলিকাতায় শেঠ সুখলাল করনানী হাসপাতালে। পিতা ঃ রোহিনী রায়, মাতা ঃ ভদ্রা, পত্নী ঃ অনুরাধা। চিত্র শিল্পী ও সাহিত্যিক। শান্তিনিকেতন থেকে বাঙ্গালা সংস্কৃত, ইংরাজী ও গণিতে লেটার সহ ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ (১৯২৭), ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট থেকে অংকন শিক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২৭)। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের ছাত্র। কানপুরে জে. কে. অর্গানাইজেসনের 'কমলা টেম্পল' এর অভ্যন্তরস্থ দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পৌরাণিক ঘটনাবলীর চিত্ররূপকার। চিত্রশিল্পের জন্য একাধিকবার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। মাটির প্রতিমা নির্মাণে দক্ষ,—সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাত। কিশোর পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মানিক অঙ্গুরী, ছুটির চিঠি, বাঙলা মায়ের রূপকথা (১৯৬১), রাঙাদির রূপকথা (১৯৭০), গৌতম বুদ্ধ (১৩৪৪), রূপকথা (১৩৬৯), ছুটির, চিঠি (ভ্রমণ কাহিনী)।

ত্রিলোচন কলমচি। আনন্দ বাগচী দ্রষ্টব্য।

ত্রিলোচন ঘোষ (৩১।২।১৩৩৫ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম ও নিবাস ঃ লোদনা গ্রাম, বাঁকুড়া। পিতা ঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ। বাঙ্গালা ও অর্থনীতিতে এম্. এ.। শিক্ষক—কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ ফুলশয্যার রাত (১৩৭০)।

ত্রিলোচন চক্রবর্তী (১৭শ শতাব্দী)। রচনা ঃ মহাভারতের পদ্যানুবাদ।

ত্রিলোচন তর্কালংকার (১৮৩৭—১৮৯৭)। জন্ম ঃ শাক্তগ্রাম, ঢাকা। পিতা ঃ ভৈরবচন্দ্র পঞ্চানন। রচনা ঃ মনোদূত কাব্য।

ত্রিলোচন দাস (১৯শ শতাব্দী)। রচনা ঃ জগদানন্দ দাস (পুঁথির লিপিকাল—১২৩৬)।

ত্রিলোচন দাস (১/১১/১৯২১—) এম্. এ। ছদ্মনাম ঃ ফ্রাঁসোয়া লামারতিন। জন্ম ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। স্থায়ী নিবাস ঃ হাটখোলা, চন্দন নগর। বর্তমান নিবাস ঃ দিল্লী। পিতা ঃ নীলকণ্ঠ দাস। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসী ভাষাও সাহিত্যে ডি. ই. এস্. উপাধিপ্রাপ্ত। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক (১৯৫১—৫৮)। ভারত সরকারের প্রথম শ্রেণীর অফিসার। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সহ-সম্পাদক (১৯৫১—৫৮)। সম্পাদক ঃ সংকেত, চন্দন নগর (১৯৫৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ম্যাজারিনা (জীবন—১৯৪৬), ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৯), মহাপ্রয়াণ (জীবনী—১৯৬৯)।

ত্রিলোচন দাস। লোচন দাস দ্রষ্টব্য।

ত্রিশঙ্কু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রেম ও প্রাকৃতি।

ত্রিশূল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ যারা এসেছিল সবে।

তীর্থঙ্কর (ছদ্মনাম)। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আণ্ডার গ্রাউণ্ড্ বাংলাদেশ।

তীর্থঙ্কর সান্যাল। এম্. এস্. সি। জন্ম। ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। পিতা ঃ কালীপ্রসাদ সান্যাল, মাতা ঃ গায়ত্রী। নিবাস ঃ থার্মাপুর এষ্টেট্ কানপুর। চাকুরীজীবী। সম্পাদক ঃ কানপুর, খেয়া, ছোটদের সপ্তর্ষি।

তীর্থস্বামী (ছদ্মনাম)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আত্মদর্শন ও সাধনতত্ত্ব (১৯৭৩)।

তুরীয়ানন্দ স্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হিন্দুধর্মনেতা (জীবনী)।

তুলসী চট্টোপাধ্যায় (৭।১১।১৩৫৮ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম ও নিবাস ঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পৈতৃক নিবাস ঃ ফরিদপুর জেলা, বাংলাদেশ। পিতা ঃ নলিনী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,

মাতা ঃ উষারাণী। বিষ্ণুপুর শিবদাস বালিকা বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৬৭), বিষ্ণুপুর রামানন্দ মহাবিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৭০), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্.এ. (১৯৭৩), বিষ্ণুপুর নিখিল বঙ্গ শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় থেকে বি.এড্ (১৯৭৮)। শিক্ষক, দৈনিক বসুমতী, সংহতি, লোকশক্তি, মৌচাক, ধ্বনি, কোমল দূর্বা, কলিকাতার কাগজ, বীরভূম, সাহিত্য বিচিত্রা, সময়ানুগ, বাঁকুড়া হিতৈষী, আধুনিক কবিতা, বিংশ শতক প্রভৃতি বহু পত্র পত্রিকায় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ পনের দশের সংকলন (অসিত কুমার সিংহ সহ। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ পথরেখা, সিসৃক্ষা, বিংশ শতক (১৯৭৫—)।

তুলসী দাস। হৃদয়ানন্দের শিষ্য। রসিকানন্দের প্রধান সহায়ক। জগোপজনবল্লভ দাসের সঙ্কীর্তন গুরু। পদাবলী রচয়িতা। রচনা ঃ রসিক মঙ্গল।

তুলসী দাস চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ঃ কলিকাতায়। খ্যাতনামা গায়ক ও বেহালাবাদক। পিতামহ ঃ কলিকাতার গায়ক ও যদুভট্টের সঙ্গীতগুরু। প্রসিদ্ধ খেয়াল ও টপ্পা গায়ক রামকুমার মিশ্রের পুত্র। কেশব লালের ছাত্র। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সরল স্বরলিপি শিক্ষা ৪ খণ্ড।

তুলসীদাস দে (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ দুরাশা (মাসিক ১২৮৩)।

তুলসী দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ জয়রামপুর। রচনা ঃ বিভীষণের খোট্টা-রায়বার।

তুলসীপ্রসাদ (দাস) বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭।৯।১৯১৭—)। জন্মস্থান ঃ দমদম, ২৪ পরগণা, ছদ্মনাম ঃ শ্রী দুর্বাসা, তুলসী বাঁড়ুজ্যে। নিবাস ঃ সকরি, দ্বারভাঙ্গা, বিহার। পিতা ঃ ডাঃ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা ও অর্থনীতিতে এম্. এ.। ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য (১৩৫৮), পরিক্রমা (ভ্রমণ—১৩৬২), ফাগুনের পরশ (গল্প—১৩৬৪,) অভ্যুত্থানের দিন। সম্পাদক ঃ ঝরণা।

তুলসীমণি-দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আয়েষা।

তুলসী মুখোপাধ্যায় (১৪/৫/১৩৪৪/ ৩০।১০।১৯৩৭—)। ছদ্মনাম ঃ শ্রী সম্পূর্ণ গোস্বামী। জন্ম ঃ নগরপাড়া, বরিশাল, বাংলাদেশ। পিতা ঃ ডাঃ বিজয় রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ সরযূবালা, পত্নী ঃ সোমা। ১১ বৎসর বয়সে দেশবিভাগের পর পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আগমন। বিভিন্ন স্থানে বসবাসের পর ১৯৭৪ থেকে কলিকাতা ঢাকুরিয়া নিবাসী। কলিকাতা তালতলা হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫২), নন্ কলেজিয়েট্ পরীক্ষার্থী হিসাবে আই এ. (১৯৫৬), নৈহাটি ঋষি বংকিমচন্দ্র কলেজ থেকে বি. এ (১৯৫৮), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বহিরাগত ছাত্র হিসাবে স্পেশাল অনার্স (১৯৬০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নন্ কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৬৩), বি. টি. (১৯৬৪)। পলতা শান্তিনগর হাইস্কুলের শিক্ষক (১৯৫৮—৫৯), মছলন্দপুরের কাছে চারঘাট মিলন মন্দিরের শিক্ষক (১৯৬০—৬৭), হাবড়া হাইস্কুলের শিক্ষক, আগড়তলা নেতাজী শিক্ষায়তনের শিক্ষক (১৯৭০—), ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজে পার্টটাইম লেক্চারার (১৯৭৮—)। কবি। নতুন পরিবেশ, চতুষ্কোণ, পরিচয়, লেখা ও রেখা, অমৃত, দেশ,

এক্ষন, চতুরঙ্গ, কবিপত্র, কৃত্তিবাস, গঙ্গোত্রী প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ছড়া প্রবন্ধ ও কবিতা লেখক। ইংরাজী কবিতার বঙ্গানুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ বিষুবে রৌদ্রের ডালপালা (১৯৬৭), অন্ধকারের প্রতিবাদে (১৯৭১), আর সহ্য হচ্ছে না (১৯৭৯), সময় আসবে (১৯৭৬)। অনূদিত নাটক ঃ সেক্স্পীয়রের মাচ্ আডু এবাউট নাথিং (১৯৭৪)। সম্পাদিত কাব্যসংকলন ঃ দুই বসন্ত, (১৯৭৯), বাংলার শ্রেষ্ঠ শিশু কবিতা (১৯৮০)। সম্পাদিত কবিতা পত্রিকা ঃ অনুভব (১৯৭৮—)।

তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭—২২।৬।১৯৫৯) বি. এ. বি. এল্.। প্রকৃত নাম ঃ হেমচন্দ্র লাহিড়ী। জন্ম ঃ রংপুরের গাইবান্ধা-নলডাঙ্গার জমিদার পরিবারে। পিতা ঃ সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। বাল্যকালেই বিপ্লবীদের সংগে সংশ্লিষ্ট। রঙ্পুর ন্যাশন্যাল স্কুল ও পরে কলিকাতায় সারদাচরণ স্কুলের ছাত্র। প্রথমে পিতার নিকট ও পরে ওস্তাদ খেলাফৎ হোসেন ও জমিরুদ্দিন খাঁর নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত—রঙ্পুরে তারা প্রসন্ন সান্যালের নিকট অভিনয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। রঙ্-পুরে ও আলিপুরে আইন ব্যবসায়ী (১৯২৮)। মেগাফোন কোম্পানীর সঙ্গীত পরিচালক। অভিনেতা ও নাট্যকার,—চিত্র পরিচালক। ৫০টির ও বেশী ছায়াছবিতে অভিনেতা—ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালক। বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে নাটক রচনার পথিকৃৎ। ২২টি নাটকের রচয়িতা। ভারতীয় পথিক গণনাট্য সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি। ও ছেঁড়াতার বাঙ্গলার নাট্য আন্দোলনে জোয়ার এনেছিল। প্রকাশিত নাটক ঃ মায়ের দাবী (১৯৪১), দুঃখীর ইমান (পঞ্চাশের মন্বন্তরের কাহিনী—১৯৪৭), ছেঁড়া তার (উত্তরবঙ্গের মুসলমান চাষীর জীবন অব-লম্বনে—১৯৫৩), মণিকাঞ্চন, একটি কথা, মায়া কাজল, বেজায় রগড়, সাবিত্রী, ঠিকাদার, রিক্তা, মহাসম্পদ, চোরাবালি, পথিক (গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডের ধারে চায়ের দোকান অবলম্বনে ১৯৫১), সর্বহারা লক্ষ্মী প্রিয়ার সংসার (১৯৫৯), বাংলার মাটি (পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু পরিবারের সমস্যা) ভিত্তি, ঝড়ের মিলন প্রভৃতি।

তুলসী সেনগুপ্ত। অনূদিত গ্রন্থ ঃ সুন্দরবনের মানুষ খেকো বাঘ (অগাষ্টাস সামারভিল—১৩৮১)।

তুষার আদক (১৯৪৫—)। জন্মস্থান ঃ চাঁপাবনী, মেদিনীপুর। পিতা ঃ ঈশ্বরচন্দ্র আদক, মাতা ঃ দুর্গামণি। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা। প্রগতি, বিশ্ববার্তা, ছায়াতরু সম্প্রতি প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদক ঃ মৃদঙ্গম (১৩৭৯)। সৈকতে সোনালী রোদ (১৩৮৫—৮৮)। প্রকাশিত কাব্য ঃ এক মুঠো প্রত্যাশা (১৩৮৩)।

তুষার কান্তি ঘোষ (২১।৯।১৮৯৭—)। জন্ম ঃ ২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩। পৈতৃক নিবাস ঃ যশোহর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ শিশির কুঞ্জ, বারাসত, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, মাতা ঃ কুমুদিনী। কলিকাতা বিদ্যা-সাগর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ। পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত। সাংবাদিক (১৯২৮—)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া (এলাহা-বাদ, লক্ষ্মৌ) নর্দার্ন পত্রিকা (কানপুর), অমৃত প্রভাত (হিন্দী—এলাহাবাদ ও লক্ষ্মৌ), অমৃত বাজার পত্রিকা (কলিকাতা ও জামসেদ-পুর), যুগান্তর (কলিকাতা)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিচিত্র কাহিনী, আরও বিচিত্র কাহিনী, চিত্র বিচিত্র।

তুষার কান্তি দাসগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিপ্লবী মহানায়ক সূর্যসেন (দিলীপকুমার সেন সহ-১৩৮১)।

ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় (পৌষ সংক্রান্তি ১৩৪২/১৯৩৫—)। এম্. এ., পি. এইচ্. ডি, ডি. লিট্.। পিতা ঃ জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। নিবাস ঃ মেঘমল্লার, ফ্ল্যাট্ ৬২/১, ১৮/৩, গড়িয়াহাট রোড্, কলিকাতা-১৯। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের রীডার ও বিভাগীয় প্রধান। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্স্টিটিউট্ অফ্ ফোক্লোর এর অধ্যক্ষ। সারা ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব বিভাগের কার্যকরী সদস্য ও প্রকাশনা বিভাগের সদস্য (১৯৭৪), প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন, এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল এবং আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব ও জাতিবিদ্যা কংগ্রেসের সদস্য। দশম আন্তর্জাতিক নৃবিদ্যা সম্মেলনের লোক-সংস্কৃতি শাখার সম্পাদক (১৯৭৮), বাঙ্গলা ও ইংরাজী পত্র পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি, জানালা ও অন্যান্য কবিতা। সম্পাদক ঃ একতা (রবীন্দ্র শতবর্ষ সংকলন ক. বি.), কবিপত্র (কবিতা পত্রিকা) লালন স্মরণিকা (দ্বিশতজন্মবর্ষ সংকলন)। শারদোৎসব (সহযাত্রী) বিশেষ সংকলন, বিশ্বকোষ (লোকসংস্কৃতি বিভাগ), আধুনিক বিশ্বকোষ (লোকসংস্কৃতি বিভাগ), একালের গল্প (১৯৮২) স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ বছর (১৩৮২)। সাধারণ সম্পাদক ঃ লোক-সংস্কৃতি গ্রন্থমালা।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় (১০।১০।১৯৩৯—)। নিবাস ঃ বীরপাড়া, জলপাইগুড়ি। পেশা ঃ শিক্ষকতা। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ উত্তরের হাওয়া, বনভূমি। প্রকাশিত কাব্য ঃ হীরা চুনী পান্না (১৯৬০)।

তুষার মুখোপাধ্যায় (৩।৬।১৯৪৩—)। ছদ্মনাম ঃ শ্রীনাবিক। জন্ম ও স্থায়ীনিবাস ঃ জাঁরাল, বাঁকুড়া। বর্তমানে দুর্গাপুর নিবাসী পিতা ঃ পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রি. ইউ. পাশ। সম্পাদক ঃ বনপ্রান্তর (দুর্গাপুর —১৯৭২)। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ দিনের কুয়াশা (১৩৮০)।

তুষার মহাপাত্র। সম্পাদক ঃ পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্প ও পল্লীসমাজ।

তুষার রায় (×।৫।১৯৩৪-৩৫—১১।৯। ১৯৭৭)। জন্ম ঃ কলিকাতার কাশীপুরে। যশোরের নড়াইল মহকুমার জমিদার বাড়ীর সন্তান। বর্তমান নিবাস ঃ রতন বাবু রোড, কলিকাতা—২। পিতা ঃ বনবিহারী রায়, মাতা ঃ বকুলরাণী। নড়াইলের শিব-শংকর হাইস্কুলের ও পরে বরাহনগর ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলের ছাত্র। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় অসফল। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে চিত্রাংকন শিক্ষাও অসম্পূর্ণ। ভিলাইতে চাকুরি গ্রহণ (১৯৩৬)। চাকরি ছেড়ে কলিকাতায় বাস। অকৃতদার প্রেমে ব্যর্থতা ও বেকার জীবনের দুঃখ ভুলতে নানাপ্রকার নেশায় আত্মমগ্ন, ফলে টি বি ও লিভারের রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ ব্যাণ্ড মাষ্টার (১৯৬৯), মরুভূমির আকাশে সাতটি তারা। উপন্যাস ঃ শেষ নৌকো (১৯৭২), এক্স্পিরিমেন্ট্ (গোয়েন্দা উপন্যাস—১৯৭৫)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ ত্রৈমাসিক সময়ানুপাতিক (কবিতা ১৯৬৬)। সহ-সম্পাদক ঃ কৃত্তিবাস (১৯৭০)।

তুষার সেন (১৪।৩।×—)। পৈত্রিক নিবাস ঃ সেনহাটি, খুলনা। পিতা ঃ শ্যামলাল গুপ্ত। স্বামী ঃ আর জি. কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সতীন্দ্রকুমার

সেন। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সপ্তদশী (১৯৪০)।

তুষারাভ রায়চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নিষাদ ও ভগ্নহৃদয়। সুধন্যাও সাবিত্রী।

তুহিন কুমার সামন্ত (২।১২।১৯৬১—)। নামান্তর ঃ অসীম। পিতা ঃ সোমেশ্বর সামন্ত, মাতা ঃ গীতা। পৈত্রিক নিবাস ঃ বর্ধমানের ভাতাড়, হরিহরপুর। বর্তমানে বর্ধমান রাজকলেজে পাঠরত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শতরঞ্চ (ছোটগল্প সংকলন)।

তৃপ্তি ব্রহ্ম (২২।৩।১৩৪৪—)। জন্মস্থান ঃ খাট্সাড়া, দক্ষিণ বারাসাত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পৈত্রিক নিবাস ঃ দক্ষিণ বারাসাত। পিতা ঃ ৺শৈলেন ব্রহ্ম, মাতা ঃ শ্রীমতী কমলা ব্রহ্ম। শিক্ষা ঃ জয়নগর বালিকা বিদ্যালয় থেকে এস্. এফ্. (১৯৫৫), মুরলীধর গার্লস কলেজ থেকে আই এ (১৯৫৭), প্রাইভেটে বি এ. (কলি ১৯৬৫), এম. এ. (বাংলা) (কলি-১৯৭৪), পি. এইচ ডি. (কলি-১৯৮২), সাংবাদিকতা রেগুলার (কলি. বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০), সঙ্গীত ভাবসঙ্গীতে সিনিয়র ডিপ্লোমা, চণ্ডীগর (১৯৮৬), বিদ্যালয়ে আবৃতি, ক্রীড়া, সেলাই, রান্না, অভিনয় এ পুরস্কার প্রাপ্ত। বাংলাদেশ মেহেরপুর লানন পরিষদ থেকে 'মানপত্র' লাভ। পেশা ঃ চাকুরী পঃ বঃ সরকার কলিকাতা ও মফঃস্বলে সাহিত্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য, প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ লোক জীবনে বাংলার লৌকিক ধর্মসঙ্গীত ও ধর্মীয় মেলা, ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতিতে নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব, বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি, রূশী রূপ কথার উৎস সন্ধানে, দোখ্নো গান (১ম ও ২য় খণ্ড), ভালবাসার সুখ কাব্য গ্রন্থ, লালন পরিক্রমা, সম্পাদিত পত্রিকার আপনজন, রচনা প্রকাশিতঃ আজকাল, দৈনিক বসুমতী, সত্যযুগ যুগান্তর, আনন্দ-বাজার পত্রিকা, প্রভৃতি পত্রিকায়।

তৃপ্তি মিত্র। ছদ্মনাম ঃ শিবতোষ ভাদুড়ী। বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী ও চিত্রাভিনেত্রী। জন্ম ঃ উত্তরবঙ্গে, অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার ঠাকুর গাঁ সাব্ডিভিসনে সুজা নগরে। পিতা ঃ কুচবিহারের রাজার অধীনস্থ তালুকের নায়েব মহিম মজুমদার, মাতুল ঃ বিখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, স্বামী ঃ প্রখ্যাত অভিনেতা শম্ভু মিত্র। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরে আশুতোষ কলেজের ছাত্রী। নবান্ন নাটকের অভিনয়ে প্রথম খ্যাতিপ্রাপ্তা। আকাশ বাণীর প্রডিউ-সার এমেরিটাস (১৯৭৫—৮০), শান্তিনিকে-তনের ভিজিটিং ফেলো (১৯৮০—৮১)। সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২) ও পদ্মশ্রী উপাধি (১৯৭১) দ্বারা সম্মানিতা। ইউরোপ, রাশিয়া, কানাডা, আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ভ্রমণকারিণী। একটি উপন্যাস ও কয়েকটি নাটকের রচয়িত্রী।

তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ। সম্পাদক ঃ মাসিক ব্রাহ্মণ (১২৯১)।

তেজসানন্দ স্বামী (১৮৯৬—১১।৫। ১৯৭১) এম্. এ (১৯১১)। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। ইতিহাসে ১ম শ্রেণীতে এম্. এ. (১৯১১)। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। পাটনা আশ্রমের অধ্যক্ষ। বেলুড় বিদ্যা-মন্দিরের প্রথম অধ্যক্ষ। মঠ মিশনের পরি-চালক মন্ডলীর সদস্য। বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টী। সম্পাদক ঃ প্রবুদ্ধ ভারত, বেদান্ত কেশরী। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ শ্রীরাম-কৃষ্ণ জীবনী, যুগাচার্য বিবেকানন্দ, শ্রীমা ও সপ্ত সাধিকা, ভগিনী নিবেদিতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত, স্মৃতি সঞ্চয়ন।

তেজেশ অধিকারী (২।১২।১৯৪৭—)। জন্ম ঃ শালিমার টাউন, লাহোর। বর্তমান নিবাস ঃ চ্যাটার্জিপাড়া, সরশুনা মেন রোড্ কলিকাতা। শিক্ষক—কবি। সম্পাদিত

পত্রিকা ঃ অপরাজিতা (১৯৬৩—৬৬)। চর্যাপদ (১৯৭২—)।

তেজেশ চন্দ্র সেন (×।৭।১৮৯৩—×।৭। ১৯৬০)। জন্ম ঃ শানখালা, ঢাকা। পিতা ঃ পূর্ণচন্দ্র সেন। ১০ম শ্রেণীতে পাঠকালে ১৬ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে আগমন, পরে দেশে ফিরে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কলেজে অধ্যয়ন ও পাঠ অসম্পূর্ণ রেখে পুনরায় শান্তিনিকেতনে আগমন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দ্বারা শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও শিশুশিক্ষার ব্যাপারে পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'তরুবিলাসী' আখ্যায় সম্মানিত। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় এবং ছোটদের মাসিক মুকুল পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হারানো ছেলে (অনুবাদ), কুড়ানো ফুল, সূর্য-চন্দ্রের কথা প্রভৃতি।

তেলাঙ্গ সাহা ফকির। জন্ম ঃ পালিচড়া, রঙপুর, তেলাঙ্গ গীতাল নামে পরিচিত। ভক্ত কবি ও যাত্রাপালা রচয়িতা। রচিত যাত্রাপালা ঃ সোনাই।

তৈয়বা হক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গৃহ-বিজ্ঞান ঃ স্বাস্থ্য খাদ্য রান্না, ঘরে সংসারে।

ত্রৈলোক্য চূড়ামণি। সম্পাদক ঃ মাসিক তত্ত্ববোধ (যশোর, ১৩০৩)।

ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ (১২৭৬—?)। নিবাস ঃ যশাই, ফরিদপুর। পিতা ঃ দ্বারকানাথ চক্রবর্তী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক। সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় কবিতা, বাঙ্গালায় প্রবন্ধ ও নাটক রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান' এ কয়েকটি গান সংকলিত হয়েছে। রচিত নাটক ঃ দাতাকর্ণ, রুদ্রপ্রসাদ।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (৫।৫।১৮৮৯—৯।৮। ১৯৭০)। মহারাজ নামে খ্যাত। জন্ম ঃ মৈমনসিংহের কলিসিয়া গ্রামে, মৃত্যু ঃ দিল্লীতে। পিতা ঃ দুর্গাচরণ চক্রবর্তী। বিপ্লবী,—অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত (১৯০৬)। ছাত্রাবস্থায় বৈপ্লবিক কর্মের জন্য কারাদণ্ডিত (১৯০৮), নানাস্থানে ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান ও বিপ্লবী ঘাঁটির প্রতিষ্ঠাতা। পুনরায় কারাদণ্ডিত (১৯১২), বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দ্বীপান্তরিত (১৯১৪—২৪)। দেশবন্ধুর পরামর্শে দক্ষিণ কলিকাতায় জাতীয় বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ। ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে প্রেরিত (১৯২৮)। নোয়াখালির হাতিয়া দ্বীপে অন্তরীণ। মুক্তির পর উত্তর ভারতে চন্দ্রশেখর, আজাদ প্রমুখের সঙ্গে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মিতে যুক্ত—জাতীয় কংগ্রেসে যুক্ত (১৯২৯), গ্রেপ্তার ও মুক্ত (১৯৩০), ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ (১৯৪২),—স্বাধীনতার পর পাকিস্তান এসেম্-ব্লিতে নির্বাচিত (১৯৫৪),—১৯৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত স্বগ্রামে বিজনবাস—চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আগমন—সম্বর্ধনার জন্য দিল্লী গমনের কালে মৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জেলে ত্রিশ বৎসর ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, গীতায় স্বরাজ, জীবনস্মৃতি।

ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রেমাধিনী নাটক (১৮৬৬)।

ত্রৈলোক্যনাথ পাল (১৯ শতকের ১ম ভাগ—২০ শতকের ১ম ভাগ)। জন্ম ঃ মেদিনীপুরের খড়্গপুরের ধিতগ্রামে। আইনজীবী—পুরাতত্ত্ববিদ্। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মেদিনীপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড (নারায়ণগঞ্জের ইতিহাস—১৮৮৮), ঐ ২য় খন্ড (কর্ণগড় রাজবংশ), ঐ ৩য় (নাড়জোল রাজবংশ—১৮৯১), ঐ ৪র্থ (বলরামপুর ও ধারেন্দা রাজবংশ—১৮৯৭)।

ত্রৈলোক্যনাথ বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

তাঁত ও রং।

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬০—১৬।১১। ১৯০০) এম্. এ. বি. এল্.। পিতা ঃ ব্রজনাথ ভট্টাচার্য। বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের হেড্ মাষ্টার, সাবডেপুটি (১৮৮৯)। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ (১৮৯৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবির জীবনী, নেপালের পুরাতত্ত্ব, রাজতরঙ্গিণী, বঙ্গে সংস্কৃতচর্চা, ঐতিহাসিক গ্রন্থমালা।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র (২।৫।১৮৪৪—৮।৪। ১৮৯৫) ডি. এল্.। জন্ম ঃ কোন্নগর, হুগলী। পিতা ঃ জয়গোপাল মিত্র। উত্তরপাড়া বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (১৮৫৯), এফ্. এ. (১৮৬১), বি. এ. (১৮৬৩), বি. এল্. (১৮৬৫), ডি এল্. (১৮৭৭)। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হুগলী কলেজের আইনের অধ্যাপক,—হুগলীতে আইন বাবসায়ী (১৮৬৭), কলিকাতায় আইন ব্যবসায়ী (১৮৭৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক (১৮৭৯), আইন বিভাগের অধ্যাপক (১৮৭৯), আইন বিভাগের অধ্যক্ষ। ইংলণ্ডের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। মাদ্রাজ কংগ্রেসে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ (১৮৮৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হিন্দু বিধবা সংক্রান্ত আইন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (৬।৪।১২৫০/ ১৮৪৭—৭।৭।১৩২৬/৩।১১।১৯১৯)। জন্ম ঃ ২৪ পরগণার শ্যামনগরের কাছে রহতা গ্রামে। মৃত্যু ঃ পুরীতে। পিতা ঃ বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়, ভ্রাতা ঃ সাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। চুঁচুড়া ডাফ স্কুলের ও তেলিনীপাড়া স্কুলের ছাত্র। ম্যালেরিয়া মহামারীতে পিতামহী, পিতা ও মাতার মৃত্যু (১৮৮২), প্রচণ্ড ঝড়ে পারিবারিক ক্ষয়ক্ষতি (১৮৮৪)। ভবঘুরের জীবন যাপন, মানভূমে শিক্ষকতা—রাঁচি গমন। যশোর, কোট্চাঁদপুর, কাটোয়া, কীর্ণাহার রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানে পদব্রজে কর্মানুসন্ধানে পরিক্রমা। বীরভূমে দ্বারকা গভর্ণমেণ্ট এডেড্ স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক (১৮৬৬—৬৭), উখড়ায় ২য় শিক্ষক (১৮৬৭)। মৌলভীর নিকট পার্শী-ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। পুলিশের সাব-ইন্স্পেকটর, কটক ও যাদবপুর কেঁদায়াপাড়া অঞ্চলে বিচারবিভাগীয় দারোগা ও কলিকাতায় হাণ্টার সাহেবের অফিসে ষ্ট্যাটিস্টিকাল বিভাগের কর্মী—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যায় হেড্ক্লার্ক। রাজস্ব বিভাগের কর্মী (১৮৮১—৮৬)। ইংলণ্ডে প্রদর্শনীতে সরকার কর্তৃক প্রেরিত হওয়ায় ইউরোপ ভ্রমণকারী। বাঙ্গালায় শর্টহ্যাণ্ড লিপির আবিষ্কারক। কলিকাতা মিউজিয়মের কিউরেটর (১৮৮৭—৯৬)। বঙ্গবাসী জন্মভূমি প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। বহু ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণেতা। হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গরচনায় সিদ্ধহস্ত। ভৌতিক উদ্ভট কৌতুক রসাশ্রিত রূপকথাধর্মী গল্পকাহিনীর দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনবত্বের স্রষ্টা, অদ্ভুতরসের পরিবেশনে দক্ষ, বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থ Visit to Europe এর রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কঙ্কাবতী (১৮৯২),ফোক্লা দিগম্বর (১৯০১), ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা (১৯০৩), ময়না কোথায় (১৯০৪), মজার গল্প (১৯০৬), ভূত ও মানুষ (১৮৯৬), পাপের পরিণাম (১৯০৮), ডমরুচরিত (১৯২৩), মুক্তামালা (১৯০১), ইউরোপ পরিদর্শন (ভ্রমণ)। পাঠ্যগ্রন্থ ঃ বিজ্ঞানবোধ (১৮৯৬)। নীতিশিক্ষা ২খন্ড (প্রিয়লাল দে সহ ১৯০৯), বিজ্ঞান শিক্ষা ১ম খণ্ড (১৯০২), বিজ্ঞান শিক্ষা ২য় খণ্ড (নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় সহ-১৯০৫), সরল

শিক্ষা (সিরাজ উস্ ইসলাম সহ ১৯০৯)। ইংরাজী : A Descriptive Catalogue of Indian products to the Amsterdam Exhibition (১৮৮৩), Visit to Europe. সম্পাদক : মাসিক আর্যাবর্তরীতি বোধিকা (১২৭৮), উৎকল শুভঙ্করী (১৮৬৯)। যুগ্ম প্রবর্তক ও সম্পাদক : বিশ্বকোষ (অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সহ ১২৯১)।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : মেঘনাদবধ নাটক।

ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত (১৮৫০—১৯১২)। জন্ম : তমলুক, মেদিনীপুর। সম্পাদক : তমলুক পত্রিকা (১৮৮০—৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : তমলুকের ইতিহাস।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (১৮৪০—৩।২। ১৯১৬)। ছদ্মনাম : চিরঞ্জীব শর্মা। জন্ম : নবদ্বীপের নিকটবর্তী, বর্ধমান জেলার চক ব্রাহ্মণ গড়িয়া গ্রাম, পরে কলিকাতা নিবাসী। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী—নববিধান ব্রাহ্মণসমাজভুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপযোগী সংকীর্তন গান রচয়িতা। সুকন্ঠ গায়ক ও সুকবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : গীত-রত্নাবলী ৪খন্ড, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, শ্রীচৈতন্যের জীবন ও ধর্ম, অমৃত গরল (উপন্যাস), বিংশ শতাব্দী (উপন্যাস), আশা কাব্য, ব্রহ্মগীতা (১৩০৮), ইহকাল পরকাল, নব বৃন্দাবন (নাটক), বিধান ভারত (কাব্য), সাধু অঘোরনাথের জীবন চরিত, পথের সম্বল, জগতের বাল্য ইতিহাস (১৮৭৫), ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা ঈশান চরিতামৃত, কেশব চরিত (১৮৭৯)। সম্পাদক : নববিধান (১৩০০—১৩১৬)।

ত্রৈলোক্যমোহন গুহ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা গ্রন্থমালা (১৮৬৯)।

তোফাজ্জল হোসেন (১৯১১—১৯৬৯)। ছদ্মনাম : মাণিক মিঞা, মুসাফির। জন্ম : বরিশাল, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাময়িক পত্রের লেখক। রাজনীতিক,—মুসলিম লীগের কর্মী —কলিকাতায় দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার কর্মী,—সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পরিচালনায় মৌলানা ভাসানীর সহায়ক। পূর্বপাকিস্তানের বহুবিধ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত,—বহুবার কারাদন্ডিত। মুসাফির ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' শিরোনামায় রাজনীতি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদক : সাপ্তাহিক ইত্তেফাক (১৯৫৩—৬৯)।

তোফায়েল আহম্মদ (১০।১১।১৩২৬ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম : চড়ালিয়া, নোয়াখালি, বাংলাদেশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ (১৯৪৪)। বাংলাদেশে সাদত কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ। বাংলাদেশ পরিষদের প্রধান। প্রকাশিত গ্রন্থ : আমাদের প্রাচীন শিল্প (১৯৬৪)।

থাকমণি দেবী (১৯শ শতাব্দী)। পিতা : অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদিকা : অনাথিনী (মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্র,—আজিমগঞ্জ—১৮৭৫)।

দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)। সাংবাদিক নাট্যকার। সম্পাদক : দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী (প্রহসন ১৮৭২), ভন্ড তপস্বী (তারকেশ্বরের মোহান্তের ঘটনা—১৮৭৪), চাকর দর্পণ (চা শ্রমিকদের উপর ইংরাজ প্রভুদের অত্যাচারের কাহিনী—১৮৭৫), জেল দর্পণ (জেলের কয়েদীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী ১৮৭৫), অপূর্ব ভারত উদ্ধার (জীবনী)।

দক্ষিণাচরণ সেন (১৮৬০—১৯২৫)। জন্ম : মহেশপুর, ২৪ পরগণা। পিতা : নীলমাধব সেন। ভারতে ইউরোপীয় সঙ্গীত রীতিতে

অর্কেষ্ট্রাবাদনের প্রবর্তক। বুলবুল অর্কেষ্ট্রার গঠনকর্তা। প্রকাশিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ ঃ গীত শিক্ষা, সরল হারমোনিয়ম সূত্র, ঐকতানিক স্বরসংগ্রহ, হারমোনিয়মে গান শিক্ষা, রাগের গঠন শিক্ষা।

দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ (১২৫৮—১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ ঝিকিরা, হাওড়া, মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৈদিক কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ সুললিত কাব্য (১৮৭১)।

দক্ষিণারঞ্জন বসু (২৬।১২।১৯১২—)। ছদ্মনাম ঃ দীপঙ্কর, দীক্ষিত, নিরঞ্জন, লঘু-গুরু, শ্রীবাস্তব। জন্ম ঃ বজ্রযোগিনী, ঢাকা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ ৬৪/১৩, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা ৩৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। যুগান্তর পত্রিকার বার্তা সম্পাদক (৪০ বৎসর)। অবসর (১৯৭৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক (২০ বৎসরের অধিককাল) ১৮ বৎসর বয়সে বন্দে মাতরম্ পত্রিকার সহ-সম্পাদক। পরে কেশরী পত্রিকার নৈশ সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ সংবাদ (শিলিগুড়ি) ও পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ (আসানসোল) এর প্রধান সম্পাদক। কলিকাতায় Indian journalist Association এর সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতি, All india Bengali Literary Conference ও National forum of writers এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ-সভাপতি ও পরে সভাপতি, কলিকাতা রবীন্দ্র সদন পরিচালক সমিতির সদস্য, West Bengal film Advisory Board এর সদস্য। আমেরিকা (১৯৫৬), পশ্চিম ইউরোপ (১৯৫৯) রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জার্মান সরকারের আহ্বানে জার্মান (১৯৬১), ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রতিনিধি হিসাবে জার্মান (১৯৬২), রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ (১৯৬৭) নেপাল ও বাংলাদেশ সফরকারী। ৭০টি গ্রন্থের রচয়িতা। সোভিয়েত ল্যান্ড্ পুরস্কার ও কবিতার জন্য উল্টোরথ পুরস্কারপ্রাপ্ত। অন্যান্য সম্পাদিত পত্রিকা ঃ কথা, মধুরাংশচ (বার্ষিক সংকলন, ৬ সংখ্যা), ভাইয়ের মুখ (যুগ্মভাবে)। প্রকাশিত গ্রন্থঃ উপন্যাস ঃ কালো মেঘ। গল্প ঃ পোড়ামাটি, মধুরেণ, স্বপ্ন-কোরক, সুভদ্রার ভিটে, রোদ জল ঝড়। শিশু সাহিত্য বীর বাহাদুর, যুদ্ধে গেলেন গিয়ং, বাজীমাৎ, ভিয়েৎনামের রূপকথা (১৩৭৯)। কবিতা ঃ আরও সূর্যের কাছে (১৯৬২), অলক্ষ্যে বিকেল (১৯৬৫), আশা যখন বৃষ্টি (১৯৬৮), রাত্রিকে দিনকে (১৯৬৯)। সাঁকো প্রায় পেরিয়ে (১৩৮২), গঙ্গা আমার পদ্মা আমার লাইলাক একটি ফুল, অনেক সুর, কদম কদম। প্রবন্ধ ঃ সংস্কৃতির ধর্ম, আত্মচরিতে সমাজ চিত্র, শতাব্দীর সূর্য, বিশ্বের দরবারে মহিলা, ভারতের রাষ্ট্রভাষা, ছেড়ে আসা গ্রাম প্রভৃতি।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (২।১।১২৫৫/ ×।৪।১৮৭৭—৩০।৩।১৯৫৭)। ছদ্মনাম ঃ শ্রীকাব্যানন্দ। জন্ম ঃ উলাইল, ঢাকা। পিতা ঃ প্রমদারঞ্জন মিত্র মজুমদার। ২১ বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ নিবাসী (৫ বৎসর)। এই সময় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রদীপ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। সুধা নামক পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক। মৈমনসিংহে পিতৃস্বসার জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক। ১০ বৎসর যাবৎ লুপ্তপ্রায় রূপকথার সংগ্রাহক ও গবেষক। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের উপদেশানুসারে সংগৃহীত পল্লীর কথা-

সাহিত্যকে রূপকথা, নীতিকথা, রসকথা ও ব্রতকথা—এই চারভাগে বিভক্ত করে প্রকাশ। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি, কাশীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি, নিখিলবঙ্গ মণিমেলা মহাসম্মেলনের (কলিকাতা) প্রথম সভাপতি। ভুবনেশ্বরী পদক দ্বারা সম্মানিত। শিশু-সাহিত্যের সম্রাট হিসাবে পরিচিত। প্রধান সম্পাদক: মাসিক সুধা (মুর্শিদাবাদ—১৯০১), মাসিক সারথি। অন্যতম সম্পাদক: বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র 'পথ'। প্রকাশিত গ্রন্থ: উত্থান (কাব্য—১৯০২), ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৭), আহুতি (কাব্য—১৯০৮), ঠাকুর দাদার ঝুলি (১৯০৯), খোকাবাবুর খেলা (১৯০৯), আর্যনারী ২ খণ্ড (১৯১৮—১০), সচিত্র সরল চণ্ডী (১৯১০), চারু ও হারু (১৯১২), আমার বই (১৯১২), ঠানদিদির থলে (১৯১২), রসকথা বা দাদা মশায়ের থলে (১৯১২), পূজার কথা (১৯১৮), ভাদ্র (১৯২৭), ফার্ষ্ট বয় (১৯২৭), লাষ্ট্ বয় (১৯২৭), উৎপল (১৯২৮), কিশোরদের মন (১৯৩৩), কর্মের মূর্তি (১৯৩৩), বাংলার সোনারছেলে (১৯৩৫), সবুজ লেখা (১৯৩৮)। চিরদিনের রূপ-কথা (১৯৪৭), আমার দেশ (১৯৪৭), আশী-র্বাদ ও অভিনন্দন (১৯৪৮)।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (২৭।২।১২৫৩/৬।৬।১৮৪৬—×।৫।১৮৯৫)। জন্ম: সিউড়ি। বীরভূম। আদি নিবাস: ময়রাপুর, বাঁকুড়া। পিতা: সাব্‌জজ্ কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়। সিউড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র। ভাগলপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ—আইন অধ্যয়ন। সিউড়িতে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রে। সম্পাদক: সাপ্তাহিক দিবাকর (সিউড়ি, ১৮৭৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: অপূর্ব স্বপ্নকাব্য (বহরমপুর ১২৮২), স্বপ্নজ্ঞানরত্নাকর (অভিধান ১৮৭৮), সুভদ্রার বিবাহ (কাব্য), পদসার ৩ খণ্ড (১২৮৫), প্রভৃতি।

(রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪—১৫।৭।১৮৭৮)। জন্ম: কলিকাতায়, মৃত্যু: লক্ষ্ণৌ। পিতা: পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ীর জামাতা জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু স্কুলের ছাত্র। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিওর প্রিয়ছাত্র,—ডিরোজিওর দ্বারা প্রভাবিত এবং ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রধান। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির স্থাপনে উদ্যোক্তা। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকার লেখক। উকিল ও পরে কলিকাতায় প্রথম ভারতীয় কালেক্‌টর, ত্রিপুরার রাজদরবারের কর্মী,—মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ান —বর্ধমানের ডেপুটি কালেক্‌টর। বর্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্রের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীকে রেজেষ্ট্রী বিবাহের দ্বারা পত্নীরূপে গ্রহণ। শেষ জীবনে লক্ষ্ণৌ নিবাসী (১৮৫১ খ্রীঃ থেকে)। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে অগ্রণী, বহুত্তর জনহিতকর কার্যে অগ্রণী। লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক: সাপ্তাহিক জ্ঞানান্বেষণ (১৮০১), ভারত পত্রিকা, সমাচার হিন্দুস্থানী, লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স্।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্মৃতি: আচার ও ধর্ম।

দনু মিত্র। রাঢ়ী শ্রেণীর কুলপঞ্জী রচয়িতা। রচনা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শ্লোকে 'মেল রহস্য'।

দয়াময় (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: উষাহরণ গাথা।

দয়াময় চ্যাটার্জি। ছদ্মনাম: শ্রীহীন। পিতা: অনুপম ঠাকুর। নিবাস: সিউড়ি, বীরভূম। ছোটগল্প ও উপন্যাস লেখক। সম্পাদক: অপরাজিতা। প্রকাশিত গ্রন্থ:

শ্রীমতি (উপন্যাস)।

দয়ারাম (১৮শ শতাব্দী)। নিবাসঃ কাশীজোড়া, কিশোরচক, মেদিনীপুর। পিতাঃ জগন্নাথ, পিতামহঃ পরীক্ষিৎ। স্থানীয় ভূস্বামীর আশ্রিত। রচনাঃ সারদা চরিত (রূপকথা ধরনের সরস্বতী মাহাত্ম্য গাথা)।

দয়ারাম (১৮শ শতাব্দী)। রচনাঃ আর্যাছড়া।

দয়ারাম দাস। গীতিকবি। রচিত কাব্যঃ তরণীসেন বধ।

দয়াল (অষ্ঠাদশ শতাব্দীর শেষভাগ)। রচনাঃ শীতলার পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দয়ালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটকঃ সুশীলা সুন্দরী (বহুবিবাহের প্রতিবাদ ১৮৭৩)।

দয়াল ক্ষ্যাপা (?—১৯৮১)। জন্মঃ পূর্ববঙ্গে সূত্রধর পরিবারে। নিবাস ও মৃত্যুঃ ২৪ পরগণার বনগ্রামের নিকটে সুখপুকুরিয়া গ্রামে। কৃষিজীবী। বাউলগান লেখক ও গায়ক। সঙ্গীতগুলিতে লালন ফকিরের প্রভাব আছে, ভাষা ও ছন্দের লালিত্যে মনোহর। প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থঃ দয়াল ক্ষ্যাপার গীতাঞ্জলি (১৯৭৯)।

দয়াল চন্দ্র ঘোষ (২০ শতকের প্রথম ভাগ)। প্রকাশিত গ্রন্থঃ প্রসাদ প্রসঙ্গ (কবি রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কে আলোচনা)।

দয়াল চাঁদ মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। কলিকাতা রামবাগান নিবাসী। আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) ভাগিনেয়। গীতিকার। টপ্পার রীতিতে প্রেমসঙ্গীত ও ভক্তিগীতি রচয়িতা 'বাঙ্গালীর গান' এ অনেকগুলি গান সংকলিত হয়েছে।

দরবেশঃ শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(ডঃ) দর্শন চৌধুরী (১৩।১।১৯৪২—)। এম্ এ পি.এইচ্ ডি.। জন্মঃ ঘাটাল, মেদিনীপুর। নিবাসঃ কোন্নগর, হুগলী। বাঙ্গালা ভাষা। ও সাহিত্যে ১ম শ্রেণীর এম্. এ.। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। চতুষ্কোন, অভিনয়, সারস্বত, গ্রুপ্ থিয়েটার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থঃ নাটক ও দর্শক, গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়। সম্পাদকঃ সাহিত্য পত্রিকা (ক. বি.)।

দলিল উদ্দিন আহম্মদ মৌলবি। জন্মঃ চক্ষুরা কোটালীপাড়া, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থঃ দলিল উল আইকাম (১২৯৫)।

দাউদ হায়দার (২১।২।১৯৫২—)। জন্মঃ দোহারপাড়া, পাবনা, বাংলাদেশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে অনার্স সহ বি. এ.। প্রথমে ঢাকায় দৈনিক 'সংবাদ' ও পরে কলিকাতায় যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদিক,—কবি। সম্পাদিত পত্রিকাঃ বাংলাদেশের নির্বাচিত ছড়া (১৩৮৮)। প্রকাশিত কাব্যঃ জন্মই আমার আজন্ম পাপ (১৯৭৪), সম্পন্ন মানুষ নই (১৯৭৫), আমি ভালো আছি, তুমি (১৯৭৬), নারকীয় ভুবনের কবিতা (১৯৭৬), এই শাওনে পরবাসে (১৯৭৬), অপরাহ্নে মারণাস্ত্র কাল (১৯৮১), পাথরের পুঁথি (১৯৮৩), আপন মুগ্ধদেশে (১৩৮৫)।

দাদ আলি (১৮৫৬—১৯২৭)। রচিত কাব্যঃ আরেক রসুল।

দানপতি দেব (১৮শ শতাব্দী)। রচনাঃ একাদশীর পাঁচালী (লিপিকাল—১১৬৮)।

দানেশ মোল্লা মহম্মদ। কবি। জন্মঃ হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থঃ চাহার দরবেশ (১২৭৮)। নূরুল ইমান (১২৭৮),

গোল্‌রা মানুয়ার (১২৯০)।

দামোদর চন্দ্র অধ্বর্য্যু। নিবাস: মালিয়ারী। সংকলিত ও অনূদিত গ্রন্থ: শ্রীমন্নামামৃত সার (১৮৫৯)।

দামোদর দাস। রচনা: বৃন্দাবন পত্তন (বৈষ্ণব সাধনা নিবন্ধ)।

দামোদর মিশ্র (১৮শ শতাব্দী)। অনেকের মতে যশোর অঞ্চলের লোক। সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত। রচনা: সঙ্গীত দর্পণ।

দামোদর মুখোপাধ্যায় (১।২।১৮৫২—১৬।৮।১৯০৭)। জন্ম: নদীয়া—কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে, পৈতৃক নিবাস: শান্তিপুর, নদীয়া। পিতা: রামরতন মুখোপাধ্যায়, মাতা: পদ্মমণি। খ্যাতনামা বৈয়াকরণ মাতুল লোয়ারাম শিরোরত্নের নিকট প্রতিপালিত। মাতুলের নিকটে এবং রাজকুমার ন্যায়রত্নের নিকটে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ইংরাজী বাংলা ও সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক,—ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: মৃন্ময়ী (বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলা উপন্যাসের পরবর্তী কাহিনী—১৮৭৪), বিমলা (দুর্গেশনন্দিনীর পরবর্তী কাহিনী—১৮৭৭), দুই ভগিনী (১৮৮১), জয় চাঁদের চিঠি (১৮৮৩), মা ও মেয়ে (১৮৮৪), প্রতাপ সিংহ (ঐতিহাসিক—১৮৮৪), শান্তি (১৮৯৩), আয়েষা (১৮৯৭), যোগেশ্বরী (১৩০৪), সোনার কমল (১৩০৮), সপত্নী (১৩০৮), অমরাবতী (১৩১২), আদর্শ প্রেম (১৩১৩), শম্ভুরাম (১৩১৩), ললিত মোহন (১৩১৯), শেষ বিবাহ, নবীনা ইত্যাদি। অনুবাদ: কমল কুমারী (স্কটের উপন্যাস—১২৯১), শুক্লবসনা সুন্দরী (ঐ—১২৯১), রত্নাবলী, শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য ও টীকা (১৮৯৩)। নাটক: সুকন্যা। বিবিধ: শিশুরঞ্জন ভারত ইতিহাস, লক্ষ্মণবর্জন আখ্যায়িকা। সম্পাদিত পত্রিকা: প্রবাহ (১২৮৯—৯০), অনুসন্ধান (১৩০০—৭ খণ্ড), জ্ঞানাঙ্কুর, News of the Day.

দাদু ভাই। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছড়ার ও ছবিতে দাদুভাই (১৩৮৪)।

দারুদ মুহম্মদ। হুগলী শ্রীরামপুর নিবাসী কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ: তর্‌নিগ্‌ উল ইসলাম (১৩১৫)।

দাশরথি। গীতিকার। রচনা: সাধন সঙ্গীত।

দাশরথি তা (২৩।৭।১৩১৮—১৪।১।১৩৮৭ বঙ্গাব্দ)। ছদ্মনাম: দামোদর শর্মা। জন্মস্থান: ধামাশ, রায়না, বর্ধমান। নিবাস: বীরহাটা, বর্ধমান। পিতা: প্রফুল্লকুমার তা, মাতা: ঊষাঙ্গিনী। বোরো বলরাম এম্‌. ই. স্কুল, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল (১৯২১) এবং বর্ধমান টাউন স্কুলের (১৯২৫) ছাত্র। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য লেখাপড়া ত্যাগ (১৯৩০)। ১৯৩২ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত বহুবার কারাবাস। ভারত স্বাধীন হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস ত্যাগ করে ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের প্রজা সোসালিষ্ট্‌ পার্টিতে যোগদান। পশ্চিমবঙ্গ পি. ডি. এফ্‌. সরকারের কৃষিমন্ত্রী (১৯৬৬)। ১৯৩২ সাল থেকে সাংবাদিকতার সুরু। হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বসুমতী, আনন্দ বাজার, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকার সাংবাদিক। পাক্ষিক দামোদর পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক (১৯৩৬), বৃটিশ সরকার ঐ পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করার পর বর্ধমান বার্তা ও 'পল্লীর কথা' সাপ্তাহিক পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক ও প্রকাশক। ১৯৪৭ সাল থেকে সাপ্তাহিক দামোদর, অর্ধ

সাপ্তাহিক দামোদর, শেষে নিজস্ব দামোদর প্রেস থেকে দৈনিক দামোদরের সম্পাদক ও প্রকাশক। দামোদর পূজাসংখ্যা ও বিশেষ সংখ্যার সম্পাদক। রচনা ঃ চকদীঘি বধ কাব্য (ছদ্মনামে বর্ধমানের বার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত)।

দাশরথি মুখোপাধ্যায়, স্মৃতিভূষণ (২৪/১১।১২৯১—৩১।৫।১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ মগরা দিগসুই, হুগলী। পিতা ঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ। সুধা সঙ্গীত, অভিজ্ঞান শকুন্তলা (বাঙ্গানুবাদ) স্তোত্রগ্রন্থ।

দাশরথি রায় (×।১০।১২১২/১৮০৬—২।৭।১২৯৪/১৮৫৭) দাশুরায় নামে পরিচিত। জন্ম ঃ বর্ধমানের কাটোয়ার নিকটবর্তী বাঁধমুড়া গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে। নিবাস ঃ মাতুলালয়ে পীলা গ্রামে। পিতা ঃ দেবীপ্রাসদ রায়, মাতা ঃ শ্রীমতী দেবী, পত্নী ঃ প্রসন্নময়ী, মাতুল ঃ দেবীপ্রসাদ রায়। পীলা-গ্রামের পাঠশালায় বাঙ্গালা ও নীলকুঠির কর্মচারীদের নিকট এবং বহরা গ্রামের হর-কিশোরের নিকট ইংরাজী শিক্ষার পর অনন্ত-পুর গ্রামে তিন টাকা বেতনে নীলকুঠির কেরানী। কবিগান করার জন্য মাতুল কর্তৃক বহিষ্কৃত। পদ্য রচনায় স্বাভাবিক দক্ষতা সম্পন্না। আকা বাঈর (অক্ষয় বাঈতিনী) কবির দলের বাঁধনদার স্বয়ং কবির দলের সংগঠক,—কালিকাপুর নিবাসী পুরুষোত্তম বৈরাগ্য ও জামড়া নিবাসী নিধিরাম সাহার কবির দলের প্রতিদ্বন্দ্বী। পাঁচালীর আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩৬)। পাঁচালী গানের নবরূপকার। পাঁচালী গানে বিপুল অর্থ ও খ্যাতির অধিকারী। শক্তিশালী কবি,—সঙ্গীত ছাড়াও ৬৮টি পালা রচয়িতা। অনুপ্রাস বহুল ভাষায় ভক্তিগীতি ও সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে সঙ্গীত রচনায় দক্ষ। রচিত পালা ঃ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পালা ৩০টি, রামচন্দ্র বিষয়ক ১৩টি, শিবশক্তি বিষয়ক ১০টি, সমাজ বিষয়ক ৯টি, প্রভাস, চণ্ডী, নলিনী, ভ্রম-রোক্তি, দক্ষযজ্ঞ, লবকুশের যুদ্ধ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি।

দ্বারকানাথ অধিকারী (১৯শ শতাব্দী)। ছদ্মনাম ঃ বুনোকবি। জন্ম ঃ নদীয়ার গোস্বামী দুর্গাপুরে। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় সংবাদ প্রভাকরে বুনো কবি ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে কবিতাযুদ্ধে অবতীর্ণ। কলেজীয় কবিতা যুদ্ধ নামে সংবাদ প্রভাকরে কবিতা-গুলি প্রকাশিত। কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তের অনুসারী প্রকাশিত কাব্য ঃ সুধীররঞ্জন (১৮৫৫)।

দ্বারকানাথ কুণ্ডু (১৯শ শতাব্দী)। রচনা ঃ কাদম্বরী (পদ্য—১২৬৬), রামায়ণের পদ্যানুবাদ (১৮৬৫)।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২০।৪।১৮৪৪/৯।১।১২৫১—২৭।৬।১৮৯৮ / ১৩।৩।১৩০৫)। ছদ্মনাম ঃ অজ্ঞাতনামা। জন্ম ঃ মাগুরাখণ্ড, বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা ঃ প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গো-পাধ্যায়, মাতা ঃ উদয়তারা, পত্নী ঃ প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কাদাম্বিনী বসু বি. এ. এ. এল. এম্. এস্.। কালীপাড়া এন্‌ট্রান্স স্কুলের ছাত্র, এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য। অক্ষয় কুমার দত্তের গ্রন্থের প্রভাবে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের অগ্রণী। বিক্রমপুরে সোনারং স্কুলে ও ফরিদপুরে লোনসিংহ গ্রামের স্কুলের শিক্ষক। কলিকাতায় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের প্রতি-ষ্ঠাতা (১৮৭৩) ও শিক্ষক। কলিকাতায় বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি (১৮৭৯), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় (১৮৭৮) অগ্রণী। ছাত্রসভার

অন্যতম সম্পাদক ও ভারত সভার যুগ্ম সম্পাদক (১৮৭৮), শ্রমিক আন্দোলনের পরিচালক,—ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সম্পাদক: সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী (কৃষ্ণকুমার মিত্র সহ—১৮৮৩), নববার্ষিকী (১২৮৪), পাক্ষিক অবলাবান্ধব (১৮৬০, ঢাকায় ও পরে কলিকাতায়), সাপ্তাহিক সমালোচক (১২৮৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: পদ্যমালা (১৮৬৯), কবিগাথা (কাব্য—১৮৭৭), কবিতাকুসুম (ঐ), সুরুচির কুটির (উপন্যাস—১২৮৬-৯১), বীরনারী (ঐতিহাসিক নাটক—১৮৭৫), জাতীয় সঙ্গীত ১ম (১৮৭৬), জীবনালেখ্য (জীবনী—১৮৭৬), নববার্ষিকী (বাঙ্গালাভাষায় প্রথম ইয়ারবুক (১৮৭৭), স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সুলভ পাটীগণিত (১৮৮১), শিক্ষা প্রবেশ ২ ভাগ, শিশুর সদাচার (১৮৮০), কবিতামালা ২ ভাগ (১৮৮০)।

দ্বারকানাথ গুপ্ত (২২।৪।১৮২৩—)। জন্ম: যশোহরের ইতিনাগ্রামে। পিতা: নীলমণি গুপ্ত। শৈশবে পিতৃহীন। হওয়ায় বিক্রমপুরে কাদারিগ্রামে মাতুল রাধানাথ সেনের দ্বারা লালিত। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় ব্যুৎপন্ন। হার্ডিঞ্জ স্কুলের শিক্ষক। সোমপ্রকাশ, প্রভাকর, পরিদর্শক, মালঞ্চ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: হেমপ্রভা (১২৬৪ - ভার্ণাকুলার লিটারারি সোসাইটি কর্তৃক পুরস্কৃত), বিক্রমোর্বশী (অনুবাদ), ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র (অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত—১২৭০), ষড়্ঋতু স্তোত্র।

দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঘরের মানুষ গগনেন্দ্রনাথ (জীবনী)।

দ্বারকানাথ দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত প্রহসন: বাঙ্গালার ভবিমঙ্গল (১৮৭১)।

দ্বারকানাথ পতিতুণ্ড (১৮৩৩—১৯১৬) এম্. এ. বি. এল্.। জন্ম: বেদড়পাড়া, নদীয়া: প্রকাশিত গ্রন্থ: ক্যাথারীনের উপাখ্যান।

দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাইবেলের ইতিহাস (বি. বি. টেমারের গ্রন্থের অনুবাদ ১৮৭৩)।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (×।৪।১৮১৯/×।১ ১২২৬—২৩।৮।১৮৮৬/৮।৫।১২৯৩)। জন্ম: চাংড়িপোতা, ২৪ পরগণা। মৃত্যু: জব্বলপুরের নিকট রেওয়ারাজ্যে। পিতা: হরচন্দ্র ভট্টাচার্য ন্যায়রত্ন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র (১৮৭২—৪৫), সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাভূষণ উপাধি-প্রাপ্ত (১৮৪৫)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক, পরে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক (১৮৪৫), ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যাপক (১৮৪৫—৭৩), অস্থায়ী অধ্যক্ষ (১৮৫৫)। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও হরিনাভি গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদিত পত্রিকা: সাপ্তাহিক সোমপ্রকাশ (১৯।১১। ১৮৫৮—৭৮), মাসিক কলপদ্রুম (১২৮৫——৮৯)। প্রাঞ্জলতা, মার্জিত রুচি ও নির্ভীক সমালোচনার জন্য সোমপ্রকাশ সাময়িক পত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়। প্রকাশিত গ্রন্থ: নীতিসার ৩খণ্ড (১৮৫৬—৭৮), রোমরাজ্যের ইতিহাস (১৮৫৭), গ্রীস ও ম্যাসিডনের ইতিহাস (১৮৫৭), সুবুদ্ধি ব্যবহার (১৮৬০), ভূষণসার ব্যাকরণ (১৮৬৫), উপদেশমালা ২ খণ্ড (১৮৮৬), প্রকৃত প্রেম (কাব্য), প্রকৃত সুখ (কাব্য) প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: দেবগণের মর্তে আগমন।

দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য, রা য় বা হা দু র (১৮৩৩—১৫।৮।১৯১৬)। জন্ম স্থান: নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা: জজ্ পণ্ডিত

শ্রীনাথ তর্কবাগীশ। প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজ ও প'রে কলিকাতা হিন্দু কলেজের ছাত্র। সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। উত্তরপাড়া স্কুলে রামতনু লাহিড়ীর অধীনে সহকারী প্রধান শিক্ষক (১৮৫৪), কলিকাতা বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৬৫), গণিতে এম্. এ. (১৮৬৬), বি. এল্. (১৮৬৮)। প্রথমে মুন্সেফ্ পরে জজ্, ইংরাজ সরকারের দ্বারা রায়। বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত (১৮৯৩)। মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের এষ্টেটের কার্যাধ্যক্ষ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্নেহ-ধন্য, বিধবাবিবাহের সমর্থক। অবসর গ্রহণের পরে নবদ্বীপ নিবাসী। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠার পর সহ-সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ক্যাথারিনের উপাখ্যান (গল্প গ্রন্থ), **Elements of Arithmatic.**

দ্বারকানাথ মজুমদার (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক উত্তরবাহিনী (১২৮৯)।

দ্বারকানাথ নাথ মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত প্রহসন: মুষলং কুলনাশনং (১৮৬৪)।

দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। হিন্দু ব্যায়াম বিদ্যালয়ের অধীনস্থ হিন্দু-সভার সম্পাদক। সম্পাদক: মাসিক হিন্দু-রঞ্জন (১২৮১)।

দ্বারকানাথ সরকার। প্রকাশিক গ্রন্থ: সৈরিন্ধ্রী নাটক (১৮৭৫)। ১ম খণ্ড গদ্যে ও ২য় খণ্ড অমিত্রাক্ষর পদ্যে রচিত। ২য় খণ্ডে ১টি প্রহসন আছে।

দ্বারকানাথ রায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সুশীল মন্ত্রী (রোমাণ্টিক আখ্যায়িকা—১৮৫৬)।

দ্বারিকানাথ রায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রথমে যুগের নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাহার দানেশ (১৩০২), বিল্বমঙ্গল নাটক (১৮৪৫)।

দ্বারেশ চন্দ্র শর্মাচার্য (৯।১।১৯০৩—২৭। ৪।১৯৮৩/১৩।১।১৩৯০) এম্. এ.। ছদ্মনাম: ভৃগুজাতক: কালপুরুষ। জন্ম: শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ দৌলতপুরের আচার্য ব্রাহ্মণবংশে। মৃত্যু: বাগবাজার, কলিকাতা। নিবাস: ১৮৮, আপার সারকুলার রোড্ কলিকাতা—৪। পিতা: কবিরাজ কামদেব শর্মাচার্য। পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯২৪), শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯২৬), বি. এ. (১৯২৮), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালর থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৩০)। এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষক (১৯৩১—৩২)। কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ ও হাজা-রিবাগ সেন্ট্ ষ্টেম্‌স্ কলেজের অধ্যাপক। আশুতোষ পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯২৮)। খ্যাতি-মান জ্যোতিষী ও কথা সাহিত্যিক। শনি-বারের চিঠি গোষ্ঠীর লেখক (১৫ বৎসর), যুগান্তর পত্রিকার সাময়িকী বিভাগের কর্মী। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রধান সম্পাদক: মাসিক আলোক, সহ-সম্পাদক: বঙ্গীয় মহাকোষ। সম্পাদিত গ্রন্থ: রায় শেখরের পদাবলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভাগ্য-লিপি (জ্যোতিষ), বিধিলিপি (জ্যোতিষ)। ভৃগুজাতক (উপন্যাস), জ্যোতিষীর ডায়েরী (গল্প—১৯৫৬), ছক ও ছবি (১৯৫৭), নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন, হাত দেখতে শিখুন, ভাগ্য কখন খুলবে, ভৃগুজাতক পঞ্জিকা, **Reference to Brahmanical Religion in the Pali Canon** (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)।

দিগন্ত রায়। ডাঃ মদনমোহন রাণা দ্রষ্টব্য।

দিগম্বর। পল্লী কবি। রচনা ঃ ভণ্ডরা-সের পদ।

দিগম্মর নন্দ বিদ্যানিধি (×।৯।১৮৫৩—১।৪।১৯১৩)। জন্ম ঃ মুগবেড়িয়া, মেদিনী-পুর। পিতা ঃ ভোলানাথ নন্দ। জমিদার পণ্ডিত ও কবি। রচনা ঃ কালীকুসুমাঞ্জলি।

দিগম্বর ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু। তন্ত্রোক্ত আদ্যাশক্তির উপাসক। কবি ও গীতিকার।

দিগম্বর ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শব্দার্থ প্রকাশ (বাঙ্গালা অভিধান)।

দিগম্বর রায় (১৯শ শতাব্দী)। রচনা ঃ চাণক্যশ্লোকের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ (১৮৪০)।

দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৫।৭।১৯০৮/২১।৩।১৩১৫—)। ছদ্মনাম ঃ শ্রী সঞ্জয়, জ্ঞানতীর্থ কলানিধি, শ্রীবাস্তব, সত্যব্রত শর্মা, শ্রীভারত। জন্ম ঃ ঢাকাজেলার আদাবাড়ী গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ঃ পাউলদিয়া। পিতা ঃ কালীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ বিধুমুখী, পত্নী ঃ সবিতারাণী। জন্মের পূর্বেই পিতৃহীন। বাল্য ও কৈশোর দারিদ্রের সঙ্গে পাউলদিয়ায় অতিবাহিত। বর্তমান নিবাস ঃ বি সি/১০ দেশবন্ধু নগর, কলিকাতা ৫৯। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ত্যাগ করে জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন,—আদর্শবাদী শিক্ষকের প্রভাবে দেশসেবার প্রেরণা লাভ। জাতীয় বিদ্যালয়ের বিলুপ্তির পর পুনরায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন ও প্রবেশিকা পাশ। কলেজে পাঠবস্থায় ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সংগঠক ও সুবক্তা হিসাবে খ্যাত। আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত (১৯৩২)। বিক্রমপুরের তিনটি ইউনিয়নের ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের সংগঠক। পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার জন্য ফেরার। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক্—গ্রামবাসীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের জন্য আত্মসমর্পণ। ১০০ টাকা জরিমানা ও দেড় বৎসর কারাদণ্ডিত। জরিমানা না দেওয়ায় অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রীত। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত, ললিতকলা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত। মাটির পুতুল গড়া ও ছবি আঁকায় দক্ষ। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পগুলিকে নাট্যরূপ দিয়ে স্বগ্রামে অভিনয়। ভীল বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা সুরু (১৯৩১)। দমদম জেলে অবস্থানকালে ধর্ষিতা নারীর কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনা। সাংবাদিকের জীবন গ্রহণ (১৯৩৪)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯) পর বাঙ্গালা সাহিত্যে যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে ও গ্রন্থ লেখক। Daily Advance, Free India, Greater India আনন্দবাজার, শিশুসাথী, যুগান্তর, নাট্যলোক, বসুমতী, কালান্তর পত্রিকার সাংবাদিক। শিশুসাথীর সম্পাদক, যুগান্তর পত্রিকার কলাকেন্দ্র পৃষ্ঠার ও নাট্যলোকের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। সাংবাদিকতা থেকে অবসর (১৯৮২)। নবনাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির সভাপতি। নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, মঞ্চসমালোচক, নাট্য আন্দোলনের সংগঠক। আনন্দবাজার যুগান্তর, সত্যযুগ, দৈনিক বসুমতী, স্বাধীনতা, কালান্তর, দেশ, অমৃত, সাপ্তাহিক ও মাসিক বসুমতী, অরণি, স্বদেশ, সোনার বাঙলা, পরিচয়, মূল্যায়ন, উত্তরকাল, রূপমঞ্চ প্রভৃতি পত্রিকায় অভিনয় সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত। নাটকে সকলপ্রকার শোষণ, বঞ্চনা, ব্যর্থতা, রিক্ততা ও অবক্ষয়ের ঊর্ধ্বে মানবতার

জয় ঘোষিত। নাটকের জন্য সোভিয়েত দেশ নেহের্ পুরস্কার (১৯৬৮) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সুধাংশুবালা পুরস্কার (১৯৭১) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ যুদ্ধ সম্পর্কিতঃ যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র (১৯৪০), রণ ও রাষ্ট্র (১৯৪০), বর্তমান জাপান (১৯৪৩), মহাযুদ্ধে সোভিয়েট (১৯৪৩), বিশ্বসংগ্রামের গতি (১৯৪৪), মুক্তিসংগ্রামে জনসেবা (১৯৪৫) উপন্যাসঃ মাটি ও মানুষ। অনুবাদঃ দুই বোন (তলস্তয়ের Two Sisters, ১ম খণ্ড)। নাটকঃ দীপশিখা (পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় ১৯৪৩), অন্তরাল (১৯৪৬), বাস্তুভিটা (১৯৪৮), তরঙ্গ (১৯৪৭), পূর্ণগ্রাস (১৯৪৮), মোকাবিলা (১৯৫০), মশাল (১৯৫৪), কেউদরদী নয় (১৩৭২), মা (গোর্কির মাদারের নাট্যরূপ (১৯৬৯), অমৃত সমান (১৯৭০), ল্যাবরেটারি (১৩৭২), নয়া শিবির (১৩৬৫), দুরন্ত পদ্মা (যাত্রানাট্য ১৯৭১), ত্রিস্রোতা (তিনটি নাটকের সংকলন ১৯৮২), স্বর্গের সিঁড়ি (যুবমানস, শারদীয় সংখ্যা—১৯৮২)। একাংক নাটকঃ অপচয় (১৯৫৭), এপিঠ ও পিঠ (১৯৪৯), পাকা দেখা (১৯৫৮), পুনর্জীবন (১৯৪৮), বে-ওয়ারিশ (১৯৪৭), দাম্পত্য কলহে চৈব (১৯৫৭), একাংক সপ্তক (১৯৫৮), হারানো সুর (১৩৬৫), চিঁড়িয়া বিদ্রোহ (১৯৫৮), অন্তস্তল (১৩৬৬), তণ্ডুল যজ্ঞ (১৩৬৬), অভিনেত্রীর নবজন্ম (১৩৬৬), পাণ্ডুলিপি (১৯৬০), সীমান্তের ডাক (১৯৬২), অভিনব একাংক (১৩৬৯), বাঁধ ভেঙে দাও (১৯৭৩), কিন্তু এবং সুতরাং (১৯৭৩), হস্তিনাপুরের ত্রাণযজ্ঞ (১৩৭০), মুষিক পুরাণ (১৩৭১), দস্তুর মত প্রহসন (১৩৭৩), বোধন, অরন্ধন (১৯৭১), কাঁঠালের আমসত্ত্ব (১৯৫৭), গ্রীনরুম, আগ্নেয় গিরি, আঁধার ঘরে আলো (১৯৬৩), কণ্ঠরোধ (১৯৪৮), রেশন শপ (১৩৫৫), মেঘের আড়ালে সূর্য (১৯৭১)। গোল টেবিল (১৯৫৪), মুখর রাত্রি (১৯৭৮), রক্তরাঙা সিঁথি (১৯৮১)। শিশুনাট্যঃ দরদী (১৯৫৯), কাঠবেড়ালি (১৯৬৫), ছাইচাপা আগুন (১৯৫৯), যে ফুল ফুটতে চায় (১৯৫৯), সমতল (১৯৬০), স্পুট্‌নিক স্পুট্‌নিক খেলা, জন্তুর বরাত (১৯৬০), যার যত চাই (১৯৬২), সোনার হরিণ (১৯৬২), যে যা নয় (১৯৬২), ডানপিটে (রবীন্দ্রনাথের ছেলেটা কবিতা অবলম্বনে (১৯৬৪), বাংলার প্রতাপ (১৯৫৮), ঝাঁসীর রাণী (১৩৬৮), কবীর (১৩৬৭), পটক গড়ুম (১৩৭৪), মুখোশ (১৩৮৩), পঙ্গপাল (১৩৮৪)। নাট্য সম্পর্কিতঃ শিল্প চিন্তা (১৯৭৮)।

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (১৪।৭।১২৯১ বঙ্গাব্দ—১৯৬৯ খ্রীঃ)। জন্মঃ কাউয়ামোলা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। পিতাঃ যাদবচন্দ্র শিরোরত্ন, মাতাঃ বরদা, অগ্রজঃ পণ্ডিত ও কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সমাজ সংস্কারক ও দেশসেবাব্রতী। শেষ জীবনে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। মালদহ শহরে গৌরাঙ্গ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা। গঙ্গাতীরে বাস করার অভিপ্রায়ে নবদ্বীপের প্রাচীন মায়াপুরে গৌরাঙ্গ মিশন স্থানান্তরিত (১৯৫০)। অবিবাহিত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ জলচল ও স্পর্শ দোষ বিচার। খাদ্যাখাদ্য বিচার, ভারতের মুসলমান হিন্দু মার সন্তান, বিধবা বিবাহ ৪ খণ্ড, জাতিভেদ, চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ, বিধবার নির্জলা একাদশী, চতুর্বর্ণ প্রতিষ্ঠা, দেবী পূজায় দেববলি, শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার (১৩২২), হিন্দুর নবজাগরণ, স্বাধীনতার বাণী, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, নিমাই সন্ন্যাস শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম, অতীত ও বর্তমান ভারত, বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন, নারী জাগরণ, নিপীড়িতের নিদ্রাভঙ্গ, গান্ধীজীর

স্বপ্নের ভারত, অস্পৃশ্যতাবর্জনে গান্ধীজী, ভট্টনারায়ণ বংশাবলী, বিপ্লবী শ্রীগৌরাঙ্গ।

দিগ্বিজয় রায় চৌধুরী। দার্শনিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গ্রীকদর্শন (ভাগলপুর —১৯১০), মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন (পাটনা—১৯০৮)।

দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৬।১২।১৮৮২—২১। ৭।১৯৩৫)। জন্ম : কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে। পিতাঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র দ্বিপেন্দ্র নাথ ঠাকুর। সঙ্গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ইংলণ্ডে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত (১৯০৮)। ২৫ বৎসর কাল বিশ্বভারতীর সঙ্গীত শিক্ষক—রবীন্দ্র নাটকের দক্ষ অভিনেতা, রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি রচয়িতা। ইংরাজী, ফরাসী ও অন্যান্য নানাবিধ ভাষায় পণ্ডিত। গীতিকার ও বিদেশী গল্পের বঙ্গানুবাদক। রবীন্দ্র প্রভাব সত্ত্বেও কবিতা প্রকৃতিপ্রীতি, প্রেম, স্বদেশ প্রেম ও আত্মলীনতায় বিশিষ্ট। প্রকাশিত গ্রন্থ : বীণ (গুরুনানকের একটি গানের অনুবাদ সহ—৬৭টি কবিতার সংকলন, ১৯১২), দিনেন্দ্র রচনাবলী। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা (১৩৩৬-৪২)।

দিনেশ দাস (১৬।৯।১৯১৩—১৪।৩।১৯৮৫/ ৩০।১১।১৩৯১)। জন্মস্থান ও নিবাস : ৪।১, আফতাব মস্ক লেন, কলিকাতা—২৭। পিতাঃ হৃষীকেশ দাস, মাতা : কাত্যায়নী। আশুতোষ কলেজ ও স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। আইন অমান্য আন্দোলন ও গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কার্শিয়াং এ চা বাগানের চাকুরে (১৯৩৫), এক বৎসর পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরে মার্কস্‌বাদে দীক্ষিত—জীবন বীমার কর্মী। জ্যোতির্ময় রায়ের সঙ্গে চলচ্চিত্রের গীতিকার ও সহ-পরিচালক। হাওড়া দেউলপুরে ১ বৎসর প্রধান শিক্ষক, পরে চেতলা স্কুলের শিক্ষক। ফরাসী, জার্মান ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন। গদ্যরীতির প্রয়োগ, যুগচেতনা, অতি-বাস্তবতা, কাঠামোর সংহতি, প্রতীকের ব্যবহার ও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কবিতার বৈশিষ্ট্য। কাস্তে কবি নামে প্রসিদ্ধ। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'শ্রাবণে' (১৯৪১)। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : কবিতা (১৯৪২), ভুখা মিছিল (১৯৪৪), দিনেশ দাসের কবিতা (১৯৫১), অহল্যা (১৯৫৪), কাঁচের মানুষ (১৯৬৩), শ্রেষ্ঠ কবিতা ২ খণ্ড (১৯৬২, ৭২), অসঙ্গতি (১৯৭২), কাস্তে (১৯৭৫), রাম গেছে বনবাসে (১৯৮২)। সম্পাদিত পত্রিকা : সাপ্তাহিক অগ্রগতি (১৯৩৬)। সহ-সম্পাদক : দৈনিক কৃষক (১৯৪০-৪৬), মাসিক মাতৃভূমি (১৯৪৭)। সম্পাদিত কাব্য সংকলন : ২৫ জন সাম্প্রতিক কবি। রাম গেছে বনবাসে কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৮৩) ও অসঙ্গতি গ্রন্থের জন্য নজরুল পুরস্কার (১৯৮১) প্রাপ্ত। বিখ্যাত কাস্তে কবিতা (রচনা ১৯৩৭), আনন্দ বাজারের পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত (১৯৩৮)।

দিবাকর ঘোষ (১।৩।১৯২৭—)। জন্ম ও নিবাস : সেকেন্দারী নন্দনপুর, মেদিনীপুর। পিতা : বিনোদ বিহারী ঘোষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শিক্ষক—কবি। সম্পাদক : আকাশ, উদয় বাঙময়। সহ-সম্পাদক : নবজাতক। প্রকাশিত কাব্য : শিখায়িত (১৩৫৯), জাগ্রতজীবন (১৩৫৯), শিক্ষকায়ন (১৩৬৮), রক্তাঞ্জলি (১৩৭৯), কবিতা চয়ন (১৩৮০)। উপন্যাস : ঘুমিয়ে ছিল যে (কিশোর-১৯৫৪)। প্রবন্ধ : ভূদান যজ্ঞ (১৯৫৫)।

দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ :

চাই ইন্দ্রজিৎ।

দিবাকর বেদান্ত পঞ্চানন (১২৬৪—৯।৮। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : মেদিনীপুরের মৈযুসা গ্রামে। পিতা : ত্রিলোচন মিশ্র। কাঁথি ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক (১৮৯৭-১৯৫০)। কাঁথি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠতা (১৯৫৩)। রচনা : ত্রিকাল সন্ধ্যা পদ্ধতি, শাল গ্রাম চক্রে নিত্যপূজা পদ্ধতি, সন্ধি সুবন্ত সার, মন্ত্রসংগ্রহ।

দিবাকর শর্মা। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্হ : বাস্তবিকা, সুচারু মিত্রের ভুল।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্হ : আদিবাসী লোক সাহিত্যে বিদ্রোহী মন।

দিব্যদর্শী (ছদ্মনাম)। প্রকাশিত গ্রন্হ : বিচিত্রবিহঙ্গ, সপ্তপর্ণী।

দিব্যসিংহ (১৬শ শতাব্দী)। নিবাস : শ্রীখন্ড, বর্ধমান। জাতিতে বৈদ্য। পিতা : বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস কবিরাজ, মাতা : মহামায়া দেবী। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। পুত্র : ঘনশ্যাম কবিরাজ। বৈষ্ণব পদকর্তা। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত এঁর একটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে।

দিব্যসিংহ, রাজা (১৫শ/১৬শ শতাব্দী)। অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। শ্রীহট্টের লাউর বা নবগ্রামের রাজা। শেষজীবনে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে বৃন্দাবনবাসী। বৈষ্ণব নাম কৃষ্ণদাস। বৃন্দাবনে লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত। রচনা : বিষ্ণুভক্তি পীযূষ কাহিনী (বিষ্ণুপুরীর বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলীর পয়ারে অনুবাদ), অদ্বৈতের বাল্যলীলা সূত্র (সংস্কৃত)।

দিব্য সুন্দর দাস। প্রকাশিত গ্রন্হ : ব্যায়াম ও যোগাসনে মেয়েদের স্বাস্থ্য।

দিব্যানন্দ স্বামী। প্রকাশিত গ্রন্হ : পরলোক ও প্রেততত্ত্ব, দিব্য প্রসঙ্গে, সাধু-সন্তের জীবনে অলৌকিক রহস্য।

দিব্যেন্দু গুহ (১।১।১৯৩০—)। ছদ্মনাম : দিব্যানন্দ। জন্ম : বজ্র যোগিনী, বিক্রমপুর, ঢাকা। পৈতৃক নিবাস : ৫৭, মনোহর পুকুর রোড, কলিকাতা—২৯। বর্তমান নিবাস : টাইপকোর, জি, সি. এম্. কোয়াটার্স, ওয়াডালা (পশ্চিম), বোম্বাই —৪০০০৩১। পিতা : প্রখ্যাত বিপ্লবী ও গ্রন্হকার নলিনী কিশোর গুহ, মাতা : পুষ্পলতা। কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এ. ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। আনন্দ বাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯৪৯-৫৩)। শিলং কলেজে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৫৪-৬১)। ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের অন্তর্গত ফিল্ম্স্ ডিভিসনের উচ্চপদস্থ ভাষ্য লেখক। নাট্য সাহিত্যে অবদানের জন্য বিশ্বরূপা পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৬)। সোনার বাঙ্গালা, শিশির, আয়না, সন্দেশ, আনন্দ বাজার, বোম্বাই বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকার গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে প্রবন্ধ আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত নাটক : একটি ঘর কিছু স্বপ্ন (১৩৭১), চিরকুমারী সভা (১৩৭৫), ল্যাঙ্গুয়েজ (১৩৮৪), অমৃত মন্থন (১৩৮৫), বাংলাদেশ (একাংক, অনুবাদ—১৯৭১)।

দিব্যেন্দু পালিত (৫।৩।১৯৩৯-২১।১১। ১৩৪৫ এম্ এ (১৯৫৮)। জন্ম : ভাগলপুর, বিহার। আদি নিবাস : চেতুরে, বাঁকুড়া বর্তমান নিবাস : ফ্ল্যাট ৭, এফ্-২ মেঘমল্লার ১৮।৩, গড়িয়া-হাট, কলিকাতা-১৯। পিতা : বগলা চরণ পালিত, মাতা : নীহারবালা, পত্নী : কল্যানী। পিতৃবিয়োগের পর

কলিকাতা বাস (১৯৬১)। ভাগলপুর দুর্গাচরণ হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল (১৯৫৩), ভাগলপুর কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৫৭), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬৪)। কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ অফিসার, আনন্দ বাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত—বর্তমানে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ১৮ টি উপন্যাস, ৪টি কাব্য, ৮টি গল্পগ্রন্থ ও ১টি রম্য রচনার লেখক। সর্বসাফল্যে ৩০টির অধিক গ্রন্থের রচয়িতা। যুদ্ধোত্তর এবং মন্বন্তরোত্তর বাঙ্গালা দেশের শোষণ অত্যাচার ও নিপীড়ন, হিংসা, বিশৃঙ্খলা দুর্নীতি প্রভৃতি থেকে মুক্তির পন্থা অন্বেষণ গল্প ও উপন্যাসে প্রকাশিত। প্রথম গল্প 'ছন্দপতন' আনন্দবাজারে প্রকাশিত (১৯৫৫)। প্রফুল্ল সরকার পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৮৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : সিন্ধু বারোয়া (প্রথম উপন্যাস—১৯৫৯), সেদিন চৈত্রমাস (১৯৬১), ভেবেছিলাম (১৯৬২), মধ্যরাত (১৯৬৫) প্রণয় চিহ্ন (১৯৭১), সন্ধিক্ষণ (১৯৭১), সম্পর্ক (১৯৭২), আমরা (১৯৭৩), বৃষ্টির পরে (১৯৭৪), উড়ো চিঠি (১৩৮৫), অহংকার (১৯৭৯), প্রিয়জন চরিত্র। কাব্য : রাজার বাড়ী অনেক দূরে (১৯৭০), আহত অর্জুন (১৯৭৩), কিছু স্মৃতি কিছু অপমান। গল্প : শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি (প্রথম গল্প গ্রন্থ-১৯৬০), মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ (১৯৭৩), নায়ক ও লেখক, ডাক দিয়ে যাই, কালো রক্ত, এই সীমান্তে, পোষ্ট্ মর্টেম, ইস্পাত প্রভৃতি। প্রথম গল্প ছন্দ পতন আনন্দ বাজারে প্রকাশিত (১৯৫৫)। কিশোর উপন্যাস : ইয়াসিন ইয়াসিন।

দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য। নিবাস : কাছাড়, আসাম। কবি। প্রকাশিত কাব্য : সৌর শরীর থেকে (হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত)।

দিলওয়ার (১৯৩৭—?) বাংলাদেশ নিবাসী কবি। জন্ম : ভার্থখলা, শ্রীহট্ট। সাংবাদিক। প্রকাশিত কাব্য : জিজ্ঞাসা (১৯৫৩), স্বনিষ্ঠ সনেট (১৯৭৯), ঐকতান (১৯৭৪), উদ্ভিন্ন উল্লাস (১৯৬৯), বাংলা তোমার আমার (১৯৭২), পুবাল হাওয়া, প্রাণপঙ্ক, রক্তে আমার অনাদি অস্থি।

দিলদার। প্রকৃত নাম : সুজিত নাগ। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস : নটী এই রহস্য কুঞ্জে, শুকশারী। জীবনী : মনীষী রাজা রামমোহন। প্রবন্ধ গ্রন্থ : স্বাধীন বাংলাদেশ ও ইতিহাস। সম্পাদক : স্বাধীন বাংলাদেশ।

দিলারা হাফিজ (৩০।১২।১৯৫৬—)। জন্ম : গড়পাড়া, মানিক গঞ্জ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ বি. এ.। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ (১৯৭৬)। ঢাকায় ইডেন গার্লস, কলেজের প্রভাষক। কবি। প্রকাশিত কাব্য : ভালোবাসার কবিতা (১৯৮৩)।

দিলারা হাশেম এম্. এ। বাংলাদেশ নিবাসী কবি। বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : ঘর মন জানালা (১৩৭২), আমলকীর মৌ (১৯৭৮), একদা এবং অনন্ত (১৯৭৬), স্তব্ধতার কানে কানে (১৯৭৭)। অনুবাদ : সোনা রঙের দিনগুলি (১৯৬০), পাঁচটি আধুনিক গল্প (১৯৫৮)। কবিতা : ফেরারী মন। গল্প : হলদে পাখীর কান্না (১৯৭০)।

দিলরুবা সৈয়দ। বাংলাদেশের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাকশাল কি এবং কেন? (ঢাকা-১৯৭৯)।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (২৫।৩।১৯৩৪)। নিবাস ঃ সিন্ধ্রী, রোয়াবাঁধ, ধানবাদ, বিহার। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ একটি প্রেমের মৃত্যু।

দিলীপ কুমার ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সুধাকুম্ভ।

দিলীপ কুমার চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নিম্নতাপমাত্রা বিজ্ঞান।

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪।৪। ১৯৪০ ১।১।১৩৪৭—)। জন্ম ঃ ঢাকা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ বি ৪।২, ঈশ্বর চন্দ্র নিবাস, ৬৮।১, বাগমারি রোড্, কলিকাতা —৫৪। পিতা ঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ বাসনা। কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউসন থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৫), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এস্. সি (১৯৫৭), ও অনার্স সহ বি. এস্. সি. (১৯৫৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূতত্ত্বে এম্. এস্. সি (১৯৬১)। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার ভূতাত্ত্বিক হিসাবে কর্মরত (১৯৬৩—) দেশ, আনন্দবাজার, অমৃত, সাপ্তাহিক, বসুমতী, যুগান্তর, প্রতিক্ষণ, প্রসাদ উল্টোরথ, আজকাল ইত্যাদি পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস ও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জ্যোৎস্নায় অরণ্যে, একা (১৯৭৬)। গল্প ঃ চোখের বাইরে (১৯৭০), প্রেমিকার মুখ (১৯৭৭), ভারতের আধুনিক লেখকদের গল্প সংকলন। ছোটদের ঃ পৃথিবীর গল্প কথা (১৩৮২), মিঠুয়ার বন্ধু ডলফিন (১৯৮১), অভ্রখনির ভূত (কিশোর এড্ভেঞ্চার-১৯৮১)। বিজ্ঞান ঃ ভারতের খনিজ সম্পদ (১৯৭৮), ভারতের নদনদী (১৯৮৪), আগ্নেয় গিরি ও ভূমিকম্পের কথা (১৯৮০)।

দিলীপ কুমার বাগ (১৩।৩।১৩৪৮—)। সম্পাদক ঃ মাসিক অভিনব অগ্রণী।

দিলীপ কুমার বিশ্বাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ফরাসী বিপ্লবে মুদ্রাস্ফীতি (শেখর কুমার ঘোষ সহ)।

দিলীপ কুমার বেরা (৭।১।১৯৫৮—)। ছদ্মনাম ঃ অরুণিমা সান্যাল, দীপ সেন। জন্ম ঃ বেহালা, কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস ঃ সাহাপুর, তমলুক মহকুমা, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস ঃ গুয়া বেড়িয়া, মেদিনীপুর। পিতা ঃ নবকুমার বেরা, মাতা ঃ মায়া রাণী। মেদিনীপুরের দোরো কৃষ্ণনগর বাণী মন্দির থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৭৫), মহিষাদল রাজ কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ (১৯৭৮), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৮২)। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম লোকশিক্ষা পরিষদের কর্মী (১৯৭৯-৮০),—মেদিনীপুর চক্দ্বীপা হাইস্কুলের শিক্ষক। আকাশ বাণীর যুববাণী কেন্দ্রে নিয়মিত অংশ গ্রহণকারী। তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটির গ্রন্থ প্রকাশ ও সম্পাদনা সম্পর্কিত উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও ইতিহাস কমিটির আজীবনসদস্য। মহিষাদল রাজ কলেজ পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত। বর্ণালী, সমাজ শিক্ষা, কবিতা-পত্র. বঁইচি, প্রতীক, নবমল্লিকা, ফাল্গুনী, পল্লীবাণী, বাঁণনী, দক্ষণাবিক প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সহ-সম্পাদক ঃ বর্ণালী (বসিরহাট, ২৪ পরগণা)। সম্পাদক ঃ চকদ্বীপ হাইস্কুলের বার্ষিক পত্রিকা।

দিলিপ কুমার ভট্টাচার্য। প্রকাশিক গ্রন্থ ঃ জীবন শিল্পী সত্যজিৎ রায়।

দিলীপ কুমার ভারতী (২১।৮।১৯৩৪—)। বি. টেক্ (অনার্স) ছদ্মনাম ঃ আর্য ভগীরথ। জন্ম ঃ তল্লা, হেড়িয়া, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস ঃ গাজল, মালদহ।

পিতা ঃ ত্রিপুরারি চরণ ভারতী, মাতা ঃ নির্মলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মনের রঙ (গল্প—উপন্যাস সংকলন—১৯৭৪)।

দিলীপ কুমার মালাকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আর্জেন্টিনার স্বদেশ সেবক পেঁরো, জাতীয়তার বাণীমূর্তি হার্ভার।

দিলীপ কুমার মিত্র (৬।১।১৯৩৯—) এম্. এ. (বাঙ্গালা), ডিপ্ ইন্. ইটালিয়ান। পিতা ঃ হরিদাস মিত্র, মাতা ঃ কনকলতা। অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ একাংক নাটকের কথা (১৯৬৪), ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (১৯৬২), আধুনিক বিশ্বনাট্য সাহিত্য। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ স্বর্ণলতা, সীতার বনবাস (১৯৬৫)।

দিলীপ মুখোপাধ্যায় (৬।৩।১৯৪০—)। ছদ্মনাম ঃ যুধিষ্ঠির। জন্ম উত্তর কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস ; খানাকুল, হুগলী ; বর্তমান নিবাস ঃ আন্দুল, হাওড়া, পিতা ঃ ৺নিকুঞ্জবিহারী, মাতা ঃ সত্যবালা দেবী। পৌরাণিক সাহিত্যে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য শান্ত পুরস্থ বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ কর্তৃক পৌরাণিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত (১৯৭২)। পেশা—চাকুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১২টি বিভাগীয় পত্র পত্রিকার প্রকাশকরূপে বর্তমানে কর্মরত। প্রবাসী, দৈনিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, বসুধারা, মাসিক বসুমতী, বিংশ শতাব্দী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, অনন্যা, বঙ্গদর্শন, চিত্রাঙ্গদা, প্রবর্তক, উজ্জীবন, নবকল্লোল, পল্লীডাক, সংঘাত, মৌচাক, সত্যিকথা, কালি ও কলম বিতান, যুগান্তর ইত্যাদি পত্রিকার রচনা প্রকাশিত। 'সত্যিকথা' মাসিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক (১৯৫৫-১৯৬০), প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাবালিকা কর্তৃক নাবালক অপহরণ, হাস্যকৌতুকাশ্রিত গল্প সংকলন (১৯৭০), পুরাণী প্রজ্ঞা ঃ মহাপুরাণ, উপপুরাণ, বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন শাস্ত্রের কয়েকটির বিশেষ অংশ অবলম্বনে রচিত রম্য উপক্ষ্যাণ, পুরাণের উপরে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ ও সংযোজিত (১৯৮১)। পুরাণী কথানিকা ঃ অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ এবং বহু শাখা পুরাণে সমৃদ্ধ পৌরাণিক ভান্ডার হইতে সংগৃহীত আটটি উপাক্ষ্যান, তৎসহ পৌরাণিক কাহিনী গবেষণা মূলক বিশ্লেষণ (১৯৮৫) ঃ

দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় (×/৬/১৩২৫/১৯১৭—৫।৫।১৯৮৫)। ছদ্মনাম ঃ সত্যানন্দ ভারতী। জন্ম ঃ জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। নিবাস ঃ ২, আশুবাবু লেন, খিদিরপুর/৩৯, একবালপুর রোড্, কলিকাতা—২৩। পিতা ঃ ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ নলিনী দেবী, মাতামহ ঃ শিল্পী ভ্রমণ সাহিত্য ও তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গের লেখক প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন। অসুস্থতার জন্য এম্. এ, পরীক্ষা স্থগিত (১৯৪১), ব্যবসায়ী বিচিত্রা, প্রবর্তক, প্রবাসী, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, আনন্দ বাজার, যুগান্তর, কথা সাহিত্য, মৌচাক, রঙমশাল, সন্দেশ, রামধনু, কৈশোরক, প্রণব প্রভৃতি পত্রিকায় ভারত কোষ, স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ প্রভৃতি গ্রন্থে রচনা প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ মাসিক কথা সাহিত্য (১৯৫১-৫৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত বিষয়ক (বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত চর্চার ইতিহাস —১৯৬৩), সঙ্গীতের আসরে, (অতীতের সঙ্গীত শিল্পীদের জীবনী—১৯৬৯), আসরের গল্প (অতীতের সঙ্গীত শিল্পীদের কাহিনী —১৯৭২), দরবার নটী কলাবন্ত (মধ্য-

যুগের ভারতীয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞের বিবরণ —১৯৭৬), বাঙ্গালীর রাগ সঙ্গীত চর্চা (১৯৭৬), ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরানার ইতিহাস (১৯৭৭), ভারতের সঙ্গীত গুণী (১৯৭৭, ৮০, ৮১), সঙ্গীত শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতে কল্পতরু (১৯৬৫), উত্তর রাঢ়ের লোক সঙ্গীত। ছোটদের ঃ এশিয়ার রূপকথা (১৯৭৩). একদা যাদের বিজয় সেনাণী, একলব্য (নাটক —১৯৬০), স্বাধীনতা সৈনিক যুগে যুগে (১৯৮৫), ছোটদের সোভিয়েত, বীরত্বের দশটি কাহিনী, ইউরোপের রূপকথা (১৯৮৫), কথায় কথায় (১৯৭৩)। জীবনী ঃ লোকমান্য তিলক (ছোটদের—১৯৫২), শিল্প (১৯৫২), শিল্প দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ (১৯৮২), অলৌকিক রহস্যে শ্রীরামকৃষ্ণ (১৯৮৩), শ্রীকৃষ্ণের ছেলেবেলা (ছোটদের—১৯৮৪), অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ (১৯৮৪), বিচিত্রা প্রতিভা, বাংলামঞ্চের আদি নায়িকারা (১৯৮৫)। অনুবাদ ঃ ফন্টামারা (উপন্যাস-১৯৪৫)। ইংরাজী ঃ Chaitanya (১৯৭১), Indian Music Gharana—origin and Development (১৯৮৫)।

দিলীপকুমার মৈত্র। সম্পাদক ঃ গড়চন্দ্রকেতুর কথা।

দিলীপকুমার রায় (২২।১।১৮৯৭-৬।১।১৯৮০/২২/৯/১৩৮৬)। ডাকনাম ঃ মন্টু। জন্ম ঃ কৃষ্ণনগর,নদীয়া, মৃত্যু ঃ বোম্বাই। পিতা ঃ কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মাতা ঃ সুরবালা। বাল্যকালেই মাতৃহীন। বাল্যকাল থেকেই ধর্মভাবে ভাবিত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৮শ স্থানপ্রাপ্ত। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে ১ম শ্রেণীর অনার্স সহ বি এস্, সি (১৯১৭)। কেম্ব্রিজে আইন ও সঙ্গীত সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ইউরোপ ভ্রমণকারী। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯২২)। ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষার জন্য সমগ্র ভারতভ্রমণকারী (১৯২২-২৭)। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল নেহেরুর সহযোগী—বারট্রান্ড্ রাসেল, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মনীষীদের স্নেহধন্য। বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (১৯২৪) ও দীক্ষাপ্রাপ্ত। পণ্ডিচেরী আশ্রম নিবাসী (১৯২৭—)। অকৃতদার। কবি, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, সুরকার ও সুকণ্ঠ গায়ক। ৮০ খানি গ্রন্থের রচয়িতা। কলিকাতা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি লিট. উপাধিতে সম্মানিত। সাহিত্য একাডেমির ফেলো নির্বাচিত। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মনের পরশ (উপন্যাস—১৯২৬)। প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ উপন্যাস ঃ মনের পরশ (১৯২৬), দোলা ২ খণ্ড (১৯৩৫), ত্রিধারা, সুরের পরশ, রঙের পরশ (১৯৩৪), তরঙ্গ রোধিবে কে? ২ খণ্ড, শেষ সন্ধ্যার স্মৃতি, পতিতা ও পতিতপাবন (১৯৭৮), বহুবল্লভ, দুধারা (১৯২৭), দ্বিচারিণী, দোটানা প্রভৃতি। কাব্য ও সঙ্গীত ঃ অনামী (১৯৩৩), সুরবিহার ২ খণ্ড (১৯৪০, ১৯৫৫), সঙ্গীত রত্নাকর ২ খণ্ড (১৯৩৫), গীতিমঞ্জরী, সূর্যমুখী (১৯৩৬)। নাটক ঃ আপদ ও জলাতংক (১৯২৬)। ভিখারিণী রাজকন্যা (১৯৫২), সাদাকালো (১৯৪৪), শ্রীচৈতন্য (১৯৪৮)। রমন্যাস ঃ অঘটন আজো ঘটে, ছায়া পথের পথিক, অশ্রুহাসি ইন্দ্রধনু। ভ্রমণ কাহিনী ঃ ভ্রাম্যমানের দিন পঞ্জিকা (১৯২৬), আবার ভ্রাম্যমাণ (১৯৪৪), ভূস্বর্গ চঞ্চল (১৯৪০), এদেশে ওদেশে (১৯৪০), দেশে দেশে চলি উড়ে (১৯৫৫)। প্রবন্ধ ঃ শ্রীঅরবিন্দ ও ধর্মবিজ্ঞান, ছান্দসিকী, সাঙ্গীতিকী। কবিঋষি গুণীশিল্পী (অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা

১৯৭৮), কৃষ্ণকথা কাহিনী, দ্বিজেন্দ্রগীতি প্রভৃতি। স্মৃতিচিত্রণ : উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, আমার বন্ধু সুভাষ, তীর্থঙ্কর, শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গ (১৯৪২), শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে, স্মৃতিচারণ ২ খণ্ড, স্মৃতির শেষ পাতায়, Among the great (১৯৪০)। ইংরাজী কাব্য : Eyes of Light (১৯৪৫)। স্বরলিপি : সুরবিহার, সুরাঞ্জলি প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : স্মৃতি চারণে মহাযোগী অনির্বাণ (১৯৭৯)।

দিলীপকুমার সেনগুপ্ত (১৯১১—)। ছদ্মনাম : দুর্বাশা। জন্ম : ঢাকা শহরে। কলিকাতা আকাশবাণীর ডিরেক্টর, সাময়িক পত্র পত্রিকার লেখক। ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী উপাধিতে সম্মানিত। রেডিওতে 'শ্রাবণী' প্রভৃতি পত্রিকার প্রবর্তক। প্রকাশিত গ্রন্থ : রেডিও কার্টুন।

দিলীপ ঘোষাল। প্রকাশিত গ্রন্থ : আগুন রাঙা ইস্পাত।

দিলীপ দত্ত (১২।২।১৯৩৮/২৯।১০।১৩৪৪—) বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ.। জন্ম : গোবিন্দপুর, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। স্থায়ী নিবাস : ভট্টনগর আনন্দ নগর, হাওড়া। বর্তমান নিবাস : দুর্গাপুর, বর্ধমান। পিতা : দেবেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। চাকুরি জীবী। সম্পাদক : প্রত্যয়। প্রকাশিত উপন্যাস : রোদ্দুরের স্বাদ (১৩৮০)।

দিলীপ দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উইকেট থেকে বাউণ্ডারী (১৩৮২)।

দিলীপ দাশগুপ্ত বি. এ.। ছদ্মনাম : ডি. ডি. জি., দীপালি দাশগুপ্তা। জন্ম : কলিকাতা। নিবাস : গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪। পিতা : কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত সাংবাদিক, শিক্ষক কবি। সম্পাদক : সাপ্তাহিক আমোদ (১৯৩৩), কৃষক (১৯৩৭), একতারা (১৯৩১), আলোকতীর্থ (১৯৩৮), দীপালি (১৯৪০—৫১)। প্রকাশিত কাব্য : মুসাফির (১৯৩০), ওগো কল্পময়ী (১৯৩৩), মধুমিতা (১৯৩৭), তিমিরতৃষা (১৯৪০), দ্বিতীয় যৌবন (১৯৭২), অনেক মনের পাপড়ি ছুঁয়ে (১৯৪০), প্রজ্ঞাপারমিতা প্রিয়া (১৯৭৪)।

দিলীপ বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন : তৃতীয় কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক।

দিলীপ ভৌমিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছায়া ছায়া আলো।

দিলীপ মজুমদার। নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : গোলাপ কাঁটার মৃত্যু (১৩৭৯), জটায়ু সংবাদ। ছোটদের গ্রন্থ : কিশোর কথাসরিৎসাগর (১৩৮৫)। সংকলক : বাঙ্‌লা ব্যাকরণ অভিধান।

ডঃ দিলীপ মালাকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : আজকের রাশিয়া, চলো যাই দূরদেশে, নেপোলিয়নের দেশে।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : উত্তর ভারতের লোক সঙ্গীত।

দিলীপ রায় (×।৪।১৯১৯—১৭।১।১৯৭৬) কবি, চিত্রকর, অভিনেতা, গায়ক। কলিকাতা পণ্ডিতিয়া রোড নিবাসী। সরকারী গ্রন্থাগারের কর্মী। সরকারের যুদ্ধনীতির প্রতিবাদে চাকরিত্যাগ। আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্রের সংবাদ পাঠক। গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত কাব্য : মুস্কিল আসান।

দ্বিজ অভিরাম (১৭শ শতাব্দী)। কাশীরামদাসের সমকালে বা কিঞ্চিৎ পূর্বে মহাভারতের অনুবাদক। রচনা : অশ্বমেধপর্ব।

দ্বিজ অমর সিংহ (১৯শ শতাব্দী)। বীরভূম নিবাসী। রচনা : সত্যনারায়ণের

পাঁচালী।

দ্বিজঈশান (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ নড়াইল, মৈমনসিংহ। রচনা ঃ চালদারের কন্যা (গীত)।

দ্বিজ কবিচন্দ্র। রচনা ঃ গোবিন্দমঙ্গল।

দ্বিজ কবিচন্দ্র। (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ মনসামঙ্গল।

দ্বিজ কবিরাজ (১৭শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম ঃ শ্রীনাথ। পিতা ঃ রামেশ্বর, পিতামহ ঃ ভবানন্দ। আসাম কামতার রাজা শুক্লধ্বজের সভাসদ। জাতিতে ব্রাহ্মণ। কামতার মহারাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে (১৬৩২—৬৫) তাঁর প্রেরণায় মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত। এঁর দ্রোণপর্ব রচিত হয় কামতেশ্বর মোদ-নারায়ণের রাজত্বকালে (১৬৬৫—৮০)।

দ্বিজ কমল লোচন (১৭শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ)। জন্ম ঃ রঙ্‌পুরের ঘাঘট নদীর তীরে মিঠাপুর থানায় চরকাবাড়ী গ্রামে। পিতা ঃ যদুনাথ, গুরু শ্রীনাথ। রচনা ঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী উপাখ্যান অবলম্বনে বৃহদায়তন কাব্য 'চণ্ডিকা বিজয়' বা দুর্গা-মঙ্গল।

দ্বিজ কংশারি (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ প্রহ্লাদ চরিত্র।

দ্বিজ কানাই (১৭শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ ময়মনসিংহ। নমঃশূদ্র-ব্রাহ্মণ জাতীয়া কন্যার প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়ায় কবির অসীম দুঃখভোগের কাহিনী প্রচলিত আছে। রচনা ঃ মহুয়ার পালা।

দ্বিজ কালিদাস (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ কালিদাস (১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) রচনা ঃ কালিকা বিলাস কাব্য। (কালিদাসের কুমার সম্ভব ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী-উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত সঙ্গীত বহুল কাব্য। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের প্রভাব বর্তমান)।

দ্বিজ কালিদাস (১৯শ শতকের শেষার্ধ) নিবাস ঃ বেলপুখুরিয়া, নদীয়া। পিতা ঃ কন্দর্পবাচস্পতি। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত)

দ্বিজ কালীপ্রসন্ন (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ মনসামঙ্গল কাব্য।

দ্বিজ কৃপারাম (১৮শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ দেবগ্রাম। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ মঙ্গলচণ্ডীর গীত।

দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ। রচনা ঃ লাউসেন পালা (ধর্মমঙ্গল)।

দ্বিজ গঙ্গাধর। রচনা ঃ সংস্কৃত মহিম্ন স্তবের বাঙ্গালা পয়ারে অনুবাদ (১৮১৮—২৫ এর মধ্যে লাল্লুলালের সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত)।

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ (১৭শ শতাব্দী)। কবি কৃত্তিবাসের বংশোদ্ভব। রচনা ঃ রামলীলা (পালাগান)।

দ্বিজ গুণনিধি (১৯শ শতাব্দী)। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ গোপাল (১৮শ শতাব্দী)। পুত্র ঃ কবি শ্রীবল্লভ। পিতাপুত্র উভয়েই শীতলা সঙ্গীত বা শীতলার পাঁচালী রচয়িতা।

দ্বিজ গোপীকান্ত। রচনা ঃ মনসামঙ্গল কাব্য।

দ্বিজ গোবর্ধন (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ মহাভারতের গদাপর্ব (১৭১০)। রচনায় মৌলিকতার স্বাক্ষর আছে।

দ্বিজ গোবিন্দ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ তুলসী মহিমা।

দ্বিজ গোলোকচন্দ্র (১৯শ শতাব্দী)। রচনা ঃ গিরিসংবাদ।

দ্বিজ গৌরীকান্ত (১৯শ শতাব্দী)। রচনাঃ মহাস্নানের বা পৌষ নারায়ণী স্নানের ছড়া।

দ্বিজ ঘটক চূড়ামণি। রচনাঃ উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জী।

দ্বিজ ঘনরাম (১৮শ শতাব্দী)। রচনাঃ ধর্মমঙ্গল। এই ভণিতায় গোলাহাট পালার পুঁথি পাওয়া গেছে। দ্বিজ ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী থেকে পৃথক ব্যক্তি।

দ্বিজ ঘনশ্যাম (১৮শ শতাব্দী)। রচনাঃ অশ্বমেধপর্ব (জৈমিনী ভারত অবলম্বনে)।

দ্বিজ জগন্নাথ (১৮শ শতাব্দী)। রচনাঃ স-সে-মি-রা (পদ্যে রাজা বিক্রমাদিত্যের কাহিনী)।

দ্বিজ জগন্নাথ (১৯শ শতাব্দী)। উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক ছড়া লেখক।

দ্বিজ জনার্দন (১৭শ/১৮শ শতাব্দী)। একটি পুঁথিতে জনার্দন সেন নাম পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের কবি। রচনাঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (ব্রতকথা জাতীয়)।

দ্বিজ জনার্দন (১১৫০ বঙ্গাব্দ—?)। জন্মঃ আলুগ্রাম, ভরতপুর থানা, মুর্শিদাবাদ। পিতাঃ রাঘবেন্দ্র বিদ্যাভরণ ভট্টাচার্য, পিতামহঃ বাণীকান্ত ভট্টাচার্য। রচনাঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ জয়রাম। পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি।

দ্বিজ তনয়া। কামিনী সুন্দরী দেবী দ্রষ্টব্য।

দ্বিজ তুলসী (১৮শ শতাব্দী)। রচনাঃ অঙ্গদের রায়বার।

দ্বিজ ত্রিলোচন। রচনাঃ মনসামঙ্গল কাব্য।

দ্বিজ দয়ারাম। (১৮শ শতাব্দী)। রচনাঃ তরণীসেনের যুদ্ধপালা, যোগাদ্যা বন্দনা, জগন্নাথের বন্দনা।

দ্বিজ দ্বারকানাথ। জ্যেষ্ঠভ্রাতাঃ কমলা। নিবাসঃ কুকুটা। রচনাঃ হাপুগান।

দ্বিজদাস দত্ত (১৮৪৯—১৯৩৪) এম্. এ. এ. আর সি। জন্মঃ কালীকচ্ছ, ত্রিপুরা। পিতাঃ রামচরণ দত্ত। সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন, প্রত্যাবর্তনের পরে উন্নত মানের কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ। কলিকাতায় বেথুন স্কুলে ও কুমিল্লা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্—রাজস্ব বিভাগের কর্মী—শিবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। স্বদেশপ্রেমিক। সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। প্রকাশিত গ্রন্থঃ পাট বা-নালিতা (পাটচাষ সম্পর্কিত ১৩১৮), শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ও শঙ্কর দর্শন ২ খণ্ড, বৈদিক ধর্ম ও জাতিতত্ত্ব, সর্বধর্ম সমন্বয় (১৯৩৩), ইসলাম (১৯২৭), বৈদিক সরস্বতী ও লক্ষ্মী, বেদমাতার সেবা, সম্প্রদায়নিরপেক্ষ ঈশ্বরোপাসনা (১৩৩৩)।

দ্বিজ দীনরাম (১৮শ শতাব্দী)। রচনাঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ দুলাল (১৮শ শতাব্দী)। আমুদান নিবাসী। রচনাঃ রায়বার পালা।

দ্বিজ ধনঞ্জয় (১৮শ শতাব্দী)। রচনাঃ রামায়ণের অরণ্যকান্ত।

দ্বিজ নফর। নামান্তরঃ নফর দাস (১৯শ শতাব্দী)। রচনাঃ আকাল চরিত্র (দুর্ভিক্ষের ছড়া)।

দ্বিজ নন্দলাল রায় (১৯ শতাব্দী)। নিবাসঃ ভড়া। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটকঃ ধ্রুব চরিত্র (১২৯৩)।

দ্বিজ নরচন্দ্র। নিবাসঃ জামদা। শাক্ত-সঙ্গীত রচয়িতা। শক্তিগীতি রচয়িতা ও শক্তিসাধক নরেশচন্দ্র সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।

দ্বিজ নরোত্তম (১৮শ শতাব্দী)। পুত্র ঃ ত্রিপুরাদাস, পৌত্র ঃ বিদ্যাধর। রচনা ঃ লক্ষ্মীমঙ্গল।

দ্বিজনাথ বসু (?—১০।৩।১৩০৯) ব্যবহার-জীবী ও ক্রীড়ামোদী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী।

দ্বিজ নিত্যানন্দ। রচনা ঃ শীতলামঙ্গল।

দ্বিজ নিত্যানন্দ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ শ্রীচৈতন্য পাঁচালী।

দ্বিজ পঞ্চানন্দ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ রামায়ণের উত্তরকাণ্ড।

দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩২।৩।১২৮২ বঙ্গাব্দ —?)। নিবাস ঃ দক্ষিণখণ্ড,মুর্শিদাবাদ। পিতা ঃ মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বি. এ. পাশ (১৮৯৭)। এন্‌ট্রান্স স্কুলের শিক্ষক। মনোহর শাহী কীর্তন চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। বঙ্গবাসী পত্রিকার সহ-সম্পাদক—গীতিকার। 'বাঙ্গালীর গান'-এ এঁর ২টি গান সংকলিত হয়েছে।

দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—?) এম্. এ (১৯০৩), জন্ম ঃ ব্রহ্মশাসন, শান্তিপুর, নদীয়া। দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক (১৯০৩), পরে অধ্যক্ষ (১৯১৯) ও রেকটর (১৯২৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভূগোল শিক্ষা।

দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ (১৮শ শতাব্দী)। তেলিয়া মুক্‌সুদাবাদ নিবাসী। রচনা ঃ জয়দেব প্রবাদাবলী (গীতগোবিন্দের অনুবাদ)।

দ্বিজ বংশীদাস (১৭শ শতাব্দী)। রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী। জন্ম ঃ মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহ-কুমার পাতোয়ারী গ্রামে। পিতা ঃ যাদবানন্দ, মাতা ঃ অঞ্জনা, পত্নী ঃ সুলোচনা, কন্যা ঃ কবি চন্দ্রাবতী। সংস্কৃত আগম পুরাণ তন্ত্র ইত্যাদিতে সুপণ্ডিত। পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি। তাঁর মনসামঙ্গল গান শুনে দস্যু কেনারামের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। রচনা ভঙ্গী সংযত ও গম্ভীর। রচনা ঃ পদ্মা-পুরাণ।

দ্বিজ বলরাম। রচনা ঃ মনসামঙ্গল।

দ্বিজবর চেল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পঙ্কজ তপস্বিনী নাটক (১২৮৪)।

দ্বিজ বাঞ্ছারাম। রচনা ঃ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা বন্দনা।

দ্বিজ বিশ্বনাথ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ বিশ্বেশ্বর (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (লিপিকাল—১১৫১)।

দ্বিজ বেচারাম (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ বলিবামন চরিত্র।

দ্বিজ ভগীরথ (১৮শ শতাব্দী)। রচিত কাব্য ঃ শিবায়ন, তুলসী মহিমা। কাব্যগুলি কবিত্বগুণবর্জিত হলেও সরল পদ্যে রচিত।

দ্বিজ মণিরাম (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ বৈদ্যনাথ মঙ্গল (দেওঘরের বৈদ্যনাথের মহিমা)।

দ্বিজ মাধব (১৭শ শতাব্দী)। সম্ভবতঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ মাধব থেকে ভিন্ন কবি। রচনা ঃ গঙ্গামঙ্গল। উৎকট সংস্কৃত শব্দের আতিশয্য, দুরূহ আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ, সুরতাল ও রাগরাগিনীর উল্লেখ ও শিথিল বিন্যাস কাব্যটির বৈশিষ্ট্য।

দ্বিজ মাধব (১৬শ শতাব্দী) নামান্তর ঃ মাধবানন্দ। পিতা ঃ পরাশর। জন্ম ঃ ত্রিবেণীর নিকটস্থ সপ্তগ্রাম অথবা নদীয়ার নবদ্বীপে। পরে সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম নিবাসী। চট্টগ্রাম অঞ্চলেই সমস্ত পুঁথি পাওয়া গেছে। চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি। নবদ্বীপ নিবাসী কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচয়িতা মাধবাচার্য ও গঙ্গামঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ মাধব একই ব্যক্তি কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। দ্বিজ মাধবের

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ব্রতকথা ও পাঁচালীর ঢঙে রচিত, বাস্তবতা গুণসম্পন্ন,—ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র সুচিত্রিত। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ও শিল্প-বোধের অভাবে কাব্যটি উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টিতে পরিণত হয়নি। কাব্যে মোঘল সম্রাট আকবরের নাম উল্লিখিত আছে। দেবখণ্ডে হরগৌরীর উপাখ্যানের পরিবর্তে দেবী কর্তৃক মঙ্গল দৈত্যবধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, ধনপতি সওদাগরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। কাব্যের নাম ঃ সারদামঙ্গল বা সারদা চরিত (রচনা-কাল ১৫৭৯ খ্রীঃ)।

দ্বিজ মাধবেন্দ্র (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য 'ভাগবত সার'।

দ্বিজ রঘুনাথ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী,

দ্বিজ রঘুনাথ। প্রকৃত নাম ঃ রঘুনাথ চক্রবর্তী। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পুঁথি (মুদ্রণ—১৮৭০ খ্রীঃ)।

দ্বিজ রঘুরাম (১৯শ শতাব্দী)। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ রতিদেব (১৭শ শতাব্দী)। পিতা ঃ গোপীনাথ, মাতা ঃ মধুমতী। জন্ম ঃ চট্ট-গ্রামের সুচক্রদণ্ডী বা চক্রশালা (আধুনিক পটুয়া বাক্‌লা)। রচনা ঃ শিবচতুর্দশীব্রত কাহিনী অবলম্বনে মৃগলুব্ধ কাব্য (১৬৭৪)।

দ্বিজ রসিক বা রসিক মিশ্র (১৮শ শতাব্দী)। বর্ধমান জেলা নিবাসী। পিতা ঃ প্রসাদ, পিতামহ ঃ মহেশ, প্রপিতামহ ঃ কালিদাস। শ্রীকবিবল্লভ উপাধিতে ভূষিত। মনসামঙ্গল কাব্যের কবি। কাব্যের নাম ঃ জগতীমঙ্গল।

দ্বিজ রাজীব (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ রামায়ণের উত্তরকাণ্ড।

দ্বিজ রাধাকান্ত মিশ্র (১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ)। কলিকাতা নিবাসী। পিতা ঃ রাধানাথ মিশ্র। পিতামহ ঃ বল্লভ মিশ্র। বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গলের কবি। রচনা ঃ শ্যামার সঙ্গীত (রচনাকাল ১৭৬৮—৬৯)।

দ্বিজ রাম। ১৮শ শতাব্দী। জয়রাম-পুর নিবাসী। রচনা ঃ বিভীষণের খাট্টা রায়বার।

দ্বিজ রাম কিশোর। (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ রাম চক্রবর্তী। রচনা ঃ মালতী মাধব।

দ্বিজ রামচন্দ্র (১৮শ শতাব্দী)। নামান্তর ঃ রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে। রচনা ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্য।

দ্বিজ রামচন্দ্র (১৯শ শতাব্দী শেষার্ধ)। নিবাস ঃ বীরভূম। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ রামদেব (১৭শ শতাব্দী)। চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের শক্তিশালী কবি। পিতা ঃ কবিচন্দ্র (গোবিন্দ)। সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী। দ্বিজ মাধবের অনুসরণে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচয়িতা। কাব্যের নাম ঃ সারদাচরিত বা অভয়া মঙ্গল (রচনাকাল ১৬৫৭-৫৮ খ্রীঃ)। বাস্তব জীবনচিত্রণ, লোকাচারে অভিজ্ঞতা, কৌতুক ও করুণরস সৃষ্টিতে দক্ষতা, রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক পদের সন্নিবেশ, পরিমিতি প্রভৃতি গুণে দ্বিজ রামদেবের কাব্য বিশিষ্টতার অধিকারী।

দ্বিজরাম বা রামেশ্বর। জন্ম ঃ বরদা-বাটী, যদুপুর। পিতা ঃ লক্ষ্মণ। মেদিনী-পুর কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাসদ। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ রাম নিধি (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী (দেবী ভাগবত অবলম্বনে রচিত)।

দ্বিজ রামনারায়ণ (১৯শ শতাব্দী)।

রচনা ঃ শক্তি লীলামৃত (১৮০৭)।

দ্বিজ রামভদ্র (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ সত্যদেব সংহিতা(সত্যনারায়ণের পাঁচালী)।

দ্বিজ রাম শঙ্কর (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ তরণী সেনের যুদ্ধ।

দ্বিজ রামানন্দ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ সত্য নারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ রামানন্দ। কুলজী গ্রন্থ রচয়িতা। রচনা ঃ বঙ্গজ ঢাকুরী।

দ্বিজ লক্ষ্মণ (১৬শ শতাব্দী)। রচনা ঃ অদ্ভুত রামায়ণ।

দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ ধ্রুব চরিত্র।

দ্বিজ শিবচরণ (১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ)। রচনা ঃ গৌরীমঙ্গল।

দ্বিজ শ্রীধর (১৫শ শতাব্দী)। বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীনতম বিদ্যাসুন্দরকাব্য রচয়িতা। সংস্কৃত চৌর পঞ্চাশিকার প্রভাব কাব্যে বর্তমান। কাব্যটি লৌকিক প্রেমের আলেখ্য —মুসলমান সুলতানের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত।

দ্বিজ শ্রীনাথ (১৭শ শতাব্দী)। রচনা ঃ চণ্ডিকার ব্রতকথা।

দ্বিজ শ্রীরাম দুলাল। রচনা ঃ আর্যা ছড়া।

দ্বিজ লাল মোহন (১৯শ শতাব্দী)। রচনা ঃ বানের ছড়া।

দ্বিজ সর্বাণী নন্দন (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ মহীরাবণ বধ পালা।

দ্বিজ সাফল্য রাম। নিবাস ঃ মল্লভূমিক কুতুল পুর। রচনা ঃ রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড (দ্বিজ ধনঞ্জয় সহ)।

দ্বিজ সীতাসুত (১৮শ শতাব্দী)। বাঁকুড়া—বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ ও তাঁর পুত্র চৈতন্য সিংহের সমসাময়িক। রচনা ঃ বাল্মীকি পুরাণ।

দ্বিজ হরিদাস (১৬/১৭শ শতাব্দী)। রচনা ঃ অশ্বমেধ পর্ব (জৈমিনী ভারত অবলম্বনে কৃষ্ণ ভক্তিমূলক কাব্য)।

দ্বিজ হরিদাস। রচনা ঃ সত্য নারায়ণের পাঁচালী।

দ্বিজ হরিরাম (১৭শ শতাব্দী)। রচনা ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

দ্বিজেন আচার্য (২২।৯।১৩৫৫ বঙ্গাব্দ —)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস গোপালপুর, নোয়াখালি, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ সুব্রতপল্লী, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ নীলকমল আচার্য, মাতা ঃ অপর্ণা। ইছাপুর আনন্দ মঠ বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৭১), নৈহাটী ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৭৫)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পুস্তক ব্যবসায়ী, কবি। দেশ, যুগান্তর, আজকাল, কালান্তর, উত্তরসূরী, বেতার জগৎ, পক্ষীরাজ, অধুনা সাহিত্য, শিলাদিত্য, গোধূলি মন, তৃণাঙ্কুর, নতুন ভারত, কোপত (বাংলাদেশ), একুশে ফেবরুয়ারী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় ছোটগল্প ও কবিতা প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসবে কবিতায় ১ম স্থান অধিকার করার জন্য পুরস্কৃত (১৯৮০), চিন্ময়ী স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮১)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বেগম মহল (উপন্যাস—১৩৭৯), নিজের মুখোমুখি (কাব্য—১৯৮২)।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিপ্লব বহ্নি ঃ বিপ্লব ঋষি।

দ্বিজেন শর্মা (৩০।৫।১৯২৯—)। এম্. এস্. সি.। জন্ম ঃ সিমলিয়া শ্রীহট্ট, অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্যামলী নিসর্গ (১৯৮০)। অনুবাদ ঃ টাইরস ঃ মহাশূন্যে আবহাওয়ার অতন্দ্র প্রহরী (১৯৬৯)।

দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত (১৯০১—১১।১।১৯৭৭)। জন্ম ঃ ত্রিপুরার বিটঘরে (বর্তমানে বাংলা-দেশের কুমিল্লা জেলায়)। পিতা ঃ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, মাতা ঃ সরলাবালা। ত্রিপুরার খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ও গবেষক। ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের বহু পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের সচিব,—পরে ত্রিপুরা রাজ্যের সহ সচিব। সম্পাদক ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা (আগরতলা —১৯৭৬)।

দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র রক্ষিত। নিবাস ঃ চর ব্রহ্মনগর, মাজদিয়া, নদীয়া। প্রাথমিক শিক্ষক,—কবি। প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ ঃ পুরুষোত্তম নামযজ্ঞ (অনুকূল চন্দ্র ঠাকুরের উদ্দেশ্যে রচিত)।

দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১১।৩।১৮৪০/২৬। ১১।১২৪৬—১৯।১।১৯২৬/৪।১।১৩৩২)। ছদ্ম-নাম ঃ বঙ্গের রঙ্গ দর্শক, দেশের ব্যথার ব্যথী। পিতা ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, অনুজ ঃ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। পত্নী ঃ সর্ব-সুন্দরী। জন্ম ঃ কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে। সেন্ট্ পল্স্ ও হিন্দু স্কুলের ছাত্র। কবি,—গণিতজ্ঞ,—দার্শনিক—বাঙ্গালায় সর্টহ্যান্ড ও স্বরলিপির উদ্ভাবক স্বদেশ প্রেমিক। নব গোপাল মিত্রের হিন্দু মেলার সঙ্গে সংযুক্ত,—হিন্দুমেলার সম্পাদক। স্বদেশী সঙ্গীত রচয়িতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি (১৮৯৭-১৯০০),—সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনের মূল সভাপতি (১৯১৩), ন্যাশন্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিদ্বজ্জন সমাগম নামে সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠাতা। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রসারে উৎসাহী। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত। পিতার মৃত্যুর পর আমৃত্যু শান্তিনিকেতন নিবাসী। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ মাসিক ভারতী (১২৮৪—৮৭), তত্ত্ববোধিনী (১৮৭০, ১৮৮৪, ১৯০১, ১৯০৩—০৫)। জ্ঞানাংকুর ও প্রতিবিম্ব, তত্ত্ববোধিনী, ভারতী, সাধনা, নব পর্যায় বঙ্গদর্শন, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মানসী, শান্তিনিকেতন, বুধবার, শ্রেয়সী, প্রবাসী, সবুজপত্র, সুপ্রভাত প্রভৃতি পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মেঘদূত (পদ্যানুবাদ—১৮৬০), স্বপ্ন প্রয়াণ (রূপক কাব্য—১৮৭৫), সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৮৯২), পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম (১৮৯৮), আচার্যের উপদেশ (১৩০৬, ১৩০৮), (১৯০৮), হীরামণির অন্বেষণ (১৯০৮), শ্রীমন্ মহর্ষি-দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আচার্য শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বক্তৃতা (১৯০১), বিদ্যা এবং জ্ঞান (১৯০৬) ; একটি প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর (১৯০৬), বঙ্গের রঙ্গভূমি (১৯০৭), হারামণির অন্বেষণ (১৯০৮), দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব (১৯০৮), নানা চিন্তা (১৩২৭), শান্তিনিকেতন (১৩২৭), রেখাক্ষর বর্ণমালা (বাঙ্গালা শর্ট হ্যান্ড—১৯১২), কাব্যমালা (১৩২৭), প্রবন্ধ মালা (১৩২৭), গীতাপাঠ (১৩২২), চিন্তামণি (১৩২৯), সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা (১৮৯১), সোনার কাঠি রূপোর কাঠি (১৮৮৫), সোনায় সোহাগা (১৮৮৫), আর্যামি ও সাহেবি আনা (১৮৯০), অদ্বৈত মতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা (১৩০৩—০৪), আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত (১৩০৬), ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন (১৯০০), পুরাতন প্রসঙ্গ (বিপিন বিহারী গুপ্ত অনুলিখিত—১৯২৩), Geometry in which 12th axiom has been replaced by new ones, ontology (১৮৭১), Boxometry (বাক্স রচনা সম্পর্কিত-১৩২০)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভাগবত কথামৃত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (১৮।১২।১৮৬৫—১৯২১)। জন্ম ঃ পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরে। পিতা ঃ ব্রজকিশোর বসু। ভগিনী ঃ প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট্ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য বি এ. পরীক্ষায় অসমর্থ। যশোর সম্মিলনী স্কুলের শিক্ষক—উড়িষ্যার ঢেন্কানলের রাজার গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক।—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহ-কর্মাধ্যক্ষ। জাতীয় মহাসমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ছোটদের উপযোগী প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনায় পথিকৃৎ, কলিকাতায় ভাড়াটিয়া মোটরচালক সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, চিড়িয়াখানা (১৯২১), বাঙ্গালাভাষায় আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী (১৩০২—২৯।৪।১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ শান্তিপুর, নদীয়া, মৃত্যু ঃ কলিকাতার সিঁথিতে। সরকারী কর্মচারী। রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে সরকারী কর্মত্যাগ করার পরে পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ বিশ্ববৈতালিক (১৩৩৪), পান্হপাদপ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিদ্রোহিনী অনবগুণ্ঠিতা, শোনিতাঞ্জলি, অনবগুণ্ঠিতা।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্চী (১৮৭৩—১৯২৭)। নিবাস ঃ ঠন্ঠনিয়া, কলিকাতা। রবীন্দ্র ভক্ত কবি। সাহিত্য ও মানসী পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ একতারা (১৯৯টি কবিতার সংকলন—১৯৬৭)।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল (১৯০২—)। বি. এস্. সি। লক্ষ্ণৌ প্রবাসী। গ্লাস্গোর ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্। ইংলণ্ডে ও জার্মানীতে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতাদান। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সঙ্গীত শাখার সভাপতি (১৯৩৩—৩৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত বিকাশ (১৯৪০)।

দ্বিজেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত (২।১০।১৮৯৩—)। সাহিত্যরত্ন। জন্ম ঃ শ্রীহট্টের মৌলভিবাজার। নিবাস ঃ অশোকনগর, হাবড়া, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চাণক্যনীতি (১৯২৯), সাধারণ জ্ঞান (১৯২৯), শিশু সখা (১৯৩০), স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৩১), ভারতে যুব আন্দোলন (১৩৩১)।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ (৩১।১।১৯১৫—) এম্. এ.। জন্মস্থান ঃ চট্টগ্রাম। বর্তমান নিবাস ঃ কল্যাণী, নদীয়া। পিতা ঃ গগনচন্দ্র নাথ, মাতা ঃ সত্যভামা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯৩৭)। চট্টগ্রাম গভর্নমেণ্ট্ কলেজ (১৯৪২), নোয়াখালি চৌমহনি কলেজ (১৯৪৩—৪৬), রঙ্পুর কারমাইকেল কলেজ (১৯৪৬—৪৯), কণ্টাই বি. কে কলেজ (১৯৪৯—৫০), দার্জিলিং সরকারী কলেজ (১৯৫০—৫৭), প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৯৫৭—৬১) এর অধ্যাপক, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (১৯৬১—৬৫) ও হুগলী মহসীন কলেজের (১৯৬৫—৭৩) বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের লেকচারার (১৯৭৩—৭৪), কলিকাতা ঈশ্বরচন্দ্র পাঠ ভবনের অধ্যক্ষ (১৯৭৪—৮১)। অমৃত, প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, দেশ, শনিবারের চিঠি, বসুধারা, আনন্দবাজার ও যুগান্তরের সাহিত্য সাময়িকী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সাহিত্যতীর্থ, উজ্জ্বল ভারত, চতুষ্কোণ, সম্মিলনী (দিল্লী), উত্তরা

(বারাণসী), নন্দন, দর্শন, প্রগতি, গাঙ্গেয় চেতনিক (বহরমপুর), তরুণের স্বপ্ন, উদ্বোধন, বিশ্ববাণী প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আধুনিক বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৬০), সাহিত্য ও শিল্প লোক (১৯৬১), দ্বারকানাথ ঠাকুর (অনুবাদ —১৯৬২), মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা (১৯৬২)। সমবায় অনুবাদ—১৯৬৩, রবীন্দ্র মন ও রবীন্দ্র সাহিত্য (১৯৬৪), শিল্পের স্বরূপ (টলষ্টয়ের what is Art এর অনুবাদ), সাহিত্যের আকাশ (১৯৮১), বিবেকানন্দের সাধনা। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ বাসন্তিকা (১৯৩৬)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ মোহিতলাল মজুমদার ঃ ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য প্রতিভা (১৯৮২)।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯।৭।১৮৬৩/৪।৪। ১২৭০—১৭।৫।১৯১৩/২।২।১৩২০)। জন্ম ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিতা ঃ সুকণ্ঠ গায়ক কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, মাতা ঃ প্রসন্নময়ী, পত্নী ঃ সুরবালা, অগ্রজ ঃ সাহিত্যিক রাজেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায়। বাল্যকালে ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ হওয়ায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য কৃষ্ণ-নগরে অবস্থানকালে কবিত্ব-শক্তি স্ফুরিত। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৭৮), কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ্. এ, হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ২য় স্থান অধিকার করে ইংরাজীতে এম্ এ. (১৮৮৪)। ছাপরা স্কুলের শিক্ষক। সরকারী ব্যয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করে কৃষিতে এম্. আর্ এস্. এ.ই. ই এবং আর. এ. সি ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। অল্প বয়স থেকে সুকণ্ঠ গায়করূপে পরিচিত। ইংলণ্ডে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তিলাভ ও Lyrics of the Ind নামক ইংরাজী গ্রন্থ রচনা। তিন বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে হিন্দুসমাজ কর্তৃক একঘরে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি-প্রাপ্ত, পরে সেট্‌লমেণ্ট্ অফিসার, আবগারি বিভাগের প্রথম পরিদর্শক, ল্যাণ্ড্ রেকর্ডস্ এণ্ড্ এগ্রিকালচার বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর। স্বাধীন চিন্তা ও তেজস্বিতার জন্য কর্মজীবনে দুঃখভোগী—দেশের নানা-স্থানে বদলী। প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালার সঙ্গে বিবাহিত (১৮৮৭)। পত্নীর মৃত্যুর (২৯।১১।১৯০৩) পর নাট্য রচনায় ব্রতী। অবসর গ্রহণ (১৯১৩)। পূর্ণিমা সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা (১৯০৫)। সন্ন্যাস যোগে মৃত্যু, 'হাসির গানের রাজা' নামে প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। স্বচ্ছ স্পষ্ট ও তির্যক ভঙ্গীর জন্য কবিতাগুলি বিশিষ্ট। স্বদেশ প্রেমের উচ্ছলতা, কবিত্বময় সংলাপ, সেক্স্‌পীরীয় নাট্যরীতির প্রয়োগ, ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে কাল্পনিকতার সংমিশ্রণ নাটকগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ আর্যগাথা ১ম (১৮৮২), ঐ ২য় (১৮৯৩), হাসির গান (১৯০০), মন্দ্র (১৯০২), আলেখ্য (১৯০৭), ত্রিবেণী (১৯১২), গান (২৩০ টি গানের সংকলন—১৯১৫)। পৌরাণিক নাটক ঃ পাষাণী (গীতিনাটিকা—১৯০০), সীতা (১৯০৮), ভীষ্ম (১৯১৪)। ঐতিহাসিক নাটক ঃ তারাবাঈ (১৯০৩), প্রতাপ সিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল বিজয় (১৯১৫), সোরাব রুস্তম (অপেরা নাটক —১৯০৮)। সামাজিক নাটক ঃ পরপারে (১৯১২), বঙ্গনারী (১৯১৬)। প্রহসন ঃ একঘরে (১২৯৪), সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি

অবতার (১৮৯৫), গ্রহস্পর্শ বা দুঃখী পরিবার (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুনর্জন্ম (১৯১২), আনন্দ বিদায় (১৯১২)। সমালোচনা ঃ কালিদাস ও ভবভূতি।

দ্বিজেশচন্দ্র গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা সাহিত্য ও ব্যারিষ্টার।

দ্বিজেশচন্দ্র রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন।

দীন কৃষ্ণদাস (১৬শ শতাব্দী)। জাতিতে ব্রাহ্মণ। শালিগ্রাম নিবাসী কংসারিমিশ্রের ৫ম পুত্র। গৌরীদাস পণ্ডিত ও সূর্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা। গৌরীদাসের মহিমাসূচক বহু পদের রচয়িতা।

দীন গুরুদাস। রচনা ঃ শ্রীগুরু প্রণাম।

দীন ঘোষ। বৈষ্ণব পদকর্তা।

দীন দয়াল গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দুর্গাভক্তি চিন্তামণি (দেবী-ভাগবত অবলম্বনে রচিত, মুদ্রণ—১৮৫৬)।

দীনদয়াল দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চিঠার বচন (পদ্যে দলিল লিখা পদ্ধতি) যুদ্ধকথা।

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় (?—১৯০২)। জন্ম ঃ হালিশহর, ২৪ পরগণা। ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণকারী। অধিকাংশ সময় কাশীতে অতিবাহিত। এলাহাবাদ, এটোয়া, মোগলসরাইএ ডিষ্ট্রিক্ট্ ইন্‌জিনিয়রের অফিসে, গিরিডির কয়লার খনিতে, মহারাষ্ট্রে রেলওয়েতে কর্ম। পার্বতীপুরে নেটিভ্ ইম্‌প্রুভ্‌মেন্ট্ সোসাইটি ও ধারবার রেলওয়ে ইন্‌স্‌টিউট্-এর প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতায় ভারতীয় শিল্প সমিতির সহযোগী সম্পাদক ও কলিকাতা জাতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির কার্যনির্বাহক সভার সম্পাদক। বৌদ্ধ টেক্‌স্‌ট সোসাইটির অধ্যক্ষ। সংবাদ প্রভাকর, অরুণোদয়, প্রয়াগদূত, নব্যভারত, নবজীবন, প্রবাসী, সাহিত্যসেবক, সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, বাণী, সৎসঙ্গ, ধর্মপ্রচারক আর্য-প্রতিভা, দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। সুরাপান নিবারণী সভায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্য সুবর্ণ পদক-প্রাপ্ত। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক Mother Land. প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিবিধ দর্শন (কাব্য), একতাব্রত কাব্য, জ্ঞানপ্রভা (উপন্যাস), হিন্দু ধর্মের আন্দোলন সংস্কার, চৈতন্যচরিত, ভ্রমণ কাহিনী।

দীননাথ ধর (১৮৪০—?)। জন্ম ঃ হুগলী-চুঁচুড়ায় মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ঃ কুমার হট্ট, হালিশহর, ২৪ পরগণা। পরে চুঁচুড়া নিবাসী। চুঁচুড়া ফ্রি চার্চ স্কুল থেকে প্রবেশিকা, হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. বি. এল্ পাশ। হুগলীতে ওকালতির (১৮৮৬—৯১) পর ঢাকায় সরকারী উকিল নিযুক্ত (১৮৯১—৯৬). পুনরায় হুগলীতে আইন ব্যবসায়ী (১৮৯৬)। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুপ্রেরণায় কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ। কৌতুকগীতি ও সাধন সঙ্গীত রচয়িতা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এডুকেশন গেজেটের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মেঘনাদ বধ কাব্যের অনুকরণে রচিত 'কংস বিনাশ কাব্য' (১৮৬১), প্রসূতি বিয়োগে তস্য সুত (মাতৃবিয়োগে শোক কাব্য ১৮৬৫), উষা চরিত (জ্যেষ্ঠপুত্র উষানাথের জীবনী—১৮৮১), ত্রিশূল (১৮৮৬), আনন্দভট্ট কৃত বল্লাল চরিতের পদ্যানুবাদ (১৯০২), সুবর্ণ-বণিককুলোদ্ধারক ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত (১৯০৩)।

দীননাথ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত নাটক ঃ পঞ্চদীপ।

দীননাথ মুখোপাধ্যায় (২০।১২।১৮৭০—)। জন্ম ঃ মুর্শিদাবাদের বালুচরে, মৃত্যু ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। পিতা হীরালাল

মুখোপাধ্যায়। আদি নিবাস ঃ আমলিগোলা, ঢাকা। হুগলী মডেল স্কুল ও হুগলী কলেজের ছাত্র। অর্থাভাববশতঃ হুগলী কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষায় (১৮৮৯) না বসে অর্থোপার্জনে প্রয়াসী। পিতার নামে হীরাযন্ত্র বা ডায়মণ্ড প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। ষ্টেট্স্ম্যান, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক বার্তাবহ (চুঁচুড়া—১৮৯৩)।

দীননাথ সান্যাল, রায় বাহাদুর (১৮৫৭/১২৬৪—১৯৩৫ / ৪।৯।১৩৪২)। জন্ম ঃ হুগলীর শ্রীরামপুরে মাতুলালয়ে, পৈতৃক নিবাস ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীরামপুর থেকে ছাত্রবৃত্তি, কৃষ্ণনগর থেকে রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতা ডাঃ কালীচরণ লাহিড়ীর সহায়তায় প্রবেশিকা ও এফ. এ., কলিকাতা থেকে বি. এ. ও এম. বি. পাশ। সরকারী সিভিল সার্জেন বঙ্গবাসী পত্রিকায় স্বনাম ও বেনামে প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ মেঘনাদবধ কাব্য (ব্যাখ্যা সহ—১৩১৩), সীতা ও সরমা (১৯২৯), ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাল্মীকি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদ, নীলু খুড়ো, কুমার সম্ভব (অনুবাদ), তিলোত্তমা, স্বাস্থ্য বিদ্যা প্রবেশিকা (১৯২০)।

দীননাথ সেন (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ বরিশাল। সম্পাদক ঃ মাসিক হিতৈষিণী (বরিশাল—১২৮২)।

দীননাথ সেন (১৮৩৯—১৮৯৮)। জন্ম ঃ ঢাকা মাণিকগঞ্জের বাসরা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ঃ দাসরা গ্রাম, মাণিকগঞ্জ। পিতা ঃ মুন্সি গোকুলচন্দ্র সেন, মাতা ঃ দয়াময়ী। কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত। ঢাকা কলেজে বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। পূর্ববঙ্গে এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্স্পেক্টর, জয়েণ্ট ইন্স্পেক্টর ও ইন্স্পেক্টর,—অল্পকালের জন্য ত্রিপুরার মহারাজের মন্ত্রী। অভয়কুমার দাসের সহযোগে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা,—কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিক্ষাদান প্রণালী, মানসিক গণনা, ব্রহ্মদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতি।

দীননাথ সেন (১।১।১৯৩৪—)। জন্ম ঃ কায়ে পাড়া, চট্টগ্রাম। পিতা ঃ অশ্বিনী কুমার সেন, মাতা ঃ জ্যোৎস্নাময়ী ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ.। নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। জলার্ক, উদর্ক, পদক্ষেপ, সমাজ শিক্ষা, দেউটি, পিয়াসী, নিসর্গ (বাংলাদেশ), চান্দ্রমাস, অন্বিষ্ট প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছড়ায় ছড়ায় কলকাতা (ছোটদের—১৯৮০), কিশোর নাট্যগ্রন্থ (নাটিকাসংকলন ১৯৮১)।

দীনবন্ধু গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আনন্দ চরিত (১২৬৪)।

দীনবন্ধু ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলার ডাকাত, শরৎচন্দ্রের জীবনে ও সাহিত্যে দেবানন্দ পুর।

দীনবন্ধু দত্ত (?—১৯৩৮)। মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জ নিবাসী। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ৬৬।৬৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিষ চিকিৎসা।

দীনবন্ধু দাস (১৮শ শতাব্দী)। শক্তিমান কবি,—বৈষ্ণব পদকর্তা ও সংকলনকর্তা। পিতা ঃ বল্লবীকান্ত, পিতামহ ঃ নন্দকিশোর। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য বা শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের শিষ্য। সংকলিত গ্রন্থ ঃ সঙ্কীর্তনামৃত (১৭৭১)। এই গ্রন্থে ৪০ জন পদকর্তার

পদাবলী এবং স্বরচিত ২০৭ টি পদ সংকলিত হয়েছে।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম : মেদিনীপুর। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : পদ্যাঙ্কুর (১৮৬৭), পদ্যমঞ্জরী (১৮৬৭), অক্ষরপরিচয়।

দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় (২।১।১৯৪৬—)। জন্ম, পৈত্রিক ও বর্তমান নিবাস : শ্যামপুর, বাঁকুড়া। পিতা : বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : মায়ারাণী। স্কুল ফাইন্যাল (১৯৬১), বি. এস্. সি (১৯৬৫), বিশ্বভারতী থেকে এম্. এস্. সি (১৯৬৮), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. টি (১৯৭০)। হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৯৭১—)। শতাধিক লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে কবিতা প্রকাশিত। বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি পরিষদের সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদিত পত্রিকা : অন্বেষা (১৯৭২), পল্লীমুখ (১৯৮১—৮২)। প্রকাশিত কাব্য : জন্মান্তরে নীল ভালবাসা (১৯৭৯)।

দীনবন্ধু মিত্র (×/১২ ১২৩৬/৩৮—১৭।৭।১২৮০ বঙ্গাব্দ/১।১১।১৮৭৩ খ্রীঃ)। ছদ্মনাম : কেনচিৎ পথিকেন। জন্ম : নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী চৌবেড়িয়া গ্রামে। পিতৃদত্ত নাম : গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র। পিতা : কালাচাঁদ মিত্র, পত্নী : অন্নদাসুন্দরী। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা শেষ করার পর জমিদারী সেরেস্তায় মাসিক ৮্ বেতনে কর্ম – ১৫/১৬ বৎসর বয়সে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন,—পাদ্রী লঙ্ সাহেবের স্কুল ও পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (পরবর্তীকালের হেয়ার স্কুল) অধ্যয়ন, জুনিয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় (১৮৫০) বৃত্তিলাভ,—হিন্দু কলেজে ৪র্থ শ্রেণীতে প্রবেশ (১৮৫০),—পুনরায় জুনিয়ার বৃত্তি লাভ, (১৮৫১)—সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় সিনিয়র বৃত্তিলাভ (১৮৫২), ২য় শ্রেণীতে সিনিয়র বৃত্তিলাভ (১৮৫৪),—পাটনায় ১৫০্ বেতনে পোষ্টমাস্টারের কর্মগ্রহণ,—দেড় বৎসর পরে উড়িষ্যা বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্‌টিং পোষ্টমাস্টার,—উড়িষ্যা ও ঢাকায় বারংবার বদলি, —কৃষ্ণনগরে দীর্ঘদিন বাস,—সুপার নিউমররি ইন্‌স্‌পেক্‌টিং পোষ্টমাস্টার,—কলিকাতায় বাস (১৮৬৯।৭০),—লুসাইযুদ্ধে ডাকের ব্যবস্থার জন্য কাছাড় গমন (১৮৭১), —রায় বাহাদুর উপাধিলাভ (১৮৭১)—, ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইন্‌স্‌পেক্টর ও শেষে হাওড়া বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টিং পোষ্টমাস্টার —অত্যধিক পরিশ্রম ও ঘোরাঘুরির ফলে বহুমূত্র রোগে মৃত্যু,—দীনবন্ধুর জীবনপঞ্জী। সুরসিক—ছাত্রাবস্থায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য স্থানীয়,—ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত সাধুরঞ্জন ও সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় কবিতা লেখক। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার। অনাবিল হাস্যরস, সর্বব্যাপী সহানুভূতি, নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি আন্তরিক দরদ,—নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র রচনায় দক্ষতা,—ব্যাপক অভিজ্ঞতার রূপায়ণ,—নিম্ন শ্রেণীর মুখে চরিত্রানুগ গ্রাম্য ভাষার প্রয়োগ,—ভদ্র চরিত্রের মুখে সংস্কৃত বহুল আড়ষ্ট সাধুভাষার ব্যবহার—দীনবন্ধুর নাটকের বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : বিজয় কামিনী (উপাখ্যান কাব্য, সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত—১৮৫৩), দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২), সুরধুনী কাব্য ১ম (১৮৭১), ঐ ২য় (১৮৭৬), নানা কবিতা (লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত)। সামাজিক নাটক : নীলদর্পণ (১৮৬০)। রোমাণ্টিক নাটক : নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), লীলাবতী (১৮৬৭), কমলে কামিনী (১৮৭৩)। প্রহসন : বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার

একাদশী (১৮৬৬), জামাই বারিক (১৮৭২)। হাস্যরসাত্মক গল্প ঃ যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর।

দীনবন্ধু মিত্র। গ্রন্থ ঃ প্ল্যাণ্টেট তত্ত্ব।

দীন বাউল। প্রকৃত নাম ঃ গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পাবনা জেলা নিবাসী। বাউলগান রচয়িতা। গানগুলি পূর্ববঙ্গে জনপ্রিয়। 'বাঙ্গালীর গান' এ এঁর অনেকগুলি গান সংকলিত হয়েছে।

দীনহীন দাস (১৮ শ শতাব্দী)। রচনা ঃ কিরণ দীপিকা (গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অনুবাদ)।

দীনেন্দ্রকুমার রায় (২৬/৮/১৮৬৯/১১।৫। ১২৭৭—২৭।৬।১৯৪৩/১২।৩।১৩৫০)। জন্ম ঃ নদীয়ার মেহেরপুরে সম্ভ্রান্ত তিলি পরিবারে। পিতা ঃ ব্রজনাথ রায়। মহিষাদল রাজস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ। কৃষ্ণনগর ও জেনারেল এসেম্‌ব্লিজের ছাত্র। সাহিত্যের নেশায় বিভোর থাকায় এল্. এ. অনুত্তীর্ণ। মহিষাদলে শিক্ষক,—রাজশাহী জেলা জজের দপ্তরে কর্মচারী, বরোদায় শ্রী অরবিন্দের বাঙ্গালা শিক্ষক (১৮৯৮—১৯০০)। সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী,—ও পরে সম্পাদক,—সাপ্তাহিক হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকার পরিচালক,—মাসিক নন্দন কানন পত্রিকার ও মাসিক তিলি পত্রিকার সম্পাদক। কবি,—রজনীকান্তের উৎসাহে ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদক,—নন্দন কানন সিরিজ বা রহস্যলহরী সিরিজে প্রকাশিত ২১৭টি গ্রন্থের লেখক। ভারতী, দাসী, সাহিত্য, সাধনা, প্রদীপ, মালঞ্চ, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাসন্তী (গল্প, বোয়ালিয়া ১৩০৫), হাসিদা (উপন্যাস, বরোদা—১৮৯৯), পট (ডিটেক্‌টিভ গল্প ১৩০৮), নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৯০৩), মজার কথা (১৯০৩), সচিত্র আরব্য উপন্যাস (১৯০২), পল্লীবৈচিত্র্য (১৩১২). পল্লীকথা (১৩২৪), পল্লীবধূ (উপন্যাস—১৯২৩), পল্লীচিত্র (১৯২৩), তালপাতার সেপাই (উপকথা—১৯২৩), নায়েব মশাই (উপন্যাস —১৩৩১), ঢেঁকির কীর্তি (গল্প—১৩৩১), অরবিন্দ প্রসঙ্গ (চন্দননগর—১৩৩০), সোনার পাহাড়, নানা সাহেব (ঐতিহাসিক উপন্যাস—১৯২৯), নারীর প্রেম। কলির কালনেমি, আরব্য রজনী (১৩৪২), মহিমময়ী, অজয় সিংহের কুঠি, পলীচরিত্র, অরবিন্দ প্রসঙ্গ, দুরন্ত দস্যু।

দীনেন্দ্রকুমার সরকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা শেখার রূপরেখা। সম্পাদক ঃ বাঙ্‌লার আঞ্চলিক শব্দ (দুলাল চৌধুরী সহ)।

দীনেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রাণী ভবশঙ্করী।

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৭—১৩।৭। ১৯৮৪)। জন্ম ঃ ঢাকা, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ ৫০/এ, কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬। কল্লোলযুগের অন্তিম পর্বের লেখক কবি ও কবিতা পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বঙ্গশ্রী পত্রিকায় কবিতাবলী প্রকাশিত। প্রকৃতি প্রেমিক ও মানব প্রেমিক কবি। শৈলীতে প্রাচীনপন্হী হলেও মননে আধুনিক। কবিতায় পরাধীনতার জ্বালা ও বিদ্রোহ পরিস্ফুট। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ কাব্য ঃ ২৩শে জানুয়ারী (১৯৪৮)। উপন্যাস ঃ জয় (১৯৪৮), রাজশেখরের স্বপ্ন (১৯৪৯), ছুটি (১৯৫০), গলি (১৯৫২),। দীর্ঘ কবিতা, ঃ ফুলমালার মৃত্যু। অন্যান্য ঃ পাকিস্তানের পাঁচালী, রামরাজ্য, The trial of Tojo (১৯৫০)।

দীনেশ চন্দ্র গড়াই। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ

সমাজ কোন্ পথে? বিনয় কুমারী।

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ছদ্মনাম: দীননাথ, কশ্যপ, কথক ঠাকুর। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কালের জয়ডঙ্কা বাজে, ভারতের কথা ও কাহিনী, বিধাতার বিধিলিপি। সম্পাদিত গ্রন্থ: বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯০—১৯৫৭/ ২৩।১২।১৩৬৩) এম্. এ.। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, হুগলী প্রভৃতি কলেজের অধ্যাপক। হুগলী চুঁচুড়া নিবাসী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ (১৩৫০—৫৫), পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩৫৬) এবং সহসভাপতি। পুরাতন পুঁথি, কুলজীগ্রন্থ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষক। রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। **Indian Historical Quarterly**, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রবাসী, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় প্রায় ৩০০ প্রবন্ধের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙালীর সারস্বত অবদান: বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা (১৩৫৮)।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। নিবাস: আন্দুল মৌরী গ্রাম। সুকণ্ঠ কীর্তন গায়ক ও পরম বৈষ্ণব। গীতরত্ন উপাধিতে ভূষিত। সম্পাদক: মাসিক ভক্তি (১৩৩৫—৩৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কীর্তন গীতি সংগ্রহ, পঞ্চগীতা, প্রাণের কথা, প্রেমানন্দ সংবাদ।

দীনেশচন্দ্র রায়। পুলিশ বিভাগের কর্মী। দীর্ঘকাল নবদ্বীপে কর্মরত। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ: দাড়ির মাহাত্ম্য (গদ্যে ও পদ্যে), হীরাঝিল কাব্য সোনা পদ্মা (উপন্যাস—১৯৭৮)।

(ডঃ) দীনেশচন্দ্র সরকার (২৫।২।১৩১৪/ ৮।৬।১৯০৭—২৫।৯।১৩৯১/৯।১।১৯৮৫)। জন্মস্থান: শালিকাঠি কৃষ্ণনগর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। পিতা: যজ্ঞেশ্বর সরকার, মাতা: কুসুম কুমারী। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯২৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে (লেখবিদ্যা ও মুদ্রাতত্ত্ব শাখা) ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক সহ এম্. এ. (১৯৩১), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত (১৯৩৪), পি এইচ্ ডি (১৯৩৬) ও মোয়াট (Muat) স্বর্ণপদক (১৯৩৭) প্রাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের লেকচারার (১৯৩৭—৪৯). ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগের লেখবিদ্যা শাখার প্রথমে সহ সুপারিন্টেণ্ডেন্টে ও পরে সুপারিন্টেনডেন্ট্ (১৯৪৯—৫৫)। গভর্নমেন্ট এপিগ্রাফিষ্ট্ ফর ইণ্ডিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ (১৯৫৫—৬১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কারমাইকেল অধ্যাপক (১৯৬১—৭২), উক্ত বিভাগের প্রধান (১৯৬৫—৭২), বিভাগীয় উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ (১৯৬৫-৭৪), আমেরিকার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪), ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৭—৭৮), এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৮) ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৭৮—৭৯) ভিজিটিং প্রফেসর। তাসকেন্দ, লেলিনগ্রাদ এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং লেকচারার (১৯৬১), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ন্যাশন্যাল লেক্চারার ইন্ হিষ্ট্রি (১৯৭১—৭২)। সভাপতি: ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আদি ও মধ্যযুগ শাখা (১৯৪৮), ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব পরিষদ (১৯৫৫, ৫৬), অখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের ইতিহাস শাখা (১৯৫৭), ভারতীয় পুরালেখ পরিষদ প্রভৃতি। অখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন (১৯৭২), ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস

(১৯৮০) ও অন্ধ্রদেশ ইতিহাস কংগ্রেসের মূল সভাপতি (১৯৮০)। মুদ্রাতত্ত্ব পরিষদ (১৯৭১), পুরাভি লেখ পরিষদ (১৯৭৪)। বিহার গবেষণা সমিতি (পাটনা—১৯৭৪)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (১৯৭৭) প্রভৃতির সাম্মানিক সদস্য। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত Sir William James স্মৃতি ফলক (১৯৭২), বারাণসী ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব পরিষদ প্রদত্ত আকবর পদক (১৯৭৩), নালন্দা মহাবিহার প্রদত্ত বিদ্যাবারিধি উপাধি (১৯৭৫), ভারতীয় পুরাভিলেখ পরিষদ প্রদত্ত তাম্রপত্র (১৯৭৮) প্রভৃতি দ্বারা সম্মানিত। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একনিষ্ঠ গবেষক। ইংরাজী ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ৩৩টি গ্রন্থের লেখক ও ২২টি গ্রন্থের সম্পাদক, প্রায় ১২০০ প্রবন্ধের লেখক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ : মালঞ্চ (১৩৫৫), অতীতের ছায়া (১৩৭৮), অশোকের বাণী (১৩৮১), শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ (১৩৮৭)। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ (১৩৯০)।

দীনেশচন্দ্র সিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিয়াল কবিগান।

দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর (৩।১১-১৮৬৬—২০।১১।১৯৩৯)। জন্ম : ঢাকা জেলার বক্‌জুড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে। মৃত্যু : বেহালা, কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস : সুয়াপুর, ঢাকা। পিতা : ঈশ্বরচন্দ্র সেন। ঢাকা জগন্নাথ স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৮৮২), ঢাকা কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৮৮৫), হবিগঞ্জে শিক্ষকতা করার সময় ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৮৮৯)। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৮৯)। এই সময়ে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও গবেষণায় রত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার (১৯০৯—১৩)। সিনেটের সভ্য (১৯১০), রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক (১৯২০—৩২)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট উপাধি (১৯২১) ও জগত্তারিণী স্বর্ণপদকের দ্বারা (১৯৩১) সম্মানিত। হাওড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি (১৯২৯), রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে মূল ও সাহিত্য শাখার সভাপতি (১৯৩৬)। ভারতী পত্রিকার লেখক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষায় ও বাঙ্গালায় এম্.এ পাঠ্যক্রম প্রচলনে স্যর্ আশুতোষের সহায়ক। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : লতিকা (১৯২২), ভয়ভাঙ্গা (১৯২৩), দেশমঙ্গল (১৯২৪), গৃহশ্রী (১৩২২), রেখা, কুমার ভূপেন্দ্র সিং (কাব্য) নীলমনি বসাক, ওপারের আলো, বেহুলা (১৯০৭), ফুল্লরা (১৯০৭), সতী (১৯০৭), গায়ে হলুদ (১৯২০), সাঁঝের ভোগ আলোক আঁধারে (উপন্যাস—১৯২০), মলুয়া, চাকুরির বিড়ম্বনা (উপন্যাস—১৯২৬), শ্রীগৌরাঙ্গ, রামায়ণী কথা (১৩৭৪), ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ (১৩৩০), শ্যামল ও কজ্জল (উপন্যাস ১৯৩৮), রামায়ণ, মহাভারত, মুক্তাচুরি, বাঙ্গালার পুরনারী, তিনবন্ধু (উপন্যাস—১৯১১), পতিমন্দির, জড়ভরত, সুকথা, কানুপরিবাদ, সরল বাঙ্গালা সাহিত্য, বৈদিক ভারত, বৈশাখী, ঘরের কথা ও যুগ, সাহিত্য (আত্মজীবনী ১৯২২), বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ২ খণ্ড, বৃহদ্বঙ্গ ২ খণ্ড (১৯৩৫), রাগ বঙ্গ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬), History of Bengali Language and Literature (১৯১২)। Typical selections from Bengali Literature ২ খণ্ড (১৯১৪)। Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal (১৯১৭), Eastern Bengal Ballads ৩ খণ্ড (১৯২২—২৪), Glimpses

of Bengali life (১৯২৬), Folk Literature of Bengal (১৯২০), Bengali Ramayanas (১৯২০), Bengali prose style, Chaitanya and his companions (১৯২৭), chaitanya and his age সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ শ্রীকর নন্দী রচিত ছুটি খানেরমহাভারত (বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ সহ—১৯০৫), মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সহ)। মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা—৮ খণ্ড)।

দীনেশ চরণ (শরণ) বসু (২১।২।১৮৫১/১২।১১।১২৫৭—১২।১০।১৮৯৮/২৭।৬।১৩০৫)। ছদ্মনাম ঃ শ্রী দীঃ। জন্ম ঃ পূর্ণিয়া। মৃত্যু ঃ ঢাকায়। পৈত্রিক নিবাস ঃ শ্রীবেড়িয়া, শ্রীবাড়ী, মানিকগঞ্জ, ঢাকা। পিতা ঃ অভয়-চরণ বসু। বঙ্গজ কায়স্থ। পিতার কর্মস্থল ভাগলপুর থেকে প্রবেশিকা পাশ। তিন বৎসর কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ার পর অসুস্থতার জন্য লেখাপড়া ত্যাগ করে সাহিত্য সঙ্গীত ও অঙ্কনচর্চায় ব্রতী। নাসি-রাবাদ মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ভারত সভার অনুকরণে ময়মনসিংহ সভা স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা (১৮৭৭)। সুকবি। মাসিক বান্ধব ও আলোচনা পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ কবি কাহিনী (১৮৭৬), মানস বিকাশ (১৮৭৩), মহাপ্রস্থান (১৮৮৭), জাগ মা আমার (১৮৭৫)। উপন্যাস ঃ মোহিনী প্রতিমা বা সরলা (১৮৮৮), নিরাশ প্রণয় (১৮৮৮), বিমাতা না রাক্ষসী (১৮৮৮), পদ্মিনী (১৮৯৪)। সংকলন ঃ দীনেশ গ্রন্থাবলী (বসুমতী—১৯০৩)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ সাপ্তাহিক চারুবার্তা (মৈমনসিংহ ১২৮৮)। ঢাকা প্রকাশ, চারু মিহির।

দীনেশ রঞ্জন দাশ (২৯।৭।১৮৮৮—১২।৫।১৯৪১)। জন্ম ঃ চট্টগ্রাম, অধুনা বাংলাদেশ। পৈত্রিক নিবাস ঃ ঢাকা বিক্রমপুর। পিতা ঃ কৈলাশচন্দ্র দাস। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ। ঢাকা কলেজে ও আর্ট স্কুলে অধ্যয়নকালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে কলেজ বর্জনকারী। বিভিন্ন দোকানে চাকুরী গ্রহণ। প্রচ্ছদ ছবি কার্টুন প্রভৃতি অংকনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ। গোকুলচন্দ্র নাগের সহযোগিতায় কল্লোল মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক (১৩৩০)। নিউ থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টর। কল্লোল উঠে গেলে (১৯৩০) সিনেমায় আত্মনিয়োগ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মাটির নেশা (৫টি গল্প—১৯১৮), ভুঁই চাঁপা (৭টি গল্প—১৯২৫), উতঙ্ক (পৌরাণিক রূপক নাট্য—১৯২১), দীপক (উপন্যাস কল্লোলে প্রকাশিত—১৩৩৪), রাতের নেশা (অসমাপ্ত উপন্যাস কল্লোলে প্রকাশিত ১৩৩৬)।

দীপক কর। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ লাঞ্ছিত কাব্য (১৩৭৯)।

(ডঃ) দীপক কান্তি দে (৪।২।১৯৪১—)। এম্. এ. (ইংরাজী), বি. এড্., পি. এইচ. ডি (যাদবপুর)। জন্ম ঃ সালধ, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ কলিকাতা। পিতা ঃ প্রভাত চন্দ্র দে, মাতা ঃ প্রভাবতী। শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ গাঁয়ের নাম কেয়াপুর (১৯২১), প্রেমিকাদের বৈঠকে (১৯৭৩), সাম্যবাদ (১৯৭৮), দিনটাই জীবন (১৯৭৯), মাষ্টার মশাই উদারপন্থী (১৯৭৫), অবাঞ্ছিত। রম্য রচনা ঃ কলকাতা দেখেছি (১৯৬৭)। সম্পাদক ঃ শিল্প-কলা (১৯৬৬—৬৭)। লিট্ল্ ম্যাগাজিন।

দীপক কুমার দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নরক পেরিয়ে।

দীপক কুমার দে (১৮।১০।১৯৫২—)।

জন্ম ও নিবাস ঃ কলিকাতা। পিতা ঃ নিরুপম দে, মাতা ঃ বুলারাণী। স্কুল ফাইন্যাল পাশ। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ঃ সখি ভালবাসা কারে কয় (১৩৮০)।

দীপককুমার সরকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নন্দন কাননে।

দীপককুমার সেন (১৯৩৮—)। ছদ্মনাম ঃ শ্রীদীপক, মহম্মদ, সুদী, শ্রীপুরবী বালা সেন। শ্রীদীন শর্মা, শ্রীদীপক। জন্ম ঃ চট্টগ্রাম। কল্পতরু, মহাকবি নবীনচন্দ্র বিশ্ব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৫৭) ও পরিচালক। সম্পাদক ঃ বাণীতীর্থ. দৈনিক সাহিত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রভাত, জননী চটলা, ইঙ্কিত প্রভৃতি। আনন্দবাজার পত্রিকায় কাল ও এসকাল, ফিচারের সংকলক।

দীপক গোস্বামী (৯।১১।১৯৪৩—)। এম্. এ (বাঙগালা), ডিপ. ইন. লিব। জন্ম ঃ জম্মু তাওয়াই, কাশ্মীর। নিবাস ঃ নন্দীপুকুর, নৈহাটী। পিতা ঃ ডাঃ গোবিন্দ কুমার গোস্বামী, মাতা ঃ বিভাবতী। গ্রন্থাগারিক। সম্পাদক ঃ প্রাতিস্বিক পত্রিকা ৩ সংখ্যা (১৯৬৫—৬৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বেতসী বৈভব (কাব্য—১৯৭২), শরৎ রচনা-পঞ্জী (১৯৭৫)।

দীপক চক্রবর্তী (২।১০।১৩৫৯ বঙগাব্দ—) বি. এস. সি। জন্ম ঃ ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমায়। পিতা ঃ দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা ঃ অনিমা। বর্তমান নিবাস ঃ কাছাড়, আসাম। কবি। কাছাড় সাহিত্য পরিষদের সঙেগ সংশ্লিষ্ট। ত্রিপুরা ও বহিঃত্রিপুরায় বহু পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা ঃ এখন বাল্মীকি (১৯৭৬)। যুগ্ম সম্পাদক ঃ জোনাকি।

(ডঃ) দীপক চন্দ্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম ৪খণ্ড, হরিবংশ, মহাবিশ্বে মধুকৈটভ, দ্রৌপদী চিরন্তনী, রাবণ বহে নিজ নাম, কাশ্যপেয়, ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ (১৯৭৭) প্রভৃতি।

দীপক চৌধুরী (ছদ্মনাম) (১৯১৫—২৩।৬।১৯৭৩)। প্রকৃতনাম ঃ নীহার রঞ্জন ঘোষাল। জন্ম ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মৃত্যু ঃ দার্জিলিং-এর বাসভবনে। পিতা ঃ উমেশচন্দ্র ঘোষাল, মাতা ঃ শতদলবাসিনী। ঢাকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। ঢাকায় সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত। দেশবিভাগের পরে কলিকাতা-বাসী,—১৯৫৬ খ্রীঃ থেকে দার্জিলিংবাসী। ছোটগল্প, উপন্যাস, অনুবাদগ্রন্থ ও নাটক-সহ প্রায় ৪০টি গ্রন্থের লেখক। বাস্তব-জীবনের সংঘাত, মানুষের হীনতা দীনতা প্রভৃতির রূপকার, প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতা ঃ লাইট্ পোষ্ট। উপন্যাস ঃ বোরখা, পাতালে এক ঋতু ২ খণ্ড (১৯৫৩), কুমারী কন্যা (১৩৬৩), শঙ্খবিষ (১৩৬৩), শঙ্খবিষ (১৯৫৬)। এই গ্রহের ক্রন্দন (১৯৫৭), রোটে পিঙ্ (১৯৬৪), আবৃত আকাশ (১৯৬৪), ফরিয়াদ (১৯৫৯), রাতের বাসা, ললিতা প্রসঙ্গ (১৯৬০), দাগ (১৯৫৮), নেশা (১৯৬০), কেষ্টনগরের পুতুল (১৯৫৭), খড়ি মাটির স্বর্গ, ঘেরাও (১৯৬৭), রোয়াক (১৯৫৮), ঝড় এলো (১৯৫৬), মনের মধ্যে মন (১৯৬০), এক যে ছিল রাজা (১৯৬১), কীর্তিনাশা (১৯৬১), ক্রোশে ক্রোশে সূর্য (১৯৫৯), নীলে সোনায় বসতি (১৯৫৯), পতঙ্গ মন (১৯৬২), মালদা থেকে মালাবার (ভ্রমণ উপন্যাস—১৯৬২)। তিন পাহাড় (ঐ ১৯৬৫), মধুঋতু (১৯৬৭), পশু ও প্রেমিক (১৯৬৮), বোরখা, ঘেরাও (১৯৬৯), যেখানে মাটি সেখানে মানুষ (শেষ রচনা—১৯৭১)। অনুবাদ ঃ মোহক ভ্যালীতে রণবাদ্য (১৯৬৬), উন্মত্ত (১৯৬৪) প্রভৃতি।

দীপক দে (১৯৩৮—)। জন্মস্থান ঃ

চট্টগ্রাম। স্থায়ী নিবাস ঃ বিলনীয়া, ত্রিপুরা। বর্তমান নিবাস ঃ রামমোহন সরণি, কলিকাতা। পিতা ঃ নলিনীরঞ্জন দে, মাতা ঃ প্রিয়বালা। শিল্পী, ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ এণ্ড্ ড্রাফ্ট্স-ম্যানশিপের ছাত্র। বিজ্ঞাপন সংস্থার পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী। সম্পাদক ঃ শ্বেতপত্র (বিলনিয়া, ত্রিপুরা—১৯৫৯)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ লিট্ল্ ম্যাগাজিন (১৩৮১)।

দীপক বড়ুয়া। চট্টগ্রাম নিবাসী। সম্পাদিত গল্প সংকলন ঃ গোপন গোলাপ (১৯৭৭)।

দীপক বসু চৌধুরী (৩।১০।১৯৩৫—)। জন্ম ঃ বাড়ীখালি, বিক্রমপুর, ঢাকা। বর্তমান নিবাস ঃ ২৫, শাঁখারীপাড়া রোড, কলিকাতা। পিতা ঃ জিতেন্দ্র চন্দ্র বসু চৌধুরী, মাতা ঃ ইন্দুপ্রভা। বি. এ. পর্যন্ত শিক্ষা। ব্যবসায়ী কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ নিরালা এবং কল্লোল, গোলাপ যদি ফোটে।

দীপক মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বানর (বিজ্ঞান—১৯৮২)।

দীপক সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নো এন্ট্রি।

দীপঙ্কর ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাহানা।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী (৫।৯।১৯৬১—)। ছদ্মনাম ঃ ভাই। জন্ম ঃ রিষড়া, হুগলী। বর্তমান নিবাস ঃ ২।১৪২, মহেশ কলোনী, শ্রীরামপুর, হুগলী। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ। পিতা ঃ হৃষীকেশ চক্রবর্তী, মাতা ঃ অমিয়বালা। হুগলী জেলা সাহিত্য পরিষদের ও 'কিউ অফ্ আস' জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠাতা। গুঞ্জন, মোহেন্-জো-দড়ো ঋতুপর্ণ, তেপান্তর, বন্দনা, মুকুল প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প উপন্যাস ও কবিতা লেখক। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ঃ ত্রৈমাসিকমনে (মোহেন্-জো-দরো—১৯৮২)।

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মৌলকণা।

দীপঙ্কর নাথ (৪।৪।১৩৫৯—)। জন্ম ঃ রাজ্যেশ্বরপুর, কাছাড়, আসাম। বর্তমান নিবাস ঃ দুল্লভ ছড়া। করিমগঞ্জ, আসাম। পিতা ঃ দ্বিজেশ রঞ্জন নাথ, মাতা ঃ উমা। আসামে যোরহাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক। যোরহাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক (১৯৭৬—৭৭)। আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের এসিষ্ট্যান্ট্ এক্জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার (১৯৭৮—)। শতক্রতু, অহংকার, বৈদব্যাস, নগ্ননির্জন, অমৃত প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ তোমাকে সুন্দর হতে হবে (১৯৮২)।

(ডঃ) দীপঙ্কর রায়। নিবাস ঃ কলিকাতা। পিতা ঃ শরৎচন্দ্র গবেষক গোপালচন্দ্র রায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর এম্. এস্.সি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত। আমেরিকা থেকে পি এইচ. ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত। বিদেশের বিজ্ঞান পত্রিকার বিজ্ঞান বিষয়কপ্রবন্ধ প্রকাশিত। চিত্রশিল্পী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সপ্তহীরা (রহস্য উপন্যাস), সেই অস্তিত্ব এই অনুভব (গল্প), সময় প্রভৃতি বাস্তব (কাব্য)।

দীপঙ্কর লাহিড়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অ্যান্টি কসমসের সংকেত, বিপ্রতীপ বিশ্ব (উপন্যাস—১৯৭৫)।

দীপঙ্কর সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কাহিনী।

দীপঙ্কর স্থানপতি। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ ঃ শৈবাল মহাপাত্র (১৯৭৫)।

দীপ্তনা ভট্টাচার্য (১০।১।১৯৪৬—)। জন্মস্থান ঃ গেঁওখালি, মেদিনীপুর, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস ঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর সাঁওতাল পরগণা। পিতা ঃ গৌরীশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়, স্বামী ঃ কুমার কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। শিক্ষা ঃ দশম শ্রেণী। সৎসঙ্গ প্রকাশিত

আলোচনা পত্রিকার লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিশ্বনারীবর্ষের চিন্তা (১৯৭৫)।

দীপাংশু দেব। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মরা স্রোত।

দীপালি দত্ত (১৯৪৫—)। নিবাস ঃ বদরপুর, করিমগঞ্জ, আসাম। স্নাতক। চিত্র-শিল্পী,—শিক্ষিকা। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ অঙ্গীকার। প্রকাশিত কাব্য ঃ স্বরলিপি মেঘ।

দীপালি দে সরকার (২৫।৮।১৩৫২ বঙ্গাব্দ—)। ছদ্মনাম ঃ উল্কা, দীপেন, শ্রীগজানন। জন্ম ঃ কোন্নগর, হুগলী। পৈত্রিক নিবাস ঃ মাদারিপুর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ কামারকুণ্ডু, হুগলী। শ্বশুরালয় ঃ হরিপাল, হুগলী। পিতা ঃ সতীশচন্দ্র দাস, মাতা ঃ সুবর্ণপ্রভা, স্বামী ঃ পল্লব দে সরকার। হুগলী জেলার দৌলতপুর জোলুইগাছা ভারতী বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৮), শ্রীরামপুর কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৬০), বি. এ (১৯৬২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯৬৫), চন্দননগর উইমেন্স্ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি. (১৯৬৯)। সিঙ্গুর গোলাপমোহিনী মল্লিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা (১৯৬৫ –)। স্কুল পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'কে তুমি' প্রকাশিত। সাহিত্য সেতু, প্রত্যয়, প্রজন্ম, স্ফুলিঙ্গ, জামুড়িয়া দর্পণ, খেলাঘর ক্লাব, গোধূলি মন, হঠাৎ, পাঞ্চজন্য, হাসিখুশি (সিঙ্গুর), রূপসী (কৃষ্ণনগর), সূর্যসারথি (বাংলাদেশ), দীপ্তি (সিঙ্গুর), শুভলিপিকা, সংস্কৃতি (মধ্যপ্রদেশ), নবরাত্র, বারাসত বার্তা, অভিজ্ঞান, সবুজ সংকেত, ঈগল, সন্দীপন, অভিনব অগ্রণী, নতুন প্রভাত, শঙ্খধ্বনি (আসাম), ঊর্মি প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। নদীয়ার নাজির পুরে রেডিয়াম সাহিত্যগোষ্ঠী আয়োজিত সারা বাঙ্গালা কবিতা প্রতিযোগিতায় ৩য় পুরস্কার (১৯৭৮), বাংলাদেশ ঢাকা রজনীগন্ধা সাহিত্যচক্র আয়োজিত আন্তর্জাতিক কবিতা ও গল্প প্রতিযোগিতায় 'শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' কবিতা ও 'মগ্নমন' গল্পের জন্য ১ম পুরস্কার (১৯৮০), কলিকাতায় প্রতিভা পত্রিকা আয়োজিত নিখিলবঙ্গ সাহিত্য প্রতিযোগিতায় 'চলো যাই নচিকেতার সন্ধানে' কবিতার জন্য ১ম পুরস্কার (১৯৮১—৮২), হুগলী নুলিকুল শ্রোতাসঙ্ঘ আয়োজিত পোষ্টকার্ডে প্রেমের কবিতা প্রতিযোগিতায় 'আসবে কখন বাড়ীওয়ালা' কবিতার জন্য ২য় পুরস্কার (১৯৮৩) প্রাপ্ত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ বার্ষিক ঊর্মি (১৯৭২—)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ শকুনের প্রতীক্ষা (১৩৮৫), চলো যাই নচিকেতার সন্ধানে (১৩৯০), অয়ি ভুবন মোহিনী (১৩৯১)। উপন্যাস ঃ তুষার গোলাপ (১৩৮৫)।

দীপালি রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বেথলেহেমের পথে (শিশু সাহিত্য—১৩৭৯)।

দীপিকা দে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আধুনিক মেয়ে, বর্মাদেশের মেয়ে, কামরূপের মেয়ে।

দীপ্তকুমার শীল (২২।৪।১৩৪৪/৭।৮। ১৯৩৭—)। জন্ম ঃ উত্তর কলিকাতার আহিরীটোলায়। বর্তমান নিবাস ঃ টেগোর ক্যাসল্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬। পিতা ঃ ভোলানাথ শীল, মাতা ঃ সত্যবতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রি. ইউ. পাশ। শিক্ষক,—নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ মধুরেণ সমাপয়েৎ (১৩৭৩), এ্যামেচার (১৩৭৩), শেষ সংবাদ (১৩৭৩), উত্তম পুরুষ (১৩৭৫), অজানা কাহিনী (১৩৭৭), আমি কি বলবো (১৩৮০), ঘেরাও (১৩৮১),

নায়কের নাম নটবর (১৩৮৯)। বেতার নাটক ঃ হলুদ প্রজাপতি, বর্ষার চিঠি, ভবঘুরে শ্রীকান্ত, মধুরেণ সমাপয়েৎ। কবিতা সংকলন ঃ জন্মদিনের গান (১৩৮৪)। নাটক সম্পর্কিত আলোচনা ঃ অহীন্দ্র চৌধুরীর সাজাহান ও অভিনয় শিক্ষা (১৯৭৫), শিশির কুমারের নাট্যচর্চা (১৯৮০)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ যত মত তত পথ।

(ডঃ) দীপ্তি ত্রিপাঠী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপিকা। স্বামী ঃ অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,শিপ্রানদীর তীরে (উপন্যাস)।

দীপ্তিময় রায় (১৩।৯।১৯৩৮—)। নিবাস ঃ গরিফার রায়পাড়া, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও গরিফা।

(ডঃ) দীপ্তিময় সরকার (৭।১০।১৯৩৫—)। এম্. এ. পি. এইচ্. ডি। নিবাস ঃ মোকদ্দমপুর, মালদহ। বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ আকাশ স্বপ্ন দেখে (১৯৬৯), যৌবন অভিমন্যু হও (১৯৭৮)। প্রবন্ধ সংকলন ঃ মালদহের বহুরা মন্দির (১৯৭৭)। সম্পাদিত কবিতা পত্রিকা ঃ উত্তর মেঘ (৯ বৎসর যাবৎ)।

দীপেন রায় (১৬।৬।১৩৪৩/১৯৩৭—)। জন্ম ও স্থায়ী নিবাস ঃ কৃষ্ণদেবপুর, মণিরাম বাজার, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস ঃ কলিকাতা। পিতা ঃ প্রমথ নাথ রায়, মাতা ঃ দুর্গা। স্কুল ফাইন্যাল পাশ। চাকুরিজীবী —কবি। সম্পাদক ঃ বক্তব্য (তাপস গুপ্ত সহ—১৯৬৪), সীমান্ত (গনেশ বসু সহ—১৯৭২)। প্রকাশিত কাব্য ঃ রাখাল বালকের সাথে (১৯৭৪), ঘরে বড় বিষ (১৯৭৮)।

দীপেন রাহা (১৫।৮।১৯২৫/৩।৭।১৩৩০—) ছদ্মনাম ঃ দী. রা। জন্মস্থান ঃ কুমিল্লা, বাংলাদেশ। স্থায়ী নিবাস ঃ হরিনাথ দে রোড্, কলিকাতা। পিতা ঃ উপেন্দ্র রাহা, মাতা ঃ চপলা সুন্দরী। বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। জার্মান ভাষায় অভিজ্ঞ। এসিয়াটিক সোসাইটির অনুদান বিভাগের কর্মী। নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কলিকাতা শাখার প্রাক্তন সহ-সভাপতি, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের যুগ্ম সম্পাদক। হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদ থেকে ছোটগল্পের জন্য পুরস্কৃত (১৯৬০)। সম্পাদক ঃ যুগ-ভেরী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ কাঁচা-মাটি পাকা পথ (১৯৬০), আদর্শ বেকার সঙ্ঘ (১৯৬৫)। ভ্রমণ-কাহিনী ঃ জানা, অজানা, অপরূপা গোয়া। ছোটগল্প ঃ যা শুনেছি যা জেনেছি (১৯৭২), নূপুর (১৩৮৫)। নাটক ঃ নতুন আলো (একাংক—১৯৬৮)।

দীপেন সাহা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রাজশেখর বসু।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১০।১১।১৯৩৩/২৪।৭।১৩৪০—১৪।১।১৯৭৯)। ছদ্মনাম ঃ শ্রীচরণ সেন, কজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন উপাধ্যায়, সিরাজ ইসলাম নচিকেতা দাস। জন্ম ঃ কলিকাতায়, মৃত্যু ঃ এস্. কে. এম্. হাসপাতালে। পৈত্রিক নিবাস ঃ ইছাপুর, বিক্রমপুর, ঢাকা। নিবাস ঃ ৬১২ ১, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩। পিতা ঃ ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ নলিনীপ্রভা, পত্নী ঃ চিন্ময়ী। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্কটিশচার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্.

এ. (১৯৫৮)। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কমিউনিষ্ট্ পার্টির সদস্য (১৯৫৮)। রাশিয়া (১৯৭১) ও লেবানন (১৯৭৪) ভ্রমণকারী। সম্পাদিত পত্রিকা: ছাত্র অভিযান (১৩৫৮—৫৯), পরিচয় (প্রথমে ত্রৈমাসিক ও পরে মাসিক ১৯৬৮—৬৯), শারদীয় কালান্তর (১৯৬৮—৭২)। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস: আগামী (১৯৫১)। প্রথম রচনা 'আমার দেশের মানুষ' দৈনিক কিশোর পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৪৮)। সংগ্রামী জীবন,—প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী,—সাংবাদিকতায় উন্নতমান,—সাহিত্যে বলিষ্ঠ দৃপ্ত প্রতিবাদের প্রকাশ দীপেন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: আগামী (১ম খণ্ড মাঝি—১৯৫১), তৃতীয় ভুবন (১৯৫৮), বিবাহ বার্ষিকী (শারদীয়, কালান্তরে প্রকাশিত—১৯৭৭)। গল্প: চর্যাপদের হরিণী (১৯৬০), অশ্বমেধের ঘোড়া (১৯৬৩), কাছের যারা (১৯৬৪), হওয়া না হওয়া (১৯৭২), শোক-মিছিল (শারদীয় পরিচয়—১৯৭২)। অন্যান্য: ঘোড়েওয়ালা বাবু (সাপ্তাহিক কালান্তরে, মার্চ—এপ্রিল ১৯৬৪—৫ কিস্তি), স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনাম (সাপ্তা কালান্তর—ডিসেম্বর ১৯৬৯—জানু. ৭০,—৬ কিস্তি)। সম্পাদিত গ্রন্থ: লেনিন শতাব্দী (কাব্য সংকলন—১৯৭০)। প্রতিরোধ প্রতিদিন (ফ্যাসিবিরোধী রচনা সংকলন—১৯৭৫)।

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল (১৩৩১—২৩।১। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)। ছদ্মনাম: নীলকণ্ঠ, দী কু. সা. নিবারণ চক্রবর্তী। পিতা: সুধীরেন্দ্র সান্যাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. (১৯৪৬)। ৩০টি গ্রন্থের রচয়িতা। রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক রচনা ও উপন্যাস লেখক। সম্পাদক: মাসিক অচলপত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ: দ্বিতীয় প্রেম, বসন্ত কেবিন, বার্ধক্যে বারাণসী, রাজপথের পাঁচালী, আসামী কারা? পাগল ভালো কর মা, অপাঠ্য, ট্যাক্সির মিটার উঠছে, এলেবেলে, জীবন রঙ্গ, হ-রে-ক র-ক ম বা, দীর্ঘতম সেতুতে আমি একা, বিশ্ব সাহিত্যের সূচীপত্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি।

দীপ্তেন্দু চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ: সংস্কৃতির ক্ষয়ক্ষতি।

দুর্গতিয়া সরকার সাহেব। রচনা: এমাম যাত্রার পুঁথি। গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে আরবী ফার্সী শব্দ কম,—ভাষা নিম্নশ্রেণীর কথ্যভাষার অনুরূপ।

দুর্গাকিঙ্কর (ছদ্মনাম)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সভ্যতা ও ধর্মের ক্রমবিকাশ।

দুর্গাকুমার ঘড়িয়াল। জন্ম: কলিকাতা। ঘড়ির ব্যবসায়ের জন্য ঘড়িয়াল নামে পরিচিত। ঠাকুরদাস দত্তের যাত্রাদলের গায়ক। স্বয়ং যাত্রাদলের সংগঠক ও পালাগান রচয়িতা।

দুর্গাচন্দ্র সান্যাল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহামোগল কাব্য ৩ পর্ব (১২৮২—৮৪)।

দুর্গাচরণ চক্রবর্তী। নামান্তর: ধূলা চক্রবর্তী। মুখে মুখে তাৎক্ষণিক গীত রচনায় দক্ষ। পালাগান রচয়িতা। রচিত পালা: তরণীসেন বধ, রামলীলা।

দুর্গাচরণ চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্থপতি বিজ্ঞান, সার্ভেয়িং জরীপ শিক্ষা, অলৌকিক রহস্য, ষষ্ঠেন্দ্রিয় ও অলৌকিক রহস্যের যৌগিক ব্যাখ্যা।

দুর্গাচরণ চক্রবর্তী। ছদ্মনাম: পরাশর। শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঁক ও

রাকা।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সাংবাদিক। রচনা ঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদ (১৮৪৭—৯৭), নবমালিকা কাব্য (১৮৭৫)। যুগ্ম সম্পাদক ঃ দৈনিক প্রভাত সমীর।

দুর্গাচরণ বিশ্বাস। রচনা ঃ কীর্তন-গীত শিক্ষা, কীর্তন পদাবলী, তবলা তরঙ্গিনী, বেহালা শিক্ষা সুরতরঙ্গ বা এস্রাজ শিক্ষা।

দুর্গাচরণ রায় (১৮৪৭—৯৭)। জন্ম ঃ বর্ধমানের দীর্ঘপাড়া গ্রামের বৈদ্যবংশে। পৈত্রিক ও স্থায়ী নিবাস ঃ সোমড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দেবগণের মর্তে আগমন (১৯১১), পাশকরা ছেলে (প্রহসন ১৮৭৯), দুঃখনিশি অবসান বা শৈলবালা নাটক (১২০৩)। চিনির বলদ।

দুর্গাচরণ রক্ষিত (১৮৫৫—১৯৩৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারত প্রদক্ষিণ (ভ্রমণ— ১৯০৩)।

দুর্গাচরণ সান্যাল (৯।৬।১৮৪৭—?)। জন্ম ঃ দিনাজপুর। রংপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা, জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ থেকে এফ্. এ. (১৮৭০), আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৭৪)। ট্রেনে ইংরাজকে প্রহার করায় ৪ বৎসর কারাদণ্ডিত,—সমকালীন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস (১৯০১), ভাষা বিজ্ঞান, মহামণ্ডল কাব্য (কানপুর ১৮৮৪)।

দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহামহোপাধ্যায় (৩০।১১।১৮৬৭—×।১২-১৯৪০)। জন্ম ঃ শুভাড্যা, ঢাকা। পিতা ঃ কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। অগ্রজ জগচ্চন্দ্র শিরোমণির নিকট ও রামমোহন সার্বভৌমের নিকট কলাপ ব্যাকরণ, পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চঞ্চুর নিকট বেদান্তশাস্ত্র, মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট বেদান্ত সাংখ্যদর্শন, প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে সম্মানিত (১৯২৬)। গোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপ বক্তৃতা প্রদাতা। সানুবাদ সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ঈশ, কেন, কঠ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকোপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তদর্শন, ভক্তি রসায়ণ প্রভৃতি। রচিত ও প্রকাশিত মৌলিক গ্রন্থ ঃ শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোশিপ প্রবন্ধ ৪ খণ্ড।

দুর্গাদাস আচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য ও আন্দামান (১৯৭৮)।

দুর্গাদাস (চরণ) কর (?—১৮৭১)। চিকিৎসক। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। পুত্র ঃ ডাঃ আর্. জি. কর। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে 'এলো চুলে বেনে বউ আলতা দিয়ে যায়' গানটির রচয়িতা। বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটকে সর্বপ্রথম ভক্তি-রসের স্রষ্টা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ স্বর্ণশৃঙ্খল (১৮৬৩)। আয়ুর্বেদ বিষয়ক ঃ ভিষগ্‌বন্ধু, ভৈষজ্য রত্নাবলী।

দুর্গাদাস দত্ত (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ তুলসী মহিমা (পদ্মপুরাণ অবলম্বনে, লিপিকাল ১১৭১)।

দুর্গাদাস দাস। উপেন্দ্রনাথ দাস দ্রষ্টব্য।

দুর্গাদাস দে (১৮৬৫—১৯১১)। জন্ম ঃ কলিকাতায়। কলিকাতায় মডেল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক। সিটি, মিনার্ভা, ক্লাসিক, ও গ্র্যাণ্ড নাট্যমঞ্চের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ সোনার সংসার (১৯০৭), শ্রী, জুবিলি, যজ্ঞ, বাবু, ছবি (১৮৯৬), শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, মহিলা মজলিস, ল বাবু (১৯০৩), বড় দিনের পঞ্চ রং (১৩০৩)। অন্যান্য ঃ আদর্শ ব্যাকরণ। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ মজলিস। গল্প গুজবে, দুর্গাদাসের দপ্তর।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৫—৮।৬। ১৯১৪)। জন্ম ঃ পাঞ্জাবে। পৈত্রিক নিবাস ঃ হুগলীর ভরা আটপুর গ্রামে। পিতা ঃ শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতৃবিয়োগের পরে ১৫ বৎসর বয়সে ব্রিটিশ সেনা-বিভাগের কেরানী—সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইংরাজপক্ষে অশ্বারোহী বাহিনী বেঙ্গল ক্যাভাল্রির সংগঠক। ইংরাজী, বাঙ্গালা, উর্দু, ফার্সী ও হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আমার জীবন চরিত (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মাসিক জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত,—১২৯৮—১৩০০ বঙ্গাব্দ —পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত), বিদ্রোহী বাঙ্গালী (সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা—১৩৩৩)।

দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষার মূল্যায়ন।

দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মানবতত্ত্ব কাব্য (বরাহনগর—১৮৭৫), আলিম্পন, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী (কাব্য)।

দুর্গাদাস রায় (?—১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। মিলন পত্রিকার প্রকাশক। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক বঙ্গবন্ধু পত্রিকার সম্পাদক।

দুর্গাদাস লাহিড়ী, বেদাচার্য (১৫।১। ১২৬০—২১।৪।১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ চক্ ব্রাহ্মণ বাড়িয়া, বর্ধমান। পিতা ঃ সুধারাম লাহিড়ী। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সাঁতরা-গাছি স্কুল ও মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র। বিদেশে ধান রপ্তানির বিরুদ্ধে অন্নরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশে ও উৎসাহে সাহিত্য সেবায় অনুপ্রাণিত। অনুসন্ধান পত্রিকার পরিচালক ও প্রকাশক (১৮৮৭—১৯০৫)। বঙ্গাক্ষরে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সহ চারিবেদের প্রকাশক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পৃথিবীর ইতিহাস ৭ খণ্ড, স্বাধীনতার ইতিহাস, জুয়াচুরির রহস্য (১৩০৪), রাণী ভবানী (উপন্যাস—১৩১৬), সাধন তত্ত্ব, চিত্রাবলী, মণি (১৩২৩), সুখ ও শান্তি, রাজা রামকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ সেন, সুবর্ণ বলয়, নব রঙ, মর্তের ভগবান, জ্ঞানযোগ, জাল ও খুন, ভারতে দুর্গোৎসব, দ্বাদশ নারী, নির্বাণ জীবন, শিখ যুদ্ধের ইতিহাস, অদৃষ্টচক্র, পঞ্চানন্দের পঞ্চরং, সাধনা, সৎপ্রসঙ্গ, এনক আর্ডেন (অনুবাদ), বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ঋগ্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ ও যজুর্বেদ, বাঙ্গালীর গান, বৈষ্ণব পদ। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ পাক্ষিক বঙ্গবাসী (১২৯৮), সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী (১৩০১—০৮)।

দুর্গাদাস শেঠ, নিবাস চন্দননগর। অগ্রজ ঃ হরিহর শেঠ। অকৃতদার। আদর্শ-বাদী—বিপ্লবী—শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ স্বদেশী বাজার (প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে মাসিক, —১৮।৮।১৯২৮—৩।৮।১৯২৯)।

দুর্গাদাস সরকার (১৪।৮।১৩৩৪—২৮।১১ ১৩৮২)। জন্ম ঃ তেলেণ্ডা গ্রাম, বাঁকুড়া। কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। নিবাস ঃ ২১০, নিউ ব্যাচারাম চ্যাটার্জি রোড্, বেহালা, কলিকাতা ৩৪। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'আগমনী' দৈনিক বসুমতীর ছোটদের পাতায় প্রকাশিত (১৯৪৭)। নৈতিক চেতনা, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর ঋজুতা কবিতার বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত কাব্য ঃ একটি গাছ একশ' ফুল (১৩৭৫), গ্রাম থেকে সংগ্রাম (সনাতন কবিয়াল সহ), অশোকের সময়ের গ্রাম (১৯৫৩), শ্মশানে ধুনোর গন্ধ প্রভৃতি। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ গঙ্গোত্রী

(ত্রৈমাসিক—১৯৬৫)।

দুর্গানাথ রায় (?—১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। বঙ্গচন্দ্র রায়ের সহযোগী ও সহকর্মীরূপে পূর্ববঙ্গ ও আসামে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। কেশবচন্দ্র সেনের অনুচর হিসাবে দেশে বিদেশে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারে ব্রতী। সুকন্ঠ গায়ক, বাগ্মী, সমাজসেবী ও সঙ্গীত রচয়িতা। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক বঙ্গবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক ও ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা 'মিলন' এর প্রকাশক।

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় (১৭।৬।১৩৬১ বঙ্গাব্দ—) বি.এ. ছদ্মনামঃ বাণীকন্ঠ সরস্বতী জন্ম ঃ বেঙ্গাই, আরামবাগ, হুগলী। পিতা ঃ রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী। ছাপাখানার কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কামারপুরের দেব দেউল (১৩৮৬)। সম্পাদক ঃ পাক্ষিক 'অন্তরঙ্গ' (বর্তমানে অন্তর্জগৎ—১৩৮০—৮৮)।

দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব। জন্ম ঃ রাজাপুর, বরিশাল, বাংলাদেশ, তিরোধান ঃ নাকতলা, কলিকাতা। কোকিলামুখে, রাজাপুরের অশোকবৃক্ষমূলে ও দামপাহাড়ের গভীর নির্জনতায় তপস্যায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত। কোকিলামুখে স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস দেবের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। নিগমানন্দের শিষ্য। শ্রীগুরু সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ব্রহ্মচর্য, গীতসুধা, মধুকথা কলিযুগের সাধন ভজন, শ্রীশ্রী গুরুদেবের ডায়েরী ২ খণ্ড, আমার প্রাণের কথা, আশীর্বাণী ২ খণ্ড The Message of my being.

দুর্গাপ্রসাদ ঘটক (১৯শ শতাব্দী)। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী (লিপিকাল ১২১০, প্রকাশ সেহাটী—১৩৩৩)।

দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯২৬—)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা ভাষায় অর্থনীতিচর্চা ঃ রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ ঃ একটি প্রাথমিক সমীক্ষা (১৯৭৫ অর্চনা ভট্টাচার্য সহ)।

দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার (×।১২।১৯০৪—)। জন্ম ঃ নলহাটী, বীরভূম। শিক্ষক—কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ কৃষ্ণকলি, গঙ্গাজল, পদ্মচাকী।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম ও নিবাস ঃ উলা বীরনগর, নদীয়া। পিতা ঃ আত্মারাম মুখোপাধ্যায়। মাতা ঃ অরুন্ধতী, পত্নী ঃ ভূকৈলাসের রাজা গোকুল চন্দ্র ঘোষালের জ্যেষ্ঠা কন্যা হরিপ্রিয়া। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী (১৮৬৬)। অষ্টমঙ্গল পাঁচালী গানের উদ্দেশ্যে রচিত। ভারতচন্দ্রের প্রভাব বিদ্যমান।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শর্মা (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ কলিকাতার দক্ষিণে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মদনমল্ল পরগণার রামচন্দ্রপুর। পিতা ঃ রামচন্দ্র বাচস্পতি। রচনা ঃ মুক্তালতাবলী (কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য)। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত—১ম মুদ্রণ—১৮৫৫)।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ বারাঙ্গনার অভিনয়ে।

দুর্গাবতী ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পশ্চিম যাত্রিকী।

দুর্গাবর (১৬শ/১৭ শতাব্দী)। উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি। কবির পোষ্টা বা স্নেহভাজন ঃ বাহুবল শিকদার। রচনা ঃ মনসা মঙ্গল।

দুর্গা বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গৃহীর অভিধান (১৯৮২)।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য (১৮৯৯—১২।১১ ১৯৬।৪)। এম্. এ., কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ, ভাগবতরত্ন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। চতুষ্পাঠীতে

সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যপ্রাপ্ত। টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯১৭), আই. এ. (১৯১৯), স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এ. (১৯২১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯২৩)। স্কটিশচার্চ কলেজ (১৯২৮—৫২), সংস্কৃত কলেজ (১৯৫২) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালা পরিভাষা কমিটির সদস্য। সম্পাদিত গ্রন্থ: ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ (১৯৫৮), মুক্তফল, ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য (১৯৩৪), ব্রাহ্মণ সর্বস্ব (১৯৬০)।

দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় (?—২০।৩। ১৯৫৫)। জন্ম : চুঁচুড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : আমার ঘুম, বোকার কাণ্ড, চাণক্য, সেকেন্দারের কথা, ঋষি টলষ্টয়, টলষ্টয়ের গল্প, সিপাহী যুদ্ধ, রূপ সনাতন, শিবাজী মহারাজ, মহারাজ নন্দকুমার, এযুগের দাসত্ব। নিমাই পণ্ডিতের গল্প, মীরকাশেমের গল্প, রাজতরঙ্গিনীর গল্প।

দুর্গামোহন সেন (১৭।১১।১৮৭৭—১১। ৯।১৯৭২)। জন্ম : চন্দ্রহার, বরিশাল, বাংলাদেশ। পিতা : সনাতন সেন। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ পাশ (১৯০৩)। অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রভাবে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত—অশ্বিনীকুমারের সেবাদল ও স্বদেশ বান্ধব সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী। সাংবাদিক। নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য ইংরাজ সরকারের দ্বারা নির্যাতিত। পাকিস্তান সরকারের দ্বারা নির্যাতিত। পাকিস্তান সরকারের আমলেও দুই বৎসর কারাদণ্ডিত। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে কলিকাতার গড়িয়ায় স্থায়ী বাসিন্দা। সম্পাদক : সাপ্তাহিক বরিশাল হিতৈষী।

দুর্গারাম দ্বিজ। রচনা : রামায়ণ (অনুবাদ), কালিকাপুরাণ (ঐ)।

দুর্গাশঙ্কর জ্যোতির্বিদ। প্রকাশিত গ্রন্থ : আগারবিনোদ (বাস্তুবিদ্যা), জাতক পদ্ধতির টীকা।

দুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ। প্রকাশিত উপন্যাস : নবযুগের কবিতা, দৃষ্টিহীন।

(ডঃ) দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (৩০।৬। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ—) এম্. এ. পি. এইচ. ডি। ছদ্মনাম : পান্হপাদপ। জন্ম : সাঁতরাগাছি, হাওড়া। নিবাস : নেতাজী সুভাষ রোড্, হাওড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রকাশিত গ্রন্থ : মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস।

দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন (১২৫৩—২০।৩। ১৩২৭ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : শেরপুর, মৈমনসিংহ। পিতা : ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্ন। পিতা, খুল্লতাত রামচন্দ্র তর্কভূষণ ও পরে নবদ্বীপের ছাত্র। স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্তাদি শাস্ত্রে পারদর্শী। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক কৃতিরত্ন উপাধিতে ভূষিত। স্বগৃহে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক (১২৭৯—৯৬), কলিকাতায় স্বপ্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয় ও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার অধ্যাপক। মৈমনসিংহের পণ্ডিত ও জমিদারদের দ্বারা সম্মানিত। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ : শত সাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা।

দুর্গেশ কুমার তা (৩।৫।১৩৩০ –)। জন্ম : ধামাশ, রায়না, বর্ধমান। পিতা : প্রফুল্লকুমার তা, মাতা : উষাঙ্গিনী, অগ্রজ : বিপ্লবী সাংবাদিক দাশরথি তা। নিবাস : মুরাতমহল, বীরহাটা, বর্ধমান। বৈদ্যপুর জর্জ ইন্স্টিউসনের (অধুনা রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের) ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় নেতাজীর সহকর্মী জিতেন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট রাজনীতিতে হাতে খড়ি এবং

নাজিমুদ্দিন (১৯৬৫), নবাব সলিমুল্লাহ (১৯৭০), মুক্তামাণিক (১৯৭০)।

দেওয়ান আলি সাহ (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ চট্টগ্রামে। পরমার্থিক সঙ্গীত রচয়িতা।

দেওয়ান একলিমুর রাজা (×।১০। ১৮৮৯—)। জন্ম ঃ রূপপাশা, সিলেট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য। বাংলাদেশের গণ শিক্ষা অভিযান ও ঋণ শালিশী বোর্ডের অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষ। নবদ্বীপ সারস্বত সমাজ থেকে কাব্য বিশারদ উপাধিপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হরেক রংয়ের (১৯২৪), অভিজ্ঞতার ফল, স্বপ্নপথে (কাব্য), গীতি মেখলা (গান)।

দেওয়ান মহাশয় (১১৫৭—১১৫। ১২৪৩)। পিতৃদত্ত নাম ঃ রঘুনাথ রায়, পিতা ঃ ব্রজকিশোর রায়। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান। পিতার মৃত্যুর পর মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত,— দেওয়ান মহাশয় নামে পরিচিত। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। বাল্যকাল থেকে সঙ্গীতানুরাগী। দিল্লী ও লক্ষ্মৌ-এর ওস্তাদের নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ভণিতায় অকিঞ্চন নামও পাওয়া যায়। কালীবিষয়ক বহু ভক্তিমূলক সঙ্গীতের রচয়িতা। (অকিঞ্চন দ্রষ্টব্য)।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (২৫।১০। ১৯০৬—)। জন্ম ঃ লক্ষণশ্রী, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট, বাংলাদেশ। সুনামগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ। ঢাকায় আবজর গিফারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তমদ্দুনের বিকাশ (১৯৪৯), ইতিহাসের ধারা (১৯৫২), সত্যের সৈনিক আবুজর (১৯৫২), জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম (১৯৫৯) দর্শনের নানা প্রসঙ্গ (১৯৭৭), নতুন সূর্য (গল্প—১৯৫৯)।

দেওয়ান রামদুলাল নন্দী (১১৯২—২৪। ৮।১২৫৮ বঙ্গাব্দ)। রামদুলাল মুন্সী নামে পরিচিত। জন্ম ঃ ত্রিপুরার কালীকচ্ছ গ্রামে কায়স্থ বংশে। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত। ত্রিপুরার কালেক্টরী অফিসের মুন্সী। নোয়াখালির কালেক্-টরের অধীনে সেরেস্তাদার,—শ্রীহট্ট জজ্ আদালতের সেরেস্তাদার। ত্রিপুরা মহারাজের জমিদারী চাকলে রোসনাবাদের দেওয়ান। শ্যামাসঙ্গীত ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা।

দেওয়ান শামসুল হক (১৬।১।১৯৪০—)। জন্ম ঃ ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. কম্। নেদারল্যাণ্ডে ইন্স্টিটিউট্ অফ্ সোস্যাল ষ্টাডিজ্ থেকে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট্ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। টি. সি. বি. প্রধান কার্যালয়ে চীফ্ অডিট্ অফিসার। প্রকাশিত কাব্য ঃ কবিতাগুচ্ছ (১৯৮২)।

দেবকণ্ঠ বাগচী। জন্ম ঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। সুকণ্ঠ গায়ক, সুরকার, নাট্যকার, —সঙ্গীত ও সরস কবিতা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দেববীণা (কবিতা ও গানের সংকলন— ১৯১১), খেয়াল (১৯১৩), কৌতুক ও গীতিনাট্য ঃ উজ্জ্বলে মধুরে (১৯১২), হেস্তনেস্ত (১৯১৪), হুলুস্থুল (১৯১৫), ছবির বাজার (১৯১৮)।

দেবকান্ত বাগচী। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক লাঠ্যৌষধি (১৮৮০)।

দেবকী নন্দন (১৯শ শতাব্দী)। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

দেবকীনন্দন দাস (১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ)। বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম ঃ হালিশহর, ২৪ পরগণা। জাতিতে ব্রাহ্মণ। পিতা ঃ সদাশিব কবিরাজ। গুরু ঃ পুরুষোত্তম। রচিত অধিকাংশ পদই চৈতন্য

বন্দনামূলক। রচনা: বৈষ্ণব বন্দনা, বৈষ্ণবাভিধান, বৈষ্ণব পদাবলী।

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। রচনা: যুদ্ধে সন্ধিতে।

দেবকুমার ঘোষ (×।৪।১৩৪১/×।৮।১৯৩৫—)। জন্ম: কলিকাতায়। স্থায়ী ও বর্তমান নিবাস: পানশিলা, সোদপুর, ২৪ পরগণা। পিতা: উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাতা: লাবণ্যপ্রভা। চাকুরীজীবী। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ: মেঘসুন্দর (১৩৫৭), শিল্প নগরের রাণী (১৯৫৫)।

দেবকুমার বসু (৬।১০।১৯২৯—)। জন্ম: ১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। পৈতৃক নিবাস: যশোর জেলায়। পিতা: প্রথমনাথ বসু, মাতা: শিখর বাসিনী। তীর্থপতি ইনস্টিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেসন উত্তীর্ণ (১৯৫৭)। ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত অধ্যয়ণকারী। পুস্তক ব্যবসায়ী—প্রকাশক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য, চিত্রশালাধ্যক্ষ ও আজীবন সদস্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের আজীবন সদস্য, ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির আজীবন সদস্য ও কার্যকরী সদস্য (১৯৮০-৮৩), ন্যাশন্যাল রাইটার্স এসোসিয়েসনের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সাধারণ সম্পাদক। শিশির কুমার ভাদুড়ী ইনস্টিটিউট অফ ড্রামাটিক কালচারের প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক। জনসেবক, স্বাধীনতা, কালান্তর, সমকালীন, দর্শক, সৈনিক প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: পাক্ষিক দর্শক (১৯৬০—), মাসিক সময়ানুগ (কবিতা পত্রিকা—১৯৭১—), ত্রৈমাসিক রণন, মাসিক ত্রিনয়ন। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশির সান্নিধ্যে (১৯৬৩), বাংলা নাটক (১৯৫৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ: বিদ্যাসাগরের রচনাবলী ৪ খণ্ড (১৯৬৬—৬৯), জীবনানন্দ স্মৃতি (১৯৭১), প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাবলী, সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলী, বাংলা দীর্ঘ কবিতা (১৯৮০), নিসর্গের কবিতা (১৯৮৩); কবিতা মেলা (১৯৮৩)।

দেবকুমার বাগচী। প্রকাশিত গ্রন্থ: অগ্নিহোত্রী, ফোটা ফুল ঝরা পাতা।

দেবকুমার ভট্টাচার্য (১০।৮।১৯৪৫—)। জন্ম: বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার কৃষ্ণপুর। পিতা: দুর্গাপদ ভট্টাচার্য। কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সম্পাদক: পাক্ষিক মঙ্গলবার্তা, সহ-সম্পাদক মুকুল। প্রকাশিত কাব্য: কাকলি।

দেবকুমার মুখোপাধ্যায় (১।২।১৯৪৯—) বি. এ.। জন্ম: পাণিহাটি, ২৪ পরগণা। ব্যাংক অফ বরোদায় কর্মরত। স্কুল ও কলেজ জীবনে স্থানীয় সবুজ পাঠাগারের অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক ও কর্মসচিব। ইন্দ্রাণী, জয়শ্রী, কিশোরভারতী, উজ্জীবন, লোকসেবক, একক, সাহিত্যবাণী, যষ্টিমধু, পরিচয়, কিংশুক, উষা, সমাবেশ, ছোটদের পাতা (দৈনিক বসুমতী), অর্ঘ্য, লাপয়োজি, হোমশিখা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, শিশুসাথী, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। কবিতা, ছড়া ও গল্প লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা: কিংশুক (১৯৭৬—৭৮), মেলামেশা (অলকানন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে—১৩৮৮)।

দেবকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৪—১১।১২।১৯২৯)। জন্ম: লাখুটিয়া, বরিশাল। পিতা: রাখালচন্দ্র রায়। মাতা: মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক কুসুমকুমারী দেবী। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ণিমা সম্মেলনে কবিতা পাঠক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: অরুণ (১৯০৫), প্রভাতী (১৯০৫), মাধুরী (১৯০৯), ধারা (১৯১৫)

কাব্যনাটক : দেবদূত। জীবনী : দ্বিজেন্দ্রলাল। অন্যান্য : ব্যাধি ও প্রতিকার।

দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ : সঙ্গীত সম্বন্ধ।

দেবজ্যোতি দাশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : পরিপাক বিপাক ও পুষ্টি, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, গিরীন্দ্র শেখর বসু, ব্যোমকেশ মুস্তফী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রাণ গুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার লেখক সূচী (সংকলন)।

দেবজ্যোতি বর্মণ (১৭।৫।১৯০৫—৮।১২ ১৯৬৬)। জন্ম : কলিকাতায়। পৈত্রিক নিবাস : মৈমন সিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায়। পিতা : খ্যাতনামা চিত্রকর ও ভাস্কর অশ্বিনীকুমার বর্মণ, মাতা : প্রধান শিক্ষিকা তরুবালা। মাতার কর্মস্থল শ্রীহট্টে, শৈশব ও বাল্য অতিবাহিত। শ্রীহট্টের রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯২৩), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এস্.-সি. পাশ (১৯২৭)। সিটি কলেজে কেমিষ্ট্রিতে অনার্স সহ বি. এস্ সি. অধ্যয়ন। পরীক্ষা স্থগিত। ফুলবাণী সাহিত্যচক্রের প্রতিষ্ঠাতা। স্কুল জীবন থেকেই বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যুগবাণী পত্রিকারসম্পাদক। বৈপ্লবিক সাহিত্য প্রচারের জন্য আটক বন্দী (৭।১।১৯৩২) ও বহরমপুর জেলে বন্দী। কারা মুক্তির পর অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ। আনন্দবাজার পত্রিকার সাব্ এডিটর (১৯৩৯), ভারত পত্রিকার কর্মী (১৯৪০), এশিয়াটিক সোসাইটির পাবলিকেশন অফিসার (১৯৪৩), বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক (১৯৪৫), পুনরায় ভারত পত্রিকার কর্মী (১৯৪৬)। যুগবাণী সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশক (১৯৪০) ও আমৃত্যু সম্পাদক। সিটি কলেজের অধ্যাপক। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত (১৯৫১)। ফ্রেন্ড্স্ অফ্ ইণ্ডিয়ার আমন্ত্রণে আমেরিকা পরিক্রমাকারী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি, রাজনীতি, বাণিজ্য, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আধুনিক ইতিহাস, দর্শন, ইংরাজী প্রভৃতি ১১টি বিষয়ে এম্.এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। হাইকোর্টের এড্ভোকেট্। প্রকাশিত গ্রন্থ : কার্ল মার্কস্, রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক ইউরোপ, ভারতীয় রাষ্ট্রবিধি (১৯৩৫), বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় সাধনা, আমেরিকার ডায়েরী, বিড়লা বাড়ীর রহস্য (১৯৫০)।

দেবতোষ বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা ছন্দের প্রগতি।

দেবদত্ত রায় (১৯৩০—)। শিক্ষক। গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। চতুষ্কোণ, নন্দন প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত উপন্যাস আজ ও আগামী কাল, কালহীরের দেশে, নক্ষত্রের জন্ম প্রভৃতি।

দেবদাস করণ (১৮৭৬—২৩।৫।১৯১৪)। জন্ম : পোড়াবাজার, মেদিনীপুর। সাংবাদিক ও রাজনীতিক। নিগৃহীত স্বদেশসেবী। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : সাপ্তাহিক মেদিনী-বান্ধব (১৮৯৮—১৯১৪)।

দেবদাস ঘোষ (১৯১৬—)। জন্ম : গ্রাম ও পোঃ বারুল, হুগলী। প্রকাশিত উপন্যাস : ঘুড়ি (১৯৪৪), অমরার অমৃতসাধনা (১৯৪৫) পঙ্কজ (১৯৫০), উদ্বাস্তু (১৯৫০)।

দেবদাস জোয়ারদার (২১।৭।১৩৪১/১৯৩৪—)। এম্ এ। জন্ম : মৈমনসিংহের পূর্বধলা থানায় কালীহর গ্রামে। বর্তমান নিবাস : বিজয় গড়, যাদবপুর, কলিকাতা। পিতা : কৃষ্ণদাস জোয়ারদার, মাতা : শৈবলিনী। অধ্যাপক। সম্পাদিত গ্রন্থ :

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।

দেবদাস দাশগুপ্ত (১৫/১০/১৯১৫—)। বি. এ (ইতিহাসে অনার্স)। জন্ম : ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর, নিবাস : নবপল্লী, বারাসত, ২৪ পরগণা। পিতা : লক্ষ্মীনারায়ণ দাশগুপ্ত, মাতা : অমলা দেবী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারি। শিশু সাহিত্যিক ও অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছোটদের : আকাশ ও পৃথিবী (১৯৫৩), আজব কাল (১৯৫৯), পরাভূত প্রকৃতি (১৯৬০), চাঁদের দেশ (১৯৬০), প্রাণের কথা (১৯৫৭), আকাশের কথা (১৯৫৬), আমাদের পৃথিবী (১৯৫৭)। অনুবাদ : এণ্ডারসনের অমর গল্প ৩ খণ্ড (১৯৬২—৬৪), যুক্তিবাদী মানুষ টমাস পেনের জীবন কথা (A fred owen Aldrige কৃত Man of Reason—Life of Thomas paine—১৯৬৫)।

দেবদাস দে। নিবাস : সিউড়ি, বীরভূম। সম্পাদক : দ্বিমাসিক ঋত্বিজ।

দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : পরমাণু ও কেন্দ্রীণ।

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের কর্মী। পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত। সম্পাদিত গ্রন্থ : বাংলাদেশের গল্প (প্রণবেশ সেন সহ)।

দেবদূত (ছদ্মনাম)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাসনার অন্তরালে।

দেবদেব ভট্টাচার্য (?—৫।৩।১৯৭৭)। ছদ্মনাম : দেবাচার্য। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় এম্. এ.। দশটি বিভিন্ন বিষয়ে তীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত। শিক্ষক ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী। চিকিৎসাবিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিমুগ্ধা পৃথিবী, সুরেশ পরেশ, ক্যান্টারবেরী টেল্‌স্ (অনুবাদ)।

দেবনাথ দাস (১৮শ শতাব্দী)। শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীগৌরগণাখ্যান, ভ্রমরগীতা।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে। সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থ : প্রমেথিউস (ইস্‌কাইলাসের প্রমিথিউস বাউণ্ড ও শেলীর প্রমেথিউস আন্‌বাউণ্ডের অনুবাদ—১৩৮২)। সংকলিত গ্রন্থ : বৈষ্ণব পদসংকলন।

দেবনারায়ণ গুপ্ত (৭।১২।১৯১০—)। জন্ম : রাণাঘাট, নদীয়া। পৈতৃক নিবাস : ভজনঘাট, রাণাঘাট, নদীয়া। বর্তমান নিবাস : ৮এ, ঈশ্বর মিত্র লেন, কলিকাতা-৬। পিতা : সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মাতা : সুনীতি দেবী। রাণাঘাট পাল চৌধুরী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ভাণ্ডার পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯৩১), Bengal Co-operative journal-এর সহ-সম্পাদক। পরে নবযুগ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী, কাজী নজরুল ইসলামের সহকারী। মাসিক ভারতবর্ষ পত্রিকার সহ-সম্পাদক। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়েসনের সহ-সম্পাদক নির্বাচিত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান (১৯৪৪)। বিভিন্ন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত। ষ্টার থিয়েটারে নাট্যকার হিসাবে যোগদান (১৯৫৩), পরে নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের লেকচারার। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য, নাটক ও চারুকলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৪-৭৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'দেবী' নাটকের জন্য (১৯৬৬) এবং 'বিরোধীনায়ক' নাটকের জন্য (১৯৭৩) শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের

সুধাংশুবালা পুরস্কার এবং বাঙ্গালা নাটকের শতবার্ষিক পদক (১৯৮২) দ্বারা সম্মানিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ নদীয়ার রাণীমা (রাণাঘাট ১৯২৯-৩০)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গিরি-শোত্তর যুগের নাট্যপ্রয়াস সম্পর্কে রামকমল সিংহ স্মারক বক্তৃতা প্রদাতা (১৯৮১)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মৌলিক নাটক ঃ দানের মর্যাদা (১৯২৯), ঋণশোধ (জুপিটারে অভিনীত —১৯৩১), ফাগুয়া (ঐ ১৯৩১), পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (ষ্টারে অভিনীত—১৯৩১), শ্রীরামপ্রসাদ (১৯৫৭), একের মধ্যে তিন (তিনটি একাংক সংকলন—১৯৬৭), দাবী (ষ্টারে অভিনীত—১৯৬৬), শমিলা (ঐ—১৯৬৮), সীমা (ঐ ১৯৭১), বিদ্রোহী নায়ক (ঐ ১৯৭৩), নাট্যকার (১৯৭৫), গিরিশচন্দ্র (বেতারে অভিনীত), রঘুনাথ (ঐ)। নাট্যে রূপায়িত ঃ রামের সুমতি (রঙমহলে অভিনীত—১৯৪৪), বিন্দুর ছেলে (শ্রীরঙ্গমে অভিনীত—১৯৪৪), অনুপমার প্রেম (রঙ্-মহলে অভিনীত—১৯৪৫), রাজপথ (ঐ ১৯৪৬), কাশীনাথ (মিনার্ভায় অভিনীত—১৯৪৭), শ্রীমতী (ঐ ১৯৪৭), নিষ্কৃতি (রঙমহলে অভিনীত—১৯৫১), শ্যামলী (ষ্টারে অভিনীত—১৯৫৩), পরিণীতা (ঐ-১৯৫৪), শ্রীকান্ত (১ম ও ২য় পর্ব, ঐ—১৯৫৭), রাজলক্ষ্মী (৩য় ও ৪র্থ পর্ব, ঐ—১৯৫৮), ডাক বাংলা (ঐ—১৯৫৯), প্রেয়সী (ঐ—১৯৬০), শেষাদ্রি (ঐ ১৯৬২), তাপসী (ঐ—১৯৬৩), একক দশক শতক (ঐ ১৯৬৫), মঞ্জরী (ঐ ১৯৭২), চন্দ্রনাথ (রঙ্গনায় অভিনীত—১৯৭৮), স্বামী (১৯৬১), অরক্ষণীয়া (১৯৬২)। নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কিত ঃ নটনটীদের বিচিত্র কাহিনী (১৯৬৪), উইংস-এর আড়ালে (১৩৮৫), নায়িকা ও নাট্যমঞ্চ (১৯৭৬), একশো বছরের নাট্যপ্রসঙ্গ (১৯৮২), নটী-বিনোদিনী (মঞ্চে ও সংসারে), বাংলার নটনটী (১ম পর্ব)। কাব্য ঃ মনোবীণা (১৯৩৮)। ছোটদের ঃ তোমাদের রবীন্দ্রনাথ (১৯৪১), গল্পে গীতা (১৯৩৪), গল্পে চণ্ডী (১৯৩৬), ময়দানবের কীর্তি (১৯৩৭), মঞ্জুগাথা (১৯৩৯), মঞ্জুপাঠ (১৯৩৯), অতীত ভারত (১৯৭৫), রামরাজ্যের কথা (১৩৮৫), কুরুক্ষেত্রের কথা (১৩৮৬)।

দেবপ্রসাদ ঘোষ (১৷১২৷১৩০০ / ১৫৷৩ ১৮৯৫—১৭৷৭৷১৯৮৫)। জন্ম ঃ বরিশালের রামসুন্দর গ্রামে মাতুলালয়ে। পিতা ঃ বরিশালের আভাগ্রামের প্রসিদ্ধ ঘোষ দস্তিদার বংশীয় অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ ঘোষ। মাতা ঃ কবি অন্নদাসুন্দরী। মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থানের অধিকারী (১৯০৮), ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে বি. এ (১৯১২) পাশ ও ঈশান বৃত্তিপ্রাপ্ত। মিশ্রিত গণিতে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯১৪) ও ১ম শ্রেণীতে ১ম বিভাগে বি. এল. (১৯১৮)। ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ছাড়াও ৪৷৫টি বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। রিপন কলেজে গণিতের অধ্যাপক (১৯১৪—৪১)। রংপুরে কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৪১—৫০)। অবসর গ্রহণের পর দেশ সেবায় নিযুক্ত। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত জনসংঘ পার্টিতে যোগদান (১৯৫১)। দিল্লিতে রাজ্যসভায় জনসংঘের প্রার্থী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি নির্বাচিত (১৯৫২)। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর জনসঙ্ঘ পার্টির পরিচালনায় ভারপ্রাপ্ত, ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি (১৯৫৬—৬২)।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় সার্ভেণ্ট পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯২০)। এই সময়ে আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, পাঞ্চজন্য, India to-morrow, বন্দেমাতরম্, ভোটরঙ্গ, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লেখক। নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি। ছাত্রদের উপযোগী জ্যামিতি, বীজগণিত ও পাটিগণিত বিষয়ে ৬৷৭টি গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হিন্দু কোন্ পথে (১৯৩৪), তর্ন্ণিমা (১৯৩৯), সতের বৎসর পরে (১৯৩৮), ত্রৈরাশিক (১৯৬২), বাঙ্গালা ভাষা ও বানান (১৯৫৮), Shifting Scenes (১৯৫৮)।

দেবপ্রসাদ বাগ চৌধুরী (২৮।১২।১৩৪০ —)। জন্ম ঃ খুলনা জেলায়। সম্পাদক ঃ কচিপাতা (খুলনা)।

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে।

দেবপ্রসাদ বসু। গ্রন্থ ঃ নাচের ইতি-কথা (গোপী ভট্টাচার্য সহ)।

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : মাইকেল সমীক্ষা, কাব্যতত্ত্বালোক।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার্ (×।১২। ১৮৬২/১২৬৮—১১।৮।১৯৩৫ / ×।৫।১৩৪২)। বি এ ডি. এল্. সি. আই. ই. কে টি। জন্ম ঃ হাওড়া—বামুন পাড়ায় খানাকুল কৃষ্ণনগরের সর্বাধিকারী বংশে, মৃত্যু ঃ সুরি লেন, কলিকাতা। পিতা ঃ রায় বাহাদুর সূর্যকুমার সর্বাধিকারী। প্রবেশিকা (১৮৭৬), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ (১৮৮২), এর্টর্নিশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৮২)। আইন ব্যবসায়ী। এবার্ডিন ও সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এল্ এল্. ডি উপাধি প্রাপ্ত (১৯১৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ফ্যাকাল্টি, সিণ্ডিকেটের সভ্য ও প্রথম বেসরকারী উপাচার্য (১৯১৪—১৮)। ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। এর্টর্নি এসোসিয়েসনের সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি (১৩৩৫-৩৯)। দক্ষিণ আফ্রিকায় (১৯২৫) ও জেনেভায় লীগ অফ্ নেশনস্-এর প্রতিনিধি (১৯৩০)। সংস্কৃত ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অন্যতম পরিচালক। সংস্কৃত ভাষা প্রসারে উদ্যোগী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় দৌত্য কাহিনী (১৯৩৩), ইউরোপে তিন মাস, জেনেভা ভ্রমণ (১৯৩৩), সনাতনী, স্মৃতিরেখা (১৯৩৩), Thoughts and problems, Europe in mass (১৯২০)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত লহরী।

দেবব্রত ঘোষ (২৪।১২।১৯৪২—)। বি. এ.। জন্ম ও নিবাস ঃ কৈপুকুর লেন, শিবপুর, হাওড়া। পিতা ঃ শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ, মাতা ঃ বিজলী। চাকুরীজীবী। মৃদঙ্গ, সাহিত্যবাণী, নন্দন, যুগান্তর, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্য ঃ রুখে দাঁড়াও (১৯টি কবিতার সংকলন—১৯৭৫), তার নয় (১৩৮০), সম্পাদক ঃ বারুদ (১৩৭৫)।

দেবব্রত চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতার পূর্বাভাস (১৩৮২)।

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ যখন জীবন যেখানে।

দেবব্রত বসু। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম ঃ প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী। বিপ্লবী নেতা। যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত। দলের মুখপত্র যুগান্তর পত্রিকার লেখক। আলিপুর বোমার মামলায়

অভিযুক্ত, দ্বীপান্তরিত। দ্বীপান্তর থেকে, ফিরে রামকৃষ্ণ মিশনে যুক্ত।

দেবব্রত বাগচী (২০শে শ্রাবণ—, ১৯৬৪ খ্রীঃ—)। কবি। পিতা ঃ হিরন্ময় বাগচী। আদি নিবাস ঃ বাগচী যমসেরপুর গ্রাম, নদীয়া। হাওড়ার 'শব্দের ঝংকারে' পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত শব্দের ঝংকার, দীপালোক, বিদ্রোহী মসী, প্রান্তর, প্রান্তিক, দোপাটি, প্রিয়ভূমি, চাষীভাই, বলাকা, খুশি, মেঘলা আকাশ, জনগণ, রঞ্জিকা, নতুন প্রভাত, শঙ্খচূড় প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ দীপালোক।

দেবব্রত বিশ্বাস (২২।৮।১৯১১—১৮।৮। ১৯৮০)। জন্ম ঃ বরিশাল শহরে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস ঃ কিশোরগঞ্জ মৈমনসিংহ। নিবাস ঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা (১৯৪২—৮০)। পিতা ঃ দেবেন্দ্রমোহন বিশ্বাস। মাতা ঃ অবলা। জর্জ বিশ্বাস নামে পরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ. (১৯৩৩)। হিন্দুস্থান জীবনবীমা কোম্পানীর (পরে কর্পোরেশনের) করণিক (৩৭ বৎসর, ১৯৭১ পর্যন্ত)। অকৃতদার, গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা। বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়ক। ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রী বঙ্গসঙ্গীত গায়িকা মাতার নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। শেষ স্বরচিত ও নিজের সুর দেওয়া গান ঃ 'ওরা কারা আমাকে গাইতে দিল না, আমি গাইতাম পারলাম না।' রেকর্ডে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সংখ্যা ৩০০। প্রথমে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। পরে কমিউনিষ্ট্ পার্টির সঙ্গে সংশিলষ্ট (১৯৪২), রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য এবং দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর স্নেহধন্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অন্তরঙ্গ চীন (১৯৭৮), ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত (আত্মজীবনী, ১৩৮৫)।

দেবব্রত ভট্টাচার্য। সম্পাদক ঃ অশ্রু হল বারুদ।

দেবব্রত মল্লিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দেশ বিদেশের গাইড্ (১৩৮৫)।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯২০—)। কার্টুনিষ্ট্, চিত্রশিল্পী ও গ্রন্থকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ধারা থেকে মান্ডু। রূপকথা, বাঘ ও অজন্তা, গাঙ্গেয়। সম্পাদক ঃ দর্শক।

দেবব্রত রেজ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রাণ পাথেয়, স্বপ্নলোকের চাবি।

দেবব্রত সরদার (১৮।১।১৩৫৮—)। পিতা ঃ পরশুরাম সরদার, মাতা ঃ উত্তরা। নিবাস ঃ পুনপুয়া, থানা ঃ জয়নগর, ২৪ পরগণা। সংহতি, শ্রীভারতী, প্রবর্তক প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন, কলিকাতা সাহিত্যিক, পূর্ণিমা মিলন প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত কাব্য ঃ মন ও মালঞ্চ (১৩৮২)।

দেবব্রত সান্যাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির হিসাব রক্ষক।

দেবব্রত সিংহ ঠাকুর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিষ্ণুপুর ঘরানার উৎপত্তির ইতিহাস।

দেবব্রত সুর চৌধুরী (১৯১৮—)। জন্ম ঃ কুমিল্লায়। বর্তমান নিবাস ঃ নবগ্রাম, হুগলী। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রমিক শ্রেণীর নেতা। মানবেন্দ্র রায়ের ছাত্র। নাট্যামোদী,—'নবনাট্যম্'-এর নট, নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও গল্প লেখক—অনুবাদক, দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, ষ্টেট্সম্যান, প্রভাতী, জিজ্ঞাসা, অনুবাদ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ উত্তর সাহিত্য (১৯৫৭—৫৮)। প্রকাশিত নাটক ঃ অসহায়, জীবনায়ন, পোষ্টার কষ্ঠিপাথর, সাগ্নিক, নিশীথ নগরী, কদাচিৎ, দেশ ও আমি, শরৎচন্দ্র, উদ্ধার, ঘরভাড়া

(চিত্ররূপ কাঁচামিঠে) প্রভৃতি।

(ডঃ) দেবব্রত সেন (২৩।৬।১৯৩০—)। জন্ম ঃ সেনহাটি, খুলনা, বাংলাদেশ। পিতা ঃ শ্যামাপদ সেন। বর্তমান নিবাস ঃ নেহেরু কলোনী, দমদম, ২৪ পরগণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ. ও ডি. ফিল্। শ্রীরামপুর কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, হুগলী মহসিন কলেজ ও কলিকাতা মৌলনা আজাদ কলেজের অধ্যাপক (১৯৫১—৮২), বর্তমানে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতীয় দর্শন।

দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শক্তিদর্শন, শাক্ত কবি।

দেবল দেববর্মা। প্রকৃত নাম ঃ অজিত চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অথৈ জলের মানিক, বাড়ি, রাত এখন দশটা (রহস্য উপন্যাস) প্রভৃতি।

দেবল রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নৃত্যকলা।

দেবলীনা ঘোষ। প্রকাশিত অনুবাদ কাব্য ঃ দেশে ফেরার খাতা (১৩৮৫)।

দেবশঙ্কর মিত্র (১৮৯৩—১৯৬৭)। জন্ম ঃ বৈদ্য বাটির মিত্র বংশে, মৃত্যু ঃ কলিকাতায় দৌহিত্রী অর্চনা মিত্রের বাড়ীতে। পিতা ঃ ব্যারিষ্টার নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মাতা ঃ মাখনমণি। ব্যবসায়ী। শেষজীবনে সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে কাশীনিবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিচার সাগর (মহাত্মা নিশ্চল দাসকৃত হিন্দী বিচার সাগরের বঙ্গানুবাদ)।

দেবানন্দ বর্ধন। রচনা ঃ শিবমাহাত্ম্য (রচনা কাল ১২৫১)।

দেবাপ্রফুল্ল মুহম্মদ। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ রাতকাণা জামাই (১৩১৫)।

দেবারতি মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আমার পুতুল, যুবকের স্নান, অন্ধস্কুলে ঘন্টাবাজে (কাব্য)।

দেবাশিস ঘোষ (১৯৪২—)। ছদ্মনাম ঃ জি দেবাশিসন, ডি. জি. রঞ্জনা আয়েঙ্গার, সুদর্শন পাঠক, বিশ্বনাথ ঘোষ। জন্ম ঃ লালমণির হাট। সাপ্তাহিক বার্তা ও জনপদ পত্রিকার সাংবাদিক। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ঃ সীমান্তক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ঋতুবিচিত্রা, নবজন্ম।

দেবাশিস চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চিন্তানায়ক বার্ট্রাণ্ড রাসেল (আনন্দ বক্সী সহ)।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (১।২।১৯৪২—) জন্ম ঃ ধেমো মেন কোলিয়ারী। নিবাস ঃ বিদেশীপাড়া, সিউড়ী, বীরভূম, আদি নিবাস ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায়। পিতা ঃ ডাঃ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ কল্যাণী। আসানসোল কোলিয়ারি অঞ্চলে বাল্যকাল অতিবাহিত। কলিকাতা হিন্দু স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৮), বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৬০) ও ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬৩), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে ২য় শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে একটি পত্রে সর্বোচ্চ নম্বরের জন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বর্ণপদক সহ এম্. এ. (১৯৬৫)। লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক (১৯৬৬) কিছুকাল পরে অধ্যাপনা ছেড়ে বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন কর্মের জন্য বাস। আনন্দবাজার পত্রিকার সাব্-এডিটর (১৯৭৭—)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বীরভূমের যমপট ও পটুয়া (প্রবন্ধ), হেমন্তের বিষ (কাব্য—১৩৮১)। সম্পাদক ঃ সন্ধ্যাভাষা (কলিকাতা)।

দেবাশিস মিত্র। সংকলক ঃ সাধক রামপ্রসাদ।

দেবাশিস রায় (২৯।৭।১৩৬৬ বঙ্গাব্দ—) জন্ম ঃ ইকড়া, বীরভূম। পিতা ঃ দেবদাস রায়। তরুণ কবি। বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা

প্রকাশিত।

দেবাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় (৮।৪।১৯১৫—)। ২৪ পরগণার হালতু নিবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ শতাব্দীর স্বপ্ন (গল্প), স্বর্ণাক্ষর (নাটক)।

দেবাংশু সেনগুপ্ত (৮।৪।১৯১৫—)। ছদ্মনাম ঃ দেব সেন। জন্ম ঃ কটক, উড়িষ্যা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র। কলিকাতা চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শতাব্দীর স্বপ্ন (ছোটগল্প ১৯৪০), হাল্কা সুরে (নাটক—১৯৫২)। স্বর্ণাক্ষর (নাটক ১৯৫৪), লোকশিক্ষা, মার্কস্ এর ক্যাপিটাল এর অনুবাদ (১৯৪১)।

দেবীদাস। রচনা ঃ প্রহ্লাদচরিত্র।

দেবীদাস ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপদ উৎস। সম্পাদক ঃ ধম্মপদ (ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য সহ)।

দেবীদাস শর্মা (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ নিকট মঙ্গলচণ্ডিকা।

দেবীদাস সেন (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ শ্রীমন্তের চৌতিশা।

দেবীদাস হালদার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নবসুর ও স্ফুলিঙ্গ (কল্যানী হালদার সহ)।

দেবীনন্দন। রচনা ঃ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড (লিপিকাল—১২১৫)।

(ডঃ) দেবীপদ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র (১৯৮২), উপন্যাসের কথা। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, গিরিশ রচনাবলী ৫ খণ্ড (সাহিত্য সংসদ)।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (×।১।১৮৫৫/ ১২৬০—৪।১০।১৯২০ / ১৮।৭।১৩২৭)। জন্ম ঃ বরিশালের কালীপুরে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ঃ উলপুর, ফরিদপুর। মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ রামচন্দ্র (বসু) রায়চৌধুরী। ফরিদপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৮৭৫)। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে চার বৎসর অধ্যয়নের পর শারীরিক অসুস্থতার জন্য ছাত্রজীবনের সমাপ্তি। কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী। সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী,—পরে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান। ভারত সুহৃদ নামে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক (১৮৭৩), পরে নব্যভারত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক (১৯২০-১৩২৭)। পত্রিকা প্রকাশের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। বিধবা ভগিনী বিরজার ব্রাহ্মমতে পুনর্বিবাহের ব্যবস্থাপক। ঔপন্যাসিক। উপন্যাসগুলি দেশকালোপযোগী শিক্ষামূলক হওয়ায় গুরুভার। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ ভিখারী (১২৮৮), অপরাজিতা (১৮৯০), নবনীলা (১২১২), মুরলা (১২০৯), পুণ্যপ্রভা (১৩০৩), বিরাজ মোহন (১৮৭৮), শরচ্চন্দ্র ২ খণ্ড (১৮৭৭-৭৮), সন্ন্যাসী (২য় সং ১২৮৮), যোগজীবন (১২৯৮)। অন্যান্য গ্রন্থঃ সোপান, বিবেক বাণী, বিবাহ সংস্কারক, ভ্রমণ বৃত্তান্ত (উৎকল), দ্যুতি, দীপ্তি, প্রসূন, প্রণব, সাণ্ত্বনা, শান্তিবন, জ্যোতিকণা, প্রসাদ প্রভৃতি।

দেবীপ্রসাদ গাঙ্গুলী (১৮।৩।১৩৪৮ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম ঃ শালপাড়া, পোঃ পেন্দা, জেলা ঃ পুরুলিয়া। পিতা ঃ বিভূতি ভূষণ গাঙ্গুলী, মাতা ঃ নির্মলা। মানবাজার রাধামাধব উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ (১৩৬৫)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগে গ্রাম সেবক পদে কর্মরত। প্রকাশিত কবিতা সংকলন ঃ চয়নিকা।

(ডঃ) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯।১১। ১৯১৮—)। এম. এ., পি. এইচ. ডি.। জন্ম ঃ

কলিকাতা, নিবাস : ১১বি, চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা—২১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সিটি কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক। ১৪টি প্রকাশিত গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : যে গল্পের শেষ নেই ২ খণ্ড (ইতিহাস—১৯৫১), নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ, লোকায়ত দর্শন (দর্শন ১৯৫৬), যে যুগে মায়েরা বড়। কয়েকটি নাটক (কাব্য-১৯৪২), পুরানো প্রশ্ন বা নূতন পৃথিবী (১৯৫৪), ফ্রয়েড্ প্রসঙ্গে (১৯৫১), ভববড় খণ্ডন (দর্শন—১৯৫১)। সম্পাদক : পৃথিবীর ইতিহাস (রামকৃষ্ণ মৈত্র সহ)।

দেবীপ্রসাদ নন্দ (২৮।৯।১৩৩৫ বঙ্গাব্দ—) বি. এস্ সি, বি. এ.। জন্মস্থান ও পৈতৃক নিবাস : পূর্বেশ্বর বর্তমান নিবাস : বসিরহাট, ২৪ পরগণা। পিতা : জ্যোতিপ্রসাদ নন্দ, মাতা : মনোরমা। অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : শাশ্বতী (১৯৭৭), সপ্তমুখী (তিনটি কাব্য নাট্যের সংকলন ১৩৮৫)। সম্পাদক : সাপ্তাহিক গণসমাজ (১৯৬৮), আগামী দিন ১৯৫৬)।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬—)। জন্মস্থান : দক্ষিণ কলিকাতা। নিবাস : ৮০, গঙ্গাপুরী, পূর্বপুটিয়ারী, ২৪ পরগণা। চন্দননগর কলেজের অধ্যাপক। প্রথম প্রকাশিত রচনা গল্প। প্রথম প্রকাশিত কবিতা : 'ভোর' ময়ূখ পত্রিকার প্রকাশিত (১৯৫৩।৫৪)। প্রকাশিত কাব্য : নীলাম্বরী (১৯৫৭), কেবল দেখেছে শিয়র লতা, বৃষ্টির শব্দ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫৯), কবিতা (১৯৫৬—৬২), নীল সমুদ্র লোনা জল, রূপালি মুকুট।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিকারের বিচিত্র কাহিনী, বাঘ ও বাঘিনী (শিকার কাহিনী)।

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৪।৪।১৯৩৭—)। জন্ম : ২৪ পরগণার বসিরহাটে মাতুলালয়ে। আদি নিবাস : মাদারিপুর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : ৪৭।৩, শংকর হালদার লেন, কলিকাতা—৫। পিতা : সুরঞ্জন ভট্টাচার্য, মাতা : শোভারাণী। কলিকাতা শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫২), স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৬), মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে বি এ. (১৯৫৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ থেকে এল. এল. বি (১৯৬৬)। কলিকাতা হাইকোর্টে ও সিটি কোর্ট সমূহে আইন ব্যবসায়ী (১৯৬৯—)। স্বস্তিকা, দেশ ও দশ, সোভিয়েত দেশ, সাপ্তাহিক বসুমতী, বিশাখা, ঐকতান, ঘরোয়া, অনুভব, সাম্প্রতিক, ধ্বনি, জনসেবক, আজাদ, মন্দিরা, সিনেমা জগৎ, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প কবিতা ও উপন্যাস লেখক। প্রকাশিত উপন্যাস : টেরেসা (১৩৮৯)।

দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (২২।১২। ১৩৩৭—)। জন্মস্থান : খুলনা জেলায়। দেওঘর সৎসঙ্গ নিবাসী। পিতা : হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা : দুর্গাবতী দেবী। সংস্কৃতে অনার্স সহ বি এ.। শ্রীশ্রী-ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের বাণীর অনুলেখক। সৎসঙ্গের কর্মী। ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বোধাঞ্জলি (১৩৭১), ইষ্টভৃতি মহাযজ্ঞ (১৩৭১), ধ্রুববিজ্ঞান (১৩৭৫), সন্ত সদগুরু সৌরভ (১৩৭৬), বোধায়নী (১৩৮১), বিবাহ পরিচয় (১৩৮৮)। সম্পাদিত পত্রিকা : আলোচনা (১৩৬৯—৭০)।

দেবপ্রসাদ মুনসী (১৯শ শতকের ১ম ভাগ)। জন্ম : আঘালিয়া, শ্রীহট্ট।

কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সী। বহুভাষাবিদ। রচনা ঃ ইংরাজী, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও উর্দু ভাষার সমন্বয়ে 'পলিগ্লট গ্রামার' (polyglot grammar)।

দেবীপ্রসাদ মৈত্র (২৭।৮।১৯৩৮—) এম এ. (ইংরাজী)। জন্ম ঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। বর্তমান নিবাস ঃ কলিকাতা। পিতা ঃ কুঞ্জলাল মৈত্র। চাকুরীজীবী। প্রকাশিত কাব্য ঃ রোদের মধ্যে যেতে যেতে (১৯৭২)।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী (১৮৯৯—১৪।১০।১৯৭৫ / ২৭।৬।১৩৮২)। জন্ম ঃ রঙ্পুর তাজহাটের রাজবাড়ীতে মাতুলালয়ে। পিতা ঃ ২৪ পরগণার ডায়মণ্ড হারবার মুড়াগাছার জমিদার উমাপ্রসাদ চৌধুরী। পুত্র ঃ বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায় চোধুরী। ভাস্কর, চিত্রশিল্পী, বংশীবাদক দক্ষ শিকারী ও সাহিত্যিক। কলিকাতা সাউথ সুবারবন স্কুলের ছাত্র। চিত্রাংকনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের শিষ্য—ভাস্কর্যে হিরন্ময় রায় চৌধুরী ও একজন ইতালীয় শিল্পী সিবর বয়েজের ছাত্র। কলিকাতায় মিত্র ইন্স্টিটিউসনের শিল্প শিক্ষক,—মাদ্রাজে সরকারী কারুশিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (১২৯৮)। নিখিল ভারত ললিতকলা একাডেমির সভাপতি (৭ বৎসর)। জাপানের টোকিওতে শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা চক্রের সভাপতি ও ডিরেক্টর (১৯৫৫)। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এম. বি. ই উপাধিতে সম্মানিত। ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ (১৯৫৮) ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি লিট্. উপাধিতে সম্মানিত। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভাস্কর্য শিল্প প্রদর্শনীতে ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ পিশাচ। গল্প ঃ বল্লভপুরের মাঠ, বুভুক্ষু মানব, মাংসলোলুপ। নাটক ঃ নতুন হাওয়া, জঙ্গল শিকার কাহিনী. জিনিয়াস, রিকসাওয়ালা, পোড়ে বাড়ি।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পদার্থের ধর্ম। সংকলিত গ্রন্থ ঃ পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা।

দেবীবর ঘটক (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী)। পিতা ঃ সর্বানন্দ। মৌলিক উপাধি ঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজের বিবাহ ব্যাপারে মেলবন্ধন রীতির প্রবর্তক। বাঙ্গালা ভাষায় কুলজীগ্রন্থ রচয়িতা। রচনা ঃ মেলবন্ধ, প্রকৃতি পালটি নির্ণয়, ভাগভাবাদি নির্ণয়।

দেবী রায় (৪।৮।১৯৪০—)। জন্ম ও নিবাস ঃ হাওড়া। পিতা ঃ যুগলকিশোর রায়, মাতা ঃ রজনী। হাওড়া ধরনীধর মল্লিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়নের পরে লেখাপড়ায় ছেদ। বহিরাগত ছাত্র হিসাবে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৫৮)। নরসিংহ দত্ত কলেজ থেকে আই এ. পাশ (১৯৬০)। সিটি কলেজে বি. এ. পড়া অসম্পূর্ণ। স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার পূর্বেই ছোট এন্জিনিয়ারিং কারখানায় বয় বা হেল্পারের চাকুরিপ্রাপ্ত। আই. এ. পড়ার সময় কলিকাতায় ডাক পিওনের চাকুরি প্রাপ্ত। পরে বর্ধমানে ডাক বিভাগের কেরানী—বর্তমানে হাওড়া শহরে ডাকবিভাগের কেরানী। বহু পত্র-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ কলকাতা ও আমি (১৯৬৮), শবযাত্রায় প্রথম চীৎকার কারী, মানুষ মানুষ (১৯৬৭), সাম্প্রতিক তিন জন (শম্ভু রক্ষিত ও সুব্রত ঘোষের সঙ্গে ১৯৭৩), দেবী রায়ের কবিতা (১৯৮০), নাটক ঃ উপনরক।

দেবদু গোস্বামী (১৯৫০—) বি. এ.। জন্ম ঃ বাঘনাপাড়া, বর্ধমান। নিবাস ঃ কোন্নগর, হুগলী। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক.—কেরানী। নন্দন, ক্রান্তিক, অপরাজিতা, চেতনা, কৃষ্টিদীপ প্রভৃতি লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে কবিতা ও গল্প লেখক। প্রকাশিত কাব্য ঃ সেদিনের তত্ত্বের বাকিটা, সময়কে ডাক দিয়ে।

দেবেন দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সুদূর বাঁশরী।

দেবেন শিকদার। বাংলাদেশ নিবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপমহাদেশে কমিউনিষ্ট বিভ্রান্তি ও চেতনা নিষ্ঠ ঐক্য প্রসঙ্গে (১৯৭৯)।

দেবেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ অহল্যা (১২৯৮), গায়ত্রী, বৈদেহী নির্বাসন প্রভৃতি।

দেবেন্দ্র কুমার বিশ্বাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস।

দেবেন্দ্রকুমার রায় (১৯ শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ কাঁচড়া পাড়া প্রকাশিকা (মাসিক —১২৮০)।

দেবেন্দ্র কৌশিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা (সত্যেন্দ্র পীবথুম সহ)।

দেবেন্দ্র চন্দ্র দত্ত। জন্ম ঃ মৈমনসিংহ বাংলাদেশ। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ নূপুর, পঞ্চদল (১৩৩১)।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি (১৫।৫।১৮১৭/×।২।১২২৩—১৯।১।১৯০৫ /৬।১০।১৩১২)। জন্ম ঃ কলিকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে। পিতা ঃ প্রিন্‌স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর, পুত্র ঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো হিন্দু স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র (১৮৩১)। কয়েক বৎসর হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের পরে পিতার বিষয় কর্মে ও ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশ —কার ঠাকুর কোম্পানীতে রমানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাংকের কর্মী। যশোরের রায় চৌধুরী বংশীয়া সারদা সুন্দরী দেবীর সঙ্গে বিবাহিত (১৮৩৪)। পিতামহীর মৃত্যুতে (১৮৩৫) জীবনের গতি পরিবর্তিত,—ধর্ম জিজ্ঞাসা প্রবল হওয়ায় সংস্কৃত শিক্ষা করে উপনিষদ পাঠে নিরত,—ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে তত্ত্বরঞ্জিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা (৬।১। ১৮৩৯),—পিতৃবন্ধু রাজা রামমোহন সংস্পর্শে এসে একেশ্বরবাদের প্রতি অনুরাগী। তত্ত্বরঞ্জিনী সভার পরিবর্তিত নাম তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা (১৩।৬।১৮৪০)। বাঙ্গালা ভাষা চর্চার উদ্দেশ্যে সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভার প্রতিষ্ঠাতা। অক্ষয় কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা (১৮৪৩)। ২০ জন বন্ধু সহ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত (২১।১২। ১৮৪৩), আদি ব্রাহ্ম সমাজের (১৮৬৬) ও বীরভূমে ভুবন ডাঙ্গা কিনে সাধন আশ্রমের (১৮৭৬) ও হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৪৬)। হিন্দু চ্যারিটেব্‌ল ইন্‌স্‌টিটিউসনের ও ন্যাশন্যাল এসোসিয়েসনের (১৮৫১) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ন্যাশন্যাল এসোসিয়েসনের (১৮৫১) ও তত্ত্ববোধিনী সভার (১৮৫৩) সম্পাদক। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্যাধ্যক্ষ (১৮৫৯), ইণ্ডিয়ান মিরর প্রকাশে (১।৮।১৮৬১) অর্থ সাহায্যকারী। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬৬)। সিংহল, চীন, ব্রহ্মদেশ, হিমালয় অঞ্চল প্রভৃতি ভ্রমণকারী। রাজা

রাধাকান্ত দেব কর্তৃক 'জাতীয় ধর্মের পরিরক্ষক' উপাধিতে ও ব্রাহ্মগণ কর্তৃক 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত (১৮৬৭)। প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন, স্বদেশ-প্রেমিক,—বিধবা-বিবাহে উৎসাহী,—বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের বিরোধী,—শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ কারী,—পিতার মৃত্যুর পর হিন্দু কলেজের পরিচালন সভার সদস্য,– বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্য সেবক। শ্রেষ্ঠ রচনা ঃ আত্মজীবনী। ভক্তিভাব, অকৃত্রিম ঈশ্বর বিশ্বাস ও ভাষার সারল্যগুণে বিশিষ্ট বাঙ্গালা গদ্যের একটি বিশিষ্টরূপ আত্মজীবনীতে প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ ২ খণ্ড (১৮৫০), আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৮৫২), ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০), ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (১৮৬১), ঐ ২য় (১৮৬৬), ব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট (১৮৮৫), মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ (১৮৬৭), ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী (১৮৬৩), পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬১), কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২), ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি (১৮৬৫), ভবানীপুর ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ (১৮৬৫—৬৬), ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১৮৬৪), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩), পরলোক ও মুক্তি (১৮৯৫), আত্ম-জীবনী (১৮৯৮), প্রবন্ধ সংগ্রহ, স্তুতি-মালা, বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, পত্রাবলী।

দেবেন্দ্রনাথ দাস (৬৷৮৷১৮৫৬—১৯০৮)। ডি. এন্. দাস নামে পরিচিত। পিতা ঃ কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীনাথ দাস। হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২য় স্থানের (১৮৭২), এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ. পরীক্ষায় ১ম স্থানের অধিকারী এবং গোয়ালিয়র মেডেল ও মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। দেশে প্রত্যাবর্তনের (১৮৮২) পর পাঁচমাস পরে পুনরায় সস্ত্রীক ইংলণ্ডে ইংরাজী, ল্যাটিন, গ্রীক ও ইতালীয় ভাষায় দক্ষতাপ্রাপ্ত। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপন্ন। কিছুকাল ইংলণ্ডে অধ্যাপক, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু ও ফারসী শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে স্কুল প্রতিষ্ঠাতা। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে সিটি ও রিপন কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মিরোগী (ইতালীয় নাটকের অনুবাদ), পাগলের কথা (আত্মজীবনী—১৯১০)।

দেবেন্দ্রনাথ নাথ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাঁই সিরাজ বা লালন ফকির।

দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতাঃ গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ স্বর্ণলতা (১৮৭৪), সতী কি কলঙ্কিনী (১৮৭৫)।

দেবেন্দ্র নাথ বসু (৮৷১৷১২৬৭ – ২৩৷৭৷১৩৪৫/৯৷১১৷১৯৩৮)। জন্ম ঃ কলিকাতা কাঁটাপুকুরের বসুবংশে। সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যাঙ্‌বাবু নামে পরিচিত। পিতা ঃ সাব্‌জজ্ পোপীনাথ বসু। নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ। পরে জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্ ইন্‌স্‌টিটিউসনে অধ্যয়ন। একাউন্‌টেণ্ট জেনারেল অফিসের কর্মী, পরে নিউম্যান কোং ও মিনার্ভা থিয়েটারের কর্মী—কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারি। স্বামী সারদানন্দের শিষ্য। বহু সংখ্যক গল্প উপন্যাস, জীবনী ও নাটক রচয়িতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বাঁসফুল,

চণ্ডীরক্কা, গোপালের মা, পরমহংসদেব (১৩২৯), শ্রীকৃষ্ণ, বরমাল্য, শকুন্তলায় নাট্যকলা। অনুবাদঃ ওথেলো, এণ্টনি ও ক্লিয়োপেট্রা। সম্পাদকঃ নলিনী (১২৮৭)।

দেবেন্দ্রনাথ বসু। পিতাঃ নীলরতন বসু। প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসুর অনুজ। অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থঃ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। সম্পাদকঃ মাসিক শিক্ষাদর্পণ (১৩০১)।

দেবেন্দ্রনাথ বিশবাস। সম্পাদকঃ বিজ্ঞান ভারতী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ মানব কল্যাণে রসায়ণ।

দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। গীতাভিনয় লেখক। প্রকাশিত গীতাভিনয়ঃ গুরুদক্ষিণা (১৯০৭), নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি। নাট্যগুণের আধিক্য গীতাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য।

দেবেন্দ্রনাথ মহাপাত্র (?—১৯৫১)ঃ জন্মঃ মেদিনীপুরের আড়শেয়াল গ্রামে। পিতাঃ প্রেমচাঁদ মহাপাত্র। আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ কোহিনুর মণি কাহিনী।

দেবেন্দ্র নাথ মহিন্তা। মূল ফার্সী থেকে সাদীর কবিতার অনুবাদক। অনুবাদ কবিতাগুলি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩১৮ – ১৯)।

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৯০—)। কৃষিতত্ত্ববিদ। নবদ্বীপ থেকে সাহিত্য বিশারদ উপাধিপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ ভুলের ফসল, শস্যবাগান পঞ্জিকা, ফুলের বাগানের কাজ, চাষের পাঁজি, ফলের বাগানের ক খ গ, শাক সব্জির বাগান, Grow more food.

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র এম্. এ. (১৯১৯), বি. এল্. (১৯২৫)। জন্মঃ মেদিনীপুরের ধুমুর্ষাগড়। পিতাঃ জমিদার কাশীনাথ মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থঃ কৌতুক কথা, গল্প ঝরণা, অঞ্জলি, কাকলি মঞ্জুলিকা।

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদকঃ মাসিক উদ্দীপনা (১৩০৪)। প্রকাশিত উপন্যাসঃ রুম নাম্বার ১১১, শান্তিমঠ (শিবনাথ শাস্ত্রীর মেজবৌ এর উপসংহার ১৮৮৭)।

দেবেন্দ্রনাথ রায় (৯।৯।১৩০১ বঙ্গাব্দ—৯।২।১৯৬৯ খ্রীঃ)। জন্ম ও মৃত্যুর স্থানঃ কামার গ্রাম, বোয়ালমারী, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। পিতাঃ ত্রৈলোক্যনাথ রায়, মাতাঃ প্রেমদাবালা। চিকিৎসক ও নাট্যকার—কৃষ্ণযাত্রার পালা লেখক। প্রকাশিত কৃষ্ণযাত্রাপালাঃ বর্ষণকুমারী (১৩৩৬), হরিবৈদ্য (১৩৪০), মান বিচ্ছেদ (১৩৪২), নূতন নিমাইসন্ন্যাস (১৩৪৩), শ্রীকৃষ্ণ যমুনা (১৩৪৫)।

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮—২১।১১।১৯২০)। ছদ্মনামঃ কমলাকান্ত শর্মা, কাকাতুয়া দেবশর্মা, মেঘনাদ শত্রু। জন্মঃ উত্তর প্রদেশের গাজীপুরে। পিতাঃ গাজীপুরের চিনি ও তুলা ব্যবসায়ী লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। পৈতৃক নিবাসঃ বলাগড়, হুগলী। পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৭২), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৮৭৪), ইংরাজীতে অনার্স সহ প্রাইভেটে বি.এ (১৮৮৬), এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চস্থান অধিকার করে ইংরাজীতে এম্. এ. (১৮৯৩), আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল (১৮৯৪)। শ্রীকৃষ্ণমিশন ও কলিকাতায় শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালার (বর্তমান নামঃ কমলা হাইস্কুল) প্রতিষ্ঠাতা (১৯০০), শ্রীকৃষ্ণরিভিউ পত্রিকার প্রকাশক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নব্যভারত, সাহিত্য, প্রদীপ, পুণ্য, জাহ্নবী, বাণী, মানসী, মানসী ও মর্মবাণী, প্রবাসী, ভারতী, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লেখক। রবীন্দ্র যুগের

অন্যতম প্রতিভাবান কবি। ২১টি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। কবি বিহারীলালের শিষ্যস্থানীয় রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত কবি। সৌন্দর্যের পূজারী ও কুসুমপ্রিয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য, নরনারীর সংসারজীবনের লীলা ও নারীমহিমার রূপকার মাইকেল মধুসূদন ও বিহারীলালের রীতির সংমিশ্রণে দাম্পত্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রীতি ও ভগবদ্ভক্তির প্রকাশে কবিতাগুলি স্বতন্ত্রতা-প্রাপ্ত। প্রকাশিত কাব্য ঃ ফুলবালা (১৮৮০), উর্মিলা কাব্য (১৮৮১), নির্ঝরিণী (১৮৮১), অশোকগুচ্ছ (১৯০২), অপূর্ব নৈবেদ্য (১৯১২), অপূর্ব শিশুমঙ্গল (১৯১২), অপূর্ব বীরাঙ্গনা (১৯১২), গোলাপগুচ্ছ (১৯১২), শ্যামা মঙ্গল (১৯১২), কালিকা মঙ্গল, গণেশ মঙ্গল (১৯১২), অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা (১৯১৩), পারিজাতগুচ্ছ (১৯১২), শেফালি-গুচ্ছ (১৯১২), গৌরাঙ্গ মঙ্গল (১৯১২), হরিমঙ্গল (১৯০৫), জগদ্ধাত্রী মঙ্গল (১৯১২), জ্ঞানদা মঙ্গল (১৯১২), কার্তিক মঙ্গল (১৯১২), খ্রীষ্টমঙ্গল (১৯১২), শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল (১৯১২), হাস্যরসাত্মক গল্প ঃ দগ্ধকচু (১৯১২)।

দেবেন্দ্র বিজয় দাশ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কেরাণী বাবু।

দেবেন্দ্র বিজয় বসু এম্. এ. বি. এল্.। জন্ম ঃ দেবানন্দপুর, হুগলী। বর্ধমানের সাব্জজ্। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সমাজ ও আদর্শ, শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার ব্যাখ্যা, প্রতিমাপূজা (কাব্য)। সম্পাদক ঃ ভারত-চন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বঙ্গবাসী প্রকাশিত—১৮৮৬)।

দেবেন্দ্র মৈত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ব্রড্গেজ মিটার সেজ (রম্যরচনা)।

দেবেন্দ্র মোহন চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাধনা ও পরমানন্দ।

দেবেন্দ্র সিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তুলসী দাস।

দেবেন্দ্র সেন (১৮৯৯—২৯।৪।১৯৭১) বি. এ.। জন্ম ঃ ফরিদপুরে। পিতা ঃ দ্বারিকানাথ সেন, এম্. এ। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারাদণ্ডিত (১৯৩০)। শ্রমিক আন্দোলনের নেতা—এম্. পি. (১৯৬৭)। প্রকাশিত বাঙ্গলা গ্রন্থ ঃ গল্পে ভারতের ইতিহাস।

দেবেশ দাশ (১।৯।১৯১১—)। নিবাস ঃ কে-৩৬৬, নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৫৩। পত্নী ঃ কথা সাহিত্যিক কমল দাশ। প্রেসি-ডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ.। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য শ্রীম'র ছাত্র। শ্রীম'র প্রেরণায় বিলাত গমন। টাটা বৃত্তিলাভ করে বিলাত গমন ও আই. সি. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আসামে আই. সি. এস্. চাকুরিতে যোগদান (১৯৩৪), শিলং এ স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগে যোগদান. বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র ও রাজনীতিক বিভাগে আণ্ডার সেক্রেটারি ও ডেপুটি সেক্রেটারি (১৯৩৮—৪২), আসাম সরকারের ডেভেলপ্-মেন্ট কমিশনার ও চীফ্ সেক্রেটারি (১৯৪৮), কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ দপ্তরে যুগ্ম-সেক্রেটারি (১৯৫১)। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকারী। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি (১৯৫২) ও জয়পুর অধিবেশনের মূল সভাপতি (১৯৫৩)। খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক। অক্স্ফোর্ড, নিউইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া ও প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার আমন্ত্রণে ভারতীয় ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা দান। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রম্যরচনা ঃ ইয়োরোপা (১৯৪০), রাজোয়ারা (১৯৫৩), রাজসী

(১৯৫৫), পশ্চিমের জানালা (১৯৬০)। উপন্যাসঃ অর্ধেক মানবী তুমি (ব্যঙ্গ—১৯৫৪), রক্তরাগ (২য় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় নেতাজীর ভারত আক্রমণের কাহিনী সহ (১৯৫৫), জীবনের চেয়ে বড়ো (১৯৭৭), আগ্রাষ্টাইল (১৯৮১)। গল্প ঃ রোম থেকে রমনা (১৯৫৪), সেই চিরকাল (১৯৫৭), সেই কলকাতা (সরস গল্প—১৯৬৪)। কবিতা ঃ সুদূর বাঁশরী (১৯৫৭), প্রথম ধরেছে কলি (১৯৬০)। প্রবন্ধ ঃ বৃহত্তর বাঙ্গালী (১৯৮৪)।

দেবেশ রায়। ছদ্মনাম ঃ বেদুইন। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। রাজনীতি বিষয়ে প্রবন্ধ ও রহস্য উপন্যাস লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সিয়া একটি গোপন চক্র, মানুষ খুন করে কেন (উপন্যাস—১৯৭৬), হ্যানয় থেকে সায়গন, গ্ল্যামার গার্ল, এই শহরে, বাদশা বেগম নফর, যশাইতলার ঘাট, পথে প্রান্তরে, এজীবন নাটক নয়, আমি রেজিদ্যব্রে, যযাতি, দেবেশ রায়ের গল্প।

দৈবকীনন্দন (১৭শ শতাব্দী) কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক মহাভারতের অনুবাদক। কবির নাম ঃ নিমাই, মাতা ঃ দৈবকী। ভণিতায় অপর নাম ঃ দৈবকী কোঙার। পুত্র ঃ চিন্তামণি ও দামোদর। রচনা ঃ কর্মপর্ব (মল্লভূমে রচিত)।

দৈবকীনন্দন কবিশেখর (১৭ শতাব্দী)। রচনা ঃ গোপাল বিজয় কাব্য। কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের প্রভাব বর্তমান।

দৈবকীনন্দন, কবিবল্লভ। জন্ম ঃ বৈদ্যপুর। রচনা ঃ শীতলা মঙ্গল।

দৈবকীনন্দন দাস (১৬শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ কুমার হট্ট বা হালিশহর। জাতিতে ব্রাহ্মণ। গুরু পুরুষোত্তম দাস। রচনা ঃ সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণবাভিধান, বাঙ্গালা ভাষায় বৈষ্ণব বন্দনা, পদাবলী। গৌরপদ তরঙ্গিণীতে এঁর পাঁচটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ উদ্ধৃত।

দ্বৈপায়ন (৩০।৭।১৩৪৬ বঙ্গাব্দ—)। প্রকৃত নাম ঃ শ্যামাপদ দাশ। জন্ম ঃ চতুষ্পাঠী লেন, বৈদ্যবাদী, হুগলী। আদি নিবাস ঃ মিত্রপাড়া, নৈহাটী, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ নন্দলাল দাশ, মাতা ঃ পদ্মাবতী। সংবাদপত্রের হকার। মুদির দোকানের কর্মচারী—পেশাদার যাত্রাভিনেতা—বর্তমানে পূর্বরেলের কর্মচারী। দৈনিক 'স্বাধীনতা'র কিশোর সভায় প্রথম রচনা প্রকাশিত। মাসিক বসুমতী দৈনিক বসুমতী, শিশুসাথী, শতরঞ্চ, বন্দনা, ঘরোয়া, নবান্ন, ভারতী, ঘরনী, খেলাঘর (বাংলাদেশ) প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ সাথী (১৩৮০), খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ রাজ দরবার (১৩৭৬), একাকী অন্ধকারে (১৩৭৯), হারেমের কোহিনূর (১৩৭৪), ভাব ভালবাসা (১৩৮১), ঘেরাও (১৩৭৬), সেদিন সন্ধ্যায় (১৩৮০), দুঃস্বপ্নের রাত্রিশেষে (১৩৮৫), রাজতরঙ্গিনীর দেশে (১৩৭৬), এই রোদ এই বৃষ্টি (১৩৭৫), রক্তস্নাতা মধুমতী (১৩৭৫), রক্তাক্ত গৌড় (১৩৭৫), জিনৎউন্নিসা (১৩৭২), মেঘনামতি (১৩৬৯), মেহের উন্নিসা (১৩৭১), মতিবাঈ (১৩৭৩), বর্গী এলো দেশে (১৩৭৮), বাঈজী থেকে বেগম (১৩৭৩), মোগল হারেম (১৩৭৪), সুতপুত্র কর্ণ আমি, ভীষ্ম নই আমি সত্যব্রত, অনুরাগের দিন।

দ্বৈপায়ন দাস (১৬শ/১৭শ শতাব্দী)। মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাসের পুত্র। নিবাস ঃ সিঙ্গী, বর্ধমান। রচনা ঃ মহাভারতের বনপর্ব, গদাপর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব।

দোনাগাজী চৌধুরী (১৭শ শতাব্দী)। ত্রিপুরার অধিবাসী। কবি আলাওলের দ্বারা

প্রভাবিত। রচিত কাব্য ঃ সয়ফুল মলুক বদিউজমাল (ফার্সী রোমান্টিক কাব্য অবলম্বনে রচিত)।

দোস্ত মোহম্মদ মৌলবি (১৯শ শতাব্দী)। রচনা ঃ খয়বরের জঙ্গনামা (১২৮৩)।

দৌলত আহমদ (১২৭১—×।৮।১৩৫১ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান ঃ কুলুবাড়ী, ত্রিপুরা (বর্তমান সোনামুড়া মহকুমায়), মৃত্যু ঃ সোনামুড়া। পিতা ঃ মহম্মদ হাছিম। ২৫ বৎসর বয়সে ত্রিপুরার আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে সোনামুড়া আদালতের উকিল। ন্যূনাধিক ৩০টি গ্রন্থের রচয়িতা। বক্‌বরক ভাষার ব্যাকরণ রচয়িতা। ৩৬ বৎসর বয়সে লক্ষ্মৌ এর জমিউতোল উলেমা থেকে এম্. এম্. দাহার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে কাব্যবিনোদ ও সাহিত্যরত্ন উপাধিপ্রাপ্ত, ত্রিপুরার খ্যাতনামা কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কুসুম মঞ্জরী (কাব্য—১৮৮৫), বক্‌বরক্‌থা ও ককমা কালাই ব্যাকরণ (১৯০০), জীবন মঙ্গল (১৯০৪), শোকগাথা (১৯০৯), রাজ উৎসব (১৯০৯), কুন্দকলি (১৯১৭), সুরগাথা, স্বপ্নদৃশ্য, মুকুর (১৯২১), নবাবী উৎসব, হর্ষাষ্টক, প্রাণ কাঁদে কেন, বঙ্গীভখারী, পুরুষ প্রসঙ্গ, ভূপৃষ্ঠ পরিচয়, নববোধ, বর্ণবোধ ১ম ও ২য় ভাগ, নমাজের উপদেশ, Stair Case Improvement প্রভৃতি।

দৌলত উজির (১৬শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম ঃ বহরাম খান। সুলতান হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম বিজয়ী হামিদ খানের বংশধর। পিতা ঃ মোবারক খান। জন্ম ঃ চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের নিজাম শাহ কর্তৃক দৌলত উজির উপাধিতে ভূষিত। রচিত কাব্য ঃ লয়লী মজনু। এই কাব্যে হোসেন সাহ ও উজির মহম্মদ খানের উল্লেখ আছে।

দৌলত কাজী (১৭ শতাব্দী)। জন্ম ঃ চট্টগ্রামের সুলতানপুরে সম্ভ্রান্ত কাজীবংশে। নানা বিষয়ে বিদ্যার্জনের পর ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে আরাকানের রাজধানী রোসাঙে গমন। চট্টগ্রামের রাজা শ্রীসুধর্মার (১৬১২-৩৮) সেনাপতি আসরফ খানের উৎসাহে হিন্দী কবি সাধনের মৈনাসত কাব্য অবলম্বনে 'লোর চন্দ্রানী ও সতী ময়না' কথ্য রচনায় আত্ম নিয়োগ। আকস্মিক মৃত্যুর (আঃ ১৬২২—৩৮) ফলে কাব্য অসম্পূর্ণ। প্রতিভাবান্ শক্তিশালী কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী দৌলতের রচনায় যথেষ্ট মৌলিকতা বর্তমান। সহজ সরস, বৈচিত্র্যময় ধ্বনিঝংকারময় তৎসমশব্দবহুল কাব্যে মানবমানবীর প্রেমের প্রশস্তিতে জয়দেব, বিদ্যাপতি, কালিদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতির প্রভাব বিদ্যমান। সতীময়না কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন কবি আলাওল।

দৌলতুন্নেছা খাতুন (১৯২২—)। জন্ম ঃ বগুড়া, বাংলাদেশ। সমাজকল্যাণে এম্. এ.। সমাজ সেবী ও রাজনীতিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ পথের পরশ (১৯৫৭), বধূর লাগিয়া (১৯৬২)। অনুবাদ ঃ গল্প মঞ্জুরী।

ধনকৃষ্ণ অধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ইউরোপের ডায়েরী।

ধনকৃষ্ণ সেন (১২৭১—১৩০৯ বঙ্গাব্দ) বি. এ.। জন্ম বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের নিকট খাঁড়গ্রামে। পিতা ঃ রামপরাণ সেন। জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়। বাল্যকাল থেকে কবিতা ও উপন্যাস লেখায় অভ্যস্ত। বর্ধমান রাজস্কুল থেকে প্রবেশিকা ও কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি এ. উত্তীর্ণ। বর্ধমানের সমুদ্রগড়ে তারাপ্রসন্ন রায়ের জমিদারীর ম্যানেজার (৪ বৎসর) ও শ্রীরামপুর

গোস্বামী এষ্টেটের সুপারিনটেনডেন্ট। বিখ্যাত যাত্রা নাটক রচয়িতা। যাত্রানাট্যে মতিলাল রায়ের প্রভাব বিদ্যমান। ভক্তিরস প্রাধান্য, লোক শিক্ষার আয়োজন, পুরাণ প্রসঙ্গ, তত্ত্বালোচনা, কথকতার রীতি, গদ্য এবং মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পদ্যসংলাপের মিশ্রণ, নাট্যগুণ প্রভৃতি গীতাভিনয় গুলির বৈশিষ্ট্য, প্রকাশিত যাত্রানাটক ঃ পাণ্ডব মিলন বা কর্ণবধ, গোবর্ধন মিলন, অনুধ্বজের হরিসাধন (রচনা ১২৯৯, প্রকাশ ১৩১১), বিল্বমঙ্গল (প্রকাশ ১৩১৪), রাবণের মোহ-মুক্তি, উমাতারা বা জটিল (প্রকাশ ১৩১৫), পরামুক্তি, সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক (১২৯৫), অভিমনু্যবধ, সত্যনারায়ণ লীলা (প্রকাশ ১৩১১), হংসধ্বজের মহামুক্তি (রচনা ১৩০৪, প্রকাশ ১৩১৪) ধর্মধ্বজ রাজার হরিবাসর, মহামিলন, মহাপরীক্ষা প্রভৃতি।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (×।৭।১৮৯১-১৫।৭।১৯৩৬)। জন্ম ঃ কলিকাতায়, মৃত্যু ঃ আমেরিকায়। পিতা ঃ আইনজীবী কিশোরী লাল মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ ভুবনমোহিনী, অগ্রজ ঃ বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। তমলুক হ্যামিলটন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৯০৯)। যন্ত্র বিদ্যা শিক্ষার জন্য জাপান ও পরে আমেরিকায় বাস,—আমেরিকান মহিলা বিবাহ করে স্থায়ীভাবে আমেরিকা নিবাসী। ট্রান্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি-প্রাপ্ত। রামকৃষ্ণমিশনের স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শিষ্য। ইংরাজী ভাষায় Castes and out Castes, Gay Neck, Jungle Beasts and man, Hari the Jungle god, The face of Silence, Divotional passages from the Hindu Bible প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ ঘরের ছেলে বাহিরে।

ধনঞ্জয় (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ লক্ষ্মী-মঙ্গল (পাঁচালী জাতীয় রচনা)।

ধনঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায় (২৩।৬।১৩১৮—)। জন্ম ঃ দরভপুর, হাওড়া, প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নিশির ডাক।

ধনঞ্জয় ঘোষ (৩।৭।১৩৬২—)। জন্ম ঃ মহিষাডহরী গ্রাম, বীরভূম। পিতা ঃ অনন্ত-রাম ঘোষ। কবি। গোধূলি, রাঙাভূমি ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। রাঙা-ভূমি পত্রিকার শাখা কার্যালয়ের পরিচালক। প্রকাশিত কাব্য ঃ কবিতা মুকুল (১৩৭৭)।

ধনঞ্জয় দাশ (১২।২।১৯২৭ / ২৭।১০। ১৩৩৩—) বি. এ. (অনার্স)। ছদ্মনাম ঃ বোধিসত্ত্ব, কলারসিক। জন্ম ঃ কালিকাপুর, খুলনা, বাংলাদেশ। পিতা ঃ ব্রজমোহন দাশ, মাতা ঃ সুবাসিনী। বর্তমান নিবাস ঃ কলিকাতা। চাকুরীজীবী ও সাংবাদিক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ সপ্তর্ষি (খুলনা ১৯৪৭-৪৮), উত্তর কাল (কলিকাতা—১৯৬১), নতুন পরিবেশ (কলিকাতা—১৯৬৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ বস্তুবাদী সাহিত্যবিচার ও অন্যমত (১৯৮২), মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ মহাচীন (১৮৬৪), শরসংধান (১৯৫৬), পালাতে পারি না। প্রবন্ধ ঃ ভারতের যাদুঘরে (১৯৬৪), মনীন্দ্র রায় ঃ কবি ও ব্যক্তিত্ব (১৯৭১), আমার জন্মভূমি ঃ স্মৃতিময় বঙ্লাদেশ (১৯৭১)।

ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার। নিবাস। হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গৌড়াধিপতি গোপাল ও দিব্যক পরিচিতি, বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস ২ খণ্ড।

ধনঞ্জয় দাস (১৭শ শতাব্দী)। রচনা ঃ কৃষ্ণভক্তিরস।

ধনঞ্জয় দাস (১৮শ শতাব্দী)। আর্যাছড়া

রচয়িতা।

ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা (৩০।৭।১৩০৮—২৭।১।১৩৯০) নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ৫৬ তম আচার্য। সুখচর কাঠিয়াবাবা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। চতুঃ সম্প্রদায়ের মোহন্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীশ্রীহংসভগবান ও তাঁহার উপদেশাবলী, শ্রীশ্রীসনকাদি চতুঃসন ও তাঁহাদের উপদেশাবলী, শ্রীশ্রীদেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী, শ্রীনিম্বার্ক—তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধন প্রণালী ৪ খণ্ড, নিম্বার্ক পদ্ধতি, ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ তথা চতুঃসম্প্রদার শ্রীমহন্ত ৩ খণ্ড, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য ও ব্রজ পরিক্রমা, কেশব কাশ্মীরী ভট্টজী মহারাজ।

ধনঞ্জয় বৈরাগী। তরুণ রায় দ্রষ্টব্য।

ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বঙ্গীয় নাট্যশালা।

ধনঞ্জয় সরকার (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক ঃ রাম বনবাস (১২৯০)।

ধনপতিবাগ (×।৯।১৯১৮—)। ছদ্মনাম ঃ সঞ্জয়। জন্ম ঃ শিবরামবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী। বর্তমান নিবাস ঃ শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পিতা ঃ কেদারনাথ বাগ, মাতা ঃ বাসন্তী দেবী। সিঙ্গুরের মহামায়া ইন্‌স্টিটিউসন ও কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নের পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৫), বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি এস্. সি. (১৯৩৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিদ্যায় এম্. এস্. সি. (১৯৪১) উত্তীর্ণ। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সংস্কৃতে ১ম স্থান অধিকার করায় পদকপ্রাপ্ত। স্বদেশী আন্দোলনে বালক স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে সংশ্লিষ্ট। বিশ্বভারতীতে পাঠ-ভবনের অধ্যাপক (১৯৪৩-৪৫), বিনয় ভবনের অধ্যাপক (১৯৪৫-৪৭), পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত মনোবিদ্যা বিষয়ে অধ্যাপক ও গবেষক (১৯৪৮-৫৩), বিশ্ব-ভারতীর বিনয় ভবনের অধ্যাপক (১৯৫৩-৫৪), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত মনোবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক (১৯৫৪-৫৫), বিশ্বভারতীতে প্রথমে সমাজ শিক্ষা শিক্ষণ কেন্দ্রে ও পরে সমাজ কর্ম (Social work) বিভাগের এবং দর্শন বিভাগের অধ্যাপক (১৯৫৫-৭৮)। মানসিক রোগের চিকিৎসক, রেজিষ্টার্ড মনঃসমীক্ষক, ভারতীয় মনঃ সমীক্ষণ সমিতির ও আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষক সংস্থার সভ্য। দেশ, নরনারী, প্রভাতী (পাটনা), কম্পাস, চিত্ত (মনোবিদ্যা সম্পর্কিত), উদীচী, Samiksha (Qty) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। গ্রন্থ ঃ আলেখ্য (সাঁওতালদের প্রকাশিত গ্রন্থ সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণা গ্রন্থ-১৯৬২), সাঁওতাল সমাজ সমীক্ষা (১৯৮৩), ডঃ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের Totem and Taboo-র বঙ্গানুবাদ (The Indian Psychological Society-র বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত)।

ধনবন্তকিশোর গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পরমাণু—উপাখ্যান।

ধরণী (১৭ শ শতাব্দী)। শ্রীনিবাস আচার্যের পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তা। বাঙ্গালাও ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচয়িতা। পদকল্পতরুতে এঁর চারটি পদ সংকলিত হয়েছে।

ধরণীধর সরকার। সম্পাদক ঃ মাসিক নবভারতী (১২৮৭)।

ধরণীধর সেন (১৯০৯—)। জন্ম ঃ গাজীপুর, উত্তরপ্রদেশ। পৈত্রিক নিবাস ঃ গুপ্তিপাড়া, হুগলী। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ভূতত্ত্বে অনার্স সহ বি এস্. সি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে এম্. এস্. সি ভূতত্ত্ববিজ্ঞানী। স্যার আশুতোষ পুরস্কার ও গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত,

প্রাগৈতিহাসিক অনুসন্ধানে যোগদান (১৯৩৫), উড়িষ্যা ময়ূরভঞ্জে খনন কার্যে নির্মল কুমার বসুর সহযোগী (১৯৩৯—৪০), বিদ্যাসাগর কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক (১৯৪০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক (১৯৪৮) ও রীডার। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতি (১৯৫৪)। দেশীবিদেশী বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: আদি মানব ও তুষার যুগ, অস্তি নর্মদাতীরে, বাঙালীর জাতি পরিচয়, কোলহাই হিমবাহের পথে, Excavation in Mayurbhanj, Studies in prehistory প্রভৃতি। সম্পাদক: Indian Anthropology.

ধরিত্রী কুমার পালিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিদ্যুৎগতি অভিযান—ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৭১)।

ধরেন্দ্র বালা সরকার। জন্ম: বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। পিতা: রাজা পূর্ণেন্দু দেবরায়, স্বামী: গিরীন্দ্র নারায়ণ সিংহ (রায়পুর)। মহিলা কবি। প্রকাশিত কাব্য: অশ্রুকণা, রেণুকণা।

ধর্মগুপ্ত (১৭ শ শতাব্দী)। নেপালের রাজা জয়াজুর্ন মল্লের সভাকবি। বালবাগীশ্বর নামে খ্যাত। পিতাঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজগুরু রামদাস। রচনা: রামাঙ্ক নাটিকা। নাটকটি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্রিত ভাষায় রচিত। নাটকের শেষ চার অংকের কথাবস্তু নেপালী বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

ধর্মদাস (১৮ শ শতাব্দী)। জাতিতে বেনে। নিবাস: বসর। রচনা: ধর্মমঙ্গল কাব্য (ব্রতকথা জাতীয় রচনা)। শ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মদাসের ভনিতা আছে।

ধর্মদাস বসু (১৮৫১—×।১১।১৯২৬)। জন্ম: চন্দননগর, হুগলী। পিতা: পার্বতীচরণ বসু। হুগলী কলেজ থেকে প্রবেশিকা (১৮৬৭), কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল্. এম্. এস্. (১৮৭৩) পাশ। ইংলণ্ডযাত্রী (১৮৭৫)। ইংলণ্ডে আই. এম্. এস্. পাশ (১৮৭৭)। দেশে ফেরার পরে ২৫ বৎসর বাঙ্গালা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে সিভিল সার্জেন। ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের ও রয়াল ইন্‌স্‌টিটিউট্ অব্ পাবলিক হেল্‌থ্-এর সদস্য। অবসর গ্রহণের পূর্বে লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট্ কর্ণেলের মর্যাদায় উন্নত (১৯০২)। শেষ জীবনে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধর্মজীবন, স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব, পারিবারিক প্রার্থনা ও ধর্মজীবন, Hygine and Public Health.

ধর্মদাস বৈদ্য। নিবাস: মন্দারনে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি। ধর্মদাস মালী (১৭ শ শতাব্দী)। নিবাস: শ্রীহট্ট। রচনা: হুসেন পর্ব (কারবালা কাহিনী)।

ধর্মদাস মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ: রুধিরে যাদের লাল হয়ে গেল, রক্ততিলক।

ধর্মদাস রায় (১২৭৬/১৮৬৯—৭।৯।১৩২৬/×।১২।১৯১৯)। জন্ম: ভাৎশালা, পূর্বস্থলী, বর্ধমান, মৃত্যু: কলিকাতার আহেরীটোলার বাসায়। পিতা: বিখ্যাত গীতাভিনয় যাত্রাকার ও গীতাভিনয় রচয়িতা মতিলাল রায়, মাতা: মনোমোহিনী। জন্মের অল্পকাল পরে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতামহী কাশীশ্বরী ও বিমাতা জ্ঞানদা সুন্দরীর দ্বারা লালিত। লেখাপড়া নগণ্য। ১৩ বৎসর বয়সে দুর্গাদেবীর সঙ্গে বিবাহ, অল্প বয়সেই ধর্মভাবের স্ফুরণ,—নবদ্বীপে থিয়েটারে অভিনয়,—

মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর নিত্য গোপাল বা জ্ঞানানন্দ অবধূতের নিকট দীক্ষা, —সখের যাত্রাদল গঠন,—গীতাভিনয় রচনা, —পিতা মতিলাল কর্তৃক অভিনয়ে শিক্ষা-লাভ,—মতিলাল কর্তৃক নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায় নামক যাত্রাদলের ভার পুত্রের হাতে অর্পণ (১৩০৯),—যোগ্যতার সঙ্গে যাত্রাদল পরিচালনা,—হাঁপের অসুখের জন্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়ের হাতে দলের ভারার্পণ (১৩২৪),—স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ওয়ালটেয়ারে বাস,—অবশেষে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরে মৃত্যু,—ধর্মদাসের জীবনালেখ্য। বাণীকণ্ঠ, কবিরত্ন, কবিশেখর, রচনাবিশারদ, শ্রীকণ্ঠ, গীতরঞ্জন, ভাবরত্নাকর, নট-চূড়ামণি প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত। সুদক্ষ অভিনেতা,—যাত্রাদল পরি-চালক ও গীতাভিনয় লেখক। প্রকাশিত গীতাভিনয়ঃ রত্নাকর উদ্ধার, শ্রীকৃষ্ণের গুরু-দক্ষিণা, করচ সংহার (প্রকাশ—১৩১৫), শ্রীকৃষ্ণের মথুরা বর্জন, কুন্তীর শিব সাধনা, চিন্তার চিন্তামণি লাভ। অপ্রকাশিত গীতাভিনয়ঃ দত্তাত্রেয়, প্রভাসে নর নারায়ণ, ভাগীরথী মহিমা, মহাবিদ্যা সুন্দর।

ধর্মদাস শূর (×।১১।১৮৫১—×।১১। ১৯২৬)। জন্মঃ চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ ধর্মজীবন, স্বার্থরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

ধর্মদাস সুর (১৮৫২—২৮।৭।১৯১০)। খ্যাতনামা অভিনেতা ও ষ্টেজ্ ম্যানেজার। ডাফ্ স্কুলের ছাত্র। ১৪ বৎসর বয়সে অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফীর আহবানে মঞ্চে অবতীর্ণ। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চ নির্মাতা (১৮৭২)। কম্বুলিটোলা স্কুলের শিক্ষক। ক্রমে স্থায়ি-ভাবে থিয়েটারের ম্যানেজার। ন্যাশন্যাল, গ্রেট্ ন্যাশন্যাল, ষ্টার, এমারেল্ড্, মিনার্ভা, কোহিনূর প্রভৃতি নাট্যমঞ্চের পরিকল্পনা-কারক ও নির্মাতা। ঢাকা দিল্লী লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে অভিনয়ের উদ্যোক্তা ও অভিনয়কারী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ আত্মজীবনী (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)।

ধর্মপাদ (১০ম শতাব্দী)। নামান্তরঃ গুণ্ডরীপাদ। সিদ্ধাচার্য,—চর্যাগীতি রচয়িতা।

ধর্মাধর মহাস্থবির। প্রকাশিত গ্রন্থঃ বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন।

ধর্মানন্দ মহাভারতী (×।১১।১২৫২—?)। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী। ইংলণ্ড, আমেরিকা, মিশর, পারশ্য, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, জাপান, সিঙ্গাপুর, ইটালী, জঞ্জিবার, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ভ্রমণকারী। বহু সাময়িক পত্রের লেখক,—গীতিকার। 'বাঙ্গালীর গান' এ এঁর অনেকগুলি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থঃ মুক্ত মাধব (আধ্যাত্মিক নাটক), ধর্মানন্দ প্রবন্ধাবলী, সিদ্ধান্ত সমুদ্র, হিন্দুজাতির বিবরণ, Yogi and his Message.

ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০—১৮৯৫)। জন্মস্থানঃ আবুরখিল, চট্টগ্রাম, পিতাঃ কালীচরণ বড়ুয়া। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পর সিংহলে ছয় বৎসর পালিভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র এবং শ্যামদেশে তিন বৎসর বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন। প্রকাশিত গ্রন্থঃ সূত্রনিপাত (পালি সুত্ত-নিপাতের সরল পদ্যানুবাদ—কলিকাতা ১৮৮৭), ধর্মপুরাবৃত্ত, সিঙ্গালক সূত্র, হস্ত সার ১ম (১৮৯৩)। অপ্রকাশিত গ্রন্থঃ শ্যামাবতী, জ্ঞান সোপান, সত্যসার, হস্তসার ২য় ও ৩য় ভাগ, মাতৃদেবী।

ধাড়ি হাম্বীর (১৬ শ শতাব্দী)। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের পুত্র, বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা। এঁর রচিত একটি গুরু

বন্দনার (শ্রীনিবাস আচার্যের) পদ পাওয়া গেছে।

ধীরাজ। প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। বর্ধমানের মহারাজ মহতাব চাঁদের সভার গায়ক। রাজ প্রদত্ত ধীরাজ উপাধিতেই পরিচিত। সঙ্গীত রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান'-এ এঁর পাঁচটি সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে।

ধীরাজ কুমার দে (১৯৫৫—) বি. কম্.। নিবাস : বরাহনগর, কলিকাতা—৩৬। পিতা : শিখর কুমার দে। গন্ধবণিক, সংহতি, বিদগ্ধ, নবনীতা, কলেজস্ট্রীট্, নতুন ভারত, যুগ প্রতিভা, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদক : ত্রৈমাসিক আগন্তুক (১৯৭৯—))।

ধীরাজ ভট্টাচার্য। খ্যাতনামা চলচ্চিত্রাভিনেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : চলচ্চিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রী (জীবনী)। যখন নায়ক ছিলাম : যখন পুলিশ ছিলাম।

ধীরানন্দ ঠাকুর। জন্ম ! জগদানন্দপুর, বীরভূম। অধ্যাপক—কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : মঞ্জরী, ছন্দসী। বিবিধ : বাংলা উচ্চারণ কোষ, সাহিত্যকী। সম্পাদিত গ্রন্থ : জগদানন্দ পদাবলী (১৩৬১)।

ধীরেন করগুপ্ত। কলিকাতা নিবাসী। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছুটির পড়া।

ধীরেন বল। কলিকাতা—বেলগাছিয়া নিবাসী। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : টইটুম্বুর।

ধীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : অসহায় পান্হ।

ধীরেন্দ্র চন্দ্র হোম—(১৪।১।১৯১৪—)। বোম্বাই নিবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য, কেরাণী রবীন্দ্রনাথ, বিষ, বহ্নি, বাসনা।

ধীরেন্দ্র নাথ অধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : হস্ত ও গ্রহ।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডি. জি. (২৬।৩।১৮৯৩—১৮।১১।১৯৭৮)। জন্ম : বরিশালের আলতাগ্রামে। পিতা : ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যমাগ্রজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে পাঠ সমাপ্তির পরে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে কলিকাতা আর্ট কলেজে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা (১৯১০—১৫)। চিত্রশিল্প ও অভিনয়ে দক্ষ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক নাটকে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ। আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পরে হায়দ্রাবাদে নিজাম আর্ট কলেজের শিক্ষক। মেক্-আপে দক্ষ। চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত। কলিকাতায় নীতীশ লাহিড়ীর সঙ্গে ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। বাঙ্গালা হিন্দী ও উর্দু ভাষায় ২৪ টি নির্বাক ও ২৫ টি সবাক চিত্রের পরিচালক। ডি. জি. নামে সুপরিচিত। চিত্রশিল্পী, মূকাভিনেতা, কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, কৌতুকশিল্পী ও মঞ্চাভিনেতা। চিত্র অবদানের জন্য পদ্মভূষণ (১৯৭৪) ও দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার (১৯৭৬) দ্বারা সম্মানিত। প্রকাশিত চিত্রপুস্তক : ভাবের অভিব্যক্তি, বিয়ে, ভালবাসা, ফুলসজ্জা, রংবেরং প্রভৃতি। গ্রন্থগুলিতে লেখকের হাস্যকৌতুক সৃজনদক্ষতার পরিচয় আছে।

(ডাঃ) ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২৫।১২।১৯১১—)। এম্. বি. ছদ্মনাম : মনোবিদ্, কর্ণাদ শর্মা, কুইক্সট, পর্যবেক্ষক। জন্ম : কাদিহাটি, দমদম, ২৪ পরগণা। পিতা : শৈলেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা : তরু। মনোরোগ বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। মনোরোগ চিকিৎসক,—কবি,—নাট্যকার, প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : মাসিক

প্রবাহ (১৯২৯—৩৩)। ত্রৈমাসিক মানবমন (১৯৬১)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: প্রেম (১৯৩৪), ছায়াপথ (১৯৩৬), লিখি ইতিহাস (১৯৪৪)। নাটক: মরুঝঞ্ঝা (১৯৬২), স্ত্রী চরিত্র (১৯৬৮), সম্রাট বা অপারেশন ফাউস্‌-টাস্‌ (১৯৬৯), লেলিন সরণি (১৯৭১), কসম (১৯৭২)। প্রবন্ধ: বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, মনের অসুখ (১৯৭৭), পাবলভ পরিচিতি।

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৯৮—১৫।৯।১৯৭৯) মৃত্যু: কলিকাতায়। দিল্লীর রামযশ কলেজ, দৌলতপুরের হিন্দু একাডেমি। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক নাটক, সাহিত্য প্রবেশন, মাইকেল জীবনের আদিপর্ব রক্তকরবীর তত্ত্ব ও তাৎপর্য, যুগসন্ধি (নাটক) ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস, সেক্‌স্‌পীয়র্‌ সনেট্‌স্‌ প্রভৃতি।

ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১০।১।১৩৩৭—)। ছদ্মনাম: ব্রক্রেশ্বর চক্রবর্তী। নিবাস: হিন্দ্‌মোটর, হুগলী। বর্তমান নিবাস: ভদ্রকালী, হুগলী। প্রকাশিত নাটক: অন্ধ বিহঙ্গ, প্রকাশ্য দিবালোক (১৩৮২)। সম্পাদিত পত্রিকা: ঝকমারি (১৯৫৭—৬২), কণিকা (১৯৬৭), বেতালকথা (১৯৫৭—৬২)।

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৮৮৪/১২৭৭—৩০।৪।১৯৩৮/১৭।১।১৩৪৫)। এম্‌. এ. বেদান্ত বাগীশ। জন্ম: মৈমনসিংহ টাঙ্গাইলের নাগরপুরে জমিদার বংশে। মৃত্যু: হাজারিবাগে। পিতা: মাধবলাল চৌধুরী, মাতা: দ্রৌপদী-সুন্দরী, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, ও দিল্লী হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ও পরে দিল্লী হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ —শেষে পাবনা এড্‌ওয়ার্ড কলেজের দর্শনের অধ্যাপক (১২ বৎসর)। কলিকাতায় ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সংস্কার ও সংস্করণ, মহাপুরুষ প্রসঙ্গ, ধর্মের তত্ত্ব ও সাধক, মৈত্র্যপণিষদ, In search of Jesus Christ.

(ডঃ) ধীরেন্দ্রনাথ দেবনাথ (১।১।১৯৩০—) এম্‌. এ. পি. এইচ্‌. ডি.। জন্ম: বাগেরহাট, খুলনা। নিবাস: গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা। পিতা: নেপালচন্দ্র দেবনাথ, মাতা: কুমুদিনী। অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু। সম্পাদক: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা।

ধীরেন্দ্রনাথ পাল (?—১৩১৭ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: যশোরে। কথা সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: গীতা (১৮৯১), সতী সন্ন্যাসিনী (১২৯৩), লক্ষ্মীনাথ (উপন্যাস), স্বামী স্ত্রী (উপন্যাস), আশালতা, ভ্রমর, মজলিস বেদিনী, সোনার সংসার, ফুলের হাওয়া, মরিয়ম জগৎ শেঠের কন্যা, বিষম বিষ (ব্যঙ্গ উপন্যাস ১৩১৩), হাওয়া ও জোসেফিন।

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২২।১২।১৮৯৫—) এম্‌. এ.। জন্ম: রামবাটী, ২৪ পরগণা। কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক। নিবাস: ১, রথীন ব্যানার্জি লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ: গীতা পথের ভূমিকা (১৯৫১), গীতা পরিচয় (১৯৫৩), আমাদের শত্রু।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস।

ধীরেন্দ্র লাল বিশ্বাস। (১।১।১৯০৪—)। নিবাস: গড়িয়া, কলিকাতা। কল্লোলযুগের কবি। প্রকাশিত কাব্য: আরতি (১৯২৮)।

ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: ওজন পরিচয়।

ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতের স্বরাজ সাধক।

ধীরেন্দ্রনাথ মাইতি (১।৮।১৯২৩—)। জন্ম: নবীন বাসুদেবপুর, ঘাটাল, মেদিনীপুর। নিবাস: ১২ বি, বলরাম বাগ, এলাহাবাদ—৬। পিতা: শশিভূষণ মাইতি। আই. এস্. সি (মেডিক্যাল)। ভারত সরকারের চাকুরে। কবি। এলাহাবাদের বিভিন্ন স্মরণিকায় এবং যুগান্তরের ছোটদের পাততাড়িতে কবিতা প্রকাশিত।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১০।৪।১৯০৬/ ২৭।১২।১৩১২—) এম্. এ.। জন্ম: বাটি-কামারী, ফরিদপুর। নিবাস: ১২৯ এ, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স্, কলিকাতা—১৯। পিতা: মনসাচরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা: কামিনী দেবী। দৌলতপুর কলেজ ও সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক। কবি। আশুতোষ পুরস্কারে সম্মানিত। সম্পাদিত পত্রিকা: মন্দিরা (কলিকাতা ১৩৬০—৬৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: কুটিরের গান (১৩৪১), নিশান নাও (১৩৫০), শীত রাত্রি (১৩৭২)। প্রবন্ধ: সাহিত্য প্রবাহ (১৩৫৮), ইংরাজী সাহিত্যের ধারা (১৩৭৪)।

ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৫ খ্রীঃ —১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: বেলগাছিয়া, কলিকাতা। শিক্ষক—সাংবাদিক, পরে ব্যবসায়ী —ভারতবর্ষ পত্রিকায় বাস্তব অভিজ্ঞতার লেখক, কবি ও নাট্যকার। মিনার্ভা থিয়েটারে নাটক অভিনীত। প্রকাশিত গ্রন্থ: রিক্তা (কাব্য ১৯১৫)। নাটক: বিদ্রোহী।

ধীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬?—১৯৭০)। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পণ্ডিত। আয়ুর্বেদ বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ রচয়িতা। স্যর্ জে. সি. বোস পুরস্কার ও ডালমিয়া পুরস্কারে সম্মানিত।

ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। নিবাস: ২, অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: পঞ্চানন্দের পঞ্চরং।

ধীরেন্দ্র নাথ সাহা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঝাড়খণ্ডী লোক ভাষার গান।

ধীরেন্দ্র নাথ সোম (×।৮।১৯০৬/×।৪। ১৩১৩—)। নিবাস: ১৩৮ এ, বারুইপাড়া শিবতলা, চাতরা, শ্রীরামপুর, হুগলী। পিতা: কিশোরীমোহন সোম, মাতা: চারুবালা। আই. এস্. সি., বি. এ. বি. এল্. (১৯৩৫)। শ্রীরামপুর আদালতের উকিল (১৯৩৬—)। রামকৃষ্ণ দেবের ভক্ত। কলিকাতায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির (অধুনা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ) সঙ্গে যুক্ত। চাতরা ভক্তাশ্রমের সম্পাদক (২৭ বৎসর)। শ্রীরামপুর মিউনি-সিপ্যালিটির কমিশনার (১৯৪৯—৬৯), একাদি-ক্রমে ভাইস্‌চেয়ারম্যান (৭ বৎসর)। চাতরা উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী (ছন্দে), শ্রীশ্রীচণ্ডীর আবাহন (১৮ খানি ধ্রুপদাঙ্গ গান সহ), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মর্তলীলার বিশ্লেষণ (কথায় ও গানে), শ্রীশ্রীকালীদেবীর বর্ণনা (কথায় ও গানে), সংকলন (কবিতার বই—বহুরূপে দেশমাতৃকার বন্দনা)।

(কুমার) ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (১৮৯৭— ২৫।১২।১৯৭৪)। জন্ম: মুর্শিদাবাদের জেমো রাজবাটীতে। লালগোলার মহারাজা। কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, ক্রীড়ামোদী। বিখ্যাত শিকারী সাহিত্যানুরাগী। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্পর্শের প্রভাব (১৩৪১), চিরন্তনীর জয় (১৩৪০), অচল প্রেম (১৩৪৪), নীল শাড়ী (নাটক), পতিব্রতা নাটক, শিকারী জীবন, ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর, হিমাচলম্।

(ডঃ) ধীরেন্দ্র মোহন দত্ত (১৮৯৬—২৪।

১১।১৯৭৪)। জন্ম : কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ, মৃত্যু : শান্তিনিকেতনে। পিতা : রামসুন্দর দত্ত। সংস্কৃত ভাষা ও দর্শন বিষয়ে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯২১), পি. আর্ এস্ (১৯২৭), পি. এইচ্. ডি. (১৯৩০), যাদবপুর ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউসন অফ্ এডুকেশনের ও পরে পাটনা কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও প্রধান (১৯২৮—৫৩)। অবসর গ্রহণের পর শান্তিনিকেতনের অধিবাসী। সর্বভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি। বিশ্বভারতী কর্তৃক দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত (১৯৬০)। দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি ইংরাজীগ্রন্থ প্রণেতা। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন মহাসভায় যোগদান (১৯৪৮), ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি (১৯৫২)। আমেরিকার কনসিন এবং মিসেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত (১৯৫২—৫৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধর্ম সমীক্ষা, আর্য ভারতীয় ধর্মের ক্রমবিবর্তন, Six ways of knowing, The chief currents of contemporary philosophy, Gandhi philosophy, An Introduction to Indian philosophy, Philosophical perspective প্রভৃতি।

ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী (×।২।১২৯১ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম : চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামে পুলিশের সাব্-ইন্স্পেক্টর। প্রকাশিত গ্রন্থ : নিমীলন, প্রবাহ।

ধীরেন্দ্রলাল ধর (১২।১।১৯১৩—) বি.এ। ছদ্মনাম : শ্রীধর মুনসি। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ৯/এ, ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৯। পিতা : অমৃতলাল ধর, মাতা : কমলকুমারী। আর্যমিশন ইনস্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা (১৯২৮)। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৩২) পাশ। কর্পোরেশন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে সিনিয়র ট্রেনিং প্রাপ্ত। স্কুল শিক্ষক, কলিকাতা পৌর সংস্থার করণিক ও লাইসেন্স ইন্সপেকটর, দিল্লীর এসেম্ব্লিতে স্যর আবদুল্লা সুরাবর্দীর সেক্রেটারি,—সাংবাদিক ও শিক্ষক। ১৯২৮ সাল থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে, লবন আইন অমান্য অন্দোলনের সঙ্গে ও হিন্দু মহাসভার যুব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। শিশু সাহিত্যিক হিসাবে প্রসিদ্ধ। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : মৃত্যুর পশ্চাতে (১৯৩৪)। ভারত সরকার-প্রদত্ত বয়স্ক শিক্ষা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৫৪), শিশু সাহিত্য পর্ষদ প্রদত্ত ভুবনেশ্বরী পদক (১৯৬৭), কার্তিক দাশগুপ্ত স্মৃতি পদক (১৯৬২), ভারত সরকার প্রদত্ত শিশুসাহিত্য জাতীয় পুরস্কার (১৯৭৯), কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ প্রদত্ত সুবল সাহা স্বর্ণপদক (১৯৮০) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবনী : আমাদের গান্ধীজী, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, গল্প হলেও সত্যি ৩ খণ্ড, এই দেশেরই মেয়ে (১৯৪৪), প্রিয়দর্শী অশোক (ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত), গৌতম বুদ্ধ, আমার দেশের মানুষ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, আমার দেশের কবি, কবি কাহিনী, শ্রীচৈতন্য চরিত। ভ্রমণ : মন্দিরে মন্দিরে (ফটিক স্মৃতি পদক প্রাপ্ত), পশ্চিম দিগন্তে, নালন্দা থেকে লুম্বিনী, নীলাচলের পথে, কাশ্মীর, আমার দেশ আমার গর্ব। ঐতিহাসিক গল্প : মহাকালের পূজারী, নীল নায়ের মাঝি, হে বীর প্রণাম করি, অসি বাজে ঝন ঝন, অরণ্য দেউল, বেন গাজীর আখড়া, লাল চাঁদের টাকা, নীল চাঁদের লাঠি, দিগ্বিজয়ীর দিগন্ত, মৃত্যুবাণ, পুরানো কালের হারানো কাহিনী, নীলকর এলো দেশে (জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)। গল্প

গ্রন্থ : যুদ্ধের গল্প, আনন্দ অমনিবাস ৪ খণ্ড, হাসির গল্প : উদোরাজা বুদোমন্ত্রী (কার্তিক স্মৃতি পদক প্রাপ্ত), মহাভারতের উপাখ্যান, জাতকের গল্প, ছোট শ্রেষ্ঠ গল্প, বাংলার ডাকাত। এড্‌ভেঞ্চার : মৃত্যুর পশ্চাতে, বিপদের বেড়াজাল, যকের জঙ্গলে, আঁধার রাতের আর্তনাদ, আবিসিনিয়া ফ্রণ্টে, কামানের মুখে নানকিঙ, প্রলয়ের পথিক, আফ্রিদি সীমান্তে, সাতকলসী মোহর, দুরন্ত যাত্রী। প্রবন্ধ : ছোটদের কংগ্রেস, স্বাধীনতার সংগ্রাম (১৯৪৭), সিপাহী যুদ্ধের গল্প। সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত : দূরবীনে দুনিয়া। রূপকথা : আমার দেশের রূপ-কথা, দেশবিদেশের রূপকথা, রূপকথার ঝুলি, উপকথার ঝুলি (Flok tales of Bengal), বিদেশী রূপকথা (হ্যান্‌স্ আণ্ডারসন্), ভিনদেশী রূপকথা (গ্রিম্‌স্ টেল্‌স্)। যুক্তাক্ষর বর্জিত : বামনের দেশ (গ্যালিভার), দৈত্যপুরী (ঐ), রবিন্‌সন্, রবিনহুড, সিন্দোবাদ, আলাদিন, আলিবাবা, পিনো শিশু। ভাবানুবাদ : বিশ্বসাহিত্য (কিশোর সংস্করণ) ২ খণ্ড, দুঃখের কাহিনী (লা মিজারেব্‌ল্), জননী (মাদার), ডেভিড্ কপারফিল্‌ড্, টম্‌কাকার কাহিনী (আংকল টম্‌স কেবিন), দুই শহরের গল্প (টেল্ অব্ টু সিটিজ্)। নাটক : রঙমহল (হাসির), মহাকাল (ঐতিহাসিক)। নাচ-গান ছড়া (রূপকথা) সিদ্ধার্থ, জয়দেব, বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র। বড়দের উপন্যাস : বোমা ও ব্যারিকেড্. ঢেউ, আলোর ইশারা, রতি বিলাপ, বড় সাহেব, পান্নাগড়। সংক্ষেপিত কাহিনী : বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প, রমেশচন্দ্রের গল্প, শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, সেক্‌স্-পীয়রের গল্প, মঙ্গলকাব্যের গল্প, ছোটদের কৃত্তিবাস, ছোটদের কাশীরাম দাস। সম্পাদিত গ্রন্থ : শিশু প্রতিভা (১৯৫৫), আহরণী (শিশুসাহিত্য পরিষদের পূজাবার্ষিকী—১৯৫৭), আনন্দ পূজাবার্ষিকী (১৯৬৪-৬৯), কিশোর গ্রন্থাবলী ৩খণ্ড।

ধীরেশ ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা।

ধীরেশ চন্দ্র দাস ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক : কুসুমকামিনী (১৮৭১)।

ধীরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্বাধীন ভারত ও অর্থনৈতিক সংগঠন।

ধীরেশানন্দ স্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বেদান্তসংজ্ঞা মালিকা, যোগবাশিষ্ঠসার, শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (২২।৮।১৯৪০—)। জন্ম : শিবপুর, হাওড়া। বর্তমান নিবাস : অপ্রকাশ মুখার্জি লেন, হাওড়া-২। পিতা : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মাতা : অন্নপূর্ণা। বাঙ্গালা সাহিত্যে ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম্. এ.। বিশ্বভারতী থেকে সাহিত্যভারতী। হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। সম্পাদিত পত্রিকা : 'ত্রৈমাসিক' ঘুম নেই। প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা, শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ, মহাচীনের লোক সঙ্গীত (অনুবাদ)। কাব্য : শতাব্দী তোমার দস্তানা খোলো, অভিপ্রেত শব্দের নাম, উপত্যকায় রক্তবৃষ্টি।

ধ্রুব চৌধুরী। সম্পাদক : রামকৃষ্ণ ভজনা-বলী (শম্ভুনাথ ঘোষ সহ)।

ধ্রুবজ্যোতি সেন। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ : বাষ্পীয় পোত আবিষ্কর্তা রবার্ট ফুলটন।

ধ্রুব মাহাতো (২৪।৭।১৩৪৪ বঙ্গাব্দ—)। বি. এ. এল সি. ই.। নামান্তর : নাড়ুগোপাল, রঙীন পায়রা। ছদ্মনাম : মিষ্টি কাকু।

জন্ম ও নিবাস ঃ বিশপুরিয়া, পুরুলিয়া। পিতা ঃ রবিলোচন মাহাতো, মাতা ঃ চাতক দেবী। ভারত সরকারের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। প্রথমে দুর্গাপুরে, বর্তমানে আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে কর্মরত। আন্দামান বঙ্গসাহিত্য পরিষদের পরিচালক সদস্য। শতাধিক সাময়িক পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। নিভৃত ঝরণা, কবিতা রায়, একশো কবির একশ, মা, হিন্দোলন প্রভৃতি কাব্য সংকলনে কবিতা সংকলিত। প্রকাশিত নাটক ঃ ব্যর্থ-নীড় (১৯৭৩)।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র। নয়নানন্দ দাস দ্রষ্টব্য।

ধুপরাজ (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস, বিষ্ণুপ্রিয়া-মঙ্গল।

ধুলদান্তি (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ আর্যাছড়া।

ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৫।১০।-১৮৯৪—৫।১২।১৯৬১)। জন্ম ঃ হুগলী, চাতরার মাতুলালয়ে, মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পৈতৃক নিবাস ঃ নারায়ণপুর কাঁঠালপাড়া, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ আইনবিদ্ ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ এলোকেশী। পিতার কর্মস্থল বারাসতের সরকারী স্কুল থেকে ইংরাজী ও সংস্কৃতে ১ম স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা (১৯০৯), সেণ্ট্ জেভিয়ার্স ও রিপন কলেজ থেকে আই. এ (১৯১২), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি এ (১৯১৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯১৮), কিছুকাল আইন পড়ার পর পুনরায় অর্থনীতিতে ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে এম. এ. (১৯২০)। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, তৎপরে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক (১৯২২-৫০)। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর ও উপদেষ্টা (১৯৩৮—৪০)। লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার (১৯৪৫), ও বিভাগীয় প্রধান (১৯৪৯—৫৪), আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক (১৯৫৪—৫৯), মস্কো ইকনমিক কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি (১৯৫২), হেগ্ শহরে ইন্স্টিটিউট্ সোস্যাল ষ্টাডিজ-এর সমাজতত্ত্ব বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর (১৯৫২)। এখানে সোসিওলজি অফ্ কালচার সম্বন্ধে বক্তৃতা দান। বান্দুং সম্মেলনে যোগদান (১৯৫৫)। ইণ্ডিয়ান সোসিওলজি কন্ফারেন্সে প্রথম সভাপতি। ক্যানসার রোগের চিকিৎসার জন্য ইউরোপ গমন। দেরাদুনে অবসর জীবন যাপন। ৯ টি ইরাজী গ্রন্থ ও ১১টি বাঙ্গালা গ্রন্থের লেখক। বাঙ্গালা গদ্যে প্রমথ চৌধুরীর অনুসারী। রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় নরনারীর প্রেমোপলব্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস গল্প ও উপন্যাসে রূপায়িত। সবুজপত্র, পূর্বাশা, উত্তরা, পরিচয়, Economic weekly, National Herald, Social welfare প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ত্রিধারা, মোহানা (উপন্যাস—১৯৪৩), আমরা ও তাহারা (প্রবন্ধ—১৯৩১), চিন্তসি (ঐ ১৯৩৩), রিয়ালিষ্ট গল্প (১৯৩৩), অন্তঃশীলা (উপন্যাস—১৯৩৫), ঝিলিমিলি (১৯৬৫), আবর্ত (উপন্যাস—১৯৩৭), মনে এলো (১৯৫৬), বক্তব্য (১৯৫৭), কথা ও সুর (সঙ্গীত-প্রবন্ধ—১৯৪২), সুর ও সঙ্গীত (রবীন্দ্রনাথ সহ), Personality and Social Sciences (১৯২৪), Basic Concept in Sociology (১৯৩২), Modern Indian Culture, Tagore (১৯৪৩), On Indian History (১৯৪৫), Problems of Indian Youth

(১৯৪৬) প্রভৃতি।

নওরোজ খোন্দা, কাদি। জন্ম: মঙ্গলকোট, বর্ধমান। প্রকাশিত গ্রন্থ: মঙ্গলকোটের কথা (ইতিহাস)।

নওসের আলি (১৫।১।১৯৪৮—)। ছদ্মনাম: শ্রীচৌধুরী। জন্ম ও নিবাস: বশরকোলা, দেবগ্রাম, নদীয়া। পিতা: শেখ মসহাব কাক্কা, মাতা: সেলিমা খাতুন, লাম্বুরিয়া হাইস্কুল ও পরে দেবগ্রাম এস্. এ. বিদ্যাপীঠ থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ (১৯৬৬)। নদীয়া কৃষ্ণনগরের সেগুন বাগান রূপালি সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সাহিত্য ভূষণ উপাধি দ্বারা সম্মানিত। শিক্ষক। রূপসী, দৈনিক বসুমতী, যুগান্তর, নদীয়া মুকুর, নূপুর, বঙ্গরত্ন, হোমশিখা, অজয়, চর্নান্তিকা, কত মনকে নিয়ে, সীমান্ত, দুরন্ত সকাল প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রিয়ার প্রেমমালা (১৩৯১), পথ নির্দেশ (১৩৮২), অনুরঞ্জন কবিতাবলী (১৩৯২)।

নওসের আলি খান ইউসুফজী। নিবাস: জামার্কি, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। সাব্-ডেপুটি। প্রকাশিত গ্রন্থ: শৈশব কুসুম (কাব্য—১৩০২)। উচ্চ বাংলা শিক্ষাবিধি, বঙ্গীয় মুসলমান, মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত। দলিল রেজিষ্টারি শিক্ষা, সাহিত্য শিক্ষা।

নওয়া জিসখান। প্রকাশিত অনুবাদ কাব্য: গুলেবকাওলী।

নকুল চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৪।৭।১৯-৭৬)। ছদ্মনাম: চতুর্থ পাণ্ডব। গবেষক—জ্যোতিষী। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর কর্মী—পরে আনন্দবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগারিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: তিন দশকের কলকাতা, চিরকুমারী সভা।

নকুল মুখোপাধ্যায় (১৩।১৯২৪—)। জন্ম: বগুড়া, বাংলাদেশ। বর্তমানে বোম্বাই প্রবাসী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেট (১৯৪১)। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বোম্বাই শাখার কর্মচারী (১৩ ১৯৪৬), পরে লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের কর্মী ও সুপারিন্টেন্ডেণ্ট (১৯৬২)। অবসরপ্রাপ্ত (১৯৮৪)। প্রথম রচনা শুকতারাতে প্রকাশিত। নাট্যকার। আশ্চর্য রূপলেখা, অরণি, জলসা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সামাজিক নাটক 'আবর্তন' বোম্বাই-এ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত (১৯৬২)। মাশুল (১৯৬৩) এবং বিষের ধোঁওয়া (১৯৬৪) নাটক বোম্বাইতে অভিনীত। প্রকাশিত গ্রন্থ: "যমালয়ে—১৯৯৭" (প্রথমে আশ্চর্য পত্রিকায় পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত)। দেবতার পাহাড় (পুরস্কার প্রাপ্ত—১৯৬৬), The Blood Sucker.

নকুলেশ্বর দাশগুপ্ত (১৮৯৬-১৯৬৭)। জন্ম: ভাটিখাইন, চট্টগ্রাম। পিতা: বিশ্বেশ্বর দাশগুপ্ত। শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী। সমাজসেবার জন্য ভাইস্রয়েস্ মেডেলপ্রাপ্ত। দেশবিভাগের পর স্বগ্রামে মুসলমান ও অবহেলিত সমাজের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োজিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাধু তারাচরণ, গীতরত্নাবলী।

নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম: আকনা, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্যাকরণ, পদ্যমালা, ইতিহাস।

নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সন্ন্যাস (১৮৯২), আকবর (১৩০৫)।

নগেন দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাহিত্যে সমাজ বাস্তববাদ।

নগেন্দ্রকুমার গুহরায় (১৮৮৯—১৩।১। ১৯৭৪)। জন্ম: পুকুরদিয়া, নোয়াখালি। পিতা: তারিণীকুমার গুহরায়। পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ বামফিল্‌ড্‌ ফুলারের সম্বর্ধনার বিরোধিতার জন্য নোয়াখালির স্কুল থেকে বিতাড়িত,—কলিকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট। অ্যাণ্টি-সারকুলার সোসাইটির সদস্য। নোয়াখালিতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় শিক্ষকতার চাকুরি থেকে বিচ্যুত। মোক্তারি পাশ করার পরে আইন ব্যবসায়ী। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত, পরে বরিশাল যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত। নোয়াখালিতে যুগান্তর দলের পরিচালক। ফেরারী বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের পণ্ডিচারী গমনের সঙ্গী (১৯১০)। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জলপাইগুড়ি গ্রামে তিন বৎসর অন্তরীণ, মুক্তিলাভের পর জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। অসহযোগ, খিলাফৎ ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য বহুবার (মোট ১২ বৎসর) কারাদণ্ডিত। ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সংযুক্ত (১৯৩৯) ও জেলার ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। শেষজীবনে কলিকাতা নিবাসী। সুবক্তা ও সুলেখক। ভারত সরকার কর্তৃক তাম্রপত্র দ্বারা সম্মানিত (১৯৭২)। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ: ফরাসী বীরাঙ্গনা, স্বরাজ সাধনায় বাঙ্গালী, মহাযোগী অরবিন্দ, চন্দ্রহাস, পঞ্চব্যঞ্জনের আত্মকথা, বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ, ডাঃ বিধান রায়ের জীবন চরিত প্রভৃতি।

নগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। রসিকচন্দ্র রায়ের ছাত্র, নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: সীতান্বেষণ নাটক (১৮৮২)।

নগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা (১১।১১।১৯০৫—)। জন্ম: আগরতলা, ত্রিপুরা। পিতা: পদ্মমোহন দেববর্মা, মাতা: অনঙ্গমোহিনী। ত্রিপুরার মহারাজের ক্যাপ্‌টেন। ন্যাশন্যাল ফোরাম অফ্‌ রাইটার্সে'র সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। প্রকাশিত নাটক: প্রকৃতি (যৌথ—১৯৬৩)।

নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম (১৮৯০?—২৬।৬।১৯৬৪)। জন্ম: বাসুদেবপুর, শ্রীহট্ট। পিতা: নবীনচন্দ্র শ্যাম। এন্‌ট্রান্স (১৯১০), শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে আই. এ. এবং কলিকাতার সিটি কলেজ থেকে বি. এ. উত্তীর্ণ। অর্থনীতিতে এম্‌. এ. পাঠ অসমাপ্ত। বি. এল্‌. পাশ করে প্রথমে মৌলবী বাজারে পরে ১৯১২ খ্রীঃ থেকে শিলচরে প্রায় ৪২ বৎসর আইন ব্যবসায়ে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত। সবুজপত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। স্ব-সম্পাদিত ভবিষ্যৎ পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সংগঠক। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য সমালোচনা, যুগ সমস্যা ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা, সমকালীন ঘটনা অবলম্বনে সম্পাদকীয় নিবন্ধ, রস রচনা, বড় গল্প, কবিতা ইত্যাদি রচনায় দক্ষ। শিলচরে 'বাণী পরিষদে'র প্রতিষ্ঠাতা, গুরুচরণ কলেজের পরিচালক সমিতি ও গান্ধী স্মারক নিধির সভাপতি, শিলচর ল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ। সঙ্গীত বিদ্যালয় 'সুরলোক', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: রূপ ও রস (রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনা)।

নগেন্দ্রনাথ। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রজ্ঞাবাণী।

নগেন্দ্রনাথ কর্মকার। সম্পাদক: কৃষক (১৩০৭)।

নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু (১৮।৩।১৯১৭—)। নিবাস: বাঁকুড়া। বহু ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: রবীন্দ্র দর্শন (১৮৬৯), ঋদ্ধজীবন (১৯৭২), মনীষার মনীষা (১৯৭৮)।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১/১২৭৯—২৮।১২। ১৯৪০/×।৯।১৩৪৭)। জন্ম: মোতিহারি, বিহার। মৃত্যু: বোম্বাই। নিবাস: হালিশহর, ২৪ পরগণা। পিতা: বিহারের সাব্-জজ্ মথুরানাথ গুপ্ত। জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্স্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা পাশ। লাহোরে শিক্ষকতা। করাচীতে ফিনিক্স (Phoenix—১৮৮৫—৯০) পত্রিকার সম্পাদক (১৮৮৪), ইণ্ডিয়ান পিপ্ল (১৯০৫), ট্রিবিউন (১৮৯১, ১৯১০—১২), মাসিক প্রদীপ (১৯০০), প্রভাত (১৩০৭), সাপ্তাহিক কলিকাতা (১৩০৭) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক। টাটা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সেক্রেটারি, মহারাজা মনীন্দ্র নন্দীর সেক্রেটারি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আমরণ সভ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরাজী অনুবাদক। দ্বারভাঙ্গা মহারাজের অর্থানুকুল্যে বিদ্যাপতি (১৩১৬), ও গোবিন্দদাস ঝা'র পদাবলীর সংকলক ও সম্পাদক। সাহিত্য, ভারতী, প্রদীপ, প্রবাসী, মানসী, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প উপন্যাস লেখক। এড্ভেঞ্চার বহুল গার্হস্থ্য-চিত্রময় রোমাণ্টিক উপন্যাস লেখক। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ রচনার বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বপন সঙ্গীত (কাব্য—১৮৮২), অমরসিংহ (সিপাহী বিদ্রোহ অবলম্বনে উপন্যাস—১৮৮৯), পর্বতবাসিনী (উপন্যাস—১২৯০), নীলা (উপন্যাস, লাহোর—১৮৯২), তমস্বিনী (১৯০১), জয়ন্তী (১৯২৯), আরাতামা (১৯৩০), ব্রজনাথের বিবাহ (১৯৩১), উপন্যাস সংগ্রহ ও রহস্য (১৮৯৯), জাল কুঞ্জলাল, কাঠুরিয়া, বন্ধু, কাহার ভ্রম, ছায়া, টিকিয়া শাহ, চন্দ্রপীড়ের ঐশ্বর্য, ফুটবল ফাইন্যাল, মায়াবিনী, জামাল জলিল, জীবন ও মৃত্যু (সন্দর্ভ—১৯০১), লীলা (১৮৯২), প্রতিশোধ, ছোটবউ, সুরজ কওর, দেবরাত, প্রসেন, নবনগর, শ্যামার কাহিনী, খেলাঘর, নিস্তারিণীর রাজনীতি, গল্প ও অল্প, চুলের কলপ, কোঁচার কথা, বিভ্রাট, লক্ষহীরা, প্রজার পোষাক, মিলন, বোম্বেটে, মেহেরজান, মালবিকা, পুঁটিরাম, দুইবার, চুরি না বাহাদুরি, মিরিয়ম ও সোরাব, ঘরের অলক্ষ্মী, ইংরেজ পাঠান, ভৈরবী, নূতন বাড়ী, মুক্তি, হীরার মূল্য, নির্মলা, ভৈরব মন্দির, বন্দী অলকা, জীবন ও মৃত্যু, রোসিনারা, শাহনাওয়াজ, বাংলার কৃষি, রথযাত্রা ও অন্যান্য গল্প (১৯৩১), সংগ্রহ (গল্প—১৮৯২), উপন্যাস সংগ্রহ (১৮৯৯)। **A Planet and a Star** (উপন্যাস—১৯৩২—৩৪)।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (×।৮।১৮৫৪—৩।৪। ১৯০৯)। জন্ম: বগুড়া, বর্তমান বাংলাদেশ। পিতা: আইনজীবী ভগবতী প্রসাদ ঘোষ। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্কুল), প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিলাতের মিড্ল টেম্পল স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। এফ্. এ. (১৮৭১), বার এ্যাট্ ল (১৮৭৬)। আইন ব্যবসায়ী। মেট্রোপলিটান কলেজের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ। ল রিভিউ পত্রিকা ও সাপ্তাহিক ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার আমরণ সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম বাঙ্গালী পরীক্ষক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, কলিকাতা পৌরসভার কমিশনার ও পুলিশ হাইকোর্টের অবৈতনিক বিচারপতি। লর্ড কার্জনের সময়ে অগণতান্ত্রিক মিউনিসিপ্যাল আইনের প্রতিবাদে

পৌরসভার সদস্যপদত্যাগী। রাজনীতিতে মডারেটপন্থী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী। দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত। শেষ-জীবনে রাধাস্বামী সৎসঙ্গ সম্প্রদায়ে যোগদান। প্রকাশিত গ্রন্থ : কৃষ্ণদাস পালের জীবনী আলোচনা,রাজা নবকৃষ্ণের জীবনী। সম্পাদক : **Indian Echo**, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : **Indian Nation** (১৮৮৩—১৯০৭)।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। কলিকাতা—ভবানীপুর নিবাসী। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : মানস প্রসূন, কৈলাস কুসুম (২য় সং ১২৮৬), মণিমন্দির (১২৮৭), দানলীলা, প্রমীলার পুরী (১৮৮০), বিমুক্ত বেণীবন্ধন (বেণীসংহার অবলম্বনে—১৮৮৩), বারাণসী বিলাস (১২৯৫), কোন্ টা কে (৮।১০।১৩১১ তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত)।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল। সম্পাদক : মাসিক বঙ্গমহিলা (১২৯০)।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (×।১০।১৮৪৩/ ১২৫০— ×।৬।১৯১৩/ ×।২।১৩২০)। জন্ম : বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। পিতা : দ্বারকানাথ তর্কচূড়ামণি। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৮৬১)। চুঁচুড়া, হুগলী ও কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। ১৮ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদপ্রাপ্ত। প্রথমজীবনে কৃষ্ণনগরে শিক্ষক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় (১৮৭৮) অন্যতম উদ্যোগী। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। হিন্দুমেলায় স্বদেশ-প্রেম বিষয়ে বক্তা। বিধবা বিবাহের সমর্থক। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সহযোগী। সাধারণী প্রচার, প্রভাকর, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : তত্ত্বজিজ্ঞাসা থিয়োডোর পার্কারের জীবনী, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (১৮৮১), ধর্ম-জিজ্ঞাসা, সাকার ও নিরাকার উপাসনা, অন্তরের উপাসনা, সীতা কি অসতী (নাটক—১৮৭৯)।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্. এস্. সি। প্রকাশিত গ্রন্থ : নির্জ্ঞান মন (১৯৪৬)।

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশিত গ্রন্থ : একাল সেকাল, বড়ছোট, নারীর দান।

নগেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এল্. (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক শ্রীহট্টবাসী (১৮৯২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিক্ষা মঞ্জরী (১৮৬৭)। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি, রজনীচন্দ্র উপাখ্যান (গদ্যে ও পদ্যে)।

নগেন্দ্রনাথ দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভাওয়ালের ষড়যন্ত্র, রাণী সন্ন্যাসীর লড়াই।

নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী। নিবাস : ৯৩, কালীকুণ্ডু লেন, হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভক্তিময়ী, **Panapratha**। সম্পাদক : বিশ্বদূত।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৫৭-১২৮৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাগবাজার এমেচার থিয়েটার প্রতিষ্ঠাতাদের (১৮৬৮) অন্যতম। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রধান সংগঠক, বাগবাজার এমেচার কনসার্ট পার্টির সংগঠক, খ্যাতনামা অভিনেতা। রঙ্গমঞ্চে গীতিনাট্যের প্রবর্তক। প্রকাশিত অপেরা নাটক : সতী কি কলঙ্কিনী (১৮৭৪), মালতি মাধব (১৮৭০), পারিজাত হরণ (১৮৭৫), গুইকোয়ার নাটক (১৮৭৫), কিন্নর কামিনী, নীলাবাস।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : বাঁশ-বেড়িয়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ধর্মজিজ্ঞাসা।

নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (রংপুর সাহিত্য পরিষদ) রায়সাহেব, সিদ্ধান্তবারিধি। জন্ম ঃ বীডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। আদিনিবাস ঃ মাহেশ, হুগলী। কলিকাতানিবাসী। ছাত্রাবস্থাথেকেই সাহিত্যানুরাগী। ময়ূরভঞ্জের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার। টেক্স্ট্বুক সোসাইটির সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৩-৩০-৩১, ৩৬-৩৭, ৪০), সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার অধ্যক্ষ (১৩০৪—০৫, ১১—১৮)। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি (যশোর ১৩২৩)। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সংগ্রাহক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ কর্মবীর (ম্যাক্বেথের অনুবাদ ১২৯১), ধর্মবিজয় বা শঙ্করাচার্য (১২৯৫), পার্শ্বনাথ, হরিরাজ, লাউসেন, হ্যামলেট। উপন্যাস ঃ অক্ষয়চাঁদ (তপস্বিনী পত্রিকায় প্রকাশিত)। গবেষণা গ্রন্থ ঃ কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়, মহাবংশ মিত্র গ্রন্থ। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২৩ খণ্ড (১২৯৮), পীরালি ব্রাহ্মণ বিবরণ, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড ২ খণ্ড, Modern Buddhism and its Followers in Orissa, Archaeological Survey of Mayurbhanj (১৯১১), Social History of Kamrup ২ খণ্ড (১৯২২—২৩)। সংকলন ঃ বিশ্বকোষ ২২ খণ্ড, শব্দেন্দু মহাকোষ (১৮৮৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী। চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজ পরিক্রমা (১৩১২), নবদ্বীপ পরিক্রমা (কালিদাস নাথ সহ—১৩-১২), বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত (১৩০৩), রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ (১৩১৪), জয়নারায়ণের কাশী পরিক্রমা, ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী (১৩১২)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ মাসিক তপস্বিনী, মাসিক ভারত (১২৯১), ত্রৈমাসিক সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১৩০৩—০৫, ১৩১১—১৮), পল্লীবাণী (১৩২৯), মাসিক কায়স্থ পত্রিকা (১৩০৯—২৫)।

নগেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অদৃশ্য সহায়।

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯০৬—)। জন্ম ঃ কাঁঠালবাড়ী, ফরিদপুর। সাংবাদিক। যুগান্তরের বার্তাবিভাগের কর্মী। সম্পাদক ঃ মাসিক প্রভাতী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রূপযজ্ঞ (নাটিকা—১৩৩৮)।

নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, মহর্ষি (৬।১২।১৮৪৬—২।১১।১৯২৬)। জন্ম ঃ পায়রাটুঙ্গী, হাওড়া। পিতা ঃ পার্বতীচরণ ভাদুড়ী। সাঁতরাগাছির নৈয়ায়িক হলধর ন্যায়রত্নের ছাত্র। বলুহাটি ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলিকাতা ডাফ্ কলেজের ছাত্র। সিনিয়র স্কলারশিপ্ প্রাপ্ত। স্বগ্রামে স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসী, আরবী, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত। জনাই ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও বালি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। বলুহাটি ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষক। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে জীবনে পরিবর্তন ও এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় সন্ন্যাস গ্রহণ (১৮৮১-৮২)। সনাতন ধর্মপ্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতায় পেট্রিয়টিক ইন্স্টিটিউসন নামে স্কুল ও পেট্রিয়টিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রতিজ্ঞা শতক, সামুদ্রিক বিদ্যা ১ম ভাগ, পরমার্থ সঙ্গীতাবলী প্রভৃতি।

নগেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ যাবার বেলায়।

নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (২৫।৭।১২৮৯—)। জন্ম ঃ ধূমগ্রাম, চট্টগ্রাম। প্রকাশিত

গ্রন্থ ঃ সুদখোর ও সওদাগর, চামুণ্ডার শিক্ষা, রসাতলের যাত্রী।

নগেন্দ্রনাথ সান্যাল। পাহাড়ী সান্যাল দ্রষ্টব্য।

নগেন্দ্রনাথ সেন (?—×।৬।১৩২৬ বঙ্গাব্দ)। এম্. সি. এস্ (প্যারিস ও নিউইয়র্ক)। জন্ম ঃ কালনা, বর্ধমান। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। কবিরাজী শাস্ত্রে পারদর্শী। কবিরাজী চিকিৎসক। কেশরঞ্জন তেলের আবিষ্কারক। কবিরাজী গ্রন্থের সংকলক ও অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রোগিচর্চা, পাচন ও মুষ্টিযোগ, সচিত্র কবিরাজী শিক্ষা, সচিত্র ডাক্তারি শিক্ষা, দ্রব্যগুণ শিক্ষা, সচিত্র পরিচর্যা শিক্ষা। সম্পাদক ঃ সচিত্র সুশ্রুত সংহিতা।

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য ঃ উপহার (১৮৮৭), বিসর্জন (১৮৮৭)।

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সম্পাদক ঃ দেবালয় (১৩১৬)।

নগেন্দ্রনাথ সোম (৬।৬।১২৭৭/১৮৭০—১৩৪৭/১৯৪০)। জন্ম ঃ সরিষাগ্রাম, হুগলী। আদিনিবাস ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। পিতা ঃ মহেশচন্দ্র সোম। কবিশেখর, কাব্যালংকার (নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধ জননীসভা) ও কবিভূষণ উপাধিপ্রাপ্ত। বহু তীর্থপর্যটক। বহু সাময়িক পত্রের লেখক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক (১৯৩২-৩৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মধুস্মৃতি (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অবলম্বনে—১৯২১), বারাণসী (ভ্রমণকাহিনী), প্রেম ও প্রকৃতি (কাব্য), শ্মশান শয্যা (কাব্য)।

নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার ঃ সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক কৃষক (১৩০৭)।

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৬৯—×। ১।১৯৪০)। জন্ম ঃ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্। পিতা ঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারী। মাতা ঃ হেমলতা। আদিনিবাস ঃ রাধানগর, হুগলী। বহুবাজার স্কুল, হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। এটর্নি (১৯০২)। আই. এফ্. এ'র প্রতিষ্ঠাতা। প্রেসিডেন্সি কলেজ কোর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নারায়ণী সাধনচক্রের (Narayani Volunteer Corps) সম্পাদক (১২৩৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ঝঞ্ঝা (Tempest-এর অনুবাদ), সুরথ নাটিকা।

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, সরস্বতী (১২৮৪/১৮৭৮—×।১।১৩১৩/১৯০৬)। জন্ম ঃ হুগলীর পালোড়া গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক ও স্থায়ী নিবাস ঃ দলুইগাছা, হুগলী। পিতা ঃ মুন্সেফ্ নৃত্যগোপাল সরকার। স্বামী ঃ হুগলীর সুখড়িয়া নিবাসী খগেন্দ্রনাথ মুস্তোফী। ইংরাজী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্না। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিতা। নব্যভারত, সাহিত্য, বামাবোধিনী, বীরভূম, পূর্ণিমা, জন্মভূমি, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখিকা। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক সরস্বতী উপাধিতে ভূষিতা। হেয়ারফণ্ডের অধ্যক্ষগণ কর্তৃক পুরস্কৃতা ঃ প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ ঊষা পরিণয়, দানব নির্বাণ, চামেলী, মর্মগাথা (১৩০৩), বনগাথা (১৩০২), প্রেমগাথা (১৩০৫), ব্রজগাথা (১৯০২), অমিয় গাথা (১৯০১), ধবলেশ্বর গীতাবলী, বসন্তগাথা (উড়িয়া কবি মধুসূদন রাও-এর অনুবাদ—১৯০৫), কণা (১৯১২), কুসুমগাথা (অসম্পূর্ণ)। প্রবন্ধ ঃ নারীধর্ম (১৯০০), গার্হস্থ্যধর্ম (১৯০৪), শিশুমঙ্গল। উপন্যাস ঃ সতী (১৩১৩)।

নগেন্দ্রবালা লাহিড়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিবাহরাত্রি, পদস্খলন।

নগেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ (১৩-১৪)।

নচিকেতা (ছদ্মনাম)। প্রকৃত নাম ঃ সি. পাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জাতিস্মর ও মৃতের আবির্ভাব।

নচিকেতা ভরদ্বাজ (×।১।১৯২৮—)। এম. এ. ডি. এল্. এস্. সি (কলি.), সি. লিব্ (বি. এল্. এ.)। ছদ্মনাম ঃ শ্রাবন্তী মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুজিৎ, শ্রাবণী। জন্ম ঃ আলতা-বানারিপাড়া, বরিশাল। বর্তমান নিবাস ঃ ১১২, বেলভেডিয়র, কলিকাতা-২৭। পিতা ঃ প্যারীলাল ভরদ্বাজ, মাতা ঃ রাধারাণী। কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক। সম্পাদক ঃ পরিবেশক (১৯৫০-৫১), গ্রামের ডাক (১৯৫২-৫৩), নক্ষত্রের রাত (যুগ্মভাবে)। প্রকাশিত কাব্য ঃ ফরমান (১৩৬১), বোরিস পাস্তেরনাকের কবিতা (অনুবাদ—১৩৭১), এক মৃত্যু অনন্ত জীবন (১৩৮০ `, অন্যরূপ রূপান্তর।

নছরোল্লা (১৮শ শতাব্দীর পূর্বে)। জন্ম ঃ চট্টগ্রাম। রচনা ঃ মুসার ছওয়াল।

নছরোল্লা খাঁ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ জঙ্গনামা।

নজিবর রহমন মুহম্মদ। নিবাস ঃ ইতিকমৌন, পাবনা। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ গরীবের মেয়ে, আনোয়ারা।

নজিরুদ্দিন আহমদ, মুহম্মদ। সম্পাদক ঃ মাসিক সুলতানা (কুমারখালি—১৯০১)।

নটবর। বৈষ্ণব পদকর্তা। পদকল্পতরুতে এঁর দুটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে।

নটবর ঘোষ। জন্ম ঃ বর্ধমান। পিতা ঃ অক্ষয়কুমার ঘোষ। কবিয়াল ও কবিগান রচয়িতা।

নটবর দাস (১৭শ শতকের শেষভাগ বা ১৮শ শতকের ১ম ভাগ)। বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও পদকর্তা। সংকলিত গ্রন্থ ঃ রসকলিকা।

নটরাজন (ছদ্মনাম)। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ ওরা সেই পুলিশ, প্রমীলামহল, মেয়ে পুলিশের ডায়েরী, লুপ্ত গান্ধার, বলয়গ্রাস।

নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বসন্তকুমারের পত্র (১৮৮২), ইন্দুবালা (১৮৮৫)। নাটক ঃ এই কি সেই ভারত (১৮৮২), মাল্যপ্রদান (গীতি-নাট্য-১৮৮৬)।

নটেন্দ্রভূষণ মজুমদার। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রণয় পাগল (১২৯২)।

নদীয়ানন্দন গোস্বামী। নিবাস ঃ দুবরাজপুর, বীরভূম। সম্পাদক ঃ মানস ভাণ্ডারী (১৯ বৎসর), পথিকৃৎ (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৭৫—)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ মালঞ্চ।

নদেরচাঁদ পাল (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ হাটপ্রবন্ধপুর, বীরভূম। পাঁচালীকার। এঁর লেখা রামশতক নামে পাঁচালীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১২৮২ বঙ্গাব্দে। এই গ্রন্থে রামশতক (১২৮২), রামচন্দ্রের বনযাত্রা, বালিবধ, অজামিলোপাখ্যান, সীতাহরণ ও দাতাকর্ণ নামে পাঁচটি পালা আছে।

ননীগোপাল আইচ্। সম্পাদক ঃ আধুনিক বিশ্বকোষ (সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য সহ)।

ননীগোপাল গোস্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চৈতন্যযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, প্রতিপত্তি।

ননীগোপাল চক্রবর্তী (১৮/১২।১৯০৫/১৩-১১—)। বি. এ.। ছদ্মনাম ঃ চক্রধর। জন্ম ঃ যশোরের বন্দ্যোবিলায় মাতুলালয়ে। পিতা ঃ বঙ্কুবিহারী চক্রবর্তী। মাতা ঃ কাদম্বিনী। নিবাস ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। বি পি টেকনি-

ক্যাল স্কুলের সুপারিনটেন্ডেণ্ট্। শিশু সাহিত্যিক। একাধিকবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত। প্রায় ৫০টি গ্রন্থের লেখক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ : আমার বন্ধু ভাস্কর (উপন্যাস)। দুচোখ যেদিকে যায় (উপন্যাস), পাল্কীবুড়ো (গল্প), আকাশ গঙ্গা, চরকাবুড়ী, যাদুঘরে চলো যাই (১৯৭৮), পীর ফকিরের আস্তানায়, স্বপনকুমার, আমাদের প্রতিবেশী কীটপতঙ্গ, দুর্গম পথের যাত্রী, শিকারী শশী, রাজা সীতারাম (নাটক), হাবুল চন্দোর (গল্প), বাদলা দিনের গল্প। টেকনিক্যাল বিষয়ক : বাঁশ, বেত, পাতা ও শোলার কাজ, মাটি ও মাটির কাজ, ছেলেদের হাতের কাজ, তৈরী করা কঠিন নয়, কাঠের কাজ, কাঠ ও কাঠের তন্তুশিল্পের কাজ, রং বার্নিশ ও পালিশের কাজ যে সব শিল্প এদেশে ছিল না, বাড়ীতে যা করতে পার, ধাতুর পাতা বা সিটমেটালের কাজ, বাংলার কুটির শিল্প, ঘড়ির কথা, প্রশ্নোত্তরে মোটর বিজ্ঞান, চামড়ার কাজ, ঘরবাড়ীর কথা, শিল্পকথা, প্রতিদিনের বিজ্ঞান। কৃষিবিষয়ক : আবাদ করলে ফলতো সোনা। ভ্রমণ : আকাশগঙ্গা, ঘুরে এলাম সুন্দরবন। অনুবাদ : টয়লার্স অফ্ দি সি, ডন্ কুইকসোট, গ্যালিভারের ভ্রমণকথা।

ননীগোপাল চক্রবর্তী (৮।১০।১৯০৬—)। বি. এ। জন্ম : যশোর, বাংলাদেশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শিক্ষক ও সাংবাদিক,—শিশুসাহিত্যিক। ২৫টির অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিশুদের : দুর্গম পথের যাত্রী (১৯৩৮), হাবুল চন্দোর (১৯৪২), দুচোখ যেদিক যায় (১৯৪৯)। প্রবন্ধ : বাঙ্গালার কুটির শিল্প (১৯৪৮), ছেলেদের হাতের কাজ (১৯৫০), পরের দিনের একটি কথা (১৯৫১) প্রভৃতি।

ননীগোপাল দাশ (১।১।১৯২৭ —)। বি. কম.। জন্ম : জয়পুর লোহাগড়া, যশোর। পিতা : বিষ্ণুচরণ দাস, মাতা : গোপালসুন্দরী। চাকুরীজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ : পূর্ববঙ্গের অধুনা লুপ্তপ্রায় কারার জাতির ইতিহাস (১৯৭৫)।

ননীগোপাল (লাল) বন্দ্যোপাধ্যায় (৬।১।১৮৫৬ – ১৯১৪)। জন্ম : বড়িশা, বেহালা, ২৪ পরগণা। ছদ্মনাম : পরিব্রাজক। বড়িশা হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী কলেজে অধ্যয়ন। কেশবচন্দ্র সেনের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন। অসুস্থতার জন্য বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে আগমন (১৮৭৭),—এখানে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রথমে মির্জাপুরে পরে মৈনপুরী জেলা আদালতে আইন ব্যবসায়ী (১৮৮৭—)। মৈনপুরীর স্থায়ী বাসিন্দা। দরিদ্রদের বিনা পারিশ্রমিকে আইনের সাহায্যদান ও জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত। জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যসাধনায় নিরত। কবি ও প্রবন্ধকার। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত আর্যদর্শন, সুরভি ও পতাকা প্রভৃতি সাময়িকপত্রে এবং সংবাদপত্রে রচনা প্রকাশিত। কম্বমুনি ও প্রস্পেরো, সঙ্গীত ও উপাসনা, আমার স্বাধীনতা, ঊনবিংশ শতাব্দী ও কলিযুগ প্রভৃতি বাল্যবিবাহ এবং বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রকাশিত উপন্যাস : পরেশপ্রসাদ, বসন্তের রাণী, কোহিনুর, পাঁচ রকম (১৯১৩), রুদ্রসেন, শৈলবালা, অমৃতপুলিন (২য় সংকলন ১৮৯৮), যুগল প্রদীপ (১৩০৫) প্রভৃতি।

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধর্মপূজা বিধান (পুস্তিকা-১৩২৩)।

সম্পাদিত গ্রন্থ : ধর্মপূজা বিধান, নেপালে প্রাপ্ত বাংলা নাটক (১৩২৪)।

ননীগোপাল বিশ্বাস (২৪।৮।১৯৪৮/৭।৫।১৩৫৪—)। জন্ম : চর-পাইকপাড়া, শৈলকুপা-ঝিনাইদহ, যশোর। পৈত্রিক নিবাস : দক্ষিণপুর মনোহরপুর, যশোর। পিতা : রামদেব বিশ্বাস, জ্যেষ্ঠভ্রাতা : বাউলগানে খ্যাত ফণিভূষণ বিশ্বাস, পত্নী : লেখিকা সীমা বিশ্বাস। বাংলাদেশ নিবাসী কবি। ঢাকার মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া ও গান প্রকাশিত। প্রথম কবিতা 'ঝড়' শৈলকুপা হাইস্কুলের দেওয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'কুমার নদীর বাঁকে' ঝিনাইদহের সাপ্তাহিক 'জনমতে' প্রকাশিত (১৯৭২)। যশোর শহরের সুরবিতান সঙ্গীত একাডেমি, মাইকেল সঙ্গীত একাডেমি ও উদীচী শিল্পীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিসনের গীতিকার। আলপনা সাহিত্যচক্রের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক। বাংলাদেশ লেখক পরিষদের সহসম্পাদক, হিন্দোল সঙ্গীত একাডেমির প্রচার-সম্পাদক, রাজধানী সাংস্কৃতিক চক্রের সভাপতি, কায়কোবাদ সাহিত্য মজলিসের সদস্য, সনাতন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি, লালন পরিষদের সদস্য, পূর্বরাগ সাহিত্য পরিষদের উপদেষ্টা এবং বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য। পল্লীর রূপমুগ্ধতা ও পল্লীর মানুষের প্রতি মমত্ববোধ কাব্যের বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : শিমুলতলীর বাঁকে (১৯৭৭), সাঁঝের আকাশ (১৯৭৭), হলদে পাখী (১৯৭৭)। গান : ফুলের সাজি (১৯৭৭), গীতিমঞ্জরী (১৩৮৩)। উপন্যাস : শেষ দেখা (১৯৭৭)। ছড়া : ছড়ার ঝাঁকা (১৯৭৭)। নাটক : যে হোটেলে খাই (১৯৭৭)। সম্পাদক : মাসিক সোনালী সকাল।

ননীগোপাল মজুমদার (১৮৯৭—১১।১১।১৯৩৭/২২।৭।১৩৪৫)। জন্ম : দেবরাজপুর, যশোর। পিতা : বরদাপ্রসন্ন মজুমদার। বি. এ (১৯১৭), প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯২০), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ও গ্রিফিথ্ পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯২৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯২১-২৫), রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির অধ্যক্ষ (১৯২৫), ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী কর্মাধ্যক্ষ, —স্যার জন মার্শালের অধীনে গবেষক,— ভারতীয় যাদুঘরের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্ (১৯-৩১)। সিন্ধুপ্রদেশের ২০টি ভগ্নাবশেষের আবিষ্কারক (১৯৩০-৩১), —পশ্চিমবঙ্গে বহু স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আবিষ্কারক (১৯৩১-৩৫)। পাটনায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি (১৯-৩৭), কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য, কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ফেলো নির্বাচিত (১৯৩৬)। সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে গবেষক। **Exploration of Sind** (১৯৩০), **Inscription of Bengal** ৩ খণ্ড (১৯২৯) প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী। বহু সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। সিন্ধুপ্রদেশে দাদুজেলায় অনুসন্ধানকালে দস্যু কর্তৃক নিহত।

ননীগোপাল মিত্র (১৯।১২।১৯১৪—)। আই. এ.। জন্ম : চট্টগ্রাম। নিবাস : গাঙ্গুলী পাড়া লেন, কলিকাতা। পিতা : কামিনীকুমার মিত্র, মাতা : সুশীলাবালা। 'ছন্দগীতিকা' সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : জন্মনক্ষত্র ও জীবনরহস্য (১৯-৭৪)।

ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক ঃ মাসিক সীতা (১২৯২), আশা (১৩০৯-১৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আনন্দ আশ্রম (১৮৯৩)।

ননীগোপাল সামন্ত। বি. এ. বি. এল্‌। নিবাস ঃ ক্ষীরগ্রাম, বর্ধমান। পিতা ঃ লোকনাথ সামন্ত। বর্তমান নিবাস ঃ নবাব দোস্ত লেন, বর্ধমান। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা দেবীর কাহিনীসহ প্রবন্ধ সম্ভার।

ননীবালা দেবী (১৮৮৭/১২৯৪-১৯৫০/১৩৫৭)। জন্ম ঃ মহেশ্বরপাশা, খুলনা, মৃত্যু ঃ খিদিরপুর, কলিকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভক্তিমুকুল।

ডঃ ননীমাধব চৌধুরী (২৮।১।১৮৯৬-৬।৪।১৯৭৪) এম্‌. এ. (ইংরাজী) পি. এইচ. ডি.। জন্ম ঃ হরিপুর, পাবনা। নিবাস ঃ ৯৭, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রাজ্য সরকারের কর্মচারী (১৯৫৪ পর্যন্ত), রিপন কলেজের অধ্যাপক (১৪ বৎসর)। সবুজপত্রের লেখক, ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু প্রবন্ধ রচয়িতা। ভারতবর্ষের আদিবাসীর পরিচয় গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৭০)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মোপাশার ছোটগল্প (অনুবাদ-১৯৩৩), রুশোর সোস্যাল কণ্ট্রাক্‌ট্‌-এর অনুবাদ 'সামাজিক চুক্তি' (১৯৪২), লুপ্তদুষ্টু (১৯৪৬), দেবানন্দ (উপন্যাস ১৯৫২), রাজনগর (ঐ, ১৯৫৩), স্ফুলিঙ্গ (ঐ, ১৯৫৭), ভারতবর্ষের আদিবাসীর পরিচয়, আবির্ভাব, শেষ অধ্যায়।

ননীলাল চক্রবর্তী। সম্পাদক ঃ গৌড়প্রভা (১৩৩০-৩৭)।

ডাঃ ননীলাল দে (১৩১০—)। জন্ম ঃ ভেদরগঞ্জ-রামভদ্রপুর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। পিতা ঃ নবীনচন্দ্র দে। রঙ্‌পুর বড়গ্রাম শহরে এম্‌. ই. স্কুলে অধ্যয়নের পরে রঙপুর শহরে কৈলাসরঞ্জন হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯৩১), কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ (১৯৩৭)। শিশু সাহিত্যিক। শিশু সাথী, খোকাখুকু, মুকুল, রঙ্গপুর দর্পণ ও অরুণ পত্রিকায় শিশুদের কবিতা প্রকাশিত। যশোর সাহিত্য সংঘ থেকে কাব্যভারতী ও সাহিত্য সরস্বতী উপাধিতে সম্মানিত। তুমি ও আমি পত্রিকার সভাপতি। যুগ্ম সম্পাদক ঃ অভিধারা (নির্মল দত্তের সঙ্গে—১৩৫৪), সহ-সম্পাদক ঃ মধুমালা। প্রকাশিত শিশুসাহিত্য ঃ পিকনিক (১৩৪১), চিচিং ফাঁক (১৩৭৩), বিচিত্রা (১৩৭৪), ত্রয় ধ্বংস (১৩৭৬)।

ননীলাল ভট্টাচার্য ঃ প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নারীর অধিকার, বিষপান, দ্রোণাচার্য (নাটক), জরাসন্ধ (নাটক)।

নন্দকিশোর দাস (১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ অথবা ১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)। নিত্যানন্দ বংশসম্ভূত। পুরুলিয়া গাদির অধ্যক্ষ। বৃন্দাবনে গৌরনিতাই বিগ্রহ ও গাদির প্রতিষ্ঠাতা। রচনা ঃ বৃন্দাবনলীলামৃত (বরাহপুরাণ অবলম্বনে রচিত বৃহৎ গ্রন্থ), রসপুষ্পকলিকা (রাধাকৃষ্ণের বিলাস বর্ণনা)।

নন্দকিশোর রায়, দেওয়ান। নিবাস ঃ চুপী, বর্ধমান। পিতা ঃ বর্ধমানের মহারাজ তিলকচাঁদের দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেওয়ান রঘুনাথ রায়। ভক্তিগীতি রচয়িতা।

নন্দকিশোর সিদ্ধান্ত। পিতা ঃ রুক্মিনী চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মন্ত্রবোধিনী (বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা)।

নন্দকুমার কবিরত্ন (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ ধুলুক পরগণার শুদ্রমণি গ্রামে

হরিশ্চন্দ্র রায়ের জমিদারিতে। পিতা : নবকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্জে। পুত্র : গোপাল। গোঁড়া হিন্দু সমাজের অন্যতম নেতা। পৌরাণিক গ্রন্থের অনুবাদক ও ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : শুকবিলাস (শুকসপ্ততি বা তুতিনামা অবলম্বনে—জোড়াসাঁকো নিবাসী চুনীলাল দাসের অনুরোধে লিখিত—৭।৫।১২৫১), কালী কৈবল্যদায়িনী (চুনীলালের অনুজ নৃসিংহদাসের অনুরোধে লিখিত দেবীমাহাত্ম্য নিবন্ধ,—রচনা ১২৩৮/ ১৮৩১, প্রকাশ ১৮৩৫), সন্দেহ নিরসন (হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক—১৮৬৩), সৌদামিনী (শিক্ষাবিষয়ক—১৮৬৪), রাধাহৃদয় (অনুবাদ), চৌর পঞ্চাশিকা (পদ্যানুবাদ) প্রভৃতি।

নন্দকুমার গোস্বামী (২৩।১২।১৮৬১/৮। ৯।১২৬৮—?)। কাব্যতীর্থ। জন্ম : বালিয়াগ্রাম, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : বৈষ্ণবোপবাসব্রত মীমাংসা, বৈষ্ণবকণ্ঠরত্ন গূঢ় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব, স্বরূপচরিত।

নন্দকুমার দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ : হনুমান চরিত্র, কাকচরিত্র, স্পন্দন চরিত্র (১৮৭৩)।

নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু, তর্করত্ন (১৮৩৫—×।১০।১৮৬২)। জন্ম : ২৪ পরগণা-নৈহাটির ভট্টাচার্য বংশে, মৃত্যু : নৈহাটি। পিতা : রামকমল ন্যায়রত্ন, অনুজ : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের নিকট ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। ইংরাজী ভাষাতেও পারদর্শী। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৮৫৬-৬০), কান্দী স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত (১৮৬১)। সংবাদ প্রভাকরের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : সংস্কৃত প্রস্তাব (ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার-১৮—৫৯)। সম্পাদক : বৈশেষিক দর্শন (জয়নারায়ণ তর্কালংকারসহ—১৮৬১)।

নন্দকুমার বিদ্যালংকার (আঃ ১৭৬২-১৮৩২)। নামান্তর : হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, কুলাবধূত। নৈয়ায়িক ও তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ। রাজা রামমোহন রায়ের তন্ত্রশিক্ষার গুরু। সম্পাদিত গ্রন্থ : মহানির্বাণতন্ত্র, মহানির্বাণতন্ত্রের টীকা, কুলার্ণবতন্ত্র প্রভৃতি।

নন্দকুমার ভট্টাচার্য, কবিরত্ন। জন্ম : ধনুকগ্রামে মাতুলালয়ে, পৈতৃক নিবাস : রাধাকান্তপুর। পিতা : নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : কালী কৈবল্যদায়িনী (১৮৪৯), শুকবিলাস অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের লীলাবর্ণনা (১২৫৮)।

নন্দকুমার, মহারাজ (?—৫।৮।১৭৭৫)। জন্ম : ভদ্রপুর, বীরভূম। নবাব আলিবর্দির রাজত্বকালে হিজলী ও মহিষাদল পরগণার আমিন, নবাব মীরজাফরের রাজত্বকালে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান। দিল্লীর বাদশাহের নিকট থেকে মহারাজ উপাধিপ্রাপ্ত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রে মিথ্যা জালিয়াতির অভিযোগে ফাঁসিতে মৃত্যু। শক্তিগীতি রচয়িতা। 'সঙ্গীতসার সংগ্রহ' গ্রন্থে এঁর চারটি গান উদ্ধৃত।

নন্দকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। রচনা : শেখ শাদিকৃত পন্দেনামার ইংরাজী ও বাঙ্গালার অনুবাদ (১৮২৩)।

নন্দকুমার রায়। জন্ম : মুসুরদিয়া, মৈমনসিংহ। কবি। প্রকাশিত কাব্য : পল্লীগাথা।

নন্দকুমার রায় (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম : হুগলী জেলার গরিফায় বৈদ্যবংশে। পুরাতন প্রসঙ্গ রচয়িতা বিপিনবিহারী গুপ্তের মাতামহ। হুগলী কলেজের ছাত্র। ভারতীয় সেনাবিভাগে

একাউণ্ট্স্ অফিসের কর্মী। প্রথম অভিনীত বাঙ্গালা নাটকের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : শকুন্তলা (প্রকাশ : আগষ্ট, ১৮৫৫, আশুতোষ দেবের বাড়ীতে অভিনীত-১৮৫৭), ব্যাকরণ দর্পণ (১৮৫২)।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (১৮।৯।১৯১০/১৩১৬ —)। ছদ্মনাম : নতুন দা, ন. সে. শ্রীভ্রাম্যমান। জন্ম : ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ। পৈত্রিক নিবাস : ভজনঘাট, নদীয়া। বর্তমান নিবাস, ১১৭, কালিঘাট রোড্, কলিকাতা-২৬, মেদিনীপুর ও বহরমপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিক্ষক, সাংবাদিক, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক—রবীন্দ্রনাথের লিটারারি সেক্রেটারি,—যুগান্তর পত্রিকার সহ সম্পাদক। রস রচনায় নিপুণ, যুগান্তর' পত্রিকায় ছোটদের পাততাড়ির পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঋতু (কাব্য), কান্না হাসির গল্প, মিছে কথা, মহানির্বাণ (ছোটগল্প-১৯৪২), যৌবন জলতরঙ্গ (নাটক-১৯৪৪), জীবন দ্বন্দ্ব (উপন্যাস-১৯৪৪), প্রেম ও পাদুকা (১৯৩৮), অদৃশ্য সংকেত, দুনৌকায়, ছন্দপতন, কাঁটাতার, বনটিয়া কেতু, পায়েচলার পথ (একাংক নাটক-১৯৪৩), ঝিলমিল, যৌনবিকার ও যৌনাপরাধ, বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, শতাব্দী ও সাহিত্য, রবীন্দ্রজীবন ও প্রতিভা, কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ (১৯৪৫), অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ, অনেক রকম, মেরা কহানী, প্রথম অংক সমাপ্ত প্রভৃতি।

নন্দদুলাল আচার্য (১।২।১৯৪৭—)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। নিবাস : সাঁকতোড়িয়া, দিশেরগড়, বর্ধমান। সিনিয়র লাইব্রেরী এসিস্ট্যাণ্ট্। কবি। প্রকাশিত কাব্য : বৃক্ষের নির্জনে নদী (১৯৭৫), শিরীশ গাছের তিরিশ টাকা দাম (১৯৭৮)।

নন্দদুলাল চক্রবর্তী (৩০।৯।১৯২১—)। জন্ম : বরিশাল, বাংলাদেশ। নিবাস : মালদিয়া, পোঃ জয়নগর-মজিলপুর, ২৪ পরগণা। নরেন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে লোকশিক্ষা পরিষদের কর্মী,—গ্রাম সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : পরিক্রমা (গল্প -১৯৫১), শরৎচন্দ্র (নাটক-১৯৫৬), ঘরের পুজো বাইরের পুজো। সহ-সম্পাদক : মাসিক সমাজশিক্ষা।

নন্দরাণী চৌধুরী। কলিকাতাবাসিনী। সম্পাদিত গ্রন্থ : সাময়িক পত্রে সমাজচিত্র।

নন্দরাম (১৮শ শতাব্দী)। শুভঙ্করের আর্যাছড়া ধরনের ছড়া।

নন্দরাম ঘোষ। রচনা। শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা কৃষ্ণমঙ্গল।

নন্দরাম ঢোল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ক্রুনিয়েল (লেক্চার্স-১৮৬৭)।

নন্দরাম দাস (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী)। মহাভারতের কবি। কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। কাশীরামের মহাভারতেও নন্দরামের ভণিতা আছে। রচনা : মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব।

নন্দরাম মিশ্র (১৯শ শতাব্দী)। জ্যোতির্বিদ। প্রকাশিত গ্রন্থ : সংকেতচন্দ্রিকা (১৮৭৭), যন্ত্রসার (১৮৭১), শ্রীকৃষ্ণজন্মপত্র।

নন্দরাম সেন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিবাবলি ব্রত (১২৭৩)।

নন্দলাল (১৮শ শতাব্দী)। লালু বা লালচন্দ্র দুই ভ্রাতা—প্রথম যুগের যাত্রাগানের অধিকারী। যাত্রাগানের সংস্কারসাধক। বৈষ্ণব পদ রচয়িতা। ব্রিটিশ মিউজিয়মে হ্যালহেড্ সংগৃহীত পুঁথিতে লালু-নন্দলালের যুক্ত ভণিতায় পদ আছে।

নন্দলাল চৌধুরী (১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)। ছদ্মনাম : খোঁড়ানন্দ। বীরভূম-নিবাসী কবিওয়ালা,—কবিগান রচয়িতা।

নন্দলাল দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মন্মথ মনোরমা (ফীল্ডিং এর এমেলিয়ার অনুবাদ-১৮৭৭), অবাক্ কলি পাপে ভরা (হুতোম প্যাঁচার নক্সার অনুসরণে), আপনার মান আপনি রাখি।

নন্দলাল দে এম্. এ. বি এল্.। জন্ম ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। বেঙ্গল জুডিসিয়াল সার্ভিসের কর্মী। Civilisation of Indian Geographical Dictionary ও Ancient Mediaval India (লন্ডন-১৮৯৯) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ রসাতল।

নন্দলাল পাল। গীতিকার। প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ ঃ তত্ত্বসঙ্গীত (১২৯৯)।

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৬)। জন্ম ঃ আহিরীটোলা, কলিকাতা। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক, উড়িষ্যায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে নিযুক্ত (১৮৮৭)। কর্মক্ষেত্র ঃ বালেশ্বর, উড়িষ্যা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবন সঙ্গীত (বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষায় রচিত ব্রাহ্মসঙ্গীত সংকলন-১২৯৯), হিরন্ময় অন্ধকারে ডুবুরি।

নন্দলাল বসু (৩।১২।১৮৮৩-১৬।৪।১৯৬৬)। জন্ম ঃ মুঙ্গের-খড়গপুরে পিতার কর্মস্থলে। আদি নিবাস ঃ হুগলী জেলার তারকেশ্বরের নিকট জেজুর। পিতা ঃ পূর্ণচন্দ্র বসু। দ্বারভাঙ্গা স্কুলে শিক্ষারম্ভ, —পরে কলিকাতা সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৯০৩)। এফ্. এ. অনুত্তীর্ণ। কলিকাতা গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে (১৯০৫) ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট চিত্রবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। অজন্তা গুহাচিত্র নামে বাঘ গুহার ভিত্তিচিত্রের অনুলিপি নির্মাতা (১৯২১)। শান্তিনিকেতনে যোগদান (১৯১৪)। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ (১৯১৯-৫২)। বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অলংকরণ নির্মাতা। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা ক্লাবে শিল্প শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন, জাপান, সিংহল ও দ্বীপময় ভারত ভ্রমণকারী। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট্ (১৯৫০), বিশ্বভারতী কর্তৃক দেশিকোত্তম (১৯৫৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট্ (১৯৫৭), বিশ্বভারতী কর্তৃক ডি. লিট্. (১৯৬৩), ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মবিভূষণ (১৯৫৪), ও দাদাভাই নৌরজী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। সিদ্ধার্থ, শোকার্ত, শিবসতী, সতী, জগাই মাধাই, শ্রীচৈতন্য, নটরাজ, উমার ব্যথা, উমার তপস্যা, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান, প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রের স্রষ্টা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ফুলকারী ৩ খণ্ড, রূপাবলী ৩ খণ্ড, শিল্পকথা (১৩৫১), শিল্পচর্চা, Ornamental Art, Paintings, Pictures from the life of Buddha, Six sketches of Nandalal Basu.

নন্দলাল বসু (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ কলিকাতায়। চন্দননগর নিবাসী (১৮৬৪)। ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ফরাসী বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ফরাসী অভিধান, ফরাসী বর্ণপরিচয়, ফরাসী ব্যাকরণ।

নন্দলাল বিশ্বাস (১৩১৬—)। জন্ম ঃ নোকারী গ্রাম, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মনের কথা।

নন্দলাল ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পরিব্রাজক, অমৃতস্য পুত্রা ঃ (জীবনী-১৯৮৫)।

নন্দলাল মাইতি (২৭।১২।১৯৩৮)। জন্ম ঃ হুগলী জেলার গুজরাট। শিক্ষা ঃ গ্রামের স্কুল ও কলকাতায়। পিতা ঃ স্বর্গত

গোষ্ঠবিহারী মাইতি, মাতা ঃ শ্রীমতী যামিনী মাইতি। বিজ্ঞান শিক্ষক; গণিতের ইতিহাস ও বিজ্ঞানে আগ্রহী। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', 'জ্ঞান বিচিত্রা' (ত্রিপুরা), কিশোর 'জ্ঞান-বিজ্ঞান', 'অন্বেষা', 'বিজ্ঞান প্রদীপ', 'Beta', 'Junior Science Digest' 'আমাদের বিজ্ঞান জগৎ', 'গণিতচর্চা' 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ইত্যাদিতে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বিজ্ঞান চেতনা, দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ও Association For the Improvement of Mathematics teaching-এর সহিত যুক্ত। শেষোক্ত সংস্থার আজীবন সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গণিতের কথা ও কাহিনী (১৯৭৩), গণিতের ললিত পাঠ (১৯৮১), প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত (১৯৮৩), ভারতের অমর গণিতাচার্য (১৯৮৫) ও গ্রীক গণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (১৯৮৭)। রাধাকৃষ্ণ সমিতি কর্তৃক বিজ্ঞান লেখক হিসাবে সম্বর্ধিত।

নন্দলাল রায় (১৯শ শতাব্দী)। তরজা লড়াই-এর কবি। এঁদের গান বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

নন্দলাল রায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ পাক্ষিক খেয়াল (১২৮৬-৮৯)। প্রকাশিত নাটক ঃ অর্জুনবধ (১৮৭৯)।

নন্দলাল শর্মা (১৯শ শতাব্দী)। সঙ্গীতজ্ঞ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীতসূত্র (১৮৭৩)।

নন্দলাল সরকার। সম্পাদক ঃ মাসিক কলিকাতার নিগূঢ়তত্ত্ব (১২৯০)।

নন্দলাল সেন। সম্পাদক ঃ বিষবৈরী (১২৮৭)।

নন্দলাল সেনগুপ্ত (১৷৮৷১৯৪৮—)। জন্ম ঃ কুমিল্লা, ত্রিপুরা। পৈত্রিক নিবাস ঃ আগরতলা, ত্রিপুরা। বর্তমান নিবাস ঃ গৌহাটী, আসাম। পিতা ঃ মতিলাল সেনগুপ্ত, মাতা ঃ লীলা। গৌহাটী বেঙ্গলী হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৬৩), গৌহাটী আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজ থেকে বি. এস্‌সি (১৯৬৭), গৌহাটী কমার্স কলেজ থেকে বি. কম্. (১৯৭১), বি. বরুয়া কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৭৫), গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. কম্. (১৯৭৬), গৌহাটী জে বি ল কলেজ থেকে এল্ এল্. বি.। গৌহাটী রাধাগোবিন্দ বরুয়া কলেজের অধ্যাপক, ব্যাংক কর্মচারী। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় কবি পরিষদ, লিভিং কমিউনিকেট্‌স্ (চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান), গণনাট্য, নতুন সাহিত্য পরিষদ (অসমীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংস্থা) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য। পশ্চিম বঙ্গের শিলাদিত্য, পরিবর্তন, অমৃত, নতুন ভারত, সন্দীপন, মাঝি, অন্যদিন, সময়ানুগ, ছন্দসী, ধ্রুপদী প্রভৃতি পত্রিকায়, ত্রিপুরার ত্রিপুরা, ত্রিপুরা দর্পণ প্রভৃতি পত্রিকায়, বাংলাদেশের তিতাশ, বুড়িগঙ্গা প্রভৃতি পত্রিকায়, আসামের সোনার কাছাড়, সতী, অরুণোদয়, যুগশক্তি, যুগশঙ্খ, পূর্বায়ণ, শঙ্খধ্বনি, মানস, সাংস্কৃতিকী, স্বরের আড়ালে শ্রুতি প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। তুহিন শংকর চন্দ সম্পাদিত স্বনির্বাচিত গুচ্ছ কবিতা ২য় খণ্ড, নিজস্ব পাণ্ডুলিপি, রাখালরাজ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রেম, কুমার অজিত দত্ত সম্পাদিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা প্রভৃতি সংকলনে কবিতা সংকলিত। হুগলী থেকে উত্তরণ পুরস্কার ও নদীয়া থেকে কাবেরী শিল্পী পুরস্কারপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ধূসর গোধূলি (কাব্য-১৯৭৬), খেয়ালী

আকাশ (ঐ), পিউ কাঁহা (সঙ্গীত), মোহনার কাছাকাছি (উপন্যাস-১৯৮৩)।

নন্দলাল হরিসুত (১৮শ শতাব্দী)। পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি।

নন্দিকেশবর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অভিনয় দর্পণ।

নন্দী শর্মা। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নফরচন্দ্র দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মেঘনাদবধ নাটক (১৮৮০), অভিমন্যুবধ যাত্রা, হরিশ্চন্দ্র যাত্রা (২য় সং ১৮৮০), বিজয় বসন্ত যাত্রা (১৮৮১), দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ (১৮৮১), ভরত বিলাপ (১৮৮১)।

নফরচন্দ্র পাল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কন্যা বিক্রয় নাটক (১৮৬৩)।

নবকান্ত (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ বাহিরগাছি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পঞ্চরত্ন (নীতিমূলক গ্রন্থ—১৮৫৪)।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (×।৬।১২৫২—×।৬।১৩১১ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ পশ্চিমপাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা। মৃত্যু ঃ ঢাকায়। পিতা ঃ কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ঢাকা সরকারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৮৬১)। ঢাকা জগন্নাথ স্কুলের শিক্ষক (১৮৭৮)। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত (১২৭৬)। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। ঢাকায় শুভসাধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা (১৮৭০)। ঢাকায় অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৭০)। ঢাকা ইডেন ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রথম সেক্রেটারি। The East পত্রিকার পরিচালক। বহুবিবাহ নিবারণে উদ্যোগী। জীবনী লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত মুক্তাবলী (সংগ্রহ) ৩ খণ্ড, মহাত্মা রামমোহন রায় (ইংরাজী ও বাঙ্গালা), পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সঙ্গীত রসমঞ্জরী, সরল গৃহ চিকিৎসা, ডাক্তার নিশিকান্ত ও শীতলকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী Descriptive Geography and brief historical sketch of Dacca District (ঢাকা-১৮৬৯)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ স্ত্রীলোকের রচনাবলী (ঢাকা-১৮৭১)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ মহাপাপ বাল্যবিবাহ (ঢাকা বাল্যবিবাহ নিবারণী সভার মুখপত্র, মাসিক—১২৮০)।

নবকিশোর গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। কবি, —সঙ্গীত রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাধু সঙ্গীত বা সাধক সঙ্গীত (১২৯৮)।

নবকিশোর সেন (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ঃ সাপ্তাহিক বিশ্বমনোরঞ্জন (১৮৬২)।

নবকুমার গড়াই। নিবাস ঃ উত্তরপাড়া, হুগলী। প্রকাশিত নাটক ঃ কামধেনু।

নবকুমার চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। অন্যতম সম্পাদক ঃ পাক্ষিক বিজ্ঞান সারসংগ্রহ (দ্বিভাষিক পত্র—১৮৩৩)।

নবকুমার দত্ত। রহস্য উপন্যাস লেখক। সম্পাদক ঃ অবসর (১৩১৪-১৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বঙ্গদর্পণ (১২৯৫), স্বর্ণবাঈ (১৩০০), প্যারিস রহস্য (১৯০১), প্রেমলহরী, বিলাতি রহস্য (১৩১২), কাঁচামাথা (১৩১৩), বাসরে খুন (১৩১৩), মুরলা (১৩১৫), রানী কৃষ্ণভামিনী, রানী চৌধুরী, কুমারী চৌধুরী, কুমারী ইন্দিরা, মূলে ভুল, বীরবল রহস্য, রমণী ঐশ্বর্য, তাসসূত্র, রেলওয়ে রহস্য, অমরাবতী প্রভৃতি।

নবকুমার নাথ। জন্ম ঃ বরিশাল, অধুনা বাংলাদেশ। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নব চিকিৎসাবোধ (১২৪৩)।

নবকুমার রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রসন্ন-

দায়িনী (১৮৭৩)।

নবকুমার শীল (৪।৭।১৯৩৮—)। জন্ম ঃ কলিকাতায়। বর্তমান নিবাস ঃ ১০/২, টেগোর ক্যাস্‌ল্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পিতা ঃ ভোলানাথ শীল, মাতা ঃ সত্যবতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক নাটকে স্নাতক। এড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ্‌ এক্‌জিকিউটিভ্‌। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জাগরী, কিশোর কল্যাণ, গল্প-ভারতী প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ জাগরী (যুগ্মভাবে), কিশোর কল্যাণ (১৯৭৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ রবীন্দ্রমেলা, দিব্যভারতী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জওয়ান (১৯৬৪), সূর্যমুখী (১৯৮৩)।

নবকৃষ্ণ ঘোষ (২১।৮।১৮৩৭—১৯২০ ?)। ছদ্মনাম ঃ রামশর্মা। জন্ম ঃ কলিকাতায় পাথুরেঘাটার ঘোষবংশে। মৃত্যু ঃ কুটিঘাটা, বরাহনগর। পিতা ঃ কৈলাশচন্দ্র ঘোষ। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ও ক্যাপ্‌টেন পামারের ছাত্র। ইংরাজী ভাষায় কবিতা লেখক। ইংরাজী কবিতার জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৮৭৫)। একাউন্‌টেন্‌ট্‌ জেনারেলের সহকারী (১৮৬৬-৭৮), অবসর গ্রহণ (১৮৭৮)। জ্যোতির্বিদ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জ্যোতিষ প্রকাশ (বাঙ্গালাভাষায় প্রথম জ্যোতিষগ্রন্থ)।

নবকৃষ্ণ ঘোষ (১৮৬৮-১৯৪১) বি. এ। কথা সাহিত্যিক ও জীবনীলেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ শান্তি (১৯১৬), শ্রদ্ধার্ঘ্য (১৯১৫), ইন্দু (১৯১৭), সরযূ (১৯১৭), পথহারা (১৯১৭), শুভা (১৯১৮), অপবাদ (১৯১৮), অনুতাপ (১৯১৮), স্নেহের দান (১৯১৯), ভোরের আলো (১৯১৯), একালের মেয়ে (১৯২০), গোধূলি (১৯২০), আশার আলো (১৯২২), মনের দাগ (১৯২৩), কেরানীর মাসকাবার প্রভৃতি। সনেট সংকলন ঃ তর্পণ (স্মরণীয় ব্যক্তির প্রতি)। জীবনী ঃ সাধ্বী সৌদামিনী (১৯১৪), প্যারীচরণ সরকার (১৯০২), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯১৬)। গল্প ঃ ইলিয়াডের গল্প (ছোটদের-১৯২৪)। সম্পাদক ঃ মাসিক শোভা (বৈশাখ, ১৩০৭)।

নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চমৎকার হীরাজাদ (১৭৭৯ শক)।

নবকৃষ্ণ বসু। সম্পাদক ঃ মাসিক সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী পত্রিকা (১৮৫৬)।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২৯।৪।১৮৫৯/৯।১।১২৬৬—৪।৯।১৯৩৯/১৮।৫।১৩৪৬)। ছদ্মনাম ঃ শ্রীযুক্ত আমার। জন্ম ঃ নারিট, হাওড়া। পিতা ঃ রাজনারায়ণ তর্কবাচস্পতি। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন। বহুকষ্টে কলিকাতায় উপনীত। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। ভারতী, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, নব বিভাকর, পাক্ষিক সমালোচক, প্রচার প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। শিশুসাহিত্যিক। স্বগ্রামে বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বালক পথ, বাঙলার ছবি, ছেলেখেলা, কবিতাকুসুম, শিশুরঞ্জন রামায়ণ, লেখাপড়া ২ খণ্ড, টুকটুকে রামায়ণ, ছবির ছড়া, পুষ্পাঞ্জলি (কাব্য-১৩৪১)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ সচিত্র কৃত্তিবাসী রামারণ, সচিত্র কাশীদাসী মহাভারত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ সখা (শিশু মাসিক ১৮৯৩-৯৪)।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ডায়েরী, সহ-সম্পাদক ঃ বীণা।

নবকৃষ্ণ রায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক সম্বাদ সাধুরঞ্জন (১৮৪৭)।

নবগোপাল দাস (১০।২।১৯১০—)। জন্মঃ

ঢাকা। ঢাকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রবেশিকা, আই. এস্. সি. ও বি. এস্‌সি. পরীক্ষায় ১ম স্থানের অধিকারী। লণ্ডন থেকে পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত। আই. সি. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৬টি প্রকাশিত গ্রন্থের লেখক, প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গল্প ঃ ছিন্ন পাপড়ি (১৯৩৩), অসমাপ্ত (১৯৩৮), তারা দুজন (১৯৪১), তারা একদিন ভালবেসেছিল (১৯৪০), চলতি পথের বাঁশী প্রভৃতি। উপন্যাস ঃ সাগর দোলার ঢেউ (১৯৪২), হে আত্মবিস্মৃত (১৯৩৮), নিঃসঙ্গ যৌবন (১৯৪৪) প্রভৃতি। ইংরাজী ঃ **Unemployment, Full employment and India** (১৯৪৭), **Industrial Enterprise in India** (১৯৫৬)।

নবগোপাল সিংহ (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১৩২০ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস ঃ ভাদুলী, বাঁকুড়া। পিতা ঃ বরদাপ্রসাদ সিংহ, মাতা ঃ কুমুদবালা। বাঁকুড়া শহরে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কর্মব্যপদেশে অভ্রশিল্পাঞ্চল বিহারের হাজারিবাগ জেলার ঝুমুরিয়া-তিলাইয়া নিবাসী। মাইকা এক্সপার্ট ও ফ্যাক্টরি সুপারভাইজার। কবি ও শিশু-সাহিত্যিক। সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক। গীতিকবি। আন্তরিকতা, সহজ সারল্য, গভীর আস্তিক্যবোধ, ভক্তিভাব ও রবীন্দ্রপ্রভাব কবিতার বৈশিষ্ট্য। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মৌচাক, শিশুসাথী, পাঠশালা, রামধনু, আনন্দমেলা, যুগান্তরের পাততাড়ি, বসুমতীর আমাদের পাতা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ শতদল, শতাব্দী (সঙ্গীত সংকলন)।

নবজাত (ছদ্মনাম)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীঅরবিন্দ।

নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী, বিদ্যারত্ন (?—২৩।৩।১৩১১)। জন্ম ও মৃত্যু ঃ সোনার গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ মন্দির, ৫৮, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। পৈতৃক নিবাস ঃ খড়দহ, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ নিত্যানন্দবংশীয় গোলকচন্দ্র গোস্বামী, মাতা ঃ লবঙ্গমঞ্জরী। গোলকচন্দ্রের পূর্বপুরুষ শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক বেনিয়াটোলায় বসতি স্থাপিত। পণ্ডিতমণ্ডলী প্রদত্ত বিদ্যারত্ন উপাধিতে ভূষিত। পেশা ঃ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দেবসেবা, ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ পঞ্চতত্ত্ব, গৌরাঙ্গমঙ্গল (১৩০৮)। স্মৃতি ঃ বৈষ্ণবাচার দর্পণ ১ম (১৮৮০), ঐ ২য় (১৮৯৭), বৈষ্ণবব্রতাদি নির্ণয় (১৩১০), বৈষ্ণবদের অবশ্য কর্তব্য (ব্রত উপবাস ও উৎসবদিন এবং প্রসিদ্ধ ধর্মস্থানের বিনির্ণয়), রাসযাত্রা ব্যবস্থা (১২৬৯), আমতণ্ডুল দিয়া বিষ্ণুপূজা হইতে পারে কিনা (১৮৭৪)।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস। বৈষ্ণব পদকর্তা। পদকল্পতরুতে এঁর একটিমাত্র পদ সংকলিত হয়েছে।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস (×।১১।১৮৪০—২৪।১।১৯২৪)। পিতা ঃ নিমাইচন্দ্র দাস। বালিয়াটি ইংরাজী স্কুলের ও ঢাকা নর্মাল স্কুলের ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ও পরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক (১৮৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাধন সঙ্কেত, ব্রহ্মধর্মতত্ত্ব, সাধক সঙ্গী, করুণা ধারা।

নবদ্বীপচন্দ্র নন্দী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তিলোত্তমা নাটক (১৮৭৪)।

নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা (১৬।১০।১২৬০/১৮৫৩—১৯৩০)। পিতা ঃ স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর (১৮৪৯-৬২)। স্বাধীন ত্রিপুরার দেওয়ান। চিত্রশিল্পী ও মূর্তিশিল্পী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালা ভাষার চারিযুগ (রবি ত্রৈমাসিক পত্রিকায়

প্রকাশিত—১৯২৪), আবর্জনার ঝুড়ি (আত্মজীবনীমূলক রচনা—মাসিক ত্রিবেণী পত্রিকায় প্রকাশিত—১৩২৪)।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী (১৮৬৩—৫।৪।১৯-৫২)। পিতৃদত্ত নাম ঃ পূরণচন্দ্র ব্রজবাসী। জন্ম ঃ বৃন্দাবনধামে। পিতা ঃ কীর্তনীয়া কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী। কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে অদ্বৈতদাস বাবাজীর টোলে সঙ্গীতে ও পণ্ডিত বাবাজীর কাছে গরাণহাটি ও মনোহরশাহী ঢঙের কীর্তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কলিকাতায় আগমনের পরে (১৩২০) ভবানীপুর কীর্তন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। কীর্তনীয়া। সম্পাদিত গ্রন্হ ঃ পদামৃত মাধুরী ২ খণ্ড (রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র সহ)।

নবদ্বীপ দাস। পূর্বনাম ঃ নগেন্দ্রনাথ লাহড়ী বি. এল্. ভাগবতভূষণ, সাহিত্যরঞ্জন। জন্ম ঃ নবাবগঞ্জ, রঙ্পুর, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ রূপসনাতন, শ্রীরাধাকুঞ্জের ইতিহাস (১৯৪৫), শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা (১৩৫৮)।

নবনীতা দেবসেন। পিতা ঃ কবি নরেন্দ্র দেব, মাতা ঃ রাধারাণী। মহিলা কথা সাহিত্যিক। 'হে পূর্ণ তব চরণের তলে' গ্রন্হের জন্য গৌরী ভট্টাচার্য সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্তা (১৯৮৭)। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ স্বগত দেবদূত (কাব্য), ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যান্য প্রবন্ধ, করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে।

নবনী দাস (৮।৬।১২৯৯—৭।৫।১৩৭১ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ সিউড়ি, বীরভূম। পুত্র ঃ লক্ষ্মণ দাস বাউল ও পূর্ণদাস বাউল। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বাউল সঙ্গীত গায়ক ও বাউল সঙ্গীত রচয়িতা।

নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬—১৬।১।১৮৯৬)। জন্ম ঃ বোয়ালখালি, চট্টগ্রাম। পিতা ঃ নাগরচাঁদ। স্বগ্রামে বৌদ্ধরঞ্জিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা। শিক্ষাব্রতী বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ নীতিরত্ন, বৌদ্ধালঙ্কার শিল্পসার, প্রকৃত সুখী কে ? প্রাথমিক বৌদ্ধশিক্ষা, পালি ব্যাকরণ, বুদ্ধপরিচয়, মহাবোধি সন্দর্শন, পালিধাতু মঞ্জুষা, প্রসন্ন জিতোপাখ্যান।

নবশঙ্কর রায়চৌধুরী। নবদ্বীপ নিবাসী সাহিত্যিক গবেষক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর পুত্র। উচ্চশিক্ষিত ও প্রবাসী। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ আমি যখন প্যারিসে।

নবাই ঠাকুর। নিতাই বৈরাগীর দলে কবিগান রচয়িতা।

নবাই ময়রা (১৭৯২— ?)। জন্ম ঃ বর্ধমানের সাহেবগঞ্জ থানার খেরুর গ্রামে। মালডাঙ্গার হাটে গঙ্গা ময়রার দোকানে মাসিক ৩ টাকা বেতনের কর্মচারী। পরে কবিগানের দলের দলগঠনকারী। বর্ধমানের চন্ডীগায়ক রামনারায়ণ স্বর্ণকার, খেরুর গ্রামনিবাসী শ্রীনিবাস তন্তুবায় ও বৈদ্যনাথ রায়ের দলের গায়ক, দোহার ও সাহায্যকারী। প্রধানতঃ শাক্তসঙ্গীত রচয়িতা। সাধক নবাই ময়রা নামে খ্যাত। ভক্তের আকুতিপ্রধান সঙ্গীতগুলি রামপ্রসাদ কমলাকান্তের ধারার অনুসৃতি। সঙ্গীতে শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নতা প্রতিপাদিত।

নবাব আলি চৌধুরী (৮।১২।১৮৬৩—১৬।৪।১৯২৯) নামান্তর ঃ নবাব সৈয়দ খাঁ বাহাদুর। জন্ম ঃ ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ দৌলুদ শরীফ, ইদল আজ্হা।

নবাবউদ্দিন আহম্মদ মৌলভি কাজি। নিবাস ঃ খুলনা, বাংলাদেশ, প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ মহাত্মা হজরত এনাম আবু হানীফা সাহেবের জীবন চরিত (১৩০৫), পারসী শিক্ষা ২ খণ্ড।

নবীনকালী দেবী (১৯শ শতাব্দী)।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কামিনী কলঙ্ক (উপন্যাস-১৮৭০), মন্দোদরীর রণসজ্জা (কাব্য-১২৮৭), সরমা সমাধি বা ষটচক্রভেদ (১২৯২)।

নবীনকিশোর মিত্র। এলাহাবাদ প্রবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সৌহার্দ্য কুসুম, নিঃক্ষত্রিয়া ধরণী বা গণেশের দন্তভঙ্গ (শ্রীরামপুর—১২৯৫)।

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় (১৮২৪—১২৷১২৷১৮৯৬)। জন্ম ঃ ঘোষপাড়া—মুরাতি-পুর, নদীয়া। হুগলীজেলার ডুমুরদহের জমিদার বংশের সন্তান। পিতা ঃ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ সরস্বতী। হুগলী কলেজ ও কলিকাতা হিন্দু কলেজের ছাত্র। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল্. রিচার্ডসনের প্রিয়ভাজন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ম্যানেজার। কবি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যস্থানীয়। সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী, হিন্দী ও ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৮৪৩-৫৫) ও সম্পাদক (১৮৫৫-৫৯), বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদক। বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী। আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী। সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্যসন্দর্ভ, বামাবোধিনী, এডুকেশন গেজেট, সুরভি, পতাকা, সঞ্জীবনী, ভারতী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্র পত্রিকার লেখক। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষে ১২টি প্রবন্ধ লেখক, মহাভারত অনুবাদ ও সম্পাদনায় কালীপ্রসন্ন সিংহের সহায়ক।

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জগৎবর্ণন ১ম (১৮১০)।

নবীনকৃষ্ণ বসু (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চিত্তোৎকর্ষ (১৮৫৮)।

নবীনকৃষ্ণ রায় (১৮২৪—১৮৯৬)। জন্ম ঃ মুরাতিপুর, হুগলী। নিবাস ঃ ডুমুরদহ, হুগলী। ইংরাজী ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপন্ন। কিছুকাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রকৃততত্ত্ব বিবেক।

নবীনকৃষ্ণ হালদার। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর বেহালাবাদক শিষ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বেহালা দর্পণ।

নবীনচন্দ্র আঢ্য (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ কলিকাতার বড়বাজারে বিখ্যাত আঢ্য পরিবারে। সম্পাদক ঃ মাসিক বঙ্গবিদ্যা প্রবেশিকা (১৮৫৫)।

নবীনচন্দ্র কর্মকার (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিলাপ মঞ্জরী (১৮৭২)।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী (১২০২-১২৭৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ নান্দাল, বর্ধমান। ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। সঙ্গীতজ্ঞ। শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান'-এ এঁর অনেকগুলি গান সংকলিত।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী। নিবাস ঃ তারাপাশ গ্রামে। সম্পাদক ঃ ত্রৈমাসিক হিতসাধিনী (বরিশাল-১২৭৮)।

নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বারুণীবিলাস নাটক (১৮-৬৭)।

নবীনচন্দ্র দত্ত (২০৷৬৷১২৪০—৮৷৯৷১৩০৫ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ জোড়াবাগান, কলিকাতা। পিতা ঃ দীননাথ দত্ত। জাতিতে তন্তুবায়। গোপাল চন্দ্র বিদ্যাভূষণের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা ও ফ্রি চার্চ ইন্স্টিটিউসনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রথমে সিভিল অডিটর অফিসের কর্মী ও পরে একাউন্টেন্ট্ জেনারেল অফিসের সুপারিন্টেন্-ডেন্ট্রূপে অবসরপ্রাপ্ত (১৮৯১)। ছাত্রাবস্থায় সংবাদ প্রভাকর, ভাস্কর সংবাদ, জ্ঞান রত্নাকর প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ

(লেখক)। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ খগোল বিবরণ (১২৭৩), ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্র-ব্যবহার, জরীপ ও সমস্থান প্রক্রিয়া (১২৭৬), সঙ্গীত রত্নাকর (১২৭৯), সাহিত্য মঞ্জরী (১২৮০), সচিত্র বর্ণবোধ (১২৮২), গীতা-সার সংগ্রহ (১২৮৩), নিধুবাবুর গীতাবলীর সংশোধিত ভূমিকা (১৩০৫), নিত্যকর্ম পদ্ধতি (১৩০৫), হারমোনিয়ম সূত্র (১৩০৫), সঙ্গীত সোপান, মহাজনী দর্শন ও সোজা শুভঙ্করী জমাখরচ হিসাব অনুসারে জমিদারী ও বাজার হিসাব (১২৮২)।

নবীনচন্দ্র দাস (২৭।২।১৮৫৩/ × ।১০।১২-৫৯—২১।১২।১৯১৪/৬।৯।১৩২১)। জন্ম ঃ চট্টগ্রামের আলামপুর গ্রামে। পিতা ঃ মাগন-চন্দ্র দাস, অগ্রজ ঃ তিব্বত ভ্রমণকারী শরৎচন্দ্র দাস। চট্টগ্রাম হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৬৯), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১ম বিভাগে এফ্. এ. (১৮৭১), প্রথম বিভাগে বি. এ. (১৮৭৪) ও এম্. এ. (১৮৭৫), ১ম বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বি. এল্. (১৮৭৭)। মিশন রোতে জন টমাসের অফিসের কর্মী, চট্টগ্রাম কলেজের আইনের অধ্যাপক (১৮৭৭-৭৯), রঙপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডেপুটি কালেকটর (১৮৭৯-১৯১০)। অবসরপ্রাপ্ত (১৯১০)। সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ করার জন্য নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক কবিগুণাকর (১৭।৪।১৯০৬) ও চট্টল ধর্মমণ্ডলী কর্তৃক বিদ্যাপতি (২৭।৫। ১৯১০) উপাধিতে ভূষিত,—কাব্যরত্নাকর উপাধিদ্বারা সম্মানিত। সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য থেকে বঙ্গানুবাদের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধিকারক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি। মাসিক বিভাকর (১৩০৪) ও প্রভাত পত্রিকার সম্পাদক (জানুয়ারী ১৯১৩)। অযোগ্যাবিবাহ কাব্যের প্রকাশনার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের অর্থসাহায্যপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আকাশ কুসুম কাব্য (১২৯০), কালিদাসের বিদ্যালাভ কাব্য (১৮৭৬), শোকগীতি (১৯০০), পিশা-চোদ্ধার কাব্য (১২৭০), অযোগ্য বিবাহ (১৮৬৮), ব্রহ্মশক্তি বিবরণ (১২৯৬)। অনু-বাদ ঃ রঘুবংশ ৩ ভাগ (পদ্যে—১৮৯১,৯৫, ৯৭), শিশুপালবধ ২ ভাগ (১৯০৩, ১৯১৫), কিরাতার্জুন ২ ভাগ (পদ্যে ১৯০৬, ১৯১৪), ক্ষেমেন্দ্রের চারুচর্চা শতক (১৯১৩) প্রভৃতি। ইংরাজী ঃ **Miracles of Buddha** (১৮৯৩), **Ancient Geography of Asia** (১৮৯৬), **A note on the Antiquity of the Ramayana** (১৮৯৩)।

নবীনচন্দ্র পাল (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ গৌহাটী, আসাম। সম্পাদক ঃ নব-রঙ্গ পত্রিকা (১৮৮২)।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমানের মহারাজ মহাতাপচাঁদের দ্বারা নিযুক্ত বাল্মীকি রামায়ণের অন্যতম পদ্যানুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সারাবলী (১৮৪৮)।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত উপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ রত্নোত্তমা (১৮৬৭)।

নবীনচন্দ্র ভদ্র (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ইচ্ছামূলাকর্ষণ (১৮৫৯), ভাওয়ালের ইতিহাস (ঢাকা—১৮৭৫)।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪।৭।১৮৫৩/২২। ৩।১২৬০—২৮।৮।১৯২২/১১।৫।১৩২৯। ছদ্ম-নাম ঃ শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী। জন্ম ঃ বুড়ারগ্রাম, বর্ধমান। পিতা ঃ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। সাত বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় আত্মীয় ক্ষুদিরাম দাসের দ্বারা পালিত। নবদ্বীপের বিখ্যাত ধনী গৱুদাস দাসের কর্মচারী (৪ বৎসর), পরবর্তী ৪

বৎসর মুঙ্গেরে অতিবাহিত। পরে মুর্শিদাবাদের রাজ পরিবারে ৫ বৎসর অতিবাহিত। স্বদেশপ্রেমিক কবি। স্বদেশপ্রেম ও পরাধীনতার প্রতি ধিক্কার কবিতার মূল সুর। বিনোদিনী, সাধারণী, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্য: ভুবনমোহিনী প্রতিভা ২ খণ্ড (১৮৭৫,৭৭), আর্য সঙ্গীত ১ম খণ্ড (দ্রৌপদীনিগ্রহ কাব্য—১৮৮০), ঐ ২য় খণ্ড (জাতীয় নিগ্রহ কাব্য—১৯০২), সিন্ধুদূত কাব্য (১৮৮৩), শিবাজী বিজয় (অপ্রকাশিত গাথা কাব্য)। সম্পাদিত পত্রিকা: বিনোদিনী (মুর্শিদাবাদ নসিমপুর থেকে ছদ্মনামে প্রকাশিত মাসিক পত্র—১২৮২)।

নবীনচন্দ্র রায় (?—১৮৯০)। পাঞ্জাব প্রবাসী খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী। পাঞ্জাবের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট্,—জাষ্টিস অফ্ দি পীস্—লাহোরের একাউন্‌টেন্‌ট্ জেনারেল, ওরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষ। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, পরীক্ষক ও ডেপুটি রেজিষ্ট্রার। বতলাম (মধ্যভারত) মহারাজের মন্ত্রী। লাহোর হিন্দু মহাসভার সম্পাদক (১৮৮২), পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, আঞ্জুমান-ই-পাঞ্জাব সাহিত্যসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। হিন্দীভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ: নারীধর্ম।

নবীনচন্দ্র সেন (১০।২।১৮৪৭—২৩।১।১৯০৯/১০।১০।১৩৩৫)। জন্ম: চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে। পিতা: মুনসেফ্ গোপীমোহন রায়, মাতা: রাজরাজেশ্বরী, পত্নী: লক্ষ্মী। জাতিতে বৈদ্য। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা (১৮৬৩), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৮৬৫) ও জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্ ইন্‌সটিটিউসন থেকে বি. এ. (১৮৬৮) উত্তীর্ণ। হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত (৩।৭।১৮৬৮)। ৩৬ বৎসর উক্তপদে কাজ করার পর অবসরপ্রাপ্ত। ১০।১১ বৎসর বয়স থেকে ঈশ্বর গুপ্তের অনুসরণে কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। এডুকেশন গেজেটে প্রথম কবিতা 'কোনো এক বিধবা কামিনীর প্রতি' প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ, মালঞ্চ, মানসী, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। মধুসূদন' হেমচন্দ্রের উত্তর সাধক বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম খ্যাতনামা মহাকবি। স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রেম, উচ্ছ্বাসাধিক্য ও গীতিধর্মিতা সকল কাব্যের বৈশিষ্ট্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য (১৩০১), ও সহ-সভাপতি (১৩০১-৩) প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: ভারত উচ্ছ্বাস কাব্য (১৮৭৫), পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫), রঙ্গমতী (১৮৮০), মহাভারতাশ্রিত কৃষ্ণ চরিত্রের নবরূপায়ণবিশিষ্ট ত্রয়ী মহাকাব্য—রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬), ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭), অবকাশ রঞ্জিনী ২ খণ্ড (গীতিকাব্য সংকলন —১৮৭১, ১৮৭৮), অমিতাভ (বুদ্ধজীবনী কাব্য—১৮৯৫), অমৃতাভ (শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্য—১৯০৯), খ্রীষ্ট (১৮৯১), শ্রীমদ্ ভগদ্‌গীতার পদ্যানুবাদ (১৮৮৯), মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পদ্যানুবাদ (১৮৮৯)। উপন্যাস: ভানুমতী (১৯০০)। নাটিকা: শুভ নির্মাল্য (১৯০০)। পত্র সাহিত্য: প্রবাসের পত্র (১৮৯২)। আত্মজীবনী: আমার জীবন ৫ খণ্ড (১৩১৪—২০)। সংকলন: নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ২ খণ্ড (হিতবাদী-১৯১১)।

নবীন পণ্ডিত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সারাবলী (রেজারিও অ্যাণ্ড্ কোং দ্বারা মুদ্রিত—১৮৪৮)।

নবেন্দু চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বেঁচে আছি।

নবেন্দু পাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পরিকল্পনা।

নবেন্দুভূষণ ঘোষ। নিবাস ঃ পাটনা, বিহার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আগুনের উক্তি, কাঞ্চনপুরের ছেলে, কায়াহীনের কাহিনী, পলাশের রঙ্, পাপুই দ্বীপের কাহিনী, ভালবাসার অনেক নাম, যেন এক নদী, নায়ক ও লেখক, মানুষ (গল্প), প্রান্তরের গান, কালো রক্ত, পোষ্ট মর্টেম, ফিয়ার্স লেন, পৃথিবী সবার ইস্পাত (গল্প), ডাক দিয়ে যাই (১৩৫১), বসন্ত বাহার, কান্না (গল্প)।

নবেন্দু সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা।

(ডঃ) নমিতা চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অহল্যার রাত্রি, নয় ছয়।

(ডঃ) নমিতা মণ্ডল (১৩।৮।১৯৪৮—)। জন্ম ঃ মোবারকগঞ্জ, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস ঃ সোনামুখী বাঁকুড়া। পিতা ঃ বিজয়কুমার মণ্ডল, মাতা ঃ হেমবরণী, বি. এ. (অনার্স), এম্. এ, বি. টি., পি. এইচ্. ডি.। শিক্ষিকা। বাঁকুড়া জেলা নাগরিক কমিটির পক্ষে লোকসংস্কৃতি পত্রিকা ও বাঁকুড়া রামকিঙ্কর স্মারক সমিতির দ্বারা সম্বর্ধিতা (২১। ১।১৯৮৪)। সুচেতনা, হিন্দুবাণী, বাঁকুড়া, হিতৈষী, বাঁকুড়াবার্তা, সরণ, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি পত্রিকা, মণিকৌস্তুভ, ধ্বনি, দর্শক, বৈদগ্ধ্য, রাঢ় জন সমাচার প্রভৃতি পত্রিকার লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঁকুড়ার মল্লযান (১৩৮৮), বাঁকুড়ার স্মরণীয় যাঁরা।

নয়নকুমার রায়। ছদ্মনাম ঃ অভাগা। জন্ম ঃ গয়া, বিহার, স্থায়ী ও বর্তমান নিবাস ঃ ভুবননগর, চন্দননগর, হুগলী। পিতা ঃ ভুবনমোহন রায়, মাতা ঃ আশালতা। সম্পাদক ঃ ভুবন (চন্দননগর—১৯৬৪), দৈনিক জোসার (কবিতাপত্র—১৯৬৭) প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ ঃ অসমাপ্ত কাহিনী ২খণ্ড (১৩৭৯)।

নয়নচন্দ্র। নামান্তর ঃ দ্বিজনরেশ চন্দ্র। সঙ্গীত রচয়িতা।

নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক ঃ কৃত্তিবাস।

নয়নচাঁদ ঘোষ (১৭শ শতাব্দী)। পল্লীকবি। মৈমনসিংহগীতিকার কবি। রচিত গীতিকাব্য ঃ কবি। চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও লীলা, মহুয়া।

নয়নচাঁদ ফকির। দরবেশ ধর্মাবলম্বী হিন্দু বলে অনুমিত। এঁর রচনা দরবেশ ও বাউলদের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। রচনা ঃ বালকনামা।

নয়নতারা দে (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক ঃ মণি-মোহিনী (১২৮৬), বিনোদ কানন (১৮৮৪)।

নয়নরঞ্জন বিশ্বাস (১৯৫১—) বি. এ.। নিবাস ঃ ধর্মদাস গাঙ্গুলী লেন, হাওড়া। চাকুরিজীবী। অনন্দবাজার, যুগান্তর, নব কল্লোল, সত্যযুগ, সাহিত্যবাণী, অভিনব, অগ্রণী, মণিমুক্তা প্রভৃতি পত্রিকায় উপন্যাস, গল্প, জাদুকাহিনী ও রম্যরচনা লেখক।

নয়ন রহমান (৯।৯।১৯৪০—) এম্. এ. বি. এড্। জন্ম ঃ পটুয়াখালী। ঢাকায় পুরাণ পল্টন মহিলা কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সুবাস নির্বাসিত (ছোট গল্প—১৯৮৩)। আপোষহীন এক সংগ্রামী (শিশুদের—১৯৮০)।

নয়নানন্দ (১৮শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ উত্তর রাঢ়ে মঙ্গলাডিহি গ্রামে। রচনা ঃ কৃষ্ণভক্তিরস কদম্ব (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু অবলম্বনে—১৭৩৩), ভক্তিমাঝীকনা, প্রেম-

ভক্তি রসার্ণব।

নয়নানন্দ দাস, মিশ্র (১৬শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম ঃ ধ্রুবানন্দ মিশ্র। জন্ম ঃ মুর্শিদাবাদের কান্দীর ভরতপুর গ্রামে। পিতা ঃ বাণীনাথ মিশ্র। চৈতন্যপার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মন্ত্রশিষ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাধন্য। সহজ কবিত্ব শক্তির অধিকারী। বহুসংখ্যক বৈষ্ণব পদের রচয়িতা। চৈতন্য বিষয়ক পদ রচয়িতা। ৯৬টি পদমাত্র পাওয়া গেছে। রচিত গ্রন্থ ঃ প্রায়োভক্তি রসান্তর।

নয়নেন্দ্রসুন্দর মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা লেক্‌টাউন নিবাসী—কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ ছায়ামঞ্জরী।

নয়ীম গহর। বাংলদেশ নিবাসী কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ শব ও স্বগতোক্তি (ঢাকা—১৯৬৭)।

নরচন্দ্র, কুমার। নদীয়া—কৃষ্ণনগরের রাজবংশ সম্ভূত। শাক্ত সঙ্গীত রচয়িতা। 'সঙ্গীত সার সংগ্রহে' নরচন্দ্রের অনেকগুলি গান সংকলিত হয়েছে।

নরনারায়ণ রায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীবৎস চরিত্র (যশোর—১৮৪০), গোপাঙ্গনা কাব্য (মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা অনুসরণে (১৮৭১)।

নরসিংহ দাস (১৮শ শতাব্দী)। আর্যাছড়া রচয়িতা।

নরসিংহ দাস, মিশ্র (১৮শ শতাব্দী)। বৈষ্ণব পদকর্তা। সম্ভবতঃ দ্বিজ নরসিংহের সঙ্গে অভিন্ন। রচিত গ্রন্থ ঃ দর্শনচন্দ্রিকা, প্রেম দাবানল, পদ্মশৃঙ্গার, হংসদূত, (রূপগোস্বামীর সংস্কৃত গ্রন্থের গদ্যানুবাদ), রাগসূত্রকণা, উদ্ধবদূত।

নরসিংহদেব ঘোষাল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিশ্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান (১৮৫৭)।

নরসিংহ বসু (১৮শ শতাব্দী)। পূর্বপুরুষের নিবাস ঃ বর্ধমান জেলার পানাগড়ের নিকট বসুধা গ্রামে, পৈতৃক নিবাস ঃ বর্ধমানের দামোদরের দক্ষিণতীরে শাঁখারি গ্রামে। পিতা ঃ ঘনশ্যাম বসু, মাতা ঃ নবমল্লিকা। বাল্যকালে পিতৃহীন হওয়ায় পিতামহীর যত্নে পালিত। বাঙ্গালা, পারসী ও নাগরীতে ব্যুৎপন্ন। মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে বীরভূমের রাজনগরের রাজা আসফুল্লার উকিল। রচনা ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্য (রচনাকাল ১৭৩৭)।

নরসিংহ রায় (রাজা)। নরোত্তমদাসের শিষ্য। সিংহভূপতি, নরসিংহ, দেব নৃসিংহ ইত্যাদি ভনিতায় বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা।

নরহরি। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

নরহরি কবিরাজ (১৭।২।১৯১৭ —) এম্. এ.। জন্ম ঃ শ্রীখণ্ড, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস ঃ ১২, এভিনিউ নর্থ রোড্ কলিকাতা —৭৫। পিতা ঃ নবদ্বীপ নিবাসী বকুলতলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিত্যানিরঞ্জন কবিরাজ, মাতাঃ সুলোচনা। মুরলীধর গার্লস কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯৪৭—৭৭), পরিচয় ও মূল্যায়ন পত্রিকার লেখক, প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মধ্যবিত্ত কোন পথে (১৯৪৬), স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী (১৯৫৪), বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ (১৯৭৩)। **A Peasant uprising in Bengal, 1783** (১৯৭২) **wahabi and Farazi Rebels in Bengal** (১৯৮২)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ মূল্যায়ণ (১৯৬৫-৮৩)।

নরহরি চক্রবর্তী (আঃ ১৬৯০—১৭৬০ খ্রী ঃ)। নামান্তর ঃ নরহরি দাস, ঘনশ্যাম দাস। জন্ম ঃ রেঙাপুর, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা ঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী। পিতৃগুরু ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর

গ্রন্থ ঃ ঔষধ পরিচয়।

নরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৩—)। পৈত্রিক নিবাস ঃ বাকুলিয়া, হুগলী। পিতা ঃ অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ ক্ষীরোদা। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯১০)। মুদ্রণ ব্যবসায়ী। ৬৩ বৎসর বয়সে কথা-সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ঘরের মানুষ যারা, ফল্গুর বুকে কত মায়া, ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, আপনি থেকে তুমি।

নরেন্দ্রনাথ বসু (১৯ শ শতাব্দী) সম্পাদক ঃ নলিনী (১২৮৮—৮৯)।

নরেন্দ্রনাথ বসু (১৯১৬—২২।৪।১৯৭৫)। নিবাস ঃ মেদিনীপুর। পিতা ঃ প্রমোদনাথ বসু। বসিরহাটের তারাক্ষ্যাপার শিষ্য। যুগান্তর পত্রিকার কর্মী। কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে বহু সঙ্গীত পরিবেশিত।

নরেন্দ্রনাথ বসু (৪।১২।১২৯৭—২৯।৭। ১৩৭১ বঙ্গাব্দ)। ছদ্মনাম ঃ দিগ্‌গজচন্দ্র বিদ্যানদী, রসরাজ শর্মা। জন্ম ঃ ২৪ পরগণার সোনারপুর–কামরাবাদে মাতুলালয়ে। নিবাস ঃ পটলডাঙ্গা, কলিকাতা। পিতা ঃ উপেন্দ্রনারায়ণ বসু, মাতা ঃ বিনোদিনী। ছাত্রাবস্থা থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। প্রবেশিকা পড়ার সময়েই মাসিক ছাত্রসখা (১৩১৪) ও বিজ্ঞান দর্পণের পরিচালক। রবিবাসর সাহিত্যসভার সম্পাদক। বোম্বাই বঙ্গ সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠাতা। খুলনা-দৌলতপুরে বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে কথা সাহিত্য শাখার সভাপতি (১৩৫০), বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সঙ্গে ৪০ বৎসরের অধিককাল যুক্ত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ সাপ্তাহিক বাঁশরী (১৩৩০), পরে মাসিক বাঁশরী (১৩৪১), রবিবাসর (১৩৪১), সঞ্জীবনী (১৩৪৩-৪৪), ঊষা (শারদীয়া সংখ্যা—১৩৫৩), কায়স্থ পত্রিকা। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র (১৩৪৭), জলধর সেনের আত্ম-জীবনী। রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পূজা (১৯১৬), তাম্রকূট না কূট (১৩১৫), মানস কমল (গল্প—১৩৩২), খাদ্য কথা (বিজ্ঞান —১৯২২), আসামের সুদূর প্রান্তে (ভ্রমণ —১৩৫৮)। ষড়্ অবতার (ব্যঙ্গ-গল্প—১৩২৭), নটেন্দ্রলীলা, কল্পনা (১৯৫৫)।

নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৯০৩—৬।৬। ১৯৭৬), দেওঘর দেবসংঘ আশ্রমের প্রতি-ষ্ঠাতা। প্রথম যৌবনে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাস ব্রতী। দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত—দার্শনিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাধনার গৃহে, মন্ত্র ও পূজা রহস্য, সত্যের পথ বা আমির সন্ধান, হৈমবতী দর্শন, নবদুর্গা কে? প্রভৃতি।

নরেন্দ্রনাথ বাগল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতে জ্যোতিষচর্চা ও কোষ্ঠীবিচারের সূত্রাবলী।

নরেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ। দার্শনিক পণ্ডিত, **Vaisesik System, Advaita Vedanta, Sri maad Bhagavat Gita** প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ ন্যায় দর্শনের ইতিহাস।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। জীবনীকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বুদ্ধ।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। জন্ম ঃ খলিসানি, চন্দননগর। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক, পরে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য কবি। বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), প্রবাসী, সাহিত্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লেখক। প্রকাশিত কাব্য ঃ গৃহহারা (টেনিসনের এনক আর্ডেন

অবলম্বনে—১৩১২), কাকলি (চুঁচুড়া—১৩৩১), মনীষা (১৩১৬)।

(ডঃ) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৫।১২। ১৯৩৩—) এম্. এ. পি. এইচ্. ডি.। জন্ম-স্থান ও নিবাস ঃ জোড়াঘাট, চুঁচুড়া, হুগলী, পিতা ঃ ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মাতা ঃ তারা-দেবী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম্ এ. গ্রিফিথ পুরস্কার ও পি. এইচ. ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত। প্রথম জীবনে শিক্ষক সাংবাদিক ও বিভিন্ন জীবিকাশ্রয়ী। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রের অন্যতম গবেষণা পরিচালক (১৯৬৫), উক্ত বিভাগের এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। বিভিন্ন পত্রিকায় রাজনীতি, সমাজনীতি, ও ভারততত্ত্ব সম্পর্কে, বহু প্রবন্ধের লেখক—Indian Pubetry Rites (১৯৬৭, ১৯৮০), Indian Mother Goddess (১৯৬৯, ১৯৭৭), History of Indian Cosmographical Ideas (১৯৭১), History of Sakta Religion (১৯৭৪), Ancient Indian Rituals and their social Contents (১৯৭৫)। Jaina Philosophy in Historical out-line (১৯৭৬), History of Researches on Indian Buddhism (১৯৮১). History of Tantric Religion (১৯৮২) প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (১৯৭২), প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য (১৯৭৫), ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস ২ খণ্ড (১৯৭৬, ১৯৮০), ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস (১৯৭৯) প্রভৃতি।

নরেন্দ্রনাথ মজুমদার। জন্ম ঃ মৈমন-সিংহের গায়িহাটা গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কালের ডায়েরী, আশিস, ভীষ্ম, রূপকথা, ব্রতকথা,। সম্পাদক ঃ মাসিক সৌরভ (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ—১৯৪২ খৃঃ)।

নারেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৭০—২৩।৭।১৯৩৮)। পিতা ঃ চন্দ্র রায় বাহাদুর। লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার। আয়ু-র্বেদজ্ঞ। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ রসতরঙ্গিণী চিকিৎসা কণিকা।

নরেন্দ্র নাথ মিত্র (৩০।১।১৯১৭—১৪।৯। ১৯৭৫)। জন্ম ফরিদপুরের কুমার নদীর তীরস্থ সদরদি গ্রামে। নিবাস ঃ রাজা মণীন্দ্র রোড্, পাইকপাড়া, কলিকাতা। পিতা ঃ মহেন্দ্রনাথ মিত্র, পত্নী ঃ সঙ্গীত শিল্পী শোভনা মিত্র। গ্রামের এম্. ই স্কুল ও স্থানীয় ভাঙ্গা হাইস্কুলের ছাত্র। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৩৫), কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৩৯)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে চেকারের কা[illegible]যুক্ত,—পরে সাংবাদিক। দৈনিক কৃষক, সত্যযুগ প্রভৃতি পত্রিকার কর্মী, —পরে আনন্দবাজার প্রত্রিকার সঙ্গে যুক্ত (১৯৫০—৭৫)। বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক। দেশ পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'মূক' প্রকাশিত (১৯৩৬)। প্রথম মুদ্রিত গল্প ঃ মৃত্যু ও জীবন (১৯৩৬), প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ঃ হরিবংশ (দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত,—পরবর্তী নাম ঃ দ্বীপপুঞ্জ)। ৪৪টি গল্প গ্রন্হ, ৩৬টি উপন্যাস ও ২টি কাব্যগ্রন্হের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ গল্প ঃ হলদে বাড়ী (১৯৪৫), উল্টোরথ (১৯৪৬), পতাকা (১৯৪৭), চড়াই উৎরাই (১৯৫০), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫২), কাঠগোলাপ (১৯৫৩), অসবর্ণা (১৯৫৪), ধূপকাঠি (১৯৫৪), মলাটের রঙ্ (১৯৫৫), রূপালি রেখা (১৯৫৬), দীপান্বিতা (১৯৫৬), বসন্ত পঞ্চম (১৯৫৭), মিশ্ররাগ

(১৯৫৭), পূর্বতনী (১৯৫৮), অঙ্গীকার (১৯৫৯), ময়ূরী (১৯৬১), বিদ্যুৎলতা (১৯৬১), পত্রাবিলাপ (১৯৬১), চিলেকোঠা (১৯৬৪), বিবাহবাসর (১৯৬৭), সন্ধ্যারাগ (১৯৬৮), অনাগত (১৯৭২), উদ্যোগপর্ব (১৯৭৬) প্রভৃতি। উপন্যাস: দ্বীপপুঞ্জ (১৯৪৬), দেহমন (১৯৫২), দূরভাষিনী (১৯৫২), চেনামহল (১৯৫৩), গোধূলি (১৯৫৩), সহৃদয়া (১৯৫৬), শুক্লপক্ষ (১৯৫৭), সুখদুঃখের ঢেউ (১৯৫৪), হেড্‌মাষ্টার (১৯৫৯), তিনদিন তিনরাত্রি (১৯৬১), মহানগর (১৯৬৩), সেতুবন্ধন (১৯৬৪), সূর্যসাক্ষী (১৯৬৫) প্রভৃতি। কাব্য: নিরিবিলি (১৯৫৬), জোনাকি (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিষ্ণু ভট্টাচার্য সহ)। প্রবন্ধ: শিল্পীর স্বাধীনতা, সাহিত্যপ্রসঙ্গ, আত্মকথা, ফিরে দেখা, গল্প লেখার গল্প।

নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: রূপের নেশা, নবীন গোয়েন্দা, নারীর বল, সৎমা, দলিত কুসুম, জয়মাল্য।

নরেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রাথমিক ইমারত সংগঠন, বিজয়ী বাঙ্গালা (১৯৩১)।

(ডঃ) নরেন্দ্রনাথ লাহা (১২৯৩—২৯।৭।১৩৭২ বঙ্গাব্দ) এম্. এ. বি. এল্. পি. এইচ্. ডি. (১৯২২)। জন্ম: কলিকাতায়। পিতা: প্রখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী হৃষীকেশ লাহা। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত (১৯১৬), বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বাসের সভাপতি (১৯২৪, ১৯৪৯), বঙ্গশ্রী কটনমিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ইউনাইটেড্ ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান। ১ম ও ২য় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি, কলিকাতা। শেরিফ, ভারতের ইতিহাস সংস্থার সভাপতি। জড়বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত। ভারততত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ১৮টি গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতে শিক্ষার বিস্তার, প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি, প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ, দেশবিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো (১৯৩৩), **Studies in Ancient Hindu Polity, Promotion of Learning in India** প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: হরপ্রসাদ সম্বর্ধনা লেখমালা ২য় খন্ড (সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সহ—১৮৯০)। সম্পাদিত পত্রিকা: **Indian Historical Quarterly** (যুগ্মভাবে), মাসিক সুবর্ণবণিক সমাচার (১৩৩৪-৩৯), ত্রৈমাসিক সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১৩৩১-৩৩)।

নরেন্দ্রনাথ সরকার। প্রকাশিত নাটক: স্বর্গারোহণ (১৯০১)।

নরেন্দ্রনাথ সেন, রায়বাহাদুর (×।১১। ১২৫০—১৬।৩।১৩১৮/১৭।১৯১১)। জন্ম: কলুটোলা, কলিকাতা। পিতা: কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা হরিমোহন সেন। হিন্দু কলেজের ক্যাপ্‌টেন পামারের ছাত্র। এটর্নি,—রাজনীতিক—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৯৭-৯৯), ভারত সভার সদস্য। সম্পাদক: পাক্ষিক **Indian Mirror** (১৮৬৩), পাক্ষিক সুলভ সমাচার (১৯১১), দৈনিক Indian Mirror (১৮৮৩-১৯১১)।

নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ: নজরুলের সঙ্গে কারাগারে।

নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। সম্পাদক: প্রতিভা (১৩৩৪-৩৬)।

নরেন্দ্রমোহন সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিক্ষোভ ২ খণ্ড।

নরেন্দ্রলাল খাঁ (১৭।৯।১৮৬৭—১৫।২।১৯২০)। জন্ম: মেদিনীপুর নাড়াজোল রাজ-

বাটীতে। পিতা ঃ মহেন্দ্রলাল খাঁ। বৃটিশ সরকারের হাতে নিগৃহীত। স্বদেশ-হিতৈষী জমিদার। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পরিবাদিনী শিক্ষা।

(ডঃ) নরেশ গুহ (×।১।১৯২৩—)। জন্ম ঃ বিন্যাকৈর, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ। নিবাস ঃ ৫, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা-২৯। পিতা ঃ রমেশ গুহ, মাতা ঃ ইন্দুমতী। সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৯), কলিকাতা রিপন কলেজ থেকে বি. এ (১৯৪৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ (১৯৪৫), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ওয়েষ্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে পি. এইচ্. ডি. (১৯৬২)। কবি,—সাংবাদিক,—শিক্ষাব্রতী। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবনের অধ্যক্ষ (১।১২।১৯৮৩—)। সাহিত্য একাডেমি কাউন্সিলের সদস্য (১৯৮৩—), আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সাহিত্য সমিতির এক্‌জিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য (১৯৮২ থেকে ৬ বৎসর)। জার্মান একাডেমি এক্‌স্‌চেঞ্জের আমন্ত্রণে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক (১৯৭০)। ফুলব্রাইট্ স্মিথমুণ্ড স্কলারশিপ (১৯৫৯—৬০), রক্‌ফেলর ফাউণ্ডেশন ফেলোশিপ (১৯৬০-৬২), সিনিয়র ফুলব্রাইট্ স্কলারশিপ (১৯৮০-৮১) এবং কবিতার জন্য কেরালা থেকে প্রথম কুমারণ আসান পুরস্কার (১৯৭৮) দ্বারা সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ দুরন্ত দুপুর (১৯৫২—), তাতার সমুদ্রে ঘেরা, তপতীর মন। অনুবাদ ঃ পার্টির পথে, ইংরাজী ঃ Y. B. Yeats (১৯৬৭)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ ত্রৈমাসিক কবিতা (১৯৫৫—)। সহ সম্পাদক ঃ ত্রৈমাসিক কবিতা (১৯৫৩), যুগ্ম সম্পাদক ঃ চলচ্চিত্র। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা সংগ্রহ।

নরেশ চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন।

নরেশ চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আয়ুর্বেদ দর্শন, চিকিৎসা বিদ্যার ইতিহাস।

নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী (৩০।৭।১৩১৯—)। জন্মস্থান ঃ শাহজাদপুর, পাবনা। পিতা ঃ নবদ্বীপ চন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা ঃ রণরঙ্গিণী। আলিপুর দুয়ার জংশনে রেলওয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। আলিপুর দুয়ার নিবাসী কবি—গায়ক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বহুনক্ষত্রের মিছিলে, শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ, দরদী রবীন্দ্রনাথ।

নরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সমাধি প্রকাশ আরণ্য দ্রষ্টব্য।

(ডঃ) নরেশচন্দ্র জানা (১২।১।১৯৩৬—) এম্. এ, পি এইচ্. ডি., ডি লিট্। ছদ্মনাম ঃ শ্রীপথিক। জন্ম ঃ বৃন্দাবনপুর, তালপুর, মেদিনীপুর। অধুনা ট্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা নিবাসী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পিতা ঃ যোগেন্দ্রনাথ জানা, মাতা ঃ দক্ষবালা। স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত। সহ-সম্পাদক ঃ মাসিক ভারতবাণী (কলিকাতা-১৯৬৫), মাসিক সাহানা (কলিকাতা—১৯৬৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী (১৯৭০), বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার (১৯৭৭), কাহিনী চয়নিকা (বাঙ্গালা সাহিত্যের গল্প—১৯৬২), বৈষ্ণব পদাবলীর অনুক্রমণিকা (১৯৭৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণ (উত্তর কাণ্ড), আত্মকথা গ্রন্থমালা ১ম খণ্ড (১৯৮১), ঐ ২য় খণ্ড ১৯৮২)।

নরেশ চন্দ্র দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা ভাষার গঠন পদ্ধতি।

নরেশ চন্দ্র বসু (৩১।৩।১৯৫৫—)।

ছদ্মনাম ঃ নীলাঞ্জন। নিবাস ঃ ষাঁড়পুর, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস ঃ খড়গপুর, মেদিনীপুর। পিতা ঃ পঞ্চানন বসু। কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত (১৯৪০—)। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখক। সম্পাদক ঃ অহনা (১৯৮১—)।

নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য (?—১২৭২)। জন্ম ঃ যাসুদহ, বর্ধমান। সাধক ও শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা। বাঙ্গালীর গানে এঁর তিনটি গান সংকলিত হয়েছে।

নরেশ চন্দ্র রায় (২৪।১০।১৯০৪—)। নিবাস ঃ গণেশঘাট, তেজপুর আসাম। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ যুগমানব (লোকনাথ জীবনী), বৈজয়ন্তী (উপন্যাস)।

নরেশ চন্দ্র রায়। নামান্তর ঃ কুমার নরেশ চন্দ্র বা নরচন্দ্র রায়। নদীয়া-কৃষ্ণনগর রাজবংশের সন্তান। শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা। বাঙ্গালীর গান ও সঙ্গীতসার সংগ্রহে এঁর শ্যামাসঙ্গীত সংকলিত হয়েছে।

(ডঃ) নরেশ চন্দ্র রায় (১৯১০—৯।১১। ১৯৮০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক, শতবার্ষিক অধ্যাপক হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত (১৯৬১)। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, যুক্তরাজ্য ব্যবস্থা, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচয়িতা।

নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত (২৭।৯।১৮৮২—১৭।৯।১৯৬৪)। জন্ম ঃ বগুড়ায় মাতুলালয়ে। ছদ্মনাম ঃ সত্যসন্ধসিংহ। পৈত্রিক নিবাস ঃ বাঁশী, টাঙ্গাইল। নিবাস ঃ পি—৯৩, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা—২৯। পিতা ঃ মহেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত। দর্শনে এম. এ. (১৯০৫), বি. এল্. (১৯০৬), আইনের বিবর্তন ওভারতীয় সমাজ সম্পর্কে গবেষণা করে ডি. এল্ (১৯১৪)। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল (১৯০৬), রিপন কলেজ, সিটি কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২০—২৪) আইনের অধ্যাপক। ঢাকা আইন কলেজের সহাধ্যক্ষ (১৯১৭),—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর অধ্যাপক (১৯৫০)। ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে আমেরিকা ভ্রমণকারী (১৯৫১)। ভারতীয় আইন কমিশনের সদস্য (১৯৫৬), বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত,—কংগ্রেসকর্মী। ওয়ার্কার্স এণ্ড্ পেজেণ্ট্স পার্টি (১৯২৫—২৬) ও লেবার পার্টি অফ্ ইণ্ডিয়ার (১৯৩৪) সভাপতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ (১৯১৩), বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি (১৩৩৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠের **Abbey of Bliss** নামে ইংরাজীতে অনুবাদক। **Evolution of law, Bliss of Self rule in India** প্রভৃতি ইংরাজী গ্রন্থের লেখক। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও নাটক মিলিয়ে ৬০টি গ্রন্থের লেখক। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রগতিশীল চিন্তা বিস্তারের অগ্রপথিক—বাস্তব সমাজের রূপকার,—যৌন আবেদনমূলক বিষয়কে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অগ্নিসংস্কার, রক্তের ঋণ, দ্বিতীয় পক্ষ, পাপের ছাপ, কাঁটার ফুল, শাস্তি, গ্রামের কথা, বিপর্যয়, ব্যবধান, রাজগী, পিতাপুত্র, মিলন পূর্ণিমা, দূরের আলো, তৃপ্তি, সতী, একা, রূপের অভিশাপ, তাবিজ, দুষ্টগ্রহ, লক্ষ্মীছাড়া, সর্বহারা, ব্রতী, লুপ্তশিখা, অভয়ের বিয়ে, শুভা, তারপর, অন্তরায়, ঠকের মেলা (নাটক), নারায়ণী, ঋষির মেয়ে, আনন্দ মন্দির, আহূত, বেতারে বর, বিয়ের খাতা, তরুণী ভার্যা (উপন্যাস), পরিণাম, টিকি বনাম টাকা, নিষ্কণ্টক বংশধর; শেষপথ, খুনের

জের, বড় বৌ (নাটক), বারবধূ (নাটক), রক্তের ঋণ (উপন্যাস), স্ত্রীভাগ্যে (উপন্যাস)। সম্পাদক ঃ পল্লীস্বরাজ (১৩৩৫—৩৮), বাসন্তিকা (১৩৩০)।

নরেশ্বর ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবনধারা, পাষাণপুরী।

নরোত্তম কেরানী। রচনা ঃ বাত্যাবর্ত বিবরণ (১১৫৭ মঘী সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা অবলম্বনে, লিপিকাল ১১৭৯ মঘী)।

নরোত্তম দাস ঠাকুর (১৫৩১—১৫৮৭)। প্রকৃত নাম ঃ নরোত্তম দত্ত। জন্ম ঃ রাজশাহীর গড়ের হাট পরগণার খেতুরী গ্রামে, নিবাস ঃ রাজশাহী জেলার পদ্মাতীরে গোপালপুর গ্রামে ও খেতরীতে। পিতা ঃ রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা ঃ নারায়ণী। ১৮ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর আশ্রয়প্রাপ্ত। লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত—আজীবন ব্রহ্মচারী। জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ঠাকুর মহাশয় উপাধিপ্রাপ্ত। জীব গোস্বামীর প্রেরণায় গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারের জন্য শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে গ্রন্থসহ আগমনকালে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে বীর হাম্বীর কর্তৃক গ্রন্থ অপহৃত হওয়ার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। খেতরীতে ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশাল বৈষ্ণব মহোৎসবের উদ্যোক্তা (১৫৮১ ?)—এই উৎসবে গৌরচন্দ্রিকা গানের প্রবর্তক। গড়ের হাটি বা গড়ানহাটি ঢঙের কীর্তনের প্রবর্তক। আসাম মণিপুর ও বহুস্থানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক। বহু বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের রচয়িতা, বৈষ্ণব পদকর্তা। তাঁর রচনায় বৈষ্ণবীয় ভক্তিসাধনার তত্ত্ব সহজভাবে বর্ণিত। নরোত্তম ভণিতায় রাগাত্মক ও মঞ্জরীভাবের বহুপদ পাওয়া যায়। তাঁর প্রার্থনা বিষয়ক পদগুলি বিদ্যাপতির পদ অপেক্ষা ন্যূন। রচিত গ্রন্থ ঃ সাধনভক্তি চন্দ্রিকা (বা ভক্তি উদ্দীপক), প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তিচন্দ্রিকা বা রসভক্তিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা, গুরুশিষ্যসংবাদপটল (বা উপাসনাপটল বা সিদ্ধিপঠল বা উপাসনাতত্ত্বসার), চতুর্দশপটল, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, হাটপত্তন, চন্দ্রমণি ও সূর্যমণি (অপ্রাপ্ত), দেহকড়চা, স্মরণমঙ্গল, ভজননির্দেশ, আশ্রয় নির্ণয়, রাধাতত্ত্ব, রাগমালা, বৈষ্ণবামৃত, হংসদূতের অনুবাদ প্রভৃতি।

নরোত্তম হালদার (৭।১০।১৯৩৪—)। ছদ্মনাম ঃ বড়দা, মনুজেশ গুপ্ত। নিবাস ঃ কাকদ্বীপ, ২৪ পরগণা। জন্মস্থান ঃ চণ্ডীপুর, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ বিরিঞ্চি মাধব হালদার, মাতা ঃ লক্ষ্মীদেবী। প্রি ইউ. পাশ। বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত—শিক্ষক, কবি। সম্পাদক ঃ দক্ষিণায়ন (কাকদ্বীপ—১৯৭৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ কাব্য ঃ কুঁড়ি (১৩৭৫), সোনার বাংলা (১৯৬৪)। প্রবন্ধ ঃ পাতালতীর্থ শ্রীধাম বঙ্গোপসাগর (১৯৭২)।

নলিনাক্ষ চক্রবর্তী (১৮৭৪—?)। জন্ম ঃ রায়নগর, রায়না, বর্ধমান। রেলওয়ে ষ্টেসন মাষ্টার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিবাজী ও মহারাষ্ট্র জাতি (১৯০৭), উষা রানী (১৯০৮), দুই ভগিনী (১৯০৯), বনশোভা (১৯১০)।

নলিণাক্ষ দত্ত (৪।১২।১৮৯৩—২৭।১১-১৯৭৩)। জন্ম ঃ পিতার কর্মস্থলে ওয়ালটেয়ারে। নিবাস পূর্বাস্থলী বর্ধমান। পিতা ঃ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই. এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পালি-ভাষায় অনার্স সহ বি. এ, ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯১৫), এল্. এল্. ডি. (১৯১৬), পি. আর্. এস্ (১৯১৮), পি. এইচ্. ডি (১৯১৯), ডি. লিট্ (১৯১৯)। রেঙ্গুনে জড্সন কলেজের অধ্যাপক। কলি-

কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (১৯৪৬—৫৮)। দুটি কাপড়ের কলের মালিক। টিবেটোলজি ইন্স্টিটিউসনের সহ-সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষ (২ বার), ইরান সোসাইটির অধ্যক্ষ, ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ-বিহারের অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষ (১৯৪১), চিত্রশালাধ্যক্ষ (১৯৪৩), বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স কর্তৃক নির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য। জাপান সরকারের আমন্ত্রণে ২৫০০ তম বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাপান গমন (১৯৫৭), ভারততত্ত্ববিদ হিসাবে আচার্য রাঘবন প্রভৃতির সঙ্গে রাশিয়া ভ্রমণ (১৯৫৮)। রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধধর্মমহা-সভায় ভারতের প্রতিনিধি। Aspects of Mahayana Buddhism in Relation to Hinayana (London—১৯৩০) নামক গবেষণা গ্রন্থের লেখক। সম্পাদক: গিলগিট্ম্যানুস্ক্রিপ্ট্ (বহুখণ্ড), স্ফুটার্থাভিধর্ম কোষ ব্যাখ্যা (নরেন্দ্রনাথ লাহা সহ)।

নলিনীকান্ত গুপ্ত (১৩।১।১৮৮৯—৭।২। ১৯৮৪ / ২৪।১০।১৩৯০)। জন্ম: ফরিদপুর, বাংলাদেশ। পিতা: রঙ্পুরের উকিল রজনীকান্ত গুপ্ত, মাতা: কাদম্বিনী। রঙ্পুরের জমিদার বাড়ীর সন্তান। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত। আলিপুর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হলেও মুক্তিপ্রাপ্ত। পরে পণ্ডীচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমনিবাসী। আজীবন আশ্রমের সম্পাদক। গাঢ়বন্ধ মননশীল ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনায় দক্ষ। প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ 'স্বদেশী দীক্ষা' ধর্মপত্রিকায় প্রকাশিত (১৯১০)। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ: সাহিত্যিকা (১৯২০)। সবুজপত্র, ধর্ম, বন্দেমাতরম্, শঙ্খ, বর্তিকা, Advent, Mother India প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। অরবিন্দের সাবিত্রীর বঙ্গানুবাদক। ২৩ টি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাহিত্যিকা (১৯২০), দেবজন্ম (১৯২০), স্বরাজের পথে (১৯২৪), ভারতে হিন্দু-মুসলমান (১৯২৫), স্বরাজ গঠনের ধারা (১৯২৫), মধুছন্দার মন্ত্রমালা (১৯২৬), ভারত রহস্য (১৯২৭), শিক্ষা ও দীক্ষা (১৯২৮), রূপ ও রস (১৯২৮), ভাবী সমাজ (১৯২৮), আধুনিকী (১৯৩২), বাংলার প্রাণ (১৯৩২), বোলশোভিকী (১৩৩২), নারীর কথা (১৯৩২), সাধকের কথা (১৯৪৭), যুগের সাধনা (১৯৪৮), নীত্সের বাণী (১৯৩৫), শিল্প কথা (১৯৪৮), আলোর পথে ২ খণ্ড (১৯৪৮), চেতনার অবতরণ (১৯৪৪), নব্যবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান (১৯৫৬), বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম (১৯৪৮), ফরাসী ষোড়শী, The yoga of Sri Aravinda (১৯৩৯—৫৫) Ramendra Nath (১৯৫২), The coming of Race, The March of Civilisation, Approach to mysticism, Poets and mystics towards light, রচনাবলী ১০ খণ্ড, Collected works ৮ খন্ড।

নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। নিগমানন্দ সরস্বতী দ্রষ্টব্য।

(ডঃ) নলিনীকান্ত চক্রবর্তী (×।৭।১৩৩২ / ১৯২৬—)। বি. কম্.। এম্. এ. (ইকনমিক্স, ইসলামিক্ হিষ্ট্রি, পল্. সায়েন্স), বি. টি. পি. এইচ্. ডি. জন্ম: খুসরপুর, আফ্জগঞ্জ, শ্রীহট্ট। বর্তমান নিবাস: বিশ্বনিকেতন, হাওড়া। পিতা: রজনীকান্ত চক্রবর্তী, মাতা: প্রফুল্লবালা। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শিক্ষক—কবি। সম্পাদক: জোয়ার, (জাঙ্গিপাড়া—১৯৬৫—৭০), বিশ্বপথিক (হাওড়া—১৯৭০—)। প্রকাশিত কাব্য: তুমি এবং

আমি (১৯৫৬), সে (১৯৫৭), কবিতা সঞ্চয় (১৩৫৮), আমি দেখিয়াছি পৃথিবীরে, পৃথিবী আরো বড় (১৩৫৮), শেষের গান (১৯৬০), মহাবিশ্বের আমি (১৯৬৫), তৈসার তীরের হারচা—উ (কাব্য নাট্য—১৩৫৮)। দর্শন গ্রন্থ ঃ আত্মদর্শন বাসর মীমাংসা।

নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত। অধ্যাপক। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল।

নলিনীকান্ত পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কান্ত কবি রজনীকান্ত (রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সহ—১৯২১)।

নলিনীকান্ত ব্রহ্ম। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতের অধ্যাত্মবাদ।

(ডঃ) নলিনীকান্ত ভট্টশালী (২৪।১।১৮৮৮-৬।২।১৯৪৭)। জন্ম ঃ ঢাকা জেলার নয়নানন্দ গ্রামে মাতুলালয়ে, মৃত্যু ঃ ঢাকায়, পৈতৃক নিবাস ঃ পাইকপাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা ঃ রোহিনীকান্ত ভট্টশালী। ৪ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় খুল্লতাত অক্ষয়চন্দ্র কর্তৃক প্রতিপালিত। সোনার গাঁ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পদক ও বৃত্তি সহ প্রবেশিকা (১৯০৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ. (ঢাকা—১৯১১)। গ্রিফিথ্ পুরস্কার (কলিকাতা বিশ্ব. ১৯২২), পি. এইচ্. ডি (ঢাকা—১৯৩৪)। স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, ঢাকা যাদুঘরের কিউরেটর (১৯১৪—৪৭)। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষক। মুদ্রাতত্ত্ব, প্রত্নলিপিবিদ্যা, মৌর্য ও গুপ্তযুগ সম্পর্কে গবেষণায় ভারতব্যাপী খ্যাতির অধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ Chronology of Early Independent Sultans of Bengal, Iconography of Buddhist and Brahmanical sculpture in Dacca Museum, হাসি ও অশ্রু (গল্প ১৩২৫), বীরবিক্রম (নাটক)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ময়নামতীর গান, মীনকেতন, কান্তনামা, কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড।

নলিনীকান্ত মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দার্জিলিং-এর পার্বত্য জাতি, বেদের ঐতিহাসিকতা।

নলিনীকান্ত রায় (?—১৯৭৭)। ছদ্মনাম ঃ দ্বিরেফ, ন কা রায়। কবি ও সাহিত্যিক। শিক্ষক—মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ ও শ্রীশচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক। দেশ, বসুমতী, পূর্বাচল, কথাসাহিত্য, শিশুসাথী, সত্যযুগ, লোকসেবক প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদক ঃ মাসিক ধর্ণা, Society।

নলিনীকান্ত সরকার (২৮।৯।১৮৮৯ / ১৩।৬।১২৯৬—১৮।৫।১৯৮৪ / ৪।২।১৩৯১)। ছদ্মনাম ঃ হাঁসুলী বাঁকের পাখী, হাহাহুহু, নিবিড়ানন্দ নকলনবিশ, সুরসিক। জন্ম ঃ জগতাই, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ। মৃত্যু ঃ পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে। পিতা ঃ নিকুঞ্জ-বিহারী সরকার, মাতা ঃ রাইকমলিনী। গ্রন্থাগারিক,—সুগায়ক,—রসিক ও সাহিত্যিক —সাংবাদিক, স্বদেশ প্রেমিক। নজরুল ইসলাম, দিলীপ কুমার রায়, হুমায়ুন কবির প্রভৃতির অন্তরঙ্গ সুহৃদ। হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮৪)। ভারতবর্ষ, ভারতী, শনিবারের চিঠি, সচিত্র ভারত, আত্মশক্তি, নবশক্তি, যুগান্তর সাময়িকী, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, হিমাদ্রি, কবিতা, কথা সাহিত্য, জঙ্গীপুর সংবাদ, বিদূষক প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাঞ্চনতলার কাপ (কাব্য—১৯১৬), দাদা ঠাকুর (শরচ্চন্দ্র পণ্ডিতের জীবনী), হাসির অন্তরালে (স্মৃতিচিত্র—১৯৫৪), শ্রদ্ধাস্পদেষু (১৯৫৭), আসা যাওয়ার মাঝখানে, সুরমুকুর (নজরুলগীতির স্বরলিপি), কান্তপদলিপি (রজনীকান্তের

গানের স্বরলিপি)। সম্পাদক : সাপ্তাহিক বিজলী (১৩২৭—২৯), বেতার জগৎ (১৯২৭—)।

নলিনীকান্ত সাহা (×।১০।১৩৪৫ / ৯। ১।১৯৩৯—) এম্. এ. (ইরাজী)। জন্ম : পাতিসর, বাংলাদেশ। ছদ্মনাম : পুরুষোত্তম, স্থায়ী ও বর্তমান নিবাস : কাঁঠালপাড়া, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। পিতা : বিজয়কান্ত সাহা, মাতা : কুসুমকুমারী। শিক্ষক—কবি। প্রকাশিত কাব্য : প্রথম কবিতা (১৯৬২)।

নীহার গুহ ৮।৫।১৯৩৮। জন্ম : ফরিদপুর (বর্তমান বাংলাদেশ)। বর্তমান নিবাস : ১৯/১ বি, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলি—৪, পিতা : ভুবনমোহন গুহ মল্লিক, মাতা : স্নেহলতা গুহ মল্লিক। এম এ. (ফিলজফি) ক. বি.। শিক্ষকতা। মাসিক বসুমতি, গল্প কবিতা ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রতি-ফলিত গোলাপ, ভিয়েতনামী সৈনিকদের গান, তাৎক্ষণিক অনুভূতিগুলি (১৯৬৯ সালে প্রথম প্রকাশিত), চীনের প্রাচীনতম কবিতা সংগ্রহ (১৯৮৬ সালে প্রথম প্রকাশিত)। বর্তমানে নাট্যতত্ত্ব এবং ইতিহাস তত্ত্বের উপর কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদে ব্যাপৃত।

নলিনী কিশোর গুহ (১৮৯২—২৯।৯। ১৯৭৭)। জন্ম : বজ্র-যোগিনী, ঢাকা। পিতা : রাধাকিশোর গুহ। গ্রামের স্কুলে পাঠকালে পুলিন দাসের কাছে বিপ্লবে দীক্ষিত। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় বিদ্যালয় থেকে পাশ করার (১৯০৭) পর সমিতির নির্দেশে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ও এল্. এম্. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। শঙ্খ, স্বাধীন ভারত প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১০) বন্দী ও ১৫ মাস পরে মুক্ত। অপর মামলায় (১৯১৪) এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত পুনরায় আটক,—মুক্তির পর (১৯২০) লেখার কাজে নিযুক্ত। সম্পাদক : সোনার বাংলা ও বাংলার বাণী (ঢাকা), দৈনিক স্বরাজ (১৩২৯)। সহ-সম্পাদক : আনন্দবাজার পত্রিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলায় বিপ্লববাদ (১৯২৩), ভারতের দাবী (ঢাকা, ১৯২৬), বিপ্লবের পথে (কলিকাতা—১৯২৭), তরুণ বাংলা (১৯২৮), পথ ও পাথেয় (১৯২৯), কাশ্মীর পরিক্রমা, কত অজানা মানুষ, বাংলার সমস্যা, বাঙ্গালার বিপ্লব চেষ্টা।

নলিনীকুমার ভদ্র (২৯।৮।১৯০৬/১৩।৫। ১৯১৩—৪।৮।১৯৭৫)। ছদ্মনাম : ন. ভ.। জন্ম : নাছিবনগর গ্রাম, ত্রিপুরা। নিবাস : ৬—১, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৯। পিতা : অশ্বিনীকুমার ভদ্র। শৈশব গ্রামে অতিবাহিত। ভাগ্য-বিপর্যয়ে হবিগঞ্জে পিতৃব্যের আশ্রয়ে পালিত। ৪র্থ শ্রেণীতে পাঠকালে হস্তনির্মিত পত্রিকা প্রকাশ,—উক্ত পত্রিকায় কবির দুঃখ নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরে পাটনায় বিহার বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন (১৯২৩—২৪)। অসমীয়া ভাষায় ব্যুৎপন্ন। সিলেট ন্যাশন্যাল স্কুলে শিক্ষক বন্ধু কবি সুবোধ রায়ের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত—গ্রেপ্তার ও ৬ মাস কারাদণ্ডিত। প্রবাসী পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯৪৫—৫৭), মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯৫৮-৫৯) ভারত জ্যোতি পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক (১৯৫৮—৫৯)। শ্রীহট্টে প্রমথ চৌধুরী ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠিত বাণীচক্র নামে সাহিত্য সংঘের সম্পাদক। যুগান্তর, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য সাহিত্য ও

সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবি প্রণাম (১৯৪১), বিচিত্র মণিপুর (ভ্রমণ—১৩৫১)। আমাদের পরিচিত প্রতিবেশী (১৯৪৬), পাহাড়িয়া কাহিনী (১৯৪৭), খাসী মিকির গাড়ো ও কুকীদের লোককথা (১৯৪৭), বনমালিকা (গল্প—১৯৫৬), আসামের অরণ্যচারী (১৯৪৯), অরণ্য প্রেমকথা, নেফার মানুষ, আদিবাসী বিচিত্র কথা, আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী। সম্পাদক ঃ কামসূত্র।

নলিনী ঘোষ। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ ঃ এক জ্যোতিষীর উপাখ্যান।

নলিনী দাশ (৫।৮।১৯১৬ —)। পিতা ঃ অরুণনাথ চক্রবর্তী—মাতা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর কন্যা পুণ্যলতা, স্বামী ঃ কবিজীবানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩২), ডায়োসেশন কলেজ থেকে আই. এ (১৯৩৪), স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে দর্শনে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে ২টি রৌপ্যপদক, ৮টি স্বর্ণ পদক প্রাপ্তা, জুবিলি স্কলারশিপ ও ঈশান স্কলারশিপ্ প্রাপ্তা দর্শনশাস্ত্রে ১ম শ্রেণীতে এম্. এ উত্তীর্ণা (১৯৩৮)। বিবাহ (১৯৪৩)। কয়েকমাস ভিক্টোরিয়া ইন্স্টিটিউসনের শিক্ষিকা, পরে বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা। সরকারী বৃত্তি লাভ করে ইংলণ্ডে ফ্রোবেল ট্রেনিং প্রাপ্তা (১৯৪৫—৪৬)। পোষ্ট্ গ্র্যাজুয়েট্ বেসিক ট্রেনিং কলেজ (১৯৪৯) ও ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজের (১৯৫১) সহাধ্যক্ষা, ইন্স্টিটিউট্ অফ্ এডুকেশন ফর্ উইমেন-এর অধ্যক্ষা (১৯৫৪—৬৮) এবং বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা (১৯৬৮—৭৪)। অবসর গ্রহণ (১৯৭৪)। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী হিসাবে রাজ্য পুরস্কার প্রাপ্তা (৫।৯।১৯৭৫)। 'রাজা রামমোহন রায়' সম্পর্কে লীলা বক্তৃতাদান (১৯৭৪)। কলিকাতা ও পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলের সভ্যা, হায়ার এডুকেশন কমিশন, কলেজ সার্ভিস কমিশন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্তা। সমাজকল্যাণ ও শিশুকল্যানমূলক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্তা। ১৯৬৪ থেকে সন্দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্তা। যুগ্ম সম্পাদিকা ঃ সন্দেশ (লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে), শ্রাবণী (কল্যাণী কার্লেকারের সঙ্গে), টিচার্স কোয়ার্টার্লি (ঐ)। শিশুসাহিত্য রচয়িত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রা-কা-যে-টে-না-পা (রামকানাই যেন টের না পায়,—উপন্যাস), হাস্য ও রহস্যের গল্প (গল্প সংকলন), বঙ্গম গড়ের রহস্য (উপন্যাস ও ১টি গল্প)। মধ্যরাতের ঘোড় সওয়ার (উপন্যাস), গোয়েন্দা গণ্ডালু।

নলিনী দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী।

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত (×।৬।১৯০২—৭।১।১৯৬৬)। জন্ম ঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা ঃ জানকীনাথ দাশগুপ্ত। বহরমপুর কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশ চন্দ্র মজুমদারের কৃতী ছাত্র। উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্মের জন্য গ্রিফিথ্ পুরস্কার ও স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত। The Successors of Kumargupta I, on the reign of Vijayasena ইত্যাদি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ বৌদ্ধ ধর্ম, ভারতের নারী পরিচয়, প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, পুরাতনী প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল।

নলিনীনাথ মজুমদার। জন্ম ঃ হিমায়েতপুর, পাবনা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বার ইয়ারী ব্যঙ্গ (কুমারখালি – ১৯০১)।

নলিনীবালা (ঘোষ) বসু (×।৭।১২৮৮/১৮৮১ — ×।৯।১৩০৪/১৮৯৭)। জন্মঃ কলিকাতায়। পৈত্রিক নিবাস ঃ বক্সাগড়, বশাগড় থানা, হুগলী। পিতা ঃ সাহিত্যিক দেবেন্দ্র বিজয় বসু। মাতা ঃ তমালিনী, মাতামহ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, স্বামী ঃ হুগলী জেলার জয়পুর বাগুঠিয়া গ্রামবাসী সতীশচন্দ্র ঘোষ। কবি প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নলিনীগাথা ঃ (কবির মৃত্যুর পর মাতুল ললিতচন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ৭২ টি কবিতার সংকলন— ১৯৩৮)।

নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত (১৯০০—২৮।১১। ১৯৫০) এম্. এ. বি. টি.। জন্ম ঃ গৈলা, বরিশাল, মৃত্যু ঃ ভদ্রেশ্বর, হুগলী। জলপাইগুড়ি ও গৌহাটীতে শিক্ষক,—পরে গৌহাটী আর্ এইচ্. গার্লস্ কলেজের অধ্যাপক। শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বুলবুল, ভূতের যুদ্ধ।

নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা।

নলিনীমোহন রায় চৌধুরী। সম্পাদক ঃ প্রভাতী (১৩২৭—৩০), যুগ্ম সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক নাচঘর (১৩৩২—৩৭)।

নলিনীমোহন সান্যাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সুভদ্রাঙ্গী।

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (৫।১১।১৯২১/ ১৯।৭।১৩২৮—)। জন্ম ঃ দক্ষিণেশ্বরে মাতুলালয়ে, আদি নিবাস ঃ বারাসত, ২৪ পরগণা। বর্তমানে কলিকাতা নিবাসী। পিতা ঃ ভূপেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মাতা ঃ বিজনবালা। বারাসত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, রিপন কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে বাঙ্গালায় এম্. এ.। ১৯৫২ পর্যন্ত সরকারী দপ্তরের কর্মচারী। বঙ্গবাসী কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক (১৯৫২), ১৯৫৮ থেকে বঙ্গবাসী কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক,—পরে বিভাগীয় প্রধান (১৯৭৬), অবসর প্রাপ্ত (১৯৮২)। দেশ, শনিবারের চিঠি, ভারতবর্ষ, কথা সাহিত্য, আনন্দবাজার, বসুমতী, উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবেদিতা স্মারক বক্তৃতা প্রদাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ (১৯৭৮)।

নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত (১২৮৯—১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। সাহিত্যবন্ধু উপাধিপ্রাপ্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক (১৩২৩, ১৩২৯, ১৩৩১—৩৪, ১৩৪৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আচার্য রামেন্দ্র-সুন্দর, কান্তকবি রজনী কান্ত, বাঙলার বউল সম্প্রদায়, স্রোতের ফুল। সম্পাদক ঃ মাসিক জাহ্নবী (১৩১১—১৩)।

নলিনীরঞ্জন মিত্র। প্রকাশিত কাব্য ঃ শ্রীশ্রীরাসাধ্যায় (১৩১৮)।

নলিনেশ মৌলিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা ছন্দের কথা।

নশির মামুদ। নামান্তর ঃ নাসির মামুদ। (১৭শ শতাব্দী) বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। অনেকের মতে ইনি সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ্। পদকল্পতরুতে এঁর একটিমাত্র গোষ্ঠলীলার পদ সংকলিত হয়েছে।

নসরুল্লা খান (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ জঙ্গনামা (হাসান-হুসেনের কাহিনী)।

নসিমুদ্দিন। নিবাস ঃ ডাউকী গ্রাম, ২৪ পরগণা। রচনা ঃ শাহ্ ঠাকুর (প্রকাশ —১৩১০)।

নসির উল্লা মৌলভী। অনূদিত গ্রন্থ : তোয়ারিখে জালানী।

নসিরুদ্দিন আহমদ দেওয়ান, মৌলভী। নিবাস : দুবলহাটি, শিকারপুর, রাজশাহী। প্রকাশিত গ্রন্থ : উর্দু শিক্ষক (১৩৩২), আরবি পড়া শিক্ষা, হাসির তরঙ্গ, সমাজ সংস্কার, পতিভক্তি, বিদায়, ইসলামি নামকরণ, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, ইমাম মেহেদির আবির্ভাব।

নাকিস্ত। অজ্ঞাত পরিচয় মুসলমান কবি। নাকিস্ত (অধম) ভণিতাযুক্ত গান 'রাগ মারিফতে' সংকলিত আছে। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সঙ্গীতেরও রচয়িতা।

নাগেশ্বর প্রসাদ সিংহ। নিবাস : কেচকাপুর, মেদিনীপুর। সাংবাদিক। সম্পাদক : মাসিক ক্ষত্রিয় বান্ধব (১৩২১)।

নাছরোল্লা। রচনা : মুসার সওয়াল।

নাছিব। অজ্ঞাত পরিচয় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। 'যাই কোন ঠাঁই সজনী যাই' ইত্যাদি গানটি নাছিবের রচনা।

নাছিমা খান। বাংলাদেশবাসিনী লেখিকা। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ : জীবন একটি বিভ্রান্ত সংকল্প (ঢাকা-১৯৭৯)।

নাছিরুদ্দিন সৈয়দ। অজ্ঞাত পরিচয় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। 'আলো রে মুই রূপের নিছনি লইয়া মরি।' ইত্যাদি গানটি তাঁর রচনা।

নাছেরোল্লা খাঁ। পিতা : সরিফ মনসুর। রচনা : জঙ্গনামা।

(ডঃ) নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১।১২।১৯৪০—)। জন্ম : ফরিদপুর, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ., পি. এইচ্. ডি.। ঢাকা সেণ্ট্রাল উইমেন্স্ কলেজের অধ্যাপিকা। প্রকাশিতগ্রন্থ : প্রবন্ধ : বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি (১৯৮১)। উপন্যাস : সামনে সময় (১৯৮১)। শিশু সাহিত্য : ঘুম নেই (১৯৭৯), অন্যরকম অভিযান (১৯৮০)। নাটক অভিযাত্রিক (১৯৮১), যেমন খুশী সাজো (১৯৮১)।

নাজমীর নূর বেগম। বাংলাদেশ নিবাসিনী লেখিকা। গবেষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : নূতন পল্টন ও নবাবগঞ্জ এলাকার সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার জরীপ (ঢাকা বিশ্ব. ১৯৭৫)।

নাজমুল আলম (৮।৩।১৯২৭—)। জন্ম : কুষ্ঠিয়া, বাংলাদেশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানে স্নাতক (১৯৪৬)। বাংলাদেশ রেডিও ঢাকার উপ-মহাপরিচালক। ছোট গল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৮), লালন সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩) এবং নাটকে জাতীয় টেলি-ভিশন পুরস্কার (১৯৭৬) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : নিশি হলো ভোর (১৩৭২), ফুলমতি (১৯৭৮), সন্ধ্যারাগ। গল্প : একটি অচল আনি (১৯৬৬), উপস্থিত সুধীমণ্ডলী (১৯৭৮), সুনির্বাচিত গল্প (১৯৭৮), পাণ্ডুলিপি ও গহনার বাকস (১৯৬৯)। শিশু সাহিত্য : রক্তমণি (১৯৭৯)।

নাজমুল হাসান (৯।৫।১৯৫৫—)। জন্ম : নওগাঁ, রাজশাহী। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ : জ্যোৎস্নার তীর্থে (১৯৮২)।

নাজিম উদ্দীন আহমদ (১৯৩২—)। জন্ম : আলিপুর, ফরিদপুর। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্যথা, পাথরের মেয়ে নাটক।

নাজিম সেলিম বুলবুল। বাংলাদেশ নিবাসী লেখক। প্রকাশিত্ গ্রন্থ : আমাদের মুক্তিসংগ্রামে গণসঙ্গীতের ভূমিকা (ঢাকা—

১৯৭৯)।

নাজিম হিক্‌মত। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাজিম হিকমতের কবিতা, নাজিম হিকমতের আরো কবিতা।

নাজির বক্তিয়ার খাঁ। প্রকাশিত গ্রন্থ : মিরাট আলম বা জগদ্দর্পণ।

নাজির মোহাম্মদ সরকার। নিবাস : বগুড়া, বাংলাদেশ। রচনা : সোনাই যাত্রা (১১৮৬ বঙ্গাব্দ)।

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (১৯০৬—২৩।৮।১৯৮২)। জন্ম : বগুড়া, বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নিবাসী লেখক। সাংবাদিক। সম্পাদক : ছায়াবীথি (কলিকাতা)। নাসিরুদ্দিন সুবর্ণপদক ও বগুড়া সাংস্কৃতিক সুবর্ণপদক প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : জীবনের জয়যাত্রা, দুর্বিপাক। গল্প : সোনালী স্বপন, পয়সা, স্বর্গীয় পলিটিক্‌স্‌। গবেষণা প্রবন্ধ : বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস ৩ খণ্ড (১৯৫০)। ভ্রমণ কাহিনী : দূরে দূরান্তরে। বিবিধ : শিশুমানস বিজ্ঞান।

নানক সিং। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাদা রক্ত।

(ডঃ)নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭ /১৩২৫ —২২।৭।১৩৭৫ বঙ্গাব্দ)। ছদ্মনাম : সুনন্দ, পিতৃদত্ত নাম : তারকনাথ। জন্ম : বালিয়াডাঙ্গি, দিনাজপুর। আদি নিবাস : বাসুদেবপাড়া, বরিশাল। পরবর্তী নিবাস : ২২ এ, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা—৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম. এ. (১৯৪১) ও পরে ডি. লিট্‌.। প্রথমে সিটি কলেজের পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সমালোচক, সাংবাদিক ও খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক। আনন্দ পুরস্কার ও বসুমতী পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : উপনিবেশ ৩ খণ্ড (১৯৪২—৪৩), সূর্যসারথি, তিমির তীর্থ আলোর সরণি, শিলালিপি (১৯৪৯), বৈতালিক, স্রোতের সঙ্গে (১৯৭৯), ইতিহাস, পদসঞ্চার (১৯৫৩), সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (১৯৪৫), অংকুশ, তারা ফোটার সময়, তৃতীয় নয়ন, নতুন তোরণ, পদ্ম পাতার দিন, বারো ভূতে, মন্দচন্দ্রা, মহানন্দা (১৯৪৬), মাটির দেবতা, লক্ষ্মীর পা, সন্ধ্যার পুর, হাঁসের আকাশ, সেই সকালে প্রভৃতি। গল্প : ট্রফি (১৯৪৯), বীতংস, গল্প বিচিত্রা, শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৫২)। নাটক : রামমোহন (১৯৫৩)। ছোটদের : টেনিদার কীর্তি। প্রবন্ধ : সাহিত্যে ছোট গল্প (১৯৫৫), গল্পের সীমারেখা।

নারায়ণ চন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ (×।৮। ১২৮৯ বঙ্গাব্দ—?)। জন্ম : ২৪ পরগণা। পিতা : বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৯২৭—৪০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভুবনেশ্বর ভৈরবম্‌, হিন্দু স্ত্রী সাধনাধিকার, যোগেন্দ্র গবেষণা পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৩৫), নারদস্মৃতি (বঙ্গানুবাদ)।

নারায়ণ চন্দ্র চট্টরাজ গুনানিধি (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কৃষ্ণলীলা রসোদয় (শ্রীরামপুরে মুদ্রিত - ১৮৫৫), শ্রীশ্রী রামবিলাসাখ্য গ্রন্থ (১২৬২), কলিকুতূহল (কাব্য—১৮৫৩), কলিকৌতুক নাটক (শ্রীরামপুর—১৮৫৮)।

নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র (১৩।১৯১৩—)। এম্‌. এ. বি. টি.। ছদ্মনাম : চন্দন। জন্ম : পাবনা, নিবাস : টাকী, ২৪ পরগণা। শিশুসাহিত্যিক। শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প বিতান (১৯৪১), রাণা প্রতাপ সিংহ (১৯৪৩), বুনিয়াদী শিক্ষা (১৯৪৮), মানুষের রহস্য (মনোবিজ্ঞান—১৯৫৩), পিঁপড়ের রূপকথা,

পাখীর পরিচয়, অজানা দেশে মুঙ্গোপার্ক (১৯৪৪), জেয়ান অফ্ আর্ক (১৯৪৬), শিক্ষা প্রসঙ্গে (বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অনুবাদ-১৯৫৫)।

নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ (?—১৯২৭)। জন্ম : পোলগ্রাম, খানাকুল কৃষ্ণনগর, হুগলী। পিতা : পীতাম্বর ভট্টাচার্য। ঔপন্যাসিক, সম্পাদক ও পরিচালক : মাসিক স্বদেশী (১৯১৩—১৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : চিন্তামণি (হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণির বঙ্গানুবাদ)। উপন্যাস : কুলপুরোহিত, পরাধীন, মতিভ্রম, পরাজয়, মানরক্ষা, ডিক্রিজারী, ভবঘুরে, নিষ্কর্মা, বিয়ে বাড়ী, স্বামীর ঘর, গরীবের মেয়ে, বন্ধুর মেয়ে, অপরাধী, নিষ্পত্তি, নাস্তিক, প্রেমিকা, প্রবঞ্চক, সুরমা, গিনির মালা, ঘর-জামাই, একঘরে, কালবৌ, রাঁধুনী বামুন, পূজা, বন্ধনমোচন, রাঙা কাপড়ের মূল্য। সঙ্গিহারা, স্নেহের জয়, বারবেলা, মনের বোঝা, মেয়েরবাপ, প্রায়শ্চিত্ত, বিধবা, হিসাব নিকাশ, পরের ছেলে, পতিতা, নিরাশ প্রণয়, পরাজয়, প্রতিদান, গঙ্গারাম, গ্রহের ফের, সতীনের পো, পূজার আমোদ, অনুরাগ, অপবাদ, অভিমান, মায়ার অধিকার, ব্রহ্মশাপ, মণির বর, দাদা মহাশয়, জেল ফেরৎ, ঠাকুরের জন্য, সুখের মিলন, বৈরাগী, ত্যজ্যপুত্র, আকালের মা, উত্তরাধিকারী, নববোধন, দুর্বাশা ঠাকুর, গুরু মহাশয়, কথা কুঞ্জ, কণ্ঠিবদল, মাণিকের মা।

নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি।

নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য (১৫।৮।১৯৫৩ –)। নিবাস : বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি। কবি। প্রকাশিত কাব্য : অন্যদিন অন্যকথা।

নারায়ণ চন্দ্র সেন। সম্পাদক : নাট্যপত্রিকা (১৩২০)।

নারায়ণ চৌধুরী (১৪।১০।১৯১২ / ২৮।৬।১৩১৯—)। ছদ্মনাম : নারদ, সুদর্শন চৌধুরী, ভিনদেশী, জড়ভরত। জন্ম : কুমিল্লা, বাংলাদেশ। নিবাস : সিংহীবাগান, কলিকাতা। পিতা : মুরারি মোহন চৌধুরী, মাতা : সরোজিনী। কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা ও ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। কুমিল্লায় ও কলিকাতায় সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। স্কুল শিক্ষক, সঙ্গীতশিক্ষক, রেডিওর কর্মী সিনেমা কোম্পানীর প্রচার সচিব,—সিনেমা সাংবাদিক, ছাপাখানার ম্যানেজার, বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের কর্মী। আনন্দবাজার, দেশ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, চতুষ্কোণ, নন্দন, চতুরঙ্গ, পরিচয়, কালান্তর, পশ্চিমবঙ্গ, লেখা ও রেখা, গল্পগুচ্ছ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : সঙ্গীত পরিক্রমা (১৯৫৫), বাংলার সাহিত্য (১৯৫৬), বাংলার সংস্কৃতি (১৯৫৬), সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে (১৯৮২), অম্লমধুর (১৯৫৬), অথ বর্ণপরিচয় কথা (১৯৫৬), আত্মদর্শন (১৯৫৭) সমকালীন সাহিত্য (১৯৫৭), আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন (১৯৫৮), সাহিত্যের সমস্যা (১৯৫৯), সাহিত্য ও সমাজ মানস (১৯৬২), কথা সাহিত্য (১৯৬৪), সাহিত্যের গতি ও মিলন সাধনা (১৯৭০), লিও টলষ্টয় : জীবন ও সাহিত্য (১৯৮০), মহাপ্রাণ হরেন্দ্রকুমার (১৯৫৭), গান্ধীজী (১৯৬৯), কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র (১৯৭৫), উত্তর শরৎ বাংলা উপন্যাস (১৯৮৯), ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও অন্যান্য, নজরুলের গান (১৯৭৭), সাহিত্য ভাবনা (১৯৭৮), মোহ থেকে মুক্তি (উপন্যাস—১৯৬৪), বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সৃষ্টি, বাঙালীর গীতচর্চা (১৯৮৩), Maharshi Devendra Nath Tagore (১৯৭৩), Sarat Chandra Chatterjee—his life and literature

প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : কালিদাস রায়ের সন্ধ্যামণি (১৯৭৮), নিরন্ত (১৯৭৬), অজয় গীতি সংগ্রহ (১৯৭৭), সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি (১৯৭৭), মানিক সাহিত্য সমীক্ষা (১৯৮১) গান্ধী রচনাবলী ৬ খণ্ড (১৯৬৯-৭০), শিশু শিক্ষার ভাষা (মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সহ— ১৯৮১)।

নারায়ণ চৌধুরী (৩।১০।১৯১৮ –)। এম. এ. (ইংরাজী)। জন্ম ও নিবাস : বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার গুলিটা গ্রামে, পৈতৃক নিবাস : ক্ষীরগ্রাম, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস : কালীবাজার, বর্ধমান শহর। পুটশুড়ী হাই স্কুল, বর্ধমান রাজ কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আগষ্ট আন্দোলনে কারাদন্ডিত (১৯৪২), দমদম জেল থেকে মুক্তি (১৯৪৩)। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ ও সংগঠন পত্রিকার (কংগ্রেস কর্মীদের মুখপত্র) পরিচালক। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী (১৯৪৮), জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (১৯৫১-৫৯) ও সভাপতি (১৯৫৯-৬৩), বর্ধমান জেলাস্কুল বোর্ডের সভাপতি (১৯৫৫-৬৪), বর্ধমান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (১৯৬৪-৭৮), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিণ্ডিকেট ও একাডেমি কাউনসিলের সদস্য (১০ বৎসর), সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য (২০ বৎসরের অধিক), পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামশিল্প পর্ষদের চেয়ারম্যান (১৯৭৫-৭৬), দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা মাইন্‌স্‌ বোর্ড অফ্‌ হেল্‌থ এর সদস্য। বিধান পরিষদের সদস্য (১৯৬৬), পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য (১৯৭৯)। কলানব গ্রাম শিক্ষা নিকেতন ট্রাষ্ট কমিটির সভাপতি (১৯৮০—)। সম্পাদক : সাপ্তাহিক ও বার্ষিক (পূজা সংখ্যা) বর্ধমান। প্রকাশিত গ্রন্থ : বর্ধমান পরিচিতি (অনুকূল চন্দ্র সেন সহ)।

নারায়ণ দত্ত (১৯৪৫—) বি. এ. (ক বি.)। জন্ম : সায়ড়া, বাগের হাট, খুলনা। বর্তমান নিবাস : নৈহাটী, ২৪ পরগণা। সুপ্ত, মাধ্যিক, দ্যুতি, সংকেত, আহ্বান, আবেশ, প্রেম প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। নাট্যাভিনয়ে পারদর্শী। রচিত নাটক সেই দেশ, ঘুম, শাস্তি ও অভিনয় অভিনীত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ : জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী। সহ-সম্পাদক : সুপ্ত।

নারায়ণ দাশশর্মা (১৯২৯—)। ছদ্মনাম : চার্বাক, না. দা. সা.। জন্ম : ঝালকাটি, বরিশাল। সম্পাদক : বৃহস্পতি, অচলপত্র। শনিবারের চিঠি ও অচলপত্রের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঋতুসংহার, অন্ধ মৌমাছি (নীলকন্ঠ সহ)।

নারায়ণ দাস। রচনা : মুক্তাচরিত (পদ্যানুবাদ-১৬২৪ খ্রীঃ)।

নারায়ণ দাস, কবিরাজ। চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্‌। গীতগোবিন্দের টীকা রচয়িতা। রচিত গ্রন্থ : চিকিৎসা পরিভাষা, দ্রব্যগুণ রাজবল্লভ।

নারায়ণ দাস। রচনা : উজ্জ্বলরসবিবরণ (উজ্জ্বল নীলমণির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)।

নারায়ণ দাস তপস্বী (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক হিন্দুদর্পণ—(বোড়াল ১২৮১)।

নারায়ণ দাস পালিত এম্‌. এ.। নিবাস : অখিল মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা। শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : খুঁজে বেড়াই, ভারত ভ্রমণ।

নারায়ণ দাস রায় (১৯শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : কামিনী কিশোর (১২৮৫)।

নারায়ণ দেব (আঃ ১৬শ শতাব্দী), সুকবিবল্লভ। নিবাস ঃ বোরগ্রাম নেত্রকোনা, মৈমনসিংহ। পূর্বপুরুষের নিবাস ঃ রাঢ়-দেশ। জাতিতে কায়স্থ। পিতা ঃ নরসিংহ দেব, মাতা ঃ রুক্মিণী। সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যে অভিজ্ঞ। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি,—কারো কারো মতে শ্রেষ্ঠকবি। কাব্যে করুণ রসের প্রাধান্য। কাব্যের প্রাচীন পুঁথিতে যদুনাথ পণ্ডিত, জানকীনাথ পণ্ডিত, দ্বিজ বংশীদাস ও জগন্নাথ বিপ্রের ভণিতা বর্তমান। কাব্যটি আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ও সুরমা উপত্যকায় বহুল প্রচলিত। বেহুলার চরিত্র সুচিত্রিত,—চাঁদসদাগরের চরিত্রে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত,—আদিরসের বর্ণনায় রুচি-দোষ প্রকট। কাব্যের নাম ঃ পদ্মাপুরাণ। অন্যান্য রচনা ঃ কালিকা পুরাণ (পদ্যানুবাদ), স্বপ্নাধ্যায় (পদ্মানুবাদ)।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০১—১১।৯। ১৩৭৬)। ছদ্মনাম ঃ অকিঞ্চন, ফ্যানটাস্‌টিকস্‌। জন্ম ঃ পাইকপাড়া, কলিকাতা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবীদলে সংযুক্ত,—রডা কোম্পানীর পিস্তল অপহরণে অংশগ্রহণকারী—বাঘাযতীনের শিষ্য,—নরেন ভট্টাচার্য ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহকর্মী। বিভিন্ন সময়ে কারাবন্দী ও আটকবন্দী (১৯১৬-২০, ১৯২৪-২৮, ১৯৩০-৩৭)। বিপ্লবীকার্যে পৈতৃক বাসগৃহ বিক্রয় করে সর্বস্বান্ত। কারাগারে পঠন পাঠনের মাধ্যমে মার্কসীয় দর্শনে ও সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট। কারাবাসের ফাঁকে ফাঁকে আনন্দবাজার, বসুমতী, নবশক্তি, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বার্টাণ্ড রাসেলের রোড্‌ টু ফ্রিডম্‌ এর বঙ্গানুবাদ, বিপ্লবের সন্ধানে, নয়াভারতের কোষ্ঠীবিচার, সংবাদপত্র ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে শ্রীভাঁওতা (রাজনৈতিক রচনা—বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), পোষ্টার পোষ্টার, শুধু সন্ত্রাস, চীনের কৃষক জমি পেল টক ঝাল মিষ্টি প্রভৃতি।

নারায়ণ ভট্ট (১৬শ শতাব্দী)। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। মহাপ্রভুর আদেশে ব্রজধামে লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে নিযুক্ত। রচনা ঃ ব্রজভাববিলাস (১৫৫৩ খ্রীঃ)।

নারায়ণ রায়। রচনা ঃ শ্রীবৎসচরিত (যশোর-১৮৭১)।

নারায়ণ সান্যাল। ছদ্মনাম ঃ আধুনিকা দেবী, বিকর্ণ। জন্মস্থান ও পৈতৃক নিবাস ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ইঞ্জিনিয়ার। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাস্তু বিজ্ঞান, দণ্ডক শবরী, অপরূপা অজন্তা (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত), গজমুক্তা, বিশ্বাসঘাতক, ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন, চীন ভারত লঙ্‌ মার্চ, অবাক পৃথিবী, নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা, আমি নেতাজীকে দেখেছি, নেতাজী রহস্য সন্ধানে, পঞ্চাশোর্ধ্বে, প্যারাবোলা স্যার, অপরূপা আগ্রা, আজি হতে শতবর্ষ পরে, জাপান থেকে ফিরে আমি রাসবিহারীকে দেখেছি, উলের কাঁটা, সত্যকাম, তাজের স্বপ্ন, নাগচম্পা, পাষণ্ড পন্ডিত, গজ মুক্তা, বল্মীক, শার্লক হবো, তিমি তিমিঙ্গিল, কলিঙ্গের দেব দেউল, অশ্লীলতার দায়ে (উপন্যাস-১৯৭৫), পথের কাঁটা (উপন্যাস), পরিকল্পিত পরিবার, আনন্দ স্বরূপিণী, আবার যদি ইচ্ছা কর, ওপার বাংলার আগে, পথের মহাপ্রস্থানে (উপন্যাস), সোনার কাঁটা, লাল ত্রিকোণ, ঘড়ির কাঁটা, হংসেশ্বরী, কিশোর অমনিবাস প্রভৃতি।

নারায়ণ সেনগুপ্ত (১৩।১।১৯৩৩ —)।

ছদ্মনাম : নিবেদক, বিলাসপুরী। জন্ম : কলিকাতায়। আদি নিবাস : কোতুয়ালী, মালদহ, বর্তমান নিবাস : ১০৫৮/৩, আর. টি. এস্. কলোনী, বিলাসপুর রেল স্টেশন, মধ্যপ্রদেশ। পিতা : সুরেন্দ্রনন্দন সেনগুপ্ত, মাতা : শতরূপা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯৫৩), এগ্রিকালচারাল কলেজ থেকে ডিপ্লোমা কোর্সে উত্তীর্ণ। রেলওয়ের করণিক। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বিলাসপুর শাখার প্রাক্তন সভাপতি (১৯৮০ - ৮২), মহারাষ্ট্রের গাণ্ডিয়া বাঙ্গালী সমিতির সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৯-৬০), নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন বেহালা শাখা আয়োজিত সর্বভারতীয় ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করায় সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত (১৯৮৪), জামসেদপুর থেকে ছোটগল্পের জন্য ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত। রেল প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত শ্রেষ্ঠ একাংক (হিন্দী) নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার প্রাপ্ত। রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক সম্বর্ধিত (১৯৮৪)। সম্পাদিত পত্রিকা : প্রগতি (১৯৬৫-৬৬), পূর্বরাগ (১৯৬৪-৬৬), পদক্ষেপ (১৯৭১-৭৮), বঙ্গভারতী (১৯৭৬-৮০), বাঙ্গালী সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা (১৯৭৫), শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা। সম্পাদিত কাব্যসংকলন : শারদ প্রণাম (১৯৭৭), অগ্নিবিদ্ধ (১৯৭৩—৭৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : সাতটি তারা (১৯৫৬)। ভ্রমণকাহিনী : সফর—উত্তর ভারত পর্ব (১৯৬৩), সফর—দক্ষিণ ভারত পর্ব (১৯৬৬), সফর—রাজস্থান পর্ব (১৯৭৮)।

নারায়ণানন্দ তীর্থস্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ : অজ্ঞাত কুসুম, দীক্ষিতের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পূজা, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পুণ্য জীবনের সংক্ষিপ্ত অনুধ্যান, সন্তান বাৎসল্য শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

নারায়ণী বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : সমাজ-তত্ত্ব।

নাসিমনুরুল করিম। বাংলাদেশের লেখক। প্রকাশিত গল্প : প্রবন্ধ : যে যার ভূমিকায়।

ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড্ (২৫।৫।১৭৫১—×।২।১৮৩০)। জন্ম : অক্স্ফোর্ডশায়ার, ইংলণ্ড, মৃত্যু : লণ্ডনে। পিতা : উইলিয়ম হ্যালহেড্। অক্সফোর্ডে ক্রাইস্ট্ চার্চে ভর্তি (১৭৬৮)। উইলিয়ম জোন্স্ এর সাহচর্যপ্রাপ্ত, ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে রাইটারের কাজ নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন। ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুরোধে A code of Gentoo Laws নামে হিন্দু আইনের ইংরাজীতে অনুবাদক (১৭৭৬)। চুঁচুড়ার ডাচ্ গভর্নরের কন্যা হেলেনা রিবাউটকে বিবাহ। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন (১৭৮৫)। পার্লামেন্টের সভ্য নির্বাচিত (১৭৯০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : A Grammar of the Bengal Language (১৭৭৮,—ইংরাজী ভাষায় রচিত প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ)। এই ব্যাকরণে সর্বপ্রথম বাঙ্গালা অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন বাঙ্গালা কাব্য থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

নিকুঞ্জ বিহারী গুপ্ত (দত্ত?) (১৯শ শতাব্দীর শেষভাগ)। জন্ম : জনাদাঁড়ী, ভগবানপুর থানা, মেদিনীপুর। পিতা : দ্বারকানাথ গুপ্ত (দত্ত?)। কৃষিতত্ত্ববিদ্। রয়্যাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির সদস্য। সম্পাদক : সচিত্র কৃষক (১৩১৪—২৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কার্পাস প্রসঙ্গ, কৃষিসহায়।

নিকুঞ্জ মোহন লাহিড়ী (১২৯৮—?)। জন্ম : মালঙ্গ পাড়া, ২৪ পরগণা। পিতা :

রাজমোহন লাহিড়ী, মাতা : রমণীসুন্দরী। এনট্রান্স পাশের পর নবদ্বীপে রজনীকান্ত বিদ্যারত্নের নিকট সংস্কৃতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। সঙ্গীত রচয়িতা। সম্পাদক : প্রতিভা। প্রকাশিত উপন্যাস : পরিমল।

নিকুঞ্জ সেন (১৯০৬—২।৭।১৯৮৬ / ১৭।৩।১৩৯৩)। মৃত্যু : কলিকাতায় বি. আর্. সিং হাসপাতালে। বিপ্লবী বিনয় বাদল দীনেশ প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দ্বারা বিপ্লবে দীক্ষাপ্রাপ্ত। গ্রেপ্তার (১৯৩১ ', ৭ বৎসর পরে মুক্তিপ্রাপ্ত। পুনরায় কারাদণ্ডিত (১৯৪০—৪৬)। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গভঙ্গ, নেতাজী ও মার্কসবাদ, জেলখানা কারাগার। সম্পাদিত পত্রিকা : সোসালিষ্ট্ রিপাবলিকান (ঢাকা), সাপ্তাহিক মহাজাতি, সাপ্তাহিক ভারতপথিক।

নিখিল ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাগ ও তাদের মৌলরূপ (১৩৮২)।

নিখিলচন্দ্র সরকার (২৭।১০।১৯৩৫—)। জন্ম : মৈমন-সিংহ জেলার গয়ার গাঁও গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস : কিশোর গঞ্জ, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। নিবাস : কলিকাতা। পিতা : ললিত মোহন সরকার, মাতা : দুর্গেশনন্দিনী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ। কলিকাতা সুরেন্দ্র নাথ কলেজের সান্ধ্য বিভাগের অধ্যাপক। গল্প ও উপন্যাস লেখক। শনিবারের চিঠি, দেশ, আনন্দবাজার, অমৃত, চতুরঙ্গ, যুগান্তর, আনন্দমেলা, শিলাদিত্য উল্টোরথ ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : ধ্বস (১৯৭১), দুঃখে সুখে বাঁচা (১৩৮০), স্বপ্নের ধ্বনি (১৩৭৯), সজনে নির্জনে, নদী যখন সাগরে (১৯৭৮), কয়েকটি মুখ (১৩৮৯)। গল্প : খেলা (১৯৭৮), পুতুলের সংসার (১৯৮৩)।

নিখিল নাথ রায় (×।১২।১৮৬৫/×।৯। ১২৭২—৪।১১।১৯৩২/১৮।৭।১৩৩৯)। ছদ্ম-নাম : শ্রীমুরারি। জন্ম : ২৪ পরগণার বসিরহাটের পুড়া গ্রামে, মৃত্যু : কলিকাতায় মোহনবাগানে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বংশীয়। কৌলিক উপাধি গুহ। পিতা : জানকী নাথ রায়, মাতা : বসন্ত কুমারী। খাগড়া মিশনারী স্কুল ও পরে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৮৭), বহরমপুর কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৮৮৯) ও বি. এ. (১৮৯২), বি. এল্. (১৮৯৭): চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্য অধ্যয়ন। বহরমপুর জজ কোর্টের ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল (১৮৯৮), কাশিমবাজার মহারাজার নায়েব (১৯০৭—৩০)। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : শাশ্বতী (১৩২০—২৪)। সম্পাদিত পত্রিকা : ত্রৈমাসিক ঐতিহাসিক চিত্র (১৩১১—১২, ১৩১৪), পল্লীজীবন (বসিরহাট, ১৩২৭—২৮),। সাহিত্য, নবভারত, উপাসনা, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী পঞ্চপুষ্প, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : রাজপুত কুসুম (১২৯১), অশ্রুহার (১৮৮৬)। উপন্যাস : সমাধান (১৩২৮)। ইতিহাস : মুর্শিদাবাদ কাহিনী (১৮৯৭), মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১৩০৯) সোনার বাঙ্গালা (১৯০৬), প্রতাপাদিত্য (১৯০৬), ইতিকথা (১৩১৫), বারই ডিসেম্বর (১৩১৮), জগৎ শেঠ (১৩১৯), চুনার (১৩২৫), মুর্শিদাবাদ কায়স্থ সমিতি (১৯০২), পৃথিরাজ (১৩৩৫), কায়স্থ প্রসঙ্গ (১৩২৯)। জীবনী : ডাক্তার রামদাস সেন। অন্যান্য : মরণ রহস্য

(১৩১৮), কবিকথা ২খণ্ড (১৩২২, ১৩২৬)। সম্পাদিত গ্রন্থ : কালী সিংহের মহাভারতের অনুক্রমণিকা ও পাঠসংগ্রহ অধ্যায় (১৩১৪)।

নিখিল ভৌমিক (৪।৭।১৯৪৩ —)। জন্ম : রেঙ্গুন, ব্রহ্মদেশ। পিতা : অশ্বিনীকুমার ভৌমিক। আদি নিবাস : ফরিদপুর জেলায়। বর্তমান নিবাস : ৩৫/জি, ক্রিষ্টোফার রোড্, কলিকাতা —৪৬। বি. এস্ সি, এম্. এ, এল্. এল্. বি। মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউসনের ম্যাগাজিনে প্রথম রচনা প্রকাশিত। আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল ও অন্যান্য বহু সাময়িক পত্রিকায় ও বহু লিট্ল্ ম্যাগাজিনে কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত। একক প্রকাশিত কাব্য : সূর্যকে বুকে করে।

নিখিল মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় (২০।৬।১৩৬৭ —)। জন্ম : মটুকবনী, বাঁকুড়া। শুকতারা, তেপান্তর, হাসিখুশী, অভিযান, অগ্রণী, কাঁচামিঠে, টুকলু, শিশুপ্রিয়, বসুমতী, প্রবাহ, একক, খেলার আসর প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। শিশু সাহিত্যিক। সম্পাদক : খুকুমণি (ছড়ার পত্রিকা)।

নিখিল রঞ্জন মাইতি (১।২।১৩৪৩—) এম্. কম্. (ক. বি.)। ছদ্মনাম : শুভঙ্কর গোস্বামী। জন্ম ও নিবাস : কলাগেছিয়া, আড়ংকিয়ারনা, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস : গোলবাজার, খড়্গপুর, মেদিনীপুর। পিতা : হারাধন মাইতি, মাতা : গৌরীবালা। রেলওয়ের কর্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : অভিশপ্ত প্রেম (১৩৭৬), কাব্য : মৌসুমী (১৩৭৬), বনফুল (১৩৪৮)।

নিখিল রঞ্জন সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : সৌরজগৎ।

নিখিল সরকার (১৯৩৫—)। ছদ্মনাম : দৌবারিক, শ্রীপান্থ। জন্ম : মৈমনসিংহ। আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় দক্ষ। প্রকাশিত উপন্যাস : হারেম, ঠগী, রাজসিক, কলকাতা, নাম ভূমিকায়, সাত রাণী আট বেগম প্রভৃতি।

নিখিল সেন (১৯১৯—)। সহ-সম্পাদক : অমৃতবাজার পত্রিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প বলি শোনো (শিশু), অচ্ছুৎ (অনূদিত উপন্যাস), এশিয়ার সাহিত্য (প্রবন্ধ)।

নিখিলানন্দ স্বামী (১৮৯৫—২১।৭।১৯৭৩)। জন্ম : নোয়াখালি, মৃত্যু : নিউইয়র্ক, আমেরিকা। প্রথম জীবনে বিপ্লবী ও সাংবাদিক। পরে শ্রীশ্রী সারদামায়ের মন্ত্রশিষ্য। স্বামী সারদানন্দের নিকট সন্ন্যাসে দীক্ষা প্রাপ্ত ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান (১৯২২)। সঙ্ঘের নির্দেশে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে ব্রতী (১৯৩১)। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বক্তা হিসাবে খ্যাতিপ্রাপ্ত। নিউইয়র্কে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টারের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : The Gospel of Sri Ramkrishna, শ্রীশ্রী মা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী, অদ্বৈত বেদান্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ গৌড়পাদের মাণ্ডুক্য কারিকার অনুবাদ, গীতা ও উপনিষদের আধুনিক অনুবাদ। সম্পাদিত গ্রন্থ : স্বামী বিবেকানন্দের The **yogas and other works.**

নিখিলেশ গুহ (১১।৪।১৯৪৭—) এম্. এ। জন্ম : হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা। পিতা : পূর্ণেন্দু গুহ, মাতা : অরুণা। অধ্যাপক। সম্পাদিত পত্রিকা : অন্তরীপ (কলিকাতা ১৯৭৫)। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ : মাক্সিম গোর্কির রচনাবলী (ভূমিকা সহ—১৯৪৭)।

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত (৩।১।১৯৪৮—)। শিক্ষক ও কবি। নিবাস : নৈহাটী, ২৪-পরগণা। গবেষক—কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক।

প্রকাশিত কাব্য : নিষ্কম্প নীল আলো (১৯৬৫)।

নিগমানন্দ সরস্বতী, পরমহংস (১২৮৭—১৩।৮।১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। পূর্বাশ্রমের নাম : নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য (চট্টোপাধ্যায়)। জন্ম : নদীয়ার রাধাকান্তপুরে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : কুতুবপুর, নদীয়া। মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : ভুবনমোহন ভট্টাচার্য। দরিয়াপুর মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় থেকে পাশ করার পরে সার্ভে স্কুলে অধ্যয়ন, পরীক্ষার পূর্বেই ওভারসিয়রের চাকুরি লাভ,—পত্নীবিয়োগের পর আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহ,—মাদ্রাজের অ্যাডায়ারে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে সংযোগ,—তারাপীঠে বামাক্ষেপার আশ্রয় গ্রহণ,—শেষে আজমীরে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ—নিগমান্দ সরস্বতী নামে পরিচয়—উত্তর পূর্ব ভারতের সুমেরু দাসজীর নিকট যোগসাধনা ও মুসৌরী পাহাড়ের গৌরী দেবীর নিকট প্রেম-সাধনা শিক্ষা,-শঙ্করাচার্যের মতও শ্রীচৈতন্যের পথ অনুসরণ,—অসাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রচারের ব্রতগ্রহণ,—আসামে কোকিলামুখে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, কুতুবপুর ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, যোগিনিবাস, ঋষি বিদ্যালয়, অখণ্ড বাঙ্গালার পাঁচটি বিভাগে পাঁচটি মঠ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নিগমানন্দের জীবন পঞ্জী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্রহ্মচর্য সাধন, যোগিগুরু, তান্ত্রিকগুরু বা তন্ত্রসাধনা পদ্ধতি, সাধকাষ্টক্, উপদেশ রত্নমালা, জ্ঞানালোক, শ্রীশ্রী গুরুতত্ত্বামৃত সিন্ধু, স্তোত্রমালা, শিক্ষা, অনির্বাণ, শক্তিধারা, প্রেমিকগুরু, নিয়ম প্রতিপাদ্য, তরণীসেন বধ কাব্য। সম্পাদক : মাসিক আর্যদর্পণ (১৩১৫—২৯)।

নিগূঢ়ানন্দ (ছদ্মনাম)। প্রকৃত নাম : সচ্চিদানন্দ সরকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঈশ্বর মরে গেল, এই মুহূর্তের জন্য, দিল্লী যখন জাঁহাপনা, দেব দেউলে ভারত, বার্ণার্ড সাহেবের বেগম, যখন চেঙ্গিস, হারেম থেকে বলছি।

নিজামুদ্দিন আহমদ। পিতা : মুহম্মদ কবোহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : কেরামত উল আউলিয়া, রাউত উল কুলুব।

নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫—১৯০০ ২৯।৩।১৩০৭) কলিকাতা মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে ১ম বিভাগে এনট্রান্স (১৮৮১), উক্ত কলেজ থেকে এফ্. এ (১৮৮৩)। সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ (১৮৮৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্. এ. (১৮৮৯)। কোন্নগর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বহু ছোট ছোট কবিতার লেখক। সাহিত্য, জন্মভূমি, নব্য ভারত প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। কাব্যের ভাষা গদ্য ঘেঁষা, ভাবসংহত ও বস্তুনিষ্ঠ, কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব বর্তমান। প্রকাশিত গ্রন্থ : মায়াবিনী (কাব্য—১২৯২), সাহিত্য সেবকের ডায়েরী (সমালোচনা), প্রেমের পরীক্ষা (পদ্য নাটক—১২৯২), ভবানী (গল্প গ্রন্থ, লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত ১৩২৬)।

নিত্যগোপাল বসু। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক (১৩১১)। সম্পাদক : পল্লী (১৩৩৩)।

নিত্যগোপাল মণ্ডল। জন্ম : সুন্দিপুর, চৌহাট্টা, বীরভূম। পিতা : রামরঞ্জন মণ্ডল। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পে পুরাণ (১৯৮১)।

নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : সরল কৃষিবিজ্ঞান (১৯০৪)। রেশম বিজ্ঞান (১৯০৮)। **Hand book of Indian Agriculture** (১৯০৪)।

নিত্যগোপাল সামন্ত, ভারতীরঞ্জন (x।১০

১৯২৯—) । জন্ম ও নিবাস ঃ কসা, মন্তেশ্বর, বর্ধমান। পিতা ঃ ব্রজনাথ সামন্ত, মাতা ঃ কৃষ্ণমণি। বঙ্গীয় কবি পরিষদের আজীবন সদস্য, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ও বর্ধমান সম্মিলনীর সদস্য। স্বদেশসেবী আত্মত্যাগী বীর শহীদ শচীন্দ্রনাথ মিশ্রের শিষ্য। মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আগত, কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের কর্মী, পরে কর্মদক্ষতায় উক্ত বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্‌টর পদে উন্নীত। বঙ্গীয় কবি পরিষদ কর্তৃক 'ভারতী রঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৭২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ পাথর ভাঙা কান্না, দুই ঝড় এক মেঘ, মরা নদী ভরা জোয়ার, মহুয়া বনের মেয়ে, ললিতা কবিতা মেয়ে। কাব্য ঃ শুকনো বকুল। স্মৃতিচারণ ঃ তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা। জীবনী ঃ বালক ঠাকুর (বালক ব্রহ্মচারীর জীবনী)।

নিত্য ঘোষ (১৯৫২—)। জন্ম ঃ কৃষ্ণনগর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। ১৯ বৎসর বয়সে পশ্চিমবঙ্গে আগমন। নিবাস ঃ কোন্নগর, হুগলী, বাংলাদেশের গণমন, ইশ্‌বাহার, বজ্রকন্ঠ, অঘ্রাণী ঢেউ, উত্তরসূরী, প্রত্যয় প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। বর্তমানে প্রগতি, অনির্বাণ, পূষণ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। কবিতায় আধুনিক জীবন যন্ত্রণা প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ফরিদপুর সাহিত্য সংস্থা।

নিত্যদাস রায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নন্দিনী (ঐতিহাসিক উপন্যাস—১৮৮০)।

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১১।৪।১৩১৮। ২৮।৭।১৯১১—)। জন্ম ঃ লাভপুর, বীরভূম। স্থায়ী নিবাস ঃ ৩১।বি, একডালিয়া রোড্‌, কলিকাতা—১৯। পিতা ঃ রায়বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ বিশ্বেশ্বরী। লাভপুর, কলিকাতা ও ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত। জমিদার ও ব্যবসায়ী। ২১টি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গল্প ঃ কাঁটা (১৯৩৬), অগ্রগতি (১৯৩৭), রাশিয়ান পো, মাটির পুতুল। নাটক ঃ সম্ভবামি যুগে যুগে (১৯৫৩), রক্ততিলক, ভুল, পৃথ্বীরাজ। ভ্রমণ ঃ পশ্চিম প্রবাসী (১৯৩৬), রাশিয়ায় ভ্রমণ ঃ কশ্যমির (১৯৫৫), তুষারতীর্থ অমরনাথ (১৯৩৪)। ইতিহাস ঃ চিত্রে রুশদেশের ইতিহাস। প্রবন্ধ ঃ দুধের ব্যবসা, হিন্দুরাষ্ট্রের রূপরেখা। ইংরাজী ঃ Modern Agriculture, Banker's guide, Spiritual Socialism, Russia to day (১৯৩৫) Manu and Modern times.

নিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ (১৮৯৪—১৫।১২। ১৯৮২)। বি. এ, বি. টি, বি. এল্‌। জন্ম ঃ শ্রীখণ্ড, বর্ধমান। পিতা ঃ দোলগোবিন্দ কবিরাজ, মাতা ঃ ক্ষান্তমণি। নিবাস ও মৃত্যু ঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। শ্রীখণ্ড উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি. এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল কলেজ থেকে বি এল্‌, ডেভিড্‌ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি.। নবদ্বীপ বকুলতলা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (১৯২৩) পরে সহকারী প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক (১৯৪২—৬০)। পর্যদবার্তা, বর্ধমান, সজীব প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। এন্‌. কবিরাজ নামে বিভিন্ন শ্রেণীর স্কুলপাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থের লেখক। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ আমার জানা শ্রীখণ্ড।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার বি. কম্‌.। জন্ম বরিশালের গাভার ঘোষ দস্তিদার পরিবারে, বর্তমান নিবাস ঃ রায় বাহাদুর রোড্‌, বেহালা, কলিকাতা। পিতৃস্বসা ঃ বিখ্যাত গায়িকা বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বর্তমানে

অবসরপ্রাপ্ত। সুরের মায়া সঙ্গীত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। পিতা, পিতৃব্য, আসামের বিহারী লাল মুখার্জি, কলিকাতায় কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য, শচীন দাস মতিলাল ও বারাণসীর ওংকারনাথ ঠাকুরের কাছে সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত প্রভাকর (১৯৫১), সঙ্গীত প্রবীণ (১৯৬০), রবীন্দ্র সুধাকর (১৯৬১), সুগম সঙ্গীত সুধাকর (১৯৬২) তবলা সুধাকর (১৯৬৩), বাংলা খেয়াল (১৯৭০) সঙ্গীত সুধাকর (ক্রিয়াত্মক—১৯৮১), রাগ প্রধান ও রাগাশ্রয়ী আধুনিক (১৯৮২), ভারতীয় সঙ্গীতের তিন কাল, তাল, **Indian Music** (১৯৭৮), তবলা প্রবীণ।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিপ্লবের কথা, স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ।

নিত্যবোধ বিদ্যাবিনোদ (রত্ন)। জন্ম ঃ পটুয়াটোলা, কলিকাতা। পিতা ঃ জীবানন্দ বিদ্যাবিনোদ। নাট্যকার। নাট্যকার আশুতোষ বিদ্যাভূষণের ভ্রাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রহসন ঃ কুসুমে কীট (১৩১৬), বাজীমাৎ, প্রেমের পাথার (১৩৬০), দিলবাহার, একাদশ বৃহস্পতি (১৯০২)। নাটক ঃ লক্ষ্মণসেন।

নিত্যরঞ্জন কাব্যতীর্থ। যুগ্ম-সম্পাদক পাক্ষিক প্রসূন (১৩০৫)।

নিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (৫।৪।১৯২৩—)। জন্ম ঃ কোচবিহার শহরে। আদি নিবাস ঃ মুড়াগাছা, নদীয়া। পিতা ঃ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, মাতা ঃ কানন দেবী, পত্নী ঃ শান্তি। বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। কোচবিহার জেন্কিন্স্ স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও মুড়াগাছা হাই ইংলিশ স্কুলে অধ্যয়নের পরে সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সিটি কলেজ থেকে আই. এস্. সি (১৯৪২)। ২৪ পরগণার ইছাপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির কর্মী (১৯৪২)। কলিকাতা টেলিগ্রাফ্ অফিসের কর্মী (১৯৪৪), উক্ত বিভাগের সুপার ভাইজার হিসাবে অবসর প্রাপ্ত (১৯৮১)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত (১৯৩৮।৩৯)। ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে সরকারি অফিসের ধর্মঘটে সক্রিয় অংশ গ্রহণ (১৯৪৬), টেলিগ্রাফ্ ইন্স্টিটিউসনের অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক ও উক্ত সংস্থার বিশ্বেশ্বর ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটি ফাণ্ডের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ (৩ বৎসর)। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছোটগল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ধর্মীয় রচনা ও কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দ্বাদশ দিশারী (বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী, জন সেবক পত্রিকায় মে ১৯৬৪—নভেম্বর ১৯৬৪তে প্রকাশিত), বাংলার সাধিকা (মাতৃবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত—১৩৭৯)। রমনায় মথুর (রামকৃষ্ণ মিশনের হিন্দী বিবেকজ্যোতি পত্রিকায় প্রকাশিত—১৯৮৩), শ্রীরামকৃষ্ণ জনক জননী (বিবেক জ্যোতি পত্রিকায় প্রকাশিত—১৯৭৮), গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জনক-জননী ২ খণ্ড (১৯৭৪—সম্ভবামি যুগে যুগে নামে আকাশবাণী কলিকাতা ও শিলিগুড়ি থেকে প্রচারিত—১৯৭৮), করুণাময়ী রাসমণি (১৯৭৬)।

নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ উৎপল (১২৮৯)। মাল্যবিনিময় (১২৯৩)। নাটক ঃ লীলা বিলাস (১৮৯৩)।

নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী। সঙ্গীত রচয়িতা। প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ ঃ শিখরিনী।

নিত্যহরিদাস (৮।২।১৩১৮—)। নিবাস ঃ গোপালপুর, কাটোয়া, বর্ধমান। পিতা ঃ কালিদাস দাস। শৈশব থেকে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট। মণিমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বহরমপুর

কুঠিবাড়ী ব্রতচারী বিদ্যালয়ে ব্রতচারী নৃত্যগীতে পারদর্শিতা প্রাপ্ত। পাঁচালী-গায়ক। গোপালপুর নিবাসী আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট দাশরথি রায়ের পাঁচালী গানে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বোলান, পাঁচালী ও লোক সঙ্গীত রচয়িতা। লোকগান শিক্ষক—দাশরথির পাঁচালী গানের ধারক ও বাহক।

নিত্যহরি ভট্টাচার্য। পিতা: পঞ্চানন ভট্টাচার্য। সরকারী পুলিশ বিভাগের কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ: শেষের দাবী, অ্যারিষ্টক্রেসী।

নিতাই ঘটক (১৯১৩—)। প্রকাশিত গ্রন্থ: লোকগীতি স্বরলিপি (১৯৭৩)।

নিতাইচন্দ্র ঘোষ (১৩৩৪—)। ছদ্মনাম: শ্রীনিত্যানন্দ। জন্ম: কুড়ালগঞ্জ। নিবাস: বেঁউচ্যা গোদাপিয়াশাল, মেদিনীপুর। পিতা: সারদাপ্রসাদ ঘোষ, মাতা: ভুবনমোহিনী। চাষী ও ব্যবসায়ী। গল্পলেখক, প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প মুকুল (১৯৬২), ভুলের শেষে (১৩৮০)।

নিতাই চাঁদ কুমার। প্রকাশিত গ্রন্থ: দেশ ও গ্রাম।

নিতাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়। নিবাস: চুঁচুড়া, হুগলী। সাংবাদিক। সম্পাদক: সাপ্তাহিক চুঁচুড়া বার্তাবহ, বঙ্গদর্পণ, মাসিক শিল্প ও সাহিত্য পত্রিকা। প্রকাশিত নাটক: বালগঙ্গাধর তিলক (১৯০৮), ঝরণা, গায়ত্রী (১৩৩৬)।

নিতাই চাঁদ শীল। কবি। প্রকাশিত কাব্য: মেঘদূত (১৩১৭)।

নিতাই দাস রায় এম্. বি. এল্। জন্ম: ফরিদপুরে। আইনজীবী। সম্পাদক: কল্যাণশ্রী।

নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়। যাত্রানাট্যকার, গীতাভিনয় লেখক। প্রকাশিত গীতাভিনয়: অব্জাদেবী, বিক্রমাদিত্য, শ্মশানে মিলন (১৩২১), যুগল বীরকুমার, শৈশব সাধনা, সপ্তমাবতার, শ্রীবৎসচিন্তা, দিবোদাস, শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি।

(ডঃ) নিতাই পদ বসু (৬।২।১৯৩৫/২৩।১০।১৩৪১—)। ছদ্মনাম: রমা বসু, কৌশিক। জন্ম: সিরাজ কাটি, নওয়াপাড়া পোঃ, যশোর, বাংলাদেশ, পৈতৃক নিবাস: রবি পার্ক সাউথ, হালতু, ২৪ পরগণা, বর্তমান নিবাস: ৭২।৪, বারুইপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৫। পিতা: বিশ্বেশ্বর বসু, মাতা: ননীবালা। সোদপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৫১), সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই এ (১৯৫৩), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এ (১৯৫৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৫৭) ও পি. এইচ্. ডি (১৯৭৩)। ভারতীয় ষ্টেটব্যাংকে কর্মরত (১৯৫৬—), বর্তমানে ভাষা উপবিভাগে অনুবাদকের কর্মে রত। রাজভাষা রূপায়ণ সমিতির স্থায়ী সদস্য। ষ্টেট্ ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়ার এম্প্লয়িজ্ এসোসিয়েসনের সহ সভাপতি, সহ-সাধারণ সম্পাদক। ভারতীয় কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদে অধিষ্ঠিত থেকে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বরাহনগর আঞ্চলিক নাগরিক কমিটির প্রধান উপদেষ্টা। দেশ, প্রসাদ, কলেজষ্ট্রীট্, শিলাদিত্য, বসুমতী শনিবারের চিঠি ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: কল্পান্ত (ষ্টেট্-ব্যাংক কর্মচারীদের মুখপত্র—১৯৫৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ: মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬২), রসশেখর রাজশেখর (১৯৬৫), তারাশংকরের শিল্পিমানস (১৯৭৩), শরৎচন্দ্র: জীবন ও সাহিত্য (১৯৭৫), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা (১৯৭৮), অনন্য রবীন্দ্রনাথ (১৯৮০)। উপন্যাস: স্বগত সংলাপ (১৯৮৩), মৌসুমী কুসুম (১৯৮৪)।

শাল মহুয়ার মাঝখানে (১৯৮৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ সপার্ষদ শ্রী গৌরাঙ্গ (১৯৮০)।

নিতাই ভট্টাচার্য (৪ঠা মাঘ ১৯০০ খ্রীঃ —২৭।১০।১৯৭০)। জন্ম ঃ নবদ্বীপের নিকটস্থ মাধাইপুর গ্রামে (অধুনা বর্ধমান জেলায়), মৃত্যু ঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা ঃ বিনোদ লাল ভট্টাচার্য, মাতা ঃ জগৎলক্ষ্মী। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কলিকাতা আশুতোষ কলেজ থেকে আই, এ. এবং দর্শনে অনার্স সহ বি এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ। নবদ্বীপ বকুলতলা ও পরে হিন্দু স্কুলের শিক্ষক (২০ বৎসর)। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। নবদ্বীপ ও নদীয়া জেলায় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। নদীয়া জেলা ছাত্র সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। বারংবার কারাদণ্ডিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, হেমন্ত বসু, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, ভূপতি মজুমদার, অতুল্য ঘোষ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সহ-কর্মী। নবদ্বীপ বঙ্গবাণী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রেরণায় অভিনয়ে ও নাটক রচনায় প্রবৃত্ত পরে চলচ্চিত্রের কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনায় নিযুক্ত। যদুভট্ট ছায়াছবির জন্য রাষ্ট্রপতির সার্টিফিকেট অফ্ মেরিট্ পুরস্কার প্রাপ্ত। ছায়া চিত্রে রূপায়িত অপ্রকাশিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঃ স্বপ্ন ও সাধনা, পূরবী, সমাপিকা, সঞ্চারী, আবর্ত, শংকরনারায়ণ ব্যাংক, দেবী মালিনী, যদুভট্ট, শিল্পী, সাগরিকা, সবার উপরে, নাট্যাচার্য শিশির কুমার অভিনীত নাটক ঃ উড়োচিঠি, মাইকেল। চিত্রানাট্য ও সংলাপ ঃ আশাপূর্ণাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা, তারাশংকরের বিপাশা, প্রতিভাবসুর পথে হলো দেরী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সংগ্রাম (উপন্যাস), কালের পদধ্বনি (নাটক)।

নিত্যানন্দ আচার্য (১৭শ শতাব্দী)। অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করার জন্য অদ্ভুত আচার্য নামে পরিচিত। পিতা ঃ শ্রীনিবাস আচার্য বা কাশী আচার্য, মাতা ঃ মেনকা। নিবাস ঃ অমৃতকুণ্ডা, পাবনা। রামায়ণ গায়ক। রচনা ঃ অদ্ভুত রামায়ণ (সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে রচিত কাব্য)।

নিত্যানন্দ ঘোষ (আঃ ১৬শ শতাব্দী)। কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী মহাভারত রচয়িতা, রচনায় কাশীরামের মহাভারতের সঙ্গে সাদৃশ্য বর্তমান। রচনাশক্তি কাশীরামের থেকে ন্যূন নয়। রচনা ঃ মহাভারত (পদ্যানুবাদ, পুঁথি খণ্ডিত)।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (মিশ্র)। পিতা ঃ চিরঞ্জীব মিশ্র। নিবাস ঃ মেদিনীপুরের কালীজোড়া পরগণার খয়রা কানাই চক্ (কাটাদিয়া)। কালীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের (১৭৫৬—৭০) সভাসদ। রচনা ঃ শীতলা মঙ্গল। শিবের মৎস্যধরার পালা, লক্ষ্মীমঙ্গল, কালু রায়ের গীত। ইন্দ্রপূজা, সীতা পূজা। হিন্দী, উর্দু ও ফার্সী শব্দের বাহুল্য এবং সুরুচি কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

নিত্যানন্দ দাস (১৫৩৭—?)। প্রকৃত নাম ঃ বলরাম দাস। নিবাস ঃ শ্রীখণ্ড, বর্ধমান। পিতা ঃ আত্মারাম, মাতা ঃ সৌদামিনী। নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য। গুরুদত্ত নাম ঃ নিত্যানন্দ দাস। বৈষ্ণব পদকর্তা। রচনা ঃ প্রেমবিলাস, গৌরাঙ্গাষ্টক, বীরচন্দ্র চরিত, রসকল্পসার, কৃষ্ণলীলামৃত, হাটবন্দনা, কুঞ্জভঙ্গের একুশপদ প্রভৃতি।

নিত্যানন্দ দাস কাব্যতীর্থ। অনূদিত গ্রন্থ ঃ নরহরিদাসের শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত (প্রকাশ ১৩৩৯)।

নিত্যানন্দ দ্বিজ। রচনা ঃ শীতলামঙ্গল।

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (আঃ ১৭৫১ খ্রীঃ/ ১১৫৮ বঙ্গাব্দ—১৮২১ খ্রী / ১২২৮)। নিতে

বোষ্টম, নিতে বৈরাগী বা নিতাই দাস নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম ও নিবাস ঃ চন্দননগর, হুগলী। পিতা ঃ কুঞ্জদাস বৈষ্ণব। পুরাণাদিতে ও বৈষ্ণবতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন। চুঁচুড়ায় বৈষ্ণব আখড়া এবং চন্দননগরে বৈষ্ণবমন্দির প্রতিষ্ঠাতা। কবি গায়ক ও ঢোলবাদক। কবি সঙ্গীত রচয়িতা ভবানী বেনের কবি দলের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিতে বৈরাগীর দল নামে পরিচিত। বৈষ্ণব ভাবুকতা নিত্যানন্দের কবি সঙ্গীতের প্রাণ। সখী সংবাদও মাথুর বিরহের গানে মার্জিত রুচি এবং খেউড়গানে হীনরুচি প্রকটিত।

নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী (৯।১০। ১৮৯৩—২৩।৩।১৯৭২)। শান্তিনিকেতনে গোসাইজী নামে পরিচিত। জন্ম ঃ শান্তিপুর নদীয়া, মৃত্যু ঃ শান্তিনিকেতন, বোলপুর। পিতা ঃ প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী,—বৃন্দাবনে বারাণসীতে ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন,—বৌদ্ধশাস্ত্রে পণ্ডিত। বিধুশেখর শাস্ত্রীর অধীনে শান্তিনিকেতনে গবেষক (১৯২০)। ধর্মধর মহাস্থবিরের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা। বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠের জন্য সিংহল ও ব্রহ্মদেশে গমন। শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পরে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক। গীতবাদ্য, চিত্রাঙ্কন, অভিনয় ও সাহিত্য সমালোচনায় পারদর্শী। বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম ও কলিকাতা রবীন্দ্র গবেষণা পরিষদ থেকে রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা সাহিত্যের কথা (১৯৫২), সংস্কৃত সাহিত্যের কথা (১৯৫৪), সপ্তপর্ণী, ছেলে ভুলানো ছড়া (১৯৫৩)।

নিত্যানন্দ বৈদ্য। জন্ম ঃ চট্টগ্রামের আলোয়ার গ্রামে। পিতা ঃ গোকুল চন্দ্র। রচনা ঃ লীলার বারোমাস।

নিত্যানন্দ শীল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক ঃ আর যেন কেহ না করে (শ্রীরামপুর—১৮৭৩)।

নিত্যানন্দ সান্যাল (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ হিন্দু হিতাকাঙ্ক্ষী (ফাল্গুন—১২৮২)।

নিত্যানন্দ সাহা (১৫।১০।১৯২৮—)। ছদ্মনাম ঃ প্রজাপতি। জন্ম ঃ কুষ্ঠিয়া, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ ৫০, আমহার্স্ট রো, কলিকাতা—৬। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রেম ও প্রেয়সী (১৯৫০), কবি ও কবিতা (কাব্য—১৯৫০), প্রেমের সমাধিতীরে (উপন্যাস—১৯৫২), ধুলার ধরণীতে (উপন্যাস—১৯৫৩)। মানসী (উপন্যাস—১৯৫৬)।

নিত্যানন্দ স্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীম দর্শন।

নিতীশ সেন (৮।৫।১৯২৮/২৫।১।১৩৩৫—)। নিবাস ঃ নিউ-আলিপুর কলিকাতা। পিতা ঃ নিখিল রঞ্জন সেন, মাতা ঃ বীণারানী। স্নাতক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বিভাগের কর্মী। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ একটি চায়ের কাপ (একাঙ্ক), বর্বর বাঁশী, রসভরা (একাঙ্ক), একটি যুদ্ধের পটভূমিকা।

নিদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ এরই নাম প্রেম, মৃত্যু পেয়ালা।

নিধিরচন্দ্র মজুমদার। আসামের হিংরীজান চা বাগানের কর্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জ্ঞানেশ্বরী শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা (পদ্যানুবাদ —১৯৮০), শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ (শ্রীশ্রী রামঠাকুরের পদ্যে জীবন চরিত), বেদবাণী সুধা (বেদবাণীর পদ্যানুবাদ—১৯৮১)।

নিধিরাম আচার্য কবিরত্ন (১৮শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ পুঁটিয়ার চক্রশালা,

চট্টগ্রাম। পিতা : দুর্লভ আচার্য, মাতা : লক্ষ্মী, মাতামহ : গঙ্গারাম। জাতিতে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গুরু : রামচন্দ্র। রচনা : কালিকামঙ্গল (রচনাকাল—১৭৫১)।

নিধিরাম কবিচন্দ্র (১৮শ শতাব্দী) বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের সভাকবি। রচনা : গোবিন্দ মঙ্গল, দাতাকর্ণ, কালিকামঙ্গল।

নিধিরাম গাঙ্গুলী (১৮ শতাব্দী) রচনা : ধর্মমঙ্গল কাব্য।

নিধিরাম মিশ্র (১৬শ শতাব্দী)। নামান্তর : কবিচন্দ্র। পিতা : হৃদয় মিশ্র। অগ্রজ : কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। রচনা : গঙ্গার বন্দনা, গুরুবন্দনা, সত্য-নারায়ণ কথা।

নিধুভূষণ হাজরা (৫।৬।১৩৩৬—)। পিতা : শিবচরণ চৌধুরী। মাতা : প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা মাখন পালের ভগ্নী কনকপ্রভা। কালান্তর, মাসিক ও ত্রৈমাসিক উত্তরণ প্রভৃতি ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত পুস্তক : ছড়ার শতকিয়া (আগরতলা—১৯৮১)।

নিধুবাবু। রামনিধি গুপ্ত দ্রষ্টব্য।

নিবারণ চক্রবর্তী (৪।২।১৩০৮/১৮।৫।১৯০১—)। জন্ম : ব্রাহ্মণ গাঁও, বিক্রমপুর, ঢাকা। বর্তমান নিবাস : স্কুল বাগান, বোলপুর, বীরভূম। পিতা : কামিনীকুমার চক্রবর্তী, মাতা : ক্ষীরোদা দেবী। ব্রাহ্মণ গাঁ উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। ডাক ও তার বিভাগের কর্মী (১৯২৪)। বঙ্গ সাহিত্য মহামণ্ডল কর্তৃক সাহিত্য রত্ন উপাধিতে ভূষিত (১৩৪১)। বহু সাময়িক পত্রিকার লেখক, প্রকাশিত কাব্য : ফুলকলি (১৩৩৯)।

নিবারণ চক্রবর্তী। নিবাস : বনজ্যোৎস্না, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা : কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। ৪ টি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত ৪র্থ কাব্যগ্রন্থ : কবিতার জন্ম হয় (১৯৭২)।

নিবারণচন্দ্র কাব্যতীর্থ। যশোহর জেলা স্কুলের শিক্ষক। সম্পাদক : মাসিক শুক-শারি (১২৯৫)।

নিবারণ চন্দ্র গুপ্ত। সম্পাদক : সাপ্তাহিক রত্নাকর (১২৮২)।

নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী। জন্ম : কলি-কাতায়। বাঁকীপুর মোরাদপুরে কর্ম। সম্পাদক : কৃষক (১৩৩১—৩২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : **Jute, Mahenjodaro**, কার্পাস চাষ, খাদ্যতন্ত্র, কৃষিরসায়ন, রসায়ন পরিচয়।

নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৬৭—১৭।৭। ১৯৩৫)। জন্ম : গাউপাড়া, ঢাকা। পিতা : তারকনাথ দাশগুপ্ত। সংস্কৃত শিক্ষার পর বরিশালে ব্রজমোহন ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৩) ও এফ্. এ. (১৮৯৫) পাশ। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসার ফলে সেবাব্রতী, —বি এ. পাঠকালে পরিব্রাজক,—আত্মীয়-বর্গের চেষ্টায় গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে বিবাহ (১৮৯৮)। বি. এ. পাশ (১৯০০), পরে বি. টি.। মেদিনীপুরে ও পরে মানভূমে (১৯১১) স্কুলের সহকারী পরিদর্শক,— পুরুলিকা জেলা স্কুলের শিক্ষক (১৯১৪) ও প্রধান শিক্ষক (১৯১৬)। আদর্শ শিক্ষক ও সমাজসেবী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান (১৯২১)। সরকারী কর্মে নিযুক্ত ও পেনসন ত্যাগ, শিল্প বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, দেশলাই নির্মাণ, তিলকজাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—খাদি ও চরকার প্রচার, দেশবন্ধু প্রেস প্রতিষ্ঠা ও মুক্তি পত্রিকার প্রকাশ (১৯২৫), মুক্তি পত্রিকায় 'বিপ্লব' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনার জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে এক

বৎসরের কারাদণ্ড (১৯২৯), প্রেস অর্ডি-ন্যান্সে দেশবন্ধু প্রেস ও মুক্তি পত্রিকা বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ (১৯৩০), সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ৬ মাস কারাদণ্ড, দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য দেড় বৎসর কারাদণ্ড, সরকার কর্তৃক শিল্পাশ্রম বে আইনী ঘোষণা,—যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত,—জনসাধারণ কর্তৃক ঋষি আখ্যায় ভূষিত,—মানভূমের গান্ধী নামে পরিচিত,—ঘোরিয়া ও হরিজনদের বন্ধু—মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক রোগশয্যাপার্শ্বে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন (৩০।৪।১৯৩৪), পুরুলিয়ায় নিজ আশ্রমে মৃত্যু,—ঘোরিয়া ও হরিজনদের জীবনকথা দেশ, যুগশঙ্খ প্রভৃতি পত্রিকায় গল্পাকারে প্রকাশ,—নিবারণ চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জী। সম্পাদক: মুক্তি (১৯২৫—২৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, আর্যক্রিয়া, রামপ্রসাদী সঙ্গীত।

নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, রায় বাহাদুর (?—২৪।৩।১৯৩৮)। জন্ম: বরিশালে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সহকর্মী। বরিশাল কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক (১৯০৬)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখার সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েসনের সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ার-ম্যান ও চেয়ারম্যান। দার্শনিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনায় দক্ষ। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক ভারত সুহৃদ। প্রকাশিত গ্রন্থ: আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের জীবন চরিত, ভারত রাষ্ট্রনীতি (১৯২৩)।

নিবারণ চন্দ্র বসু। নিবাস: মেদিনীপুর, আইনজীবী। দার্শনিক ও গ্রন্থকার। মেদিনী-পুর থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর গুপ্ত শিক্ষা ও সাধনা (১৩৪৩), মানবের ক্রমবিকাশ (১৩৪৫), ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থী (১৩৪৬), **Symbolism of Vidya Sundar.**

নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য (১২৯০—১।১। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: বাহিরগাছি, নদীয়া। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (৩০ বৎসরের অধিক), কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি (১৯৩৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালার খাদ্য ও পুষ্টি।

নিবারণ চন্দ্র মজুমদার। জন্ম: ফরিদ-পুরে। পিতা: রামমোহন মজুমদার। সাংবাদিক। সম্পাদক: সাপ্তাহিক ফরিদপুর হিতৈষী (১৩২১)।

নিবাস ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: পশ্চিমের পাঁচালী, নিবেদন ইতি।

নিমচন্দ্র মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। বারুই-পুর নিবাসী নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: শরৎকুমারী (নারী লাঞ্ছনার কাহিনী-১৮৭৩)।

নিমাই। মাতা: দেবকী। রচনা: কর্ণপর্ব।

নিমাইচন্দ্র দাস (২।১।১৯৪৩—)। জন্ম: দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগণা, নিবাস: কলিকাতা। পিতা: জীবনকৃষ্ণ দাস। মাতা: নীলিমা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম্. এ. কোন্নগর শ্রী অরবিন্দ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রথম ফোটাফুল (গল্প—১৯৭৪), আবরণ (উপন্যাস—১৯৭৪)।

নিমাই চন্দ্র বিশ্বাস (৩০।১।× —) নিবাস: আসান নগর, নদীয়া। পিতা: সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মাতা: সুরাজবালা। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী। সম্পাদিত পত্রিকা: প্রদীপ, সেতু। প্রথম প্রকাশিত কবিতা পুষ্পরাগ রূপসী পত্রিকায় প্রকাশিত।

নিমাই চরণ বসু। গ্রন্থ : সিরিস্তা (১৮৭২)।

নিমাই চরণ মিত্র। গীতিকার। সঙ্গীত সার 'সংগ্রহ'-এ এঁর কয়েকটি গান আছে।

নিমাই চাঁদ কবিরত্ন (১৯ শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক : নীলাম্বর ঠাকুর (১৮৯৩)।

নিমাই চাঁদ গোস্বামী, প্রভুপাদ (৬।৭। ১৩১৯/২২।১০।১৯২২—)। আদি নিবাস : খড়দহ, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস : নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা : প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী। নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর। নবদ্বীপ বকুলতলা হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯২৯)। রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রীর নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি-প্রাপ্ত। নবদ্বীপ পৌরসভার সদস্য ও চেয়ারম্যান (১৯৪৩)। নবদ্বীপ শ্রীবাস অঙ্গনের স্বত্বাধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : নিত্যানন্দ পত্নী মা জাহ্নবা (১৯৮৫)।

নিমাই চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : বেহাগ।

নিমাই চাঁদ শীল (১৮৩৫—১৮৯৩)। জন্ম : হুগলী-চুঁচুড়ার বিখ্যাত শীল বংশে। হুগলী কলেজের ছাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী। নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : যামিনী যাপন ও কামিনী গোপন (প্রথম রচনা—১৮৫৫)। নাটক : চন্দ্রাবতী (রেনল্‌ড্‌স্‌ রচিত **Love of the Harem** অবলম্বনে), ধ্রুব চরিত্র (১৮৭১), এরাই আবার বড়লোক (প্রহসন), তীর্থ মহিমা (তারকেশ্বরের মোহন্ত ও এলোকেশীর কাহিনী অবলম্বনে)) প্রবন্ধ : সুবর্ণ বণিক (জাতিতত্ত্ব আলোচনা)।

নিমাই দাশ (২০।৪।১৯৪৩—)। নিবাস : রামমোহন মুখার্জি লেন, কলিকাতা। স্নাতক। চিত্রশিল্পী,—কবি। লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী লেখক। প্রকাশিত কাব্য : অর্কিড কিছু ক্যাক্‌টাস কিছু।

নিমাই ভট্টাচার্য। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : আকাশ ভরা সূর্যতারা, কেয়ার অফ্‌ ইণ্ডিয়ান এমবেসী, ডিপ্লোম্যাট, নাচনী, পার্লামেণ্ট্‌ ষ্ট্রীট্‌, পিকাডেলী সার্কাস, প্রবেশ নিষেধ, বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত, ব্যাচেলর, ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, ম্যাডাম, রাজধানী এক্‌স্‌প্রেস, শেষ পারানির কড়ি, সেলিম চিস্তি, হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স, ভদ্দরলোক, ইত্তর অনার, সাব ইন্‌স্‌পেক্টর, অ্যালবাম, উইং কমাণ্ডার, রিপোর্টার, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, রাজধানীর নেপথ্যে, ওয়ান আপ টু ডাউন, গোধূলিয়া, সোনালী প্রভৃতি।

নিমাই মান্না (১৮।১১।১৯৪০—) এম্‌. এ. বি. টি., ডি. ই. পি, বঙ্কিমভারতী, কাব্যবিশারদ। ছদ্মনাম : মেঘনাদ। পিতা : গুইরাম মান্না, মাতা : বিমলা। নিবাস : চাকপোতা, আমতা, হাওড়া। শিক্ষক, সাংবাদিক—কবি। ভারতের বিভিন্নস্থানে ও বহির্ভারতে ভ্রমণকারী, ভ্রমণকাহিনী লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা : সাহিত্যিকা (আমতা, হাওড়া—১৯৫৯), অনুষ্টুপ (আমতা-১৯৫৭), মশাল (চাকপোতা, হাওড়া-১৯৭১), উত্তরসূরি (রসপুর, হাওড়া-১৯৬৮), আগুনের ফুল, হাতিয়ার। প্রকাশিত কাব্য : বর্ণালী (১৯৬১), দীপকতান (১৯৬৩), স্বর্গাদপি গরীয়সী (১৯৬৩), অমরতার সন্ধানে আমি ও অন্যান্যরা (১৯৬৭), ভিয়েৎনাম : একটি নাম (১৯৬৭), লেনিন, আলো আমার (১৯৭০), বাংলাদেশ : আমার দেশ (১৯৭১), লেনা একটি নদীর নাম, পদ্মা একটি নদীর নাম (১৯৭২), মানুষের ঝড় (১৯৭৩), কাকাবাবু—

নেরুদা কোঙার (১৯৭৬), রণক্ষেত্রে তিনজন (১৯৮২), ছড়ার লড়াই (ছড়া, ১৯৭৭-৮২), মানুষের জেদ, অন্ধকারে ঘোড়সওয়ার।

নিমাই সাধন বসু (১৬।১৯৩১—) এম্. এ. (ইতিহাস—ক. বি.), পি. এইচ. ডি (লণ্ডন), ডি, লিট্। জন্মস্থান ও নিবাস: রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া। পিতা: তারাপদ বসু, মাতা: সুহাসিনী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক,—বিশ্বভারতীর উপাচার্য (১৯৮৫—)। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ারেন রিসার্চ ফেলো (১৯৬৬), দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত অধ্যাপক (১৯৭৮-৮০), সেখানে ভারতচর্চার প্রবর্তক। **History of Chandellas, Indian Awakening and Bengal, Indian National Movement : an out line, American attitude and policy to the Nationalist Movement in China, Struggle of Equality and Indian Nationalism** প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ: উপল উপকূলে (ভ্রমণ-১৯৫৮), রামানন্দ চ্যাটার্জি (জীবনী-১৯৭৪)।

নিমানন্দ দাস (১৮শ শতাব্দী)। বৃন্দাবন নিবাসী, প্রাচীন পদাবলী রচয়িতা। সংকলিত গ্রন্থ: পদরসসার (স্বরচিত দেড়শতাধিক পদ সহ বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের পদসংকলন)।

নিমে শুঁড়ি। প্রাচীন কবিওয়ালা। কবিগান রচয়িতা।

নিয়ামত সৈয়দ। জন্ম: রঘুনাথপুর, শ্রীহট্ট। বাউল কবি। 'রাগ বাউল' গ্রন্থে তাঁর কয়েকটি পদ আছে।

নিরঞ্জন কুমার রায় (২৯।১।১৯৩৯—)। বি. এ. (অনার্স) এম্. এ. বি. এড্ (ক বি.)। জন্ম: খিবগ্রাম, বাংলাদেশ, নিবাস: চড়ুইগাছি, ট্যাংরা কলোনী, ২৪ পরগণা। পিতা: বিজয় ভূষণ রায়, মাতা: শিবানীবালা। ট্যাংরা কলোনী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রকাশিত উপন্যাস: পরিণতি (১৯৬৯), মরু সাহারা (১৯৭৩)।

নিরঞ্জন ঘোষ (১।২।১৯১৯—)। ছদ্মনাম: কালপুরুষ। জন্ম: লোকনাথপুর, নদীয়া (বর্তমানে কুষ্ঠিয়া জেলা, বাংলাদেশ)। বর্তমান নিবাস: ৮৩/৩, নস্করপাড়া রোড্, কলিকাতা-৪১। স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন হস্তলিখিত উৎস পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সরকারী কারা বিভাগের কর্মী। দৈনিক বসুমতী, দেশ, বসুমতী শারদসংখ্যা রবিবাসরীয় যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় ছোটগল্প, অনুবাদ গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ, ফিচার ও ছোটদের উপযোগী গল্প ইত্যাদি প্রকাশিত। যশোর সাহিত্য সংঘ থেকে কাব্যভারতী উপাধিতে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: নিষিদ্ধ এলাকা।

(ডঃ) নিরঞ্জন চক্রবর্তী (২১।১১।১৩৩৬ / ৫।৩।১৯৩০—)। জন্ম: খড়্গপুর, মেদিনীপুর, পৈত্রিক নিবাস: সেনহাটী, হুগলী। ছদ্মনাম: এস. এস. সুন্দরম্। পিতা: বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, মাতা: ব্রজবালা দেবী। এম্. এ (১৯৫৯), ডি. ফিল্ (ক বি. ১৯৬৭), পি. এইচ্. ডি (রবীন্দ্রভারতী—১৯৭১)। হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজ (১৯৫৮-৫৯), কলিকাতা মহারানী কাশীশ্বরী কলেজ (১৯৫৯-৬৫) ও দেশবন্ধু কলেজের অধ্যাপক (১৯৬৬)। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা বিভাগের রীডার। যুগান্তর, আনন্দবাজার, দেশ, বঙ্গশ্রী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা প্রভৃতির লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: শেষ বসন্ত, প্রতিবিম্বের

স্বাদ, কবি গোলাপের গন্ধ, আজ কাল পরশু, বিদ্যাপতি সমীক্ষা (১৯৭০), উনিশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলাসাহিত্য (১৯৫৮). উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৪', আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা, (১৯৬৫), বিদ্যাপতি ঔর বিদ্যাপতি নামাংকিত কবি সমাজ (হিন্দী-১৩৮৩), Bengali Literary Associations (১৯৮৬)। সম্পাদক ঃ শরৎ ও ভারতীয় সাহিত্য (১৯৭৬), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বিদ্রোহে বাঙ্গালী (১৯৫৮), নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ (ছোটদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ-১৯৫৫), সমগ্র পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ (১৯৭৬), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা (ছোটদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ-১৩৫৩)। অন্যতম লেখক ঃ ডঃ নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত হিন্দী ভারতীয় সাহিত্যকোষ (১৯৮১)।

(ডঃ) নিরঞ্জন প্রসাদ চৌধুরী (২০।২ ১৯২৫ / ৩।১১।১৩৩১—)। জন্ম ঃ চট্টগ্রামের হাট হাজারী গ্রামে কায়স্থ পরিবারে। পিতা ঃ সতীশ চন্দ্র চৌধুরী, মাতা ঃ হেমলতা। হাটহাজারী পার্বতী ইন্স্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা (১৯৪৩), চট্টগ্রাম গভর্নমেণ্ট কলেজ থেকে আই. এস সি, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস. সি, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ১ম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করে এম্ এস্. সি, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস্ সি। রেঙ্গুন, প্যারিস, ইরাক, টিউনিস, ইরাকের মশুল প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে ইউনেস্কো সার্ভিসে গিনির কোনাক্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীকান অধ্যাপক। বর্তমানে ত্রিপোলী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রকা-শিত গ্রন্থ ঃ দেশে দেশে (ভ্রমণ—১৩৭৭), ক্যারাভ্যান সরাই (কিশোর সাহিত্য—১৯৮০), আরক্ত তিমির (কাব্য—১৩৮৮)।

নিরঞ্জন মজুমদার (১৯২০—১৯৭৫)। ছদ্মনাম ঃ রঞ্জন। জন্ম ঃ ত্রিপুরা জেলায়। বাংলাদেশের চাঁদপুর স্কুল, কলিকাতা সেন্ট্ পল্স্ কলেজ ও স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। সাংবাদিক,—বেতার ভাষ্যকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সরকারের জনসংযোগ কমিটিতে যুক্ত। ক্যাপিট্যাল পত্রিকার ম্যানে-জার (১৯৫৪), আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত (১৯৫৫-৫৮)। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও ষ্টেট্স্ম্যান পত্রিকার সহ-সম্পাদক। দেশ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের নিয়মিত ভাষ্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অন্যপূর্বা, অসংলগ্ন, শীতে উপেক্ষিতা (শীতকালে দার্জিলিং), দ্বন্দ্বমধুর (সৈয়দ মুজতবা আলি সহ)।

নিরঞ্জন সিংহ (২৭।১০।১৯৩৬—)। জন্ম ঃ ফতেপুর যশোর. বাংলাদেশ। বর্তমান ও পৈতৃক নিবাস ঃ মাজদিয়া. নদীয়া। পিতা ঃ বলরাম সিংহ, মাতা ঃ শান্তিময়ী। কলিকাতা আনন্দমোহন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ। কলি-কাতা ইন্স্টিটিউট্ অফ্ কষ্ট্ এণ্ড ওয়ার্কস একাউনটেন্ট এর কলিকাতা এসোসিয়েসন্ অফ্ সেক্রেটারিজ এণ্ড ম্যানেজারস-এর এসো-সিয়েট মেম্বার। কষ্ট্ একাউনটেন্ট্। হাওড়া বার্ণ ষ্ট্যান্ডার্ড কোং লিঃ এর এসিষ্ট্যান্ট্ ম্যানেজার (কষ্ট্)। বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প, উপন্যাস ও দানিকেনতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনা লেখক। অমৃত, যুগান্তর সাময়িকী, ছোট-দের পাততাড়ি, প্রসাদ, নবকল্লোল, শুকতারা, রামধনু, আশ্চর্য, ফ্যান্টাসটিক, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মেলা, কিশোরদের কাগজ, বোধন, পরিবর্তন ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রামায়ণ মহাভারতের দেব-গন্ধর্বরা কি ভিন্ গ্রহবাসী?

(দানিকেনতত্ত্বের আলোকে রামায়ণ মহাভারতের আলোচনা — ১৩৮৬)। সমুদ্র শহরে আতঙ্ক (ছোটদের বিজ্ঞানভিত্তিক অ্যাড্ভেঞ্চার উপন্যাস — ১৩৮৭)।

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। সরকারের পশুপালন বিভাগের কর্মী। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ : গেরস্তর গরু পোষা।

নিরপেক্ষ। প্রকৃত নাম : রুদ্রেন্দু সরকার। সাংবাদিক। সম্পাদক : বাহাত্তরের ভোট।

নির্ঝরিণী ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ম্যাডাম গোঁনিও, মৌনীবাবা।

নির্ঝরিণী দেবরায় (১৬।১।১৩৩৫ / ×।৪ ১৯২৯—)। জন্ম : শ্রীহট্টে। পিতা : প্রভাতচন্দ্র দত্তচৌধুরী, মাতা ; কিরণপ্রভা, স্বামী : ত্রিপুরার অর্থসচিব বিমান দেবরায়। সিলেট গভর্নমেন্ট্ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৫), শিলং লেডি কীন কলেজ থেকে বি. এ. (গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯৫৪), বিশ্বভারতী থেকে সাহিত্যভারতী এবং টেগোর রিসার্চ ইন্স্টিটিউসন থেকে রবীন্দ্রজ্ঞানতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত। শিলং নিউ কলোনী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা,—'এ. জি. আসাম' এর করণিক,—শিলং কলেজের অধ্যাপিকা (১৯৫৫—), রাঁচি (বিহার) থেকে বৈতালিক পুরস্কারে সম্মানিতা। অমৃত, কালি ও কলম, সাপ্তাহিক বসুমতী, সংঘাত (মেঘালয়, শিলং), মহিলামহল, কথাসাহিত্য দ্বৈরথ (রাঁচি), ত্রিপুরাবার্তা, কাকলি, আহ্বান (ত্রিপুরা), নবজাতক হিতৈষী (ত্রিপুরা), অপরাজিত, জনপদ সংবাদপত্র প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রহরে প্রহরে (উপন্যাস-১৯৮১), প্রতিবেশী আন্দামান (ভ্রমণ — ১৯৮১), অরুণবহ্নি (উপন্যাস-১৯৮২), ত্রিপুরার সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯৮০)।

নির্মল আচার্য। নিবাস : বনগ্রাম, ২৪ পরগণা। কাব্য, নাটক, গল্প ও উপন্যাস মিলে ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত। প্রকাশিত উপন্যাস : বিলচরের হাঁস, তৃতীয় মেরু প্রভৃতি।

নির্মলকুমার খান। প্রকাশিত গ্রন্থ : রামমোহন রায়ের জন্ম তারিখ সমস্যা। সম্পাদক : ডেভিড্ হেয়ার ও ঊনিশ শতকের বাংলা (বীণা চট্টোপাধ্যায় সহ)।

নির্মল কুমার ঘোষ (১৯।৬।১৯৪০ —) ছদ্মনাম : শ্রী চরিত্রহীন। জন্ম : মাধবপুর যশোর, বাংলাদেশ। নিবাস : ঘোষভিলা, সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি। পিতা : মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাতা : অনিলাবালা। রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে রিলিফ ডিপার্টমেণ্টের কর্মী (১৯৫৮), পশ্চিমবঙ্গ পশুবিভাগের কর্মী (১৯৬২), বর্তমানে শিলিগুড়ি কেন্দ্রীয় ঔষধাগারে কর্মরত। দৈনিক উত্তরবঙ্গ সংবাদ (শিলিগুড়ি) ও বিভিন্ন লিট্ল্ ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক। আকাশবাণী শিলিগুড়ির সাহিত্যবাসর প্রান্তিক ও চিত্রবিচিত্রানুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : উত্তরের রোদ্দুর (কাব্য-১৩৮৮), ঘুঙুর (ছোটগল্প -১৩৮৯), জৈবিক জীবন (উপন্যাস), ভারত শিল্প।

নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়। জন্ম : কলিকাতায়। কবি ও সাংবাদিক। সম্পাদক : মাসিক শারদোৎসব। প্রকাশিত গ্রন্থ : পুষ্পপরী, স্বপন কুসুম গুচ্ছ, বাসন্তিকা প্রভৃতি। প্রবন্ধ : পত্রশিল্প, ফরাসী সপ্তক প্রভৃতি।

নির্মলকুমার বসু (২২।১।১৯০১/৯।১০। ১৩০৭—১৫।১০।১৯৭২)। ছদ্মনাম: সঞ্জয় পরিব্রাজক। জন্ম: কলিকাতায়। পিতা: বিমান বিহারী বসু। পাটনা এ্যাংলো স্যান্স্ক্রিট্ স্কুল (১৯০৬—১১), কামারহাটি সাগর দত্ত ফ্রী হাই স্কুল (১৯১১—১২), রাঁচি জেলা স্কুল (১৯১২—১৩) এবং পুরী জেলা স্কুলের (১৯১৩—১৭) এবং স্কটিশচার্চ কলেজের (১৯১৭—১৯) ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ভূতত্ত্বে ১ম শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এস্. সি (১৯১৯—২১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এস্. সি (১৯২৫)। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক (১৯৩৮), মানবিক ভূগোলের লেক্চারার (১৯৪৫), পরে বিজ্ঞান কলেজের রীডার। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী, মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আগত,—হরিজন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী, কারাদণ্ডিত (১৯৩২), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে আগত (১৯১৬), দ্বিতীয় সেণ্ট্ জন্স্ এম্বুলেন্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এন্থ্রপলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর (১৯৫৯—৬৪)। ভারত সরকারের খণ্ডজাতি সম্পর্কে পরামর্শদাতা। মন্দির স্থাপত্য, গ্রাম-জীবন, লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষক। কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ত্রাণকার্যে ব্যাপৃত (১৯৪৬)। মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি ভ্রমণের কালে তাঁর সচিব ও দোভাষী। ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত (১৯৬৬), এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে শরৎচন্দ্র রায় স্বর্ণপদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে রামপ্রাণগুপ্ত পুরস্কার, হেমচন্দ্র বসু সুবর্ণপদক ও ব্রহ্মমোহন সুবর্ণপদকের দ্বারা সম্মানিত, ম্যান অফ্ ইণ্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক (১৯৫১—৭২)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক। ভারতকোষের অন্যতম স্রষ্টা। ন্যাশন্যাল ইন্স্টিটিউট্ অফ্ সায়েন্সের ফেলো। ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব এবং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রেসিডেন্ট্ (১৯৪৯), ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েসনের, সেন্ট্ জন এম্বুলেন্সের ও জিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়ার সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: দেশ-বিদেশ (১৩৪৬), হিন্দু সমাজের গড়ন (১৯৪৯), নবীন ও প্রাচীন (১৯৪৯), গান্ধী চরিত (১৩৫৬), পরিব্রাজকের ডায়েরী (১৩৪৭), স্বরাজ ও গান্ধীবাদ (১৩৫৪) কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা (১৩৫৬), ভারতের গ্রামজীবন, গণতন্ত্রের সংকট, কণারকের বিবরণ (১৯৩৩), গান্ধীজী কি চান (১৯৪৬), বিয়াল্লিশের বাংলা, হিন্দু ওড়িয়া শিল্পশাস্ত্র, বিদেশের চিঠি, Satya and Ahimsa (১৯৪৯), Excavations in Mayurbhanj (১৯৪৮), Cultural Anthropology (১৯২৯), Cannons of Orissan Architecture (১৯৩২) প্রভৃতি।

নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: গরীব কেন মরে, মেজ বউ, সিন্দুর নিওনা মুছে।

নির্মলকুমার রায় (১৯২৪—)। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে (১৯৭৯)।

নির্মলকুমার রায় (৩১।১।১৯০৪—১৯।২ ১৯৭৩)। জন্ম: সেনহাটি, খুলনা, মৃত্যু: লক্ষ্ণৌ শহরে জ্যেষ্ঠপুত্র সুনীলকুমার রায় এম্. এ., পি. এইচ্. ডি. এর বাসভবনে। পিতা: সুদীনকুমার রায়, মাতা: সমাজসেবিকা সরযূবালা। অল্প বয়স থেকেই স্বাধীন ব্যবসায়ে ও সাহিত্যচর্চায় রত। ছোট গল্প, রস রচনা, উপন্যাস, নাটিকা ও শিশু-

সাহিত্য রচনায় দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : একটি ছেলের কাহিনী (কিশোর উপন্যাস—১৩৬৮)। অভিযান (এড্‌ভেঞ্চার), মায়াপুরী (নাটিকা) ছয় নায়িকা (গল্প) প্রভৃতি।

নির্মলকুমারী মহলানবীশ (২৪।১০।১৯০০—১৩।৩।১৯৮১)। রানী মহলানবীশ নামে খ্যাতা। পিতা : ব্রাহ্মসমাজের নেতা, শিক্ষাবিদ্‌ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, স্বামী : স্বনামখ্যাত গাণিতিক প্রশান্ত মহলানবীশ। বিবাহ (২৭। ২।১৯২৩)। আদি নিবাস : বরাহনগর, পরে আম্রপালি। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা। কবির ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণে স্বামী সহ সঙ্গিনী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাইশে শ্রাবণ (রবীন্দ্র-স্মৃতি)। কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে, কবির সঙ্গে ইউরোপে প্রভৃতি।

নির্মল গুপ্ত। প্রকাশিত উপন্যাস : বাংলা আমার বাংলা।

নির্মল গুহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প দাদুর শিশু রামায়ণ।

নির্মল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮।৮।১৯১৭/৩১।৪।১৩২৪—১১।৬।১৯৮০/২৮।২।১৩৮৭)। জন্ম : বাগবাজার, কলিকাতা। নিবাস : ৪, যতীনদাস রোড্‌। কলিকাতা—২৯। পিতা : যোগেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা : অন্নপূর্ণা। ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ. এবং ইতিহাসে অনার্স এবং বাঙ্গালার সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির জন্য জগত্তারিণী পদক সহ বি. এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম্‌. এ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রমিক কল্যাণ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। প্রথম জীবনে অধ্যাপক পরে আকাশবাণীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে কলিকাতা ও ঢাকা কেন্দ্রের ঘোষক—যুদ্ধের সময় আকাশবাণীর দিল্লীকেন্দ্রে কর্মরত পরে প্রোগ্রাম পরিচালক। অন্যায়ের প্রতিবাদে পদত্যাগ, মার্টিন বার্ণ কোম্পানীর জনসংযোগ অফিসার। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র থাকাকালীন পর পর তিন বৎসর শ্রীহর্ষ পত্রিকার সম্পাদক। পরিব্রাজকের জীবন গ্রহণ করে বহুতীর্থ পরিক্রমণ। দেশ, বসুমতী, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, Bhavan's Journal, Kamkoti Trust, শিল্প ও সাহিত্য, অখিল ভারত পত্রিকা, India to-day, কবিতা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, গল্প ও ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : অনুবাদ ঋণাঞ্জলি (চার্লস্‌ ফিয়ার্স এণ্ড্রুজ-১৯৬০), সান্তালুসিয়া (জন্‌ গল্‌স্‌ ওয়ার্দি—১৯৫৫), দি ফার্ষ্টম্যান ইন্‌ দি মুন্‌ (এইচ জি. ওয়েলস্‌—১৯৫৩), দি ওয়ার অব্‌ দি ওয়ার্লডস্‌ (১৩৫৯), কারামাজভ কাহিনী ১ম খন্ড (ডষ্ট্‌য়েভস্কি ১৩৮৫), হোয়াইট্‌ ফাণ্ড (জ্যাক, লণ্ডন—১৩৬০), এড্‌গার এ্যালান পোর গল্প (১৯৫৫)। মৌলিক রচনা : শংকর নর্মদা (১৩৭১), নমর্দা আবার (১৩৭৭), জালিয়ান ওয়ালাবাগ ১৩৭৩, হেলেন ট্রয়ের হেলেন (১৯৮৪), জীবন পিয়াসা, ভারত পথিক (১৩২৫)।

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি।

নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী (৪।১০।১৯০৬—৩।১।১৯৮০)। জন্ম : রঙ্‌পুর, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা : হরিশ্চন্দ্র লাহিড়ী রঙ্‌পুর কারমাইকেল কলেজ থেকে বি. এ. (১৯২৮), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিশ্র গণিতে এম্‌. এ (১৯৩৩)। কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্যিক সংবাদ ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের কর্মী (১৯৩৪—৫৩)। ডঃ মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে গঠিত ভারত সরকারের ক্যালেণ্ডার রিফর্ম কমিটির সম্পাদক। বিভিন্ন ভাষায়

জ্যোতির্বভিত্তিক পঞ্জিকা প্রকাশনায় দায়িত্ব-প্রাপ্ত। আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিয়নের পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকা কমিটির প্রথম ভারতীয় সদস্য,—ইণ্ডিয়ান এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কাঞ্চীপুরমের শংকরাচার্য কর্তৃক গণিতকলানিধি উপাধিতে ভূষিত। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ: পঞ্চাঙ্গদর্পণ।

নির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত। ছদ্মনাম: মৌলানা কাফী খান। রস-রচনায় নিপুণ। প্রকাশিত গ্রন্থ: যদ্দৃষ্টং।

নির্মল চৌধুরী। ছদ্মনাম: বুদ্ধুভূতুম। শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বুদ্ধুভূতমের গল্প।

নির্মল দত্ত (২৬।৬।১৩২৭/১৯২০—) বি এ পুরাণরত্ন। জন্ম ও নিবাস: গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগর, নদীয়া। সাংবাদিক। সম্পাদক: বাঁশরী। প্রকাশিত গ্রন্থ: নদীয়া পরিচয় (ইতিহাস—১৯৫০)। পঞ্চদশী (গল্প), তুলিতে বুলি (শিশুসাহিত্য)।

নির্মল দে। প্রকাশিত গ্রন্থ: আগুন।

নির্মল বসাক (১৫।৮।১৩৩৮ বঙ্গাব্দ—)। আই. এস্. সি, বি ই.। জন্ম: সিঙ্গাইর, ঢাকা। বর্তমান নিবাস: বালিগঞ্জ, কলিকাতা পিতা: নলিনীকুমার বসাক। মাতা: গিরিবালা। ইঞ্জিনিয়র। চাকুরিজীবী। কবি। প্রকাশিত কাব্য: তুমি এলে (১৩৭৭), নৈঃশব্দের অনুভব (১৩৮১), নৈঃশব্দের ডাক, সময়ের খেলনা (১৯৭৮)।

নির্মল বসু (১০।১১।১৯১৮—) ছদ্মনাম: নির্মল ভাই। পিতা: গল্পদাদা যোগেশ চন্দ্র বসু, মাতা: প্রমীলা। জন্ম: কলিকাতায় জগবন্ধু লেনে। বর্তমান নিবাস: নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৫৩। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের কর্মী, পল্লীমঙ্গল আসর ও গল্পদাদুর আসরের প্রাক্তন পরিচালক, প্রহ্লাদ কুণধ্বজ প্রভৃতি শিক্ষামূলক বেতার নাটিকার রচয়িতা। 'ছোটদের আসর' প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪৪)। শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: মেলুর পাঁচালী (হাসির গল্পের বই), আজব দেশে এলিস (অনুবাদ)। সম্পাদক: পুজোর বাজার (১৯৪৪), ছোটদের হাসিখুশী (১৯৪৮)।

নির্মল মুখোপাধ্যায়। নিবাস: শিমুলতলা, বনগ্রাম, ২৪ পরগণা, প্রকাশিত গ্রন্থ: বনগ্রামের ইতিহাস।

নির্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর (২২।৬।১২৯১/১৮৮৫—১৭।৫।১৩৫১/১৯৪৪)। জন্ম: পিতার কর্মস্থলে বর্ধমানের রানীগঞ্জ শহরে, মৃত্যু: লাভপুর, বীরভূম। পৈতৃক নিবাস: লাভপুর। লাভপুর নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা (১৩১২)—নাট্যকার। সম্পাদক: মাসিক পূর্ণিমা (১৩৩৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ: নাটক: নবাবী আমল (১৯২২), বীররাজা (১৯১৫), বাহাদুর (১৯১৬), ভুলের খেলা (১৯২১), মুখচোরা (১৯২৯), রাতকাণা (১৯৪১) রূপকুমারী (গীতিনাট্য)। উপন্যাস: অন্তরায় গল্প: প্রভাতস্বপ্ন।

নির্মল শীল। প্রকাশিত গ্রন্থ: অভিনয় দর্পণ।

নির্মল সরকার। প্রকাশিত উপন্যাস: ডিমেল্যাণ্ড।

নির্মল সেনগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: দুরন্ত দশক। রাজর্ষি রামমোহন (জীবনী)।

নির্মলানন্দ স্বামী (×।১।১৩২১/১৯১৫—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী। পূর্বাশ্রমের নাম: প্রফুল্ল তালুকদার। পৈতৃক নিবাস: কামননীসার, বিক্রমপুর, ঢাকা। সন্ন্যাসে দীক্ষাপ্রাপ্ত (১৯৪০)। বর্তমানে কলিকাতা স্থিত সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থানকারী। প্রণব ও অন্যান্য বহু পত্রিকায় শতাধিক প্রবন্ধ

প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, দুই দেবী কালী ও অন্নপূর্ণা, বারো মাসে তেরো পার্বণ কি ও কেন, সঙ্ঘসাধক চরিতমালা (ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যগণের জীবনী), কন্ঠে কন্ঠে করুণাকথা ৮ খণ্ড, শ্রীশ্রীগুরুগীতা (অন্বয় বঙ্গানুবাদ ও লেখকের ভাষ্যসহ), মহাপুরুষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, বিদগ্ধ সাধক স্বামী বেদানন্দ ও তাঁর সাহিত্যকর্ম, বেতার ডাকে হিন্দু, হিন্দু হুঁশিয়ার, শ্রীশ্রীত্রিশূলতত্ত্ব ও ত্রিশূলোৎসব, অঞ্জলি (কাব্য) আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ও শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ।

নির্মলেন্দু গুণ (৭।৩।১৩৫২—)। জন্ম: নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশে। বাংলাদেশের লেখক-সাংবাদিক-কবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (১৯৭২)। হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭২), কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮২) ও আলাওল সাহিত্যপুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ প্রেমাংশুর রক্ত চাই (১৯৭০), না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২), কবিতা অমীমাংসিত রমণী (১৯৭৩), দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী (১৯৭৪), চৈত্রের ভালোবাসা (১৯৭৫), ও বন্ধু আমার (১৯৭৫), আনন্দ কুসুম (১৯৭৬), বাংলার মাটি বাংলার জল (১৯৭৮), তার আগে চাই সমাজতন্ত্র (১৯৭৯), চাষভূষার কাব্য (১৯৮১), অচল পদাবলী (১৯৮২), পৃথিবীজোড়া গান (১৯৮২), দূর হ দুঃশাসন (১৯৮৩), নির্বাচিতা (১৯৮৩), ইসক্রা (১৯৮৪)। অনুবাদ কাব্যঃ রক্ত আর ফুলগুলি। গল্পঃ আপন দলের মানুষ (১৯৭৬)। শিশুসাহিত্যঃ কালো মেঘের ভেলা (১৯৭৮)।

নির্মলেন্দু ঘোষ (১৫।৬।১৩৪০/১।১০। ১৯৩৩—)। ছদ্মনামঃ আনন্দ। জন্মঃ পূর্ব-দিনাজপুর, বাংলাদেশ। স্থায়ী নিবাসঃ পূর্ববরিষা, কলিকাতা, বর্তমান নিবাসঃ জ্যোতিষ রায় রোড্, কলিকাতা। পিতাঃ যামিনীকুমার ঘোষ। পদার্থবিদ্যার অনার্স সহ বি. এস্. সি। চাকুরিজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ আনন্দম্ (ধর্মবিষয়ক—১৯৭৮), সুরের খেয়া (কাব্য)।

নির্মলেন্দু দত্ত মজুমদার। সম্পাদকঃ নিবেদিতা।

নির্মলেন্দু বিশ্বাস (১৫।১১।১৩৪৬ বঙ্গাব্দ —) সঙ্গীত প্রভাকর (রবীন্দ্র সঙ্গীতে)। ছদ্মনামঃ ছন্নছাড়া। জন্মঃ আড়পাড়া, যশোর, বাংলাদেশ, নিবাসঃ ছোট আন্দুলিয়া, বালিয়ারি, নদীয়া। পিতাঃ ক্ষুদিরাম বিশ্বাস, মাতাঃ মতিরাণী। সঙ্গীত শিক্ষক—কবি গীতিকার। প্রকাশিত কাব্যঃ অর্ধসেতু, সবুজ পাতাকা, স্মৃতিকণা, একতারা (সঙ্গীত)।

(ডঃ) নির্মলেন্দু ভৌমিক (৩।৭।১৩৪১/ ২০।১০।১৯৩৪—) এম্. এ., পি. এইচ ডি.। জন্মঃ জলপাইগুড়ি। বর্তমান নিবাসঃ বেলগাছিয়া, কলিকাতা। পিতাঃ ভুবনমোহন ভৌমিক, মাতাঃ নির্মলা রাণী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থঃ শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত (১৯৬৫), প্রান্ত উত্তর বঙ্গের লোকসঙ্গীত, সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় ও রচনাপঞ্জী।

নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা।

নিরাময়ানন্দ স্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ অখণ্ডানন্দের স্মৃতি।

নির্লেপানন্দ স্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ জীবনালোকে, স্বামীজী স্মৃতি সঞ্চয়ন।

নিরুপমা দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ মহাযুদ্ধে সিঙ্গাপুরের কাহিনী।

নিরুপমা দেবী (×।৫।১৮৮৩/ ×।১।১২৯০ —৭।১।১৯৫১ / ২২।৯।১৩৫৭)। ছদ্মনাম ঃ শ্রীমতী দেবী। জন্ম ঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, মৃত্যু ঃ বৃন্দাবন, উত্তরপ্রদেশ। পিতা ঃ নফর চন্দ্র ভট্ট, ভ্রাতা ঃ সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ ভট্ট, স্বামী ঃ নবগোপাল ভট্ট, বন্ধু ঃ অনুরূপা দেবী। বাল্যজীবন ভাগলপুরে অতিবাহিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিভূতিভূষণ ভট্ট ও তাঁর বন্ধু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সাহিত্য সাধনায় নিরতা। বিবাহ (১৮৯৩), বৈধব্য (১৮৯৭)। পরবর্তী জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনে ও তীর্থ পর্যটনে অতিবাহিত। কথা-সাহিত্যে অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক (১৯৩৮) ও জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৪৩) দ্বারা সম্মানিতা, বর্ধমান সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সম্বর্ধিতা (১৯৪৩)। শেষজীবনে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বিনী। স্বদেশী যুগে তাঁর রচিত গান ও কবিতা বিশেষ জনপ্রিয় হয়। প্রেম ও দাম্পত্যজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসের উপ-জীব্য। প্রথম উপন্যাস ঃ অন্নপূর্ণার মন্দির। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ঃ দিদি। যমুনা, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মানসী, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রি-কায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ অন্নপূর্ণার মন্দির (১৯১৩), দিদি (১৯১৫), শ্যামলী (১৯১৯), বিধিলিপি (১৯১৯), পরের ছেলে (১৯২৪), দেবত্র (১৯২৭), আমার ডায়েরী (১৯২৭), অদৃষ্টলিপি, যুগান্তরের কথা (১৯৪০), অনুকর্ষ (১৯৪১)। গল্প ঃ অষ্টক। (বিভূতিভূষণ ভট্টসহ—১৯১৭), বন্ধু (১৯২১), আলেয়া (১৩২৪), প্রত্যর্পণ।

নিরুপমা দেবী (২৩।৫।১৮৯৬—?)। জন্ম ঃ হাসঙ্গাবাদ, উত্তরপ্রদেশ। নিবাস ঃ সাহেব নগর, নদীয়া। কুচবিহারের রাণী। বিবাহ বিচ্ছেদের পর শিশিরকুমার সেনের সঙ্গে পুন-র্বিবাহিতা। কবি। সম্পাদিকা ঃ মাসিক পরিচারিকা (১৩২৩—৩১)। প্রকাশিত কাব্য ঃ ধূপ (১৯২৮), গোধূলি (১৯২৮), বসন্তমালিকা (১৯১৬)।

নিলীমা আব্রাহাম (২৭।৩।১৩৩২/১৯২৫—)। জন্ম ঃ ধুলোট, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ থারাইল হাউস, পোঃ ভারতমাতা কলেজ, কোচিন, কেরালা—৬৮২০২১। কুমারী কালের নাম ঃ নিলীমা দত্ত। স্থায়ী নিবাস ঃ কসবা, কলিকাতা। পিতা ঃ শরৎচন্দ্র দত্ত, মাতা ঃ ননীবালা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ.। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রুশভাষায় টিচার্স ট্রেণিং ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা। কোচিনে মহারাজস্ কলেজের অধ্যাপিকা। মালয়ালাম ভাষায় বহু বাঙ্গালা গ্রন্থের এবং মালয়ালাম গ্রন্থের বাঙ্গালায় অনুবাদিকা। মালয়ালাম থেকে বাঙ্গালায় অনূদিত উপন্যাস ঃ চিংড়ি (১৯৬৫), প্রফেসর (১৯৬৬), নানার হাতী (১৯৬৭), নালুকেট্ট (১৯৭৩), পাতুমার ছাগল ও বাল্যসখী (বড়গল্প—১৯৭৫), তোমরা আমাকে কমিউনিষ্ট্ করেছ।

নিলুফার বেগম (৭।১০।১৯৪১—)। জন্ম ঃ কচুয়া, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে এম্. এ. (১৯৬৮)। ঢাকায় সিভিল অফিসার্স প্রশিক্ষণ একাডেমির অতিরিক্ত পরিচালিকা। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ ঃ দেয়া ডাকে (১৯৭৯), জীবন একটি বিজ্ঞাপন (১৯৭৯)।

নিশাপতি চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ঃ গরল-গাছা, হুগলী, প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নবজীবন, দুলালী, পতিতার প্রায়শ্চিত্ত, তথাকার ঘটনাবলী।

নিশিকান্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সুরদীপন, সুরলিপিকা।

নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (১৭।৫।১২৯৫—), সিদ্ধান্ত বিশারদ। নিবাস: শোভাবাজার, কলিকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: পরাধীনের যন্ত্রণা (ইতিহাস—১৩৩৪), চলার পথ (১৩৪৫), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী (জীবনী—১৯৬৪), অশীতির জীবনস্মৃতি ১ম (১৯৬৯), ঐ ২য় (১৯৭০), আমেরিকার স্বাধীনতা (১৩৩৬), এপারে ওপারে (ভ্রমণ—১৩৭৯)।

নিশিকান্ত ঘোষ। কৃতিতত্ত্ববিদ্। সম্পাদক: কৃষি সমাচার (১৩১৭), কৃষি সম্পদ (১৩১৮)।

নিশিকান্ত ঘোষ। সম্পাদক: মাসিক কোকিল (ঢাকা—১৩০৫)।

নিশিকান্ত চক্রবর্তী। যুগ্ম সম্পাদক: মাসিক প্রতিভা (১৩৩৪)।

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (৭।৪।১২৫৯ / ১৮৫২—১৩।১১।১৩১৬/৫।২।১৯১০)। জন্ম: পশ্চিম পাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা। মৃত্যু: হাসনাবাদে। পিতা: কাশীরাম চট্টোপাধ্যায়, জামাতা: দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পুত্র সুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর। প্রগ্রেস বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (১৮৬৮), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ. উত্তীর্ণ। ইংলণ্ড গমন (১৮৭৩)। লাইপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্মান, সংস্কৃত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি প্রাপ্ত। জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত। রাশিয়ায় সেণ্ট্ পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর ভারতীয় ভাষা সমূহের অধ্যাপক। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৮৮৩)। হায়দারাবাদ, মজঃফরপুর ও অন্যান্য কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। বাল্যবিবাহ নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠাতা। সুগায়ক। শেষজীবনে ইসলামধর্ম গ্রহণ। The Yatras or the popular Dramas of Bengal (লণ্ডন ১৮৮২), Some reminences of old England (বাঙ্গালোর—১৯০২), Study of History (ঐ ১৯০২), Lecture in Zoroestrianism (বোম্বে—১৮৯৪), Reminences of Justice Ranade (বাঙ্গালোর, ১৯০১) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। অবলাবান্ধব পত্রিকায় সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ লেখক। নারীজাতির হীনাবস্থা সম্পর্কে ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কে এঁর দুটি রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

নিশিকান্ত ঘোষ। কৃষিতত্ত্ববিদ। সম্পাদক: কৃষি সমাচার (১৩১৭), কৃষিসম্পদ (১৩১৮)।

নিশিকান্ত বসুরায় (১৮৮৪—২৩।১১। ১৯২৯)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: বঙ্গে বর্গী (১৯২১), দেবলাদেবী (১৯১৮), পথের শেষে (১৯২৮), ললিতাদিত্য (১৯২৩), বাপ্পারাও (১৯১৫), ধর্ষিতা (১৯৩৫)। এঁর ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের প্রভাব বর্তমান।

নিশিকান্ত মজুমদার, সিদ্ধান্ত বিশারদ (১৫।৮।১৯২১ / ২১।৪।১৩২৮—)। জন্ম ও নিবাস: বসর, কেওড়াতলা, ২৪ পরগণা। পিতা: অপূর্বকৃষ্ণ মজুমদার, মাতা: চঞ্চলা। সমাজসেবী—হরিজন আন্দোলনের একনিষ্ঠ সেবক। কবি। ১৯৪২-এর ভারতছাড় আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় ৬ মাস কারাদণ্ডিত। অর্থ উপদেশক মহাবিদ্যালয় থেকে সিদ্ধান্ত বিশারদ উপাধিপ্রাপ্ত। সহ-সম্পাদক: সাপ্তাহিক গ্রাম সেবা (সুতাহাটা, মেদিনীপুর—১৯৪৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: চাষীর জন্য (১৯৫৬), বহ্নিবিষাণ (১৯৫৬), সত্যের জয় গান (১৯৫৮), ভূদানের জয়গান (১৯৬০), মানুষে মানুষে ঘুচাও ভেদ (১৯৫৭), পুষ্পরাগ, নিশিকান্ত মজুমদারের কয়েকটি কবিতা, নিশিকান্ত মজুমদারের

শ্রেষ্ঠ কবিতা। প্রবন্ধঃ মানুষে মানুষে ঘুচাও ভেদ (১৯৬০) অস্পৃশ্যতা বর্জন (১৯৬৯), মার্কসবাদ (অনুবাদ —১৯৪৭)।

নিশিকান্ত রায় চৌধুরী (২৪।৩।১৯০৯ —২০।৫।১৯৭৩)। জন্মঃ বাদুড় বাগান, কলিকাতা, মৃত্যু ঃ পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে। নিশিকান্ত নামে সুপরিচিত। পৈত্রিক বাসস্থান ঃ শিবহাটি, ২৪ পরগণা, পিতা ঃ উত্তর প্রদেশের উনাও শহরের উকিল বিজয় শঙ্কর রায়চৌধুরী, মাতা ঃ কুমুদিনী। শৈশবে মাতৃহারা হওয়ায় কাকীমার যত্নে প্রতিপালিত। পাঁচবৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনের ছাত্র। রবীন্দ্র প্রভাবে বাল্যজীবন অতিবাহিত। অবনীন্দ্র নাথ ও নন্দলালের কাছে চিত্রাঙ্কনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৫ বৎসর বয়সে পিতৃহীন। চঞ্চল চিত্তে পথে ভ্রাম্যমান অবস্থায় কাটোয়ার স্বামী অভয়ানন্দের আশ্রমে আশ্রয় প্রাপ্ত। কিছুকাল বালীতে বিদ্যালয়ে কলাশিক্ষক। গয়া, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি ভ্রমণের পরে পণ্ডিচেরীতে উপনীত (১৯০৪), —শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের কৃপাপ্রাপ্ত। পণ্ডিচেরী আশ্রমে বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষক, পরে কাব্য ও কলাসাধনায় মগ্ন। অকৃতদার-অধ্যাত্মসাধক কবি—শক্তি উপাসক —অরবিন্দ দর্শনে অভিস্নাত। ডায়াবেটিস্, ব্লাড্প্রেসার, টি. বি. প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়েও মানসিকতায় চির সবুজ। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ছায়ায় কাব্য প্রতিভা স্ফুরিত। প্রবাসী, পরিচয়, বিচিত্রা, দেশ, অমৃত, কথাসাহিত্য, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লেখক, পন্ডিচেরীতে প্রথম প্রকাশিত কাব্য ঃ অলকানন্দা (১৯৪০)। ওজোগুণের সঙ্গে লিরিকধর্মিতা—ভক্তিভাবের সঙ্গে অলংকরণের সৌষ্ঠব, মিষ্টিকতার সঙ্গে আধুনিক ভঙ্গীর সমন্বয় নিশিকান্তের কবিতার বিশিষ্ট গুণ। প্রকাশিত কাব্য ঃ অলকানন্দা (১৯৪০), পঁচিশ প্রদীপ (১৯৪৫), ভোরের পাখী (১৯৪৬), বন্দে মাতরম্ (১৯৪৭), দিগন্ত (১৯৪৪), নবদীপন (১৯৫১), শিখা শতদল (১৯৭৩), বৈজয়ন্তী (১৩৪৭), লীলায়ন (১৩৮০), দিনের সূর্য, Dream Cadences প্রভৃতি।

নিশিকান্ত সিন্হা (৮।৬।১৯৪৮—)। ছদ্মনাম ঃ বৃশ্চিক, আনাড়ি। জন্ম ঃ ইসলামপুর মহকুমায় গোপাল পোখর থানার অন্তর্গত কমলপুরে। বি এ. উত্তীর্ণ (১৯৬১)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে কর্মরত। কর্মসূত্রে রায়গঞ্জ (পঃ দিনাজপুর) নিবাসী। ৫১ টি গল্প ও ৪২ টি কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। বৃশ্চিক ছদ্মনামে ছড়া ও সমালোচনা লেখক ও আনাড়ী ছদ্মনামে হিন্দী কবিতা ও চুটকিয়া লেখক। প্রাক্তন সহসম্পাদক ঃ গানের ডালি, কালিন্দী। সম্পাদক ঃ কালিনী (রায়গঞ্জ—১৯৮০—)।

নিশিকান্ত সেন। ত্রিপুরানিবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মনোমোহন (১৯২১)।

নিশিপদ্ম সেন। জন্মঃ লাভপুর, বীরভূম। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ অমেয় বাগানে আগি।

(ডঃ) নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায় (৩।১। ১৯৩৪—) এম্. এ., বি. টি , পি. এইচ্. ডি। জন্ম ও নিবাস ঃ ২৫।১৬, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রোড্, শিবপুর, হাওড়া। পিতা ঃ অভয় চরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ দুর্গারাণী। এম্. এ. (বাঙ্গালা ও নাটক)। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন্ ড্রামা, বি. টি., ট্রেণ্ড ইন্ আর্ট অফ্ সিনেমা। শিক্ষক, শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণার জন্য পি. এইচ. ডি উপাধিপ্রাপ্ত। নিখিল ভারত বাঙ্গালা

নাটক বিচারক সমিতির অন্যতম বিচারক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাহিত্যের আঙিনায় (সমালোচনা-১৩৮০), ভুলিনি ভুলব না (জীবনী ১৯৭৩), খবর বলছি। সম্পাদক ঃ এক মুঠো আনন্দ (১৯৭৪)।

নিশীথ দে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জয়প্রকাশ, পালা বদলের নায়ক।

নিশীথ রঞ্জন রায় (২২।৭।১৩১৭/৮।১১। ১৯১০—)। জন্ম ঃ ঈশ্বরগঞ্জ, মৈমনসিংহ, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা ঃ বরদা রঞ্জন রায়, মাতা ঃ সুশীলা। ঈশ্বরগঞ্জের বিশ্বেশ্বরী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯২৭)। প্রথমে স্কটিশচার্চ কলেজে অধ্যয়নের পরে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই এ (১৯২৯), সেন্ট্‌পল্‌স্‌ এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ (১৯৩১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে ইতিহাসে এম্‌. এ. (১৯৩৩)। মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯৩৫), সেন্ট্‌ পল্‌স্‌ কলেজের অধ্যাপক, ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্‌টিটিউসনের কলেজ বিভাগের অধ্যাপক (১৯৩৬—১৯৪৭), সেন্ট্‌পল্‌স্‌ কলেজের অধ্যাপক (১৯৪৮), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক (১৯৫৫—৭১)। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের সেক্রেটারি ও কিউরেটর (১৯৭১—৮১), Institute of Historical studies (১৯৭৯—)। স্কুলে ছাত্রাবস্থায় ও পরে কলিকাতায় অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত। কেদারেশ্বর সেন, রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল ভট্টাচার্য, প্রভাত চক্রবর্তী, অমূল্য অধিকারী, নরেন দাস প্রভৃতি বিপ্লবীদের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। Calcutta Historical Society (১৯৮৪ পর্যন্ত), Society for preservation, Calcutta Publication for History of Bengal Committee, Indo-Netherland Friendship Association, Cosmos, Bengal Academy, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভবন (শান্তিনিকেতন) প্রভৃতি বহু সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সম্পাদক ঃ Quarterly Review of Historical Studies, ঐতিহাসিক (যুগ্মভাবে), সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থ ঃ প্রসঙ্গ ঃ কলকাতা, প্রাচীন কলিকাতা, কলকাতার ইতিহাসের উপকরণ, বাংলার কথা, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত কলিকাতা সেকালের ও একালের (সম্পা.), The city of Job charnock, Hindu and European Manners and Customs in Bengal with text and illustration by Mare Behis, Sources of the History of India vols. III & IV, Police Association in India. Himalayan Frontier – Historical perspective, Western Colonial policy 2 parts, The centenary History of Indian National Congress vol-1 প্রভৃতি।

নিস্তারিনী দেবী। পূর্বনিবাস ঃ পুঁটিয়া, রাজশাহী। পিতা ঃ কেশবদেব সান্যাল। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ মনোজবা (১৯০৪)।

নিস্তারিনী দেবী (?—১৯১৫)। জন্ম ঃ খানাকুল কৃষ্ণনগর, হুগলী। পিতা ঃ জীবন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভ্রাতা রেভা. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সেকালের কথা।

নিস্তারিনী দেবী সরস্বতী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবন বৈচিত্র্য (১৩৩০), কেশব জ্যোতি, রেণুকণা, সতীলীলা।

নীতা সাহা কুঠিয়াল। নিবাস ঃ ১২৮। ১বি, রামকৃষ্ণ নস্কর লেন, বেলেঘাটা, কলি-

কাতা—১০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্ এ.। পিতা ঃ রাধা-গোবিন্দ কুঠিয়াল, মাতা ঃ সরযূ। পৈতৃক নিবাস ঃ ভদ্রাসন, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। সঙ্গীতশিল্পী। নিত্যপ্রিয় ঘোষদস্তিদারের ছাত্রী। রেডিও ও টি. ভি.-তে নিয়মিত গায়িকা। অবিবাহিতা। সঙ্গীত সম্পর্কে গবেষণায় রতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তানসেনী ধ্রুপদ (স্বরলিপি সহ সঙ্গীত গ্রন্থ—১৯৮৩)।

নীতীশ চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মাতাল মোহানা, সীমা পরিসীমা।

নীতীশ সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বর্বর বাঁশী।

নীরদ কুমার সরকার। ব্যায়ামবীর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন, মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য, নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন, যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়ামে রোগ নিবারণ, শরীর ও শক্তি, সরল যোগব্যায়াম।

নীরদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। সম্পাদক ঃ ধূমকেতু (১৩১০—১১)।

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী (২৩।১১।১৮৯৭—) বি এ. (অনার্স—ক. বি.)। ছদ্মনাম ঃ বলা-হক নন্দী, অজ্ঞাত। জন্ম ঃ কিশোরগঞ্জ, মৈমন-সিংহ। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। সম্পাদক ঃ শনিবারের চিঠি। **The Autobiography of an unknown Indian** (১৯৫১) ও **A passage to England** (১৯৫৯) গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা, প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ বাঙালী জীবনে রমণী।

নীরদ চন্দ্র মজুমদার। ছদ্মনাম ঃ সব্যসাচী। শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অস্তাচলের পথে, অভিশপ্ত মমি. অপরাধের কারখানা, জীবনের মেয়াদ, দুর্যোগের রাত, ব্লাড্ হাউন্ড, মৃত্যুদূত, টার্জনের বিভিন্ন গল্প প্রভৃতি।

নীরদ চন্দ্র মজুমদার। সম্পাদক ঃ টোটকা চিকিৎসা ও সহজ কবিরাজী শিক্ষা।

নীরদবন্ধু সান্যাল (১।৯।১৮৯৯—×।১। ১৯৭৭)। পূর্বনিবাস ঃ রাজশাহী। পিতা ঃ গোপীবন্ধু সান্যাল। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম্. এ। বরেন্দ্র অনু-সন্ধান সমিতির কিউরেটর। দেশবিভাগের পর নবদ্বীপের অধিবাসী। নবদ্বীপ বিদ্যা-সাগর কলেজের প্রাতঃবিভাগের সহাধ্যক্ষ—পরে কালনা কলেজের অধ্যক্ষ। ঐতিহাসিক গবেষক ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অম্বিকা কালনার ইতিহাস।

নীরদ বরণ (১৭।১১।১৯০৩—)। পিতা ঃ রাজকুমার তালুকদার, মাতা ঃ চিত্ররেখা। বর্তমানে পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমের বাসিন্দা। চট্টগ্রাম, কলিকাতা ও এডিনবরায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। চিকিৎসক এবং শিক্ষক। শৃণ্বন্তু, জয়শ্রী পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে বারো বছর, শ্রীঅরবিন্দায়ন, শ্রীমায়ের জীবনগাথা, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা, স্বপ্নদীপ (কাব্য)।

নীরদ বরণ চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্লেটো, এরিষ্টো-টল), পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস লক বার্কলি হিউম)। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা।

নীরদ বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলাদেশে নব সূর্যোদয়।

নীরদবরণ মিত্র। প্রকাশিত কাব্য ঃ গীতি পুষ্পাঞ্জলি (১৩০৯)।

নীরদমোহিনী বসু (২৪।২।১৮৬৪—২। ১১।১৯৫৪)। জন্ম ঃ বর্ধমান। পিতা ঃ প্যারীচাঁদ মিত্র, স্বামী ঃ বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু। স্বামীর কর্মস্থল কটকে ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্তা। কবি। বামাবোধিনী পত্রিকার লেখিকা। টেনিন-

সনের ইংরাজী কবিতার বঙ্গানুবাদিকা। নারীর মুক্তি, দেশের স্বাধীনতা ও প্রকৃতি কাব্যের বিষয়। প্রকাশিত কাব্য ঃ প্রবাহ, পারিজাত, ছায়া।

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৫।৮।১৮৯৪ খ্রীঃ——৭।৯।১৩৭৫ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ সেনহাটি, খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা ঃ রায় বাহাদুর কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত। ডায়মণ্ডহারবার এইচ্. ই. স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯১১), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯১৭), বি. এল্. (১৯১৭), বার্ এট্ ল (১৯২১)। কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী। ইম্প্রুভ্মেন্ট্ ট্রাষ্ট্ ট্রাইবুন্যালের সভাপতি (১৯৪০—৪৮)। অল্ ইণ্ডিয়া ল-ইয়ার্স ডেলিগেসনের নেতা রূপে চীন ভ্রমণকারী (১৯৩৫)। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা. আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা, দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা, দারোকীর নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কিত মামলা, স্কিফেন্স্ হত্যার মামলা, কর্নেল মিত্র হত্যার মামলা প্রভৃতিতে আসামী পক্ষের সমর্থক, আলিপুর কোর্টে নেতাজী ও কিরণ শঙ্কর রায়ের সমর্থক। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সর্বপ্রকারে সাহায্যকারী। ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী ও বিচিত্রা পত্রিকার লেখক। ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ সুশান্ত শা (১৯৩৯), পলাতকা, বিদেশিনী, মানগড়ের মামলা, নীল শাড়ী, সিন্ধুপারে, যতদূর মনে পড়ে (মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত)। নাটক ঃ ক্ষুধা (বিচিত্রায় প্রকাশিত), বিচিত্র ভানু, স্বপ্নমায়া (রূপক নাটিকা), মীরপুরের মেলা প্রভৃতি। সংকলন ঃ নীরদ গ্রন্থাবলী (বসুমতী সাহিত্যমন্দির)।

নীরদ রায় (১৩।২।১৯৪৯—)। নিবাস ঃ রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর, ব্যাংক কর্মী। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ অন্য মুখ আরেক আকাশ (১৯৭৫), তিরিশ বছর অদ্ভুত অরণ্যের পাশে (১৯৮১)।

নীরদা মিত্র। জন্ম ঃ হুগলী। গীত রচয়িত্রী। প্রকাশিত সঙ্গীত সংকলন ঃ সঙ্গীত কুসুম (১৩১৭), অমিয় সঙ্গীত (১৩১৯)।

নীরেন গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পরাণ প্রেম।

নীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মানশ্রী ও পরলোকতত্ত্ব, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

নীরেন সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অনেক সোনালী দিন, আজব শহর কলকাতা, সূর্যাচল।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯।১০।১৯২৪—) বি. এ. (ক. বি.)। ছদ্মনাম ঃ কবি কঙ্কন। জন্ম ঃ চাঁদরা, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। কবি ও সাংবাদিক। সম্পাদক শ্রীহর্ষ, মাসিক আনন্দমেলা (শিশুদের)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ নীল নির্জন (১৯৫৪), অন্ধকার বারান্দা (১৩৬৭), প্রথম নায়ক (১৩৬৮), নীরক্ত করবী (১৩৭১), নক্ষত্র জয়ের জন্য (১৩৭৬), কলকাতার যীশু (১৩৭৬), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৩৭৭), খোলা মুঠি, পিতৃপুরুষ, উলঙ্গ রাজা। প্রবন্ধ ঃ কবিতার ক্লাস (ছন্দ), কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা, কবিতা কি ও কেন (১৯৮১)। অনূদিত উপন্যাস ঃ আজব জীবিকা (G. K. Chesterton's the club of queer Traders-এর অনুবাদ ১৯৫২), জীবন মৃত্যু (Par Lagerkaist's Barabbas-এর অনুবাদ—১৯৫৩)।

নীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬—২৯।১০।১৯৬৬) এম্ এ.। জন্ম ঃ যশোরে। রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতবংশীয়,—ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের খুল্লতাত পুত্র। কোটপ্যাণ্ট্ পরে কলেজে যাওয়ার সর্তের

প্রতিবাদে স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ। ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান ও রুশ ভাষায় ব্যুৎপন্ন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত। শ্রী অরবিন্দের ভক্ত। শেষ জীবনে মার্কসবাদে বিশ্বাসী। বঙ্গবাসী কলেজ ও দিল্লীস্থিত ইনস্টিটিউট অফ রাশিয়ান কালচারের অধ্যাপক। সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানভবন নির্মাণে ৪৫ হাজার টাকা দান। মস্কো গমন ও রুশভাষা থেকে শিশু সাহিত্যের অনুবাদ। পরিচয় পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: অনুবাদ: বেলুগিনের বিবাহ (রুশভাষা থেকে), মার্চেণ্ট অফ ভেনিস, ম্যাকবেথ। মৌলিক গ্রন্থ: সাহিত্য বীক্ষা, Shakespeare: His Audience and His Readers.

(ডঃ) নীরেন্দু কুমার হাজরা (×।১। ১৯৩৬—) এম. এ (ইংরাজী ও বাঙ্গালা) বি. এড. পি এইচ. ডি। নিবাস: কাঁকরাই, পাঁচারুন, হাওড়া। পিতা: বাহিরদাস হাজরা, মাতা: মহামায়া। হাওড়ার পুরান কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কবি। সম্পাদক: ঐকতান (১৯৬১), অঞ্জলি। প্রকাশিত কাব্য: মহুয়ার মন (১৯৬৬), আত্মার করতলে সূর্য প্রতীক্ষা (১৯৭৪), মাটিতে পা রেখে, সূর্যের হাত ধরে, নদীর চিতায় জ্বলছে (১৯৮২)।

নীরোদ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: চিত্রগত কাহিনী, ফটোগ্রাফি, ফটো সাংবাদিকতা।

নীলকণ্ঠ। দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল দ্রষ্টব্য।

নীলকণ্ঠ দত্ত (?—১৩০০)। জন্ম: নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা: সূর্যকান্ত দত্ত। বিখ্যাত যাত্রাকার মতিলাল রায়ের পূর্বেই নবদ্বীপে সখের যাত্রাদলের সংগঠক ও যাত্রাপালা লেখক। যাত্রাপালাগুলি ১২৭০ থেকে ১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে লিখিত। পরে মতিরায়ের যাত্রাদলে যোগদান,—মতিরায়ের দলের অংশীদার ও আমৃত্যু দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রচিত যাত্রা পালা: দাতাকর্ণ ধ্রুব চরিত্র, হরিশ্চন্দ্রের দানকীর্তি, ব্রজলীলা বর্ণন, সুধন্বাবধ, শ্রীরামচন্দ্রের মহাবিলাপ (১২৯৮)।

নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: কায়স্থ জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ের আলোচনা।

নীলকণ্ঠ মজুমদার (১৮৫৫—২১।৮। ১৯০১)। এম. এ., পি. আর. এস। জন্ম: পাথরা জনার্দনপুর, মেদিনীপুর। পিতা: ঈশানচন্দ্র মজুমদার। ঢাকা রাজশাহী ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। কৃষ্ণনগর কলেজ ও ঢাকা র‍্যাভেনসা কলেজের (১৮৮১ —১৯০১) অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: গীতা রহস্য, বিবাহ ও নারীধর্ম, Are we Aryans? The Village School Masters (উপন্যাস), Model Essays.

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়: নিবাস: হেতমপুর, বীরভূম। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাল্যকাহিনী (রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তীর বাল্যজীবন— ১৯০৪)।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (৬।১০।১২৪৮/ ১৮৪২—২০।৪।১৩১৮/১৯১১)। কণ্ঠ বা কণ্ঠ মহাশয় নামে পরিচিত। জন্ম: ধবনি, বর্ধমান। পিতা: বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা: সরস্বতী দেবী। মৃত্যু: হুগলী-ত্রিবেণীতে গঙ্গাতীরে। ১৩ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় কলিকাতায় বড়বাজারে মাড়োয়ারীর বাসনের দোকানের কর্মচারী। উক্ত ব্যবসায়ীর নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তনের পরে যাত্রাদলে যোগদান। পরপর দুটি যাত্রাদলের মালিকের সঙ্গে মতান্তরের ফলে কর্মত্যাগ ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাদলে মাসিক ১৬ বেতনে কর্ম-

গ্রহণ। প্রয়োজন মত গোবিন্দ অধিকারীর স্থলে দূতীর ভূমিকায় অভিনয়ে খ্যাতির অধিকারী, ২০।২২ বৎসর বয়সে (১৮৬২-৬৪) স্বাধীনভাবে যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠাতা,—ক্রমে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উন্নীত। প্রথমে গোবিন্দর পালা ও পরে স্বরচিত পালাগানে বিপুল বিত্ত ও খ্যাতি প্রাপ্ত। বৃদ্ধ বয়সে গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হয়ে অবসর গ্রহণ। কৃষ্ণ যাত্রাকে ভক্তি রসাশ্রিত সঙ্গীতমূলক উচ্চাঙ্গের অনুষ্ঠানে উন্নয়ন নীলকন্ঠের কীর্তি। বহু ভক্তিমূলক রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ও শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা। রচিত কৃষ্ণযাত্রা পালা : চণ্ডালিনী উদ্ধার, প্রভাসযজ্ঞ, কংসবধ, যযাতির যজ্ঞ, মান, মাথুর, কলঙ্ক ভঞ্জন, ব্রজলীলা (অসমাপ্ত), বাল্য কাহিনী (পাঁচালীর ঢঙে রচিত)।

নীলকণ্ঠ হালদার (?—আঃ ১২৬৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : পীলা, বর্ধমান। বাল্যকাল থেকেই 'লহর' নামে দীর্ঘ ছন্দে অনুপ্রাসবহুল আদি রসাত্মক সঙ্গীত রচয়িতা ও গায়ক।

নীলকমল ঘোষাল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গণিত সূত্র (১৮৭১), ভূচিত্রাবলী (১৮৬৮), ভূগোল সার সংগ্রহ।

নীলকমল দাস। নিবাস : চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশের রাজা ধরমবক্স্ খাঁর পত্নী কালিনী রাণীর সাহায্যে বুদ্ধের জীবনীমূলক পালিগ্রন্থ 'যাদুত্তাং-এর বৌদ্ধ' রঞ্জিকা নামে পদ্যানুবাদক।

নীলকমল দাস (১৯শ শতাব্দী)। সাংবাদিক। সম্পাদক : সাপ্তাহিক ভগ্নদূত (১৮৪২), সাপ্তাহিক সংবাদ নিশাকর (১৮৪২), সাপ্তাহিক সম্বাদ লস্কর (১৮৫১)।

নীলকমল ভাদুড়ী। নিবাস : কোরবাড়ী। রচিত গ্রন্থ : শূকেতিহাস।

নীলকমল মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী। প্রকাশিত গ্রন্থ : জমিদার ও প্রজা (১৮৭৩)।

নীলকমল মুস্তোফী (১৯শ শতাব্দী। নদীয়া জেলার জজের সেরেস্তাদার, ফার্সী-ভাষায় পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : বৃহৎ বাঙ্গালা অভিধান (ফার্সী শব্দের অভিধান, —২৮০০ ফার্সী শব্দের অর্থ সম্বলিত,—১৮৩৮)।

নীলকমল লাহিড়ী (১২৪৫—১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : রঙ্পুর জেলার নলডাঙ্গার জমিদারবংশে। জমিদার হওয়া সত্ত্বেও শাস্ত্র-চর্চায় উৎসাহী। সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত। রচনা : কালার্চন চন্দ্রিকা, কৃষিতত্ত্ব, শক্তি-ভক্তিরসকণিকা শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠা লহরী, যাত্রা পদ্ধতি।

নীলকান্ত গোস্বামী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতে কুমার (কলিকাতায় প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্সের আগমন উপলক্ষ্যে রচিত,—১৮৭৫)।

নীলকান্ত গোস্বামী। জন্ম : বৈঁচি, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : কল্কিপুরাণ (অনুবাদ), আমি তোমারি, পঞ্চরত্ন, শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত, আমার গৌর, পতিব্রতা, বংশী বিষাণ প্রভৃতি।

নীলকান্ত ভট্ট (আঃ ১৭শ শতাব্দী)। রচনা : পিরালী কারিকা (রাঢ়ী পিরালী সমাজের পরিচিতি—সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত)।

নীল নলিনী দেবী (১৮৭৪—১৯০৩)। পিতা : ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মহিলা কবি। প্রকাশিত কাব্য : বালুকণা (১৯০৩)।

নীলমণি কুণ্ডু (২৯।১১।১৯২৯—) এম্. এ. (বাঙ্গালা)। পিতা : রামচন্দ্র কুণ্ডু, মাতা : দুর্গাবালা। স্থায়ী নিবাস : নবদ্বীপ,

নদীয়া। স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ ও শারীর শিক্ষা শিক্ষণ ও ইংরাজী শিক্ষণ প্রাপ্ত। অধ্যক্ষ ঃ শিক্ষাচর্চা, শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতী, বীরভূম। চন্দ্রভাগা, শিক্ষা কল্প, প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ, লোকশক্তি, অরণ্য মর্মর প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক, সংখ্যায় অল্প (কবিতা)।

নীলমণি ঘোষ (২৮।৫।১৩৪১ –) বি. এ.। জন্ম ঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। বর্তমান নিবাস ঃ রিষড়া, হুগলী। পিতা ঃ রাম গোপাল ঘোষ। জার্মান শিক্ষায় ডিপ্লোমা ও হিন্দী শিক্ষায় সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। মহাকরণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের কর্মী। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিশুকাব্য ঃ মণিমেলা, উপন্যাস ঃ উত্তরবন্যা, দার্জিলিং-এ ঘুম নেই, কুমারী কলকাতা।

নীলমণি ঠাকুর, চক্রবর্তী (১১৫১ ?—২৬। ৭।১২৩২/১৮২৫)। নিবাস ঃ কলিকাতা। খ্যাতনামা কবিয়াল,—কবিদলের পরিচালক, ভোলা ময়রা ও রামবসুর প্রতিদ্বন্দ্বী। সঙ্গীত রচয়িতা। সখীসংবাদ বিষয়ক সঙ্গীতে নৈপুণ্য প্রকাশিত।

নীলমণি দাস। ব্যায়ামবীর। আয়রণ-ম্যান নামে প্রসিদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উচ্চতা লাভের উপায়, ডাম্বেল বারবেল ব্যায়াম, সচিত্র যোগব্যায়াম।

নীলমণি ন্যায়ালংকার, মহামহোপাধ্যায় (৮।১২।১৮৪০—২৬।৫।১৯০৮) এম্. এ., সি. আই. ই.। জন্ম ঃ পুটুরি, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ; পিতামহ ঃ কাশীনাথ সার্বভৌম। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় পিসীমা পদ্মিনী দেবীর দ্বারা পালিত। কলিকাতা-ঢাকুরিয়ায় পিতামহ নির্মিত আবাসের নিকটবর্তী কমলুর গ্রামের অধ্যাপক গোবিন্দকুমার তর্কালংকারের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অমরকোষ, ধাতুপাঠ ইত্যাদি অধ্যয়নের পরে বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক উড্রো সাহেবের পরামর্শে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৬২), সুবর্ণ-পদকসহ এম্. এ উত্তীর্ণ (১৮৬৭), ন্যায়ালংকার উপাধিপ্রাপ্ত, আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ২৪ পরগণার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (১৮-৭৩—৯৫), সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৯৫ —১৯০০)। নানাপ্রকার জনহিতকর কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ বঙ্গানুবাদ সহ রঘুবংশম্, মণিমঞ্জরী ব্যাকরণ, সাহিত্য পরিচয় ২ খণ্ড, কূর্মপুরাণ। বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ আদর্শ চরিত, নীতিমঞ্জরী, পাঠচন্দ্রিকা, ভারতবর্ষের ইতিহাস ২ খণ্ড, কবি কাকলী (১৯০১), লঘুবোধ ব্যাকরণ ; অদৃষ্টবাদ ও পৌরুষবাদ (১৩১১)।

নীলমণি পাটনী (? — ৩০। ৭। ১২৩২ বঙ্গাব্দ)। নিবাস ঃ চন্দননগর, হুগলী। খ্যাতনামা কবিওয়ালা, কবি সঙ্গীত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত রচয়িতা। রাম বসুর পূর্ববর্তী। ভবানী বিষয়ক সঙ্গীতে ও সখী সঙ্গীতে দক্ষ।

নীলমণি পাল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত অনুবাদ নাটক ঃ রত্নাবলী (গদ্যে ও পদ্যে রচিত—১৮৪৯)।

নীলমণি বন্নাট। জন্ম ঃ ত্রিবেণী, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তীর্থকৈবল্য।

নীলমণি বসাক (আঃ ১৮০৮—৬।৮।১৮ ৬৪)। জন্ম ঃ কলিকাতার রামবাগানে উমেশ দত্ত লেনে। পিতা ঃ রাজচন্দ্র বসাক, বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। হেয়ার সাহেবের প্রিয় ছাত্র। হুগলী কোর্টের ও পরে রাজশাহীতে করণিক। নিজ যোগ্যতাবলে গেজে-

টেড্ অফিসার পর্যায়ে উন্নীত। বর্ধমানের কমিশনারের পার্শন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট্। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্য (১৮৩৮)। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে সরল সুললিত ও সুমার্জিত গদ্যে গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পারস্য ইতিহাস (পদ্যে—১৮৩৪), আরব্য উপন্যাস ৩ খণ্ড (১২৫৬—৫৭), নরনারী (১৮৫২), বত্রিশ সিংহাসন (১৮৫৪), পারস্য উপন্যাস (গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহ—১৮৫৬), রাজস্ব সম্পর্কীয় নিয়ম (১৮৫৫—৬৩), ভারতবর্ষের ইতিহাস ৩ ভাগ (১৮৫৭—৫৮), ইতিহাস সার (১৮৫৯) প্রভৃতি।

নীলমণি মুখোপাধ্যায়। ছদ্মনাম ঃ নীলু খুড়ো। রস রচনায় দক্ষ। সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নীল খুড়ো।

নীলমণি সান্যাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবন দোলায়।

নীলমাধব রায় (১।১০।১৯৩০—)। আদি নিবাস ঃ আলিমাকান্দা, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। পিতা ঃ রমেশচন্দ্র রায়। বর্তমান নিবাস ঃ শ্রীরামপুর (নবদ্বীপের নিকটবর্তী), বর্ধমান। শ্রীরামপুর ইউনাইটেড্ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কবি। প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ ঃ কবিতাগুচ্ছ (১৩৭৭), কবিতাঞ্জলি ২ খণ্ড (১৯৭৪)।

নীলরতন দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গাছগাছালির কথা, চাষবাসের কথা।

নীলরতন ধর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আমাদের খাদ্য, জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়।

নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় (২০।৩।১৯১৬—)। জন্ম ঃ বারাণসীধামে দোলপূর্ণিমার রাত্রিতে। বর্তমান নিবাস ঃ নিরালা, ২বি, যাদব ঘোষ বাই লেন, সরশুনা, কলিকাতা—৬১। পিতা ঃ ভূপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ সুখদা। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতার আর্টপ্রেসে শিক্ষানবীশ (১৯৩৯), আর্টপ্রেসের রঙ্গব্যঙ্গের হিন্দী সাপ্তাহিক 'সচিত্র ভারত'-এর সহ-সম্পাদক, উক্ত পত্রিকার বাঙ্গালা সংস্করণের সহ-সম্পাদক। সচিত্র ভারতের সম্পাদক (৫ বৎসর)। ১৯৫৫ খৃঃ থেকে সাঙ্গীতিক জীবনের সুরু। পিতৃব্য জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার সঙ্গীতাচার্য শ্যামলাল দত্ত, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, মুহম্মদ হোসেন খুসরু (কুমিল্লা), চিন্ময় লাহিড়ী এবং সঙ্গীত শাস্ত্রী ডাঃ বিমল রায়ের কাছে সঙ্গীত ও সঙ্গীতশাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ নামে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ (১৯৫২—) এবং প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম সঙ্গীত প্রভাকর উপাধিপ্রাপ্ত। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের নিয়মিত সঙ্গীতশিল্পী (৫ বৎসর), প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির পরীক্ষক (১৯৫৬—৭৬), উক্ত সমিতির পশ্চিমবঙ্গ উপদেষ্টা বোর্ডের সম্পাদক (১৯৬৯—৭৬), বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক। যুগান্তর সাময়িকী, হসন্তিকা, নতুন পত্র, সোনার ফসল, সোনার তরী, চিত্রিতা, পূর্ণিমা, এসিয়া, বাঁশরী, আভা, শ্রীভারতী, শিশুসাথী, কোরক, যুগান্তরের ছোটদের পাততাড়ি প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত। বিশ্ববন্ধু ও দীপাবলী পত্রিকায় হিন্দী গল্প প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ হস্তলিখিত পত্রিকা 'অঞ্জলি' (কাশী), সচিত্র ভারত (হিন্দী ও বাঙ্গালা সংস্করণের সহ-সম্পাদক), হসন্তিকা (ভবানী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে, ১৯৪৬—৫৫, পরে পূর্ণ সম্পাদক), মাসিক সুরছন্দা (সঙ্গীত পত্রিকা, ১৯৫৫—)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত শিক্ষা প্রথম সোপান (১৯৫৫), সঙ্গীত পরি-

চিত পূর্বভাগ (১৯৬০), ঐ উত্তরভাগ (১৯৬৪), প্রশ্নোত্তরী (১৯৮২), হিন্দুস্থানী নৃত্যশৈলী—কত্থক (১৯৭২), প্রভাকর প্রশ্নোত্তরী (১৯৬৩), রবীন্দ্র প্রভাকর ১ম (১৯৭৫), ঐ ২য় (১৯৭৬), ভজনগীতিকা (১৯৭৭), সঙ্গীত সিদ্ধান্ত (১৯৮০)।

নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় (৩১।৭।১৯২৪ / ১৫।৪।১৩৩০—)। জন্ম ঃ পাহাড়পুর, বর্ধমান, পৈতৃক নিবাস ঃ রংকিনী মহল্লা, বর্ধমান। পিতা ঃ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ তরলিকা দেবী। বর্তমান নিবাস ঃ দক্ষিণপাড়া, বৈঁচিগ্রাম, হুগলী। খিদিরপুর একাডেমি স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে হেড্ অফিসে কর্মরত। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শিষ্য। মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, জয়শ্রী, শ্রীরামকৃষ্ণ, আলোচনা (সৎসঙ্গ, দেওঘর), স্বস্তি, সেবক, দেবযান প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদক ঃ মাসিক চেতনবাণী (১৩৫৭—৬০), মাধ্যম (১৯৮৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবনকথা ৫ খণ্ড (পদ্যে শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্রের জীবনী—১৩৬০), গীতি আলেখ্যে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (১৯৮১), শ্রীশ্রীঠাকুরমুখী রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের পাঁচালী (১৯৮২), সভ্যতার জয়যাত্রা (১৩৬০) আর্যভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (১৯৭০), লক্ষ্মীদেবীর পাঁচালী।

নীলরতন মুখোপাধ্যায় (১৬।৮।১২৭২—১৩২৯)। জন্ম ঃ জামনা—নানুর, বীরভূম। পিতা ঃ নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রামপুরহাট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। পরে কীর্ণাহার নিবাসী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। চণ্ডীদাসের পদ সংগ্রাহক ও সম্পাদক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ বীরভূমি (১৩০৬—১২), সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ অপ্রকাশিত চণ্ডীদাস পদাবলী।

নীলরতন রায়চৌধুরী ঃ প্রকাশিত উপন্যাস ঃ যবনিকা পরাক্রম (১২৮৯)।

(ডঃ) নীলরতন সেন (১।২।১৯২৫—) এম্. এ পি. এইচ্. ডি.। জন্ম ঃ মূলঘর, খুলনা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ কল্যাণী, নদীয়া। পিতা ঃ শচীন্দ্রনাথ সেন, মাতা ঃ প্রমীলা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ (১৯৪৭) ও পি. এইচ্. ডি(১৯৬১)। পর্যায়ক্রমে দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজ (১৯৪৯ ৫৪), কাঁথি (মেদিনীপুর) প্রভাতকুমার কলেজ (১৯৫৪-৫৬), সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ (১৯৫৬-৬৩), দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৩-৭২) ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৭২—) অধ্যাপক। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, শনিবারের চিঠি, লেখা ও রেখা, চতুষ্কোণ, লোকসেবক, সারস্বত, আলেখ্য, সম্মিলনী, সুদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালা সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৫৬), আধুনিক বাংলা ছন্দ (১৯৬২), বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় (১৯৬৮), চর্যাগীতির ছন্দ পরিচয় (১৯৭৪), বাংলা প্রবন্ধ সংকলন (১৯৭৫), আধুনিক বাংলা ছন্দ ১ম পর্ব (২য় সং ১৯৮০), ঐ ২য় পর্ব (২য় সং—১৯৭৯), Bengali (Monograph) I. C. C. R (১৯৭১), Early Eastern N. I. A. Versification (১৯৭৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ রবীন্দ্র বীক্ষা (১৯৬১), নানা বিদ্যাচর্চা (১৯৭৪), চর্যাগীতিকোষ (১৯৭৮), Charyagitikosa (১৯৭৭)।

নীলরতন (রত্ন) হালদার (?—১৮৫৫)। জন্ম ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। পিতা ঃ নীলমণি হালদার। নিবাস ঃ চোরবাগান, কলিকাতা। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা (১৮২৫)। টরেন্স

সাহেবের আমলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর সল্‌ট্‌ বোর্ডের দেওয়ান ও রেভিনিউ বোর্ডের দেওয়ান। বহুভাষাবিদ কবি সাংবাদিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক বঙ্গদূত (ইংরাজী, বাঙ্গালা, নাগরি ও ফারসীভাষায় প্রকাশিত—১০।৫।১৮২৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতা রত্নাকর (১৮২৫), জ্যোতিষ (১৮২৫), পরমায়ু প্রকাশ (১৮২৬), অদৃষ্ট প্রকাশ (১৮২৬), বঙ্গদর্শন (১৮২৬), দম্পতি শিক্ষা (১৮৩৪), সর্বামোদ তরঙ্গিনী (১৮৫১), শ্রুতিগানরত্ন (১৮৫৩), পার্বতীগীতরত্ন (১৮৫৪), শ্রীশ্রীমহাদেব স্তোত্রম্‌ (১৮৫২) প্রভৃতি।

নীললোহিত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নীলাচল দাস। বৈষ্ণব গ্রন্থকার। রচনা ঃ দ্বাদশপাট নির্ণয়।

নীলাপদ ভট্টাচার্য। জন্ম ঃ যশোর, বাংলাদেশ। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পূজারিণী, চন্দ্রাবতী, মানুষের মহিমা, আমাদের কবি ও কাব্য।

নীলাম্বর দাস। অদ্বৈতশিষ্য শ্যামদাস আচার্যের বংশসম্ভূত। রচনা ঃ সংগৃহীত সুধাসার (চৈতন্য চরিতামৃতে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (আঃ ১২১২—১২৭৮ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ মবারকপুর (মতান্তরে আলিপুর), বর্ধমান। পণ্ডিত হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশের নিকট ন্যায় ও সাংখ্য দর্শনে পাণ্ডিত্যপ্রাপ্ত। তান্ত্রিক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ। শক্তিবিষয়ক ও বিবিধ বিষয়ে ৫০০ সঙ্গীতের রচয়িতা।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ১৯শ (শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ রঙ্‌পুর বার্তাবহ (১৮৪৭)।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ হুগলী জেলার বৈঁচি ষ্টেসনের নিকট চোৎখণ্ড গ্রামে। শক্তিসাধক ও শক্তিগীতি রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান'-এ এঁর কয়েকটি গান সংকলিত হয়েছে। সঙ্গীতগুলি সরল ও আন্তরিকতায় পূর্ণ।

(ড)ঃ নীলিমা ইব্রাহিম)১১।৮।১৯২১—)। জন্ম ঃ খুলনা, বাংলাদেশ অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি. এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গালা সাহিত্যে এম্‌. এ. ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্‌. ডি (১৯৫৯) ডিগ্রীপ্রাপ্তা। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্‌-টিটিউসনের অধ্যাপিকা, ঢাকায় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্তা। প্রবন্ধ গবেষণায় বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৮), পথশ্রান্ত (১৯৫৮', এক পথ দুই বাঁক (১৯৬২), কেয়াবন সঞ্চারিণী (১৯৬৮)। গল্প ঃ রমনা পার্কে (১৯৬৪)। প্রবন্ধ ঃ শরৎ প্রতিভা (১৯৬০), বাংলার কবি মধুসূদন (১৯৬১), ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক (১৯৬৪), বাংলা নাটক ঃ উৎস ও ধারা (১৯৭২)। নাটক ঃ দুয়ে দুয়ে চার (১৯৬৪), যে অরণ্যে আলো নেই (১৯৭৪), রোদজ্বলা বিকেল (১৩৮০), সূর্যাস্তের পর (১৩৮০), নবমেঘদূত, মনোনীতা। অনুবাদ ঃ বষ্টনের পথে (১৯৬৯), এলিবর রুজভেল্ট (১৩৭২), কথাশিল্পী জেন্‌স্‌ ফেনিমোর কুপার (১৯৬৮)। ভ্রমণকাহিনী ঃ শাহী এলাকার পথে পথে (১৯৬৩)।

নীলিমা ঘোষ এম্‌. এ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাহিত্যের গল্প, বঙ্কিমের গল্প, মানুষের মত মানুষ।

নীলিমা দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ আগমনী,

মায়ামূর্ত্তি, Hidden Face.

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায় (৭।১২।১৯২৯ —)। ছদ্মনাম : এন্. জি। জন্ম : উত্তর কলিকাতায়। বর্তমান নিবাস : ৪৬ বি, রিচি রোড্, কলিকাতা—১৯। পিতা : জ্যোৎস্নাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা : প্রতিমা, স্বামী : অশোক সেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ (১৯৫০)। আই এ পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নগেন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্তা। মডার্ণ হাইস্কুল ফর্ গার্লস্ এর শিক্ষিকা (১৯৬১—)। ক্রীড়া, নৃত্য ও সঙ্গীতে অনুরাগিণী। প্রাক্তন এ্যাথলীট্। মহিলামহল পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিক। ইণ্ডিয়ান্ লাইফ্ সেভিংস সোসাইটির মহিলা সদস্য (১৯৬৩—৬৪)। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রে ২৫ বৎসর যাবৎ মহিলামহল বিভাগে ক্রীড়া সম্পর্কে আলোচনাকারিণী। যুগান্তর, আনন্দ বাজার, অমৃত, দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, বসুধারা, বেতার জগৎ, মহিলা, মহিলামহল, কলেজষ্ট্রীট্, উল্টোরথ, ইত্তেহাদ, বেগম, উত্তর প্রবাসী (সুইডেন), উদীচী (শান্তি-নিকেতন), সমতট, বাংলাদেশ, চিত্রক, জনতা, ঐক্য, একক, গোধূলিমন, শতরূপা, অলিন্দ, সাহিত্য, সম্প্রতি, অয়ন প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকায় গল্প, কবিতা, উপন্যাস, রম্যরচনা, স্পোর্টস্ ফীচার প্রভৃতি, সাত সমুদ্দুর, রামধনু, কিশোর মন প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও ছড়া প্রকাশিত। প্রকাশিত উপন্যাস : ট্রাফি (এ্যাথ্লেটিক্স্-এর পটভূমিকায় রোমাণ্টিক উপন্যাস—১৯৮৪)।

নীলোৎপল দে। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রতি-চ্ছবি।

নীহার পাকড়াশী (১৯১৯—১৯৭৬)। ছদ্মনাম : দুর্মুখ দেবশর্মা। জন্ম : কলিকাতায়। আদি নিবাস : স্থলবসন্তপুর, পাবনা। যষ্ঠিমধু পত্রিকায় রসরচনা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : হঠাৎ দেখা।

নীহারকণা মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : সঙ্গীত ও সাহিত্য।

নীহারকান্তি সামন্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : জলপ্রবাহ প্রযুক্তি বিদ্যা, শুচি প্রযুক্তি বিদ্যা।

নীহার গুহ (৮।৫।১৯৩৮ —)। জন্ম : ফরিদপুর, বর্তমান বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : ১৯/১ বি, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলি-৪। পিতা : ভুবনমোহন গুহ মল্লিক, মাতা : স্নেহলতা গুহ মল্লিক। এম এ. (ফিলজফি ক বি)। শিক্ষক। মাসিক বসুমতী, এবং কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রতিফলিত গোলাপ, ভিয়েত-নামী সৈনিকদের গান, তাৎক্ষণিক অনুভূতি-গুলি (১৯৬৯), চীনের প্রাচীনতম কবিতা সংগ্রহ (১৯৮৬)।

নীহারবিন্দু চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাগ ও তাল।

নীহারমালা দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ : আদর্শরন্ধন শিক্ষা, বিদায়বেলা।

(ডাঃ) নীহাররঞ্জন গুপ্ত (২৩।২।১৩১৮/৬।৬।১৯১১—৯।১১।১৩৯২/২১। ২। ১৯৮৬)। এম্. বি. ডি. টি. এম্.-ও. এইচ্. আই, এম্.-এস্। ছদ্মনাম : দাদাভাই, বাণভট্ট। জন্ম : ইট্না, যশোর। কলিকাতায় পরিবর্ধিত। পিতার বদলীর চাকরির জন্য বিভিন্ন স্কুলে পড়ার পর কোন্নগর হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। কলিকাতা আর্ জি কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। লণ্ডন থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। নিবাস : ২৬এ, গড়িয়াহাট রোড্, কলিকাতা-১৯। চেম্বার : ৩২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১৩। চিকিৎসক—চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। সাম-

রিক বিভাগে চাকুরিপ্রাপ্ত—মেজরপদে উন্নীত। পরে চাকুরি ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত। সামরিক বিভাগে কর্মকালে কক্সবাজার থেকে মিশর ও ব্রহ্মদেশে যাপনকারী। খ্যাতনামা রহস্য উপন্যাস ও ছোটদের উপযোগী ঐতিহাসিক কাহিনী ও উপন্যাস লেখক। গোয়েন্দা কিরীটী রায়ের বহুবিধ কীর্তিকলাপের স্রষ্টা। শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। সম্পাদিত পত্রিকাঃ জয়যাত্রা। প্রকাশিত উপন্যাসঃ কালোভ্রমর ৪ খণ্ড (১৯৩৪), বিদ্রোহী ভারত ৩ খণ্ড, (১৯৪৭), আমাদের শরীরের গল্প (১৯৪৯), কালকূট (১৯৫০), উল্কা (১৯৫২), মুক্তির পতাকাতলে, পিছল পথে (যৌন গ্রন্থ), রঙিন ধরণী, উত্তর ফাল্গুনী, কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী, লালুভুলু, রাতের রজনীগন্ধা, কিরীটী অমনিবাস ১০ খণ্ড, হাসপাতাল (১৯৫৫), সূর্যমহল, ময়ূরমহল, ঝড়, অগ্নিস্বাক্ষর, অশান্ত ঘূর্ণি, কোমল গান্ধার ২ খণ্ড, কালোহাত প্রভৃতি।

নীহাররঞ্জন ঘোষাল। দীপক চৌধুরী দ্রষ্টব্য।

নীহাররঞ্জন চৌধুরী। ছদ্মনামঃ নীরব, মোহমুদ্গর। সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থঃ কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে (লেপচা জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস)।

নীহাররঞ্জন দাস। জন্মঃ চাতরা, শ্রীরামপুর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ অরুণার বিয়ে।

(ডঃ) নীহাররঞ্জন রায় (১৩।১।১৯০৩—২০।৮।১৯৮১ / ১৪।৫।১৩৮৮)। জন্মঃ মৈমনসিংহে, মৃত্যুঃ কলিকাতায় বালিগঞ্জের বাসভবনে। পিতাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র হোমরায়, পত্নীঃ মণিকা দেবী। মৈমনসিংহ কলেজের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম্. এ.। ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত (১৯২৯)। লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্., বেনারস ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট্. উপাধিতে ভূষিত। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ও '৪২-এর ভারতছাড় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের লিবার্টি পত্রিকার সাহিত্য সচিব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক—উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (১৯৪৫-৬৬)। সিমলায় ইণ্ডিয়ান ইন্ষ্টিটিউট্ ফর্ এ্যাড্ভান্স ষ্টাডিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (১৯৫৭-৬৫)। ক্যালকাটা রিভিউ-এর কর্মাধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক। ব্রহ্মদেশ সরকারের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা (১৯৭০—৭৩)। সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), ও রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৫১)। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। শ্রেষ্ঠ কীর্তিঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব। সম্পাদকঃ ক্রান্তি (সাহিত্যপত্র), কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি। প্রকাশিত গ্রন্থঃ প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন, বাংলার নদনদী, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ (১৩৫১), বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, **B.ahmanical Gods in Burma** (১৯৩১), **Maurya and Sunga Art** (১৯৪৫), **Theravada Buddhism in Burma** (১৯৪৬), **Indo Burmese Art.** প্রভৃতি।

নীহার রঞ্জন সিংহ (১৭।১২।১৮৯৯—)। জন্মঃ বোয়ালমারী, নদীয়া। নিবাসঃ কৃষ্ণনগর নদীয়া। কবি ও ঔপন্যাসিক। সম্পাদকঃ তাম্রলী পত্রিকা, বঙ্গরত্ন, কবিকথা, বাঁশরী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ রূপায়ণ (১৯৪২),

মনোমর্মর (১৯৫৭), কল্পলোক, সূর্যসেন (১৯৫৩), রেণুকা, বারদোল, ভালবাসা (১৯৫৭)।

নীহার সিংহ। জন্ম: কেওয়াপাড়া, শ্রীহট্ট। বর্তমান নিবাস: স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া। সরকারী কর্মচারী। কবি। অনামিকা, কস্তুরি, সোপান, ব্যতিরেক প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত।

নীহারিকা দেবী। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দ্রষ্টব্য।

নুটবিহারী মুখোপাধ্যায়। এম্. এ. বি. এল্. আইন ব্যবসায়ী। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: নন্দা, মরুযাত্রী।

নুর উদ্দিন সৈয়দ মৌলভি। জন্ম: চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাটহাজারীর অধীনে মির্জাপুর গ্রামে। রচনা: রাহাতুল কুলুপ (বঙ্গানুবাদ), দাকায়েৎ-উল-হেকায়েক (বঙ্গানুবাদ)

নুরুন নাহার (৩।৩।১৩৩০—)। জন্ম: টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। কলিকাতা লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ থেকে আই এ পাশ। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: জাপানের মেয়ে (১৩৬৮), রূপালি হ্রদয়ের তীরে (১৯৬১)। কাব্য: অগ্নি ফসল (১৯৫১)।

নুরুন নাহার বেগম (১।১।১৯৪৬—)। জন্ম: সাতক্ষীরা, খুলনা। ঢাকা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম্. এ (১৯৬৬)। মানিকগঞ্জে সরকারী দেবেন্দ্র কলেজের অধ্যাপিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ: মানুষের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ, যুগ্মভাবে ১৯৭৭), মানুষের ইতিহাস (মধ্য-যুগ—১৯৮০)। অনুবাদ: রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১৯৮৪)।

নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪—১৯৭৫)। জন্ম: সাহাপুর, মুর্শিদাবাদ। নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সমিতি থেকে বিদ্যাবিনোদিনী উপাধিপ্রাপ্তা। বাংলাদেশ নিবাসিনী। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: স্বপ্ন দ্রষ্টা (১৯২৩), জানকী বাঈ বা ভারতের মোসলেম বীরত্ব (১৯২৪), আত্মদান (১৯২৫), ভাগ্যচক্র, বিধিলিপি, নিয়তি (১৯২৮)। ইতিহাস: মোসলেম বিক্রম ও বাংলার মোসলেম রাজত্ব (১৯২৫)। সংকলন: নুরুন্নেসা গ্রন্থাবলী।

নুরুল ইসলাম খান (১৯৩৫—)। বাংলাদেশ নিবাসী ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: ইসপাতের মন (ঢাকা—১৯৭৭)।

নুসরৎ শাহ (১৬শ শতাব্দী)। পিতা: গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ। নামান্তর: ছুটী খাঁ। গৌড়ের সুলতান হিসাবে পুরা নাম: নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফ্‌ফর নুসরৎ শাহ (১৫১৯—)। যুবরাজ অবস্থায় পরাগল খাঁর পরে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা। তাঁরই উৎসাহে শ্রীকর নন্দী বা শ্রীকরণ নন্দী মহাভারত রচনা করেছিলেন। এই মহাভারত ছুটিখানের মহাভারত নামে পরিচিত।

নুরজাহান বেগম। সম্পাদিকা: সাপ্তাহিক 'বেগম'।

নুর মোহম্মদ। রচনা: মদনকুমার ও মধুমালার বিরহ লাচার (কাব্য)।

নুর মোহম্মদ (১৭৪৪ খ্রীঃ—?)। রচনা: ইন্দ্রাবতী।

নুর মোহম্মদ টেনা। বাংলাদেশবাসী। সম্পাদক ও সংগ্রাহক: খুলনার লোক সাহিত্য (১৯৭৯)।

নুরী সানাউল্লা। বাংলাদেশবাসী। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ: আলেখ্য (১৯৭৯)।

নুরুল ইসলাম খোন্দকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: শহর আলি, মাদুলী, বস্তির ছেলে।

নুরুল মোমেন (১।৩।১৯০৮—) এম্. এ , বি. এল্. । জন্ম ঃ বুড়াইচ্, আলফাডাঙ্গা, যশোর। বি. বি. সি র শিশু বিভাগের পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, নাটক ও প্রবন্ধ লেখক। নাটকের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১) ও সিতারা-ই ইমতিয়াজ খেতাব (১৩৬৭) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ নেমেসিস (১৯৪৮), রূপান্তর (১৯৫৯), নয়া খানদান (১৯৬২), আইনের অন্তরালে (১৯৬৭), যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০), আলোছায়া (১৯৬২), যদি এমন হতো (১৯৬০), শতকরা আশি (১৩৬৯)। রম্যরচনা ঃ বহুরূপী, নরসুন্দর (১৯৬১), হিং টিং ছট (১৯৭১)।

নুরুল হক মুহম্মদ। বি এস্. সি., এফ্. জেড্. এস্। ফিসারি অফিসার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মৎস্যকন্যা।

নুরুল হুদা (৬।১।১৯৪০—)। জন্ম ঃ সিরাজগঞ্জ, পাবনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম্. এস্. সি. (১৯৬২)। ঢাকা বাংলা একাডেমির উপ-পরিচালক। শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিশু-সাহিত্য ঃ গণিতের জগৎ (১৯৬৯)। অনুবাদ ঃ আপেক্ষিকতা (১৯৭০), আধুনিক জগৎ ও মানবজ্ঞান (সহ-অনুবাদক—১৯৭০), ডেভিড্-সনের চিকিৎসা বিজ্ঞান—মূল সূত্র ও প্রয়োগ (সহ-অনুবাদক—১৯৮৩)।

নুরুল হোসেন, কাসিমপুর। জন্ম ঃ ইসলামপুর, মৈমনসিংহ। সম্পাদক ঃ মাসিক হানিফি (১৯০৩)।

নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ ঃ রত্নাবলী (১৮৭১)।

নৃত্যলাল সাহা (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উর্বশীর শাপমোচন কাব্য (১২৯৩), অপূর্ব সতী বা জালন্ধর বধ (নাটক—১২৯৪)।

নৃপেন্দ্রকুমার বসু (১৮৯৯—৩০।৪।১৯৭৯)। নিবাস ঃ বেলগাছিয়া ভিলা এস্টেট্, কলিকাতা। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও হাজারিবাগে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা সম্পর্কে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা। শেষ বয়সে ছড়ায় রান্নার গ্রন্থ রচয়িতা।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৫।১/১৯০৫/১৩১২—২২।৭।১৯৬৩/৬।৪।১৩৭০)। ছদ্মনাম ঃ দাদুমণি, ত্রিশূল। জন্ম ঃ কলিকাতায়, নিবাস ঃ ৫/১৮ ডি, সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২৯। পিতা ঃ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা ঃ সুশীলা দেবী। সিটি কলেজে বি. এ. পড়ার সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ত্যাগ। কলিকাতা বেতারকেন্দ্র, সিনেমাজগৎ ও সাহিত্য জগতের কর্মী। চলচ্চিত্র নাট্যকার, কাহিনীকার ও গীতিকার। কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে বিদ্যার্থীমণ্ডল ও পল্লী-মঙ্গল আসরের প্রতিষ্ঠাতা, দাদুমণি নামে গল্পদাদুর আসরের পরিচালক। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় আকাশবাণীর চাকুরি ত্যাগ ও সাহিত্যব্রত গ্রহণ। গল্পভারতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক। কবি নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত লাঙ্গল পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম। উপন্যাস, ইতিহাস, ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দুই শত গ্রন্থের লেখক। উল্লেখ-যোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মহীয়সী মহিলা, সান ইয়াৎ সেন, শতাব্দীর সূর্য, মা (গোর্কির অনুবাদ—১৯২৫), সেক্স্পীয়রের কমেডি, সেক্স্পীয়রের ট্রাজেডি, নূতন যুগের নূতন মানুষ। কুলী (মুল্কুরাজ আনন্দ-এর অনুবাদ —১৯৪৭), দুটি পাতা একটি কুঁড়ি (ঐ),

এইচ্. জি ওয়েল্‌সের গল্প, গীতগোবিন্দের গদ্যানুবাদ, শেলী (জীবনী—১৯২৮), এভারেষ্ট্ বিজয়ী তেনজিং (১৯৫২), অবিস্মরণীয় মুহূর্ত (১৯৫২), দেশবন্ধু, জনক জননী (উপন্যাস—১৯৪৮), মজার গল্প (১৯২৮), সোনার ভারত (ছোটদের—১৯৪৯), প্রভৃতি।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুমল্লিক (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য ঃ আক্ষেপ (১২৯৫)।

নৃপেন্দ্র গোপাল মিত্র। জন্ম ঃ ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রান্তা ধরণী, সংকট। যুগ্ম সম্পাদক ঃ মাসিক নবদৃষ্টি।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী (১।৪।১৩২১/১৭।৭। ১৯১৪—)। ছদ্মনাম ঃ অনিলা গোস্বামী। এম্. এ. (ক.বি.—১৯৩৭), জন্ম ঃ ফরিদপুর, বাংলা দেশ। বর্তমান নিবাস ঃ ৪২।৭, ইষ্ট এণ্ড পার্ক, বেদিয়াডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, কলিকাতা —৩৯। অদ্বৈত প্রভুর বংশধর। পিতা ঃ শশিমোহন গোস্বামী, মাতা ঃ ষোড়শীবালা। ৪০ বৎসর বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক। দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত (১৯৭৯)। সমাজতাত্ত্বিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান পরীক্ষক। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি (১৩৭৫), ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ (১৩৮১), ভারতীয় দর্শন (১৩৭৭), অম্বিকাচরণ মজুমদার (জীবনী —১৩৪৮)।

(ডঃ) নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৯৩—১৪।৮। ১৯৭৫) এম্. পি. আর্. এস্., ডি. এস্. সি.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের প্রধান অধ্যাপক। পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। সম্পাদক ঃ সংঘসাথী (তারাচরণ সঙ্ঘের মুখপত্র)।

(ডঃ) নৃপেন্দ্রনাথ পাল (২৩।৯।১৯৪২—)। ছদ্মনাম ঃ পি. শঙ্কর। জন্ম ঃ গাছ কুমুল্লী, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ হাজরাপাড়া, কোচবিহার। পিতা ঃ দেবেন্দ্রনাথ পাল, মাতা ঃ স্নেহলতা। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ থেকে স্কুল ফাইন্যাল, ভিক্টোরিয়া কলেজ (বর্তমানে বি. এন্ শীল কলেজ) থেকে প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়, দিনহাটা কলেজ থেকে বি এ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. ও পি. এইচ্. ডি.। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক—খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের হিল্ এণ্ড বর্ডার এরিয়া স্কীমের এরিয়া অর্গানাইজার,—পঞ্চায়েতিরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক (১৯৬৮—)। কোচবিহার সাহিত্যসভার কার্যকরী সমিতির সদস্য। স্থানীয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। সাংবাদিক। কোচবিহার শিশুমেলা বিভাগে ছড়া ও বর্তমানিক নামে ব্যঙ্গকবিতা লেখক। পৌণ্ড্রদর্পণ, নাগরিক, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ধনধান্যে, লোকসেবক, জনসেবক প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ, ফিচার ইত্যাদির লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মহারাজ বংশাবলী (কোচবিহারের রাজবংশের ইতিহাস—১৩৮৩), গোসানী মঙ্গল (১৩৮৫), ক্যাম্বেলের চোখে কোচবিহার (১৩৮৬), চণ্ডিকার ব্রতকথা (১৯৮২)।

নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৩৩৮—)। ছদ্মনাম ঃ শিবশঙ্কর। জন্ম ঃ পাঁজিয়া, যশোর। শিক্ষক—কবি। সম্পাদক ঃ কল্লোল (নব পর্যায়), ফুলকি। সহ-সম্পাদক ঃ ঔষধ ও প্রসাধনী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ এসো কবিতা লিখি, প্রথম প্রহর, পশুপাখীদের মা, লক্ষ্মী ঃ আশা থেকে আশিবনে।

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (৭।১১।১৩১২/ ১৯।২।১৯০৬—১৭। ১।১৩৮৪ / ৩০।৪।১৯৭৭) জন্ম ঃ মেদিনীপুর শহরে। পিতা ঃ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ; পত্নী

প্রাবন্ধিক ও জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের কন্যা মাধুরীলতা। ১ম স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯২৪), ১ম বিভাগে ৪র্থ স্থান অধিকার করে আই. এ (১৯২৬), পালিতে অনার্স সহ ১ম শ্রেণীতে বি. এ. (১৯২৮), পালিভাষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯৩০), ১ম শ্রেণীতে বি. এল্ (১৯৩৪)। কলিকাতা হাইকোর্টের এড্ভোকেট ও বার এসোসিয়েসনের সদস্য (১৯৩৫—)। ডি আর. ভাণ্ডারকর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বেণীমাধব বড়ুয়া, নলিনাক্ষ দত্ত প্রভৃতি মনীষীগণের প্রিয় ও কৃতী ছাত্র। প্রথমে সাংবাদিক, পরে ভূপাল রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধিকর্তা এবং সাঁচী স্তূপ ও বরোদা যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক। মুর্শিদাবাদ জেলায় বেলডাঙ্গা রাধাকিশোর সুগার মিলের অধ্যক্ষ, —কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের কর্মাধ্যক্ষ। ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর জেলা অধীক্ষক। আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। বহু প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় ছোটগল্প, কবিতা, অনুবাদমূলক রচনা, প্রত্নতত্ত্ব শিক্ষাতত্ত্ব অর্থনীতি-সমাজবিদ্যা বিষয়ক রচনা প্রকাশিত। সম্পাদক: উদয়ন, পঞ্চ পুষ্প, উত্তরায়ণ, নটী (হিন্দী), The Orient, The Weekly Star of India প্রভৃতি।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডু (১৫।৯।১৩৪৬ বঙ্গাব্দ—) এম্. এ., বি. এড্.। জন্ম: বারদুয়ারী, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। দর্শন শাস্ত্রে অনার্স ও এম্. এ। পিতা: প্রমথ শেখর কুণ্ডু। বর্তিকা, প্রতিচ্ছবি, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক।

নৃপেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১।১০।১৯৩৩—)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: তেঘড়িপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া। বর্তমান নিবাস: পাটুলি, বর্ধমান। পিতা: ভৈরব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা: স্নেহলতা, পত্নী: বাণী। নবদ্বীপ বকুলতলা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৮), নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯৫০), স্পেশাল আই. এ ডিষ্টিংসন সহ বি. এ. (১৯৫২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্ এ, প্রাইভেটে ইংরাজীর এ ও বি গ্রুপে এম্. এ. পাশ। বাঁকুড়া— বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের অধ্যাপক —নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক (১৯৫৯—)। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রসঙ্গ: বাংলা বানান, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ, An Introduction to Shakespearean studies, An Introduction to Sweet's Anglc-Saxon Primer.

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: চায়ের গুঁড়ো (রহস্য উপন্যাস)।

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য (১৫।৪।১৯১৯—) এম্. এ.। জন্ম: নবীন নগর, ত্রিপুরা। নিবাস: শান্তিনিকেতন, বীরভূম। শিক্ষক, সাংবাদিক, কবি ও প্রবন্ধকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালার অর্থনৈতিক ইতিহাস, বাঙ্গালার ভূমিব্যবস্থা (১৯৫৭), শাশ্বত, অকাল।

নৃপেন্দ্রলাল দত্ত। কলিকাতার লেকটাউন নিবাসী। প্রকাশিত কাব্য: রেখা ও চিত্র, মুক্তবীণা।

নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্. এ। সম্পাদক: মাসিক সাহিত্য সংহিতা (১৩০৭—১০, ১৩১২—১৪, ১৩১৯—২০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: জমিদারী, মহাজনী ও রাজার একাউণ্টস্ (১৮৬৮), পদ্য প্রকাশ (১৮৭২), কুমারসম্ভব (অনুবাদ—১৮৭৩)।

নৃসিংহ দাস ভট্টাচার্য, তন্ত্ররত্ন। নিবাস : মেড়াতলা, বর্ধমান। সংগীত রচয়িতা। রচিত সঙ্গীতগ্রন্থ : সঙ্গীত সপর্যা।

নৃসিংহ দেব, রাজা (১৭শ শতাব্দী) শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের সখা। জাতিতে ক্ষত্রিয়। বৈষ্ণব পদকর্তা। অধিকাংশ পদ তোটক ছন্দে রচিত। 'পদসমুদ্র' সংকলনে এঁর অনেক পদ সংকলিত হয়েছে।

নৃসিংহদেব রায় (১৭৪০—১৮০২)। জন্ম : হুগলী বাঁশবেড়িয়ার জমিদার বংশে। পিতা : জমিদার গোবিন্দদেব রায় মহাশয়। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। কাশীতে তান্ত্রিক সাধনায় পারদর্শিতাপ্রাপ্ত। বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। চিত্রকলা বিশারদ। বহু ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচয়িতা। জয়নারায়ণ ঘোষালের কাশীখণ্ডের অনুবাদের সহায়ক। অনূদিত গ্রন্থ : উড্ডীশ তন্ত্র।

নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য (৮।১।১৩১৯/১৯১২—)। জন্ম : গুপ্তিপাড়া, হুগলী। ছদ্মনাম : শ্রীশোভাকর, পঞ্চানন্দ (রসরচনার ক্ষেত্রে)। পিতা : নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মাতা : সরমা দেবী। গুপ্তিপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ১ম বিভাগে প্রবেশিকা (১৯২৭), কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আই. এ. (১৯২৯), বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি.এ (১৯৩১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৩৪) ও বি. টি. (১৯৬৫) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ই. বি. রেলওয়ের হিসাব বিভাগের করণিক,—গুপ্তিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক, পরে প্রধান শিক্ষক, কর্মত্যাগ (১৯৫০)। হুগলী জেলাবোর্ডের প্রধান করণিক পরে সেক্রেটারি। কর্মত্যাগ (১৯৬২), সোমড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পরে প্রধান শিক্ষক। অবসর গ্রহণ (১৯৭৭), কংগ্রেসে যোগদান (১৯৩১), বিবিধ সমাজ সেবামূলক কার্যের সঙ্গে যুক্ত, আনন্দবাজার (রবিবাসরীয়), জনসেবক (ঐ), সাপ্তাহিক সৈনিক, দৈনিক বসুমতী (ঐ), দৈনিক জনসেবক (ঐ), ইংরাজী অমৃত বাজার (পূজাবার্ষিকী), সাপ্তাহিক সৈনিক, সাপ্তাহিক চুঁচুড়া বার্তাবহ, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, মাসিক দেবযান, সাপ্তাহিক পুণ্যভূমি, মাসিক প্রবর্তক প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : মাঠের বাড়ীতে ভূত (শিশুপাঠ্য—জনৈক বন্ধুর বেনামীতে) বিদেশীর ছায়া (১৯৪৫), লাল মসলিন (১৩৮১)।

নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় (৮।৭।১২৮৮—২৭।৭।১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : বর্ধমানের পাটলিগ্রাম—গঙ্গাপুরে মাতুলালয়ে। মৃত্যু : হুগলীর ভদ্রকালিতে স্বগৃহে। পিতা : কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক : ধর্মপ্রচারক। সহ-সম্পাদক : দৈনিক বসুমতী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাহিত্যদর্পণ (১৮৯২), বর্ণজ্ঞান (১৮৯৫), সাহিত্য প্রসূন (১৯০১), আশুতোষ সরল ব্যাকরণ, আর্যনারীর গৃহধর্ম (১৯১২), সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, জ্ঞান মুকুল, সাহিত্য রত্নাকর পূজোপহার, কবিতা প্রসূন ৩ খণ্ড, মহাজনী হিসাব, Reading in English Literature, Code of civil procedure (১৮৮২-৮৯)।

নৃসিংহ রায় (১৭৩৮/১১৪৪—১৮০৯)। জন্ম : গোন্দলপাড়া, হুগলী। পিতা : আনন্দীরাম রায়। গোন্দলপাড়া স্কুল ও চুঁচুড়া মিশনারী স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। পিতার মৃত্যুর পর অগ্রজ রাসুর সহযোগে কলিকাতায় কবিদলের প্রতিষ্ঠাতা। কবি গায়ক ও সঙ্গীত

রচয়িতা। কবিদলটি রাসু-নৃসিংহের দল নামে পরিচিত। বিরহ, সখীসংবাদ, ভক্তি-ভাবপূর্ণ এবং শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ সঙ্গীত রচনায় দক্ষ। এঁদের ১১টি গান সংগৃহীত হয়েছে।

নেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হারমোনিয়ম ও সঙ্গীত শিক্ষা।

নেপালচন্দ্র রায় (১৮৬৭—১৯৪৪)। জন্ম ঃ খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা ঃ কাশীনাথ রায়। হুগলী জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, কলিকাতা ফ্রি চার্চ ইন্স্টিটিউসন থেকে আই. এ. জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্স্-টিটিউসন থেকে বি. এ. উত্তীর্ণ, প্রৌঢ়বয়সে আইন পাশ। মূলঘর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যা-লয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক, পরে কলি-কাতার সিটি কলেজিয়েট স্কুলের ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক—এলাহাবাদে এ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে এলাহাবাদে স্বদেশী আন্দোলন সংগঠনের জন্য চাকরি থেকে অপসারিত করার নির্দেশে পদত্যাগ (১৯১০)। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহযোগী। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক —বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এলাহাবাদে প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের কল্যাণ প্রচেষ্টায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগী। কংগ্রেস ন্যাশন্যাল গঠনে ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতকথা, শিশুরঞ্জন ভারত কথা, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ভূপরিচয়, শিশুরঞ্জন ভূপরিচয়, প্রভৃতি।

নেপাল মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পদক্ষেপ।

নেপালশঙ্কর সরকার। অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ ঃ ফেরে নাই শুধু একজন।

নেয়ামাল বাসির (২৬।৪।১৯৩৫—)। জন্ম ঃ তালিবপুর, মুর্শিদাবাদ। বাঙ্গালা, সাংবাদিকতা ও ফার্সীতে এম্. এ.। বাংলা-দেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক সম্পাদক। অনুবাদক। হাবিব ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৬) ও অনুবাদে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮০) প্রাপ্ত। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ ঃ লণ্ডনে একরাত (সাজ্জাদ জহীরের উপন্যাস—১৯৫৪), ধূপছায়া (কদরতুল্লা সাহেবের ১৬ টি উর্দু গল্পের অনুবাদ—১৯৬৯), বিবিধ গল্প সংকলন (উর্দু ছোট গল্প—১৯৭০), যোগাযোগ প্রক্রিয়া (ডেভিড্ কে বার্লোর অনুবাদ—১৯৭৭), সেরা গল্প (আতোয়ার রহমান সহ)।

নোমান আহম্মদ সিদ্দিকী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মোঘল রাজত্বে ভূমি রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা।

পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫।১১।১৩-৪২ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম ঃ বিহারের পাটনায় মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ঃ বাগানগোড়া, মেজিয়া, বাঁকুড়া। বর্তমান নিবাস ঃ আমরাই, দুর্গাপুর—৩, বর্ধমান। পিতা ঃ বিমলাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ কল্যাণী। মেজিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৬৪), বাঁকুড়া খ্রীস্টান কলেজ থেকে অনার্সসহ বি. এ. (১৯৬৭), পুরুলিয়া স্পনসর্ড টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. এড্. (১৯৭২), প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম্. এ. (১৯৭৪) ও বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭৯), হিন্দী প্রবেশ (১৯৭৯), ডিপ-ইন্-জার্নালিজম্ (১৯৭৮), জুনিয়ার ডিপ্. ইন্. তন্ত্রবাদ্য (গীটার—১৯৮১)। শালতোড়া ডাঃ বি. সি বিদ্যাপীঠ (১৯৬৭), পুরুলিয়ায় গদীবেড়োতে শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ

বিদ্যালয় (১৯৬৮-৭০), মেজিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭০-৮৪), এবং শিবাজী রোড্ বস্কো হাইস্কুলের (১৯৮৪—) শিক্ষক। অমৃতলোক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ত্রিবেণী, সৌরভ, রাঢ় বাঁকুড়া, সুচেতনা, বাঁকুড়া লোক সংস্কৃতি, বাঁকুড়া বার্তা, আশ্চর্য, তরুণের অভিযান, আকাশলীনা, লুব্ধক ইত্যাদি পত্রিকায় এবং সূর্যপ্রণাম কবিতার মুখ ও সাম্প্রতিক বাঁকুড়ার কাব্য সংকলনে কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: আকাশলীনা (১৯৭৮—৮২), মেজিয়া উচ্চ বিদ্যালয় পত্রিকা (১৯৭০—৮২)। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: পত্রলেখা (১৯৭৯)।

পঙ্কজকুমার বসু (৭।৭।১৩৪২ বঙ্গাব্দ—) নিবাস: হাওড়া। শিক্ষা: স্নাতকোত্তর। চাকুরিজীবী। কবি ও প্রবন্ধকার। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: যান্ত্রিক।

পঙ্কজকুমার মল্লিক (২৭।১।১৩১২/১০।৫।১৯০৫—৭।১১।১৩৮৪/১৯।২।১৯৭৮)। জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস: উত্তর কলিকাতায় মানিকতলার নিকট চালতাবাগানে, মৃত্যু: দক্ষিণ কলিকাতার ২।২, সেবকবৈদ্য ষ্ট্রীটের বাসভবনে। পিতা: ভক্ত বৈষ্ণব মণিমোহন মল্লিক, মাতা: মনোমোহিনী, পত্নী: অন্নপূর্ণা, কলিকাতায় সিটি ইন্‌স্টিটিউসন মাইনর স্কুলে শিক্ষারম্ভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯২২)। বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়নকালে স্নাতক হওয়ার পূর্বেই কলেজীয় শিক্ষা সমাপ্ত। সঙ্গীতজ্ঞ দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় ও দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র। বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়ক—সুরকার,—সিনেমা, থিয়েটার ও রেকর্ডে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত পরিবেষক। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে সঙ্গীত শিক্ষার আসরের পরিচালক (১৯২৯-৭৫)। দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৭৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ: আমার যুগ আমার গান (স্মৃতিচারণ—অরুণাভ সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত—প্রকাশ—১৯৮০)।

পঙ্কজ চক্রবর্তী। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: কংক্রীট (১৩৮৪)।

পঙ্কজ দত্ত (১৯১৫—২৮।২।১৯৮৭)। মৃত্যু: দক্ষিণ কলিকাতার বাড়ীতে। ছদ্মনাম: শ্রীপঙ্কজ, শৌভিক। সাংবাদিক। দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। আনন্দবাজার পত্রিকার কর্মী (৪৭ বৎসর)। দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকার সিনেমা সমালোচক।

পঙ্কজিনী বসু (১৮৮৪—১৯০০)। জন্ম: শ্রীনগর, বিক্রমপুর, ঢাকা। মহিলা কবি। স্বামী: আশুতোষ বসু। পিতা: নিবারণ চন্দ্র গুহ। ১৩ বৎসর বয়সে বিবাহিতা। সূর্যমুখী কবিতাটি হরিনাথ দে কর্তৃক এবং জীবন্ত পুতুল ও বাসন্তী পঞ্চমী কবিতা দুটি Miss White House কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত। প্রকাশিত কাব্য: স্মৃতিকণা।

পঞ্চানন কাব্যরত্ন। সম্পাদক: মাসিক পরিব্রাজক (১৩০৬)।

(ডঃ) পঞ্চানন ঘোষাল (৬।৬।১৯০৮—)। ছদ্মনাম: অনিল ঘোষাল। জন্ম: ২৪ পরগণার মাদবাল গ্রামে রাজা রামশঙ্কর-উদ্ভূত জমিদার বংশে। পিতা: আশুতোষ ঘোষাল। পিতামহ: রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষাল। বর্তমান নিবাস: ১২৮।১ বি, নারিকেলডাঙ্গা রোড্, কলিকাতা—৫৪। ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, সাউথ্ সুবারবন কলেজ (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) থেকে আই. এস্. সি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্. সি ও এম্. এস্. সি., ক্রিমিন্যাল

সাইকোলজিতে ডি ফিল্., আই পি. এস্। কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার, পরে স্বরাষ্ট্রবিভাগের অ্যাণ্টি কোরাপশন স্পেশাল অফিসার। পুলিশ মেডেল, সেবা মেডেল প্রভৃতি দুই শতাধিক পুরস্কার প্রাপ্ত। ভাটপাড়া নৈহাটী অঞ্চলে ও কলিকাতায় কয়েকটি স্কুল ও বি টি. কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। মাদবাল প্রেসিডেন্সিয়াল হাইস্কুল ও বি টি কলেজ ও ভাটপাড়া মডেল স্কুলের ফাউণ্ডার প্রেসিডেণ্ট্। মাদবালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পৈত্রিক জমি, গৃহ ও অন্যান্য জনহিতকর কর্মের জন্য জমি ও অর্থদাতা। বহু জনহিতকর কর্মে অগ্রণী। অবসর গ্রহণের পর ক্লোজার, নন-ফোরাম কোম্পানী প্রভৃতির জেনারেল ম্যানেজার - বর্তমানে পাঁচটি চা বাগান, একটি ষ্টীমার কোম্পানী ও কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ডাইরেকটর। অল্ ইণ্ডিয়া ট্রাইবাল সাইকোলজি এসোসিয়েসন ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট্, কলিকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং লেকচারার। কেন্দ্রীয় পুলিশ ট্রেনিং কলেজ, ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং কলেজ, কেন্দ্রীয় ডিটেক্টিভ্ ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতির লেকচারার। কলিকাতার জাষ্টিস্ অফ্ পীস্। ইংরাজী, হিন্দী, উড়িয়া ও বাংলা ভাষায় প্রায় ৫০টি গ্রন্থের লেখক। কলিকাতার পুলিশ জার্নালের ফাউণ্ডার এডিটর (১৯৩৮—)। সেণ্টার ক্যালক্যাটা রাইফেল ক্লাবের ফাউণ্ডার একজিকিউটিভ্ মেম্বার। অবসর গ্রহণের পরে 'দি রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক। কলিকাতা পুলিশ এসোসিয়েসনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরে প্রেসিডেণ্ট্ কলিকাতা এ্যাম্বুলেন্স্ প্রতিষ্ঠানের কর্প অফিসার ও পরে ডিভিসনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট্। কলিকাতা পুলিশ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি, কলিকাতা পুলিশ মেডিক্যাল ইউনিটের সেক্রেটারি। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রকৃতি, অভ্যুদয়, আনন্দবাজার, যুগান্তর (পূজাসংখ্যা) প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। ভারতকোষে চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গবেষণামূলক: অপরাধ বিজ্ঞান ৮ খণ্ড, হিন্দু প্রাণী বিজ্ঞান, শ্রমিক বিজ্ঞান, পুলিশী তদন্ত, ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাস (৪০০০ খৃ: পূ:—১৯৮৪ পর্যন্ত) পুলিশ কাহিনী ২ খণ্ড প্রভৃতি। রহস্য উপন্যাস: রক্ত নদীর ধারা, অন্ধকারের দেশ, একটি অদ্ভুত মামলা, অধস্তন পৃথিবী, রক্ত রাঙা ভোর, খুন রাঙা রাত্রি, পকেটমার, মুণ্ডহীন দেহ প্রভৃতি। সামাজিক উপন্যাস: নিচের সমাজ। সংকলন: ডঃ ঘোষাল গ্রন্থাবলী (৩ খণ্ড প্রকাশিত)। ইংরাজী: Criminology in India, Hindu Zoology, Administrative History of India, Blood flows out (উপন্যাস)।

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। জন্ম: নীলা গ্রাম, ২৪ পরগণা। সম্পাদক: মাসিক প্রভা (১৩০১)।

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (১৭।১০।১৩২১—) সাহিত্যভারতী। জন্ম: মুসাপুর, হুগলী, মুসাপুর বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: নব জাগরণ (১৩৪৪), ছন্দপতন (১৩৫৭)। যুগ্ম সম্পাদক: গ্রামের কথা।

পঞ্চানন তর্করত্ন (৯।৫।১২৭৩ ১৮৬৬ — ১১।১০।১৯৪০)। জন্মস্থান ও নিবাস: ভট্টপল্লী, ২৪ পরগণা। পিতা: নন্দলাল বিদ্যারত্ন, পিতামহ: লম্বোদর তর্কবাগীশ, দশ বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীন। ভাটপাড়া নিবাসী

পণ্ডিত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, জয়রাম ন্যায়ভূষণ এবং মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের ছাত্র। মহামহোপাধ্যায় উপাধিপ্রাপ্ত (১৯২৯)। বঙ্গবাসী কার্যালয়ের কর্মী এবং বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে কারাবরণ (১৯০৫), ইংরাজের অত্যাচারের প্রতিবাদে মহামহোপাধ্যায় উপাধি বর্জন। ভাটপাড়ায় পরীক্ষা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা (১২৯৭), ভাটপাড়ায় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা (১৩৩৪)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৩৩২—৩৬), বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনে দর্শন শাখার সভাপতি। নবজীবন, বেদব্যাস, প্রতিমা এবং বঙ্গবাসী পত্রিকায় হিন্দুরমনী প্রভৃতি গল্প, শতাধিক ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, পৌরাণিক, দার্শনিক এবং চুট্‌কি প্রবন্ধ; শিবসঙ্গীত ও অন্যান্য কবিতা জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত, বিদ্যোদয় সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় সংস্কৃত গদ্য পদ্য প্রকাশিত। বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, ঊনবিংশ স্মৃতি সংহিতা, শ্রীমদভাগবত, মনুসংহিতা, অধ্যাত্ম রামায়ণ, বাল্মীকি রামায়ণ, সাংখ্যদর্শন, দশকুমার চরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক ও অনুবাদক। রচিত গ্রন্থ: মালতি-মাধব (সংস্কৃতের ছায়া অবলম্বনে উপন্যাস), শোক (কাব্য), সর্বমঙ্গলোদয় (সংস্কৃত শ্লিষ্টকাব্য)।

(ডঃ) পঞ্চানন নিয়োগী (১২৯০—২২।২। ১৩৫৭)। এম্. এ, ডি এস্. সি, পি. আর্. এস্, এফ্. সি. এস্.। জন্ম: হোরা, হুগলী। শিক্ষাব্রতী, রসায়নবিদ। গ্রিফিথ্ মেমোরিয়াল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯০৬)। রাজশাহী সরকারী কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতায় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ। রঙ্‌পুর কৃষিসাহিত্য সম্মেলনের (১৩২২) এবং পাটনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন বিভাগের (১৯৪৩) সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ: আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন (১৩২২), তুফান, বৈজ্ঞানিক জীবনী (১৩২২), Iron in Ancient India (১৯১৪, Copper in Ancient India (১৩২২)।

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদিত পত্রিকা: সাপ্তাহিক অরুণোদয় (১৮৪৮), মাসিক নদীয়া দর্পণ (কৃষ্ণনগর ১৩০৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রেম নাটক, রমণী নাটক (কাব্য—১২৫৪), রসিক তরঙ্গিনী (গল্পগ্রন্থ)।

পঞ্চানন ভট্টাচার্য। জন্ম ও নিবাস: দেওঘর, বিহার। কলিকাতা আর্যমিশন ইন্‌স্‌টিটিউসনের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ধর্ম ও পুজাদি মীমাংসা, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, যোগ-সঙ্গীত প্রভৃতি।

(ডঃ) পঞ্চানন মণ্ডল (২২।১০।১৯১৮ —)। জন্ম: ছোটবৈশত, বর্ধমান। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই বিশ্বভারতীর পুঁথিবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত, পরে বিশ্বভারতীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। সম্পাদিত গ্রন্থ: গোরক্ষবিজয়, রূপরামের ধর্মমঙ্গল। প্রকাশিত গ্রন্থ: পুঁথি পরিচয় ৪ খণ্ড, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র ২ খণ্ড, ভারত-শিল্পী নন্দলাল প্রভৃতি।

পঞ্চানন মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ: আলো আঁধার, মরীচিকা।

পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় (১৯০২—)। জন্ম: এলাহাবাদ। নিবাস: পাণ্ডুয়া, হুগলী। কবি চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ:

ছিন্ন স্মৃতি (১৯২৯), অর্চনা (১৯৪৪), কাজল তারা (১৯৪৪), সুরভি (১৯৪৪), স্মৃতি (our personality (১৯৫৩) ।

পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ (১৩।৯।১৯০২/ ২৮।৫।১৩০৯—৩।১২।১৯৭৬/ ১৭।৮।১৩৮৩) । জন্ম ও মৃত্যুর স্থান : বাসুদেবপুর (দাসপুর থানা), মেদিনীপুর। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১ম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ (১৯২৩), সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত। পুরাতত্ত্ব ও আঞ্চলিক ইতিহাসের একনিষ্ঠ গবেষক। কবি বিষ্ণু দের সঙ্গে কলেজ পত্রিকার সম্পাদক। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, প্রবর্তক, শিক্ষা ওসাহিত্য, অমৃত, বিশ্ববাণী, বেতার জগৎ, তত্ত্ববোধিনী, সংস্কৃত কলেজ পত্রিকা, মেদিনী বাণী, শ্রী-ভারতী, লোকসেবক প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় তিন শতাধিক প্রবন্ধ, বহু সঙ্গীত ও কবিতা প্রকাশিত—বেতারের গীতিকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : দাসপুরের ইতিহাস (সচিত্র—১৩৬৫), বাংলার মন্দির (সচিত্র ১৯৭৩), ঘাটালের কথা (পুত্র প্রণব রায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে—১৯৭৭), কর্মযোগী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৪৪), প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক (১৩৪৪), নিয়তি নির্ণয় সংকেত (১৩৫৬), রতি মঞ্জরী (১৩৫৬), পদ্য চণ্ডী বা দুর্গায়ন (১৩৫৯), শ্রীআনন্দময়ী মাহাত্ম্য (১৩৫৬), জ্যোতিষ গণনা পদ্ধতি (১৩৫৭), হোরা ষট্‌পঞ্চাশিকা (১৩৫৭) ।

পঞ্চানন রায়চৌধুরী (১৫।১।১৯৩৭ —) বি. এস্‌. সি. বি. এ. (ক বি) এম্‌. এ (রবীন্দ্র ভারতী), সঙ্গীত সুধাকর ও সঙ্গীত প্রভাকর ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। এম্‌. এ পরীক্ষায় স্বর্ণপদক এবং নিখিল ভারত শিশু-সাহিত্য সম্মেলনের "সুরমা হোমরায়" স্মৃতি রৌপ্যপদক প্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস ফিচার প্রভৃতি লেখক। সম্পাদিত কবিতা সংকলন : এক 'শ বছর পরে, অর্ধশতাব্দীর বাংলা শিশু কবিতা (হিন্দী অনুবাদ সহ)। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক অবতীর্ণ। ষাণ্মাসিক সাত্ত্বিক।

পঞ্চানন রায়চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাপ্তেন গোবিন্দরামের দপ্তর, কাঞ্চনমালা (১৮৯৯), নবীন সন্ন্যাসীর গুপ্তকথা (১৩০৩)।

পঞ্চানন সরকার এম্‌. এ.। প্রকাশিত গ্রন্থ : নারীর পথে।

(ডঃ) পঞ্চানন সাহা। বাংলাদেশের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঙ্গালার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস।

পতিতপাবন নন্দী (২৫।১১।১৯৬২—)। ছদ্মনাম : মানবেন্দ্র নন্দী। জন্ম : বাঁকুড়া। বর্তমান নিবাস : ইন্দারাগোড়া, বাঁকুড়া। পিতা : ধরণীধর নন্দী, মাতা : তুলসীরাণী। মাধ্যমিক (১৯৭৮), বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলে-জিয়েট স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৮০), বি এস্‌. সি (১৯৮৪) উত্তীর্ণ। বাঁকুড়া করন নাট্যগোষ্ঠী আয়োজিত কবিতা প্রতি-যোগিতায় ১ম পুরস্কারপ্রাপ্ত। বাঁকুড়া লোক সংস্কৃতি, চালচিত্র প্রভৃতি পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মণিকৌস্তুভ, সুচেতনা, লোকসংস্কৃতি, বঙ্গদূত, রাঢ়জনসমাচার, চালচিত্র, মেঘরোদ্দুর, ইউলিসিস, লুব্ধক, রবিবাসরীয় জনতা, পত্রিকাবাসর, ঋতু, আর্য, নীলাভাস, সৌরভ প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সহ-সম্পাদক ও প্রকাশক : মণিকৌস্তুভ (১৯৭৮—)। সহ-সম্পাদক : চালচিত্র। প্রকাশিত কাব্য : দুটো কাঁচের

মধ্যে তিনটে ফুল।

পতিত পাবন বন্দ্যোপাধ্যায় (১১। ৫। ১৯১১—) বি. এ. (১৯৩৩)। ছদ্মনাম ঃ বিজনপ্রিয়া, শ্রীশর্মা, শ্রীকর্ষক, রেবন্তকুমার। শিক্ষাব্রতী। নিবাস ঃ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬। প্রহসন ও রসরচনায় দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অশরীরীর দান (উপন্যাস), প্রাণ প্রবাহিনী (অনুবাদ),

পথিকচন্দ্র কবিরত্ন। ছদ্মনাম ঃ বিষ্ণুশর্মা জুনিয়র। রসরচনা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভজহরি।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬৮ — ১৯৩৮) বিদ্যাবিনোদ, মহামহোপাধ্যায়, তত্ত্বসরস্বতী। জন্ম ঃ কসবা কালিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট। ইংরাজী, সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এ (১৮৯০), এম্. এ. ১৮৯২)। মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপক ১৮৯৩), সুর্মা-ভ্যালির ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্‌টর অফ্ স্কুল (১৮৯৭), গৌহাটি কটন কলেজের অধ্যাপক (১৯০৫)। সরদা আইনের প্রতিবাদে মহা-মহোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাশ, হিন্দুবিবাহ সংস্কার, কামরূপ শাসনাবলী (১৩৩৮), পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম, Mr. Gait's History of Assam—a critical Study (১৯০৮), Translation of the Penal Code of the King Kachar.

পদ্মনাভ মিশ্র। দার্শনিক পণ্ডিত। গৌড়দেশীয় 'গড়' নামক রাজ্যের রানী দুর্গা-বতীর (১৫৪৮—৬৪) সভাপণ্ডিত। পিতা ঃ জগদগুরু বলভদ্র মিশ্র। রচিত গ্রন্থ ঃ দুর্গা-বতী প্রকাশ ৭ খণ্ড, বীরভদ্র চম্পু, প্রায়শ্চিত্ত প্রকাশ. বেদান্ত, ন্যায় বৈশেষিক।

পদুঠাকুর। রামপ্রসাদ, দ্বিজ দ্রষ্টব্য।

পবিত্রকুমার ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রুশ-চীন যুদ্ধ (১৩৮২)।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (২৮।৮।১৮৯৩ / ১১। ৫। ১৩০০—৭।৪।১৯৭৪ / ২৪।১২।১৩৮০)। জন্ম ঃ ঢাকা জেলার মধ্যপাড়া গ্রামে মাতুলা-লয়ে। পৈতৃক নিবাস ঃ সিংহপাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা। নিবাস ও মৃত্যু ঃ মানিকতলা সরকারী আবাসন, ভি আই পি. রোড্, কলিকাতা। পিতা ঃ কামিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা ঃ শরৎকামিনী। জামাতা ঃ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কথা-শিল্পী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সাংবাদিক গৌতম বসু। জোড়হাট থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯১৬)। ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে সিঙ্গা-পুর, জাভা, মালয়, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণকারী। আসামের জোড়হাটে মুহুরী। জোড়হাটে সাহিত্যসংসদের প্রতিষ্ঠাতা,—কিছুদিন পল্লীগ্রামে শিক্ষক—কলিকাতায় ইম্প্রুভ্মেণ্ট্ ট্রাষ্টের কর্মী (৩ মাস),—সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর অধীনে সবুজপত্রের তত্ত্বাবধায়ক (১৯১৮)। ১৯১৮ থেকে ৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত কলিকাতার সকল প্রকার সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্য সেবক সমিতি. শিল্পী সংস্থা, আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদ, শ্রীনন্দা আবাসিক বিদ্যালয়, নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দৈনিক স্বরাজ, মাসিক বিজলী. কল্লোল, আনন্দবাজার, দেশ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী, অলকা, বিক্রমপুর পত্রিকা, সবুজপত্র প্রভৃতির সহ-সম্পাদক হিসাবে সংশ্লিষ্ট। কল্লোল যুগের লেখক, নবীন লেখকদের উৎসাহদাতা। বহু বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদক। প্রবাসী, যুগান্তর, কল্লোল, সবুজপত্র, কালিকলম, তরুণের স্বপ্ন প্রভৃতি

পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। ৭৷ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৩৬৯), আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদ, নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার, শিল্পী সংস্থা, বার্মা শেল রিক্রিয়েশন ক্লাব, পৌর প্রতিষ্ঠান, ভারতী সংস্কৃতিভবন, দিশারী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্বর্ধিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অনুবাদ ঃ নীলপাখী (মরিস মেটার লিংকের ব্লু বার্ড—১৩৫১), বুভুক্ষা (ক্নুট্ হ্যামসুনের হাঙ্গার—১৩৪২), চাহার দরবেশ (মীর আম্মানের চার দরবেশ —১৩৭১), লে মিজারেব্‌ল (ভিক্‌টর হুগো —১৩৬৩)। বিদূষী (মলেয়ার The Learned lady অনুসরণে নাটক—১৩৭০), সোনার দেশ, বিড়ালের স্বর্গ প্রভৃতি। সবুজ-পত্র, বঙ্গবাণী, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ঃ একদা যারা মানুষ ছিলো, বুড়ী ইভের গিল, বলকান, মানুষের জন্ম, নতুন চীনের ছোটগল্প, মানুষ ও পশু, রেণবো প্রভৃতি। স্মৃতিচিত্রণ ঃ চলমান জীবন ২ খণ্ড (১৩৫৯), রচনা সংকলন (১৩৫৯)।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১২৷১২৷১৯৪০—)। জন্ম ঃ আমতলি, বরিশাল, অধুনা বাংলাদেশ। পূর্বনিবাস ঃ মানপাশা। বর্তমান নিবাস ঃ ২২ বি, প্রতাপাদিত্য রোড্, কলিকাতা—২৬। পিতা ঃ রোহিণীকান্ত মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ যোগমায়া। বাল্যকালে পিতৃহীন। মাতৃবিয়োগের পর বরিশালের পিরোজপুর শহরে ছোটমাসীর সঙ্গে বাস। কলিকাতায় আগমন (১৯৪৯)। খিদিরপুর একাডেমিতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নের পরে, ভবানীপুর সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৬), আশুতোষ কলেজে সান্ধ্য বিভাগের ছাত্র। বহিরাগত ছাত্র হিসাবে আই এ পাশ (১৯৫৯)। সাউথ সুবারবন স্কুলে গ্রন্থাগারিকের কাজ করার সময়ে চারু-চন্দ্র কলেজের সান্ধ্য বিভাগ থেকে বি এ পাশ (১৯৬১), বাঙ্গালায় স্পেশাল অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৬৩ , কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নন্ কলেজিয়েট্ ছাত্র হিসাবে বাঙ্গালায় এম্ এ (১৯৬৫) পাশ। চেতলা বয়েজ্ স্কুলের শিক্ষক (১৯৬৯), বিদ্যাসাগর কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক (১৯৭০—)। চিত্রশিল্পে দক্ষ —কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ দর্পণে অনেক মুখ (১৯৬০), শবযাত্রা (১৯৬১), হেমন্তের সনেট (১৯৬১), আগুনের বাসিন্দা (১৯৬৭), ইবলিশের আত্মদর্শন (১৯৬৮), অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত (১৯৭০), বিযুক্তির স্বেদরক্ত শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৬)। প্রবন্ধ ঃ বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন (১৯৭৪) কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৮১)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ষাট্ দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৬)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ কবিপত্র (১৯৫৮)।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪৩ —)। ছদ্ম-নাম ঃ জ্যোতিকুমার, জ্যোতিষী, সত্যসখা. চিকিৎসক। জন্ম ঃ আমতলী, দ্বীপবন্দর, বরিশাল, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ প্রতাপাদিত্য রোড্, কলিকাতা। কবি। যুগান্তর পত্রিকায় 'সিপাহী বিদ্রোহের সময় একটি অজ্ঞাত কাহিনী', 'ইছামতী কাঁদে' ও 'পশ্চিমবঙ্গের মেলা', জনসেবক পত্রিকায় 'জাতক কাহিনী' এবং সত্যযুগ পত্রিকায় 'তীর্থে তীর্থে' (ভ্রমণ কাহিনী) ধারাবাহিকভবে প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ কবি পত্র (১৯৫৭), প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ অনেক মুখ (১৯৬০), বিযুক্তির স্বেদরক্ত (১৩৬৮), শবযাত্রা (১৯৭২), হেমন্তের সনেট (১৯৬৩), আগুনের বাসিন্দা (১৯৬৬), ইবলিসের আত্মদর্শন (১৯৬৯) অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত ১৯৭০, মানুষ পৃথিবী, প্রেম, প্রত্যয়, সমিধ। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। সঙ্গীত ঃ গীতি-গুঞ্জ গীতি-

গুচ্ছ তোমারি নামে। ছোটগল্প ঃ গণ্ডুষ, পঞ্চদশী, তিন রাতের অভিনয়। একাংক নাটক ঃ সিঁড়ি ক্যাসাবিয়াঙ্কা মজার পাঠশালা। জীবনী ঃ মানবপ্রেমিক যীশু। প্রবন্ধ ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও আমরা।

পবিত্রমোহন বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ স্মৃতিমধুর।

পম্পা মজুমদার। নিবাস ঃ বেলগাছিয়া, কলিকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস।

পরম ভট্টারক লাহিড়ী। অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ ঃ একদা শারদ প্রভাতে।

পরমানন্দ অধিকারী (১১৪০?—১২৩০ বঙ্গাব্দ)। কৃষ্ণযাত্রার অধিকারী—গায়ক,—দূতীর ভূমিকা অভিনয়ে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ—কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গীত রচয়িতা। কৃষ্ণযাত্রায় তুক্কো গানের প্রবর্তক।

পরমানন্দ গুপ্ত। রচনা ঃ গৌরাঙ্গবিজয়।

পরমানন্দ গোস্বামী। জন্ম ঃ বসন্তপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জ্ঞানাংকুর।

পরমানন্দ দাস (সেন)। কবিকর্ণপুর দ্রষ্টব্য।

পরমানন্দ ন্যায়রত্ন। অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ ঃ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

পরমানন্দ সরস্বতী (৩০।৩।১৩২২/১৫।৭।১৯১৫—৭।৩।১৩৮৭/২১।৬।১৯৮০)। পূর্বাশ্রমের নাম ঃ মৃণালকান্তি দাস। জন্ম ঃ গৌহাটী, আসাম। তিরোধান ঃ করিমগঞ্জ কাছাড়, আসাম। পৈতৃক নিবাস ঃ মৌলভী বাজার, শ্রীহট্ট বাংলাদেশ। পিতা ঃ রায়সাহেব নদীয়াবিহারী দাশ. মাতা ঃ নলিনীবালা। শ্রীহট্টের পাবলিক একাডেমি থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯৩৭)। শ্রীহট্টে মুরারিচাঁদ কলেজে আই এ. পড়ার পরে ফি-এর টাকা দরিদ্র ছাত্রকে দান করায় লেখাপড়া স্থগিত। বাল্যকাল থেকে কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। শ্রীহট্টে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সম্পাদক এবং বাণীচক্র সাহিত্যসংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরে বাণীচক্র সাহিত্যসংস্থা প্রকাশিত 'কবি প্রণাম' স্মারক গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক এবং বলাকা পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দীপালি পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত। শ্রীহট্টের সিদ্ধ মহাত্মা সাধু মদনমোহন এবং সিদ্ধ মীর মহম্মদের কৃপাপ্রাপ্ত। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। প্রথমে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ ও পরে বৈষ্ণব সাধনায় সিদ্ধ। কামাখ্যা, নরেন্দ্রপুর, সিউড়ি, শ্যামনগর ও করিমগঞ্জে শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। কবি সাহিত্যিক. জ্যোতিষী, চিত্রশিল্পী ভাস্কর, স্থপতি ভিষগ্‌ ও মনস্তাত্ত্বিক। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। ম্যানিলা ইউনিভার্সিটি থেকে ডি. লিট্‌ উপাধিতে সম্মানিত। স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন স্বদেশ, সাহানা নবশক্তি, ভারতবর্ষ, প্রবর্তক প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত নিরুক্ত এবং বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত প্রগতি ও কবিতা পত্রিকার নিয়মিত লেখক। উজ্জীবন শারদীয় আনন্দবাজার, শারদীয় যুগান্তর, বেতার জগৎ, এষা, কবি ও কবিতা, ধ্রুপদী, উত্তরসূরী, গঙ্গোত্রী, প্রগতি, কালান্তর, শ্রীসুদর্শন, বাসুদেব, পূর্বাশা, দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, একক, চিত্রাঙ্গদা, অকারিণা, (মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত), কেতকী, দ্বিরেফ, শ্লোক, ভাবীকাল, সাম্প্রতিক, নবপত্র, কবিকণ্ঠ, দৈনন্দিন, যষ্টিমধু, ময়ূখ, দ্বৈপায়ন, অমৃত, শতরূপা, সপ্তর্ষি, শতভিষা, সত্যযুগ, প্রান্তিক, মৌচাক, চন্দ্রভাগা প্রভৃতি বহুপত্র পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। ২২টি কাব্যগ্রন্থ,

অসংখ্য গান ও চিত্রের স্রষ্টা। ধ্যাননিষ্ঠ শিল্পীর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবনের আনন্দ বেদনার প্রকাশ কবিতার বিশিষ্ট গুণ। তন্ময়তা, প্রকৃতিপ্রিয়তা, আন্তরিকতা, প্রকৃতি ও জীবনের রহস্যময় সৌন্দর্যের ধ্যান কবিকে সার্থক জীবনশিল্পী ও সার্থক কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ আকাশ (১৯৪১), দিগন্ত (১৯৪৪), উত্তর বসন্ত (১৯৫১), ইশারা (অনুবাদ কাব্য ১৯৫৩), নির্জন প্রহর (১৯৬৫), অক্ষর ২ খণ্ড (১৯৬৬), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৬৫), আহিতাগ্নি (১৯৬৭), পুনর্বসু (১৯৬৮), বসন্তবহ্নি (১৯৬৯), পঞ্চমুখ (১৯৬৯), কাল মৃগয়া (১৯৭০), আনন্দ জাতক (১৯৭১), কালপুরুষের কড়চা (১৯৭৪), নিগম (১৯৭৬), অভিজ্ঞান (১৯৮০), অন্তরঙ্গ (১৯৮০), বহুরূপী (১৯৮০), নিঃসঙ্গ মাথুর (১৯৮০), ধুলোর প্রদীপে আলোর শিখা (১৯৮৪), যেখানে কমল সেখানে কাঁটা (১৯৮৫)। গদ্য ঃ আশ্রম কথা (সংকলন-১৯৬৩), উত্তর মীমাংসা। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ কাশীরামের মহাভারত ২ খণ্ড।

পরমানন্দ সরস্বতী (৩।৬।১২৮৩—?)। পূর্বনাম ঃ পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায়। জন্ম ঃ সাতক্ষীরার রাঢ়িপাড়া কুমিয়া, খুলনা। পিতা ঃ জমিদার মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়। সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভের ফলে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। ১২ বৎসর বয়সে কবিত্বশক্তি প্রকাশিত। হাওড়া রামরাজাতলায় শংকর মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও মঠাধীশ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতাহার ৩ খণ্ড (কাব্য), ব্রহ্মদত্তের রাজসূয় যজ্ঞ (নাটক), গোবর্ধন লীলা (নাটক), হরে পাগলা (প্রহসন), আনন্দ প্রদীপ।

(ডঃ) পরমানন্দ হালদার (৭।১১।১৩৩৮ বঙ্গাব্দ—)। ছদ্মনাম ঃ ভূশণ্ডী শর্মা। জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস ঃ বেতকাটা, ডেনাতলা, খুলনা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ ঠাকুরনগর গাইঘাটা, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ নিবারণচন্দ্র হালদার, মাতা ঃ সরস্বতী। বারাসত গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৯), গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫১) ও বি. এ. (১৯৫৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ (১৯৬৩) ও পি. এইচ্. ডি. (১৯৭৬)। গোবরডাঙ্গা, হিন্দু কলেজের অধ্যাপক। ডেমোক্রাটিক সোসালিষ্ট্ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও মুখ্য আহ্বায়ক (১৯৭৮—)। পশ্চিমবঙ্গ তপশীলী ও উপজাতি ছাত্র ও যুবসংস্থার সভাপতি (১৯৬০—৭৪)। তপশিলী জাতি ও আদিবাসী শিক্ষক সমিতির সভাপতি (১৯৮০—)। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রপরিষদের প্রাক্তন সভাপতি। ২৪ পরগণা জেলা ছাত্র-পরিষদের সভাপতি (১৯৫৬—৬০)। ভারতবর্ষ, ভারতবাণী ও অন্যান্য সাময়িকীতে রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ ভারতবাণী (১৯৬০—)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আচার্য সুনীতিকুমার।

পরমেশ চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মানুষের পূর্বপুরুষ অন্য গ্রহের মানুষ ১ম, গড়ের মাঠ, আয়না (১৩৮২)।

পরমেশ প্রসন্ন রায়, বি. এ.। নিবাস ঃ আসানসোল, বর্ধমান। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মেয়েলী ব্রতকথা।

পরমেশ্বর কবীন্দ্র (১৬শ শতাব্দী)। হোসেন শাহের সেনাপতি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর নির্দেশে পরাগলী মহাভারত নামে পরিচিত মহাভারত রচয়িতা।

পর্ণা ভট্টাচার্য (১৩।৯।১৯৬৭—)। জন্ম ঃ রাউরকেল্লা। নিবাস ঃ ৪৫, লোটাস পার্ক, কলিকাতা—৪৭। পিতা ঃ মনীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য,

মাতা ঃ ছবি। প্রথম প্রকাশিত রচনা ঃ বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'আশাবরী'তে 'গল্প হলেও সত্যি'। অঙ্কুর সাহিত্য পত্রিকা আয়োজিত ছোটদের গল্প প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার (১৯৮২), এবং বেলগাছিয়া দশমিকা আয়োজিত ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার (১৯৮৩) প্রাপ্তা। অঙ্কুর, উজ্জ্বল ভারত, মোহেন-জো-দড়ো, বিকাশ শিশুপত্রিকা, হাতেখড়ি প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ লেখিকা।

পরশুরাম চক্রবর্তী (১৬।১৭শ শতাব্দী)। কবি। রচনা ঃ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (কালিয়দমন, সুদামা চরিত্র, গুরুদক্ষিণা, কৃষ্ণগুণ কথন, জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা)।

পরশুরাম মিত্র (আঃ ১৭শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ পশ্চিমবঙ্গের চম্পকনগরে। রচনা ঃ কৃষ্ণমঙ্গল, মাধবসঙ্গীত।

পরাগ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭।১২।১৯১৭—)। জন্ম ঃ রাঁচি, বিহার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মৌর্যশাসন ও তাহার প্রকৃতি।

পরাণ দাস (১৮শ শতাব্দী)। বৈষ্ণব পদকর্তা।

পরিচয় গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পাতালে লম্বুদা (শিশুসাহিত্য—১৯৭৫)।

পরিতোষ ঠাকুর। নিবাস ঃ কলিকাতা, পিতা ঃ ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ ঃ সামবেদ সংহিতা (১৯৭৫)।

পরিতোষ দত্ত। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি (১৯৭১)। রচিত গ্রন্থ ঃ পরিণয় রহস্য।

পরিতোষ দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম (১৯৭৮)।

পরিতোষ পালচৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাছাড়ে কান্না (প্রবন্ধ)।

পরিতোষ বসু। প্রকাশিত কাব্য ঃ যৌবন অগ্নি আত্মা।

পরিতোষ সান্যাল (২৫।১১।১৯৩৯—)। ছদ্মনাম ঃ সুবিনয় মুস্তাফী। জন্ম ঃ পাবনা জেলার রামনগরে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস ঃ পাঁচবাড়িয়া, রাজশাহী, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ পূর্বাচল, কলিকাতা—৭৮। পিতা ঃ অধ্যাপক ও সাহিত্যিক আশুতোষ সান্যাল, মাতা ঃ কনকদেবী। ব্যারাকপুর মন্মথনাথ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৫), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৭ , ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৫৯) ও ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৬১)। মুর্শিদাবাদ কান্দী রাজ কলেজের অধ্যাপক (১৯৬২), সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের আংশিক কালের অধ্যাপক (১৯৭৫—৭৬), শ্যামাপ্রসাদ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (১৯৬২—), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিককালের অধ্যাপক (১৯৭৯—)। অনুক্ত, নূতন পরিবেশ, ধ্রুপদী, শিলাদিত্য, গঙ্গোত্রী, অমৃত, উত্তরসূরী, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি কবিতায় গল্প, কবিতা, সমালোচনা প্রকাশিত। অনুক্ত পত্রিকার চিত্র সমালোচক। প্রকাশিত কাব্য ঃ মহম্মদ ইলিয়াস বলেন (১৯৬৬), আত্মহননের ঋতু (১৯৮৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্প।

পরিমলকান্তি ঘোষ। নিবাস ঃ নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা—৯। প্রকাশিত কাব্য ঃ পথের বাঁকে।

পরিমলকুমার রায় (?—১৯৫১) এম্. এ. বি এল্. পি আর্ এস্. (১৯৪৬), পি. এইচ্. ডি (অক্স্ফোর্ড—১৯৫১)। জন্ম ঃ কাঁথি, মেদিনীপুর। পিতা ঃ বরেন্দ্রকুমার রায়। অর্থনীতিবিদ্, দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী—কারাদণ্ডিত (১৯৩১—

৩৮, ১৯৪০—৪৪)। বঙ্গবাসী কলেজ, সিটি কলেজ, হুগলী মহসীন কলেজ ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রাষ্ট্রসংঘে (U. N. O.) ভারতের প্রতিনিধি (১৯৫১)। রোম ও নিউইয়র্ক ভ্রমণকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইদানীং, The Agricultural Economics of Bengal (১৯৪৬), The Theory and Practice of Agricultural Insurance (১৯৫১)।

পরিমল গোস্বামী (১৮৯০—২৬।৬।১৯৭৬), এম্. এ.। ছদ্মনাম: এককলমী, পরাশর শর্মা, ফোক্ষ্টেটর। জন্ম: ফরিদপুরের রতন দিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে। মৃত্যু: কলিকাতায় সিঁথির বাসভবনে। পিতা: কবি বিহারীলাল গোস্বামী। পৈত্রিক নিবাস: পাবনা। কলিকাতায় ও শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত—রবীন্দ্রসান্নিধ্যপ্রাপ্ত। প্রবেশিকা (১৯১৫) বি. এ. (১৯২৩) ও এম্. এ. উত্তীর্ণ। ফটোগ্রাফিতে দক্ষ। প্রবাসী, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যুগান্তর পত্রিকার রবিবাসরীয় সাময়িকী বিভাগের কর্মী (১৯৪৫—৬৪)। সরস ব্যঙ্গাত্মক রচনায় দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: বুদ্বুদ (১৯৩৬), ট্রামের সেই লোকটি, দুষ্মন্তের বিচার, ঘুঘু (নাটক), ব্লাকমার্কেট, মারকে লেঙ্গে (গল্প), ক্যামেরার ছবি, আধুনিক আলোকচিত্রণ, আষাঢ়ে দেশ, ডিটেকটিভ্ শিবনাথ, স্মৃতিচিত্রণ: দ্বিতীয় স্মৃতি, পত্রস্মৃতি, আমি যাঁদের দেখেছি, যখন সম্পাদক ছিলাম, পথে পথে (ভ্রমণ), ম্যাজিক লণ্ঠন, সপ্তপঞ্চ, পুরুষের ভাগ্য প্রভৃতি।

পরিমল চক্রবর্তী (৬।১।১৯৩৮—)। জন্ম: মৈমনসিংহ শহর, বাংলাদেশ। পৈতৃক নিবাস: কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ। নিবাস: ৪৩৪, পূর্বসিঁথি রোড্, কলিকাতা—৩০। পিতা: কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা: প্রভাসিনী। রিপন কলেজিয়েট স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৩), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এস্. সি (১৯৫৫), অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি. এ (১৯৫৮), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এম্. এ. (১৯৬০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম্ এ. (১৯৬২), ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. এড্. (১৯৬৬), ইন্স্টিটিউট্ অফ্ ইংলিশ থেকে ডি. ই. এল্. টি. (১৯৭৪)। শিক্ষক কবি ও প্রবন্ধকার। সারা বাংলা কিশোর উৎসবে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার (১৯৫৫), স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায় হরিচরণ শীলস্মৃতি পুরস্কার (১৯৫৮) প্রাপ্ত। নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ২৪ পরগণা শাখার সহ-সভাপতি, অল ইণ্ডিয়া মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ এণ্ড্ লিটেরারি কন্ফারেন্সের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ-সভাপতি, ওয়ার্ল্ড্ ইউনিয়ন ইণ্টারন্যাশন্যালের বরাহনগর শাখার সহ-সভাপতি, কলম্বোয় অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি (১৯৭৮)। দেশ, পরিচয়, উত্তরসূরী, কবি ও কবিতা, সংহতি, জিজ্ঞাসা, সাহিত্যতীর্থ, সাহিত্যচিন্তা, উদীচী, একক, জাগরী ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: নির্বাসন (১৩৬৮), ঝর্ণা মন (১৩৬৯), রঞ্জিত ফাল্গুন (১৩৮৩), স্মৃতি বিস্মৃতির গান (১৩৯১), পরিস্রুত অন্ধকার (১৯৮৫)। প্রবন্ধ: সাহিত্যের স্বাধিকার ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৩৮৯), তিরিশের পর বাংলা কবিতা (১৯৮৫)। বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার (১৯৮৬)। সম্পাদিত পত্রিকা: সূচনা (১৯৬৮)।

পরিমলচন্দ্র লাহিড়ী (১৯৩০—)। জন্মস্থান ঃ ফরিদপুরের রাজবাড়ী। পিতা ঃ হেরম্বচন্দ্র লাহিড়ী। বিহার থেকে এম্ এ পাশ (১৯৬১)। কিষণগঞ্জ মাড়োয়ারী কলেজের অধ্যাপক। সমাচার ও Search light পত্রিকার সংবাদদাতা। বাঙ্গালী সমিতির শাখা সম্পাদক। পূর্ণিয়া সাংবাদিক সমিতির সম্পাদক, পৌরসভার কমিশনার। সম্পাদক ঃ বৈশালী, বীথি, উত্তরাপথ (হিন্দী)।

পরিমল পাল (১।১।১৯৫৭—)। ছদ্মনাম ঃ বীক্ষণ, ইতি, সন্ধ্যা, শকুন্তলা মুখোপাধ্যায়, আমি, নীহারিকা, মন-আমি ইমামী, সবুজ পথিক, বনানী পাল, নীলাভাস। জন্ম ও নিবাস ঃ সানবাঁধা, বাঁকুড়া। পিতা ঃ ক্ষুদিরাম পাল। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। ডিপ্ ইন্ জার্নালিজম্। কবিতা ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লেখক। সহ-সম্পাদক ঃ পত্রপল্লব, দোপাটী, পঞ্চমা। প্রকাশিত কাব্য ঃ রাত্রি গভীরে নামে (১৩৮৬)।

পরিমল মিত্র। সম্পাদক ঃ মাসিক আগন্তুক (১৩৪০)।

পরিমল মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দিল ডাক।

পরীক্ষিত। অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ ঃ কি করে নিজের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হতে পারেন। (মিলড্রেড্ নিউম্যান ও বার্নার্ড্ কারকুইজের How to be your best friend এর অনুবাদ—১৩৮২), হস্তরেখায় আপনার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। জন্ম ঃ মেদিনীপুর। সম্পাদক ঃ শোভনা (১৩২৯—৩২)।

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৯২৪—৯।৯।১৯৮২)। জন্ম ও মৃত্যু ঃ ডালিমতলা লেন, কলিকাতা। পিতা ঃ ডঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত, মাতামহ ঃ রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম্ এ (১৯৪৬)। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের প্রেরণায় থাইল্যাণ্ডে ব্যাংকক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ডঃ কালিদাস নাগের অধীনে থাই ও ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষক। তমলুক কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯৫১),—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের এসিস্ট্যান্ট্ কিউরেটর (১৯৫৫) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউজিওলজির প্রতিষ্ঠাতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগের ডিরেক্টর (১৯৬০—৮১)। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ইংরাজী ও বাঙ্গালায় ৩০০-র অধিক প্রবন্ধ লেখক।

পরেশচন্দ্র ধর। আধুনিক নাট্যকার। নাটকে অভিনব আঙ্গিকের স্রষ্টা। প্রকাশিত নাটক ঃ শুধু ছায়া (ইতালীয় নাট্যকার পিরানডেলের Six characters of an author এর ছায়া অবলম্বনে রচিত), ডানা ভাঙ্গা পাখী, কালপুরী (১৯৬২), বিবেকানন্দ (১৯৬২)।

পরেশচন্দ্র নন্দী (১৩১৩— ×।১।১৩৪০), বি এস্ সি, এম্ বি (১৯৩২)। জন্ম ঃ নাছিরাবাদ, ত্রিপুরা। মেডিক্যাল কলেজের রেসিডেণ্ট্ হাউস সার্জেন। সম্পাদক ঃ মাসিক শতদল।

পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ঃ হরিপাল, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলার পুরাবৃত্ত।

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১।৯।১৯১৭/১৫।৫।১৩২৪—)। জন্ম ঃ মসুয়া, মৈমনসিংহ। বর্তমান নিবাস ঃ সুভাষগড়, হাজীনগর, নৈহাটী, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ তারিণীচরণ

স্মৃতিতীর্থ, মাতা ঃ সরোজিনী। আচমিতা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় (জর্জ ইন্‌স্‌টিটিউসন) থেকে ১ম বিভাগে প্রবেশিকা (১৯৩৫), মৈমনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আই. এ. (১৯৩৮), বাঙ্গালায় অনার্স সহ ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে বি. এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯৪৩)। মৈমনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের শিক্ষক (১৯৪৪)। মাগুরা শহীদ সুরাবর্দি কলেজ (১৯৪৫), নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল (১৯৪৫—৪৬), ঢাকা জগন্নাথ কলেজ (১৯৪৬-৪৮), রাজশাহী কলেজ (১৯৫৩-৫৪), নৈহাটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ (১৯৫০—৫৩, ১৯৫৪—৮৩) এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের (খণ্ডকাল ১৯৭৭—) অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মহাভারতীয় গল্প, পুরাণের গল্প (১৯৫৩), পল্লীগীতি কাব্যকথা, জাতকের গল্প, উপনিষদের গল্প, ভাগবতের গল্প, ভারত নারী, মঙ্গল কাব্যের কথা (১৯৫৩), মঙ্গল কাব্যের গল্প (১৯৫৪), জ্ঞান ও কর্মে বাঙ্গালী (১৯৫৪), সাহিত্যে বাঙ্গালী (১৯-৫৫), রামায়ণী কথা (১৯৫৫), ধর্মে বাঙ্গালী, দেশপ্রেমে বাঙ্গালী, দেবীযুদ্ধের কাহিনী, ভক্তজীবন কাহিনী, সাধক জীবন কাহিনী, কালিদাস কাহিনী, বাইবেলের কাহিনী, কালিদাসের গল্প, কুমার সম্ভব, পৌরাণিক কাহিনী, সেকালের রাজাদের গল্প, সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প, বত্রিশ পুতুলের গল্প, কল্কিপুরাণের গল্প, প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় আর্য সাহিত্য (১৯৬৩), বাংলা সাহিত্যের পরিচয় (১৯৬৪)। সম্পাদক ঃ আধুনিক বিশ্বকোষের চরিতশাখা।

পরেশচন্দ্র ভোরা (২৩।১০।১৯১৯—)। জন্ম ঃ কলিকাতার তালতলায় রামশংকর রায় লেনে রোমান ক্যাথলিক পরিবারে। আদি নিবাস ঃ গোল্লা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। পিতা ঃ জি. ভোরা, মাতা ঃ রুবি। গোল্লা গ্রামে মিশনারী হোলিক্রশ হাইস্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৮ বৎসর বয়সে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত। ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের পরে গুরুর আদেশে গুরুর কার্যে নিযুক্ত। বাল্যকাল থেকেই গল্প লেখায় আগ্রহী। দেওঘরে সৎসঙ্গের আলোচনা পত্রিকায় প্রবন্ধ কবিতা ও গল্পলেখক। সহ-সম্পাদক ঃ আলোচনা (সৎসঙ্গ, দেওঘর) প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের জীবনী ৩ খণ্ড, ছোটদের শ্রীশ্রী ঠাকুরের জীবন ও দর্শন, অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্র।

(ডঃ) পরেশচন্দ্র মজুমদার (২৮।১২।১৯-৩৩—)। জন্ম ঃ ভবানীপুর, কলিকাতা। বর্তমান নিবাস ঃ নাটাগড়, সোদপুর, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ মন্মথনাথ মজুমদার, মাতা ঃ নন্দরাণী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫৭), তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানে স্বর্ণপদকসহ এম্. এ (১৯৬০), ডি. লিট্ (১৯০৮)। রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৭১—৭২)। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভাষা বিজ্ঞানের অধ্যাপক (১৯৬১-৭৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক (১৯-৬১—৭৬)। সারস্বত, চতুষ্কোণ, গাঙ্গেয় পত্র, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (ক. বি), ভাষা, লেখা ও রেখা, ঐকতান (সোদপুর), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, Our Heritage, Indian Studies—Past and Present প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ A Historical Phonology of Oriya (D. Litt প্রাপ্ত—১৯৭০), প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার ক্রমবিকাশ (১৯৮১ রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত), বাঙলাভাষা পরিক্রমা ১ম (১৩৮৩),

ঐ ২য় (১৩৮৬), বাঙলা বানানবিধি (১৯৮২)।

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (×।১২।১৯০৪—)। জন্ম ঃ সুলতান সাহাদি গ্রাম, ঢাকা। পিতা ঃ গোপীমোহন সেনগুপ্ত। দুপতারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (১৯২২), জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ থেকে আই. এস্ সি. (১৯২৪), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি. (১৯২৮) উত্তীর্ণ। শিক্ষক (১৯২৮-৩০), আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক (১৯৩২-৪০), কাশিমবাজার মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিজ্ঞানের মায়াপুরী (১৩৪৬), কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথ (১৩৪৭), রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৮), অদৃশ্য গোয়েন্দা (১৩৫২), নূতন আলো (১৩৫৪), মানুষের বন্ধু (১৩৫৭), হেনরি ফোর্ড, দানবীর কর্নেগী, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, শিলাদিত্য, মহারাজা গুহ বাপ্পাদিত্য, সমর সিংহ, লক্ষ্মণ সিংহ, হামির, চণ্ড, রাণা কুম্ভ, রাণা সঙ্গ, বনবীর।

পরেশ দত্ত (আঃ ১৯৫৭—)। নিবাস ঃ হাটজান বাজার, সিউড়ী, বীরভূম। পিতা ঃ রবিলাল দত্ত। লোকগীতি, ভক্তিগীতি ও বাউল সঙ্গীত রচয়িতা।

পরেশনাথ ঘোষ। সম্পাদক ঃ মাসিক মধুকর (১৩০৬)।

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস ঃ পোলবা, হুগলী। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ বেহাগের পর।

পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত কাব্য ঃ সাধ ও সাধনা।

পরেশ মণ্ডল (৩।৩।১৯৩৯—)। জন্ম ঃ মৌখালি, মগরাহাট, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ স্বদেশসেবী মোক্তার কানাইলাল মণ্ডল, মাতা ঃ দুর্গেশনন্দিনী। পত্নী ঃ স্বপ্না। মৌখালি গোপীনাথপুর গৌরববালা বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৩), বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হওয়ার পর অসুস্থতার জন্য পড়া স্থগিত,—সিটি কলেজের নৈশ বিভাগ থেকে আই. এ. (১৯৫৯) ও বি এ. (১৯৬১), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বাঙ্গালায় স্পেশাল অনার্স (১৯৬৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নন কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী হিসাবে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৬৬)। ইষ্টার্ন রেলওয়ের করণিক (১৯৫৬), পরে ইলেকট্রনিক ডাটা প্রসেসিং এর কর্মী। কবি। অঙ্কুর, ধ্রুপদী, দেশ, অমৃত, পরিচয়, বসুধারা, বিংশ শতাব্দী, শ্রুতি, কবিপত্র, কালক্রম, উত্তরসূরী, মহাদিগন্ত পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ অদূরে জলের শব্দ (১৯৬৩), প্রতিবিম্ব (১৯৬৭), মানমন্দির (১৯৬৯), ৪৪৪ (১৯৭২), পেণ্ডুলাম (১৯৭৯—পাঁচজন কবির সঙ্গে)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ ঈগল (অশোক চট্টোপাধ্যায় সহ), মহাদিগন্ত।

পরেশ সাহা। ছদ্মনাম ঃ ভরত পুত্রম্, শাহজী। বিভিন্ন পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ কথাশিল্পী।

(ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত (২৪।১১।১৩৪৬/৮।৩। ১৯৪০—) ছদ্মনাম ঃ ত্রিরাজপ্রসাদ, বদন মুন্সী। জন্ম ঃ কলিকাতা, নিবাস ঃ ২১/১, রসা রোড্ সাউথ থার্ড লেন কলিকাতা-৩৩। পিতা ঃ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। মাতা ঃ প্রভা। পত্নী ঃ ছন্দা। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ পি. এইচ ডি। অধ্যাপক। প্রথম রচনা 'রাত্রির গান' কবিতা মিত্র ইন্স্টিটিউসনের পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৫৪)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ চতুষ্কোণ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বি আংকার রাজা (অনূদিত উপন্যাস—১৯৬৬), হেনরী ডিরোজিও ঃ কবি ও প্রাবন্ধিক (১৯৬৯), ডিরোজিওর কবিতা (অনুবাদ—১৯৭০)। উনিশ শতকের

ইংরাজী সাহিত্যে বিপ্লবী ভারতের চিত্রকল্প (১৯৭১), বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী উপন্যাস (১৯৭৩), রবীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনা (১৯৭৩)।

পলাশ মিত্র (১৯৩৭—)। জন্ম: জেজুর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: এই কালী মন্দির এই কালীঘাট (ইতিহাস), ভুলের ফল। সম্পাদক: কাঁচপাতা।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। ছদ্মনাম: বাস্তুহারা। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: আমরা বাঙ্গালী, খুলনার কথা, ঠাকুরমার উপকথা বা ভূতের দেশ, সক্ষম জামাই, রাক্ষসপুরী, রাক্ষসীর থলে, রাক্ষসের দেশে প্রভৃতি।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (১৩০২ বঙ্গাব্দ—১৮।৫।১৯৪২ খ্রীঃ) নিবাস: কল্যাণপুর, হাওড়া। পিতা: যাত্রানাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। যাত্রানাটক রচয়িতা। মাসিক ৫০ টাকা সরকারী সাহিত্যবৃত্তি প্রাপ্ত। রচিত যাত্রা নাটক: অকালবোধন, বিজয় বসন্ত, সতী, ক্ষুদিরাম, লায়লা মজনু, বাংলার বিপ্লবী ছেলে, কংস প্রভৃতি।

পশুপতি চৌধুরী। গীতিনাট্যকার। প্রকাশিত গীতিনাট্য: কল্যাণী, দশরথ, শ্মশান, সুযজ্ঞ প্রভৃতি।

পশুপতি তরফতার। প্রকাশিত কাব্য: অন্ধকার সিঁড়ি, আলোকিত অঙ্গন।

পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সাংবাদিক। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক: দৈনিক প্রভাবতী (১৮৭৯)।

পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী দ্রষ্টব্য।

(ডঃ) পশুপতি ভট্টাচার্য (১৫।১১।১৮৯১—২৭।১।১৯৭৮)। পৈতৃক নিবাস: হুগলী জেলার নৈহাটী গ্রামে। জন্ম: পিতার কর্মস্থল বিহারের আরা জেলায়। নিবাস: ২৬, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৩। পিতা: আশুতোষ ভট্টাচার্য, ভ্রাতা: সাহিত্যিক গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল্. এম্. এফ্. এবং স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে ডি. টি. এম্. পাশ। কলিকাতা বাগবাজারের খ্যাতনামা চিকিৎসক—কিছুকাল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহকারী। শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ ভক্ত—রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ও স্নেহধন্য। ২০টি গ্রন্থের লেখক। পরিচয় পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: উন্মোচন। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতীয় ব্যাধি ও চিকিৎসা (১৯৩৬), ডাকের চিঠি (রম্যরচনা—১৯৩৭), আহার ও আহার্য, পদব্রজ (উপন্যাস—১৯৩৮), দুই নৌকা (উপন্যাস—১৯৪০), অস্তগামী চাঁদ (ষ্টাইন বেকের অনুবাদ—১৯৪৮), মহাযোগী (আর্ আর্ দিবাকরের অনুবাদ—১৯৪৪), সহজ মানুষ, যুক্তধারা, ঘূর্ণাবর্ত (উপন্যাস), দেহ যমুনা (ঐ), ঐন্দ্রজালিক (ঐ), কৃষ্ণদ্বীপের রাণী (ঐ), বিবাহের পরে, অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রকথা (স্মৃতিচারণ—১৯৭৫), শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও কর্ম (জীবনী), কে এই মা (ধর্ম), দিব্যজীবনের সন্ধানে (ঐ)।

পশুপতি মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত উপন্যাস: উন্মাদিনী (১২৯৭)।

প্রকাশ কুমার নন্দী। ছদ্মনাম: অগ্নিদূত। সাময়িক পত্রিকার লেখক।

প্রকাশ চক্রবর্তী। প্রকাশিত কাব্য: আকাঙ্ক্ষার নিরন্ন কাকেরা (১৩৮২)।

প্রকাশচন্দ্র গুহ। সাংবাদিক। সম্পাদক: চারুমিহির, মৈমনসিংহ।

প্রকাশচন্দ্র দত্ত। সাহিত্য পত্রিকার লেখক। ছোটগল্প লেখক। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ: পঞ্চমুখী (১৩১১)। গল্পগুলি গীতি কবিতার মত সৌন্দর্যে ও কবিত্বসৌরভে মধুর।

প্রকাশচন্দ্র দাস। নিবাস: চন্দননগর,

হুগলী) সাংবাদিক সম্পাদক ঃ যুগান্তর (চন্দননগর)।

প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ঃ শ্রীরামপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বর্ণচোরা, ঋষ্যশৃঙ্গ, নিয়তির খেলা, মরণের পথে, নিবৃত্তি, মোহমুক্তি।

প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ মাসিক বীণাপাণি (১২৯৪)।

প্রকাশচন্দ্র সেনগুপ্ত (×।৬।১৯৪০—)। নিবাস ঃ চক্রবর্তীপাড়া লেন, বালি, হাওড়া। স্নাতকোত্তর শিক্ষা। চাকুরিজীবী। নৈবেদ্য, চরৈবেতি, হিমবাহ, পারানি, আনন্দ বিকল প্রভৃতি পত্রিকার লেখক।

প্রকাশ ভট্টাচার্য (৮।১২।১৯২৮/২২।৮।১৩৩৫—) বি. এস্. সি. এম্. আই. ই. ই. এফ্. আই. ভি.। ছদ্মনাম ঃ বঙ্গজ, ভারত নাগরিক। জন্ম ঃ রাজশাহী শহর, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ ৮৮, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা—২৫। পিতা ঃ প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য, মাতা ঃ নিলীমা। কন্সালটিং চাটার্ড ইঞ্জিনিয়ার ও করপোরেট ভ্যালুয়ার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নেতাজী ও কুইস্লিং প্রসঙ্গ (১৯৭৫)।

প্রজাপতি জানা। জন্ম ঃ মেদিনীপুর। যুগ্ম সম্পাদক ঃ শোভনা (১৩২৯)।

প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী, স্বামী (১২।৮।১৮৮৪—৫।২।১৯২১)। পূর্বাশ্রমের নাম ঃ সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জন্ম ঃ দারোগা পিতার কর্মস্থলে গলাচিপায়। মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। প্রবেশিকা পাশ (১৯৫১)। এফ্. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন। বরিশাল ব্রজমোহন ইন্স্টিটিউসনের শিক্ষক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। স্বদেশবান্ধব সমিতির সহ-সম্পাদক। ১৯০৯ খ্রীঃ স্বদেশবান্ধব সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় ১৯০৯ থেকে ১৯১১।১২ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মে, পড়াশুনা ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় অতিবাহিত। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যালের সঙ্গে সংযুক্ত। কাশীতে বিপ্লবী দল গঠন ও সংস্কৃত শিক্ষালাভ। কাশীর শঙ্করাচার্য সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাসে দীক্ষাপ্রাপ্ত (১৯১৩)। ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার (১৯১৬) মেদিনীপুরের মহিষাদলে অন্তরীণ (১৩২২—২৬)। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় কলিকাতা বাস। তাঁরই নামে অনুগামীদের দ্বারা সরস্বতী প্রেস প্রতিষ্ঠা (১৯২৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রাজনীতি বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস ৩ খণ্ড (১৩২২—৩৪), কর্মতত্ত্ব, সবলতা ও দুর্বলতা, অভেদানন্দ দর্শন, শিবমহিম্ন স্তোত্র ও মণিরত্নমালা, সামবেদীয় সন্ধ্যা পদ্ধতি, তর্পণ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াবিধি।

প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী (১৯০৭—) পূর্বাশ্রমের নাম ঃ পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ঃ প্রসাদপুর, হুগলী। নিবাস ঃ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬। পিতা ঃ এন্. সি ব্যানার্জি। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯২৩), সিটি কলেজে আই. এ পড়ার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী অভেদানন্দের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত (১৯২৭), রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে যোগদান (১৯২৭)। গুরুর নির্দেশে বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নের পর কাশীতে ন্যায়শাস্ত্র, বেদান্ত দর্শন ও উপনিষদে শিক্ষাপ্রাপ্ত। গৃহাশ্রমে অন্ধ গায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্তের নিকট ও ধ্রুপদী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ধ্রুপদ গানে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত, বিখ্যাত গায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র সঙ্গীত রত্নাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ধ্রুপদ

ও কলিকাতায় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট খেয়াল গানে শিক্ষাপ্রাপ্ত। দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট, কলিকাতা রামকৃষ্ণমঠের সম্পাদক। সঙ্গীত ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা। Historical Development of Indian Music গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬০), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট্. উপাধিতে ভূষিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরোজিনী স্বর্ণপদকে সম্মানিত (১৯-৭৩)। সঙ্গীত নাটক একাডেমির ফেলো (১৯৬৩—)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অভেদানন্দ দর্শন, পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস, রাগ ও রূপ, তীর্থরেণু (স্বামী অভেদানন্দের ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা, ২য় সং ১৩৬৯), সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ২ খণ্ড, শ্রীদুর্গা, মন ও মানুষ, বাণী ও বিচার (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ব্যাখ্যা, (১৯৭৪), নাট্য সঙ্গীতের রূপায়ণ, মন্ত্র সাধনা ও সঙ্গীত। History of Indian Music, Historical Study of Indian Music, Music of the Nations, Philosophy of Progress and Perfection, School of Indian Philosophical Thought, Philosophical ideas of Swami Abhedananda, Thoughts on Yoga, Upanisad and Gita, Soul and Absolute প্রভৃতি।

প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির। বাঙ্গালী বৌদ্ধ-পণ্ডিত। রেঙ্গুন মহাবোধি সোসাইটির অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রবাস সুহৃদ (১৯-২৯), আহ্নিক ক্রিয়া, মিলিন্দ প্রশ্ন (রেঙ্গুন-১৯৩১), নারকীয় দুঃখবর্ণনা (১৯৩০)।

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। জন্ম ঃ কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশে। পিতা ঃ হেমেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, স্বামী ঃ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। লরেটো কন্ভেণ্টে শিক্ষাপ্রাপ্তা। চিত্র ও রন্ধনশিল্পে নিপুণা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আমিষ ও নিরামিষ আহার ৩ খণ্ড (১৯০০), জারক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ মাসিক পুণ্য (১৩০৪—৮)।

প্রজেশকুমার রায় (১৯০৯/১৩১৬—৩০।৫।১৯৬২) ছদ্মনাম ঃ কটোয়াল। জন্ম ও নিবাস ঃ শ্রীহট্ট, বাংলাদেশ, মৃত্যু ঃ পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জে কুলচান্দ হাইস্কুলে মাসিক ২৫ টাকা বেতনের শিক্ষক। কবি—শ্রীহট্টের বলাকা কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। কলিকাতার প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, দেশ, কবিতা, পরিচয় প্রভৃতি, শ্রীহট্টের কমলা, জনশক্তি, স্বাধিকার, যুগশক্তি, পল্লীবাণী, ঢাকার আমার দেশ, শিশুপত্রিকা, খেলাঘর, স্মৃতিকথা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। পাক আমলে সুনামগঞ্জ থেকে ঢাকায় ইত্তেহাদ পত্রিকায় যোগদান, ইত্তেহাদ বিলুপ্ত হওয়ার পর 'আমার দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। আমার দেশ পত্রিকায় কবিতা, রসরচনা প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার জটিলতামুক্ত সহজ সরল ও অকপট মনের প্রকাশ তাঁর কবিতার বিশিষ্ট গুণ। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ নকীব (সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট)। প্রকাশিত কাব্য ঃ যাত্রারম্ভ (১৯৩৪), চাঁদ ও রাহু (১৯৩৫), সীমান্তের চিঠি, জনসমুদ্র, একটি ফুলের গুচ্ছ, এক যে ছিল, দীপান্বিতা (নির্বাচিত কবিতা সংকলন), নতুন কবিতা।

প্রণতি মুখোপাধ্যায় (২৩।১।১৩৪৪/৬।৫।১৯৩৭—)। পিতা ঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মাতা ঃ ইন্দুপ্রভা। বেথুন স্কুল থেকে স্কুলফাইন্যাল (১৯৫৩), বেথুন কলেজ থেকে দর্শনে অনার্সসহ বি. এ (১৯৫৭),

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম্. এ. (১৯৫৯), ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৬৯) উত্তীর্ণ। রামমোহন কলেজের অধ্যাপিকা (১৯৬৫—৮০), টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের সম্পাদিকা ও অধ্যাপিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : তুঁহু মম (উপন্যাস), শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম (১৩৭৯), উইলিয়ম উইনস্টানলি পিয়র্সন (জীবনী—১৩৯০), বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে দীনবন্ধু এন্‌ড্রুজের দুটি প্রবন্ধের অনুবাদ—১৩৭৮)।

প্রণব দাসশর্মা (১৯৪১—)। নিবাস : জি ১৫/৩, করুণাময়ী, সল্টলেক, কলি-৯১। পেশা : মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, শিক্ষা : বি. এস সি (ক বি.)। কবি, সাহিত্যিক, প্রকাশিত কাব্য : এখন যেখানে দাঁড়িয়ে, প্রার্থিত সময়ের জন্য, প্রতিবন্ধী প্রতিদ্বন্দ্বী, ইচ্ছের ভিতরে যাচ্ছেতাই। গল্প : ছোট গল্প।

প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮।৯।১৯৩৫ —) এম্. এ., বি. টি.। জন্ম : দিনাজপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা : প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : সবিতারাণী। শিক্ষক—সম্পাদক : বর্তিকা (গোরাবাজার—১৯৬৩), প্রকাশিত গ্রন্থ : আলোর ঝিনুক (উপন্যাস —১৩৭৪)।

প্রবণবকুমার মজুমদার। ছদ্মনাম : ওঁকার গুপ্ত। রসরচনায় দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্যাপার বহুতর।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় (১৬।১০।১৯৩৭ /২৯।৬।১৩৪৪ –)। নিবাস : ফ্ল্যাট্ জে-৬, এম্. আই জি হাউসিং এষ্টেট, ৩৭ বেলগাছিয়া রোড্, কলিকাতা-৩৭। দৈনিক উষা পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত (১৯৪৭)। প্রকাশিত কাব্য : অতলান্ত (১৯৫৫), এসো হাত ধরো (১৯৭৭)।

প্রণব ঘোষ (১।১০।১৯৪২—)। জন্ম : কদমতলা, হাওড়া। পিতা : প্রভাতকুমার ঘোষ, মাতা : রেণুকা। পৈতৃক নিবাস : কামদেবপুর, শ্রীরামপুর, হুগলী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ (১৯৬৫) এবং এল্. এল্. বি (১৯৬৬)। ব্যাংকের কর্মী—বর্তমানে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে Industrial Finance Officer.। ধনিষ্ঠা পত্রিকায় প্রকাশিত 'নেপথ্য সংলাপ', বিংশ শতাব্দী পত্রিকায় প্রকাশিত 'যুধিষ্ঠিরের সেই কুকুরটি', বিচিন্তায় প্রকাশিত 'দগ্ধ দ্বৈপায়ন' ও 'লাল গোলাপ' বিশেষভাবে প্রশংসিত। অন্যান্য গল্প ও কবিতা সচিত্র শিশির, স্ক্রীণ, আলোছায়া ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : নিরিখ, ধনিষ্ঠা।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়। নিবাস : দমদম (শ্যামনগর), ২৪ পরগণা। কবি। আত্মপ্রত্যয় ও সমাজসচেতনতা কবিতার বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত কাব্য : সময় ভাঙ্গার গান, দেওয়ালের উল্টো পিঠে।

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় (২১।৪।১৩৩১ বঙ্গাব্দ —)। ছদ্মনাম : অভিমন্যু। জন্মস্থান : খুলনা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : বেলেঘাটা মেন রোড্, কলিকাতা। পিতা : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : শিশুবালা। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। কলিকাতা কাস্‌টম্‌সের এ্যাপ্রেজর। দৈনিক স্বরাজ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। সম্পাদক : মাসিক স্বাক্ষর, ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র। ইংরাজী ত্রৈমাসিক ইণ্ডিয়ান ভার্স। কবি ও ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : সাজঘরের নায়িকা, নদীর ঠিকানা। গল্প : চিরকুট, রঙ্‌তুলি, কতজনে কত মন। কাব্য :

মুখোশের রঙ্, যেখানেই যাও, ইস্তাহার, মুসাফির, কাদামাটির দুর্গ, শহর।

প্রণববন্ধু চক্রবর্তী (২৬।১০।১৯৪৬—২৮। ৫।১৯৭০)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ স্মৃতি (গল্প ও কবিতা সংকলন—১৯৭১)।

প্রণব মাইতি (২১।৬।১৯৪৮—)। ছদ্ম-নাম ঃ সুবর্ণ গুপ্ত। নিবাস ঃ কাঁথি, মেদিনীপুর। দর্শনের অধ্যাপক। কবি। সম্পাদক ঃ দ্বিমাসিককবিতা পত্রিকা 'সম্প্রতি'। প্রকাশিত কাব্য ঃ অসহ্য অধুনা, স্বয়ং স্থপতি (১৯৭৪), সৈকতে শেষ শিল্প (১৩৮১), ফুটপাথে প্রোট্রেট (১৯৭৭)।

(ডঃ) প্রণবরঞ্জন ঘোষ (১।৭।১৯২৯—)। জন্ম ঃ কুমিল্লা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, মাতা ঃ মৃণালিনী বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ., ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ.। উদ্বোধন, বিশ্ববাণী, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা, আলেখ্য, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (ক. বি.) প্রভৃতিতে রচনা প্রকাশিত। ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তা। বিবেকানন্দ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চিরকালের গল্প (১৩৬৭), বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৪), ভারতাত্মা শ্রীরাম-কৃষ্ণ (১৩৭২), ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য (১৩৭৫), শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য (১৩৮২), সর্বমঙ্গলা (১৯৭৬), নিবেদিতা ঃ প্রজ্ঞাপারমিতা (ভগিনী নিবেদি-তার কবিতার অনুবাদ ও তাঁর সম্বন্ধে লেখা কবিতার সংকলন —১৯৭৯)।

প্রণব রায় (১৯১১—৮।৮।১৯৭৫)। কলি-কাতার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশধর। খ্যাত-নামা গীতিকার। কলেজে অধ্যয়নকালে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কারারুদ্ধ। সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবৎ দুই সহস্রের ও অধিক সঙ্গীত রচয়িতা। কবি কাজী নজরুলের অনুমোদনে ৪টি গান হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্ রেকর্ডে বিধৃত। 'ও বিদেশী বন্ধু', 'যেথা গেলে গাঙের চরে,' 'চিঠি,' 'সাতটি বছর আগে', 'আমার সোনা চাঁদের কণা' প্রভৃতি গানগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়। চলচ্চিত্রের গীতিকার,—কাহিনী ও সংলাপ রচয়িতা—চলচ্চিত্র পরিচালক, গোয়েন্দা কাহিনী রচয়িতা। সহজ কথায় সুললিত ছন্দে গভীর অনুভূতি সঙ্গীতে পরিস্ফুট।

প্রণব রায় (২৭।৩।১৯৩৭ —)। জন্ম ঃ বাসুদেবপুর, দাসপুর মেদিনীপুর। পিতা ঃ পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, মাতা ঃ সুধা দেবী। এম্ এ. (১৯৬১), কাব্যতীর্থ (১৯৫৬)। সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান, সুবর্ণপদক ও বৃত্তি লাভ করে বি. এ. (১৯৫৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম্. এ। বিভিন্ন বেসরকারী ও সরকারী কলেজের অধ্যাপক। বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সচিব। আনন্দবাজার (রবিবাসরীয়), দেশ, অমৃত, বেতার জগৎ, যুগান্তর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিশ্ববাণী, সমকালীন, চতুরঙ্গ, প্রবর্তক, কালি ও কলম প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। বাঙ্গালার মন্দির ও পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষক। প্রকা-শিত গ্রন্থ ঃ ঘাটালের কথা (পিতা পঞ্চানন রায় সহ —১৯৭৭)। মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন সম্পদ (১৯৮৬), বাংলার খাবার (১৯৮৭)।

প্রণব রায়। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ মন্দির, সাত নম্বর বাড়ী, স্বর্ণযুগের রাজকন্যা,

লালনীল।

ডঃ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (২৯।৭।১৯৩৩ –)। জন্ম : কলিকাতায়। আদিনিবাস : পূর্ব-বঙ্গে। পিতা : নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত। কলিকাতা যাদবপুর নিবাসী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যে এম্. এ। আমেরিকার নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্. এ, আমেরিকায় মিনেসেণ্টা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে পি. এইচ্. ডি। দেশ পত্রিকার শিল্প সমালোচক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। কবিতা, ছড়া গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক লেখক। প্রকাশিত কাব্য : এক ঋতু (১৯৫৭), সদর ষ্ট্রীটের বারান্দা (১৯৬৬), নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি (১৯৭৫), শুধু বিচ্ছিন্নতা নয় (১৯৭৬), হাওয়া স্পর্শ করো (১৯৭৭), মানুষের দিকে (১৯৭৯), অন্ধ প্রাণ জাগো, The life (অনুবাদ)।

প্রণবেশ চক্রবর্তী (৩।১২।১৯৪০—)। ছদ্মনাম : প্রণব গৌতম। জন্ম : ঢাকা, বাংলাদেশ। পিতা : অমূল্যচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা : কল্যাণী। নিবাস : রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টাফ কোয়ার্টার, গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম্. এ। প্রথম জীবনে বেলুড় ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের অধ্যাপক—পরে দৈনিক বসুমতীর সহ-সম্পাদক (১৯৭৪ ৭৯)। এই সময়ে 'সরাসরি' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনার জন্য খ্যাতিমান। যুগান্তর পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯৭৯—)। সম্পাদিত পত্রিকা : নতুন পাতা, পল্লীশ্রী, দৈনিক রবীন্দ্রমেলা। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : তদন্ত (১৯৬১), অঙ্গীকার (১৯৬২), পদ্মার জল লাল (১৯৭০)। প্রবন্ধ : বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা (১৯৭৪), দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৩), দক্ষিণেশ্বরে মা সারদা (১৯৮৫), শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজদর্শন (১৯৮৫)। শিশুসাহিত্য : টুকলো গোয়েন্দা (১৯৮০)।

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী (২৩।১।১৯২৮—)। ছদ্মনাম : কৃষ্ণাস্বামী, পুলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : বরিশাল জেলায়। আদি নিবাস : বর্ধমান। বর্তমান নিবাস : ১৩১, হাজরা রোড্, কলিকাতা—২৬। পিতা : আদিত্যকুমার গোস্বামী, মাতা পদ্মবামা দেবী। আশুতোষ কলেজ, কালীমন্দির সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ ও কলিকাতা রাষ্ট্রভাষা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। বি. কম্. পর্যন্ত অধীত। কোবিদ্ উপাধিপ্রাপ্ত। যশোর সাহিত্য সঙ্ঘ কর্তৃক সাহিত্য সরস্বতী উপাধি দ্বারা সম্মানিত। শনিবারের চিঠি, যুগান্তর, প্রবাসী, অগ্রণী, সচিত্র ভারত, অচল পত্র, চিত্র জগৎ ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সহ-সম্পাদক : বল্মীক (১৯৫২), জ্যোতি (বার্ষিক—১৯৬০), শিউলি (বার্ষিক ১৯৭২), ত্রৈমাসিক নীরাজনা (১৯৬৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সঙ্গীতের ঝংকারে (উপন্যাস —১৯৫৮), প্রণয় গোস্বামীর গল্প (১৯৬১), গুরু নানকের জীবনী ও বাণী (অনুবাদ ১৯৬৮), গীতার কথা (সরল অনুবাদ— ১৯৭৪), সুখী জীবন (১৯৭৯), চরিতামৃত কথা।

প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী (২৭।৮।১৮৮০— ২২।১০।১৯৭৩)। জন্ম : চন্দুলি, বর্ধমান। পূর্বাশ্রমের নাম : প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দর্শন শাস্ত্রে এম্. এ। অংক ও পদার্থবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যক্ষতার সময়ে ন্যাশন্যাল কাউনসিল অফ্ এডুকেশনের অধ্যাপক—রিপন কলেজের দর্শন, অংক ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। সার্ভেণ্ট্ পত্রিকার

সম্পাদক। ধর্মগুরু। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধক। তন্ত্রসাধনায় স্যর জন উড্রফের সহকর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ Metaphysics of Physics, Sciencc and Sadhana 6 vols, India : Her cult and Education, Approaches to Truth, The Patent wonder, ইতিহাস অভিব্যক্তি, জপসূত্রম্, ফেরার পথে, বেদ ও বিজ্ঞান, পুরাণ ও বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান, হিন্দু সদ্দর্শন (২য় সং ১৯৭১), অদ্বৈতাদ্বৈতশতকম্ (১৩৮১) প্রভৃতি।

প্রতাপকুমার রায়। জন্ম ঃ বীরবাজার মেদিনীপুর। পরিচালক ঃ দৈনিক সত্যযুগ, দৈনিক ভারত। সম্পাদক ঃ মাসিক কালান্তর (১৩৫৪)।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (২৫।১২।১৮৩৫—১৯-২১)। জন্ম ঃ কলিকাতায় বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে। মৃত্যু ঃ বিন্ধ্যাচলে। পিতা ঃ জজ হরচন্দ্র ঘোষ। হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ পাশ। এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের সহ-গ্রন্থাগারিক—কলিকাতার ডিড ও জয়েন্ট্ ষ্টক্ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের গবেষক। বঙ্গাধিপ পরাজয় নামক বিশালায়তন ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক। এই গ্রন্থে যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের পরাভব বর্ণিত হয়েছে। প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে ঐতিহাসিক বিকৃতি, পরিমিতিবোধের অভাব, চরিত্র ও ঘটনার বাহুল্য এবং বিশৃঙ্খল ঘটনা বিন্যাস উপন্যাস-টির ত্রুটি হিসাবে গণ্য। প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থ ঃ Origin of Durga puja, On the Culture of Bee in India, Country Boat and Crafts of India.

প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৯—) বি এস্. সি. টেলিগ্রাফ্ ইঞ্জিনিয়ার। জন্ম ঃ কুচবিহার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অরূপা।

(ডঃ) প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (১৫।৫।১৩২৬/১।৯। ১৯১৯—)। রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী। জন্ম, পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস ঃ ২৩, নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২। পিতাঃ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, মাতা ঃ সুহাসিনী। হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১ম স্থান অধিকার করে ইতিহাসে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৪০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ১ম শ্রেণীতে এম্. এ (১৯৪২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল কলেজ থেকে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এল্. এল্. বি (১৯৪৩), এটর্নিশিপ্ উত্তীর্ণ (১৯৪৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল্ ডিগ্রী প্রাপ্ত (১৯৫৭)। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত। শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুধাংশুবালা পুরস্কার প্রাপ্ত। আগ্রা ও জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি লিট্., রুরকী বিশ্ববিদ্যালয় ও বুল-গেরিয়ার সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি এস্. সি উপাধিপ্রাপ্ত। কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ জন মাথাই স্মৃতি বক্তা (১৯৮২)। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির ফেলো (১৯৭৫), ইউ. এস্. এ. নিউ অর্লিনস্ এ সম্মানিত নাগরিক (১৯-৫৮)। বারাণসী পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক বিদ্যাবাচস্পতি উপাধি দ্বারা সম্মানিত। কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি, সুপ্রিম কোর্টের এড্ভোকেট, বঙ্গবাসী কলেজের বাণিজ্য বিভাগের, বর্ধমান ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক। কংগ্রেস সাহিত

সংঙ্ঘের প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক। কংগ্রেসের বিভিন্ন পদাধিকারী, পরে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৬৭—৬৯), পশ্চিমবঙ্গ সংগঠন কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৬৯-৭৭), নিখিল ভারত সংগঠন কংগ্রেসের কার্যকরী ও পার্লামেণ্টারি বোর্ডের সদস্য (১৯৭১-৭৭), জনতা দলের জাতীয় কার্যকরী সমিতির বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য (১৯৭৭-৮১), পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য (১৯৬২-৬৭), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিচার ও আইন প্রণয়ণ বিভাগের মন্ত্রী (১৯৬৮), ভারত সরকারের শিক্ষা সমাজ কল্যাণ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী (১৯৭৭-৭৯)। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক একাউণ্ট্স্ কমিটির সভাপতি (১৯৬৪-৬৮)। ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য (১৯৬১-৬৮), রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির প্রাক্তন সদস্য, ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন সম্পাদক ও বিভাগীয় সভাপতি, বিদ্যাসাগর কলেজের অছি সমিতির সদস্য ও পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ইউনেস্কো পরিচালিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের (জেনেভা) সভাপতি (১৯৭৭-৭৯), পশ্চিমবঙ্গ ভারত সেবক সমাজের প্রাক্তন সভাপতি ও শান্তি ইন্স্টিটিউটের সভাপতি। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১৯৭৭-৭৯), নিখিল ভারত সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১৯৭৭-৮০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এসিয়াটিক সোসাইটির কার্যকরী সমিতির প্রাক্তন সদস্য, নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির সভাপতি। আরও বহু সংস্থার সঙ্গে যুক্ত—বহু সংস্থার সভাপতি। সরকারী ও বেসরকারী আমন্ত্রণে চীন, রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বহুদেশ ভ্রমণকারী। বেতারে বহু নাটক পরিবেশিত, যাত্রায় ও মঞ্চে অভিনীত। শাঁখা ও সিঁদুর এবং জবচার্ণকের বিবি উপন্যাসদ্বয় চলচ্চিত্রে রূপায়িত। হিন্দীতে ৮টি, ইংরাজীতে ১টি ও মারাঠীতে ১টি উপন্যাস অনূদিত। চিত্র শিল্পের প্রদর্শনী হয় ১৯৮২ সালে। শ্রীহর্ষ, কল্যাণশ্রী, সাহিত্যতীর্থ, উল্টোরথ, অর্চনা, মিউনিসিপ্যাল গেজেট, জনসেবক, যুগের ডাক, শুভশ্রী, ধর্মযুগ (হিন্দী), সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বেতার জগৎ, দৈনিক ভারত, দৈনিক আকর্ষণ, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ শ্রীহর্ষ, অর্চনা, ল ম্যাগাজিন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ শহরতলী (১৩৫২), আজব দেশ (১৩৫২), অম্ল মধুর (১৯৫০), প্রজাপতি (১৯৫১), দুটি সরস নাটক (১৯৫১), লেবডেফ্ (১৩৭২)। ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ শৃঙ্খলিতা (১৩৬৫), জব চার্ণকের বিবি (১৩৬৭), লেবডেফের সঙ্গিনী (১৩৭১)। সামাজিক উপন্যাস ঃ পাহাড়ী সন্ধ্যা (১৯৬৩), তুমি ও পুতুল (১৩৮৪), তামসী মায়া (১৯৭৮)। ইংরাজী ঃ Kautilya on love and morals (গবেষণা-১৯৭০), Sons of mystry (১৯৭৩), Socialist legality and Indian law (১৯৮৩)। সংকলন ঃ প্রতাপচন্দ্রের সাহিত্য সংগ্রহ ২ খণ্ড (১৯৭২, ১৯৭৭)।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (২।১০।১৮৪০—২৭।৫।১৯০৫)। জন্ম ঃ হুগলীর বাঁশবেড়িয়ায় মাতুলালয়ে, পৈত্রিক নিবাস ঃ গোরীভা, হুগলী। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল, হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র (১৮৫৮)।

বেঙ্গল ব্যাংকের কর্মী (১৮৫৮)। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত (১৮৫৯)। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দীভাষায় বক্তৃতাদানে দক্ষ। চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে (১৮৯০) ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণকারী। ফিমেল নর্মাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৭০)। **Heart Beats, Spirit of God, Oriental christ, Life and Teaching of Keshab Chandra Sen, Tour round of the world, Faith and Progress of Brahmo Samaj** প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ স্ত্রীচরিত্র সংগঠন। সম্পাদক ঃ মাসিক পরিচারিকা (১২৮৫), মাসিক **Interpreter.**

প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৪৭—১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ও মৃত্যু ঃ বরিশালে। সাংবাদিক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ কাশীপুর নিবাসী (বরিশাল), স্বদেশী।

প্রতাপচন্দ্র রায় (১৫।৩।১৮৪১—১৩।১। ১৮৯৫) সি. আই. ই। জন্ম ঃ সাঁকো, বর্ধমান। পিতা ঃ রামজয় রায়, মাতা ঃ দ্রবময়ী। ১৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় এসে মাসিক ৭ টাকা বেতনে কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট কর্মগ্রহণ, সাত বৎসরের পরিশ্রমে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ,—২০০০ কপি বিক্রয়ের পর ১০০০ কপি বিনামূল্যে বিতরণ, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, দাতব্য ভারত কার্যালয় স্থাপন (১৮৭০), মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ ও বহু পুরাণের বঙ্গানুবাদ প্রতাপচন্দ্রের কীর্তি। অনূদিত গ্রন্থ ঃ মহাভারত (ইংরাজী), হরিবংশ (১২৮৭), রামায়ণ (১২৮৮) এবং অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থ।

প্রতাপচন্দ্র রায়চৌধুরী (১২৫৪—১৩১১ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ ফরিদপুরের উলপুরে বসুরায় চৌধুরী বংশে। পিতা ঃ ব্রজমোহন রায়চৌধুরী। ফরিদপুর কালেক্টরির ও তমলুক্ মুনসেফ্ কোর্টের সেরেস্তাদার। সম্পাদক ঃ মাসিক চিত্রকর (উলপুর-১২৮৩), মাসিক নৃপবর।

প্রতাপ সিংহ। চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অমৃত সাগর।

প্রতিভা গুপ্ত (২৯।১২।১৯১২—) এম্. এ., বি. টি.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নিবাস ঃ ৪৮ সি, পার্কষ্ট্রীট্, কলিকাতা—২। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সমাজ ও শিশুসমীক্ষা (১৯৫৫), শিশুশিক্ষা (১৯৫২)।

প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ তাপসী বসুমতী মা।

প্রতিভা চৌধুরী (?—১৩২৮)। জন্ম ঃ কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে। পিতা ঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী স্যর আশুতোষ চৌধুরী। সঙ্গীতজ্ঞা,—সঙ্গীত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী। সম্পাদিকা ঃ আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা।

প্রতিভা বসু (১৯১৫—)। স্বামী ঃ সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু। নিবাস ঃ কবিতা-ভবন, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা -২৯। মহিলা কথা সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ মনোলীনা (১৯৪৪), সুমিত্রার অপমৃত্যু, মনের ময়ূর (১৯৫২), বিবাহিতা স্ত্রী (১৯৫৪), সেতুবন্ধ (১৯৪৭), মেঘের পরে মেঘ (১৯৫৮), সমুদ্রহৃদয় (১৯৫৯), বনে যদি ফুটল কুসুম (১৯৬১), মধ্যরাতের তারা (১৯৫৮), সমুদ্র পেরিয়ে (১৯৭৫) প্রভৃতি। ছোটগল্প ঃ মাধবীর জন্য (১৯৪২), বিচিত্র হৃদয় (১৯৪৬), প্রতিভা বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প।

প্রতিভারঞ্জন মৈত্র। পিতা ঃ কালিদাস মৈত্র। নিবাস ঃ লালবাগ, মুর্শিদাবাদ।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বুভুক্ষা (গল্প-১৯৫৬), ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ (১৯৬৮) মুর্শিদাবাদ পরিচিতি (১৯৭৩), মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১৯৭৮), **Mushidabad** (১৯৭৪)।

প্রতিভাসুন্দরী দেবী। স্বামী ঃ এলাহাবাদ নিবাসী অরূপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মহিলা কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ বনফুল।

প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৫—)। জন্ম ঃ জোড়াসাঁকো কলিকাতা। বর্তমান নিবাস ঃ ৪৬বি, রিচি রোড্, কলিকাতা-১৯। স্বামী ঃ জ্যোৎস্নাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ৮ বৎসর বয়সে বিবাহিতা। ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউসনে শিক্ষা। বিবাহোত্তর জীবনে স্বগৃহে শিক্ষাপ্রাপ্তা। কবি,—আকাশবাণীর গীত রচয়িত্রী। বসুধারা, বসুমতী, মহিলা, স্বদেশ, জনতা, উদ্বোধন, বেতার জগৎ ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। 'চার দশকের বাংলা গান' সংকলনে গান সংকলিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ দক্ষিণের ঘরখানায়।

প্রতিমা ঘোষ। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ প্রতীক্ষা (১৩৮৭)।

প্রতিমা দাশ (২৮।১।১৯৪৪—)। জন্ম ঃ কাম্পাভোগ গ্রাম, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ ৩৯৫, বঙ্কিম পল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ মণীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা ঃ সুশীলা, স্বামী ঃ অধ্যাপক ভবেশচন্দ্র দাশ। ধুবুলিয়া (নদীয়া) সুভাষচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল, প্রি. ইউ (১৯৬৬), বি. এ (১৯৮০). হোমিওপ্যাথি ডি. এম্ এস্ (১৯৭৮)। সিনিয়র জেনারেল নার্সিং কাম মিড্ওয়াইফ্ ট্রেনিংপ্রাপ্ত (১৯৬৪)। পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিল থেকে জেনারেল নার্সিং ট্রেনিং-এ ১ম স্থান ও মিডওয়াইফ্ ট্রেনিং-এ ২য় স্থানাধিকারিণী। সরকারী হাসপাতালে S.ster in charge এর পদে কর্মরতা। ছোটদের কাগজ, অভিনব অগ্রণী, রামধনু, শিশুপ্রিয় ঝিলিমিলি, সুরভি, সন্দীপন, নবশক্তি, লোকশক্তি, সৃজনী, অনির্বাণ, দীপালি, খেলাঘর, অবেক্ষণ, অন্তরাল, বিদগ্ধ, মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংসদ প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ নবশক্তি (১৯৭৮—)। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলন ঃ হীরক বন্দরের নায়িকা (১৯৮০)।

প্রতিমা দেবী (ঠাকুর) (৫।১১।১৮৯৩—৯।১।১৯৬৯)। পিতা ঃ শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী বিনয়িনী দেবীর বিধবা কন্যা। পরে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী। বিশ্বভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগকারিণী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নির্বাণ (রবীন্দ্রনাথের শেষ বৎসরের কাহিনী —১৯৪২), নৃত্য, স্মৃতিচিত্র (অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি) চিত্রলেখা (কবিতা ও কথিকা সংকলন)।

প্রতিমাবালা ঘোষ (৪।১।১৯২০ —)। স্থায়ী নিবাস ঃ ও'য়ারী, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস ঃ গোলাঘাট, বর্ধমান। জন্ম ঃ ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ত্রিপুরা। পিতা ঃ নবীনচন্দ্র বসু। মাতা ঃ কমলাবালা। বিবাহিতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিধাতার দান (উপন্যাস ১৩৭০), বর্ষারাণী (কাব্য ১৩৮৩)।

প্রতিমা বসু (৪।৭।১৯৫৬—)। নিবাস ঃ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা ১২। স্নাতকোত্তর শিক্ষা। অর্ঘ্য, অনীক, যত মত তত পথ, জাগরী, একক প্রভৃতি পত্রিকার লেখিকা। কবি প্রকাশিত কাব্য ঃ প্রতীক্ষা।

প্রতিমা মৈত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাসর রাত।

প্রতিমা রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ যখন দরবারী চাঁদ উঠল (গল্প—১৩৮২)।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৯১০—) এম্. এ.। জন্ম ঃ ঢাকায়। কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সমাজ ও শিশুশিক্ষা (১৯৫২) সমাজ ও শিশু সমীক্ষা (১৯৫২)।

প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী (২০।৯।১৯১০—) স্থায়ী নিবাস ঃ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ যুগধর্ম (প্রবন্ধ ১৩৭১), অনন্তের তুমি অধিকারী (উপন্যাস—১৩৭৭)।

প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১১।১১।১৯০২—৫।২।১৯৭৪)। জন্ম ঃ হৃদয়, নদীয়া। পিতা ঃ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯২৩)। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় উত্তীর্ণ (১৯২৭)। অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, যামনী প্রকাশ গাঙ্গুলী প্রভৃতি শিল্পীদের স্নেহধন্য। পরেশচন্দ্র মজুমদারের শিষ্য। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী কবিতা এবং ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন রচনায় সিদ্ধহস্ত। নবদ্বীপ মণ্ডল কংগ্রেস কর্তৃক সম্বর্ধিত (১৯৫৭)। প্রকাশিত চিত্রাঙ্কিত গ্রন্থ ঃ মিষ্টিছড়া, নলদময়ন্তী, ছোটদের রামায়ণ, এক যে ছিল শেয়াল, রূপ লেখা, অপরূপ কথা (সুনির্মল বসু সহ)।

প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত। বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তাপ, গতি, বিজ্ঞান (১৩৮২)।

প্রতুলচন্দ্র সরকার (৩।২।১৯১৩—৬।১ ১৯৭১)। নামান্তর ঃ পি. সি. সরকার। জন্ম মৈমনসিংহ, টাঙ্গাইল। পিতা ঃ ভগবানচন্দ্র সরকার। বিশ্ব বিখ্যাত যাদুকর। ১ম বিভাগে প্রবেশিকা (১৯২৯), গণিতে অনার্স সহ বি. এ পাশ। করটিয়া কলেজ ও আনন্দ মোহন কলেজের ছাত্র। আই. এ. পাঠকালে যাদু বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট। যাদুবিদ্যার গুরু ঃ গণপতি চক্রবর্তী। যাদুবিদ্যাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে বিদেশ ভ্রমণ (১৯৩৪)। পৃথিবীর ৬০।৭০টি দেশে যাদুবিদ্যাপ্রদর্শনের দ্বারা যাদুসম্রাট উপাধিতে সম্মানিত। ইন্টারন্যাশন্যাল ব্রাদার অফ্ ম্যাজিশিয়ন, রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি এবং আন্তর্জাতিক রোটারি ক্লাবের সদস্য। ১৬টি গ্রন্থে রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছেলেদের ম্যাজিক, ম্যাজিকের কৌশল দেশে দেশে, হিপনোটিজম্, সম্মোহন বিদ্যা, ম্যাজিক শিক্ষা, সহজ ম্যাজিক্ খেলা, মেসমেরিজম্, Hindu Magic, 100 magics you can do প্রভৃতি।

প্রতুলচন্দ্র সোম। সম্পাদক ঃ মাসিক স্বাধীন জীবিকা (১৩০৭)।

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ (১৫।৮।১৯৪০—) এম্. এ। জন্ম ঃ কলিকাতায়। স্থায়ী নিবাস ঃ চারুচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। (বর্তমান নিবাস ঃ পি-৪, সাহাপুর গভর্নমেণ্ট হাউসিং এষ্টেট্। কলিকাতা—৩৮। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের অফিসার। কবি। সম্পাদক ঃ ত্রৈমাসিক কবিতা পত্র (সংকলন —১৯৭২)। প্রকাশিত কাব্য ঃ জলছবি (১৯৬১), বৃত্তে বাঁধা ক্রীতদাসী (১৯৭৭)।

প্রদীপ আচার্য (১৪।১।১৯৪৯—) বি. এ. জন্ম ঃ গোসাঞপুর। কুমিল্লা, বাংলাদেশ। পিতা ঃ বগলানন্দ আচার্য, মাতা ঃ প্রিয়বালা। ত্রিপুরা সরকারের উপজাতিকল্যাণ দপ্তরে কর্মরত। ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প ও কবিতা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ পথের প্রদীপ (১৯৭২), গোমতীর স্বপ্ন (১৯৭৪), দুই অধ্যায় (১৯৭৪), জীবন যেরকম, হোয়াইট্, লিকার (১৯৭৮)। কাব্য সংকলন ঃ ফুল কুমারী।

প্রদীপকুমার তালুকদার (১২।১১।১৯৪৯)

জন্ম ঃ কলিকাতায়। নিবাস ঃ রামরাজাতলা, হাওড়া। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। চাকুরিজীবী। পরিবর্তন, বঙ্গশ্রী, আলিকলি বঙ্গবার্তা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক।

প্রদীপ বসু। প্রকাশিত কাব্য ঃ বিষণ্ণ বনভূমি।

প্রদীপ রায় (১৬।১।১৯২৯—)। জন্ম ঃ কলিকাতায়। পৈতৃক নিবাস ঃ কোচবিহার। বর্তমান নিবাস ঃ ৫৮।৫৯, লেক গার্ডেন্‌স, কলিকাতা-৪৫। পিতা ঃ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, মাতা ঃ মায়ালতা। কোচবিহার জেন্‌কিনস্‌ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৬), ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৪৮), প্রাইভেটে বি. এ. (১৯৫৩), ইতিহাসে এম্‌ এ (ক. বি —১৯৫৬), বি টি (১৯৬৩)। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কোচবিহার জেলায় ২য় স্থান অধিকার করায় স্কলারশিপ্‌ প্রাপ্ত। দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়, বাঘাযতীন বিদ্যালয় ও হলদীবাড়ী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক। বর্ধমান জেলার শ্যামসুন্দর কলেজের, রাণীগঞ্জে ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজের এবং বর্তমানে ভবানীপুরে সামরিক ইন্‌স্‌টিটিউসনের অধ্যাপক। গল্পভারতী, চতুষ্কোণ পরিচয়, দর্পণ, উত্তরসূরী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রামমোহন রায়—এক ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা (১৯৮০), ঊনিশ শতক ঃ প্রথমার্ধ কলকাতা সমাজ দ্বন্দ্ব ও মিলন (১৯৮২), বিদ্যাসাগর ঃ সামাজিক ব্যক্তিত্ব (১৯৮৬)।

প্রদীপ রায়চৌধুরী (৫।১০।১৯৪২—)। কলিকাতা পঙ্কজিনী চ্যাটার্জি রোড্‌ নিবাসী। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মী। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ নিঃশব্দ শঙ্কা (১৯৬৯), নিমগ্ন সংলাপ (১৯৭৬), তৃষ্ণায় সমর্পিত শব্দ (১৯৭৮) বাংলার মুখ (১৯৭১), প্রেমের কবিতা (১৯৭৫) সাম্প্রতিক তিনজন (১৯৭৯), প্রেম প্রতিদিন (১৯৮০)। এই মুহূর্তের কবিতা (১৯৮১)।

প্রদীপ্ত চক্রবর্তী (১৫।৬।১৯৩৮—)। জন্ম ঃ কলিকাতায়। পৈতৃক নিবাস ঃ আটঘড়িয়া, পাবনা। বর্তমান নিবাস ঃ ফ্ল্যাট্‌ নং আর. জি —৩, ১২৪ ডায়মণ্ড হারবার রোড্‌ কলিকাতা—৬৩। পিতা ঃ জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, মাতা ঃ বাসন্তী। ভবানীপুর সাউথ সুবারবন স্কুলের ছাত্র (১৯৪৭—৫৪)। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (১৯৬১)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে জেলা তথ্য আধিকারিক। পর্বতারোহণে দক্ষ। ১৯৬২ থেকে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮টি অভিযানের নেতা। ভ্রমণ কাহিনী লেখক। আনন্দবাজার মাসিক বসুমতী, সাপ্তাহিক বসুমতী ও শ্রীমতী পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হিমালয় সাথী (হিমালয়ের গাইড্‌—১৯৮১), মারসেন্দি (নেপালের মুক্তিনাথ—মারসেন্দি নদী উপত্যকা পরিক্রমা কাহিনী—১৯৮২), রূপকুণ্ডের রহস্য (কিশোর উপন্যাস ১৯৮৪) মহাদেবের জটার দেশে (জানুয়ারী ১৯৮৫ থেকে মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত)।

প্রদ্যোৎকুমার দত্ত (২১।৮।১৯৩৪—) জন্ম ঃ যশোর, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ নোয়াখালি হাউস, পি-৫৫৬, সি. আই টি স্কীম, কলিকাতা—২৯। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ অসহায়, নিরালা। কাব্য ঃ কুঞ্জলিকা।

প্রদ্যোৎকুমার দত্ত। ছদ্মনাম ঃ একলব্য, মুকুল, মুকুল দত্ত। ক্রীড়া সাংবাদিক। আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদক ঃ খেলাধূলায় বাংলার মেয়ে।

প্রদ্যোৎ গুপ্ত (১৯১২—)। ছদ্মনাম ঃ শ্রীচিত্রগুপ্ত, নটরাজ, সচ্চিদানন্দ, অপর্ণা দেবী

নিবাস ঃ দেবীগড়, মধ্যম গ্রাম। সম্পাদক ঃ মাসিক শ্রী (১৩৩৪—৩৫)। মাসিক বঙ্গ-লক্ষ্মী, পাক্ষিক চৌকিদার (১৯৬৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিশুসাহিত্য ঃ নিজে কর ৩ খণ্ড (১৯৫৬, ৫৮, ৬২), পড়া শেখা ২ খণ্ড (১৯৬০, ৬৫), বিদ্রোহী নেতা সুভাষ (জীবনী), গ্যালিভারস্ ট্রাভল্স্, ছড়া ছবিতে এ. বি. সি. ডি. (১৯৬০), বাজী মাৎ (১৯৬৮), গুলুদার বাহাদুরি (১৯৬৫), কাল-ভৈরবের থাবা, ভয়ংকরের হানা (১৩৩৭), অদৃশ্য ব্যাঘ্র (১৩৫০), কলম (১৩৭০)। নাটক ঃ হট্টগোল, পাঁচ কাপ্তেন, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (১৯৬৩), বসন্তের বিপদ (১৯৬৪)। জীবনী ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ (১৯৫৪), ভারতরত্ন লাল বাহাদুর (১৯৬০), মহীয়সী নিবেদিতা (১৯৭০) স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন (১৯৭১), বিষ্ণুপ্রিয়া (১৯৫৬), রামপ্রসাদ (১৯৫৯), রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি (১৯৬০), মহাপ্রভু চৈতন্যদেব (১৩৭১), স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী, বামাক্ষেপা, জগৎগুরু শংকরাচার্য প্রভৃতি। প্রবন্ধ ঃ বঙ্গনারী (১৩৭৫), সেকালের কলকাতা। উপন্যাস ঃ কলম (১৩৭০), ভয়ংকরের জাগরণ (১৩৭৭), বাদশা বেগম নফর (১৯৬০), বঁধুয়া (১৩৭২), ছায়া বাসর (১৩৭৩), সোনালী আলো (১৯৬৬)।

প্রদ্যোৎ গুহ (১৬।৮।১৯২৩—)। নিবাস ঃ —মহীশূর রোড, কলিকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভানুমতীর খেলা (গল্প), গোধূলির রঙ্ (অনুবাদ উপন্যাস), মার্ক্সীয় সাহিত্য সমালোচনা সমস্যা (১৩৮২) মার্কসবাদ বনাম মাওবাদ (১৯৭৬)।

প্রদ্যোৎ ঘোষ (২৫।৩।১৯৪১—) এম. এ. (বাঙ্গালা)। ছদ্মনাম ঃ পি. কে.। নিবাস ঃ ২১৪, যশোর রোড, চাপাডালি, বারাসাত, ২৪ পরগণা। জন্ম ঃ সাগরদাঁড়ি, যশোর। পিতা ঃ কালিদাস ঘোষ, মাতা ঃ পুষ্পলতা। অধ্যাপক—কবি। সম্পাদক ঃ ত্রৈমাসিক সৈন্ধবা (১৩৬৩), পর্যৎপত্রিকা (১৩৬৫)। প্রকাশিত কাব্য ঃ মেঠো গাছ ঃ ছোটফুল (১৯৬১) গবেষণা গ্রন্থ ঃ গম্ভীরার লোক সঙ্গীত ও উৎসব—একাল ও সেকাল। সংকলন ঃ অসিত গুপ্ত (ছোট গল্প), সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ রঙ্কিমচন্দ্রের লোক রহস্য।

প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী। নিবাস ঃ গৌহাটি, আসাম। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ পাশেই রহিয়াছে।

(ডঃ) প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত (১।২।১৯৪১—)। নিবাস ঃ ২০০, রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া, শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী কলেজের অধ্যাপক—, বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রাচীন বাংলা কাব্যের ত্রিধারা, প্রবন্ধ সঞ্চিতা, রামেন্দ্র সুন্দর ও বাংলা সাহিত্য, বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য সাহিত্য, রবীন্দ্র সৃষ্টি বিচিত্রা। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনী, দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী, অক্ষয় কুমার বড়ালের কাব্যপরিচয়, গিরিশ ঘোষের পাণ্ডব গৌরব।

প্রফুল্ল কুমার অধিকারী (২০।৭।১৩৩৩—) বি. কম্.। জন্মস্থান ও স্থায়ী নিবাস ঃ পুতুণ্ডা, শক্তিগড়, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস ঃ রেলপার, আসানসোল, বর্ধমান। পিতা ঃ কালাচাঁদ অধিকারী, মাতা ঃ অন্নপূর্ণা দেবী। সরকারী কর্মচারী—কবি। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ ত্রৈমাসিক বিকাশ (আসানসোল)। প্রকাশিত কাব্য ঃ ধূসর শতাব্দীর কবিতা (১৩৭৫), নগ্ন নক্ষত্রের নীচে (১৩৭৯), হৃৎপিণ্ডে শব্দের বেহালা (১৯৭৭)।

প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত (২২।৭।১৯১৪—২৩।৯।১৯৮৬) জন্ম ও নিবাস : গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। মৃত্যু: বহরমপুর সদর হাসপাতালে। পিতা : কৃষ্ণনাথ গুপ্ত, মাতা : হিরন্ময়ী। অবিবাহিত। ইম্পিরিয়াল গ্লাস ফ্যাক্টরির ম্যানেজার। চাকরি ত্যাগ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান। বিপ্লবী পান্নালাল দাসগুপ্তের প্রেরণায় ও নির্দেশে কলিকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিপ্লবী কর্মে জড়িত। কারারুদ্ধ (১৯৩২-৩৭)। মুক্তির পর গৃহে অন্তরীণ (১৯৩৭), আগ্রাতে পুনরায় গ্রেপ্তার (১৯৪২), লক্ষ্মৌ-জেলে বন্দী,—ছাড়া পাওয়ার পর পুনরায় হাওড়াষ্টেসনে বন্দী। Times of India, যুগান্তর, আনন্দবাজার, সত্যযুগ, কম্পাস প্রভৃতি—বহু মাসিক পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাজনীতি ও ভারত (১৯৩৭), শতবর্ষের আলোকে শ্রী অরবিন্দ (১৯৭২), লিখবো বলে নয় (১৯৭৪), স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ (১৯৭৫). গীর্জা সাহেব, (গল্প-১৩৭৭), অনুবেদন (কাব্য), কাপড়ের দাম না গলায় ফাঁসি, মুর্শিদাবাদের কথা (ছোটদের), বাংলার মনীষা (জীবনী—১৩৭০), স্মরণীয় দিন বরণীয় মানুষ, পঞ্চায়েৎ কি কেন? চাষীর মুক্তি কোন পথে? (১৯৫০), আগষ্ট আন্দোলন ও আমাদের শিক্ষা (১৯৪৬), আমার কুটিরের কথা, স্মৃতি রেখা, পাঠাগার আন্দোলনে মুর্শিদাবাদের স্থান, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কথা, জনতা নয় গণবাহিনী গঠন, সাহিত্য ও সাহিত্যিক (সমালোচনা—১৯৫২), কমরেড্ পান্নালাল দাশগুপ্ত (জীবনী—১৯৫২)। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (১৯৫৭)।

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী (৯।১২।১৯১৬—) বি. এ. জন্ম : মদনপুর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ঠিকানা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০৮, বউবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতের সামন্ত রাজ্য (ইতিহাস), মানব বিকাশের ধারা (১৯৫৮), ধীরে বহে ডন (সোলেখভের **And quiet flows the Dawn** এর অনুবাদ—১৯৫১,) অপরাজিত (**Howard Fast** এর **Unvanquished** এর অনুবাদ—১৯৫২)। হাজী মুরাদ (টলষ্টয়ের অনুবাদ—১৯৫৪), জনক (Bell Zac এর **Father Goriot** এর অনুবাদ—১৯৫৬)।

প্রফুল্ল কুমার ত্রিপাঠী। সম্পাদক : আরো আগে (ঘাটাল, ১৩৫৫)।

প্রফুল্ল কুমার দত্ত (১৫।১১।১৯৩২—)। জন্ম : কোটালি পাড়া। পিতা : ক্ষীরোদ চন্দ্র দত্ত। কবি। প্রকাশিত কাব্য : পঁচিশে বৈশাখ, এই অন্ধকার আলো, মুক্তি ধারা (দীর্ঘ কবিতা), Stream of library (বাঙ্গালায় অনুবাদ), স্বনির্বাচিত কবিতা। প্রবন্ধ : কবিতার স্বরলিপি।

প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত (১৮৯৩—১১।১২।১৯৭৭) এম্. এ.। বর্ধমান রাজকলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম (১৯৬১), গিরিশ নাট্যসাহিত্য পরিচিতি।

প্রফুল্ল কুমার দাস। নিবাস : সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার। প্রকাশিত গ্রন্থ : অখণ্ড জীবন দর্শন (১৯৭৩)।

প্রফুল্ল কুমার দে (২৮।৩।১৯০৮—)। ছদ্মনাম : লীলাময় দে। জন্ম ও নিবাস : রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা বিহার। পৈতৃক নিবাস : অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত শেরপুর গ্রামে। সাহেবগঞ্জ, রাজমহল ও

বহরমপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : অভিযান (কাব্য—১৯৩৮), অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা (গল্প ১৯৩৮), কবিতার জন্মদিন (উপন্যাস-১৯৪০), আধুনিক চাণক্য-নীতি কথা (১৯৫৫)।

(ডঃ) প্রফুল্ল কুমার (চন্দ্র) পাল (১৯১৭—) এম্. এ, পি, এইচ্ ডি.। ছদ্মনাম : আনন্দ কুমার। জন্মস্থান : কলিকাতা। পিতা : হীরেন্দ্র লাল পাল, মাতা : কৃষ্ণভাবিনী। নিবাস : ১৪৪বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা। সম্পাদিত পত্রিকা : Indian Folk-lorc, ভারতীয় লোকযান (কলিকাতা-১৯৫৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রাচীন কবিওয়ালার গান, বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের ধারা। সম্পাদিত গ্রন্থ : সমালোচনা সাহিত্য (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহ), পুঁথি পরিচয়, বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী (১৯৫৫), রসকল্পবল্লী, সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়।

প্রফুল্ল কুমার বসু (১৯২১—)। ছদ্মনাম : শ্রীকল্কে। রসরচনা লেখক—অনুবাদক : উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ : মাদাম আরিয়েৎ, উত্তরাশা, মানসী।

প্রফুল্ল কুমার রায় চৌধুরী (১৫।৮।১৯২২—) জন্ম : ঢাকা, বাংলাদেশ। নিবাস : ৬বি, ব্রড্ষ্ট্রীট্ কলিকাতা-১৯। প্রকাশিত উপন্যাস : তাপসী।

প্রফুল্ল কুমার সরকার এম্. এ., বি. এড্. (লণ্ডন)। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কনকাঞ্জলি।

প্রফুল্ল কুমার সরকার (১৮৮৪—১৩।৪। ১৯৪৪'৩১।১২।১৩৫১)। বি.এ. (১৯০৫)। বি. এল্, (১৯০৮)। জন্ম : কুমারখালি, নদীয়া। পিতা : প্রসন্ন কুমার সরকার। পাটনা জেলা স্কুল ও কলিকাতা জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্সটিটিউটের ছাত্র। বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালায় প্রথম স্থানাধিকারী। বঙ্কিম পদকপ্রাপ্ত। ফরিদপুর ও ডাল্টনগঞ্জে আইন ব্যবসায়ী,—পরে উড়িষ্যায় ঢেনকানল রাজপরিবারে গৃহশিক্ষক ও দেওয়ান। বন্ধু সুরেশচন্দ্র মজুমদারের আহবানে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা (১০।৩।১৯২২)। বাঘা যতীনের জীবনী ও সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশের অপরাধে কারারুদ্ধ (৯।৯। ১৯২২)। ১৯৪১ খ্রীঃ থেকে আমৃত্যু আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। নির্ভীক সাংবাদিক, কথা সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার। নারায়ণ, ভারতী, দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত (১৩২২—৪৭) প্রকাশিত গ্রন্থ : ভ্রষ্টলগ্ন, অনাগত, বালির বাঁধ (উপন্যাস-১৯৩৪), ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু (৪র্থ সং ১৯৪০), জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীগৌরাঙ্গ, লোকারণ্য (উপন্যাস), বিদ্যুৎ লেখা (উপন্যাস), প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী (বঙ্গানুবাদ), প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৯৫৯), রবীন্দ্রনাথ রচনা সংগ্রহ প্রভৃতি।

প্রফুল্ল কুমার সিংহ (১।২।১৩৪৪ বঙ্গাব্দ —) জন্ম : জামগ্রাম, বর্ধমান। পিতা : বংশী গোপাল সিংহ, মাতা : দক্ষবালা। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। ফার্ষ্টক্লাশ কোলিয়ারী ম্যানেজার। উপন্যাস, ছোট গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। অমৃত, নব কল্লোল, প্রসাদ, সত্যযুগ, সপ্তাহ, জাগরী, প্রগতি, প্রতিশ্রুতি, বিকাশ, ধ্বনি, সপ্তদ্বীপা, ইস্পাতের চিঠি, লিপি, গোধূলি মন প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রতিশ্রুতি পত্রিকা প্রদত্ত 'ধ্বংস' গল্পের জন্য তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৪),

কয়লা কুঠির কলা ও বিজ্ঞান প্রবন্ধের জন্য রাজশেখর বসু স্মৃতিপুরস্কার (১৯৭৭) প্রাপ্ত। রক্তজবা ও ধ্বস যাত্রাপালা এমেচার যাত্রাদল কর্তৃক এবং ময়না কথা কও পালা কলিকাতার পেশাদার যাত্রাদল 'জনতীর্থ' কর্তৃক অভিনীত (১৯৮১)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ ক্রন্দসী (১৯৭২), জনপদ (১৯৭৩), জনরব (১৯৮৩), মহল কানালীর ইতিকথা (১৯৮৩), জনমানব (১৯৮৩)। প্রবন্ধ ঃ কলোমাণিক (১৯৮২)।

প্রফুল্ল চন্দ্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মিশরের নব সূর্য নাসের (রাজনীতি বিষয়ক)।

প্রফুল্ল কৃষ্ণ ঘোষ (১৫।৯।১৮৮৯—১৭।৭। ১৯৭২)। জন্ম ঃ বালিগাঁও, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। মৃত্যু ঃ নয়া দিল্লী। পিতা ঃ কালীকৃষ্ণ ঘোষ। অনুশীলন সমিতির কর্মী। ছাত্রাবস্থায় প্রীতি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক। সুকণ্ঠ গায়ক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চমচম, পুটুস, ছেলেদের সেকস্‌পীয়র, বীর বিবেক, ছেলেদের বঙ্কিম। সম্পাদক ঃ মাসিক প্রীতি, মাসিক Darling।

(ডঃ) প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ (২৪।১২।১৮৯১—১৯।২।১৯৮৩)। জন্ম ঃ মালিকান্দা, ঢাকা। পিতা ঃ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মাতা ঃ বিনোদিনী। মেধাবী ছাত্র। ১ম শ্রেণী থেকে এম্‌. এস্‌ সি. পর্যন্ত প্রতি পরীক্ষাতেই ১ম স্থানের অধিকারী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ থেকে জৈব রসায়ন শাস্ত্রে এম্‌. এস্‌সি —পরে ডি এস্‌সি.। ভাগ্যকুল হাই স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত (১৯০৫)। প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের ডিমনষ্ট্রেটর। এই সময়েই রসায়নে ডক্টরেট্‌ উপাধি প্রাপ্ত। ঢাকায় ছাত্রাবস্থার পুলিন বিহারী দাস সহ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আগত। কলিকাতা টাকশালের এ্যাসে মাষ্টার (১৯২০)। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে চাকরি ত্যাগ করে ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় কারারুদ্ধ (১৯২২)। কারামুক্তির পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক (১৯২৪)। লবন সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য গ্রেপ্তার (১৩।৪। ১৯৩০) আড়াই বৎসরের জন্য কারাদণ্ডিত, গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরে কারামুক্ত ও পুনরায় এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডিত (১৯৩২)। কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হওয়ার অপরাধে তিন মাসের জন্য কারাদণ্ডিত (১৯৩৪), আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য পুনরায় আড়াই বৎসরের জন্য কারাদণ্ডিত। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত (১।৫।১৯৩৯), আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের অপরাধের জন্য পুনরায় কারারুদ্ধ (১।১২।১৯৪১), বোম্বাই এ নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার (৯।৮।১৯৪২), স্বাস্থ্যের কারণে মুক্ত। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (১।৭।১৯৪৭)। দুর্নীতি, দমন ও চোরাকারবার রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণকারী। কংগ্রেসে মতবিরোধের ফলে পরিষদীয় দলে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হওয়ায় পদত্যাগ। কৃষক মজুর প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত (১৯৬৭)। অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সদস্য ও পুনরায় পদত্যাগকারী (২।১১। ১৯৬৭)। প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রাটিক ফ্রন্টের

নেতারূপে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী (১৯৬৭)। অল্পদিন পরে মন্ত্রিসভার পতন হওয়ায় রাজনীতি থেকে অবসর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিজ্ঞানের কথা (কুমিল্লা—১৯২৯), আজকের পশ্চিম, আত্মজীবনী, ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতের রসায়ন শাস্ত্র, বর্তমান জার্মানী, West to-day।

প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ দময়ন্তী বিলাপ কাব্য (১২৭৪), সম্বরণ বিজয় কাব্য (১২৭৬)।

প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—৫। ৮।১৯০০)। জন্ম ঃ নারায়ণপুর, রাণাঘাট, নদীয়া। পিতা ঃ শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ সারদা। মামজোয়ানী গ্রামে ব্যবস্থা দর্পণ প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকারের অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ১৫ বৎসর বয়সে রেলওয়ে অফিসের কর্মী (১৮৬৬)। স্বীয় চেষ্টায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় পণ্ডিত্যপ্রাপ্ত, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে (১৯০০) পূর্ববঙ্গে পোষ্ট্ মাষ্টার জেনারেলের পদপ্রাপ্ত। পূর্ববঙ্গে ভৈরব চন্দ্র ন্যায়ভূষণের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। বালেশ্বরে অবস্থান কালে বহু সংস্কৃত ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন। উড়িয়া ও তেলেগু ভাষায় ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। দাঁপো নামক পাদ্রীর নিকট ল্যাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় পণ্ডিত্য প্রাপ্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় কৃত্তিবাস পণ্ডিত, বাংলার প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত, মণিহারী, গ্রীক ও হিন্দু, অনুভূতি প্রভৃতি।

প্রফুল্ল চন্দ্র বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মায়া উদ্যান।

প্রফুল্লচন্দ্র বসু বি. এস্‌সি. (৭।১০। ১৮৯৩—২৮।১।১৯৭০)। তৎকালীন বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের ইন্‌স্‌পেক্টর। খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হেঁাদল কুৎকুৎ (১৯৪০), হসন্ত মহারাজ, কারলী বেড়াল, দিগ্‌বিদিগ, মিলন রাত্রি, তালপাতার সেপাই ইত্যাদি।

প্রফুল্ল চন্দ্র ভট্টাচার্য (আঃ ১৮১৭— ১৮৯৭)। জন্ম ও নিবাস ঃ গুপ্তিপাড়া, হুগলী, পিতাঃ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য। রাজশাহী জেলার সরদহে বেঙ্গল সিল্ক কোং এর ১২ টি কুঠির দেওয়ান ও পরে জমিদারী ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। প্রকাশিত নাটক ঃ মদালসা (১৮৭৫)।

প্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৬৮—১৯। ৮।১৩০৮/৫।১২।১৯০১)। জন্ম ঃ বালি-উত্তরপাড়া। পিতা ঃ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ সংসার চক্র, অর্ধবিলাপ, তোমারই। গীতিনাট্য ঃ দেবযানী, শকুন্তলা, সোনার স্বপন, মহাভারত (নাট্যকাব্য।

ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, আচার্য (২।৮।১৮৬১ —১৬।৮।১৯৪৪)। জন্ম ঃ বাড়ুলি (বারুনী), যশোর, (পরে খুলনা), বাংলাদেশ। পিতা ঃ হরিশ্চন্দ্র রায়। কলিকাতা এলবার্ট স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৮৭৯)। মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৮৮১),পাশ। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ পাঠের সময়েই গিল্‌ক্রাইষ্ট্ বৃত্তি লাভ করে বিলাত গমন,—এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্‌সি পাশ। রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য ডি. এস্‌সি. উপাধি ও হোপ্ পুরস্কার প্রাপ্ত (১৮৮৭)। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর

(১৮৮৮) প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক (১৮৮৯) এবং প্রধান অধ্যাপক (১৯১১), অবসর গ্রহণের পর (১৯১৬) বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের পালিত অধ্যাপক (১৯৩৬ পর্যন্ত)। ভারতে রসায়ন চর্চা ও গবেষণার পথিকৃৎ, বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক্স্ লিঃ-এর প্রতিষ্ঠাতা (১৮৯৩) এবং ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ্ কেমিষ্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা। যাদবপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের সভাপতি (১৯২৪-৪৪), ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় (১৯২৪) প্রেরণা ও অর্থসাহায্য-দাতা। চিরকুমার। ইউরোপ ভ্রমণ কারী (১৯০৪, ১৯১২, ১৯২০, ১৯২৬)। চরকা, খদ্দর ও পল্লী উন্নয়নে অগ্রণী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৩০৮, ১৩১০, ১৩১৬—১৭, ১৩২৭, ১৩৩৪—৩৭) ও সভাপতি (১৩৩৮—৪১)। রাজশাহীতে বিজ্ঞান সভার সভাপতি (১৯২০)। অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। ছাত্রানুরাগী,—বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ইতিহাস, ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহী। মানব কল্যাণে অকাতরে অর্থদাতা,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিদ্যার উন্নতিকল্পে দু লক্ষ টাকা প্রদাতা। বৃটিশ সরকার কর্তৃক সি আই. ই ও নাইট উপাধিতে সম্মানিত। দেশী বিদেশী চারটি বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. এস্‌সি উপাধিপ্রাপ্ত। মিউনিক শহরে 'ডয়ট্‌সে' একাডেমি (১৮৩১) ও লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির (১৯৪৩) সাম্মানিক সভ্য। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা প্রভৃতি কুপ্রথার বিরোধী। আর্তত্রাণে সদা তৎপর। দেশবাসীর দ্বারা 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নব্য রসায়নী বিদ্যা প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী ২ খণ্ড, খাদ্যবিজ্ঞান, অন্ন সমস্যায় বাঙালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার, অধ্যয়ন ও সাধনা, সরল প্রাণিবিজ্ঞান, জাতিভেদ ও ও পতিত সমস্যা, বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার, India and the British Rule, History of Hindu Chemistry ২ খণ্ড (১৯০২, ১৯০৯), Life and Experiences of Bengali Chemists (১৯৩২), Essays of India (১৮৮১), Marakari and modern Chemistry.

প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী (৮।১১।১৯০০—২৭।১৭।১৯৭৫)। ছদ্মনাম ঃ কাফীখাঁ, পি. সি. এল্,, পিসিয়েল, প্রবলা, রোবট, **Digenes, Piciel.** জন্ম ঃ ঢাকা শহরে মাতুলালয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ১ম বিভাগে এম্. এ. পাশ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অধীনে গবেষক। ফেণী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক (৫ বৎসর)। ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে কলিকাতায় বাস ও দৈনিক Advance পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্র রচনায় দক্ষ। অমৃতবাজার পত্রিকায় 'খুড়ো সিরিজ' ও যুগান্তরে 'শেয়াল পণ্ডিত' সিরিজের ব্যঙ্গ চিত্র লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কলকাতা থেকে কলকাতা (আমেরিকা ভ্রমণ কাহিনী—যষ্টিমধু পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত), অ্যালবাম, সত্যের সন্ধানে, সুভাষ আলেখ্য, দধীচির অস্থি, কাফিস্কোপ প্রভৃতি।

প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (১৯১৩—)। জন্ম ঃ জামালপুর, মৈমনসিংহ। ছদ্মনাম ঃ দশানন। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। সাময়িকপত্রের লেখক। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ঃ বিচার।

প্রফুল্ল নলিনী ঘোষ, সরস্বতী। মহিলা

ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মন্দার কুসুম (১৯১৫), নিমিত্তের ভাগী (১৩৩২)।

প্রফুল্লময়ী দেবী (১৮৯১— ?)। জন্ম ঃ বাণীবহ, ফরিদপুর, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা ঃ স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী বিপিন বিহারী। জেলাবোর্ডের উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় জেলায় সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্তা (১৮৯৯), ফরিদপুর সুহৃদ সম্মিলনীর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারিনী (১৯০০)। ১২ বৎসর বয়সে বিবাহিতা। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ বীরবালক (১৮০৯), পুষ্প-পরাগ। নাটক ঃ ধাত্রীপান্না।

প্রফুল্লময়ী দেবী। জন্ম ঃ বংশবাটী, হুগলী। পিতা ঃ হরদেব চট্টোপাধ্যায়, স্বামী ঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের হীরেন্দ্র নাথ ঠাকুর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আত্মস্মৃতি।

প্রফুল্লময়ী দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চাষা, পূর্ণিমা।

প্রফুল্ল মিশ্র (২৩৷১৷১৯৪২—) এম্. কম্. বি. টি.। ছদ্মনাম ঃ উদয়শঙ্কর ভরদ্বাজ। জন্ম ও নিবাস ঃ কাল্লা, মাজিয়ারা, বর্ধমান। পিতা ঃ মধুসূদন মিশ্র, মাতা ঃ গতিদায়িনী। শিক্ষক। সহ-সম্পাদক ঃ পাক্ষিক পক্ষান্তর (১৯৬৫-৬৭), সম্পাদক ঃ কালপুরুষ (১৯৬৭), বিকাশ (আসানসোল, ১৯৬৯—)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বন্ধু এখন (কাব্য-১৯৭১), স্বয়ম্বর সভায় (উপন্যাস—১৯৭৩), সিন্ধু সারস (১৯৭৭)।

প্রফুল্ল রঞ্জন দাশ (১২৮৭—১৭৷৫৷১৩৭০ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ ঢাকা, বাংলাদেশ। পিতা ঃ ভুবনমোহন দাশ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুজ। ইংলন্ড থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ (১৯০৬) করার পরে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী—পাটনায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার (১৯১৭) পর পাটনায় স্থায়ী বাসিন্দা ও আইন ব্যবসায়ী—বিচারপতির পদপ্রাপ্ত—পদত্যাগ করার পর (১৯২৯) পুনরায় আইন ব্যবসায়ী। কবি,—দেশবন্ধুর নারায়ণ পত্রিকায় কবিতা লেখক। প্রকাশিত কাব্য ঃ Moth and the Star

প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২৬—২২৷৩৷১৯৮৩) বি. এ.। ছদ্মনাম ঃ দৈবাচার্য। জন্ম ঃ বীরমোহন, মাজপাড়া, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ ৭১-১, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৩। মৈমনসিংহ ও বরিশালে শিক্ষপ্রাপ্ত। সাংবাদিক। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্তান পত্রিকায় সাংবাদিকতার সূত্রপাত। যুগান্তর পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদ দাতা। জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী। দৈবাচার্য ছদ্মনামে যুগান্তরে রাশি ফল লেখক। শ্রমজীবী সাংবাদিক আন্দোলনের নেতা। ইণ্ডিয়ার ফেডারেশন অফ্ ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট্-এর সহ-সভাপতি। উক্ত সংস্থার কাউনসিলের প্রাক্তন সদস্য। অমৃতবাজার ও যুগান্তর কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নিজেই নায়ক (১৯৭৬)।

প্রফুল্ল রায়। নিবাস ঃ কলিকাতা। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নোনাজল মিঠে মাটি, পূর্বপার্বতী, আমাকে দেখুন ৩ পর্ব (১৩৮২), শীর্ষবিন্দু, সেনাপতি নিরুদ্দেশ (শিশু), সিন্ধু পারের পাখী, আকাশের নীচে মানুষ, ধর্মান্তর, শঙ্খিনী (নাগমতী নামে চলচ্চিত্রে রূপায়িত), একাকী অরণ্যে, সুখের পাখী অনেক দূরে, রৌদ্র ও ঝলক, আলোয় ফেরা, নিজের সঙ্গে দেখা, শ্রেষ্ঠ গল্প, মহাযুদ্ধের ঘোড়া, সাধ আহ্লাদ প্রভৃতি।

প্রবালকুমার বসু (২১৷৯৷১৯৬০—)।

জন্ম ঃ কলিকাতায়। নিবাস ঃ ১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা ২৯। পিতা ঃ দেবকুমার বসু, মাতা ঃ ছন্দা। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। চাকুরিজীবী। সময়ানুগ, দেশ, কালান্তর, মহাদিগন্ত, আলিম্পন, শব্দ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। আধুনিক সাংস্কৃতিক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ আলিম্পন (১৯৮১—৮২), শাতকর্ণি (১৯৮২—৮৩)। প্রকাশিত কাব্য ঃ তুমিই প্রথম (১৯৮৩), ব্যক্তিগত স্মৃতিস্তম্ভের পাশে (১৯৮৭)।

(ডঃ) প্রবাস জীবন চৌধুরী (১৩।৩।১৯১৬—৪।৫।১৯৬১)। জন্ম ঃ হুগলী—শ্রীরামপুরে মাতুলালয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। পৈতৃক নিবাস ঃ সাঁতরাগাছি, হাওড়া। পিতা ঃ বিহারের বক্তিয়ারপুর নিবাসী ডাক্তার মাখনলাল চৌধুরী, মাতা ঃ প্রভাবতী, পত্নী ঃ মহিলা সাহিত্যিক আশাবরী দেবী। রায়বেরিলি সরকারী স্কুল ও কলেজের ছাত্র। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম্. এস্‌সি. (১৯৩৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম্ এ. (১৯৪২) এবং দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ. (১৯৪৪)। কীট্স্ এর সৌন্দর্যদর্শন সম্পর্কে গবেষণার জন্য স্যার আশুতোষ সুবর্ণপদক (১৯৪৭), বিজ্ঞানের দর্শন বিষয়ে গবেষণার জন্য গ্রিফিথ পুরস্কার (১৯৪৮), পি আর্. এস্ (১৯৫০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল্. ডিগ্রি (১৯৫১) এবং মেয়াট স্বর্ণপদক (১৯৫২) প্রাপ্ত। ফরিদপুরের একটি গ্রাম্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিলং এ সেন্ট্ এন্টনি কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৪৪), পাঞ্জাবের একটি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা, দর্শন ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৪৫), প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (১৯৫৩)। ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সম্পাদক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দর্শন বিভাগের ভিজিটিং ফেলো (১৯৫৯) এবং সাউথ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফেলো (১৯৫৯—৬০)। এথেন্সে চতুর্থ আন্তর্জাতিক নান্দনিক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি। Tagore on literature and asthetics (১৯৬৫) গ্রন্থের জন্য মরণোত্তর রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৭)। দেশ, জাতক, যুগান্তর, বিশ্বভারতী, আনন্দবাজার, অস্থায়ী প্রভৃতি পত্রিকায় এবং বিভিন্ন ইংরাজী পত্রিকায় বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ Studies in Comparative Aesthetics (১৯৫৩), Tagore and Problem of God (১৯৫৩), Philosophy of Science (১৯৫৫), Studies in Aesthetics (১৯৬৪), Elements of Scientific Philosophy (১৯৬৫), Tagore on Literature and Aesthetics (১৯৬৫), Reflections on Science, Philosphy and Art (১৯৬৬), The Aesthetic Attitude in Indian Aesthetics (১৯৬৬), A Guide to Aesthetics (১৯৭৭), Early Poems of Prabasjiban Chowduri (১৯৭৭), Science Society and Metaphysics (১৯৭৭), রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আদর্শ (১৯৪৯), সৌন্দর্যদর্শন (১৯৫৪), রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন (১৯৫৫), ঈশ্বর সন্ধানে (১৯৭৬), হল দেখা হল চেনা (গল্প সংগ্রহ, ১৯৮৩), কাব্য মীমাংসা প্রভৃতি।

প্রবীরকুমার দেবনাথ (১৯৪৫—)। ছদ্মনাম ঃ স্বয়ম্ভূ, স্বয়ম্ভূ গৌতম। জন্ম ঃ বরিশাল, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম। পিতা ঃ চিন্তাহরণ

দেবনাথ। মাতা : মায়া, পত্নী : কণিকা। বি. এ. পাশ (১৯৬৬)। বিশ্বভারতীর কর্মী। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চার সঙ্গী। ৭ম শ্রেণীতে পড়ার সময় বিদ্যালয়ের পত্রিকায় প্রথম রচনা 'ভুতুরে বাড়ীর গল্প' ও 'একটি রাতের স্বপ্ন' কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : উদয়ন (শান্তিনিকেতন), দৃশ্যান্তর (শান্তিনিকেতন)। প্রকাশিত গ্রন্থ : অনুপম সময়ের কাছে (কবিতা—১৩৮৬), কবিতার্থে বিদেশী (১৩৯০)। সম্পাদিত গ্রন্থ : রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার (যুগ্মভাবে—১৩৮৭)।

প্রবীরকুমার বড়াল। প্রকাশিত গ্রন্থ : একই বৃন্তে দুটি ফুল (কবিতা ও গল্পের সংকলন—১৯৭৫)।

(ডঃ) প্রবীর কুমার বিশ্বাস (৩১৷১২৷১৯৫৪ —)। জন্ম : ইছাপুর, ২৪ পরগণা। পৈত্রিক ও বর্তমান নিবাস : ৮০, পশ্চিমপাড়া, রহড়া, ২৪ পরগণা। পিতা : যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মাতা : শিবানী। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী (১৯৭২), স্কটিশ-চার্চ কলেজ থেকে বি. এ (১৯৭৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিদ্যায় ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯৭৭) ও মনোবিদ্যায় পি এইচ ডি (১৯৮৪)। মনস্তত্ত্ববিদ্ দেশী ও বিদেশী পত্রিকায় মনস্তত্ত্ব ও সাহিত্য সংক্রান্ত ইংরাজী ও বাঙ্গলায় বহু রচনা প্রকাশিত। প্রথম গল্প 'পদ্ম পত্রে নীর' বিদ্যালয় পত্রিকা 'উত্তিষ্ঠ'-তে প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : অন্তরাল (সাহিত্যের মাধ্যমে মানসিক রোগের কারণ ও প্রকৃতির সঙ্গে রোগীর জীবনেতিহাস—১৯৮৩)।

প্রবীর গোপাল মুখোপাধ্যায় (২৫৷১২৷ ১৯৪৫—)। জন্ম : কলিকাতার চোরবাগান লেনে মাতুলালয়ে, নিবাস : শিবপুর, হাওড়া। হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ, শ্রীঅরবিন্দ সাধক সংঘ (শিবপুর), সুর ও সাহিত্যের আসর, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারত সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘ ও মণিমুক্তার আসরের সদস্য। অরিন্দম, জনসেবক, দৈনিক বসুমতী, সত্যযুগ, ভাবীযুগ, মৌচাক, মণিমুক্তা, নতুন পথিক, নিছক সংবাদ, ঋতম্ভরা, হাওড়াবার্তা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশিত।

প্রবীর গোস্বামী। ছদ্মনাম : শ্রীপারাবত। কথা সাহিত্যিক। প্রকাশিত উপন্যাস : মমতাজদুহিতা জাহানারা, আরাবল্লী থেকে আগ্রা, এম্. এল্ পম্পা।

প্রবীর ঘোষ (২৭৷৫৷১৩৬০ —)। ছদ্মনাম : প্রতিদ্বন্দ্বী, সুদীপ্ত বোস, নূরজাহান নার্গিস। জন্ম : হিঙ্গলগঞ্জ, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা। পৈতৃক নিবাস : মুকুন্দপুর, খুলনা। বর্তমান নিবাস : বসিরহাট। পিতা : কার্তিক ঘোষ, মাতা : আশালতা। বসিরহাট হাই স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী (১৯৭০) ও বসিরহাট কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৭৩)। আকাশবাণীর যুববাণী বিভাগের অস্থায়ীকর্মী (১৯৭৫)। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে ১২৷১৩ বৎসর যাবৎ অংশ গ্রহণকারী। আকাশবাণীর যুববাণীর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য। লোকশক্তি পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯৭৭)। সম্পাদক : সমাজশিক্ষা (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে লোকশিক্ষা পর্ষদের মাসিক সমাজশিক্ষা পত্রিকা (১৯৭৭), ফাল্গুনী (১৩৭০—৭২), চিত্রাঙ্ক (১৯৭৬—৮৮), বর্ণালী (বসিরহাট—১৯৭১—)। আনন্দবাজার, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, সত্যযুগ, আজকাল, ভূমিলক্ষ্মী, দেশ, অমৃত, পরিবর্তন, কম্পাস,

সৈনিক সমাচার (দিল্লী), বেতার জগৎ, ধনধান্যে, আনন্দমেলা, ভারত বিচিত্রা (ঢাকা), সমাজশিক্ষা, বোম্বাই বিচিত্রা, সংহতি প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকার রচনা প্রকাশিত।

প্রবীর রায়। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ ম্যাজিক লণ্ঠন (১৯৮০)।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোটদের উপযোগী জীবনী)।

প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রবোধকুমার ভট্টাচার্য (১।৩।১৯১০—)। জন্ম ও স্থায়ী নিবাস ঃ জোয়ানীয়া, ভালুকা, নদীয়া। বর্তমান নিবাস ঃ ১৬/১৩ বি, নিউ সোহবাতিয়া বাগ। এলাহাবাদ—২১১০০৬, উত্তর প্রদেশ। পিতা ঃ বিহারীলাল ভট্টাচার্য, মাতা ঃ অনন্তবালা। কলিকাতা জগদ্বন্ধু ইন্‌স্টিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩২), সেন্ট্‌ পল্‌স্‌ কলেজ থেকে আই এ (১৯৩৪), রেলওয়ে হিন্দী স্কুল থেকে প্রবোধ, প্রবীণ ও প্রচণ্ড পাশ। রেলওয়ের কর্মী, অফিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্‌ হিসাবে অবসর প্রাপ্ত। ধর্মীয় ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা এবং শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত (রামকৃষ্ণ সারদামঠ, হাজারীবাগ), শিশুসাথী, সন্দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত।

প্রবোধকুমার মজুমদার (২০।১১।১৯২১—২০।৪।১৯৮০)। জন্ম ঃ যশোর, বাংলাদেশ, মৃত্যু ঃ লক্ষ্মৌ, উত্তর প্রদেশ। নিবাস ঃ সি—১০৪২, মহানগর, লক্ষ্মৌ। পিতা ঃ বি. এন্‌. মজুমদার, মাতা ঃ পুণ্যলক্ষ্মী দেবী। আই. এ. পাশ। উত্তর রেলওয়ের কর্মী (২২ বৎসর)। উত্তরপ্রদেশ সরকারের পুরস্কার প্রাপ্ত। হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু গ্রন্থের অনুবাদক,—বহু বাঙ্গালা গ্রন্থের হিন্দীতে অনুবাদক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ রাজমোহন কি স্ত্রী (হিন্দী ও বাঙ্গালায় অনূদিত—১৯৫৮), বিজ্ঞান হয় অবাধ গৌরবে (১৯৬৭), কথা পাঞ্জাব (ছোটগল্প—১৯৭১)।

প্রবোধকুমার সমাদ্দার (১৮৯৬—১০।২।১৯৭৬)। মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। রামতনু লাহিড়ীর পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ীর জামাতা। বিহারের গিরিডিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক সচিত্র ভারত।

প্রবোধ কুমার সান্যাল (৭।৭।১৯০৫—১৭।৪।১৯৮৩/৩।১/১৩৯০)। ছদ্মনাম ঃ কীর্তনীয়া। জন্ম ঃ উত্তর কলিকাতায় চোর বাগানে, আদি নিবাস ঃ ফরিদপুর, বাংলাদেশ, স্থায়ী নিবাস ঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা। পিতা ঃ রাজেন্দ্রনাথ সান্যাল। চার বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় উত্তর কলিকাতায় মাতুলালয়ে বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত। স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল ও সিটি কলেজের ছাত্র। হুগলীতে ডাক বিভাগের কর্মী (১৯২৪)। সামরিক বিভাগের একাউণ্ট্‌স্‌ বিভাগে চাকরি নিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দুর্গম এলাকায় ভ্রমণকারী। যুগান্তর পত্রিকায় রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক (১৯৩৭—৪১)। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত (১৯২৬)। কিছুকালের জন্য পাবনার গ্রামাঞ্চলে অন্তরীণ। স্বদেশ পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন ইংরাজ সরকার কর্তৃক রাজদ্রোহে অভিযুক্ত। ছয়বার সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণকারী। কৈলাশ ও মানস সরোবর সহ হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চল ভ্রমণকারী। কলিকাতায় হিমালয়ান এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৬০), নেপালে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা (১৯৬০), ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ (১৯৭৫)।

সোভিয়েত রাশিয়ার আমন্ত্রণে আফ্রো-এশিয় সাহিত্য সম্মেলনে তাসখন্দে ভারতের প্রতিনিধি (১৯৫৮), নরওয়ের পথে উত্তর মেরু ভ্রমণকারী (১৯৭৮)। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে আগ্রায় (১৯৫৬) ও ব্রহ্মদেশে (১৯৫৭) সভাপতি। পাকিস্তানে ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের নেতা (১৯৫৭), হিমালয়ান ফেডারেশনের সভাপতি (১৯৬৮)। প্রখ্যাত কথা শিল্পী ও ভ্রমণ কাহিনী লেখক। ১৫৫ টি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৫ টি গ্রন্থ চলচ্চিত্রে রূপায়িত। আটটি ভারতীয় ভাষায় ও বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনেক গ্রন্থ অনূদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সুবর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত (১৯৬৬), শিশির কুমার পুরস্কার, মতিলাল পুরস্কার (১৯৬০), শরৎ পুরস্কার ও আনন্দ পুরস্কারে (১৯৮০) সম্মানিত। যৌন আকর্ষণকে অস্বীকার করে নানা অবস্থায় মানুষকে ফেলে নরনারীর লালসাহীন সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় নব সমাজ ব্যবস্থা পরিকল্পনার আদর্শ উপন্যাসে প্রকাশিত। কল্লোল গোষ্ঠীর খ্যাতনামা লেখক। প্রথম রচনা মার্জনা গল্প (মাঘ ১৩৩০) কল্লোলে প্রকাশিত। শেষ রচনা: পর্যটনের পত্র। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস কাজললতা (বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত), প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাস: যাযাবর। দুয়ে দুয়ে চার উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হয়। বিজলী, কল্লোল, স্বদেশ, দুন্দুভি, খেয়ালী, ফরোয়ার্ড (কাশী), বাংলার কথা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: বিজলী, স্বদেশ, পদাতিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: প্রিয় বান্ধবী (১৯৩৩), অগ্রগামী (১৯৩৬), পুষ্পধনু (১৯৫৬), মনে মনে, নদ ও নদী, অগ্নিকন্যা, বনহংসী, পঞ্চতীর্থ, কাঁচকাটা হীরে, পিয়ামুখচন্দা, দুই আর দুয়ে চার, নিশিপদ্ম, কলরব, বন্যাসঙ্গিনী, জনম জনম হম, দেহ নয় মন, অরণ্য পথ, এই যুদ্ধ, কলরব, তুচ্ছ (১৯৫৩) প্রভৃতি। গল্প: অবিকল, শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৪৮) প্রভৃতি। ভ্রমণ: মহাপ্রস্থানের পথে (১৯৩৩). রাশিয়ার ডায়েরী, দেবতাত্মা হিমালয় ২ খণ্ড (১৯৫৫), উত্তর হিমালয় চরিত, পর্যটকের পত্র। আত্মস্মৃতি: বনস্পতির বৈঠক।

প্রবোধ চন্দ্র দে (১৮৬২—১৯৩৪) এফ্. আর্. এইচ্. এস্.। খ্যাতনামা কৃষিবিদ্যা বিশারদ। দেশী ও বিদেশী কৃষিবিদ্যায় পণ্ডিত। দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বাগান, মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারের আম্রকানন, বাঙ্গালোরের বিখ্যাত উদ্যান, আসামে তেজপুর রেলওয়ে বাগান প্রভৃতির নির্মাতা। ১৮ টি গ্রন্থের রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ: কৃষিক্ষেত্র, মৃত্তিকাতত্ত্ব, কার্পাস চাষ, ভূমিকর্ষণ, সব্জীবাগ, গোলাপ-বাড়ী, মালঞ্চ (১৩৩০), ফলকর, কার্পাস কথা, উদ্ভিদ্ জীবন, উদ্ভিদখাদ্য, ভূমিকর্ষণ ভারতে অর্থশাস্ত্র, পশুখাদ্য, আয়ুর্বেদীয় চা, **Potato Culture, Treatise on mango.**।

প্রবোধ চন্দ্র পাল (২৯।১০।১৯২৫—১৯৬৯)। জন্ম ও নিবাস: আবুতারা, কিসমৎ দশগ্রাম, কুচবিহার। চল্লিশ দশকের শেষভাগে কুচবিহার জেলার ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃস্থানীয় সংগঠক,—বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। অভাবের তাড়নায় আত্মঘাতী। কবি ও ঔপন্যাসিক। একক, নতুন সাহিত্য, পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: অকাল বসন্ত (১৯৫৩), দেয়ালা (১৯৫৫)। উপন্যাস: শঙ্খ হৃদয় (উত্তর বঙ্গের কৃষক জীবনের পটভূমিকায় রচিত)।

প্রবোধচন্দ্র বসু (১৯২৩—) এম্. এ.। ছদ্মনাম ঃ প্রবুদ্ধ। জন্ম ঃ বিভীষণপুর, মেদিনীপুর। নিবাস ঃ ১৩, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হজমি গুলি (কাব্য-১৯৪০), ছেড়ে আসা গ্রাম (উপন্যাস-১৯৫১), বিংশ শতাব্দীর শেষ ডিটেক্টিভ উপন্যাস (১৯৫২), এক পকেট হাসি (১৯৫৫), বানিয়ে বলছি না (ছোট গল্প-১৯৫৭), হেসে খুন, ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত।

প্রবোধ চন্দ্র বাগচী (১৮।১১।১৮৯৮—১৯।১।১৯৫৬)। জন্ম ঃ শ্রীকোল, যশোহর ; পৈত্রিক নিবাস ঃ খুলনা। পরবর্তী নিবাস ঃ শান্তিনিকেতন, বীরভূম। মাগুরা হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯১৪), কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯১৮), প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম্. এ. (১৯২০) উত্তীর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার। স্যর আশুতোষের প্রেরণায় বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক, সিলভাঁ লেভির শিষ্যরূপে লেভির ইচ্ছানুসারে নেপাল গিয়ে (১৯২২) নেপালের রাজদরবারে রক্ষিত বৌদ্ধ পুঁথি সম্পর্কে গবেষক। স্যর রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলো হিসাবে জাপান ও ইন্দোচীন থেকে উপাদান সংগ্রাহক,—অধ্যয়নের নিমিত্ত প্যারিস গমনকারী। ভোট ও চীনা ভাষা শিক্ষা করে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষক,— প্যারিস থেকে ডক্টরেট্ উপাধিপ্রাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক (১৯৩০—৪৪)। ভারত সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতার জন্য পিকিং গমন (১৯৪৭)। বিশ্বভারতীর চীনাভবনে গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ, ইতিহাসের অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ,—অবশেষে উপাচার্য। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্ঘের সদস্য হিসাবে পুনরায় চীনদেশে গমন (১৯৫২)। সম্পাদক ঃ ত্রৈমাসিক Cino-Indian Studies. প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দোঁহাকোষের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ, চর্যাপদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভারত ও ইন্দোচীন (১৩৩৪), প্রাচীন ও চীনা সংস্কৃতি (১৩৩৪), India and China (১৯২৭), Pre Aryan and Pre Dravidian in India, Studies in the Tantras, ফরাসী ভাষায় তিন খণ্ডে চীনদেশের বৌদ্ধশাস্ত্র ও দুই খণ্ডে চীনা সংস্কৃত অভিধান প্রভৃতি।

প্রবোধ চন্দ্র মজুমদার (১৮৯৯—১৯২৮)। জন্ম ঃ পাতিহাল, হাওড়া। দেবসাহিত্য-কুটির নামক পুস্তক প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা,—পুস্তক ব্যবসায়ী ও গ্রন্থকার।

প্রবোধ চন্দ্র মিত্র (২৫।৫।১৩০২—৯।৪।১৩৮৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ গৈপুর, গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা। নিবাস ঃ প্রতিভা, ৩০৪ সি/১, বাগমারী রোড, কলিকাতা—৫৪। পিতা ঃ ডাঃ সুরেশ চন্দ্র মিত্র, মাতা ঃ প্রমীলা, পত্নী ঃ প্রতিভা। গোবরডাঙ্গা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে আই. এ, রিপন কলেজ থেকে বি. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্. এ। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় আইন অধ্যয়ন অসমাপ্ত, ইংরাজের দাসত্ব না করার সংকল্পে অটুট থেকে ভেনাস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ নামে প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। স্বদেশী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী। ১৯১৮ সাল থেকে গোবরডাঙ্গায় রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদী

মনোভাব গড়ে তোলবার কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণকারী। আইন অমান্য আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ, বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি স্বদেশ প্রেমিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গোবরডাঙ্গা পৌরসভার কমিশনার—সুদীর্ঘকাল চেয়ারম্যান পদে আসীন। গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী এবং আমৃত্যু প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। গোবরডাঙ্গা টাউন হলে সাহিত্য সম্মেলনের স্রষ্টা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য, নিখিলভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সদস্য, ওয়েষ্ট বেঙ্গল মাষ্টার প্রিণ্টার্স এসোসিয়েসনের সভাপতি। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ঃ বিষাণ, ধ্রুব।

প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্. এ. বি. এল্। জন্ম ঃ চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাবিক।

প্রবোধচন্দ্র সরকার। জন্ম ঃ নেত্রকোনা, মেদিনীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিবিধ সঙ্গীত (১৮৯৬), শালফুল (উপন্যাস—১৩০৪)।

প্রবোধচন্দ্র সেন (১৫।১।১৩০৪/২৭।৪।১৮৯৭—৩।৬।১৩৯৩/২০।৯।১৯৮৬)। ছদ্মনাম ঃ জিজ্ঞাসু, পড়ুয়া। জন্ম ঃ ত্রিপুরা জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়) মোগবা থানায় মুনি অন্ধ গ্রামে মাতুলালয়ে; মৃত্যু ঃ শান্তিনিকেতনে। পিতা ঃ হরদাস সেন, মাতা ঃ স্বর্ণময়ী। পত্নী ঃ রুচিরা। পরবর্তী নিবাস ঃ শান্তিনিকেতন, বীরভূম। শৈশবে স্কুলজীবন কুমিল্লা শহরে। ইতিহাসে অনার্স সহ শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে বি. এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক (১৯২৮—৩২)। খুলনার দৌলতপুর কলেজের ইতিহাস ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক ও প্রধান অধ্যাপক (১৯৩২ - ৪২)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৪২—৬২), রবীন্দ্র অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ (১৯৬২—৬৫), বিশ্বভারতীর এমেরিটাস অধ্যাপক (১৯৬৭)। কল্যাণী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিক ডি লিট্. উপাধিতে ভূষিত (১৯৮৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরোজিনী বসু সুবর্ণপদক, আনন্দ পুরস্কার এবং ভারতাত্মা কবি কালিদাস গ্রন্থের জন্য বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কারে (১৯৭৫) সম্মানিত। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যধন্য—স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য কারাদণ্ডিত। টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউটের দ্বারা রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত। প্রবাসী পত্রিকায় (পৌষ-চৈত্র—১৩২৯) প্রথম রচনা 'বাংলা ছন্দ ও বাংলা ছন্দের শ্রেণী বিভাগ' প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৩৫২), ধম্মপদ পরিচয় (১৩৬০), ছন্দ পরিক্রমা ১ম (১৩৭২), ছন্দ জিজ্ঞাসা (১৩৮১), বাংলা ছন্দ চিন্তার ক্রমবিকাশ (১৩৮৫), ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৯), রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা (১৩৬৮)। ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত (জহরলাল নেহেরুর অনুরোধে রচিত—১৩৫৬), ভারতাত্মা কবি কালিদাস (১৩৭৯—বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত), রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি (১৩৬৯), ধর্মবিজয়ী অশোক (১৩৫৪), বাংলার ইতিহাস সাধনা (১৩৬০), বাংলা ছন্দ সমীক্ষা (১৩৮৪), বাংলার হিন্দু রাজত্বের শেষ যুগ, বাংলার পুরাবৃত্তচর্চা, India's National Anthem, আধুনিক বাঙ্লা

গীতি কবিতা (১৯৮০)। সম্পাদিত গ্রন্থ: রবীন্দ্রনাথের ছন্দ (১৩৮১), মেঘদূত (১৯৩১)।

প্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এম্. এ, বি এল্। আইনজীবী। প্রকাশিত কাব্য: বুদ্ধবাণী।

প্রবোধ বন্ধু অধিকারী (১৯২৯—৩১।১০। ১৯৮৭/১৪।৭।১৩৯৪)। জন্ম: মৈমনসিংহ জেলায়। মৃত্যু: কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। নিবাস: কলিকাতা। সাংবাদিক—আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত (১৯৬০—)। যাত্রা ও নাট্যসমালোচক,—ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। যাত্রাবন্ধু নামে পরিচিত। শোভাবাজার রাজ বাড়ীতে পক্ষ কাল যাত্রা উৎসবের উদ্যোক্তা। দেশ, আনন্দ বাজার ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় গল্প লেখক। ১০টি উপন্যাস প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস: অতসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: অতসী, দিবস রজনী, নিশিরঙ্গ, সীমাহীন, ধলেশ্বরী প্রভৃতি। নাটক: জনক জননী, বনবাস, ছায়াবৃতা। যাত্রা সম্পর্কিত: চিৎপুর চরিত্র। নাটক সম্পর্কিত: নাট্য বিজ্ঞান ৩ খণ্ড, নাট্যচিন্তা ৩ খণ্ড।

প্রবোধ সরকার (১৯০৮—)। জন্ম: হাওড়ায়। শিক্ষা: কলিকাতায়। আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: নারী প্রগতি, তোমরা ও আমরা। সম্পাদক: সাপ্তাহিক দুন্দুভি।

প্রভবানন্দ স্বামী (×।১২।১৮৯৩—৩।৭। ১৯৭৬)। অবনী মহারাজ নামে খ্যাত। জন্ম: বাঁকুড়া। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষিত (১৯২১)। রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান (১৯১৪), আমেরিকা গমন (১৯২৩), সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে বেদান্ত প্রচারের ভারগ্রহণ (১৯২৩)। পোর্টল্যাণ্ড ও হলিউডে বেদান্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। বেদান্ত এণ্ড্ ওয়েষ্ট্ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। দুটি মঠ ও দুটি কন্‌ভেণ্টের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। সম্পাদক: প্রবুদ্ধ ভারত, বেদান্ত কেশরী।

প্রভাকর মাঝি (১৯২৪—)। ছদ্মনাম: সবুজ। জন্ম: ভূতসহর, বাঁকুড়া। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: আকাশের নীল চোখ।

প্রভাতকুমার (চন্দ্র) গঙ্গোপাধ্যায় (২৩। ৮।১৮৯০—৭।৩।১৯৭৩) বি. এ, বি এল্। জন্ম: ঢাকা বিক্রমপুর, মৃত্যু: কলিকাতায় আর. জি. কর হাসপাতালে। নিবাস: দমদম, ২৪ পরগণা। ছদ্মনাম: জংলী গাঙ্গুলী, রাসবিহারী, রামদাস গুপ্ত। পিতা: ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা ও অবলা বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক দ্বারিকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা: প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট কাদম্বিনী (বসু) গাঙ্গুলী, পত্নী: সরলা দেবী, অগ্রজা: জাতীয় আন্দোলনের নেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। সিটি কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ ও স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। পুলিশ কোর্টের উকিল। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের ফলে ওকালতি ত্যাগ। জাতীয়তাবাদী নেতা ও সাংবাদিক। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় (১৯২১) আইন অমান্য (১৯৩০) ও ১৯৪২ এর ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কারাদণ্ডিত (১৯২৯, ১৯৩০, ১৯৪২)। প্রবাসী, বৈকালী, জাহ্নবী, যমুনা ও ভারতী পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী (১৯২৮)। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার প্রাথমিক পরিচর্যার ভারপ্রাপ্ত। মাখন সেন সম্পাদিত ভারত পত্রিকার সহ-সম্পাদক। জন সেবক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত। সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের অছি, ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি (১৯৭১—৭২)। সম্পাদক : দৈনিক ভারত (বৃটিশ সরকার কর্তৃক ১৯৪২ সালে বাজেয়াপ্ত)। প্রকাশিত গ্রন্থ : রামমোহন প্রসঙ্গ, বাংলার নারী জাগরণ, ভারতের জাতীয় ইতিহাসের খসড়া, কস্তুরবা গান্ধীর জীবনী। সম্পাদিত গ্রন্থ : Life and Letters of Raja Rammohan Roy।

প্রভাত কিরণ বসু (২৪।২।১৯০৮—)। ছদ্মনাম : নবারুণ, কাকাবাবু। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ৭, রাজাবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬। পিতা : যতীন্দ্রনাথ বসু বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই. এ. ও বি এ পাশ করার পর আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। সাংবাদিক। কলিকাতা হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগের কর্মী—হাইকোর্টের দোভাষী। কবি—ব্যঙ্গ লেখক—শিশুসাহিত্যিক। দৈনিক বসুমতী পত্রিকার আমাদের পাতা বিভাগের পরিচালক। যুগ্ম সম্পাদক : পাঠশালা। সম্পাদক : মাসিক ভাইবোন (১৩৪৫), মাসিক উজান (১৩৪৫, মাসিক কল্যাণশ্রী (১৯৫৩), আমাদের পাতা, মাসিক পল্লীশ্রী (বোলপুর, ১৩৫৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ : পর্দানশীন (১৯২৭), দক্ষিণে হাওয়া (কবিতা – ১৯২৭), অসি মসী (ব্যঙ্গ কবিতা), রাজার ছেলে (শিশু ১৯৩৮), হীরের টুকরো, জগাপিসী (১৯৪০), অতনুর তীর (উপন্যাস ১৯৩৬), ঝঞ্ঝা ও ঝঞ্ঝাট (শিশু ১৯৪২), রূপনারায়ণের মাঝি, অভিশপ্ত বংশ, ঝড়ের প্রদীপ (১৯৪১), প্রভাতকিরণ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৩)।

প্রভাতকুমার গোস্বামী (১৫।১১।১৯২২—)। ছদ্মনাম : দীপঙ্কর, গজানন, বৃহস্পতি, লালমিঞা, গোঁসাইজী, অরিন্দম মুখার্জি। জন্ম : হাটুরিয়া, পাবনা, বাংলাদেশ। পিতা : জ্যোতিষ চন্দ্র গোস্বামী, মাতা : হিরণ্ময়ী। বর্তমান নিবাস : ১১এ, তিলজলা রোড্, কলিকাতা—৪৬। বেরা বিপিনবিহারী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৭), কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৩৯), বি. এ. (১৯৪১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯৪৩), পি-এইচ্. ডি. (১৯৬৭), ডি. লিট্ (১৯৮০)। বিজয়গড় জে. আর্ কলেজের অধ্যাপক। সহযোগী সম্পাদক : দৈনিক যুগান্তর। যুগ্ম সম্পাদক : সত্যযুগ, যুগভারতী (উড়িয়া), The People এবং Morning Sun। আনন্দবাজার, অরণি, শিশুসাথী প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। রবার্টসন মেডেল (১৯৩৭) ও সোভিয়েট ল্যান্ড্ নেহেরু পুরস্কারে (১৯৮১) সম্মানিত। রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ (১৯৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : নাগপাশ (১৯৪৫), বেলাভূমি (১৯৪৬)। শিশু-উপন্যাস : মরণ জয়ের সাধনা (১৯৪৫), বাঘসিংহের লড়াই (১৯৪৬), বাংলার দামাল ছেলে (১৯৮৬), পার্বত্য মুষিক (১৯৪৭)। রসরচনা : সাণ্ডাল বনাম হাই হিল (১৯৪৫), হট্টমালার দেশে (১৯৫৮)। জীবনী : ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা (১৯৪৫), বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা (১৯৫৭)। বিজ্ঞান : বিজ্ঞানের জগৎ (১৯৪৮), বিজ্ঞানের যুগান্তর (১৯৪৮)। প্রবন্ধ : আল্প্স্ অভিযানে নারী (১৯৪৭), মহাযুদ্ধের দান (১৯৪৭), নবরূপে সাম্রাজ্যবাদ (১৯৪৯), বাংলা নাটকে গান (গবেষণা গ্রন্থ—১৯৭১), হিমালয়ের ঘুম ভাঙ্ছে (রাজনীতি—১৯৭৬), দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক (১৯৭৮), মুক্তিযুদ্ধে নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব (১৯৮১), উত্তর চল্লিশের রাজনৈতিক নাটক (১৯৮২), ভারত নারী (ওড়িয়া—১৯৫০)। ভারতীয় সঙ্গীতের কথা (১৯৬১)। নাটক : আমি বেঁচে আছি

(১৯৭৯)। গল্প ঃ নোয়ার নৌকা (১৯৮০)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ হাজার বছরের বাংলা গান (১৯৬৯), উনিশ শতকের দর্পণ নাটক (১৯৭৮)।

প্রভাতকুমার চৌধুরী। সম্পাদক ঃ করুণা (১৩৩৩—৩৪)।

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৩।১৮ ১৯২০—) বি. এস্. সি., এম. এ, কাব্যতীর্থ, ভাগবতরত্ন। নিবাস ঃ পানিহাটি, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতের মুক্তি-কথা (ইতিহাস—১৯৪৭), অমর বঙ্কিম (জীবনী—১৯৫০), মানুষের দরদী (জীবনী-১৯৪৯), বিদ্যাপতি (সমালোচনা—১৯৫২)।

প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য (১২।৯।১৩৫৪—) বি. এস্. সি.। জন্ম ঃ বর্ধমান। পিতা ঃ রাসবিহারী ভট্টাচার্য, মাতা ঃ ঊষারাণী। চাকুরিজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পথ দেখাও (নাটক)।

(ডঃ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ., পি. এইচ্. ডি. (?—৫।২।১৯৮৪)। নিবাস ঃ সত্যনগর, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের রীডার। ইতিহাস গবেষক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চৈতন্যাষ্টক (১৯৮০), History of Medieval Vaisnavism in Orissa (১৯৪০), History of Gajapati Kings of Orissa (১৯৫৩), History of Freedom Movement in Orissa (১৯৫৭), The Buddhist Remains in Orissa (১৯৬১), History of Orissa in 19th century (১৯৬৪), History of Jagannath Temple in the 19th century (১৯৭৭), History of the Chaitanya faith in Orissa (১৯৭৯)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১১।৪।১২৯৯/ ২৫।৭।১৮৯২—২১।৭।১৩৯২ / ৭।১১।১৯৮৫)। ছদ্মনাম ঃ মুসাফির, শ্রীহীন মুসাফির। জন্ম ঃ রাণাঘাট, নদীয়া। পিতা ঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মাতা ঃ গিরিবালা। পত্নী ঃ সুধাময়ী। পালচৌধুরীদের বিদ্যালয়, গিরিডি হাইস্কুল ও গিরিডি জাতীয় শিক্ষালয়ের ছাত্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় গিরিডি স্কুল থেকে বিতাড়িত। কলকাতার জাতীয় পরিষদ প্রবর্তিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৫ম স্থান ও ১০্ বৃত্তি অধিকার করে উত্তীর্ণ। কৈশোরে ছাত্রাবস্থায় বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। কালীপদ রায়ের সহযোগিতায় শান্তিনিকেতনে আগমন ও মাসিক ১৫্ বেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষক নিযুক্ত (১৯১০), কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদের জন্য আশ্রমের কর্মত্যাগ (১৯১৬), সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক (১৯১৭), রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে পুনরায় শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন (১৯১৮)। সিলভাঁ লেভির নিকট চীনা ও তীব্বতী ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। শিক্ষাভবনের অধ্যাপক (১৯২৬), জাতীয় শিক্ষা পরিষদে হেমচন্দ্র বসু মল্লিক অধ্যাপক (১৯৩০ সাল পর্যন্ত)। শিক্ষাভবনের অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর প্রাপ্ত (১৯৪১) এবং গ্রন্থাগারিকের পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত (১৯৫৪)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক ও জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৬৭), সাহিত্য একাডেমি প্রদত্ত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পুরস্কার (১৯৬১), বিশ্বভারতী কর্তৃক দেশিকোত্তম উপাধি (১৯৬৫), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট্ (১৯৭৩), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট্ (১৯৭৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট্ (১৯৭৭), রবীন্দ্রভারতী প্রদত্ত ডি. লিট্ (১৯৮০), এবং

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট্. (১৯৮১), ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ, এসিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত রবীন্দ্র জন্মশত-বার্ষিকী ফলক (১৯৮৪), আনন্দবাজার গোষ্ঠী প্রদত্ত প্রফুল্লকুমার সরকার পুরস্কার (১৯৭৪) এবং টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্‌টিটিউট্ প্রদত্ত রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধি (১৯৬৯) দ্বারা সম্মানিত। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে বক্তৃতাদান (৩০।১। ১৯২৮ ও ৩১।১।১৯২৮)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৯২৬)। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জয়পুর, ভরতপুর ও আমেদাবাদ ভ্রমণ (১৯২৭)। ৭০ বৎসর বয়সে সোভিয়েত সায়েন্স একাডেমীর আমন্ত্রণে রাশিয়া ভ্রমণ। বীরভূমে খরার ভয়াবহ জলাভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ভুবনভাঙ্গার পুষ্করিণী সংস্কার (১৯৩৬)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আজীবন সদস্য মনোনীত (১৯৭৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রাচীন ইতিহাসের গল্প (১৯১০), ভারত পরিচয় (১৯২১), ভারতে জাতীয় আন্দোলন (১৯২৫, ইতিহাসের দপ্তর —পুরাণ ভারত (১৯৩১), Indian Literature in China and the Far East (১৯৩১), রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী (১৯৩২), রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক ৪ খন্ড (১৯৩৩, ৪২, ৫২, ৫৬), বাংলা দশমিক বর্গীকরণ (১৯৩৫), জ্ঞানভারতী ২ খণ্ড (১৯৪০, ৪২), হিন্দী দশমিক বর্গীকরণ (১৯৫০), নবজ্ঞান ভারতী (ভৌগলিক কোষ—১৯৫৭), বঙ্গপরিচয় ২ খণ্ড (১৯৩৬, ৪২), বাংলাগ্রন্থ বর্গীকরণ (১৯৫৯), রবীন্দ্রজীবন কথা (১৯৫৯), ভারতে জাতীয় আন্দোলন (১৯৬৯), রবি কথা (১৯৬১), রবীন্দ্র জীবন কথা (উড়িয়া ভাষায়—১৯৬১), রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ (১৯৬৩), সোভিয়েত সফর (১৯৬৬), পৃথিবীর ইতিহাস (১৯৬৬), রবীন্দ্রনাথের গান: কালানুক্রমিক সূচী ১ম (১৯৭১), রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য (১৯৭২), গীতবিতান: কালানুক্রমিক সূচী (১৯৭৩), চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য (১৯৭৮), ফিরে ফিরে চাই (১৯৭৯), জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দিনগুলি (১৯৭৯), বাংলায় ধর্ম সাহিত্য (লৌকিক—১৯৮১, কংফুৎসু (বিচিত্রা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ১৯২৬), Life of Tagore.

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (৩।২।১৮৭৩-৫।৪।১৯৩২)। ছদ্মনাম: শ্রীমতী রাধামণি দেবী, শ্রীজানোয়ার চন্দ্র শর্মা। জন্ম: বর্ধমানের ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে। আদি নিবাস: গুরুপ, হুগলী। পিতা: জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়। জামালপুর হাইস্কুল থেকে এন্‌ট্রান্স (১৮৮৮), পাটনা কলেজ থেকে এফ্. এ (১৮৯১) ও বি এ. (১৮৯৫) উত্তীর্ণ। সিমলায় কিছুকাল কেরাণীগিরি করার পর বিলাত গমন (১৯০১)। ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে প্রত্যাবর্তন (১৯০৩)। দার্জিলিং, রংপুর ও গয়ায় আইন ব্যবসায়ী (৮ বৎসর), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক। ছদ্মনামে প্রথমে কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত। ভারতী পত্রিকায় কবিতা রচনা করে সাহিত্য জীবনে প্রবিষ্ট। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত। মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ১৪টি উপন্যাস ও শতাধিক ছোটগল্পের রচয়িতা। ছোটগল্পেই খ্যাতি ও সিদ্ধি। সূক্ষ্ম হিউমার ও কারুণ্যের মিশ্রণে—জীবনের ছোটখাট বৈষম্য ও অসঙ্গতি প্রকাশে গল্পগুলি উপভোগ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস:

রমা সুন্দরী (১৩১৩), নবীন সন্ন্যাসী(১৩১১), রত্নদ্বীপ (১৩২২), জীবনের মূল্য (১৩২২), সিন্দুর কৌটা (১৩২৬), মনের মানুষ (১৩২৯), আরতি (১৩৩১), সত্যবালা (১৩৩১), সুখের মিলন (১৩৩৪), সতীর পতি (১৩৩৫), প্রতিমা (১৩৩৫), গরীব স্বামী (১৩৩০), নবদুর্গা (১৩৩০), বিদায় বানী (১৩৪০)। গল্প-সংকলন : নবকথা (১৩০৬), ষোড়শী (১৩১৩), শাহজাদা ও ফকির কন্যার প্রণয় কাহিনী, কাটামুণ্ড (১৩১৬), গল্পাঞ্জলি (১৩২০), গল্প-বীথি (১৩২৩), পত্রপুষ্প (১৩২৪, হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প (১৩৩৫), নতুন বৌ ও অন্যান্য গল্প (১৩৩৫), জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প (১৩৫৮)। ব্যঙ্গকাব্য : অভিশাপ। পঞ্চাঙ্ক নাটক : সূক্ষ্মলোম পরিণয় (জানোয়ার চন্দ্র শর্মা ছদ্মনামে—অপ্রকাশিত)।

প্রভাত চট্টোপাধ্যায় (১৪।৭।১৯২৭/২।৪। ১৩৩৪—) বি. এ. (অনার্স) বি. এড্। জন্ম ও স্থায়ী নিবাস : বৃন্দাবনপুর, বাঁকুড়া, বর্তমান নিবাস : নড়রা, বাঁকুড়া। পিতা : হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা : সরযূবালা। শিক্ষক—ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস : তাপসীর প্রেম (১৩৬৪), ইছি বৌ (১৩৬৭), অরণ্যে আঁধার (১৩৭৯), স্বপ্ন থেকে বাস্তব (১৯৭৩)।

প্রভাত চন্দ্র দোবে। জন্ম : মহিষাদল, মেদিনীপুর। মহিষাদল রাজ এষ্টেটের দেওয়ান। প্রকাশিত গ্রন্থ : দার্জিলিং (ভ্রমণ)।

প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নিবাস : গুপ্তিপাড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : অদল বদল।

প্রভাতচন্দ্র সেন (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : পদার্থতত্ত্ব উপক্রমণিকা (১৮৬৮), চারি খণ্ডের ভূগোল (১৮৭২)।

প্রভাত চৌধুরী। বাঁকুড়া নিবাসী। সমাজমনস্ক ঐতিহ্যপ্রেমী, —যুগযন্ত্রণা অস্বীকৃত—যান্ত্রিকতা বিরোধী কবি। প্রকাশিত কাব্য : শুধু কবিতার জন্য, বিস্ফোরণে জ্বলন্ত নগরে, দিনবদলের পূর্বাভাষ।

প্রভাতদেব সরকার। নিবাস : চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : অনেক দিন।

প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : সিন্ধুর ছেলে।

প্রভাত বসু (৫।১২।১৩১৩—)। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ৫২ সি, রিচি রোড্, কলিকাতা—১৯। ১৭টি প্রকাশিত গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : অগ্নিশিখা (১৯৪৬), জন্মদিনে (১৯৪৬)। গল্প : একদম বাঁধকে জেনানা (১৯৫১), জহরলালের গল্প (১৯৪৭), সুভাষচন্দ্রের গল্প (১৯৪৭)। নৃত্যনাট্য : গান্ধীজী (১৯৪৯)।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় (রাখী পূর্ণিমা, ১৯১৯—)। ছদ্মনাম : সুপ্রিয় দেব, অলকা মুখোপাধ্যায়, ফিল্মওয়ালা, নিবারণ চক্রবর্তী। জন্ম : জয়পুর, রাজস্থান। পৈতৃক নিবাস : কোন্নগর, হুগলী, বর্তমান নিবাস : এল্/১/১৯, হাউস খাস, নয়া দিল্লী—(১১০০১৬)। পিতা : পার্বতী চরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা : মাধুরী। দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বি, এস্ সি. পাশ (১৯৩৯)। অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও দিল্লী কেন্দ্রের কর্মী (১৯৩৮), কলিকাতা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম সহকারী (১৯৩৯-৪০), ঢাকা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম সহকারী ১৯৪০-৪৩), কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রোগ্রাম পরিচালক ও সহকারী অধ্যক্ষ (১৯৪৩-৪৬), দিল্লী কেন্দ্রের মধ্যপ্রাচ্য অনুষ্ঠানের সহকারী অধ্যক্ষ (১৯৪৬-৪৭),

কাশ্মীর কেন্দ্রের সংগঠন অধ্যক্ষ (১৯৪৭-৪৮), নাগপুর কেন্দ্রের সহপরিচালক (১৯৪৮-৪৯), জলন্ধর কেন্দ্রের পরিচালক (১৯৪৯-৫০), লক্ষ্মৌ কেন্দ্রের সহ-পরিচালক (১৯৫০-৫১)। ৩৬ টি স্বনামে, ১২১, ছদ্মনামে গল্প এবং ৪টি ইংরাজীতে গল্প প্রকাশিত। ভারতবর্ষ, বসুমতী, দীপালি, গল্প ভারতী, খেয়ালী, সচিত্র ভারত, কথাসাহিত্য, অমৃতবাজার, স্ক্রীন, ভারতজ্যোতি, **Cine Advance, Illustrated Weekly, National Herald, Detective Unilalia (Italy)**, মনোহর কহানী (হিন্দী) প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। ফিল্ম রচনা প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত। সম্পাদিত পত্রিকা: চলচ্চিত্র (১৯৬৯-৭০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: নাটক: অভিনয় (বেতার নাটক), বেতার বিচিত্রা (নাটক সংকলন—১৩৫৭)। উপন্যাস: নন্দিতা, তোমারই, নিরঞ্জনা, প্রশ্নচিহ্ন। কাব্য: ১২ই বৈশাখ। রম্যরচনা: নাগফণী (১৩৭২), কুটুম কাটুম। অনুবাদ: বেগার মাই নেবার (বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)। ভ্রমণ: তুষারতীর্থ অমরনাথ, সাইকেলে হাজার মাইল, ক্রন্দসী কাশ্মীর (পাক-ভারত যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা-১৩৭৩)। গবেষণামূলক: ছোটদের যৌন জিজ্ঞাসা (১৩৭৪), **India's First Film Maker ; Hiralal Sen**।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় (১২।১।১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) ছদ্মনাম: নীলদর্পণ, সম্রাট চাণক্য, নীলকণ্ঠ, চন্দ্রশেখর। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: পাঁচখুপী, মুর্শিদাবাদ। বর্তমান নিবাস: ৩।২ কে. কে. ব্যানার্জি রোড, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা: হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়, মাতা: পঙ্কজিনী। স্কুল ফাইন্যাল পাশ (১৯৫৮)। পশ্চিমবঙ্গের অনেক পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: মুক্তগঙ্গা (গোরাবাজার, বহরমপুর, ১৯৭০) মাসিক দ্বিমাসিক ও ষান্মাসিক পরমাত্মা। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশু সাহিত্য: গল্প লহরী, শরৎচন্দ্র, সৈনিক (নাটক—১৯৬৪), ভূতের বাড়ীর রহস্য, কর্ম শিক্ষা পদ্ধতি। উপন্যাস: যার যেথা ঘর (১৩৭৬), ফুলের স্বপ্ন (১৩৭৬), আশীর্বাদ (১৩৭৯)। প্রবন্ধ: চণ্ডীমঙ্গল রহস্য।

প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (মাঘী সংক্রান্তি ১৩১০/১২।২।১৯০৪—৯।১২।১৩৯৩/ ২০।৩।১৯৮৭)। জন্ম: চুঁচুড়ায় মাতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভবনে। মৃত্যু: শান্তিনিকেতনে। নিবাস: শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পিতা: ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাতা: ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী মহিলা সাহিত্যিক ইন্দিরা দেবী। চিত্রশিল্পে নন্দলাল বসুর ছাত্র। সিটি ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে মধ্য ইংরাজীতে বৃত্তিপ্রাপ্ত। মাতৃহীন হওয়ায় আই এস্. সি পরীক্ষা না দিয়ে শান্তিনিকেতনে উপনীত (১৯২৩)। ৪ বৎসর সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন, ৭ বৎসর চিত্রাঙ্কন ও মূর্তি নির্মাণ শিক্ষা। সত্যাগ্রহে যোগদান (১৯৩৩)। সতীশ দাশগুপ্তের নির্দেশে দৈনিক ২০ ঘন্টা কায়িকশ্রম ও কলিকাতায় লবন বিক্রয়কারী। দেশের কাজে কারাদণ্ডিত (৫ বার) বিহার ভূমিকম্পে দামোদর ও ভৈরব নদের বন্যায় ও নোয়াখালির দাঙ্গায় সেবাকার্যে নিযুক্ত। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের সম্পাদক (২০ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: মুক্তিপথে (দেশাত্মবোধক, ইংরাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত—১৯৩২), অচিরা (১৩৬৫), স্বপ্নচারণ (১৩৮৯), গান্ধীকথা (কাব্যে জীবনী ১৯৬৯)। নাটক: ব্রতী (বৌদ্ধযুগের কাহিনী অবলম্বনে ১৩৬৫)।

উপন্যাস : গৃহসন্ধানে (হাস্যরসাত্মক—১৩৫৭ ছায়াচিত্র রূপায়িত)। মন্থরাহরণ ১৩১০)। শিশুপাঠ্য হাসির কবিতা সংকলন : তিন্তিড়ী (১৩৪৩)। শিল্প সম্পর্কিত : চিত্রাবলী। অনুবাদ : কবীর (ইংরাজী থেকে পদ্যে), সমুদ্রগুপ্ত হিন্দী থেকে। হিন্দী গ্রন্থ : দাঢ়িবালী রাজকুমারী, লখনউ (শিশুপাঠ্য হাসির গল্প)। কবিতাগুলি রবীন্দ্র প্রভাবিত। উপন্যাস নাটক ও কবিতা সর্বত্রই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত। মন্থরাহরণ উপন্যাস রামায়ণ কাহিনীর কাল্পনিক শেষাংশ অবলম্বনে রচিত।

প্রভাতরঞ্জন রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : তুষার মানবের সন্ধানে (১৩৮৫)।

প্রভাত লাহা (২।১০।১৯৫৪—)। জন্ম : আটঘরা, হুগলী। ইঞ্জিনিয়ার। পশ্চিমবঙ্গ মাইনর ইরিগেশন কর্পোরেশনের কর্মী। নিবাস : উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। ঔপন্যাসিক, প্রকাশিত উপন্যাস : প্লাবনে পাখীর ডাক (১৯৮১)।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (২৮।৯।১৯০৫—১৪।৫।১৯৭২/ বৈশাখী সংক্রান্তি ১৩৭৯)। ডাকনাম : ফুনতু। জন্ম : ২৪ পরগণার গোবরডাঙ্গা খাঁটুরায় মাতুলালয়ে, মৃত্যু কলিকাতার পাতিপুকুরের হাউসিং এষ্টেটের কোয়ার্টারে। পিতা : দিনাজপুরের উকিল গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : সুশীলাবালা, স্বামী : বিভূতিভূষণ চৌধুরী, ভগিনী : সাহিত্য সাধিকা হাসিরাশি দেবী। পিতার নিকটে শেলী কীটস্‌ বায়রন প্রভৃতি ইংরাজ কবিদের রচনায় ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্তা। নয় বৎসর বয়সে গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী গৈপুর গ্রামে বিবাহ। ব্রাহ্ম গার্লস্‌ ট্রেণিং কলেজ থেকে টিচার্স ট্রেনিং সার্টিফিকেট প্রাপ্তা। উত্তর কলিকাতার সাবিত্রী শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ও শিক্ষিকা—পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে কর্পোরেশনের স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষিকা। বিখ্যাত মহিলা কথাসাহিত্যিক। তিন শতাধিক গ্রন্থের রচয়িত্রী। নবদ্বীপ বিদ্বজ্জন সভা থেকে স্বরস্বতী উপাধিতে ভূষিতা। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জামসেদপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালিকা। বাঁশরী, সারথি, উপাসনা, উদ্বোধন, সম্মিলনী, মোহাম্মদী, ভারতবর্ষ, অর্চনা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক লীলা পুরস্কারে সম্মানিতা (১৩৫৩)। সঙ্গীত রচয়িত্রী হিসাবেও খ্যাতিপ্রাপ্তা। প্রথম প্রকাশিত রচনা তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় প্রকাশিত। পুরাতন সমাজব্যবস্থা, পুরাতন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিজিতা (ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস ১৩৬০), অন্ধা (১৯২১), স্নেহের মূল্য. সংসার পথের যাত্রী, জাগরণ আয়ুষ্মতী. ভাঙ্গাগড়া, ভাবী, পথের শেষে, ব্রতচারিণী, মহীয়সী নারী, ব্যথিতা ধরিত্রী, ধূলার ধরণী, রাঙা বৌ, কৃষ্ণ রোমাঞ্চ সিরিজ (ছোটদের), ইন্টার ন্যাশন্যাল সার্কাস, হৃদয়ের চাঁদ, বিসর্জন, দানের মর্যাদা, নূতন যুগ, বঙ্গপল্লী, প্রেমময়ী, তরুণের অভিযান, খেয়ার শেষে, মুক্তির আহবান, পারের আলো, প্রতিষ্ঠা, দূরের আকাশ, দাবী, বিধবার কথা, ঘূর্ণি হাওয়া, ঢেউয়ের দোলা, মুখর অতীত, নীড় ও বিহঙ্গ, পান্থপাদপ, মুক্তিস্নান, সহধর্মিণী, নাথ ও পান্থ, মায়ের আশীর্বাদ, তীর্থযাত্রী, মাটির দেবতা, জাগৃহি, দুনিয়ার দান, শেষের দাবী, সুখের ঘর, পরদেশী, বোধন, শুভা, নিশীথের আলো, গৌরী, প্রতীক্ষায়, ঝড়ের পরে, জীবন সঙ্গিনী, অমল প্রসূন (১৩০৭). স্বামি-স্ত্রী, সোনার সংসার, মুক্তির আলো, চলার পথে, পথের

সম্বল, ধ্রুবতারা, গৃহলক্ষ্মী, উদয় অস্ত, মা, প্রভাতী (কাব্য), যুগান্তর প্রভৃতি।

প্রভাবতী পাইন। যুগ্ম সম্পাদিকা : ত্রৈমাসিক অর্ঘ্য (১৩৩৪)।

প্রভাস চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : জাগে নি যে নীতি, সোনালী কাজল।

প্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৭৩/১৮৬৬ —১৬।১।১৩৫৫)। জন্ম : মহানাদ, হুগলী। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গোজীবন, হোমিওপ্যাথি ব্রহ্মাস্ত্র, মহানাদ বা বাংলার গুপ্তকথা, সাঁওতালি ভাষা।

প্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : বালি, হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ : বালীর ইতিহাসের ভূমিকা।

প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী (১৮৯৩—২।১। ১৯৭৪)। জন্ম : আরানী, রাজশাহী, বর্তমান বাংলাদেশ, মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : জ্যোতিষচন্দ্র লাহিড়ী। গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান। নাটোর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সান্নিধ্যে আসায় অনুশীলন সমিতির সভ্যরূপে উত্তর বঙ্গে সংগঠক। ধরাইল ডাকাতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন, পরে গৌহাটিতে স্থানান্তরিত সমিতির প্রধান কেন্দ্রে প্রস্থান, সমিতির বাড়ী আটগাঁ হাউস পুলিশ বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে গৌহাটি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ ও আহত অবস্থায় পলায়ন। ১৯১৮ সালে গ্রেপ্তার ও তিন বৎসর কারাদণ্ডিত। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কারাদণ্ডিত (১৯৩০)। ২২ বৎসর জেলে ও পলাতক অবস্থায় অতিবাহিত। মুক্তি-লাভের পরে (১৯৪৬) বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানবাসী ও আইন সভার সদস্য। পূর্ব পাকিস্তানে দুবার কারাদণ্ডিত। ভ্রাতা জিতেশ চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কলিকাতায় আগমন (১৯৬৫) স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাসকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিপ্লবী জীবন, পাক ভারতের রূপরেখা, মুক্তি সৈনিকের ডায়েরি, **India Paritition-ed and Minorities in Pakistan** প্রভৃতি।

প্রভাস চন্দ্র সেন (×।৮।১।১৮৭৭—?) বি. এ., বি. এল্. জন্ম : বগুড়া বাংলাদেশ। নিবাস : ১২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা। বগুড়ায় আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বগুড়ার ইতিহাস (১৯১২), কায়স্থ তত্ত্ববিচার (১৯১০), বাংলার ইতিহাস (১৯১২), বারেন্দ্র কাহিনী (উপন্যাস-১৯২২), ভগবান শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব (১৯৩৬), **Marathan and its Environs** (১৯২৯)।

প্রভাস দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : হিটলারের পতন।

প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৯।৬।১৩৩১/২৫। ৯।১৯২৪—৮।১।১৩৯০) বি. এ., ডব্লিউ বি. সি. এস্। কবিশেখর, কাব্যশ্রী সাহিত্য সরস্বতী, সারস্বতরত্ন। ছদ্মনাম : পরিচয় গুপ্ত। জন্মস্থান ও নিবাস : আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা (কলিকাতা—৫৮)। পিতা : রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : রেণুকা দেবী। সরকারী জেলা প্রচার আধিকারিক, আঞ্চলিক উন্নয়ন আধিকারিক। শ্রীরামপুর কোর্টের একজিকিউটিভ্ ম্যাজিষ্ট্রেট। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সর্বভারতীয় সভাপতি। আগড়পাড়া সেণ্ট্ জেভিয়ার্স

ইন্‌স্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : যুদ্ধ তখনো হয় নাই শেষ (১৩৫২), যুদ্ধ যখন হয়ে গেল শেষ (১৩৫৩), নমস্তস্যৈ (গীতি কথিকা-১৩৬১), ছন্দে বাঁধা ছোট্ট কবি (শিশু কাব্য—১৩৬৬), রবি ঠাকুরের পরে (১৩৮০), আমাদের এই রাজার রাজত্বে (ব্যঙ্গ কাব্য –১৩৮১), জীবনে যত পূজা (স্মরণ কাব্য)। অন্যান্য : হাজার বছর পরে রবীন্দ্রনাথ (কাব্যনাট্য—১৩৬৭), পল্লী প্রশাসনে পালা বদল (প্রবন্ধ—১৩৭৪), নেপথ্য নায়ক নেতাজী (স্মারক গ্রন্থ—১৩৮১)। শতায়ু শরৎচন্দ্র (১৩৮২), ফ্ল্যাশ ব্যাক (স্মৃতি চারণ), আমরা সবাই রাজা (রম্য রচনা) অল্প স্বল্প (গল্প), এই কিমা (রম্য রচনা), ইতিহাসের গতি-পথে আগড়পাড়া পাঠাগার (ইতিহাস)। সম্পাদিত পত্রিকা : শহরতলি (ব্যারাকপুর—১৯৭২), সমসাময়িক (ঐ—১৯৭২), নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র 'সম্মিলনী', বহরমপুর সাহিত্যতীর্থ', বিদগ্ধ (শারদীয় সংখ্যা)।

প্রভাস ভদ্র। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ : স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৭৬)।

প্রভাস রঞ্জন দে (১।২।১৯৩৩—) বি. এ. বিদ্যানিধি সাহিত্য ভারতী। ছদ্মনাম : প্রজাপতি। জন্ম : সোনার গাঁ, ঢাকা, বাংলা-দেশ। নিবাস : ৪।২, যাদব ঘোষ রোড, কলি-কাতা—৬১। পিতা : অরুণচন্দ্র দে, মাতা : স্নেহলতা। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কর্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : রুশ দেশের রূপকথা (১৩৬৪), শিশু প্রতিভা, (কাব্য—১৯৫৫), ট্রেজার আইল্যাণ্ড (অনুবাদ—১৩৬৯), আরব থেকে আরাবল্লী (ভ্রমণ—১৩৭০), কিড্‌ন্যাপ (অনুবাদ—১৩৭০), সোনার পাখী (রূপকথা—১৩৭১), ললিত বসন্ত (উপন্যাস), শিশু সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১৩৭২), জাপানী রূপকথা (১৩৭৩), গল্প আর হল্লা (১৩৭৫), ন্যাপাল দেখে এলাম (ভ্রমণ—১৯৮২), Who's Who of Indian Children Literature (১৯৬২), Children's Literature of India (১৯৭৭), Children's Literature of Bengal (১৯৭৮), National Register of Writers for Children (১৯৭৯)।

প্রমথ চৌধুরী (৭।৮।১৮৬৮—২।৯।১৯৪৬ / ১৩।৫।১৩৫৩)। ছদ্মনাম : বীরবল। জন্ম-স্থান : যশোর। পিতা : দুর্গাদাস চৌধুরী, পত্নী : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার বংশের সন্তান। কলিকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এন্‌ট্রান্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনে ১ম শ্রেণীতে বি. এ. (১৮৮৯), ইংরাজীতে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ (১৮৯০)। বিলাত গমন (১৮৯৩)। ব্যারিষ্টারী পাশ করে প্রত্যাবর্তনের পরে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী (১৮৯৭),—আইন কলেজের অধ্যাপক,—ঠাকুর এষ্টেট্ ও দক্ষিণেশ্বরে দেবোত্র এষ্টেটের ম্যানেজার। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত,—সঙ্গীতানুরাগী। কবি, প্রবন্ধকার এবং গল্প লেখক। সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রবর্তক,—বুদ্ধিদীপ্ত Wit ও Satire মিশ্রিত শানিত সুমার্জিত কথ্য-ভঙ্গীর গদ্যরীতির স্রষ্টা। এপিগ্রাম-বহুল ভাষা ও ভাবাবেগবিহীন তির্যক ভঙ্গী গদ্য পদ্য সকল রচনারই বৈশিষ্ট্য। এই ভাষা ও রীতি বীরবলী ভাষা ও বীরবলী রীতি নামে প্রসিদ্ধ। কথ্য ভাষার আন্দোলন তথা বীরবলী ভাষারীতির প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র সবুজ-পত্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক (১৩২১ –৩৪)।

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১৩৪৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশ লেকচারার (১৯৪৪)। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদকের দ্বারা সম্মানিত (১৯৪১)। বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদচারণ (১৯১৯)। গল্প : চার ইয়ারী কথা, আহুতি, নীল লোহিত, ফরমায়েসী গল্প (১৩২৫)। রম্য রচনা : বীরবলের হালখাতা, ঘোষালের ত্রিকথা, তেল-নুন-লকড়ি। প্রবন্ধ : দুইয়ারকি, হিন্দু সঙ্গীত (ইন্দিরা দেবীসহ—১৩৫২), প্রবন্ধ সংগ্রহ ২ খণ্ড। সম্পাদিত পত্রিকা : সবুজ-পত্র (বৈশাখ ১৩২১—১৩২৯, ভাদ্র ১৩৩২—১৩৩৪), রূপ ও রীতি (কার্তিক ১৩৪৭—শ্রাবণ ১৩৪৯), বিশ্বভারতী পত্রিকা (শ্রাবণ ১৩৪৯—আষাঢ় ১৩৫০)।

প্রমথ নাথ কাব্যতীর্থ। যাত্রাপালা রচয়িতা। প্রকাশিত যাত্রানাটক : শিবি (১৩৩৪), জয়দেব।

প্রমথ নাথ গুহ (১৫।২।১৯২১—)। নামান্তর : সমীরণ গুহ। জন্ম : রাঁচি, একাউন্টেন্ট্ জেনারেলের অফিসের কর্মী। কবি। প্রকাশিত কাব্য : বিভাবরী।

প্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : আলোকের পথে, চাঁদনী, মিলন শঙ্খ, হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালার বীর, নুরজাহান বাঙালীর বউ, রাজার ছেলে, মাতাল, দোকানদার, বাঙলার মা, বাঙলার রাণী, দেবতার দান।

প্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায় এম্. এ। সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্মী, ইন্স্পেক্টর অফ্ স্কুল্স্। প্রকাশিত গ্রন্থ : নবীনা জননী (১২৯৮)।

প্রমথ নাথ তর্কভূষণ (১৮৬৫/১২৭১——১৯৪৪/৮।২।১৩৫১)। জন্ম : ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, মৃত্যু : কাশীতে। পিতা : কাশীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তারাচরণ তর্করত্ন, জ্যেষ্ঠতাত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন। কাশীর দ্বারভাঙ্গা পাঠশালার সাহিত্যের অধ্যাপক,—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক (১৮৯৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের (১৯২২) পরে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ (১৯২৩)। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ৯ম অধিবেশনে (১৯২৩) দর্শন শাখার, কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের (১৩৩১—৩৩), মৈমনসিংহে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনের (১৩৩৪) এবং তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের (১৯৪০) বৈদিক শাখার সভাপতি। হিন্দু অনুন্নত জাতির উন্নতিকল্পে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহযোগী। ভারত সরকার কর্তৃক মহামহোপাধ্যায় (১৯১১) এবং বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট্. (১৯৪২) উপাধি দ্বারা সম্মানিত। বহু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখক—সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদক। সম্পাদক : বঙ্গ সাহিত্য, সাহিত্য সংহিতা (১৩২৪—২৮)। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ : কর্মযোগ (১৯০২), মায়াবাদ (১৩৫০), সনাতন হিন্দু, বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্যসিংহ (জীবনী), মণিভদ্র (বৌদ্ধ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস), বিজয় প্রকাশ (১৯৪৮) প্রভৃতি।

প্রমথ নাথ পাল (১।১।১৯১০—) বি এ। ছদ্মনাম : দুর্মুখ। জন্ম : আমুরশী, মেদিনীপুর। নিবাস : ২ সি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা—৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : দত্তা পরিচয় (১৯৩৬)

শরৎ সাহিত্যে নারী (১৯৩৭), দেশপ্রাণ শাসমল (জীবনী ১৯৩৯), মানুষ শরৎচন্দ্র (সমালোচনা—১৯৩৯), বিদ্রোহী রামমোহন (জীবনী—১৯৫৪), হিন্দু সাহিত্যে প্রেম (ইংরাজী থেকে অনুবাদ—১৯৫৫)।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (×।১।১৯১০—) জন্ম : কাঁথি, মেদিনীপুর। সম্পাদক : সুরভি (১৩১৯), মাধুরী (১৩২৪—২৭)।

প্রমথ নাথ বসু (৩০।১।১২৬২/১২।৫। ১৮৫৫—২৭।৪।১৯৩৫)। জন্ম : গৈপুর, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। পিতা : তারাপ্রসন্ন বসু, পত্নী : কমলা। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এন্‌ট্রান্স (১৮৭১), ৫ম স্থান অধিকার করে এফ্. এ. (১৮৭৩)। সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে পাঠকালে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পেয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য লণ্ডন গমন (১৮৭৪)। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্ সি ও রয়াল স্কুল অফ্ মাইনস্ এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৭৯)। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার কর্মী। মধ্যপ্রদেশের খুল্লী ও রাজাহারা লৌহখনির আবিষ্কারক। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূবিদ্যার অধ্যাপক (১৯০১—), ময়ূরভঞ্জে গরুমহিষানিতে লৌহখনির আবিষ্কারক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। রাজনীতিক্ষেত্রে গঠনমূলক কার্যে উৎসাহী। বিলাতে ইণ্ডিয়া সোসাইটির কর্মসচিব এবং বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউটের (আধুনিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম অধ্যক্ষ ও পরে পরিদর্শক, —ভারতীয় শিল্প সমিতির প্রথম সম্পাদক (১৮৯১), বেঙ্গল ইণ্ডাস্‌ট্রিয়াল কন্‌ফারেন্সের সভাপতি (১৮৯১), বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারে অগ্রনী—বেঙ্গলএকাডেমি অফ্ লিটারেচারের প্রতিষ্ঠাতা। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও স্বদেশ প্রেমিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রাকৃতিক ইতিহাস, বৃটিশ শাসনে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ৩ খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দ (১৩২৯—৩৩), সভ্যতার যুগসমূহ, নবভারতের ভ্রান্তি, **A History of Hindu Civilization Under British Rule, 3 vols** (১৮৯৪—৯৬), **Epocs of Civllization** (১৯১৩), **Survival of Hindu Civilization, Some Present-day Superstitions, The Root Cause of The Great War** প্রভৃতি।

প্রমথ নাথ বিশ্বাস। গীতিনাট্যকার। রচনা : অবসর সঙ্গিনী, প্রিয় প্রসঙ্গ, অভিজ্ঞান শকুন্তলা।

প্রমথ নাথ বিশী (১১।৬।১৯০১/২৮।২। ১৩০৮—১০।৫।১৯৮৫/২০।১।১৩৯২)। ছদ্মনাম : প্র. না. বি, শ্রীকমলাকান্ত শর্মা, মাধব্য, স্কট টমসন, হাতুড়ী, অমিত রায়। জন্ম : জোয়াড়ি গ্রাম, নাটোর মহকুমা, রাজশাহী। নিবাস : লেক গার্ডেন্‌স কলিকাতা। পিতা : নলিনীনাথ বিশী, মাতা : সরোজবাসিনী। শান্তিনিকেতনের ছাত্র (৯ বৎসর বয়স থেকে)—রবীন্দ্রনাথের ছাত্র। প্রাইভেটে আই. এ. পাশ (১৯২৭), রাজশাহী কলেজ থেকে বি. এ. (১৯২৯)। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্ এ (১৯৩২)। রামতনু লাহিড়ী গবেষক (১৯৩৩—৩৬)। রিপন কলেজের বাঙ্গালার লেকচারার (১৯৩৬—৪৬), আনন্দবাজার পত্রিকার এসিষ্ট্যান্ট এডিটর (১৯৪৬—৫০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রবীন্দ্র অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (১৯৫০—৬৬), রাজসভার সদস্য। কবি, ঔপন্যাসিক, ব্যঙ্গ লেখক ও সমালোচক। প্রকৃতি বর্ণনায়

সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি, রহস্যবোধ, কবিত্বময় অনুভূতি ও ভাষার সৌন্দর্য রচনার বিশিষ্ট গুণ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ দেয়ালি, বসন্ত সেনা ও অন্যান্য, বিদ্যাসুন্দর, প্রাচীন আসামী হইতে, যুক্তবেনী, প্রাচীন গীতিকা হইতে, অকুন্তলা ও অন্যান্য কবিতা, হংস-মিথুন, উত্তর মেঘ, কিংশুকবহ্নি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, আত্মঘাতিনী। নাটক ঃ ঘোষযাত্রা, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ডিনামাইট ও অন্যান্য নাটক, মৌচাকে ঢিল, গভর্ণমেন্ট্ ইন্স্পেকটর (রুশ নাট্যকার নিকোলাই গোগলের অনু-সরণে), পরিহাস বিজল্পিতম্, পারমিট, ভূতপূর্ব স্বামী, বেনিফিট্ অফ্ ডাউট। উপন্যাস ঃ দেশের শত্রু, পদ্মা (১৯৫৩), জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার (১৯৩৮), কোপবতী (১৯৪১), অশ্বত্থের অভিশাপ, চলনবিল, মহামতি রাম ফাঁসুড়ে, নীলমণির স্বর্গ, সিন্ধুনদের প্রহরী, কেরী সাহেবের মুন্সী (১৯৫৮), লাল কেল্লা, জোড়াদীঘির উদয়াস্ত, পনেরোই আগষ্ট, বঙ্গভঙ্গ, পূর্ণা-বতার, বিপুল সুদূর তুমি যে। গল্প ঃ শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব, গল্পের মতো, গালি ও গল্প, ডাকিনী, অমনোনীত গল্প, ব্রহ্মার হাসি, অশরীরী। ধনেপাতা, প্রণাবির নিকৃষ্ট গল্প প্রণাবির নিকৃষ্টতর গল্প, চাপাটি ও পদ্ম, নীলবর্ণ শৃগাল, অলৌকিক, এলার্জি, বিচিত্র সংলাপ, অনেক আগে অনেক দূরে, স্বনির্বাচিত গল্প, নীরস গল্প সঞ্চয়ন, গল্প, পঞ্চাশৎ, যা হলে হতে পারতো, সমুচিত শিক্ষা। স্মৃতিচিত্রণ ঃ পুরানো সেই দিনের কথা (১৩৮৫)। প্রবন্ধ ও সমা-লোচনা ঃ রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ ২ খন্ড, রবীন্দ্র কাব্য নির্ঝর, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ ২ খণ্ড, রবীন্দ্র বিচিত্রা, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, রবীন্দ্র সরণি, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, বাঙালীর জীবন সন্ধ্যা, চিত্র চরিত্র, বাংলার লেখক, বিচিত্র উৎপল, বাংলা সাহিত্যের নরনারী, কমলাকান্তের আসর, নানা রকম, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, কমলাকান্তের জল্পনা, মধুসূদন থেকে রবীন্দ্র নাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল। জীবনী ঃ মাইকেল মধুসূদন, জওহরলাল নেহেরু ঃ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ কাব্যবিতান, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ভূদেব রচনা সম্ভার, বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, রমেশ রচনা সম্ভার, সাহিত্য সম্পুট, মাইকেল রচনা সম্ভার, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক (বিজিত দত্ত সহ), বিহারীলাল রচনা সম্ভার, কান্ত-কবি রচনা সম্ভার, গিরিশ রচনা সম্ভার, বঙ্কিম রচনা সম্ভার, দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা সম্ভার গ্রন্থাবলী ঃ কাব্য গ্রন্থাবলী ৩ খণ্ড, ছোট গল্প সংগ্রহ ২ খণ্ড।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য (১৯১১ - ১৯৭৫)। শঙ্করনাথ রায়। জন্ম ঃ ঢাকা জেলায়। সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। ভারতীয় কৃষ্টি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও সাধকজীবনী সম্পর্কে গবেষক। রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৬৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতের সাধক ১২ খণ্ড, ভারতের সাধিকা ২ খণ্ড, মিশরের রানী ক্লিয়োপেট্রা, Saints of India, ভারতের মহান সাধক (হিন্দী)।

প্রনথনাথ ভট্টাচার্য (১৮৭১—)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস ঃ গুপ্তিপাড়া, হুগলী। গঙ্গাধর পণ্ডিতের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত। গঙ্গাধর চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ যাত্রানাটক ঃ জয়দেব, খনা, শিব-চরিত (সতীশ মুখোপাধ্যায়ের অপেরা পার্টিতে অভিনীত)। ছাত্রপাঠ্য ঃ সন্দর্ভহার, সন্দর্ভকুসুম।

প্রমথনাথ মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১৯৭৫)।

প্রমথনাথ মল্লিক, রায়বাহাদুর (৩।৪।১৮৭৬—২৩।৮।১৯৪৩)। জন্ম: পাথুরে-ঘাটার মল্লিকবংশে। পিতা: যদুনাথ মল্লিক। হিন্দু স্কুল ও ইংরাজ গৃহশিক্ষকের নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত। রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য। সুবর্ণবণিক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। বহু জনহিতকর সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। কর্পোরেশনের কাউনসিলর, রিজার্ভ ব্যাংকের স্থানীয় কমিটির সদস্য। বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই বহুগ্রন্থ ও সন্দর্ভ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: অবকাশ লহরী (পদ্য ১৯০১), দয়া (কাব্য-১৩৪৮)। দুটি কথা (ধর্ম বিষয়ক ১৮৯৮), বিচিত্র কলিকাতার কথা ২ খণ্ড, মহাভারত (১৩৪২), চণ্ডী (১৯৩৭), বিয়োগাশ্রু (কাব্য-১৩২৯), Origin of Caste, History of Vaisyas in Bengal (১৯৩৪), The Mahabharata as it was, is and ever shall be, The Mahabharata as a history and drama প্রভৃতি।

প্রমথনাথ মিত্র। জন্ম: চন্দননগর, হুগলী। চন্দননগর গ্রন্থাগারের সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহম্মদ মুহসীন (জীবনী-১৮৮০)।

প্রমথনাথ মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ: সপ্ত সম্বোধন।

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী দ্রষ্টব্য।

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: বুকের বোঝা (১৩২২), পদাঙ্ক কামনা (১৩২২)।

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ.। জন্ম: বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের নিকটবর্তী চাণ্ডুলি গ্রামে। পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইতিহাস ও অভিব্যক্তি, জপসূত্রম্, India and her Cult and Education, Approaches to Truth (১৯১৪), Introduction to Vedanta Philosophy.

প্রমথ নাথ রায়চৌধুরী (×।২।১৮৭৩/× ১১।১২৭৯—৬।১।১৯৪৯ / ২২।৯।১৩৫৫ । জন্ম: মৈমনসিংহের টাঙ্গাইলে সন্তোষ গ্রামের জমিদারবংশে। পিতা: দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী, মাতা: বিন্ধ্যবাসিনী। কবি ও নাট্যকার। বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনায় দক্ষ। রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন। ইনি পদ্মাকাব্য রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন, রবীন্দ্র নাথও কণিকা কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৯) প্রমথনাথকে উৎসর্গ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: কবিতা ও গান (১৮৯৮), দীপালি (১৯০১), গীতিকা (১৯০০ , পদ্মা ১৮৯৮), গান (১৯০২), গৌরাঙ্গ (১৯০২), গীতি আরতি (১৯০২), দীপ্তি, কবিতা (১৯০৫), গৌরব গীতিকা। গল্প: কাব্যকাহিনী (১৯০৫), দেশভক্তি (১৯০৫), যমুনা (১৯০৫ ,স্বপন (১৯০৫), গাথা (১৯০৫) আখ্যায়িকা, গৈরিক (১৯১৩), পাষাণ (১৯১৫), পাথেয় (১৯১৫), নীলা, তাজ (১৯২১), স্মরণ (১৯৩৭)। নাটক: ভাগ্যচক্র (১৯১৩ , হামির (১৯১৫), আক্কেল সেলামী (১৯১৬), চিতরোদ্ধার (১৯১৮), জয়পরাজয় (১৯১৮), দিল্লী অধিকার (১৯২৪ । প্রবন্ধ: কথা বনাম কাজ ৩ খণ্ড (১৯১৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ: কাব্যগ্রন্থাবলী (জলধর সেন সহ ১৯১৬)। গ্রন্থাবলী: প্রমথ-নাথের গ্রন্থাবলী (জলধর সেন সম্পাদিত ১৯১৫—১৬)।

প্রমথনাথ শর্মা। ভবানীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রমথনাথ সরকার। ঐতিহাসিক। সম্পাদক: ঐতিহাসিক (১৩২৮)।

প্রমথনাথ সান্যাল শাস্ত্রী। বি এ । জন্ম:

চুঁচুড়া, হুগলী। সম্পাদক : ব্রাহ্মণ সমাজ, সাহানা, সাহিত্য সংবাদ (১৩১৮ – ৩৬)।

প্রমথনাথ সান্যাল। জন্ম : মুক্তাগাছা, মৈমনসিংহ। সম্পাদক : মাসিক পল্লীশ্রী (১৩২৯)।

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত (১৯০৭—২৯।৩।১৯৮১) জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, খড়গপুর আই. আই. টি, কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। অবসর গ্রহণের পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : নক্ষত্র পরিচয়, বিশ্বরহস্য।

প্রমথলাল সেন (১৭।১২।১৮৬৬—৩০।৬। ১৯৩০) নামান্তর : নালন্দা। জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা নবীনচন্দ্র সেন। আলবার্ট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর ও দুই বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করার পর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে (১৮৮৪) সাধু হীরানন্দ আদভানির সঙ্গে সিন্ধুদেশে যাপন, পরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহকারীরূপে কর্ম। ইংলণ্ডে ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে ধর্মবিজ্ঞান পাঠক (১৮৯৭—৯৯)। দেশে ফিরে বিভিন্ন সংবাদপত্রের কর্মী। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক (১৯০০)। বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। বিলাতে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী কবিতার প্রকাশক (১৯১০। বার্লি'ন মহাসভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি (১৯১১)। ভিক্টোরিয়া ইন্স্টিটিউসনের কর্মসচিব। অকৃতদার। প্রকাশিত গ্রন্থ : নালন্দার চিঠি ৪ খণ্ড (প্রমথলালের চিঠির সংকলন)।

প্রমদাচরণ সেন শাস্ত্রী বি. এ (১৮।৫। ১৮৬৯—২।৬।১৮৯০)। জন্ম : সেনহাটী, খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ। হেয়ার স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন। এফ্. এ. পরীক্ষা দেওয়ার সময়ে খাতা জমা দিতে বিলম্ব হওয়ায় পরীক্ষাকেন্দ্রের নিরীক্ষক খাতা ছিঁড়ে ফেলার পরীক্ষা স্থগিত। সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে গিলক্রাইষ্ট্ বৃত্তিপরীক্ষায় ৩য় স্থানাধিকারী। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে নবোদ্যমে অধ্যয়নের সময়ে ধর্মসম্বন্ধে পিতার সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় পিতৃপরিত্যক্ত। নাকিপুর স্কুলের শিক্ষক—সিটি স্কুলের শিক্ষক। বালক-বালিকাদের জন্য সখা নামে মাসিক পত্রিকার প্রবর্তক ও সম্পাদক (১৮৮৩ – ৮৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মহাজীবনের আখ্যায়িকাবলী, চিন্তা শতক, সাথী প্রভৃতি।

প্রমদারঞ্জন রায় (১৯।৬।১৮৭৪— ?) জন্ম : মসুয়া, ময়মনসিংহ, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা : কালীনাথ রায়। অগ্রজ : শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, পত্নী : সুরমা। কলিকাতার মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ্. এ এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে পাশ। সরকারী জরীপ বিভাগের কর্মী। জরিপের কাজে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছোটদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় প্রকাশিত। সন্দেশ পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : বনের খবর।

প্রমীলচন্দ্র বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : গ্রন্থকার নামা (১৯৩৯)।

প্রমীলা (বসু) নাগ (১২৬৪ – ২৭।৭। ১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে, পিত্রালয় : বেগমপুর। পিতা : বিজয়চন্দ্র বসু, মাতা : লালমণি। স্বামী :

ঢাকার জমিদার ডাঃ গঙ্গাকান্ত নাগ, মাতুলঃ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ। মাতামহ কৃষ্ণনগরের সাবজজ রামলোচন ঘোষের বাড়ীতে শিক্ষাপ্রাপ্তা। সাহিত্য বামাবোধিনী, ভারতী, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত। ১২৯৮ থেকে ১৩১৫।১৬ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ কবিতা লেখিকাদের অন্যতমা। সকল কবিতাতেই বেদনার সুর প্রকট। প্রকাশিত কাব্য ঃ তটিনী (১২৯২), প্রমীলা (১২৯৭)।

প্রমোদকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক ঃ একতা (১৩২৯—৩২)।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (৬।১১।১৮৮৫/ ২০।৭।১২৯২ —২১।৯।১৯৭৯ /৬।৪।১৩৮৬)। জন্ম ঃ বেহালা, কলিকাতা। নিবাস ঃ ৭৭ রসা রোড। কলিকাতা ৩৩। পিতা রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাতা ঃ বিনোদা দেবী। সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষানবীশ। শিল্পী ও লেখক। আর্টকলেজে প্রথম (১৮৯৭) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। হাইকোর্টের শেরিফ অফিসের কর্মী। পরিব্রাজকরূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণকারী। বরদা কলাভবনের অধ্যক্ষ,—অন্ধ্র জাতীয় কলাশাখার অধ্যক্ষ। অন্ধ্রে ম্যাচেলার শিল্পবিদ্যালয়ের প্রধান। পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমের আবাসিক ১৯৫৮ ৭৫)। বহুচিত্রের স্রষ্টা। মানস সরোবর ভ্রমণকারী (১৯১৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হিমালয়ের পথে, কৈলাস ও মানস সরোবর (১৯৩৪, তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ৪ খণ্ড (১৯৪১ – ৪৮), হরি যাকে রাখেন (১৯৪৮), অবধূত ও যোগীসঙ্গ ১৯৫১), হিমালয়ের মহাতীর্থে (১৯৫০), গঙ্গোত্রী হতে যমুনোত্তরী ও গোমুখ (১৯৫০), মুক্তপুরুষপ্রসঙ্গ ১৯৫৩), সেকাল ও একাল (১৩৫৮, জলাধারের অন্তরীক্ষ, প্রাণকুমার, অতীত স্বপন (১৩৬০, পঞ্চমা (১৯৫৪) অদৃষ্ট রহস্য, হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস সরোবর (১৩৪১)।

প্রমোদকুমার সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীঅরবিন্দ জীবন ও যোগ (১৯৭৭)।

প্রমোদনাথ সেন। নিবাস ও মৃত্যু ঃ ৮, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা। পিতা ঃ রবীন্দ্রনাথের বন্ধু কবি প্রিয়নাথ সেন। আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দুই কবি (রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেন)।

প্রমোদ মুখোপাধ্যায় (২৩।৯।১৯২৭—)। জন্ম ঃ পাটনা, বিহার। নিবাস ঃ ১৬।২, জে ডোভার লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—২৯। প্রকাশিত কাব্য ঃ এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা (১৯৫৪)।

প্রমোদরঞ্জন সাহা (২৯।৯।১৩৫০ / ১৪।১। ১৯৪৪—)। ছদ্মনাম ঃ প্র. র. সা.। নিবাস ঃ খারুপেটীয়া শহর, দরং, আসাম। পিতা ঃ প্রসন্নকুমার সাহা। মাতা ঃ বঙ্গবালা। স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন। শিক্ষক-কবি। সম্পাদক ঃ উত্তর পুরুষ (দ্বিভাষী সাহিত্যপত্র খারুপেটীয়া, আসাম)। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ পাহাড়ী সন্ধ্যার অভিমান (১৯৭০), বনলতা আমাকে জীবনানন্দ করো, উত্তর তিরিশের কবিতা (১৯৭৬)।

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত (১৯০৬—১৮।১১। ১৯৭৪/১।৮।১৩৮১)। পিতা ঃ দুমকার বিখ্যাত ডাক্তার হর্ষনাথ সেনগুপ্ত। কৃষ্ণনগর স্কুল ও কলেজের ছাত্র। ১৯২৫ খ্রীঃ কলেজে পড়ার সময়ে অনন্তহরি মিশ্র, মহাদেব সরকার, হেমন্ত সরকার প্রভৃতি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আগত। দক্ষিণেশ্বরে বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পরে ফরিদপুরের শিবচর গ্রামে অন্তরীন অবস্থায় বি এ পাশ। মুক্তিলাভের পর বিলাত গমন (১৯২৭)। সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় লণ্ডন স্কুল অফ্

ইকনমিক্‌স্‌-এ অধ্যয়ন। এই সময়েই লণ্ডনে ডক্‌-শ্রমিকদের ট্রেড্‌ ইউনিয়ন সংগঠনে ও ইণ্ডিয়া লীগের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বার্লিনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের প্রচার মন্ত্রী ও আজাদহিন্দ্‌ পত্রিকার সম্পাদক। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে (১৯৪৬) কমিউনিষ্ট্‌ পার্টির সঙ্গে ও পরে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। নকশালবাড়ী কৃষক সংগ্রাম সমিতির সভাপতি। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী (১৯৫০)। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নীলবিদ্রোহ ও তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজ, ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, কালান্তরের পথিক, রম্যাঁ রলাঁ প্রভৃতি।

প্রমোদ সাহা ১০।১০।১৩৪৪/২৪।১।১৯৩৮ —)। ছদ্মনাম ঃ পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। জন্ম ঃ ফতেয়াবাদ, চট্টগ্রাম। বর্তমান নিবাস ঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ রাইমোহন সাহা. মাতা ঃ সৌদামিনী। স্নাতক। চাকুরি-জীবী—কথাসাহিত্যিক ও শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ অগ্নিকন্যা। শিশু-সাহিত্য ঃ ক্যাবলার কীর্তি (১৩৭৬), কেষ্ট খুড়োর কাণ্ড (১৩৭৭), ভরদুপুরের বিভীষিকা (১৩৭৮), দামাল খুড়ো (১৩৮০।

পরমানন্দ সরস্বতী (৩০।৩।১৩২২ ১৫।৭। ১৯১৫—৭।৩।১৩৮৭/২১।৬।১৯৮০। পূর্বাশ্রমের নাম ঃ মৃণালকান্তি দাশ। জন্ম ঃ গৌহাটি, আসাম। তিরোধান ঃ করিমগঞ্জ, কাছাড় আসাম। পৈতৃক নিবাস ঃ চাঁদভাগ গ্রাম, মৌলভী বাজার, শ্রীহট্ট বাংলাদেশ। পরবর্তী নিবাস ঃ মীরবাজার, শ্রীহট্ট বাংলাদেশ। পিতা ঃ রায়সাহেব নদীয়া বিহারী দাশ। মাতা ঃ নলিনীবালা শ্রীহট্ট পাবলিক একাডেমি থেকে ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ ১৯৩৭। সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজে আই এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। পরীক্ষার ফি একটি দরিদ্র ছাত্রকে দান করায় কলেজীয় শিক্ষা সমাপ্ত। কবি, চিত্রশিল্পী। জ্যোতিষ সঙ্গীত ভেষজ, কৃষি, স্থাপত্য প্রভৃতি বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ। মানবপ্রেমিক দুঃখীর দুঃখ দূরীকরণে ব্রতী। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। সিদ্ধসাধক। তান্ত্রিক যোগী স্বামী সূর্যানন্দের নিকট দীক্ষিত (১৯৪২), সন্ন্যাস প্রাপ্ত (১৯৪৪), পরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত। শক্তিসাধনা ও বৈষ্ণব সাধনায় সিদ্ধ। ম্যানিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্‌ উপাধিপ্রাপ্ত। শিশুকাল থেকেই কাব্যানুরাগী। ৪র্থ মানে পড়ার সময়ে 'সাধনা' ও ৭ম মানে পড়ার সময়ে 'জ্যোতি' নামে হস্তলিখিত পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক। শ্রীহট্টে প্রগতিশীল সাহিত্য অন্দোলনে উদ্যোগী। লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্পাদক। শ্রীহট্টে 'বাণীচক্র' সাহিত্যসংস্থা প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর 'কবি প্রণাম' নামে স্মারক গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক। বলাকা' নামে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা। আকাশ, দিগন্ত উত্তর বসন্ত ও ইশারা কাব্যগ্রন্থগুলি মৃণালকান্তি দাশ নামে ও অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি সন্ন্যাসোত্তর পরমানন্দ সরস্বতী নামে প্রকাশিত। প্রথম মুদ্রিত কবিতা হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দীপালি পত্রিকায় প্রকাশিত। স্বদেশ মোহানা নবশক্তি ভারতবর্ষ, প্রবর্তক, জয়শ্রী. দেশ জনশক্তি নিরুক্ত (প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত), প্রগতি (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত), কবিতা, উজ্জীবন, শারদীয় আনন্দবাজার, শারদীয় যুগান্তর, বেতার জগৎ, এষা. কবি ও কবিতা, ধ্রুপদী উত্তরসূরী, গঙ্গোত্রী কালান্তর, উদীচী, শ্রী সুদর্শন, বাসুদেব, পূর্বাশা,

একক. চিত্রাঙ্গদা. অকারিনা (মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত), নবপত্র. কবিকণ্ঠ ময়ূখ, দ্বৈপায়ন. শতরূপা, পত্রাণু, হিমাদ্রি, অমৃত, মাসিক বসুমতী উদর্ক, আধুনিক বাংলা কবিতা, শিলালিপি. শারদীয় দৈনিক অসম (অসমীয়া) নীলাচল (ঐ), নবপত্র (ভুবনেশ্বর), মানস (কটক) রাষ্ট্রভারতী (হিন্দী ওয়ার্ধা পরে জব্বলপুর), কবিলোক (গুজরাটী—বোম্বে পরে আমেদাবাদ) প্রভৃতি বহু পত্র পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : আকাশ (১৯৪১). দিগন্ত (১৯৪৪) উত্তর বসন্ত (১৯৫১), ইশারা অনুবাদ—১৯৫৩), আশ্রম-কথা (সংকলন —১৯৬৩), নির্জন প্রহর ১৯-৬৫), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৬৫), অক্ষর (১৯৬৬), আহিতাগ্নি (১৯৬৭). পুনর্বসু (১৯৬৮) বসন্ত বহ্নি (১৯৬৯), পঞ্চমুখ (১৯৬৯), কালমৃগয়া (১৯৭০), আনন্দ জাতক (১৯৭১), কালপুরুষের কড়চা (১৯৭৪), নিগম (১৯৭৬), অভিজ্ঞান (১৯৮০), অন্তরঙ্গ (১৯৮০), বহু-রূপী (১৯৮০), নিঃসঙ্গ মাথুর (১৯৮০), ধূলোর প্রদীপে আলোর শিখা ১৯৮৪), যেখানে কমল সেখানে কাঁটা ১৯৮৫ । গদ্য-গ্রন্থ : উত্তর মীমাংসা (১৯৮৩)। ধ্যাননিষ্ঠ শিল্পীর নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টি ও জীবন-রস-রসিকতা সাধক কবির কবিতার বিশিষ্ট গুণ।

প্রলয় শূর (১।৮।১৯৪৬—)। পৈতৃক নিবাস : নোয়াখালি, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : কলিকাতা। পিতা : মনোরঞ্জন শূর, মাতা : রাণীকণা। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম এ.। সরকারী কলেজের অধ্যাপক। কৃত্তিবাস, দৈনিক কবিতা অলিন্দ, কয়েকজন, যুব মানস, অমৃত, গঙ্গোত্রী, কবিপত্র, কালি ও কলম, সত্তর দশক প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : বার্গম্যান। সম্পাদক : অন্বীক্ষণ, মুভি মমতাজ (চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা)।

প্রলয় সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : সীমাস্বর্গ (উপন্যাস), কয়েদখানা, পশ্চিম বাংলার তীর্থ (ভ্রমণ —১৩৮৫), পটভূমি (ছোটগল্প)।

প্রশান্তকুমার দাশ (৭।১১।১৯৫৫—) জন্ম : ২৪ পরগণার বরুনহাট গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস : উত্তর কলিকাতার নিমতা। বর্তমান নিবাস : দুর্গাপুর, বর্ধমান। পিতা : শৈলেন্দ্রনাথ দাশ, মাতা : কমলা। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি এস্ সি (পার্ট ওয়ান) পাশ। কলি-কাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলে স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্য অতুলপ্রসাদ রৌপ্যপদক ও আলোর যাত্রী সাহিত্যসংসদ প্রদত্ত সাহিত্য-রত্ন উপাধিপ্রাপ্ত। বিজ্ঞাপন সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত। আলোর যাত্রী, অভিযাত্রিক, দুর্গা-পুর বানী, চলন্তিকা ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক সন্ধ্যা-তারা, মাসিক ভবদুর (১৯৭৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : চোর (কবিতা সংকলন), এখন কি করি (গল্প)।

প্রশান্তকুমার পাল (১৯৩৮—)। জন্ম : কলিকাতা। পত্নী : মনীষা। স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট্ স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সঙ্গীতে সুবিনয় রায় ও নাটকে শম্ভু মিত্রের ছাত্র। বহুরূপীর মুক্তধারা নাটকে অভিনেতা। আনন্দমোহন কলেজের (সান্ধ্য) বাঙ্গলা সাহি-ত্যের অধ্যাপক। ১০ খণ্ডে সমগ্র রবীন্দ্র জীবনী রচনার নিযুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : রবিজীবনী ২ খণ্ড।

(ডঃ) প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮। ৪।১৯৩৭—) এম্. এ. বি. টি., পি এইচ্. ডি.। জন্ম : গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

পিতা ঃ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯৫৮)। বি. টি. তে ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থানাধিকারী। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এডুকেশনে এম্-এ. (১৯৭৪ ও শিক্ষা বিজ্ঞানে পি এইচ্ ডি. (১৯৮০)। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিভাগের অধ্যাপক। বিভিন্ন পত্রিকায় সাহিত্য ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি **A study of appreciation in Bengali Prose and Poetry of Secondary school children.** সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ চয়নিকা।

(ডঃ) প্রশান্তকুমার (চন্দ্র) মহলানবীশ (২৯।৬।১৮৯৩ – ২৮।৬।১৯৭২)। এম্. এস্ সি., ডি এস্. সি। জন্ম ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ প্রবোধচন্দ্র মহলানবীশ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস্. সি.। কেম্ব্রিজ থেকে গণিত ও পদার্থ বিদ্যায় ১ম শ্রেণীর অনার্স সহ এম্. এ। ট্রাইপোজ পেয়ে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে যোগদান। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (১৯১৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্ট্যাটিস্টিক্সের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৪৫-৪৮). অবসর গ্রহণের পরে এমেরিটাস অধ্যাপক। নৃতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণায় পারদর্শী। সংখ্যা-তত্ত্ব আলোচনার পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচরদের অন্যতম। শান্তিনিকেতনের কর্মসচিব (১৯২১ –৩১)। ভারত সরকারের পরামর্শদাতা। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি (১৯৫১), রয়াল সোসাইটির সদস্য (১৯৪৫) রয়্যাল ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি অফ্ লণ্ডনের সদস্য (১৯৫৪)। অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েগুন মেডেল পুরস্কার (১৯৪৪), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক (১৯৫৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্. সি. (১৯৫৭), বুলগেরিয়ার সোফিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডি এস্. সি. (১৯৬১), বিশ্ব-ভারতীর দেশিকোত্তম (১৯৫১) উপাধিদ্বারা সম্মানিত। সম্পাদক ঃ সংখ্যা (সংখ্যাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পত্রিকা –১৯৩০)। বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি ১৯২১ –৩১)।

প্রশান্ত চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নিয়তি দুর্বার (জেম্স্ হেড্লি চেজ এর অনুবাদ—১৩৮৫।

প্রশান্ত দাস (২১।৯।১৩৪৩ বঙ্গাব্দ—) বি. এ বি টি। ছদ্মনাম ঃ সংবরণ। জন্ম-স্থান ঃ কলিকাতা। স্থায়ী নিবাস ঃ ৮বি, আনন্দ পালিত রোড্ কলিকাতা –১৪। বর্তমান নিবাস ঃ কাঁটাপুকুর, হাওড়া। পিতা ঃ সন্তোষকুমার দাস, মাতা ঃ কনকলতা। শিক্ষক-কবি। সম্পাদক ঃ দ্বিমাসিক সিন্ধু সারস (কাঁটাপুকুর, হাওড়া)। প্রকাশিত কাব্য ঃ আলোকিত মেঘ (১৩৭৭), প্রিয় সব কিছুকেই চিতায় ১৩৮১)।

প্রশান্ত ভট্টাচার্য। ছদ্মনাম ঃ শ্রীপ্রশান্ত. পিতা ঃ অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। প্রসিদ্ধ গায়ক ও সুরকার। সম্মার্জনী পত্রিকায় 'সম্মার্জনী শলাকা'র লেখক।

প্রশান্ত ভবাই (২৬।৭।১৯৪২— বি. এস্. সি। ছদ্মনাম ঃ কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ঃ শান্তিপুর, নদীয়া। বর্তমান স্থায়ী নিবাস ঃ কে সি দাস রোড্, শান্তিপুর নদীয়া। বর্তমান নিবাস ঃ ১৬, কানাইধর লেন, কলিকাতা—১২। পিতা ঃ কালীপদ ভবাই মাতা ঃ নলিনী। স্পোকেন ইংলিশে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। শিক্ষক – শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরে। কবি। সম্পাদক ঃ ত্রৈমাসিক সূচনা (শান্তিপুর—১৯৭৪)। প্রকাশিত কাব্য ঃ

বুকেতে ফুলের ঘ্রাণ (১৯৭৪), সামাজিক হতে চাই (১৯৭৮)।

প্রশান্ত মিত্র (২৭।১।১৩২৮ বঙ্গাব্দ —) বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : তুমি, ব্যবহারিকা, ভাষণ। সম্পাদক : অভিব্যক্তি (১৯৩৯—৪২)।

প্রশান্ত রায়। কবি। প্রকাশিত কাব্য : রং নাম্বার (১৯৭৭), ফিরে দেখুন (১৯৮০)।

প্রশান্ত রায়চৌধুরী। প্রকাশিত উপন্যাস : খুনের আরেক নাম রাজনীতি।

প্রশান্ত সরকার (১৮।৯।১৯২৪—)। পৈতৃক নিবাস : ১১, শিবতলা লেন, হাওড়া —২। বি কে. পাল ইন্‌স্‌টিটিউসনের ছাত্র। ইউ. পি আই. টাইম্‌স্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়া ও ষ্টেট্‌স্‌-ম্যান পত্রিকার রিপোর্টার। লণ্ডনের টেলি-গ্রাফ্‌ পত্রিকার পূর্বভারতীয় সাংবাদিক। দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক ও ডিরেক্‌টর। দুইবার স্কলারশিপ্‌ লাভ করে ইংলণ্ডভ্রমণ-কারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাংবাদিকের দৃষ্টিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন।

পশুপতিপ্রসাদ মাহাতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন।

পশুপতি ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : দিব্যজীবনের সন্ধানে (পণ্ডিচেরী —১৩৭২)।

(ডঃ প্রসন্নকুমার আচার্য, মহামহোপাধ্যায় (২১।৪।১৮৯০ –১।১২।১৯৬০) এম্‌ এ। জন্ম : চট্টগ্রাম—যজ্ঞশালা, ত্রিপুরা। পিতা : রাজচন্দ্র আচার্য। কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে এন্‌ট্রান্স, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ্‌. এ. ও বি. এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিলা-লিপি ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম এ। সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষালাভের জন্য ভারত সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত (১৯১৪)। ইউরোপে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত। ইউরোপীয় স্থপতি বিদ্যার অভিধান রচনার জন্য লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধিপ্রাপ্ত ১৯১৪), হল্যাণ্ডের লীডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্‌ ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত। হরিদ্বারে ঋষিকুল কলেজের অধ্যক্ষ —মাদ্রাজের শিক্ষা অধিকর্তার সেক্রেটারি,—পাটনায় সরকারী কলেজের ও ও এলাহাবাদের মুর সেণ্ট্রাল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক। মহামহোপাধ্যায় উপাধিপ্রাপ্ত (১৯৪৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মনসর গ্রন্থাবলী ৭ খণ্ড।

প্রসন্নকুমার করচৌধুরী। সম্পাদক : মাসিক তন্ত্রকল্পলতা (১২৮৮)।

প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : শোক (বর্ধমান—১৯০১), পরলোক (১৯০১)।

প্রসন্নকুমার গুহ। সম্পাদক : মাসিক নবীন (ঢাকা ১২৮৯)।

প্রসন্নকুমার গোস্বামী। জন্ম : খানাকুল, কৃষ্ণনগর, হুগলী। সম্পাদিত গ্রন্থ : রাম-দাসের অভিরাম লীলামৃত।

প্রসন্নকুমার ঘোষ (১৮৫১—১৫।২।১৯২৬/ ৩।১১।১৩৩২)। জন্ম : শ্যামবাজার, কলিকাতা। পিতা : মহেশচন্দ্র ঘোষ, মাতা : থাকমণি। পূর্বনিবাস : ডেরাক, ২৪ পরগণা। এফ্‌. এ পর্যন্ত অধ্যয়ন। আইন পরীক্ষায় অকৃত-কার্য। পৈতৃক সম্পত্তির তদারক—কাঁথির খাসমহল অফিসের হেডক্লার্ক। এডুকেশন গেজেট, মধ্যস্থ, অমৃতবাজার, সাপ্তাহিক সমা-চার, তমোলুক পত্রিকা, অনুশীলন ও পুরোহিত, কান্তি, হিন্দুরঞ্জন, নীহার (কাঁথি) প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, স্বদেশ প্রেমমূলক গান প্রবন্ধ প্রভৃতির লেখক। সম্পা-দক : মাসিক সুরভি ১৩১৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : কুসুম কলিকা (৬টি সনেট

সহ ২২টি কবিতার সংকলন), বিদ্যাদর্শন, ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী (১২৮৪-র পূর্বে)। জীবনী : মাইকেলের জীবনী। সম্পাদিত গ্রন্থ : মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৮৪)।

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৭।১০।১২৫৫—১০।২।১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : বাহেরক, বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা : রামজয় চট্টোপাধ্যায়। কবি ও সাধক। নর্মাল স্কুলের ২য় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পর স্কুলের পণ্ডিত। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে যাত্রা, কবি ও হোলির গান রচনা ও দল গঠন করে গান করতে অভ্যস্ত। প্রচুর শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা। মৃত্যুর পর মৈমনসিংহের জমিদার রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রসন্নকুমারের সঙ্গীতগ্রন্থ ২ খণ্ডে প্রকাশিত।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর (২১।১২।১৮০১—৩০।১।১৮৬৮)। জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : গোপীনাথ ঠাকুর, পুত্র : প্রথম ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। শেরবোর্ন স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র। পরে হিন্দু কলেজের গভর্নর (১৮৩২—৫৮)। দেওয়ানী আদালতের উকিল,—সরকারী উকিল,—বড়লাটের শাসন পরিষদের ক্লার্ক এসিস্ট্যান্ট। ওকালতিতে বৎসরে দেড় লক্ষ টাকা উপার্জনকারী। শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী—স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উৎসাহী। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে জমিদার সভা ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সভার সভাপতি ১৮৬৭)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা পৌরসংস্থার সভ্য। বাঙ্গালীর প্রথম নাট্যশালা হিন্দু থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন লক্ষ টাকা দাতা। উক্ত টাকার সুদে টেগোর ল প্রফেসর পদের সৃষ্টি। বৃটিশ সরকার কর্তৃক সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত ১৮৬৬)। An appeal to Country men, Table of Succession according to Hindu Law of Bengal নামক বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। সম্পাদক : সাপ্তাহিক Reformer (১৮৩১), অনুবাদিকা (১২৩৮)। সম্পাদিত গ্রন্থ : বিবাদ চিন্তামণি। প্রকাশিত গ্রন্থ : জমিদারী কার্যের নিয়মপত্র (১৮৬৮)। সংকলিত গ্রন্থ : সংস্কৃত দায়ভাগ।

প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রতিবাদ গ্রন্থ (বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক ২য় গ্রন্থের প্রতিবাদ)।

প্রসন্নকুমার দে (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক রসরাজ (১৮৯১), সাপ্তাহিক শ্রীহট্টমিহির (১৮৯৭)।

প্রসন্নকুমার বণিক। জন্ম : ঢাকা, বাংলাদেশ। বিখ্যাত তবলাবাদক। ঢাকার গৌরমোহন বসাকের নিকট তবলা ও পাখোয়াজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে তবলাবাদক আতাহোসেনের নিকট তবলা বাদনে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তবলা বাদনের জন্য কলিকাতার সঙ্গীত সমাজে সম্মানিত ও পুরস্কৃত। রচিত গ্রন্থ : তবলা তরঙ্গিণী ও মৃদঙ্গ প্রবেশিকা।

প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন (১৯শ শতাব্দী)। দার্শনিক ও গ্রন্থকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : দেবী মাহাত্ম্য, কৃষ্ণজীবনী (১২৯৫), প্রবন্ধরত্ন, শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা, বেদবিষয়ে দার্শনিকদিগের মত,ভাবসিন্ধু।

প্রসন্নকুমার মজুমদার। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাজর্ষিকুমার (উলুবেড়িয়া—১৩০৯)।

প্রসন্নকুমার মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বালক চিকিৎসা (১৮৭০), Treaties on the Desease of children (১৮৬২)।

প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী। পণ্ডিত ও গ্রন্থকার।

প্রকাশিত গ্রন্থ : আর্যজীবন, যোগাম্বুধি, সাধন প্রদীপ, শ্রীশ্রীচণ্ডীরহস্য। সম্পাদিত গ্রন্থ : বৃহৎ তন্ত্রসার, শক্তানন্দতরঙ্গিণী (সানুবাদ)। সম্পাদিত পত্রিকা : পাক্ষিক পল্লীবাসী (১৩০৪)।

প্রসন্নকুমার সমাদ্দার (৬।৩।১৮৯০—?)। জন্ম : তেকালা নদীয়া। নিবাস : ১৭, গোবিন্দ ব্যানার্জি লেন, শালকিয়া, হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঙলা ও বাঙালী (১৯৪৮), বিপ্লবী বাঙালী (১৯৪৮), শ্রমজীবী, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, **A New Scheme of Education in Free India** (১৯৪৯)।

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (১৮২৫—১৮৬৮)। জন্ম : রাধানগর, হুগলী। পিতা : যদুনাথ সর্বাধিকারী। গ্রামের পাঠশালায় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ফার্সী শিক্ষার পর হিন্দু কলেজে জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তি এবং স্বর্ণপদকসহ উত্তীর্ণ (১৮৪৮)। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনার পর মুর্শিদাবাদ রাজ সরকারে উচ্চপদ প্রাপ্ত। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় প্রথমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, (১৮৫৩) ও পরে অধ্যক্ষ (১৮৬৪), —প্রেসিডেন্সি বিভাগের পরিদর্শক—বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ—প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস ও ইংরাজীর অধ্যাপক (১৮৮১)। বাঙ্গালা ভাষায় অংকের পরিভাষার স্রষ্টা এবং বাঙ্গালা ভাষায় বীজগণিত ও পাটীগণিত রচনা তাঁর অসামান্য কীর্তি।

প্রসন্ন কুমার সেন (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : সদ্ভাব কৌমুদী (১৮৭৪)।

প্রসন্ন কুমার সেন (১৮৩৮—৯।১১। ১৯১৫)। জন্ম : গরিফা, ২৪ পরগণা। রেলওয়ে অডিট্ অফিসের কর্মী। কেশব চন্দ্র সেনের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। চাকরি ত্যাগ করে (১৮৭০) ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী। কেশব সেনের একান্ত সচিব হিসাবে বিলাতযাত্রী। কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রম, ভিক্টোরিয়া কলেজ, অ্যালবার্ট ইন্স্টিটিউট্ ও হল, ব্রাহ্মট্রাষ্ট্ সোসাইটি, মিশন অফিস, লিবারেল পত্রিকা প্রভৃতি পরিচালনায় সহায়ক। কেশব আশ্রম এবং পতিতাদের 'রিফিউজ' নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিবিধ ধর্মসঙ্গীত (সংকলন)।

প্রসন্ন চন্দ্র গুহ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : রামপালের বিবরণ (ঢাকা ১৮৬৯)।

প্রসন্ন চন্দ্র চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : পদ্য মঞ্জরী (১৮৬৮), সাহিত্য প্রবেশ (১৮৫৯), হিতাবলী (১৮৬৯), মৌখিক অংকের হিসাব (১৮৬৯), সরল কবিতা (১৮৭৫), শিশু প্রবেশ (১৮৭৫), কাব্যতরঙ্গিণী (১৮৯৭)।

প্রসন্ন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) জন্ম : চুঁচুড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : হিন্দু বিলাস (১৮৭৫)।

প্রসন্ন চন্দ্র সেন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কৃষিকার্যের মত (১৮৬৭)।

প্রসন্ন চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি। প্রকাশিত কাব্য : দময়ন্তী বিলাপ কাব্য।

প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী (×।৪।১২৬১—×।৩।১৩৪০ বঙ্গাব্দ) বি. এ.। জন্মস্থান : পাবনা। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৭৯)। পাবনায় আইন ব্যবসায়ী, সরকারী উকিল (১৮৯৫—১৯২৮)। ভারতবর্ষ পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গায়ত্রীর শঙ্করভাষ্য ও সায়নভাষ্য (টীকা সহ), প্রমোদ (রস রচনা), **Confessions and Evidence of Accomplices, Prosecution in false Cases.**

প্রসন্নময়ী দেবী (×।৯।১৮৫৭—২৫।১১। ১৯৩৯)। মহিলা কবি। জন্ম : পাবনার

হরিপুরে চৌধুরী জমিদার বংশে। পিতা ঃ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ দুর্গাদাস চৌধুরী, স্বামী ঃ পাবনার গুইগাছা নিবাসী কৃষ্ণকমল বাগচী, ভ্রাতা ঃ বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী, কন্যা ঃ প্রিয়ম্বদা দেবী। ১০ বৎসর বয়সে বিবাহিতা। দুই বৎসর পরে স্বামী উন্মাদ রোগগ্রস্ত হলে পিত্রালয়বাসিনী ও সাহিত্য চর্চায় নিরতা। ভারতবর্ষ এবং মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা। স্বদেশ প্রেম মূলক কবিতা রচনার জন্য খ্যাতি প্রাপ্তা। কাব্যে ছন্দ ও ভাষার বৈচিত্র্য মনোহারী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ আধ আধ ভাষিণী (১৮৭০), বনলতা (১৮৮০)। নীহারিকা ১ম (১৮৮৪), ঐ ২য় (১৮৮৯)। উপন্যাস ঃ অশোকা (১৮৯০)। ভ্রমণ ঃ আর্যাবর্ত (১৯৮৯)। স্মৃতিচারণ ঃ পূর্ব-স্মৃতি (১৮৭৫), পূর্বকথা (১৯১৭)। অন্যান্য ঃ যুবরাজ প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের ভারতবর্ষে শুভাগমন (১২৭৫), তারাচরিত (১৯১৭)।

প্রসাদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মাধবাচার্য, তুলসী প্রতিভা, কাব্য প্রসূন।

প্রসাদ দাস গঙ্গোপাধ্যায়। সম্পাদক ঃ মাসিক জননী (চুঁচুড়া ১৩০৫)।

প্রসাদ দাস গোস্বামী। জন্ম ঃ শ্রীরামপুর, হুগলী। দার্শনিক পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আত্মবোধ, দীর্ঘজীবন কিসে হয়? পাতঞ্জল যোগসূত্র, বৃত্তি পরিচয়, আমাদের সমাজ, অভিমন্যু বধ, গীতা, গীতার তান্ত্রিক দীক্ষা।

প্রসাদ দাস রায়। হেমেন্দ্র কুমার রায় দ্রষ্টব্য।

প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২২।১২।১৯৩২—)। চিকিৎসক ও সাহিত্যিক। চিকিৎসা বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চিকিৎসাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ, স্ত্রী অনেকেই হয় সহধর্মিণী হয় কজন? প্রভৃতি।

প্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তারা তিনজন, বাস্তবের দু পৃষ্ঠা, যে ফুল না ফুটিতে, পৃথিবীর ছন্দ, জনতার ইঙ্গিত, মানময়ী বয়েজ স্কুল প্রভৃতি।

প্রসাদ মজুমদার (১৬শ শতাব্দী)। নামান্তর ঃ প্রসাদ দাস। পিতা ঃ করুণাময় মজুমদার। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর নিবাসী প্রাচীন পদকর্তা। শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক কবিপতি উপাধিতে সম্মানিত। রচনা ঃ পদচিন্তামণি মালা।

প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুরসাগর। নিবাস ঃ খড়দহ, ২৪ পরগণা। অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। বিভিন্ন সঙ্গীত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রাগ সঙ্গীত (১৯৭৬)।

প্রসাদ রায়। ছদ্মনাম ঃ ময়ূখ চৌধুরী। চিত্রশিল্পী ও গল্প লেখক। শিশু সাহিত্যিক। নবকল্লোল প্রত্রিকার লেখক।

(ডঃ) প্রসিত কুমার রায় চৌধুরী (৬।১০। ১৩৪০ বঙ্গাব্দ—) বি. এ. (অনার্স), এম্. এ বি. এড্, পি এইচ্ ডি। জন্ম ঃ কলিকাতার কালীঘাটে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস ঃ রাজপুর, ২৪ পরগণা, বর্তমান নিবাস ঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি মদন রায়ের (মল্ল) বংশধর। পিতা ঃ প্রফুল্ল কুমার রায় চৌধুরী, মাতা ঃ নিভা দেবী চৌধুরাণী। রিপন কলেজ থেকে আই. এস্. সি, প্রাইভেটে এম্. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায় থেকে পি. এইচ্. ডি (১৯৭৭)। দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের কর্মী,—নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক। জয়শ্রী, ভারতবর্ষ বসু ধারা, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, অমৃত, পর্বদবার্তা, উদ্বোধন, কথাসাহিত্য,

আনন্দমেলা, পক্ষিরাজ, শুকতারা, কিশোর ভারতী, ঝলমল, খেলাধুলা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত। অন্যতম সম্পাদক ঃ সংস্কৃতি (সোনারপুর, ১৯৬২-৬৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ভারত সংস্কৃতির রূপরেখা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আকাশ, পৃথিবী, বিক্ষত হৃদয় (কাব্য—১৩৮০), আলো জ্বালালো যারা (জীবনী), ঘুম ভাঙার গল্প (স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী), বঙ্গ সংস্কৃতির কথা।

প্রসূন বসু। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ অন্যদিক।

প্রহলাদ কুমার প্রামাণিক (৫।২।১৯১৫—)। জন্মস্থান ঃ বল্লুক, মেদিনীপুর। সাংবাদিক, গান্ধীবাদী স্বদেশী আন্দোলনের কর্মী—পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ী,—গ্রন্থকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নূতন শিক্ষা (১৯৪৯), পশ্চিমবঙ্গের কথা (১৯৪৯), আমাদের ইতিহাস ২ খণ্ড (১৯৫০), ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের গল্প (১৯৫৪), ছোটদের পঞ্চতন্ত্র (১৯৫৭), দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ (১৯৫৭), করুণাময় বিদ্যাসাগর, ভারতবন্ধু দেশবন্ধু, ভারত রত্ন জওহরলাল, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, August Revolution and Two years' National Government in Midnapur, 1946।

পাগলা কানাই (আঃ ১৮১০-২০—?)। জন্ম ঃ যশোরের ঝিনাইদহ গ্রামে কৃষক পরিবারে। ভক্ত ও সাধক। দেহতত্ত্ব বিষয়ক ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনার জন্য খ্যাত। বাঙ্গালীর গান গ্রন্থে এঁর অনেকগুলি সঙ্গীত সংকলিত।

পাগলা কানাই (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ নদীয়া। গুরুর আদেশে কঠোর সাধনাকালে পাগল ও পরে সুস্থ হন। পূর্ববঙ্গের জারীগানের স্রষ্টা হিসাবে খ্যাত। আসরে দাঁড়িয়ে সঙ্গীত রচনা ও সুর সহযোগে গান করতে সক্ষম। দুই কানাই একই ব্যক্তি কিনা বলা যায় না।

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়। গীতিনাট্য রচয়িতা। প্রকাশিত নাটক ঃ পরদেশী, মালিনী, সত্যভামা সম্বরাসুর, জয়মাল্য, নজরে নাকাল, রাখী বন্ধন, আরবী হুর, লয়লা মজনু, ধর্মপথ, মীনা, মা, ভাস্কর পণ্ডিত, সৎমা, সতী, দেবাসুর, দধীচি বা বজ্রসৃষ্টি, চাঁদ সদাগর।

পাঁচকড়ি দে (১৮৭৩—১৯৪৬ / ৪। ৮। ১৩৫২)। জন্ম ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ কেদারনাথ দে। ভবানীপুর স্কুলের ছাত্র। জোড়াসাঁকোর ৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনে 'পাল ব্রাদার্স' পুস্তক বিপনি ও বাণী প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম যথার্থ রহস্য উপন্যাসের লেখক। ঘটনার বাহুল্য, অতিনাটকীয়তা, বীভৎস ও ভয়ানক রসের প্রকাশ গোয়েন্দা কাহিনীর বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গোয়েন্দা ও রহস্য কাহিনী ঃ নীল বসনা সুন্দরী (১৯০৪, গোবিন্দরাম (১৯০৫), প্রতিজ্ঞাপালন (১৯০৭), জয় পরাজয় (১৯০৭), লক্ষ টাকা (১৯০৮), মায়াবী, মনোরমা, মায়াবিনী, পরিমল, জীবন্মৃত রহস্য, হত্যাকারী কে? রহস্য বিপ্লব মৃত্যু বিভীষিকা, বিষম বৈসূচন, হত্যা রহস্য, সহধর্মিণী, ছদ্মবেশী, নরাধম, কালফণী, প্রণয় প্লেগ, মরিয়ম নরবলি কুলীন কন্যা, শক্ দুহিতা প্রভৃতি। অন্যান্য ঃ বাঙ্গালীর বীরত্ব, সিরাজদ্দৌলা, নন্দবংশোচ্ছেদ। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ভীষণ প্রতিশোধ, ভীষণ প্রতিহিংসা, শোণিত তর্পণ, রঘু ডাকাত, মৃত্যুতরঙ্গিণী, হরতনের নওলা, সতী সীমন্তিনী, সুহাসিনী

(১৯০৮), কৃষ্ণযাত্রা (গোবিন্দ অধিকারী কৃত, ১৩৪৪)।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪।১২।১৮৬৭—১৫।১১।১৯২৩), ছদ্মনাম ঃ পাঁচুঠাকুর। জন্ম ঃ ভাগলপুর, বিহার। পৈতৃক নিবাস ঃ হালিশহর, ২৪ পরগণা। ভাগলপুর বেজনারায়ণ কলেজ থেকে বি এ. পাশ (১৮৭৭)। কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন। সরকারি চাকুরে, পরে অধ্যাপক, - শেষে সাংবাদিক। বিখ্যাত বাগ্মী ও প্রবন্ধকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উমা (১৯০৯), রূপলহরী, ভিক্টোরিয়া চরিত, সম্রাট ঔরঙ্গজেব (১৩২৫), বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয় (১৩২২)। আইন-ই-আকবরী (বঙ্গানুবাদ) সম্পাদিত পত্রিকা ঃ বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী. দৈনিক নায়ক, সাপ্তাহিক রঙ্গালয় (১৩০৮—১১), সাহিত্য (১৩২৭ , হিন্দুস্থান, সাপ্তাহিক প্রবাহিনী (১৩২০—২২)।

পাঁচু গোপাল লাল) ঘোষ (১৮৮৩—?)। জন্ম ঃ কাঁথি, মেদিনীপুর। পিতা ঃ কবি প্রসন্ন কুমার ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আঙ্গুর (১৩১৮), আপেল (১৩২৩), শীতল (জীবনী —১৩৪৮)।

পাঁচু গোপাল দাস ২৫।১২।১৯৩৫—)। জন্ম ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। পিতা ঃ কানাইলাল দাস। বি এ. পার্ট ওয়ান পাশ। দারিদ্র্যের জন্য নানাবিধ জীবিকা গ্রহণের পর প্রাথমিক শিক্ষক। ১৯৫৩ সাল থেকে শিশু সংস্কৃতির সকল বিভাগে নানা কাজকর্মে লিপ্ত। কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা (১৯৫৩)। ১৯৫৩ থেকে শিশুদের উপযোগী নাটক রচনায় ও প্রযোজনায় নিরত। শিশুদের জন্য সুকান্ত পাঠাগার ও পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৭৫ । শিশু নাটকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে "অভিনয় পুরস্কার" (গণমঞ্চ, কলিকাতা—১৯৭৮) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আয়োজিত শিশুনাট্য প্রতিযোগিতায় "অথ দাঁড়পাল কথা" সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজিত নাটক হিসাবে ১ম পুরস্কার ও পরিচালনায় ২য় পুরস্কারে সম্মানিত। প্রবর্তক ও সম্পাদক ঃ মাসিক কুঁড়ি ও কোরক (শিশুদের উপযোগী,—চুঁচুড়া, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫) পত্রিকায় প্রকাশিত শিশুদের নাটক ঃ অথ দাঁড়পাল কথা, শৃগালতু বিশেষ, তোমার ছবি, আমার ছবি, মুংলীরা আর দুধ দেবে না।

(ডাঃ) পাঁচু গোপাল নন্দী। নিবাস ঃ জামগ্রাম, হুগলী। চিকিৎসক। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ স্মৃতিরাখা।

পান্নালাল দাশগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাগাভূমির পাহাড়ে পাহাড়ে, বিতর্ক (প্রবন্ধ —১৯৭৬)।

পান্নালাল মল্লিক (২।১।১৯৪৪—) বি. এস্ সি। ছদ্মনাম ঃ সুপ্রভাত মল্লিক,পালাম। জন্ম ও নিবাস ঃ মুন্সেফ্পাড়া, বসিরহাট, উঃ ২৪পরগণা। পিতা ঃ অশ্বিনী কুমার মল্লিক, মাতা ঃ বিলাসিনী। সরকারী চাকুরে, —সাংবাদিক, কবি। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ স্ফুলিঙ্গ (১৯৭০), ফল্গু (১৯৭১), রাতদিন (১৯৭৩)। ত্রৈমাসিক স্বদেশ। প্রকাশিত কাব্য ঃ ওরা সত্তরের যীশু (১৯৭২) এই রুক্ষদিনে কবিতা আমার।

(ডঃ) পারুল ঘোষ (২৪।৮।১৯২২—)। জন্ম পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস ঃ বানারিপাড়া, কুন্দহার, বরিশাল, বাংলাদেশ। পিতাঃ দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাতা ঃ সরযূবালা। প্রাইভেট্ পরিক্ষার্থিনী হিসাবে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৫), বি. এ. (১৯৩৯), স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. টি (১৯৪২). প্রাইভেটে এম্. এ (১৯৫০ , যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্ ডি. (১৯৭৪)। বরিশাল আচার্য

জগদীশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় (১৯৩৯), বরিশাল সদর গার্লস্ স্কুল (১৯৪০), কলিকাতা শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়ের (১৯৪৪—৫৬), ও পার্ক ইনস্টিটিউসন বালিকা বিদ্যালয়ের (১৯৫৭—) শিক্ষিকা। যুগান্তর, মহিলামহল, আনন্দবাজার, প্রবর্তক, নবকল্লোল, শিবির, শিশুসাথী, হসন্তিকা, ভারতবর্ষ, বঙ্গশ্রী, অনির্বাণ, ভাগ্যচক্র, মনন, দীপালি, স্বাধীনতা, সংহতি, যষ্টিমধু, সত্যযুগ, উজ্জীবন প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রেমচাঁদের গল্প (অনুবাদ ১৯৫৯), সাগর কথা (রাশিয়ার রূপকথা-১৯৬৪)। কি পাই নি (উপন্যাস —১৯৬৮), বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম : দর্শনে ও সাহিত্যে (১৩৮৬), সম্পাদিত ও সংকলিত গ্রন্থ : ঘরোয়া জীবনে রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৫)।

প্যারী চরণ দাস। জন্ম : করিম গঞ্জ, শ্রীহট্ট। ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগের কর্মী। আসামের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক : শ্রীহট্ট প্রকাশ (পাক্ষিক—১৮৭৫)। প্রকাশিত কাব্য : ভারতেশ্বরী (১২৮৩), পদ্য পুস্তক, রণরঙ্গিণী, মিত্রবিলাপ, শোকলহরী।

প্যারী চরণ সরকার (২৩।১।১৮২৩ —৩০। ৯।১৮৭৫)। জন্ম : কলিকাতার চোর বাগানে মাতুলালয়ে। পিতা : ভৈরবচন্দ্র সরকার, মাতা : দ্রবময়ী। আদি নিবাস : তড়া গ্রাম, হুগলী। হেয়ার সাহেবর পটলডাঙ্গা স্কুলের ছাত্র, পরে ঢাকায় জুনিয়র স্কলারশিপ ও হিন্দু কলেজ থেকে সিনিয়র স্কলারশিপ (১৮৪২) উত্তীর্ণ। হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলের শিক্ষক (১৮৪৩), বারাসত গভর্নমেণ্ট্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৪৫), কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের (বর্তমান হেয়ার স্কুল) প্রধান শিক্ষক (৮ বৎসর),—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (১৮৬৩—৭৫), বাঙ্গালার নবজাগরণের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারকল্পে একাধিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচারে সহায়ক। কৃষিবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য বারাসাত কৃষিশ্রমজীবী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, নারী শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য কারিগরি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয় ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠাতা। সরকারী এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক (১৮৬৬ – ৬৮)। বঙ্গ দর্শন, এডুকেশন গেজেট, হিতসাধক প্রভৃতি পত্রিকায় বহুমূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত। First Book of Reading, Second Book of Reading, Free of Temperence Grammar এবং Geography—গ্রন্থের রচয়িতা। The Arnold of the East নামে খ্যাত। সম্পাদক : মাসিক Well Wisher (১৮৬৮), হিতসাধক (১৮৬৮) এবং সাপ্তাহিক বার্তাবহ (১৮৫৬)।

প্যারী চাঁদ মিত্র (২২।৭।১৮১৪/৮।৪। ১২২১—২৩।১১।১৮৮৩/×।৮।১২৯৪)। ছদ্মনাম : টেকচাঁদ ঠাকুর। পিতা : রামনারায়ণ মিত্র, ভ্রাতা : কিশোরীচাঁদ মিত্র, পত্নী : বামাকালী। জন্ম : নিমতলা, কলিকাতা, পূর্ব নিবাস : পানিসেহালা, হুগলী। বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ও মুন্সীর নিকট ফার্সী ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট (৭।৭।১৮২৭),। ডিরোজিওর ছাত্র। বাঙ্গালার নবজাগরণের অন্যতম নেতা। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন কালে প্রবন্ধ রচনার জন্য Sir John Peter Grant কর্তৃক পুরস্কৃত। আজীবন সাহিত্যানুরাগী। বাঙ্গালা, ইংরাজী ও ফার্সী ভাষায় পারদর্শী। কলিকাতায় পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটি

লাইব্রেরিযান (১৮৩৬), পরে লাইব্রেরিরান (১৮৪৮) ও সেক্রেটারি (১৮৪৮—৬৬)। আবাসিক কিউরেটর ও কাউনসিলের সদস্য (১৮৭৪—৮৩)। কালাচাঁদ শেঠ এণ্ড্ কোং, পরে প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড্ সন্স্ নামে আমদানি-রফ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। দক্ষ ব্যবসায়ী। গ্রেট্ ইষ্টার্ন হোটেল কোং লিঃ, পোর্ট ক্যানিং গ্রাণ্ড্ ইন্-ভেষ্ট্মেণ্ট্ কোং, হাওড়া ডকিং কোং, ডারাং টি কোং লিঃ প্রভৃতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর। সাধারণ জ্ঞানার্জনী সমিতি (১৮৩০), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ডেভিড্ হেয়ার স্মৃতিসভা (১৮৪৪), রেস ক্লাব (১৮৪৭) বীটন সোসাইটি (১৮৫১), ভার্নাকুলর লিটারেচর সমিতি (১৮৫৬) ও ডেভিড্ হেয়ার পুরস্কার ফাণ্ডের (১৮৬৪) সম্পাদক। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম কমিশনার (১৮৪৭), এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচিরাল সোসাইটির সহ-সভাপতি (১৮৫৬), জাস্টিস্ অফ্ পীস (১৮৬৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৬৪), সংশোধনাগার ও জেলের পরিদর্শক (১৮৬৪), । হরিণবাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক, হাইকোর্টের গ্রাণ্ড্ জুরর (১৮৬৮—জানু. ১৮৭০) আরও বহু জনহিতকর কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বেঙ্গল কাউনসিলের সদস্য (১৮।১।১৮৬৮—১৮।১।১৮৭০)। ইংলিশ-ম্যান, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড্, হিন্দু প্যাটিয়ট, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রেততত্ত্ব আলোচনায় উৎসাহী,—ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রেততত্ত্ব আলোচনার সঙ্গে সং-শ্লিষ্ট, নিউ-ইয়র্কে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির করেস্পডিং ফেলো (১৮৭৭)। মিউনিসিপ্যাল-বোর্ডের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী,—বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের বিরোধী। সম্পাদক ঃ মাসিক পত্রিকা (রাধানাথ শিকদার সহ—১৮৫৪), মাসিক বেঙ্গল স্পেক্টেটর (দ্বিভাষিক—১৮৪২)। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ আলালের ঘরের দুলাল (১২৬৪।১৮৫৮), মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১২৬৬।১৮৫৯), রামা-রঞ্জিকা (১৮৬০), কৃষিপাঠ (১৮৬১), গীতাঙ্কুর (১৮৬১), যৎ কিঞ্চিৎ (১৮৬৫), অভেদী (১৮৭১), ডেভিড্ হেয়ারের জীবনী (১২৮৫।১৮৭৮), এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পূর্বাবস্থা (১৮৭৯), আধ্যাত্মিকা (১৮৮০), বামাতোষিণী (১৮৮১)। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বিদ্যাকল্পদ্রুমের ৫ম খণ্ডে যুধিষ্ঠির চরিত্র প্লেতোর চরিত্র ও বিক্র-মাদিত্য চরিত্র—তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত। ইংরাজী গ্রন্হ ঃ **A Biographical Sketch of David Hare (১৮৭৭), The Spiritual Stray leaves (১৮৭৯), Stray Thought of Spiritualism (১৮৭৯), Life of Dewan Ramkamal Sen (১৮৮০), Life of Coles Worthy Grant (১৮৮১), Nature of the Soul.** প্যারীচাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা আলালের ঘরের দুলাল প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃত। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব-হেতু সার্থক উপন্যাস না হলেও সেকালের বাস্তব সমাজচিত্রণ। চরিত্রচিত্রণ ও মননশীল-তার জন্য গ্রন্হটি মূল্যবান। কথ্যভঙ্গীতে রচিত গ্রন্হটির ভাষা আলালীভাষা নামে পরিচিত এবং কথ্যভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ।

প্যারীমোহন কবিরত্ন (১৮৬৩ খ্রীঃ/১২-৮১ বঙ্গাব্দ—)। ছদ্মনাম ঃ ধীরাজ, কবিচন্দ্র। জন্ম ঃ সাহাদুই, বর্ধমান। পিতা ঃ দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়। হোস্ সাহেবের অফিসের কর্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ গীতাবলী (১২৮২)।

প্যারীমোহন দেববর্মা (১৮৮৫—১৯২৫)। জন্ম: ত্রিপুরা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস্ সি. পাশ। বোটানিক্যাল সার্ভে বিভাগের সহকারী। লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটি, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি ও আমেরিকার জেনেটিক এসোসিয়েসনের সভ্য। নেচার, জার্নাল অফ্ হেরিডিটি, জার্নাল অফ্ ইণ্ডিয়ান বোটানি, মডার্ন রিভিউ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, কৃষক প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। ত্রিপুরার কৈলাশহর উপবিভাগের ঊনকোটী তীর্থ সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণেতা।

প্যারীমোহন রুদ্র। সম্পাদক: মাসিক হিতৈষী (১৮৭৮)।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (২৭।১১।১৮৯৩/১৩০০—২০।৫।১৯৪৭/৫।২।১৩৫৪)। জন্ম: হুগলী জেলার তারকেশ্বর-হরিপালের নিকটে গোপীনাথপুর গ্রামে। মৃত্যু: কলিকাতায় পথদুর্ঘটনায়। পিতা: জলেশ্বর সেনগুপ্ত, মাতা: ভুবনেশ্বরী। শ্রীরামপুর চাঁপদানী হাইস্কুল থেকে ১ম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আট বৎসর বয়সে (১৩০৮) পিতৃহীন হওয়ার অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুণ স্কটিশচার্চ কলেজে আই. এ পড়েও পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। সরকারী অফিসের কেরাণী (স্বল্পকালের জন্য), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী হিসাবে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সহ-সম্পাদক, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের পঞ্চপুষ্প পত্রিকার সহ-সম্পাদক, কোচবিহার দর্পণ পত্রিকার সহ-সম্পাদক। দৈনিক বসুমতী পত্রিকার 'সাময়িক প্রসঙ্গ' এর প্রবর্তক। বঙ্গবাসী কলেজে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯২৮—৪৭)। রবীন্দ্রনাথ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্য সাধকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আজীবন শিক্ষাব্রতী, কবি প্রবন্ধকার ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। সম্পাদক: মাসিক উদয়ন (১৩৩৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: অরুণিমা, বেদবাণী (ঋগ্বেদের অনুবাদ—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহ—১৩৩০), মেঘদূত (অনুবাদ—১৩৩৭), কোজাগরী (১৩৪০), জয় সুভাষ (১৩৫২), পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীত (অনুবাদ—১৩৫৩)। ছড়া ও ছোটদের কবিতাগ্রন্থ: হালুম বুড়ো (১৩০৪), ভূতের লড়াই (১৩৩৯), লক্ষ্মী, ছেলে (১৩৪০), মজার পদ্য (১৩৪৩), বেড়ালের ছড়া (১৩৫৩), জয়হিন্দে অ আ ক খ (১৩৫৩), কেবল মজা (১৩৫৪)। কিশোর সাহিত্য: কাফ্রীদের দেশ আফ্রিকায় (অনুবাদ—১৩২৯), বাঘ সিংহের মুখে (১৩৩৮), বাংলাদেশের কবি (১৩৩৯), কিশোর কবিতা (সংকলন—১৩৪১), অদ্ভুত জীবজন্তু (১৩৪৩), ভূতে রাক্ষসে (১৩৪৩), শালিকের গঙ্গাযাত্রা (১৩৪৬), শেয়াল কবিরাজ (১৩৪৭)। জীবনী: মহাত্মা গান্ধীর কারাকাহিনী (অনুবাদ—১৩৩০), পল্লীসেবক ও উপেন্দ্রনাথ (১৩৪৭), বিপ্লবী সুভাষ (১৩৫৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ: কপালকুণ্ডলা (১৩৫৩), মেঘনাদ বধ কাব্য (১৩৫৩)।

প্যারীমোহন হালদার। সম্পাদক: মাসিক দীপিকা (১২৯৪)।

প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। রচনা: শিবদুর্গার কাহিনী।

প্যারীলাল সিংহ। সম্পাদক: প্রথমে মাসিক, পরে সাপ্তাহিক 'প্রচারিকা' (বর্ধমান ১২৭৭/১৮৭৫)।

প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত এল্. এম্. এস্.। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: গার্গী, প্রহ্লাদ, অর্জুন, কর্ণ, লক্ষ্মণ, ফুল ও মুকুল, আর্য-

বিধবা, রাণা প্রতাপসিংহ, কমলিনী, স্ত্রী-শিক্ষা।

পার্থকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত নাটক: অ, আ।

পার্থ ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো প্রসঙ্গে (১৯৭৬)।

(ডঃ) পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২।৮।১৯৩৯—) ছদ্মনাম: অর্জুন উপাধ্যায়, ঈশ্বরগুপ্ত, পার্থসারথি, বহুদর্শী, ভাঁড়ু দত্ত। জন্ম: গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। নিবাস: ফ্ল্যাট নং ৫, ব্লক কে, ক্রিষ্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪। বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ, (১৯৫৯), এম. এ. (১৯৬৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি (১৯৭৫), অকস্‌ফোর্ডে গ্রীষ্মকালীন পাঠাবস্থায় যোগদান—ইংলণ্ডে কমনওয়েলথ বিষয়ে অধ্যয়ন, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাগরিক সমাজ ও যোগাযোগ সম্পর্কে অধ্যয়ন (১৯৭৪। যুগান্তর পত্রিকার সাব-এডিটর (১৯৫৯—৬১) আনন্দবাজার পত্রিকার সিনিয়র করস্‌পন্‌ডেণ্ট (১৯৬১—)। সাংবাদিক—আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সঙ্গে যুক্ত। কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন ফেলোশিপ (১৯৬০), জোবারসন স্কলারশিপ (১৯৭৪) প্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জাষ্টিস অফ পীস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক বিভাগের শিক্ষক। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, গ্রীস, ইতালী, ভিয়েৎনাম, ফিলিপিন, কোরিয়া, জাপান, আমেরিকা, কানাডা, বাংলাদেশ, নেপাল, ইরাণ প্রভৃতি দেশে ভ্রমণকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: দূরের আকাশ (১৯৬২), দ্বিতীয় পৃথিবী (১৯৬৩), মায়া বিহঙ্গী (১৯৬৪), প্রতিনায়ক (১৯৬৫), নিঃসঙ্গ পদাতিক (১৯৬৫), এই ভাল সেই ভাল (১৯৬৭)। রম্যরচনা: দেখা অদেখা (১৯৬০), বিলেত দেশটা মাটির (১৯৬২), ইউরোপের সূর্য (১৯৬৩), বহুদর্শীর নকশা (১৯৬৬), হাওয়াই দ্বীপে শতরজনী (১৯৭৭), ডেট্‌লাইন ঢাকা (১৯৭৩)। কিশোর সাহিত্য: একদা যাহার বিজয় সেনানী (১৯৬২), কায়রো রহস্য (১৯৫৪), সুন্দরবনের রহস্য (১৯৬৬), কাবুলী বেড়াল (১৯৭৪), নাগিনীর অভিশাপ (১৯৭৭) টোকিওর রহস্য (১৯৭৭), সংগ্রীলার ছেলেধরা, রোমাঞ্চকর এক ডজন। ছোটগল্প: হে গরবিণি (১৯৬৬)। অনুবাদ: গণতন্ত্র এবং তুমি, সাদা রক্ত (১৯৭১)। প্রবন্ধ: বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ (১৩৮৪), বিষয় সাংবাদিকতা, মাস কম্যুনিকেশন।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল (২৩।১২।১৯৪৯—) বি. এ। জন্ম ও নিবাস: ১৩সি, ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। পিতা: নরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, মাতা: জ্যোৎস্না। কবি। সম্পাদিত পত্রিকা: অন্ধ যুগ (১৯৭৩-৭৪)। প্রকাশিত কাব্য: দেবী (১৯৭০)।

পার্থপ্রতিম চৌধুরী। প্রকাশিত নাটক: খাঁচা।

পার্থপ্রতিম বক্‌সী। ছদ্মনাম: বুলেট বর্মা। কবি—অধ্যাপক। রসরচনা ব্যঙ্গ কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। যষ্টিমধু পত্রিকায় বেনামীতে ব্যঙ্গকবিতা লেখক।

পার্থ সারথি চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ: রসায়নের ভেলকি (১৯৭৫)।

পার্থ সারথি দাস (১৫।২।১৯৪৩—) এম. এ. (বাঙ্গালা), বি এড, ডব্লিউ বি. সি. এস., আয়ুর্বেদশাস্ত্রী। ছদ্মনাম: অগ্নিসেন, অগ্নিহোত্র। জন্ম: মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস: দেউল পোতা—কেশবচক, কাঁথি,

মেদিনীপুর। পিতা : সৃষ্টিধর দাস। মেদিনীপুরের সুবদী সীতানাথ বিদ্যাপীঠ, নন্দীগ্রাম কলেজ ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সহকারী শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক (৫ বৎসর),—সাংবাদিক। অঙ্কুশ, দৈনিক তীরভূমি, বেলাভূমি, সৌভিক, সংক্রান্তি, দক্ষনাবিক, সুজাতা, কবিতার কাগজ, হিরণ্য উপত্যকা, বর্ণালী, বসিরহাট, খেজুরী প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদক : সাপ্তাহিক খেজুরী (১৯৭৭ –৮২), দক্ষনাবিক (১৯৮০-৮২)।

পার্বতীকান্ত বাচস্পতি (১৯শ শতাব্দী)। পঞ্চকোট রাজসভার পণ্ডিত। রচনা : নব্যন্যায়, ব্যুৎপত্তিবাদ।

পার্বতী চরণ দাস (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী (সংবাদ, বিজ্ঞাপন ও সম্পাদকীয় কবিতায় রচিত—১৮৩৭)।

পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য (১৯শ শতকের শেষার্ধ)। নিবাস : পোড়ামাতলা, নবদ্বীপ। প্রথম জীবনে পাঁচালী গায়ক, পরে গীতাভিনয় লেখক। এঁর রচিত 'শ্রীরাম চন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ' গীতাভিনয় বৌকুণ্ডুর যাত্রাদলে অভিনীত হয়। গীতাভিনয় গুলিতে মতিলাল রায়ের প্রভাব গভীর। প্রকাশিত গীতাভিনয় : পারিজাত হরণ (১৩০৭), শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ (১৩০৯), সুবল মিলন বা অক্রুর সংবাদ (১৩১৬), কর্ণের দান পরীক্ষা (১৩১১), অনুধ্বজের হরিসাধনা (১৯০৯), প্রবীর পতন বা জনা (১৩০৯), বেদবতী বা সতীর পতিভক্তি (১৩০৮) মায়া সীতা (১৩১২), প্রভৃতি।

পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা ভাষা (১৩৮২)।

পার্বতী চরণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : লাবণ্যবতী (১৮৭৫)।

পার্বতী শঙ্কর রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : আদিশূর ও বল্লাল সেন।

প্রাণ কিশোর গোস্বামী (১৮৯৯—১৬।২। ১৯৮০) এম্. এ. (সংস্কৃত,—১ম শ্রেণী)। জন্মস্থান : ঢাকা. নিবাস : সাঁতরাগাছি, হাওড়া। নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর। বৈষ্ণব সমাজের নেতা, কথক, লেখক ও কীর্তন গায়ক। ইংরাজী. হিন্দী, মারাঠী ও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন। প্রকাশিত গ্রন্থ : জ্ঞানেশ্বরী গীতা (মারাঠী থেকে অনুদিত), ভক্তচরিত (জীবনী), সন্ত একনাথের ভাগবত।

প্রাণকুমার সেন (৬।৪।১৯০১—২৫।৩। ১৯৬২) এম্. এ. (বাঙ্গালা)। জন্ম : ফুল্লশ্রী, বরিশাল। পিতা : অনন্তকুমার সেন। শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী। বরিশালের বিভিন্ন স্কুলে প্রধান শিক্ষক। বরিশাল শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ও পরে সভাপতি। বরিশাল প্রেস ক্লাবের সভাপতি। সৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের দক্ষ অভিনেতা। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত (১৯২১)। বন্যাবিধ্বস্ত ভোলায় ত্রাণকার্য করার সময়ে বিপ্লবী সতীন্দ্র নাথ সেনের ঘনিষ্ঠ এবং একত্রে দেশসেবায় রত। ভারতছাড় আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কারারুদ্ধ (১৯৪২), এক বৎসর স্বগৃহে অন্তরীণ (১৯৪৪) ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কারারুদ্ধ (১৯৫০), ভাষা আন্দোলনের সময়ে (১৯৫২) ও পরে (১৯৫৪ ও ১৯৫৮) কারাদণ্ডিত। বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। পাকিস্তান জেল রিফর্ম কমিটি ও সতীন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুরহস্য তদন্ত কমিটির সদস্য। পূর্ব-পাকিস্তান মাইনরিটি বোর্ডের সেক্রেটারি। বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা, গান, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : স্মরণী। সম্পাদক : ভোটরঙ্গ, বরিশাল বাণী, কল্যা৷৹

ও বরিশাল হিতৈষী।

প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : কেরানি চরিত (১৮৮৫)।

প্রাণকৃষ্ণ তন্ত্রাচার্য। আদি নিবাস : পুরুলিয়া। পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল নবদ্বীপের পোড়াঘাটে বাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : ক্যানসার রিসার্চ, Cancer Research.

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। (১৯শ শতাব্দী)। কবি। পরিচালক : মাসিক পদ্য প্রবেশিকা (কবিতাপত্র—১২৭৫)।

প্রাণকৃষ্ণ বসু (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : ইংরাজ গুণবর্ধন (১৮৭১)।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর (?—৭।৫।১৮৫৫)। জন্ম : হরিনাভি, ২৪ পরগণা। পিতা : রামধন শিরোমণি, অনুজ : নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৮৪৬)। শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাশতকম্ (১৮৪৫), ধর্মসভা বিলাস (চম্পূকাব্য—১৮৫০), শ্রীশিব শতকম্ স্তোত্ররত্ন (১৮৫৫), শরীরোৎপত্তিক্রম (১৮৫০) কুলরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, সম্পাদক : সাপ্তাহিক সমাচার চন্দ্রিকা।

প্রাণ গোপাল গোস্বামী (১২৮৩—২৮।২।১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)। খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত,—ধর্ম গ্রন্থাদি ব্যাখ্যাতা বাঙ্গালায় বিশদ ব্যাখ্যা সহ বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের সংকলক ও সম্পাদক। সম্পাদিত গ্রন্থ : জীবগোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, ভক্তি সন্দর্ভ, প্রীতি সন্দর্ভ, শ্রীমদ্ ভাগবতের উদ্ধব সংবাদ প্রভৃতি।

প্রাণ গোপাল গোস্বামী (১৩০১—×। ৯।১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) জন্ম : কলিকাতায় মাতুলালয়ে, মৃত্যু : কলিকাতায়, নিবাস : মহাপ্রভুপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতার বংশধর। পিতা : ললিত মোহন গোস্বামী। স্কুলে এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন। ব্যাকরণ তীর্থ, তর্কতীর্থ (শব্দ খণ্ড), তর্কতীর্থ (অনুমান খণ্ড) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। ভাগবত পাঠক। নবদ্বীপ গভর্নমেণ্ট্ সংকৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের ২য় অধ্যাপক। অবসর গ্রহণের পরে নবদ্বীপে পাকা টোলে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক, পরে চৈতন্যসভায় প্যারীলাল চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীনাম মহিমা, ভাগবত ধর্ম।

(ডাঃ) প্রাণ গোবিন্দ গোস্বামী (১২।৪।১৯১৯—)। পিতা : ললিত মোহন গোস্বামী, অগ্রজ : প্রাণ গোপাল গোস্বামী, নিবাস : মহাপ্রভুপাড়া, নবদ্বীপ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৫), আই. এ. (১৯৩৭), বি. এ (১৯৩৯) এইচ্. এম্. বি. (১৯৪৯), এম্. এ. এম্. এস. ১৯৪৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ : Drug Disorders and Homeopathy, ক্যান্সার ও হোমিওপ্যাথি (১৯৬৫)।

প্রাণ চন্দ্র ঘোষ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : কালিকামঙ্গল।

প্রাণ চন্দ্র বাবু (১৯শ শতাব্দী) নামান্তর পরাণ চন্দ্র বাবু। বর্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্রের দেওয়ান,—মঙ্গলকাব্য রচয়িতা। রচনা : হরিহর মঙ্গল সঙ্গীত (১৮১৩)।

প্রাণতোষ ঘটক (১০।২।১৩৩০/২৪।৫।১৯২৩—৪।৪।১৩৭৭/২১।৭।১৯৭০)। ছদ্মনাম : অ আ. ই, অভিমন্যু, ইন্দ্রসেন, উদয়ভানু, ওয়াকে নবীশ, ক খ গ, বিদ্যাসুন্দর, শ্রীধর, শ্রীহর্ষ। খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক। জন্ম : চন্দননগরে ঘটক পরিবারে। পিতাঃ শিল্পপতি ভাবতোষ ঘটক, মাতা : সরমা, পত্নী : বসুমতীর স্বত্বাধিকারী সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা আরতি। কলিকাতা

টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯৩৯), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এ (১৯৪১) ও বি এ (১৯৪৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ। আইন অধ্যয়নকালে বসুমতীতে যোগদান। দৈনিক ও মাসিক বসুমতীর সাহিত্য বিভাগের পরিচালক ও মাসিক বসুমতীর সম্পাদক (১৯৪৫—)। প্রকাশিত গ্রন্থ: পঙ্গপাল (গল্প ১৯৪৮), আকাশ পাতাল ২ খণ্ড (১৩৫৯—৬০), রাজায় রাজায় (১৩৬২) বাসীফুলের মালা (১৯৫৫). মুক্তা ভস্ম (১৩৬২), খেলাঘর, বাসক সজ্জিকা (১৯৫৫), সুখের লাগিয়া, মিলন মধুর রাতি (১৩৬৯) তিন পুরুষ (১৩৭৫), একটুকু বাসা (১৩৭১), স্বপ্নাভিসার (১৩৭২), বাসর বাসনা (১৩৭২), রোজালিণ্ডের প্রেম (১৩৬৮), রাণী বৌ, মুঠো মুঠো কুয়াশা, রূপালী তারার আলো, রত্নমালা (সমার্থাভিধান), কলকাতার রাজপথের ইতিহাস (১৩৬৩) প্রভৃতি। সম্পাদক: সাপ্তাহিক নববাণী (১৩৫৪—৫৫), বসুমতী রজত জয়ন্তী সংখ্যা (১৩৫৯)। শারদীয়া দৈনিক বসুমতী (১৩৫৩), সাহিত্য গ্রন্থিকা সিরিজ (১৯৪৫). মাসিক বসুমতী (১৯৫১)।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (৩০।৯।১৯০৫—) জন্ম: বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গ্রামে। পিতা: রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়, মাতা: রাজরাজেশ্বরী, পত্নী: সুষমা। তিনমাস বয়সে মাতার সঙ্গে চুঁচুড়া প্রতাপপুরে মাতুল পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর তারিণী ভট্টাচার্যের গৃহে পালিত। জালিনওয়ালা বাগ দিবসে (১৩।৪।১৯২১) বিদ্যালয় ত্যাগ করে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কংগ্রেসে যোগদান পরে হুগলী বিদ্যামন্দিরের মাধ্যমে বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগদান—কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচয় (১৯২১)। বিপ্লবী কর্মে লিপ্ত থাকার কালে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক আলফ্রেড্ ওয়াটসন হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার ও ৬ বৎসর কারারুদ্ধ। দেশ. শারদীয় যুগান্তর, সৈনিক, কৃষক, স্বরাজ, গণশক্তি, আনন্দ বাজার, পশ্চিমবঙ্গ, নন্দন স্বাধীনতা, কাফেলা প্রভৃতি বহু পত্রিকায় গান, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। সম্পাদক: দৈনিক কৃষক, স্বরাজ, গণশক্তি, স্পন্দন (শেওড়াফুলি) প্রভৃতি। বঙ্গদেশে নজরুল চর্চায় পথিকৃৎ। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচয়িতা। নজরুলের জীবনী 'কাজী নজরুল' গ্রন্থের জন্য নজরুল পুরস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাজী নজরুল (১৯৫৫), সাংবাদিক নজরুল (১৯৭৮), কাজী নজরুল ২য় পর্ব (১৯৮৩)।

প্রাণধন বাবু (×।৫।১৮৫২—×।১। ১৯৩৯)। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৮০)। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। দেশী বিদেশী চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক।

প্রাণনাথ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ। রচনা: রস প্রদীপ।

প্রাণনাথ ঘোষ। জন্ম: বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভাত ও দাঁত।

প্রাণনাথ দত্ত (১৮৪০—১৫।৯।১৮৮৮)। জন্ম: কলিকাতার হাটখোলার দত্ত পরিবারে। পিতা: লোকনাথ দত্ত। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও হিন্দু স্কুলের ছাত্র। সংস্কৃত, ফরাসী ও অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন। সুচারু মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপয়িতা। নির্বাচনের দাবীতে মিউনিসিপ্যাল আন্দোলনের (১৮৭৪—৭৭) অন্যতম নেতা। কলিকাতা কর্পো-

রেশনের প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য, আজীবন এই পদে অধিষ্ঠিত,—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ও শিশির কুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান লীগের সক্রিয় সদস্য। ইংরাজী ভূমিকা সহ সংস্কৃত কাব্যাদির প্রকাশক। সমাজসেবী, অনুবাদক, নাট্যকার, কার্টুন শিল্পী। বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ ও ভারতী পত্রিকার লেখক। স্বসম্পাদিত বসন্তক পত্রিকায় স্বরচিত ব্যঙ্গ-রচনা, কার্টুন ইত্যাদির রচয়িতা। প্রকাশিত নাটক : প্রাণেশ্বর নাটক (১৮৬৬), সংযুক্তা স্বয়ম্বর (১৮৬৭), হাতেম তাই (অনুবাদ) সম্পাদক : রহস্য সন্দর্ভ (১৮৭২)। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : বসন্তক (জানুয়ারী—১৮৭৪), মাসিক রচনা রত্নাবলী (১৮৬৬), বিবিধার্থ সংগ্রহ।

প্রাণরঞ্জন চৌধুরী (১৯।৯।১৯২৭—) নিবাস : খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা : উগ্র রঞ্জন চৌধুরী। সাংবাদিক। দেশের বাণী, সত্যযুগ, লোকসেবক, গণবার্তা, গণশক্তি, সাপ্তাহিক দেশহিতৈষী, ভারতী, মুর্শিদাবাদ সংবাদ, পাঞ্চজন্য, কান্দী বান্ধব, জনমত, মুর্শিদাবাদবার্তা প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদক : গণকণ্ঠ (পাক্ষিক—১৯৭৭), গণকণ্ঠ (সাপ্তাহিক—১৯৮০)। গণকণ্ঠ বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা—সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা (১৯৮০), গণকণ্ঠ বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা—মুর্শিদাবাদ (১৯৮২), গণকণ্ঠ বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা—মুর্শিদাবাদের স্রষ্টা ও সৃষ্টি (১৯৮৬)।

প্রাণ রাম চক্রবর্তী (১৭শ শতাব্দী)। পিতা : মুকুন্দ (কারো কারো মতে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)। রচনা : কালিকামঙ্গল (রচনা : ১৬০৬ বা ১৬৬৬ খ্রীঃ, প্রকাশ ১২৪৩ বঙ্গাব্দ)।

প্রাণানন্দ কবিভূষণ (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ (১২৮৯)।

প্রাণেশ কুমার ব্রহ্মচারী (১৮।৩।১৮৮২ —?)। জন্ম : পাইকপাড়া, ঢাকা বিক্রমপুর। শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারী, পরে সন্ন্যাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ, মহিমবাবু, শঙ্কর আবির্ভাব, শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা, শ্রীশ্রী চণ্ডী।

প্রাণেশ চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ : মানসী মানা (প্রবন্ধ)।

পারুল সেনগুপ্ত বি এ। প্রকাশিত গ্রন্থ : রান্না, পদ্মা থেকে সিন্ধু ও কাবেরী (১৩৮২)।

পাহাড়ী সান্যাল (২২।২।১৯০৬—৯।২। ১৯৭৪)। প্রকৃত নাম : নগেন্দ্রনাথ সান্যাল। জন্ম : দার্জিলিং, মৃত্যু : কলিকাতায়। শৈশব থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ এ অতিবাহিত। ১৯৩৩ খ্রীঃ নিউ থিয়েটার্স এ অভিনেতা হিসাবে আবির্ভূত। প্রখ্যাত গায়ক, চলচ্চিত্রাভিনেতা ও মঞ্চাভিনেতা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী। অভিনেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত। রচনা : মানুষ অতুলপ্রসাদ (দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত—১৯৭২)।

পি তংকপ্পন নায়ার। নিবাস : কাঁশারী-পাড়া, কলিকাতা। তামিলভাষাভাষী গবেষক। কলিকাতার ইতিহাস অবলম্বনে ইংরাজীতে বহু গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ : কলিকাতার সৃষ্টি ও জবচার্ণক।

পিয়ার্স উইলিয়ম হপ্‌কিন্‌স্ (১৪।১। ১৭৯৪—১৮৪০)। জন্ম : বার্মিংহাম, ইংলণ্ড। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীদের অন্যতম। রেভারেণ্ড ওয়ার্ডের আমন্ত্রণে

শ্রীরামপুরে সস্ত্রীক আগমন। ব্যাপ্‌টিষ্ট্‌ মিশনের কলিকাতা শাখার প্রতিষ্ঠাতা (১৮৪৮)। এঁর তত্ত্বাবধানে মিশনারী প্রেসের প্রতিষ্ঠা। স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক। মূল হিব্রু থেকে বাঙ্গালায় ও ফারসী ভাষায় বাইবেল অনুবাদক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ: কৃষ্ণপ্রসাদের জীবনী (১৮১৯), সত্য আশ্রয় (১৮২৮) এবং ভূগোল বৃত্তান্ত (১৮২৯)।

পিয়ার্সন উইলিয়ম উইনট্যানলি (৭।৪। ১৮৮১—২৪।৯।১৯২৪) জন্ম: ইংলণ্ডের হুগোনট পরিবারে। পিতা: প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্‌ ধর্মযাজক। কেম্বিজ ও অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে বিজ্ঞান ও দর্শনের ছাত্র। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির সদস্যরূপে লণ্ডন মিশনারী কলেজের উদ্ভিদতত্ত্বের অধ্যাপকরূপে কলিকাতায় আগমন এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন। সি. এফ্‌ এনড্রুজের বন্ধু। রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ ও শিক্ষাদর্শের সঙ্গে পরিচয় প্রাপ্ত। মিশনারী কর্মে ইস্তফা দিয়ে দিল্লীতে গৃহশিক্ষক। শান্তিনিকেতনে যোগদান—বাঙ্গালীর বেশভূষা আচার আচরণ গ্রহণ। এনড্রুজ্‌ সহ মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা (৩০।১১। ১৯১৩)—প্রত্যাবর্তন (১৯১৪)। রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণের সঙ্গী (১৯১৬)। চীন ভ্রমণ ও ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থনে গ্রন্থ রচনা। ইংরাজ সরকার কর্তৃক গ্রন্থটি ভারতে নিষিদ্ধ। চীনে ভারতের সমর্থনে বক্তৃতাদানের অপরাধে বন্দী অবস্থায় ইংলণ্ডে নীত, স্বগৃহে অন্তরীণ। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ, আমেরিকা ভ্রমণের সঙ্গী (১৯২০)। পুনরায় শান্তিনিকেতনে যোগদান (১৯২১)। গোরা উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরাজীতে অনুবাদক। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ ভ্রমণকালে ইতালীতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু। শান্তিনিকেতনে পিয়ার্সন পল্লী তাঁর স্মৃতির বাহক। প্রকাশিত গ্রন্থ: শান্তিনিকেতনের স্মৃতি।

পিয়ার্সন জন (১৭৯০—১৮৩১)। জন্ম: ইংলন্ডে, মৃত্যু: কলিকাতায়। ২০ বৎসর বয়সে যাজকবৃত্তি গ্রহণ, ভারতে আগমনের পর (১৮১৭) মে সাহেবকে স্কুল পরিচালনায় সহায়তা,—মে সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর পরিচালিত ২৫টি স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ ও বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক রচনা পিয়ার্সনের কীর্তি। প্রকাশিত গ্রন্থ: নীতিকথা বা Moral Tales, পত্র কৌমুদী বা Letter Writing, পাঠশালার বিবরণ বা School Master's Manual, বাক্যাবলী, মারী সাহেবের ইংরাজী ব্যাকরণের অনুবাদ (দ্বিভাষিক), ভূগোল ও জ্যোতিষ (১৮২৪), স্কুল ডিক্‌সনারী ও প্রাচীন ইতিহাস।

পিয়ার্স জর্জ রেভারেণ্ড। শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিষ্ট্‌ মিশনের পাদ্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধর্ম সঙ্গীত (স্বরচিত ৭২টি সঙ্গীত সহ প্রায় ৩০০ গানের সংকলন, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮৪৫ খৃীঃ প্রকাশিত)।

প্রিয় কুমার চট্টোপাধ্যায় (?—১৩৪১)। জন্ম: আমুলিয়া, নদীয়া। পিতা: কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়। বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের অডিটর। ভারতবর্ষ পত্রিকায় অহোম রাজ্যের অতীত স্মৃতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ লেখক। মানভূমি ও পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠা নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। পিতার নামে কেদারনাথ স্মৃতি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: অহোম সতী। মীরার নলিনী, গিরি কাহিনী, নীলাম্বর (১৩২২) প্রভৃতি।

(ডঃ) প্রিয় গোপাল মুখোপাধ্যায় (৬।৮।১৩১৫—) ! জন্ম ঃ সরঙ্গা, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান। পিতা ঃ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ম্যাট্রিকুলেশন (১৯২৮) ও বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল থেকে এল্. এম্. এফ্. (১৯৩৩) উত্তীর্ণ। সমাজসেবী,— মাদকবর্জন আন্দোলনের সামিল, কারাদণ্ডিত (১৯৪২—৪৪, ১৯৪৪—৫০)। কবি। Bombay Chronicles, মাসিক বসুমতী, দামোদর, শুভলিপিকা, বর্ধমান, অর্ঘ্য, মাসিক কিশলয় প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্য ঃ জাগরণ (১৯৩২), মীরাবাই (১৯৪৪), কৃষ্ণগীতি (১৯৬৯) রূপান্তর ১ম (১৩৭৮), ঐ ২য় (১৩৮৫), ঐ ৩য় (১৮৮৬), ঐ ৪র্থ (১৩৭৯)।

প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায় (১৯০৩—) বি. এস্. সি। জন্ম ঃ জলপাইগুড়ি। শিক্ষা জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্র দেব স্কুলে ও পরে পিতার মৃত্যুর পর কানপুরে মাতুলালয়ে। কর্মস্থল কলিকাতায়। গল্প উপন্যাস লেখক। জাগৃতি, পরিচয়, নন্দন, পূর্বাশা, শঙ্খ চিল, ঝক্, নহবৎ, কালি ও কলম প্রভৃতি পত্রিকায় ছোটগল্প এবং ভূমিলক্ষ্মী, আলোর ফুলকি, ঝলমল, আনন্দমেলা প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হাসপাতালের রং (১৩৭৯), পাতাল পথে ডক্টর কয়াল (বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প—১৯৭৭)।

প্রিয় চক্রবর্তী (১৯৩৮—) ছদ্মনাম ঃ সবিতা চক্রবর্তী। সাময়িক পত্রে গল্প ও রহস্য কাহিনী লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তিন তরঙ্গ, শতাব্দীর গল্প।

প্রিয়দর্শন সিদ্ধান্তভূষণ। জন্ম ঃ হরিপাল, হুগলী। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দেবযজ্ঞ, আমরা আর্য, মানব ধর্মের স্বরূপ, ইহলোক, পরলোক, পুরীর জগন্নাথ, কামাখ্যা সংঘ, কৃষ্ণের আহ্বান।

প্রিয় দর্শন হালদার। জন্ম ঃ কপোতাক্ষতীরবর্তী ধান্দিয়া গ্রাম, যশোর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিশুরঞ্জন ভারত ইতিহাস, বিদ্যাসাগর জননী, নিভৃত বিলাপ কাব্য (১৩১৩)। শিশুরঞ্জন মহাভারত, ভগবতী দেবীর জননী। সম্পাদক ঃ আর্যভূমি।

প্রিয়দা রঞ্জন রায় (১৬।১।১৮৮৮—১১। ১২।১৯৮২)। জন্ম ঃ চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় জমিদার পরিবারে। আয়ুর্বেদাচার্য বিষ্ণুপদ রায়ের বংশধর। পিতা ঃ কালীকুমার রায়, মাতা ঃ শ্যামাসুন্দরী। পূর্বপুরুষের নিবাস ঃ ত্রিবেণী হুগলী। গ্রামের স্কুল থেকে উচ্চতর প্রাথমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার পর (১৮৯৮) চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে রায় বাহাদুর গোলোকচন্দ্র বৃত্তিসহ ১ম বিভাগে এনট্রান্স (১৯০৪), চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৯০৬), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯০৮) ও রসায়নে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. উত্তীর্ণ (১৯১১)। প্রেসিডেন্সি কলেজে এইচ্. এম্. পার্শিভাল, জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ মণীষীদের ছাত্র। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ও পরে জার্মান ভাষায় ব্যুৎপন্ন। আচার্য রায়ের তত্ত্বাবধানে রসায়ন সম্পর্কে গবেষণাকালে গবেষণাগারে একটি দুর্ঘটনায় একটি চক্ষু বিনষ্ট। কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক (১৯১৪)। স্যর আশুতোষের আহ্বানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে রসায়নের সহকারী পালিত অধ্যাপক। পরে রসায়নের খয়রা অধ্যাপক ও পালিত অধ্যাপক (১৯৩৭—৫২), বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ

১৯৫৭)। ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি (১৯৪৭)। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ ফর্ দ্য কালটিভেষণ অব্ সায়েন্সের অজৈব রসায়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। নীরব বিজ্ঞান সাধক,—অকৃতদার, ভারতে রসায়নবিদ্যাচর্চার অন্যতম অগ্রদূত। দেশ বিদেশের পত্রিকায় ষাটের উপর প্রবন্ধ লেখক। কলিকাতা-বর্ধমান ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর অফ্ সায়েন্স পদবীতে ভূষিত। জ্ঞানতপস্বী অনির্বাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের লেখক। অজৈব রসায়নে গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত। আন্তর্জাতিক মাইক্রো কেমিক্যাল কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রিত (১৯৫০), বিশুদ্ধ এবং প্রয়োগ রসায়নে আন্তর্জাতিক কমিশনের অন্যতম সদস্য (১৯৫২), অক্স্ফোর্ডে বিশ্লেষণ মূলক রসায়নে ও ষ্টক্হলমে বিশুদ্ধ ও প্রয়োগ রসায়নের ত্রয়োদশ আন্তর্জাতিক অধিবেশনে (১৯৫২) এবং আন্তর্জাতিক বিশুদ্ধ ও প্রয়োগ রসায়ন সমিতির ১৭শ অধিবেশনে আমন্ত্রিত (১৯৫৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিশ্বের উপাদান, রসায়ন ও সভ্যতা, অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী, বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম (১৩৮৫), Theory of Valency and Structure of Chemical compounds প্রভৃতি।

প্রিয়নাথ কারার। জন্ম ঃ শ্রীরামপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ যুগল মিলন (১৯০২)।

প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ইষ্টার বিদ্রোহ ও গরিলাযুদ্ধ, লেনিন ও সোভিয়েট।

প্রিয়নাথ গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভূগোল বোধ (১৮৭১)। সম্পাদক ঃ মাসিক আর্যোদয় (বহরমপুর—১৮৭৮)।

প্রিয়নাথ চক্রবর্তী (১২৭০—×।৬। ১৩১৫)। জন্ম ঃ গোকর্ণী, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ ভৈরব চন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা ঃ বরদায়িনী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মদ খাও নেশা ছুটিবে না, আনন্দ তুফান (১২৯৩), জীবন পরীক্ষা, আহ্নিকক্রিয়া, কুমার রঞ্জন, দুঃখীর ইতিহাস বা জীবন্ত পিতৃদায় (১৮৮৬), জীবন কুমার।

প্রিয়নাথ জানা (×।৯।১৩৩১/১৯২৪—) বি এ, ডিপ্. লিব্. এস্ সি। জন্ম ঃ ভবানীচক, মেদিনীপুর। পিতা ঃ গিরিধর জানা, মাতা ঃ তিলোত্তমা। বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজের গ্রন্থাগারিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ এভারেষ্ট্ কাহিনী (১৯৫৩), মণীষীদের ছাত্রজীবন (১৯৬১), আমাদের বিদ্যাসাগর (১৯৭০), জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা (১৯৭১), ছাত্রজীবন সংগঠন (১৯৭২), বঙ্গীয় জীবনী কোষ ১ম (১৯৭৫)।

প্রিয়নাথ দাস। সম্পাদক ঃ সচিত্র দর্শক।

প্রিয়নাথ পালিত। নাট্যকার। প্রকাশিত প্রহসন ঃ টাইটেল দর্পণ (১৮৮৪)।

প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (শিবচতুর্দশী। ১২।১৩০২—শুক্লা তৃতীয়া।৫।১৩৬০)। ত্রিপুরার গভর্নমেণ্ট্ এড্ভোকেট্। প্রথম জীবনে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় বহু বৎসর কারাদণ্ডিত। নবদ্বীপের সিদ্ধ-পুরুষ গৌর গোবিন্দ ভাগবত স্বামীর নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত। আইন ব্যবসায়ী—সমাজসেবী ;—রাজনীতিক,—নাট্যাভিনেতা—ভক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মহৎকৃপায় নবজীবন ২ খণ্ড (১৩৪৩, পুনর্মুদ্রণ-১৩৭০)।

প্রিয়নাথ বসু। সম্পাদক : মাসিক শিক্ষা (১২৯৫)।

প্রিয়নাথ মল্লিক। জন্ম : রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ : গরীবের গান (১৯০০)।

প্রিয়নাথ মিত্র (×।১২।১৮৭৬—১৯৩৬)। শিক্ষাব্রতী ও আইনজ্ঞ। পিতা : আইনজীবী যদুনাথ মিত্র। ছাপরা জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৩), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এ ও বি. এ (১৮৯৮)। রিপন কলেজ থেকে বি এল্. (১৮৯৮)। ছাপরায় আইন ব্যবসায়ী,—মুনসেফ,—দ্বারভাঙ্গার সরকারী উকিল (১৯২২)। লণ্ডন গমন (১৯৩৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিবাদ চিন্তামণি (ভাষ্য)।

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর (৪।৬।১৮৫৫—১৯৩৪)। জন্ম : জয়রামপুর (চুয়াডাঙ্গা), নদীয়া। পিতা : জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সরকারী পুলিশ বিভাগের কর্মী। বাঙ্গালাভাষায় গোয়েন্দা কাহিনী রচনার পথিকৃৎ। সম্পাদক : মাসিক দারোগার দপ্তর (১২৯২—১৩১৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : আদরিণী (১৮৮৭), অভয়া (১৩০২), পারসীক গল্প (১৩০৪), ডিটেকটিভ্ পুলিশ ৬ খন্ড (১৩০০—১৩০৭), ঠগি কাহিনী, বুয়ার যুদ্ধের ইতিহাস, বিলাতী উপন্যাস, একাদশ রহস্য, পাহাড়ে মেয়ে, মসিনি, পঞ্চকর্ণিকা, পাপের ভারে, রাজা সাহেব, তান্তিয়া ভিল, বিলাপ পদ্য (কবিতা—১২৮৩), কালীক্ষেত্র দীপিকা (পুরাতন কলিকাতার ইতিহাস)।

প্রিয়নাথ সেন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : রসায়ন পদার্থ বিজ্ঞান (১৮৭২), রসায়ন সার সংগ্রহ (১৮৭৩)।

প্রিয়নাথ সেন ১৮৭৬—১৭।১০।১৯০৯)। জন্ম : জপসা, ফরিদপুর, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা : দীননাথ সেন। ঢাকা থেকে প্রবেশিকা (১৮৮৯), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ (১৮৯৬), বি. এ (১ম স্থান), এম্. এ (১৮৯৪) ঈশান স্কলারশিপ্ প্রাপ্ত, —বি. এল্. (১৮৯৬), পি. আর্. এস্. (১৮৯৯), ডি এল্. (১৯০৫)। কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর অধ্যাপক (১৯০৯)। সহ-সম্পাদক : Law Journal. প্রকাশিত গ্রন্থ : অদ্বৈতবাদের সমালোচনা, The General Principles of Hindus.

প্রিয়নাথ সেন (১০।১১।১৮৫৪—২৫।১০। ১৯১৬)। পিতা : মহেন্দ্রনাথ সেন। বাঙ্গালা, ইংরাজী, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ব্যাখ্যাতা,—রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয়। মোপাসাঁ ও রাস্কিন সম্বন্ধে আলোচক। মৃত্যুর পর প্রকাশিত গদ্যসংকলন : প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি (১৩৪০)।

প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (১।৭।১৯০৬—)। ছদ্মনাম : অরূপ কুমার চক্রবর্তী। জন্ম ও নিবাস : নরসিংহ দত্ত রোড্ হাওড়া। পিতা : ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : সুরধুনী দেবী। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ পর্যন্ত অধ্যয়ন (১৯২৯)। শিক্ষক। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ : জাদু (১৩৭৭)।

প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১—১৯৩৫)। জন্ম : গুনাইগাছা, পাবনা। পিতা : কৃষ্ণকমল বাগচী। মাতা : প্রসন্নময়ী, স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাতুল : আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী। কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স (১৮৮৮), বেথুন কলেজ থেকে এফ্. এ (১৮৯০) ও বি. এ. (১৮৯২) পাশ। বিবাহ (১৮৯২), বৈধব্য (১৮৯৫)। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর সমাজসেবা ও কাব্যচর্চায়

নিরতা। রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা প্রাপ্তা। নারীশিক্ষা প্রচলনে আত্মনিয়োগ। একাধিক নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তা। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কর্মাধ্যক্ষা। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা (১৯১৫)। দুঃখবাদী কবি। কাব্যের ভাব ও ভাষা স্বচ্ছ ও সুন্দর। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : রেণু, রেখা, তারা (১৯০৭), পত্রলেখা (১৯১১), অংশু (১৯২৭), চম্পা ও পাটল (১৯২৯)। অন্যান্য : অনাথ (১৯১৫), কথা ও উপকথা (১৯১৫), পঞ্চুলাল (১৯২৩), ভক্তজীবনী, ঝিলে জঙ্গলে শিকার (কুমুদনাথ চৌধুরীর ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ—১৯২৪)।

প্রিয় মাধব বসু। সম্পাদক : মাসিক বিদ্যাদর্পণ (১৮৫৩)।

প্রিয়রঞ্জন সেন (২৫।১ ১৮৯৩—১১।১২। ১৯৬৭)। জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : প্রসন্ন কুমার সেন। চাইবাসা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ১৯১৩), কটক রাভেনসা কলেজ থেকে আই. এ ও বি. এ, ইংরাজীতে ১ম শ্রেণীতে এম্. এ. (১৯১৯), বাঙ্গালায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯২০), পি আর্. এস্ (১৯২৫), কাব্যতীর্থ। রঙ্পুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক (১৯২০—২৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯২৩) ও পরে বিভাগীয় প্রধান, শান্তিনিকেতনে লিটারারি ওয়ার্কশপের পরিচালক ও পরে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতী ইন্স্টিটিউট্ অফ্ রুর্যাল হায়ার এডুকেশনের সঞ্চালক (১৯৫৭—৬০)। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২১) গান্ধীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় দমদম জেলে বন্দী (১৯৪২—), হরিজন সেবক সঙ্ঘের বঙ্গীয় শাখায় অবৈতনিক কর্মসচিব (১৯৪৪—৬৪), ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৬), পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য (১৯৫২—৫৭)। পদ্মশ্রী উপাধিতে সম্মানিত (১৯৬৭), সরোজিনী বসু পদক প্রাপ্ত। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঙ্গালা সাহিত্যের খসড়া, বিবেকানন্দ চরিত (১৯২১), সাহিত্য প্রসঙ্গ, সাময়িকী (১৯৪৩), ওড়িয়া সাহিত্য, Western Influence in Bengali Literature, Western influence in Bengali Novels, Modern Oriya Literature (১৯৪৭) : বঙ্গানুবাদ : প্রেমচন্দ্রের গোদান, র‍্যাল্ফ্ ওয়ালডোর In Tune with Infinite এর অনুবাদ 'অনন্তের সুরে' হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর বাণভট্টের আত্মকথার অনুবাদ, গান্ধীভাষ্যের অনুবাদ 'আরোগ্য দিগ্দর্শন' (১৯২২)।

পীতাম্বর দাস চৌধুরী (১৭শ শতাব্দী)। পিতা : রসকল্পবল্লী প্রণেতা রাম গোপাল দাস চৌধুরী বা গোপাল দাস। কবি। শচীনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। রচনা : শ্রীমন্নরহরি শাখা নির্ণয় (সংস্কৃত), রসমঞ্জরী। রসমঞ্জরী গ্রন্থে স্বরচিত পদ ছাড়াও বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, কবি শেখর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি বহু কবির গান সংকলিত হয়েছে।

পীতাম্বর দে (১৮৩৮—১৯০৪)। জন্ম : বীরভূমের জনুবাজার। ইংরাজীতে অসাধারণ পণ্ডিত। প্রথমে বীরভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে শিক্ষক পরে প্রধান শিক্ষক। অবসর প্রাপ্ত (১৮৯৭), বহু সঙ্গীত রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : গীতাবলী (রামলীলা, গৌরাঙ্গলীলা প্রভৃতি বিষয়ে ২০০ সঙ্গীতের সংকলন)।

পীতাম্বর ভট্টাচার্য। রচনা : রতিবিলাপ (কুমারসম্ভব কাব্যের ৪র্থ সর্গের অনুবাদ)।

পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়। নিবাস : উত্তর

পাড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : শব্দসিন্ধু অভিধান (১২২৪), ক্রিয়াযোগসার (১২৩০)।

পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ (১৬শ শতব্দী)। পাঁচালীকাব্য রচয়িতা। গৌড়ের রাজসভাকবি, পরে কুচবিহার রাজদরবারের কবি। কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের (১৫৩৫—৮৭) আদেশে ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অনুবাদক। অপর রচনা : নলদময়ন্তী কাহিনী।

পীতাম্বর সেন। নিবাস : শিবাদহ। রচনা : ঊষাহরণ কাব্য।

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্বামীজী প্রসঙ্গে।

পীযূষকান্তি প্রামাণিক (১৪।১।১৩৫৮ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম : বীরভূম জেলার ভগবতীপুর গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : মণিগ্রাম, জঙ্গীপুর মহকুমা, মুর্শিদাবাদ। বর্তমান নিবাস : সোনারপুর, ২৪ পরগণা। পিতা : হৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ, মাতা : সরস্বতী। মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘি এস্ এন্ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক (১৯৬৮) বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৭১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম্. এ. পরীক্ষা অসম্পূর্ণ, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে বি এড্ (১৯৮১), বেলুড় সঙ্গীতা মিউজিক কলেজ থেকে বি. মিউজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সঙ্গীতরত্ন উপাধিপ্রাপ্ত (১৯৭৬) দক্ষিণ ২৪ পরগণা সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক সম্বর্ধিত ও সাংস্কৃতিক পদক দ্বারা সম্মানিত। ২৪ পরগণার কাশীনগর উচ্চবিদ্যালয়ের এবং এইচ্ এইচ্. ডি উচ্চবিদ্যালয়ের অস্থায়ী শিক্ষক,—কাশীনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৯৭৮—)। সঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীত শিক্ষক। কাশীনগরে মধুমতী মিউজিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। দীপঙ্কর, তেপান্তর, কলরব, সবুজসাথী, বর্ণালী, হুতুমভূতুম, সমাজশিক্ষা, হাতিয়ার, সমীক্ষাশিক্ষা প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প কবিতা ছড়া গান ও স্বরলিপি প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : অবুজ মনের সবুজ গান (যুগ্মভাবে স্বরলিপি সহ সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ)।

পীযূষ রাউত (১৬।১১।১৯৪০—) এম্. এ বি. টি। জন্মস্থান : কাছাড়, আসাম। ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্থ শিক্ষক। ছোটগল্প রচয়িতা। সম্পাদক : জোনাকি (ছোটদের চতুর্মাসিক, কৈলাশহর, ত্রিপুরা - ১৯৬২), স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন (১৯৯০), অরণ্যে আমরা, ষান্মাষিক খোয়াই (খোয়াই, ত্রিপুরা—১৯-৭০)।

প্রীতিভূষণ চাকী (বিংশ শতাব্দীর ৪০-এর দশক)। জন্ম : নৈহাটী, ২৪ পরগণা। কবি। প্রকাশিত কাব্য : কাজিয়ার ঘরে, ইমন।

পুণ্যলতা চক্রবর্তী (১০।৯।১৮৯০ - ২১। ১১।১৯৭৪)। জন্ম : মৈমনসিংহের মসুয়া-গ্রামে। পিতা : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মাতা : বিধুমুখী, স্বামী : ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ অরুণনাথ চক্রবর্তী। বি. এ. পড়ার সময়ে বিবাহিতা (১৯০৭)। শিশুসাহিত্যিক। সন্দেশ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদ-গল্প লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছোটবেলার দিনগুলি, ছোট ছোট গল্প, সাদিব ম্যাজিক, গাছপালার কথা, রাজবাড়ী (উপন্যাস)।

পুরঞ্জয়প্রসাদ চক্রবর্তী (১।৮।১৯৩৪—) এম্ এ., এম্. এড্, ডিপ্লোমা ইন্ বেসিক এডুকেশন। জন্ম : খোয়াই, ত্রিপুরা। পিতা : গয়াপ্রসাদ চক্রবর্তী, মাতা : সুরধনী। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। প্রকাশিত

গ্রন্থ ঃ যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ (১৯৭৩), রক্তে রাঙ্গা জালিয়ানওয়ালাবাগ (১৯৭৫), লোকমাতা সারদা (১৯৮০)।

পুরন্দর (১৭শ শতাব্দী)। রচনা ঃ চৈতন্যচরিত।

পুরন্দর মণ্ডল (৩০।৮।১২৪৩—২৯।৪। ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ কশাড়িয়া, খেজুরি, মেদিনীপুর। পিতা ঃ রসিকচন্দ্র মণ্ডল। গীতিকার ও গ্রন্থকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত সুধাকর, কাল মাহাত্ম্য, একাল যখন সুরু হলো (দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)।

পুরাণ গিরি (১৭৪৩—১৭৯৫)। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, নিরলস ভূ পর্যটক, দূরদর্শী কূটনীতিক, বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী। দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত। নয় বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের পর রামেশ্বর, সিংহল, মালয়, মালাবার, কোচিন, দ্বারকা, হিংলাজ, কাবুল, খোরাসান, হিরাট, কাশ্পিয়ান সাগর, মস্কো, তাব্রিজ, ইসপাহান, বসরা, ও মস্কট ঘুরে সুরাটে প্রত্যাবৃত। দ্বিতীয় বারে বাল্খ, বোখারা, সমরখন্দ হয়ে কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী পরিক্রমণ। ৩য় বার নেপালযাত্রা,—নেপাল থেকে দুর্গম অজ্ঞাত পথে মানস সরোবর ও ব্রহ্মপুত্রের উৎস সন্ধানে তিব্বত গমন। তিব্বতে অবস্থানকালে তিব্বতীভাষা ও ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। নাবালক দালাই লামার অভিভাবক তাশীলামার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ায় কূটনৈতিক কার্যে লিপ্ত। তাশীলামার সঙ্গে পিকিং গমন (১৭৭৯), শেষবার তিব্বত গমন (১৭৭৫)। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ব্যবস্থাপনায় সংগৃহীত হাওড়ার ঘুষুড়িতে পাঞ্চেং লামার অর্থানুকূল্যে ভোটবাগান মঠের প্রতিষ্ঠাতা (১৭৮০)। শেষজীবন মঠে অতিবাহিত। ডাকাত প্রতিরোধকালে ডাকাতের আঘাতে মৃত্যু (১৭৯৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পিকিং যাত্রার কাহিনী। গ্রন্থটি ইংরাজীতে অনুদিত হয় ১৮০৮ খ্রীঃ।

পুরুষোত্তম মিশ্র। প্রেমদাস দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম সামন্ত (১০।১।১৯৫২—)। জন্ম ঃ সড্যা, বর্ধমান। স্থায়ী নিবাস ঃ ভাতার, বর্ধমান। পিতা ঃ নারায়ণ সামন্ত। বোটানিতে অনার্সসহ বি. এস্. সি, বি. এ., এল্. এল্. বি.। সত্যযুগ পত্রিকার ও বর্ধমানের দৈনিক মুক্তবাংলা পত্রিকার সাংবাদিক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ বজ্রমুষ্টি (১৯৭৪), সাপ্তাহিক বর্ধমান এক্স্প্রেস (১৯৭৫-৭৭)।

পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪।৯।১৯৬০—)। ছদ্মনাম ঃ শ্রীঅভিশপ্ত। স্থায়ী নিবাস ঃ মসাগ্রাম, জামালপুর, বর্ধমান। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. কম্. পাশ (১৯৮১)। পিতা ঃ হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়. মাতা ঃ মায়ারাণী। প্রথম প্রকাশিত গল্প সত্যযুগ পত্রিকায় প্রকাশিত।

পুলক চন্দ (১২।৯।১৯৪৬—)। জন্ম ঃ পাবনা, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ বারাসত, ২৪ পরগণা। কর্মস্থল ঃ বর্ধমান। পিতা ঃ নারায়ণচন্দ্র চন্দ, মাতা ঃ সুব্রতা। বারাসত সরকারী বিদ্যালয়, বারাসত রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এম্ এ. পাশ (১৯৭০)। অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গণ কবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান (প্রবন্ধ—১৯৭৮), নীল বিদ্রোহ (ইতিহাস——১৯৮৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ রক্তে ভাসে স্বদেশ সময় (কবিতা-১৯৭৭), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কবিতা (১৯৮০)।

পুলকেন্দু সিংহ (১২।১৩৪২/১৫।৫।১৯৩৬—)। ছদ্মনাম ঃ পি. সিংহনাথন। জন্ম ও নিবাস ঃ পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ। পিতা ঃ সুধীরকুমার সিংহ. মাতা ঃ শক্তিরূপা। স্কুল-

ফাইন্যাল পাশ। কৃষি ও সম্প্রসারণ বিভাগের ট্রেনিংপ্রাপ্ত। গ্রামসেবক। সম্পাদক ঃ শারদীয় কান্দীবান্ধব (রবীন্দ্রসংখ্যা)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য ১ম (১৩৭৭)।

পুলকেশ দে সরকার (১।২।১৯০৯—) বি. এ. (ক. বি.)। ছদ্মনাম ঃ পুলক, শ্যেন সেন, সত্যানন্দ স্বামী, দুই চক্ষু রাজনীতিক। জন্ম ও স্থায়ী নিবাস ঃ কোচবিহার। বর্তমান নিবাস ঃ ৩১ সি/১৫ হরিনাথ দে রোড্, কলিকাতা-৯। পিতা ঃ হরকান্ত দে সরকার। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার ও আজকাল পত্রিকার সাংবাদিক। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক দীপান্বিতা (১৯৬৬-৬৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিপ্লবপথে ভারত (রাজনীতি-১৯২৯), ফাঁসীর আশীর্বাদ (ঐ ১৯২৯), বলশেভিকী সংকল্প ১ম সোভিয়েট পাঁচশালা (১৯৩১), আচরণবাদ (১৯৪১), বাংলায় নবসভ্যতার সংকট, অনিরুদ্ধ (কিশোর উপন্যাস), ভাষাভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গ, বালির প্রাসাদ (উপন্যাস), হে অতীত কথা কও, লেডী রম্ (ব্যঙ্গ গল্প—১৯৪৭-৪৮), রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র (১৯৭৫), বাঙলার বিপ্লবসাধনা, স্বদেশী গ্রন্থের চার অধ্যায়, শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র, বাংলার বিপ্লবী সাহিত্যের মূল্যায়ন, কে প্রথম শহীদ (১৯৮২)।

পুলিন বিহারী মুখোপাধ্যায়। পরমানন্দ সরস্বতী দ্রষ্টব্য।

পুলিন বিহারী সেন (১১।৮।১৯০৮—১৪। ১০।১৯৮৪)। জন্ম ঃ ব্রাহ্মণপল্লী, মৈমনসিংহ শহর, বাংলাদেশ। মৃত্যু ঃ কলিকাতায় এস্. কে. এম্ হাসপাতালে। সতীর্থ ঃ সৈয়দ মুজতবা আলি। শান্তিনিকেতন থেকে আই. এ পাশ করার পরে কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে বি. এ.। জীবনবীমা কোম্পানীর কর্মী। প্রকৃতপক্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী পত্রিকায় কর্মজীবন সুরু। অকৃতদার। শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে যোগদান (১৯২৫)। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার জন্য চিরস্মরণীয়। কবিগুরুর জীবৎকালেই ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগে রবীন্দ্রসাহিত্য সংকলন, পাঠোদ্ধার ও তথ্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ।

পুষ্কর দাশগুপ্ত (২৭।৩।১৯৪০—)। জন্ম ঃ ছনহরা, চট্টগ্রাম। পিতা ঃ রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। মাতা ঃ সরোজপ্রতিমা, পত্নী ঃ শুভা। কলিকাতায় বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত। বর্তমানে যাদবপুরের অধিবাসী। নিবাস ঃ ১০০, রিজেন্ট্ এস্টেট্, কলিকাতা-৩২। কলিকাতা আদর্শ বিদ্যামন্দির থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৬), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি এ. (১৯৬২), বাঙ্গালায় স্পেশাল অনার্স পাশ (১৯৬৫), ফরাসীভাষায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। প্রথমে সরকারী অফিসের করণিক, পরে বিদ্যালয়ের শিক্ষক—ফরাসী প্রতিষ্ঠানে ফরাসী ভাষার অধ্যাপক। বাল্যকাল থেকে কবিতা ও গল্পলেখক—বিদেশী কবিতার অনুবাদক। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে নানা পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। অন্যান্য কবিদের সঙ্গে শ্রুতি পত্রিকার প্রকাশক (১৯৬৫), পরে 'কালক্রমা' পত্রিকার প্রকাশক। ফরাসী ও বাঙ্গালা দ্বিভাষিক পত্রিকা "২৪" (পরিবর্তিত নাম কঁফ্লুয়ঁস) এর সম্পাদক। প্রকাশিত কাব্য ঃ এখানে আমি (১৯৬৭), শব্দ শব্দ (১৯৭২), কলিকাতা সমাচার (১৯৭৮)।

পুষ্পজিৎ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছড়া শুধু ছড়া নয় (১৩৮৫)।

পুষ্প বসু (২৭।১১।১৯০৫—)। জন্ম ঃ

কলিকাতায়। স্বামী ব্যারিস্টার ডি. কে. বসু। বাল্যকাল থেকেই সিমলা পাহাড়ে অতিবাহিত। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : অলকা (উপন্যাস-১৩৪৫), বিধির বিধান, জীবন বসু, নূতন চাকরের কীর্তি, গল্প সংগ্রহ, প্রদীপ পতঙ্গ, ভূতুরে।

পুষ্পলতা দেবী। জন্ম : কলিকাতার জোড়াবাগানে ঘোষবংশে। স্বামী : মনীন্দ্র-নাথ দেব। প্রকাশিত উপন্যাস : পুষ্পচয়ন, বিনিময়, মরুতৃষা, নীলিমার অশ্রু।

পুষ্পিত মুখোপাধ্যায় (১৯৫২—)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস : সিউড়ী, বীরভূম। ছদ্মনাম : রঞ্জন। পিতা : ডাঃ শৈলেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা : ত্রিগুণা। সিউড়ি বেণীমাধব ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের কর্মী। বাঙ্গালা, উর্দু ও হিন্দীভাষায় ব্যুৎপন্ন। অনুবাদক,—উর্দু থেকে গজল রচয়িতা। পশ্চিমবঙ্গ, সমতট, অনুবাদ পত্রিকা, মাসিক গোয়েন্দা, কৃশানু, মালিনী, গল্পগুচ্ছ, মাসিক রহস্য পত্রিকা, ডান-পিটের আসর, ভাবমুখে, কফেলা, এলোমেলো প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : যুসাস (গল্প সংখ্যা)। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ : মির্জা গালিবের চিঠি, শহীদ ভগৎ সিংহের পত্রাবলী ও অন্যান্য গদ্য রচনা।

পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায় (২৮।১০।১৯২৩—)। জন্ম : সিউড়ী, বীরভূম। বর্তমান নিবাস : ৩৪, বাগমারী রোড্, কলিকাতা-৫৪। পিতা : দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, মাতা : কমলা। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৯), বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৪১) উত্তীর্ণ। বি. এ. পড়ার সময়ে ভারতছাড় আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় গ্রেপ্তার, বহরমপুর জেলে অবস্থান-কালে বাঙ্গালায় অনার্সসহ বি. এ. পাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৪৫)। কয়েকবারে সাড়ে চার বৎসর কারাবাস। অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য। দমদমে বিরাটি কলেজের (মৃণালিনী দত্ত মহা-বিদ্যাপীঠে) বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (১৯৬৫)। বসুমতী, আনন্দবাজার, প্রত্যহ, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, The Nation প্রভৃতি পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯৪৫-৪৮)। চলচ্চিত্র নাট্যরচয়িতা, প্রযোজক ও পরিচালক। প্রথম চলচ্চিত্র জাগ্রত ভারত সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ, পরে মুক্তিপ্রাপ্ত (১৯৪৯)। 'জনপ্রিয় সাহিত্যিক' নাটক মিনার্ভা ও রঙমহলে অভি-নীত। ভারত সরকারের দ্বারা তাম্রপত্র প্রদানের দ্বারা সম্মানিত। স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনসন প্রাপ্ত। দেশ, বসুমতী, ভারতবর্ষ, পরিচয়, সাহিত্যভারতী, নূতন খবর, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : উত্তর শঙ্খ (১৯৪৪), বহ্নিশায়ক (১৯-৬১), মীনাক্ষী (১৯৬১), ছড়ার বাদশা ছড়ার নবাব। উপন্যাস : প্রেমমৃত্যু (১৯৪৬), গ্রামনগর নগরী (১৯৬০)। প্রবন্ধ : নাট্যজিজ্ঞাসায় রাজা-রাণী (১৯৬৭), আলোচনার আলোকে কপাল-কুণ্ডলা (১৯৬৮), বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতিপর্ব (১৯৮০)।

পুষ্পেন সরকার (১৯২৩—৭।১।১৯৮০) ছদ্মনাম : শ্রীখেলোয়ার। নিবাস : বারাসত, ২৪ পরগণা, আদি নিবাস : যশোর, বাংলা-দেশ, মৃত্যু : কলিকাতায় সুখলাল করনানি হাসপাতালে। ক্রীড়াসাংবাদিক ও ক্রীড়া-ভাষ্যকার। খুলনার দৌলতপুর কলেজ ও কলিকাতা আশুতোষ কলেজের ছাত্র। সত্যযুগ পত্রিকা ও পরে আনন্দবাজার পত্রি-কার ক্রীড়া-সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ :

স্মরণীয় খেলা, জগৎজোড়া খেলার মালা ২ খণ্ড, বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে স্মরণীয় যাঁরা ২ খণ্ড, খেলাধুলার জ্ঞানের কথা, দেশবিদেশের খেলাধুলা, ক্রিকেটের রাজকুমার প্রভৃতি।

পূরণচাঁদ নাহার (১৫।৫।১৮৭৫/২।২।১২৮২—৩১।৫।১৯৩৬)। জন্ম ঃ মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে জৈনবংশে। পিতা ঃ রায়বাহাদুর সেতাবচাঁদ নাহার, মাতা ঃ গুলাবকুমারী। প্রাণকুমারী জুবিলি স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৮৯১), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ. (১৮৯৫) ও বি. এল্. (১৯০৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিভাষায় এম্. এ. (১৯০৮)। বহরমপুরে ও ২৪ পরগণার জেলা আদালতে আইন ব্যবসায়ী—হাইকোর্টের উকিল (১৯১৪)। জৈনধর্মাবলম্বী—পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। গুলাবকুমারী পুস্তকালয় ও পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা। ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যাসংসদের আজীবন সদস্য। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সভায় শ্বেতাম্বর জৈনদের প্রতিনিধি। আজমীরে অনুষ্ঠিত অসওয়াল মহাসম্মেলনের প্রথম সভাপতি। শিক্ষা পরিষদ, এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রাচ্যবিদ্যা পরিষৎ প্রভৃতির সভ্য। মুর্শিদাবাদ ও লালবাগের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্, আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য। এড্ওয়ার্ড্ করোনেশন স্কুলের সেক্রেটারি। বহু গ্রন্থের রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জৈন অনুশাসন লিপি ৩ খণ্ড, সাঁঝি সংগ্রহ প্রথমাবলী, প্রবন্ধাবলী (হিন্দী-ইংরাজী, গুজরাটী ও বাঙ্গালায় লেখা প্রবন্ধ সংকলন-১৯৩৭), পাবাপুরাকীর্তিকাইতিহাস (হিন্দী), Epitome of Jainism, প্রাকৃত সূক্তরত্নমালা (ইংরাজী অনুবাদ)।

পূরণচাঁদ শ্যামসুখা (১৮।১৮৮২—১৬।৪।১৯৬৭)। জন্ম ঃ আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। পিতা ঃ মহতাব চাঁদ শ্যামসুখা। মুর্শিদাবাদ নবাব হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৯০০)। মহারাজ বাহাদুর সিং-এর কুঠিবাড়ীতে পাটের দালাল, নাহাটা পরিবারের ফার্মের কর্মচারী-জমিদারী পরিচালক—জৈন গ্রন্থকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জৈন দর্শনের রূপরেখা (১৩৫৫), জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর (১৩৫৮), জৈনধর্মের পরিচয় (১৩৫৬), জৈন সাধুমার্গ (১৩৫২), জৈনধর্মের উপদেশ, উত্তরাধ্যায়ন সূত্র (১৯৬০) ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম (১৩৮১), Lord Mahabir and Doctrines of Jainism (১৯৬৬)।

পূর্ণচন্দ্র কবিরাজ। যাত্রানাট্যকার। প্রকাশিত যাত্রানাটক ঃ মুক্তশীলা, নবশক্তি।

পূর্ণচন্দ্র গুঁই (২৬।৯।১৯২৬—) বি. এ. ছদ্মনাম ঃ বাজীরাও সেন। জন্ম ঃ মেদিনীপুর, বর্তমান নিবাস ঃ খড়্গপুর, মেদিনীপুর, স্থায়ী নিবাস ঃ চাঁদপুর, বোধরা, মেদিনীপুর। পিতা ঃ মহেন্দ্রনাথ গুঁই। চাকুরিজীবী। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ পথ হতে পথে, গোত্রহীনা, দ্বিতীয় দিগন্ত, অনুলিপি, মণিদীপা, সৈকতের সাধ, তবু বিহঙ্গ, চিরদিনের তুমি।

পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চিরসঙ্গিনী (১২৯১), ছায়াপথ (১৩০৫), রাধানাথের কন্যাদায় (১৩০৭)।

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। জন্ম ঃ টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। সম্পাদক ঃ মাসিক সুমতি (ঢাকা-১৩২০)।

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী (১।৯।১৯০৩—)। জন্মঃ কনকসর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। পিতা ঃ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জের স্কুল থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯২০)। গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র (১৯২৮)। চিত্রশিল্পী ও

গ্রন্থকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছবিতে রামায়ণ (১৯৫৩), ছোটদের রামায়ণ (১৯৫৩), মহাভারত, ছবিতে মহাভারত, ছোটদের মহাভারত, আরব্য উপন্যাস, পারশ্যোপন্যাস (১৯৫৭), হিতোপদেশ, ছোটদের আলিবাবা (১৯১৮)।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২২/২২।৮।১৩২৯)। ছদ্মনাম : শ্রী পূ। জন্ম : কাঁঠালপাড়া, নৈহাটী, ২৪ পরগণা। পিতা : যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্পেশাল সাব্‌রেজিষ্ট্রার (১৮৭২), পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। অবসর প্রাপ্ত (১৮৯৭)। বঙ্গদর্শন পত্রিকার লেখক। শ্রী পূ ছদ্মনামে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম বাঙ্গালা ছোটগল্প মধুমতীর' লেখক। প্রকাশিত উপন্যাস : শৈশব সহচরী।

পূর্ণচন্দ্র দত্ত (১৮৮৬—১৯১৯)। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা ও নাট্যকার। বসন্তরোগে মৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : যোগবল, পরশুরামের মাতৃহত্যা। কাব্য : লাল মাটি টেঙ্গর ভাটি (স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের মগের মুল্লুকের অনুসরণে রচিত ব্যঙ্গকাব্য)।

পূর্ণচন্দ্র দাস। কবি। জন্ম : মহিষাদল, মেদিনীপুর। প্রকাশিত কাব্য : গাথা (১৩০৯), উচ্ছ্বাস (১৩১৮)।

পূর্ণচন্দ্র দাস, কবিরঞ্জন (১৯০৪—)। জন্ম : কলিকাতায়, নিবাস : ৪৪।২।এইচ্-৯, মুরারিপুকুর রোড্, কলিকাতা-১১। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : মুক্তশৈল (১৯৪০), সোনার বাংলা (১৯৪১), শৃঙ্খল মোচন (১৯৫৩), অহিংসা বা অশোক (১৯৫৩)। জীবনী : শহীদ ক্ষুদিরাম (১৯৪৭), নেতাজী সুভাষ (১৯৪৮)।

পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভট সাগর, বি. এ. (১০।৮।১৮৫৭—১৮।১০।১৯৪৬)। জন্ম : ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলী। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক। কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক। বহু সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ ও বঙ্গানুবাদের জন্য কাশী থেকে উদ্ভটসাগর উপাধি প্রাপ্ত। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : উদ্ভটশ্লোকমালা, স্তবসমুদ্র, প্রশ্নোত্তর মণিমালা, মোহমুদ্‌গর ও মোহকুঠার, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পাণ্ডবগীতা, উপক্রমণিকা (ব্যাকরণ)।

পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০।৪।১৮৯৩—) এম্. এ, বি. এল্ (১৯১৬) বি. টি. (১৯৩০), বিদ্যাবিনোদ, কবিভূষণ। ছদ্মনাম : লুনারিস, তরুণ কবি, তরুণ সাহিত্যিক। জন্ম : লখপুর গ্রাম, খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ। আইনজীবী ও শিক্ষাব্রতী। প্রকাশিত গ্রন্থ : পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা (১৯২৫), অজানার অভিযানে (১৯৫৪)।

পূর্ণচন্দ্র বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্যসুন্দরী, কাব্যচিন্তা, সাহিত্যচিন্তা, দেবসুন্দরী, হিন্দুধর্মের প্রমাণ, সমাজচিন্তা, সৃষ্টি বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ফলস্মৃতি।

পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস। নিবাস : নবদ্বীপ, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্রজদর্শন।

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৭৯ – ?)। জন্ম : মসুয়াগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ। পূর্ববঙ্গের পল্লীগীতিকায় বাদ্যানীর গান ও কোঁড়া শিকারীর গান—পালা দুটির সংগ্রাহক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গায়ক পাখী, পক্ষীতত্ত্ব, বাঙালীর গল্প, বাঙ্গালার পাখী, পূর্ব মৈমনসিংহের শিল্প ও সাহিত্য, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, গল্পে রামায়ণ, মুকুল, মসুয়ার ইতিহাস।

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। জন্ম : চুঁচুড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : পরিমিত প্রাকৃত (ভূতনাথ

চৌধুরী সহ—Process of Mensuration —১৮৭৪)।

পূর্ণচন্দ্র মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ: পদার্থ বিদ্যাসার।

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: শেষ মীমাংসা, আদান প্রদান।

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩ খ্রী:—১৮।৪।১৩২০ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: পানিহাটি, ২৪ পরগণা। লক্ষ্মৌ ক্যানিং কলেজ থেকে এফ্. এ. পাশ। পুরাতত্ত্ববিদ্। কলিকাতা মিউজিয়মের পুরাতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পুরাকীর্তি আবিষ্কারক। প্রকাশিত গ্রন্থ: জীবকাব্য (ভারতীয়ম ১৮৭৫), Pictorial Lucknow History, People and Architecture.

পূর্ণচন্দ্র সরকার (১৮৫৬– ২২।১২।১৯১৩) জন্ম: উখরা, বর্ধমান। পিতা: হারাধন সরকার। শিক্ষাব্রতী। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রকাশ।

পূর্ণশশী দেবী। মহিলা কবি। কিছুকাল পাঞ্জাবের আম্বালাবাসিনী। ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞা ও ফার্সী কবিতার বাঙ্গালায় অনুবাদিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্নেহময়ী, মধুমিলন, সুখের বাসর, অনুরাগ, অভিশপ্তা, মেয়ের বাবা, ফল্গুধারা, প্রেমের পরশ, সাদা-কালো, রূপহীনা, পঞ্চপুষ্প।

পূর্ণানন্দ ঘোষ। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ: আনন্দলহরী (শঙ্করাচার্যকৃত মূল সমেত)।

পূর্ণানন্দ স্বামী এম্. এ। জন্ম: হুগলীজেলার গুপ্তিপাড়ায় সেনবংশে। অগ্রজ: কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী)। সন্ন্যাসী, —পরিব্রাজক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিচার প্রকাশ, সাধন-শিক্ষা সোপান, বলিদান ও আমিষ আহার, উপনিষৎ পঞ্চক, পরমার্থসার ও মণি-রত্নমালা, প্রশ্নোত্তর রত্নমালিকা ও মোহমুদ্-গর, শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর নীলাচল লীলা, চিন্তা-মণিমালা, বেদান্তবিজ্ঞান, দেবীজীবন, কুমার পরিব্রাজক।

পূর্বানন্দ স্বামী, মহারাজ (?—১৭।৭।১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) বি. এ, বি. এল.। জন্ম: বরিশালের গুঠিয়ার সেনবংশে। বি. এল্. পাশ করার পরে বরিশালের ভোলায় আইন-ব্যবসায়ী। হিমালয়ে তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। বিশুদ্ধানন্দ গিরির শিষ্য। হৃষীকেশে শিবালয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: বেদবাণী ৩ খণ্ড (শিষ্যদের নিকট লিখিত পত্রাবলীর সংকলন), yoga and perfection, পূর্ণ-জ্যোতিঃ (সংস্কৃত)।

পূর্ণিমা দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঠাকুর বাড়ীর গগন ঠাকুর (স্মৃতিকথা-১৩৮২)।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার (১৯০৯—৯।৫।১৯৭১)। বি. এ., বি. এল্.। জন্মস্থান: ধলঘাট, চট্ট-গ্রাম। পিতা: চন্দ্রকুমার দস্তিদার। ছাত্রা-বস্থাতেই রাজনৈতিক কর্মী—বি. পি এস.-এর নেতা। চট্টগ্রামের জজ্ কোর্টের উকিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে মাষ্টারদা বা সূর্য-সেনের সহযোগী। দীর্ঘকাল কারাদণ্ডিত। স্বাধীনতার পরে পূর্বপাকিস্তানের বিধান সভার সদস্য,—দেশ বিভাগের পরেও দীর্ঘকাল কারাগারে বন্দী। ন্যাপের (ওয়ালি) প্রতি-নিধি (১৯৭০)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতে আগমনকালে পাকিস্তানী সৈন্য-দের হাতে নিহত। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম (১৯৬৭), কবিয়াল রমেশ শীল (১৯৬৩), বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯৭০), শেখভের গল্প (অনুবাদ-১৯৭০)।

পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ (১৮৬১-১৯২৩) জন্ম মুর্শিদাবাদে। পিতা: হরিদয়াল

সিংহ। কান্দী রাজ হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. ও বি. এল্.। পাটনায় আইন ব্যবসায়ী। পাটনার স্থায়ী বাসিন্দা। হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। রায়বাহাদুর ও বিদ্যাবিনোদ উপাধিপ্রাপ্ত। অন্যতম সম্পাদক ঃ ব্রহ্ম বিদ্যা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পৌরাণিককথা, চৈতন্যকথা।

পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য (১০।১০।১৯২০ —)। বি এ.। ছদ্মনাম ঃ প্রাচী। জন্ম ঃ গৌরীপুর, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ ৮-১, গঙ্গাধর সেন লেন, কলিকাতা-৩৬। কাব্য-নাটক রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রাণবসন্ত (কাব্য—১৯৪৫), শ্রীরামের সামরিক ও সাংস্কৃতিক অভিযান (১৯৫২), তৃতীয় নয়ন (কাব্য-১৯৫৬)। কাব্যধর্মী একাংক নাটক ঃ নওয়াল কিশোর, অধিবাসনা চলার পথে, অনুমতি, সীগফ্রীড্ প্রভৃতি।

পূর্ণেন্দু ভরদ্বাজ (১।১০।১৩৪৯/১৬।১। ১৯৪৩—) বি এস্. সি., বি এ., বি এড্.। জন্ম ঃ গোবিন্দপুর, কাকদ্বীপ, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ সুধীর চন্দ্র পান্ডা, মাতা ঃ ঊর্মিলা রাণী। শিক্ষক—কবি। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ সিংহাসন (কবিতা পত্রিকা, কাকদ্বীপ ১৩৭৪), বেলাভূমি, অহল্যা। প্রকাশিত কাব্য নাটক ঃ তিমির হননের গান (১৯৭২)।

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৫।৬।১৯৪৫—) নিবাস ঃ রোহাটগি বিল্ডিং, ইয়ারপুর, পাটনা, বিহার-৮০০০০১। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। শারদীয় স্বর্ণসম্পুট পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত (১৯৬৬)। প্রকাশিত কাব্য ঃ আলোকিত দ্রাঘিমার অন্বেষণে (১৯৭৭)।

পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী। নামান্তর ঃ পূর্ণেন্দু পত্রী। ছদ্মনাম ঃ সমুদ্রগুপ্ত। চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্র পরিচালক, কবি ও সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শহর কলকাতার আদিপর্ব, যৌবনকাল, বঙ্গভঙ্গ, কি করে কলকাতা হল, ছড়ায় মোড়া কলকাতা, কানু নামে কাকতাড়ুয়া (১৩৮৫), নায়িকা বিলাপ (১৯৭৫), কলকাতার রাজকাহিনী, এক যে ছিল কলকাতা, আমার ছেলেবেলা, হাইকুবান, তুমি এলে সূর্যোদয় হয় (কাব্য), ভোমরাগুড়ি (উপন্যাস), আসুন বসুন, রূপসী বাংলার দুই কবি (প্রবন্ধ-১৩৮৭), মালতীমঙ্গল (উপন্যাস), আমিই কচ আমিই দেবযানী (কাব্য) প্রভৃতি।

পূর্ণেন্দু সেন। নিবাস ঃ রামসীতাপাড়া, নবদ্বীপ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। কবি ও প্রবন্ধকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বর্ণালী ও আলিম্পন (কাব্য—গোবিন্দলাল গোস্বামী সহ), মহা আবির্ভাব।

পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী, রাজা (১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)। জন্ম ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় পাকুড়ের জমিদার বংশে। পিতা ঃ রাজা বৈদ্যনাথ ত্রিবেদী। জন্মসূত্রে অবাঙ্গালী হলেও বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে স্বীয় জন্মভূমি ও মাতৃভাষারূপে গ্রহণ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গৌরীমঙ্গল ৫ খন্ড (১২১৩), ভূষণ্ডী রামায়ণ। পৌরাণিক, লৌকিক ও কাল্পনিক শিবকাহিনী গৌরীমঙ্গলের ৫ খন্ডে পরিবেশিত। এই কাব্যে মধ্যযুগীয় কবিদের নামোল্লেখ ও সাহিত্যপরিচয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ডঃ) পৃথ্বীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১।৮।১৩৩৭ —)। জন্ম ঃ আদিত্যপুর, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পিতা ঃ যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মাতা ঃ হিরন্ময়ী। বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (১৯৪৯), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ বি. এ (১৯৫৩), ও এম্. এ. (১৯৫৫), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন

(১৯৬২—৬৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. উপাধিপ্রাপ্ত (১৯৬৩)। কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক (১৯৫৫—৬২)। কলিকাতা হেরম্বচন্দ্র কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান (১৯৫৮—৬২), আমেরিকায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের লেকচারার (১৯৬৩—৬৬), ম্যাসিডনে উইন্স্ কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বিদ্যার লেকচারার (১৯৬৫), ক্যানবারায় অষ্ট্রেলিয়ান ইন্স্টিটিউট্ অফ্ অ্যাবরিজিন্যাল ষ্টাডিজ্-এর রিসার্চ ফেলো (১৯৬৬—৬৭), পাপুয়া নিউগিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যের লেক্চারার (১৯৬৭-৭১), সাহিত্যের সিনিয়র লেকচারার (১৯৭২ ৭৮), সাহিত্যবিভাগের প্রধান (১৯৭৭—). সাহিত্যের এসোসিয়েটেড প্রফেসর (১৯৭৯—), ইন্স্টিটিউট্ অফ্ পাপুয়া নিউগিনি ষ্টাডিজ এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (১৯৭৪—), মুনডা ভাষাতত্ত্ব (উড়িষ্যার কোরাপুট অঞ্চলের ডিডেই ভাষা—১৯৬২-৬৩), অষ্ট্রেলিয়ান আদিবাসী ভাষাতত্ত্ব ও লোকচর্চা (১৯৬৬—৬৭), ইন্দোনেশিয়া (বালিদ্বীপ) ইতিবাহিত নাট্যকলা (১৯৬৮), পাপুয়া নিউগিনির লোকচর্যা (১৯৭৪-৭৫), ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবয়বিক লোকচর্যা সম্পর্কে গবেষক (১৯৭৬)। পাপুয়াতে ফোকলোর আরকাইভ্-এর প্রতিষ্ঠাতা। তৃতীয় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় কলা উৎসবে সাহিত্য সমাবেশের পরিচালক (১৯৮০)। পাপুয়া নিউগিনি সরকার কর্তৃক ইন্ডিপেন্ডেন্স্ মেডাল দ্বারা সম্মানিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ফেলো (সাহিত্যে—১৯৭৬)। বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও আলোচনাচক্রে অংশগ্রহীতা ও প্রবন্ধ পাঠক। উত্তরসূরী, পরিচয়, সন্দেশ, চতুরঙ্গ, মাসিক বসুমতী, শুকতারা, শিশুসাথী, দৈনিক স্বাধীনতা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালা গ্রন্থের ইংরাজীতে অনুবাদ ঃ Baul (১৯৬৭), jhumur (১৯৬৯), **A Handful of Sun** (আধুনিক বাঙ্গালা কবিতার সংকলন—১৯৬৯), **Sand Sun Water** (কবিতা—১৯৭০), **To Each my Blood** (বাংলাদেশের উপর কবিতার অনুবাদ), **CHHARAH** (১৯৭১), **Playing a Thousand years** (জীবনানন্দের কবিতার অনুবাদ)। মৌলিক গ্রন্থ ঃ **Sun and Moon in New Guinea Folklore, Bibliography of New Writing From Papua New Guinea, Prettier than Pea Flower** (কবিতা—১৯৭৫)। বাঙ্গালা ছড়ার বই ঃ ইল্লিবিল্লি (১৯৭০), ছড়া ছত্রিশ (১৯৭০), হাঁসের ছা বকের ছা (১৯৭০)।

(ঙঃ) পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২০।১০।১৯৩৬—)। ছদ্মনাম ঃ স্বপ্ন ভট্টাচার্য, ব্রহ্মচারী সত্যদর্শন। জন্ম ঃ কলিকাতায়। নিবাস ঃ অরবিন্দ আশ্রম পণ্ডিচেরী। বর্তমানে ফ্রান্সের প্যারিস প্রবাসী। পিতা ঃ জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ ঊষারাণী। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট্। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সম্পাদক ঃ পুরোধা, পণ্ডিচেরি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ **A Rose bud's Song** (কবিতা—১৯৫৯), **Poems du Bangladesh** (১৯৭৪), আলোর চকোর (কাব্য—১৯৬০). বৃত্তান্ত (সাঁ্যপ জন্ প্যার্সে র কবিতার অনুবাদ—১৯৬১), ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩), পতন (আলবের কামু্য—উপন্যাস-১৯৬৫), স্বাধীন যারা (উপন্যাস—১৯৬৫), সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ।

পৃথ্বীরাজ সেন। জন্ম: মাটীয়ারী, নদীয়া। পিতা: হরপ্রসাদ সেন, মাতা: অণিমা। দাঁইহাট বিচিত্রা, নদীয়া মুকুর, নদীয়া বাজার, রণতরী, তরঙ্গ, অশনি সংকেত, হৈ চৈ হল্লা, বর্ধমান হিতৈষী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। বর্তমানে হুগলী মহসীন কলেজের ছাত্র। সম্পাদক মাসিক শ্রাবন্তী (মাটীয়ারী)।

পৃথ্বীরাজ সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: নেকড়ে মায়ের মানব শিশু (শিকার কাহিনী), বারট্রান্ড রাসেলের রচনাবলী (অনুবাদ), যৌবন খেলা (রহস্য উপন্যাস, ১৩৮৩), স্ক্যান্ডাল সি. আই. এ. (১৩৮৪)।

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য (২৩।৩।১৯০৯—) এম্. এ. বি. টি। জন্ম: মাগুড়া, যশোর, বাংলাদেশ। নিবাস: বরহ, ভায়া দুবরাজপুর, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস: বারুইপাড়া, কলিকাতা-৩৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শিক্ষক-ঔপন্যাসিক। ১২টি প্রকাশিত গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: গোপন চিঠি (১৯৩১), কার্টুন (১৯৩৯), মরা নদী (১৯৪৩), শাশ্বত যৌবন (১৯৪৭), নিরুদ্দেশ (১৯৫০), সাহিত্যিক (১৯৫৬), বিবস্ত্র মানব (৩য় সং ১৩৬২), পতিতা ধরিত্রী, যৌবনের অভিশাপ, শিল্পী, পতঙ্গ, দেহ ও দেহাতীত। সমালোচনা: বিশ্ব-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র।

পেন্. জে. ই. (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক বালকবন্ধু (১২৯০)।

প্রেমঘনানন্দ, স্বামী (২।৫।১৩০৯/×।৮।১৯০২—১০।১।১৩৬৩/২০।৪।১৯৫৬)। পূর্বাশ্রমের নাম: গিরীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। ছদ্মনাম: অরূপ। জন্ম: ভূমিউড়া, মৌলবী বাজার, শ্রীহট্ট। পিতা: ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যাভূষণ, মাতা: সরোজিনী। দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বিদ্যালয় ত্যাগী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওরিয়েন্টাল আর্ট স্কুলে চিত্রাঙ্কনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। আসাম-শিলচরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান (১৯২৪)। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নাম: ব্রহ্মচারী স্বরূপ চৈতন্য। স্বামী শিবানন্দের নিকট সন্ন্যাসে দীক্ষাপ্রাপ্ত (১৯৩০)। শিলচর, ময়মনসিংহ, বেলুড়, পুরী প্রভৃতি স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী। উদ্বোধন পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯৩৭-৩৮), কিশোর বাংলা নামক ছোটদের পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক (১৯৪১-৫৩)। অরূপ ছদ্মনামে কিশোর বাংলা পত্রিকার লেখক। স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী প্রেমেশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের নিকট সেবাধর্মে প্রেরণাপ্রাপ্ত। রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ করে (১৯৪২) রিষড়া-মাহেশে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৫০—৫১)। কিশোর সভা ও ভারতী সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাতা। বানান সংস্কারের সহজরীতির প্রবক্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ: রামকৃষ্ণকথা ও গল্প, বিবেকানন্দের কথা ও গল্প, পিউপিয়া, নরনারায়ণ (ছোটদের নাটক), ইংলিশে বাংলায় লড়াই (১৯৪৫), উপনিষদের গল্প (১৯৪৫), রামকৃষ্ণের গল্প (১৯৪৫-৪৬), জ্যান্ত ভূতের দল (ছোটদের উপন্যাস), অজানার পথে (ঐ), মনের ব্যায়াম (১৯৫০-৫১), শিকাগোয় বিবেকানন্দ (১৯৫৭), ছোটদের ছড়া ও গল্প (১৯৫৮)।

প্রেমচাঁদ কবিরত্ন। জন্ম: কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত কাব্য: জ্ঞানার্ণব।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (২।১২।১২১২/১৮০৬—১২।১২।১২৭৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: শাকনাড়া, রায়না, বর্ধমান, মৃত্যু: কাশীতে। পিতা: রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র (১৮২৬-৩১)। সংস্কৃত

কলেজের অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক (১৮৩১—৬৪)। অবসর গ্রহণের পর কাশীবাসী (১৮৬৪)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-গুরু। বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ ভাস্করের লেখক। ১১টি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচয়িতা। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ রঘুবংশের টীকা, পূর্বনৈষধ, রাঘব পাণ্ডবীয়, অনর্ঘ রাঘব, কাব্যাদর্শ প্রভৃতি। কাব্য ঃ পুরুষোত্তম রাজাবলী। অসমাপ্ত গ্রন্থ ঃ বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন চরিত, নামার্থ সংগ্রহ, অভিধান, অলংকার-গ্রন্থ।

প্রেমচাঁদ রায়। জন্ম ঃ কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা। সম্পাদক ঃ সম্বাদ সুধাকর (১৮৩১)।

প্রেমদাস (১৭শ/১৮শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম ঃ পুরুষোত্তম মিশ্র, সিদ্ধান্তবাগীশ। গুরুদত্ত নাম ঃ প্রেমদাস। জন্ম ঃ কুলিয়া, নবদ্বীপ। কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ১৬ বৎসর বয়সে প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ বহুতীর্থ ভ্রমণ করে বৃন্দাবনে উপনীত। গোবিন্দজীর মন্দিরের পাচক ও পূজারী। কয়েক বৎসর বৃন্দাবন বাসের পর অগ্রজের আগ্রহে স্বগ্রামে প্রত্যাগত। পণ্ডিতবর্গ প্রদত্ত সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধিতে সম্মানিত। রচিত গ্রন্থ ঃ কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের পদ্যানুবাদ (১৭০৮), বংশীশিক্ষা (১৭১২), আনন্দ ভৈরব, মনঃশিক্ষা (তত্ত্বমূলক উপদেশপূর্ণ ১০৮টি পদের সংকলন)।

প্রেমময় দাশগুপ্ত। প্রকাশিত কাব্য ঃ সময় নিহত ঘুমে।

প্রেমলতা দেবী (?—২৩ । ৯ । ১৩৪১ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ বসিরহাট, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ স্যার্ ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বামী ঃ সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতে বিষ্ণুপুরের গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রী। খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা প্রভৃতি সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত সুধা (খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ও বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি)।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১।১।১৮৯০—১১।১০।১৯৬৪)। ছদ্মনাম ঃ মহাস্থবির। জন্ম ঃ ফরিদপুর, বাংলাদেশ। পিতা ঃ ব্রাহ্মসমাজের নেতা মহেশচন্দ্র আতর্থী। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, ব্রাহ্ম বয়েজ বোর্ডিং এণ্ড্ ডে স্কুল, কেশব একাডেমি, ডাফ্ স্কুল ও সিটি কলেজের ছাত্র। কার্ এণ্ড্ মহলানবিশ (১৯১০) ও হিন্দুস্তান ইন্সিওরেন্সের কর্মী, পরে কেশব একাডেমি ও এলবার্ট ইন্স্টিটিউসনের শিক্ষক। বৈঠক, যাদুঘর, হিন্দুস্থান, ভারতবর্ষ ও ভারতী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী, ব্যবসায় পরিচালক, লাহোরে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের সহকারী পরিচালক। নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম পরিচালক। খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক,—বেতার জগৎ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। ভারতী গোষ্ঠীর লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাজীকর (গল্প), ঝড়ের পাখী, চাষার মেয়ে, অচল পথের যাত্রী, দুই রাত্রি, আনারকলি, ডানপিটে, মহাস্থবির জাতক ৪ খণ্ড (উপন্যাস) প্রভাত সঙ্গীত, অরুণা, ভারতের পিতামহ, কল্পনা দেবী (১৯৬৩), সোনার চাবি, নিশির ডাক, স্বর্গের চাবি, শিউলি, তখতে তাউস (নাটক), ছেলেদের গল্প, বিচিত্র লেখা। যুগ্ম সম্পাদক ও সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক নাচঘর (১৩৩২), যাদুঘর (১৩৩৪-৩৭)।

প্রেমানন্দ দাস। রচনা ঃ চন্দ্রচিন্তামণি।

প্রেমানন্দ স্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কর্মের পথে (১৩৩২), পত্রাবলী (১৩২৯)।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (×।৯।১৯০৪—৩।৫।১৯৮৮

/ ২০।১।১৩৯৫)। জন্ম ঃ বারাণসীতে আউধ ঘরাব মহল্লায় মাতামহ রাধারমণ ঘোষের গৃহে। মৃত্যু ঃ দক্ষিণ কলিকাতায় হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের নিজগৃহে পাকস্থলীর ক্যানসার রোগে। নিবাস ঃ ৫৭, হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। পৈতৃক নিবাস ঃ হুগলী জেলার কোন্নগর, পরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর থানার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামের বৈকুণ্ঠপুরে। পিতা ঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, মাতা ঃ সুহাসিনী, পত্নী ঃ বীণা সহপাঠী ঃ আচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বাল্যকাল মির্জাপুরে অতিবাহিত। কলিকাতায় ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্কটিশচার্চ কলেজে কিছুকাল কলা-বিভাগে অধ্যয়নের পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বিজ্ঞানবিভাগে অধ্যয়নের পর শ্রী-নিকেতনে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হয়েও ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল ও পরে কলি-কাতায় ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজে কিছুকাল পড়ার পর গতানুগতিক লেখাপড়ায় ছেদ। প্রথমে নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পরে টালিখোলার ব্যবসায়ী,—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ এ্যাসিষ্ট্যান্ট —পরে সুভাষচন্দ্রের 'বাংলার কথা' ও ফরোয়ার্ড পত্রিকার সহ-সম্পাদক,—বেঙ্গল ইমিউনিটির কর্মী,—ফিল্ম্ কোম্পানীর পাবলিশিটি অফিসার। প্রমথেশ বড়ুয়ার নির্দেশে 'রিক্তা' ছায়াছবির চিত্রনাট্য রচয়িতা,—সিনারিও রচ-য়িতা,—চলচ্চিত্র পরিচালক,—সমাধান চিত্র পরিচালনায় খ্যাতির অধিকারী (১৯৪৩))। বোম্বেতে চিত্রনাট্য রচয়িতা,—কিছুকাল পরে চুক্তিপত্র অগ্রাহ্য করে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করে নতুন খবর, কালোছায়া, হানাবাড়ী, ডাকিনীর চর, ময়লা কাগজ, চুপি চুপি আসে ইত্যাদি চোদ্দটি চলচ্চিত্রের পরিচালক ও ৭০টি চিত্রনাট্যের রচয়িতা, কর্মজীবনের শেষ-প্রান্তে আকাশবাণীর 'সাহিত্য সলাকার' ও পরে উপদেশক। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলেন মিত্র, কান্তি বসাক, বিনয় সেন প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অচিন্ত্যকুমার সহ চার বন্ধু মিলে 'আভ্যুদয়িক' সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। কল্লোলযুগের খ্যাতনামা কবি ও কথা সাহিত্যিক। সতেরো বৎসর বয়সে কবিতা রচনার সূচনা। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'শুধু কেরাণী' প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯২৪), দ্বিতীয় গল্প ঃ গোপনচারিনী। প্রথম কবিতা 'দ্বার খোল, দ্বার খোল রাত্রির প্রহরী' কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯২৬), কল্লোলে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ সংক্রান্তি। সোভিয়েট রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণকারী। দেড়শ'র মত গ্রন্থের লেখক। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য একা-ডেমি পুরস্কার (১৯৫৭) ও রবীন্দ্রপুরস্কার (১৯৫৮) প্রাপ্ত। এছাড়া আনন্দ পুরস্কার (১৯৭৩), সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহেরু পুরস্কার (১৯৭৪), শরৎ পুরস্কার (১৯৭৯), পদ্মশ্রী উপাধি ও বিশ্বভারতী প্রদত্ত দেশিকোত্তম (১৯৮৮) উপাধি দ্বারা সম্মানিত। সঙ্গীত রচনাতেও দক্ষ। বিখ্যাত গায়ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে রচিত প্রথম গান ঃ 'আকাশরূপী হে মহাকাল', কানন দেবী কর্তৃক গীত একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত 'যদি ভাল না লাগে তো দিও না মন।' সম্পাদক ঃ রং-মশাল, নবশক্তি, নিরুক্ত (সঞ্জয় ভট্টাচার্য সহ), কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সহ), কালিকলম (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মুরলীধর বসু সহ)। প্রথম উপন্যাস 'পাঁক', সংহতি পত্রিকায় (১৩৩০) প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত কাব্য ঃ প্রথমা (১৯৩২)। আমেরিকান কবি হুইট-

ম্যানের দুঃসাহসিকতা, দূরচারিতার স্বপ্ন, ভৌগলিক নামের ব্যবহার ইত্যাদি প্রেমেন্দ্রের কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। কিশোর সাহিত্যে 'ঘনাদা'র চরিত্রসৃষ্টির জন্য অবিস্মরণীয়। দেবসাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকীতে 'মশা' গল্পে ঘনাদার প্রথম আবির্ভাব। আঙ্গিকে ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ছোটগল্পে অসাধারণ কৃতিত্ব লক্ষ্যণীয়। গভীর মানবপ্রীতি, মনন, পাণ্ডিত্য, ভাষার ইঙ্গিতময়তা ও ঋজুতা, ভাবাবেগহীনতা, বুদ্ধিপ্রধান জীবন সমালোচনা, মৃদু ব্যঙ্গবিদ্রুপ, রোমাণ্টিকতা সকল প্রকার রচনারই বিশিষ্ট গুণ। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : প্রথমা (১৯৩২), সম্রাট (১৯৪০), ফেরারী ফৌজ (১৯৪৮), প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৩), জোনাকিরা (১৯৫৪), সাগর থেকে ফেরা (১৯৫৬), হরিণ চিতা চিল (১৯৬০), কখনো মেঘ (১৯৬১), অথবা কিন্নর (১৯৬৭), শ্রেষ্ঠ কবিতা ২য় পর্যায় (১৯৭০), প্রেমের কবিতা (১৩৮৩), নতুন কবিতা (১৩৮৭), ছড়া যায় ছড়িয়ে (ছড়া) প্রভৃতি। উপন্যাস : পাঁক, বাঁকা লেখা (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সহ-১৩৩৪), মিছিল, আগামীকাল (১৯৩৫), কুয়াশা (১৯৩৮), ভাবীকাল, প্রতিশোধ (১৩৪১), উপনায়ন, দ্বিতীয় জীবন প্রভৃতি। ছোটগল্প : বেনামী বন্দর (১৩৩৭), নিশীথ নগরী, মৃত্তিকা (১৯৩২), পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩৪), প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাসির গল্প, অফুরন্ত (১৩৪২), ধূলিধূসর, নির্বাচিতা (১৩৮৩), মহানগর (১৯৪৩) প্রভৃতি। প্রবন্ধ : জাসিন্তো বেনাভাঁৎ, অসংলগ্ন ২ খণ্ড। কিশোর সাহিত্য : ঘনাদাকে ভোট দিন, ময়দানবের দ্বীপ, ঘনাদার গল্প, খুণে পাহাড়, দুনিয়ার ঘনাদা (১৩৮৩), ভূতশিকারী মেজোকর্তা (১৩৮৭), মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা প্রভৃতি।

প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় (৩।১০।১৩০৪/১৫।১।১৮৯৮—)। নিবাস : ২৩৫, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা—৩৬। জন্ম : দুমকা, সাঁওতাল পরগণা, বিহার। পৈতৃক নিবাস : জিরাট, হুগলী। পিতা : ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : রাধারাণী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সুরের রেশ (গল্প-১৯২৯), ভাঙাগড়া (উপন্যাস-১৯৩৩), ভারত পুণ্যকথা (১৯৭২)।

ফএজর রহমান। কবি। নিবাস : জঙ্গল খাইন চট্টগ্রাম, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা : আমান আলী। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : গোলশনে বাহার (পুত্র কর্তৃক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত)।

ফএজুল্লা। অজ্ঞাত পরিচয় মুসলমান বৈষ্ণব কবি।

ফকিরচন্দ্র ঘোষ। জন্ম : নন্দনপুর, মেদিনীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ : আদর্শ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র, কর্তব্যের আহ্বান।

ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (×।৫।১২৮১/১৮৭৪—৯।৫।১৩৩৯/১৯৩২)। জন্ম : হাওড়ার মাকড়দহে মাতুলালয়ে। মৃত্যু : দেওঘর, বিহার। পৈতৃক নিবাস : ১০৪ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া। পিতা : মণিলাল চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা—কলিকাতায়। জি এফ্. কেলনার এণ্ড কোং এর কর্মী। ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখক। সহ-সম্পাদক : পঞ্চপুষ্প (১৩৩৬—৩৯)। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : মাসিক মানসী (১৩১৫-২০), মাসিক পুষ্পপাত্র (১৩৬৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : সুধা (১৩১১), তপস্যার ফল (১৩২৫), স্মৃতিরেখা (১৩৩৩), পল্লীরাণী (১৩৩১)। ছোটগল্প : ঘরের কথা (১৩১৭), নবান্ন (১৩২২), অনুভূতি (১৯২৫), দামোদরের মেয়ে (১৩৩৪), পরীকথা, ব্যর্থতা। ভ্রমণ : পথের কথা (১৩১৮)।

ফকিরচন্দ্র চন্দ্র। জন্ম ঃ মেদিনীপুর। সম্পাদক ঃ মাসিক কল্যাণী (১৯২৪)।

ফকিরচন্দ্র দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, দাবাখেলা।

ফকিরচন্দ্র রায় (২১।৭।১৩১১—)। জন্ম ঃ শিররাই, থানা—গলসী, বর্ধমান। পিতা ঃ সুরেন্দ্রনাথ রায়, মাতা ঃ অভয়া। আদড়াহাটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও পরে রামগোপালপুর ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, বর্ধমান রাজ কলেজে অধ্যয়নকালে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আট বৎসর আটক,— তিন বৎসর পরে ৪২ এর আন্দোলনের সময়ে কারারুদ্ধ। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য (তিনবার)। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকা।

ফকির চাঁদ। নিবাস ঃ শুচিয়া, চট্টগ্রাম। রচনা ঃ সত্যপীরের পাঁচালী (১১৪০)। পাঁচালীতে আরবী ফার্সী শব্দের বহুল ব্যবহার আছে।

ফকিরচাঁদ বসু (১৯শ শতাব্দী)। সহকারী সার্জেন। সম্পাদক ঃ মাসিক সমাজরঞ্জন (১২৮৪)। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ উজীরপুত্র (১২৬৯)।

ফকির মণ্ডল, মহম্মদ (১৫।১৩-২৫—)। জন্ম ঃ চাঁপানগরী, দুবরাজপুর, বীরভূম। পিতা ঃ মুন্সী আবদুর রহমান, মাতা ঃ মরিয়ম বিবি। হেতমপুর স্কুলে অষ্টম মান পর্যন্ত অধ্যয়ন। মায়ের মৃত্যুশোক (১৩৭৯) বিস্মরণের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত। স্বভাব কবি। বহুসংখ্যক গান, ছড়া ও কবিতা লেখক। চারটি গ্রন্হ প্রকাশিত।

ফকির মুহম্মদ (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ চট্টগ্রাম। কবি। রচনা ঃ ইউসুফ জেলেখা (কাব্য-১২৪০)।

ফকির মোহাম্মদ। জন্ম ঃ ২৪ পরগণা। রচনা ঃ সোনাভান (১১৫৫ বঙ্গাব্দ)।

ফকিররাম কবিভূষণ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ অঙ্গদের রায়বার (হিন্দী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় পদ্যে রচিত)।

ফকিররাম দাস (১৮শ শতাব্দী)। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

ফকির হোসেন (১৮শ শতাব্দী পূর্বে)। রচনা ঃ আমছেপারার ব্যাখ্যা।

ফজনুর রহমান। বি. এ.। কবি। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ দেওয়ালে জেবুননেসা, নতুন দ্বীপ, ফুলঝুরি।

ফজল উদ্দিন। নিবাস ঃ তেঘরিয়া, শ্রীহট্ট। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক গান রচয়িতা।

ফজল এ খোদা (৯।৩।১৯৪১—)। জন্ম ঃ বনগ্রাম, বেড়া, পাবনা। বাংলাদেশবাসী—কবিতা ও সঙ্গীত রচয়িতা। বাংলাদেশ বেতারের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক। কবিতার জন্য ভারতের সুমন্ত সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৪)। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ কাব্য ঃ সূর্যস্বর্ণদীপ (১৯৬৭), বিতর্কিত জ্যোৎস্না (১৯৭৩)। নাটক ঃ মোক্তার পাড়া (১৯৭০)। প্রবন্ধ ঃ প্রাসঙ্গিকী (১৯৮৩)। সঙ্গীত ঃ সঙ্গীতা (১৯৭৩), ইসলামী গান (১৯৮০), ইয়া আল্লা ইয়া রাসুল (১৯৮০। শিশুসাহিত্য ঃ সানাই (১৯৭৫) মিতা ভাই-এর আসর (১৯৭৭), হাতে খড়ি (১৯৮৪), ফুলকুমারী।

ফজলল করিম (১৮৮২— ?)। জন্ম ঃ কাকিনা, রঙ্গপুর। স্বভাব কবি। হিন্দু মুসলমানের মিলনের উদ্দেশ্যে পাক্ষিক বাসনা পত্রিকার পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ লায়লা

মজনু, আফ্‌গানিস্তানের ইতিহাস, হারুন অল্‌ রসিদের গল্প, খোজা মহিনউদ্দীন চিস্তার জীবন চরিত, মানসিংহ (১৯০৩), তৃষ্ণা (কাব্য), মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী, মোজাদ্দাকে আলকমাণী, গাথা (কবিতা), পরিত্রাণ কাব্য, হজরত মহম্মদের পবিত্র জীবনী (পদ্যে), ত্রিস্রোতা (কাব্য)।

ফজল শাহাবুদ্দিন (৪।২।১৯৩৬—)। জন্ম ঃ পার্কসার্কাস, কলিকাতা। ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে বি. এ (১৯৬২)। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি। ব্যবসায়ী ও পরে সাংবাদিক। কবিতার জন্য ঢাকার বাংলা একাডেমির পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৭৩)। সম্পাদক ঃ বিচিত্রা (ঢাকা), কবিকণ্ঠ (কবিতা পত্রিকা, —ঢাকা)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ তৃষ্ণার অগ্নিতে একা (১৯৬৫), আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর (১৯৬৭), আততায়ী সূর্যাস্ত (১৯৭৫), অন্তরীক্ষে অরণ্য (১৯৮০), সান্নিধ্যের আর্তনাদ (১৯৮৩) আলোহীন অন্ধকারহীন (১৯৮৪)। অনুবাদ ঃ জখম জখম নাগমা (১৯৭৯), উর্দুতে লংফেলোর নির্বাচিত কবিতা (১৯৬৭)। গল্প ঃ ছিন্নভিন্ন কয়েকজন (১৯৮৪)। উপন্যাস ঃ দিকচিহ্নহীন (১৯৬৬)।

ফজলুল করিম (১৮।৭।১৯০০—)। জন্ম ঃ শিবপুর ভোলা, বরিশাল। অনার্স সহ বি এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে এম্‌. এ. (১৯২৪), আইন পাশ (১৯২৭)। বাংলাদেশ —ঢাকায় মুনসেফ্‌ ও জজ্‌ পরে ঢাকা হাইকোর্টের উকিল। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ ঃ আল হাদিস (১ম বর্ষ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৪০), মেসকাত শরীফ (১—৪ খণ্ড ১৯৫৪), উলুমিদ্দীন (১—৭ খণ্ড, ১৯৬৩), আদর্শ মানব (রসুল্লাহ সাঃ আঃ জীবনী—১৯৫৩), শরীয়ত শিখা (১৯৫৯), মানবধর্ম (ইসলামের অভ্যুত্থান ও ক্রমোন্নতির ব্যাখ্যা —১৯৪৪), ইসলামের রূপ (মওলানা মও দুদীর রেছালায়ে দীনিয়াতের বঙ্গানুবাদ— ১৯৫০)।

ফজলুল রহমন। কবি। রচনা ঃ ফৌজীর অনুবাদ।

ফজলুল হক্‌ সিকদার। নিবাস ঃ নন্দলাল গ্রাম, ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক সঙ্গীত ও গজলগীত লেখক। এঁর রচিত ৫০টি গজল গান 'মহাম্মদী এস্কে ভাণ্ডার' (১৩৪২) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

ফজলে রাবি (৪।৬।১৯৩৪—) এম্‌. এ। জন্ম ঃ ঢাকা, বাংলাদেশ। ঢাকা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছাপাখানার ইতিকথা (১৯৭৪)। অনুবাদ ঃ আধুনিক জগৎ ও মানব বিজ্ঞান (১৯৭২), আরব্য রজনী (১৯৭৪)।

ফজলেল হক, এ. কে. মৌলভী, এম্‌ এ., বি. এল্‌.। জন্ম ঃ চাহার, বরিশাল। কলিকাতা হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ী। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক (১৯০৮), নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি (১৯১৮), কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য (১৯৩৭), কলিকাতার মেয়র (১৯৩৭), পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর (১৯৫৬), কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা (১৯২৭), নবযুগ পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক ঃ ভারত সুহৃদ ঃ (বরিশাল)।

ফটিকলাল দাস বি. এ.। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গণিত সহচর, সংস্কৃত শিক্ষা সহচর ৩ খণ্ড, কারকপত্র, কুড়ানো ছেলে, সংস্কৃত ধাতুরূপ, **French Pronunciation.**

ফণিভূষণ আচার্য (১।৯।১৯৩১—) বি.এ। জন্ম ঃ মেদিনীপুর, স্থায়ী নিবাস ঃ করঞ্জি, পোঃ বালিসাই, জেঃ মেদিনীপুর। বর্তমান

নিবাস ঃ ১৪ জি, ষ্টেশন রোড্, কলিকাতা-৩১। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ ধূলি মুঠি সোনা (১৯৫৬), মনীষা কোথায় আছো (১৩৮৪), আমরা ভাসানে যাচ্ছি। উপন্যাস ঃ জ্যোৎস্নায় বাঘবন্দী খেলা (১৩৮০), হা রে কলকাতা। শিশুসাহিত্য ঃ সোনার সুটকেশ (১৩৮৫)। প্রবন্ধ ঃ নৌবিদ্রোহের ইতিকথা (১৩৮০)।

ফণিভূষণ কাব্যালংকার। সম্পাদক ঃ মাসিক শাস্ত্রগ্রন্থপ্রচার (১৩০৭)।

ফণিভূষণ ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ঈশপ গাথা (কাব্য-১৯১৮), বাল্যসঙ্গীত (কবিতা —১৯১৯ , ছোটদের সিরাজদ্দোলা (জীবনী —১৯৪৮)।

ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি. এ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তিন বন্ধু, চোর ও ডিটেক্‌টিভ্, অল্প-বুদ্ধি।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় (২৪।১।১৮৭৬—২৮।১।১৯৪২)। জন্ম ঃ তাল-খড়ী, যশোর, মৃত্যু ঃ কাশীধামে। পিতা ঃ সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য। ফরিদপুরের কোঁড়কাঁদ নিবাসী জানকীনাথ তর্করত্ন এবং নবদ্বীপের রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়নের পরে তর্কতীর্থ ও তর্কবাগীশ উপাধিতে ভূষিত, মহামহোপাধ্যায় উপাধি-প্রাপ্ত (১৯২৬)। কোঁড়কাঁদর চতুষ্পাঠী, পাবনা দর্শন চতুষ্পাঠী, কাশী টীকামণি সংস্কৃত কলেজের (১৯২৬) অধ্যাপক, পরে উপাচার্য শ্যাম্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক (১৯৩৫)। ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দু (যশোর), ভারতবর্ষ. মাসিক বসুমতী প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় এবং বিশ্বকোষ ও মহাকোষ প্রবন্ধ লেখক। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ১৭শ অধিবেশনে দর্শন শাখার সভাপতি (১৩৩২),—বাঙ্গালাভাষায় ন্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ন্যায় পরিচয় (১৩৩৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ন্যায়-দর্শন (বাৎস্যায়ন ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসহ) ৫ খণ্ড (১৩২৪—১৩৩৫), উদয়নাচার্যের ন্যায়বার্তিক (টীকাসহ), উদ্যোতকরের ন্যায়বার্তিক (টীকা সহ)।

ফণিভূষণ দত্ত। জন্ম ঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। 'নবদ্বীপ মহিমা'র লেখক কান্তিচন্দ্র বাড়ীর দৌহিত্র। আই. এস্ সি, এল্ টি. পাশ। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীচৈতন্য জাতক (১৯৩২)।

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ (মুখোপাধ্যায়) (১৮৯৩—১৪।১২।১৯৬৮)। পৈত্রিক নিবাস ঃ রাখনা পাড়া, বর্ধমান, নিবাস ঃ সাঁতরা-গাছি, হাওড়া। যাত্রাজগতে বড়ফণী নামে পরিচিত। প্রবেশিকা পাশ করে উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণকালে যাত্রাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রথমে জ্যৈষ্ঠতাত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যাত্রাদলে অভিনেতা। বাঁশের কেল্লা অভিনয় কালে হৃদ্‌রোগে মৃত্যু। অভিনেতা, অভিনয় শিক্ষক, পরিচালক ও পালাকার হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ —চলচ্চিত্রে অভিনেতা। সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৬৮)। প্রকাশিত গীতাভিনয় ঃ পূজনীয়া, ভাগ্য-দেবী, পাষাণী, রামানুজ, বাসুদেব, শৈব্যা বা হরিশ্চন্দ্র, সৈরিন্ধ্রী, হামির, চন্দ্রধর, একলব্য, যাত্রীর গৌরব, স্রোতের যাত্রী, জনক নন্দিনী, রূপ সাধনা প্রভৃতি। নাটক ঃ পুরোহিত।

ফণিভূষণ বিশ্বাস। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অভয়বাণী, পিরামিডের ক্ষুধা।

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৮—?) ছদ্মনাম ঃ ডাঃ মুখার্জি। নিবাস ঃ শ্যামবাবুর ঘাটরোড্, চুঁচুড়া, হুগলী। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চিকিৎসা

(হোমিওপ্যাথি), মাষ্টার সাহেব (উপন্যাস ১৯৩৭), কি করা যাবে (প্রবন্ধ ১৯৫০), গীতি ও গাথা (১৯৫২)।

ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৯১৬—)। জন্ম ঃ সেনহাটী, খুলনা। বর্তমান নিবাস ঃ নাকতলা কলিকাতা। পিতা ঃ সারদাকান্ত দাশগুপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। সরকারী ও বেসরকারী অফিসে, জীবনবীমা কোম্পানীতে, বিদ্যালয়ে ও ব্যাংকে কর্ম। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। গল্পলহরী, পুষ্পপাত্র, খামখেয়ালী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিচিত্রা, বসুমতী, শনিবারের চিঠি, শারদীয় যুগান্তর যুবশক্তি, ঘরে বাইরে, দেশ, অলকা, অগ্রণী, নব কল্লোল জয়শ্রী, সংহিতা, নব বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও উপন্যাস লেখক। যুগ্ম সম্পাদক ঃ মাসিক সংহিতা, নব বঙ্গদর্শন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ পুতুল (১৩৬৬), হারানো দিগন্ত (১৩৬৮), তোমায় নতুন করে পাব (১৩৬৮), নবজীবন (১৩৬৮, খালবিল পারের কাহিনী (১৩৬৮), শশিকবি (১৩৭৬), রাজ্যেশ্বরী (১৩৭৩), নবীনধানের মঞ্জরী (১৩৭৪)। গল্প ঃ উদয়াস্ত, (১৩৫৭, স্বদেশীবই (১৩৬০), নিশিদিন (১৩৭৫)। নাটক ঃ অস্বীকার (১৩৭৪)।

ফণীন্দ্রনাথ পাল (১২৮৮/১৮৮১ – ৭।৪। ১৩৪৬/১৯৩৯) বি. এ সাংবাদিক ও কথা সাহিত্যিক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ গল্পলহরী (১৩৩২-৩৬), গল্পারতি (১৩৩৭ ৩৮), যমুনা (১৩১৯-১৩৩০), ঝঙ্কার (১৩২২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ইন্দুমতী, সইমা (১৩১২), স্বামীর ভিটা, সুকুমার, জীবন্ত সমাধি, চক্রীর চক্র, পুষ্পরাণী, নারী, মধুমিলন, ছোট বৌ, মণিকাঞ্চন, ফিরে পাওয়া, শুভযোগ, বড় মা, রূপসী, ভৌতিক কাহিনী।

(ডঃ) ফণীন্দ্রনাথ বসু (আঃ ১৮৯৬— ১৯৩২) এম্. এ পি এইচ্ ডি। মৃত্যু ঃ নালন্দা, বিহার। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক। পরে বিহার শরীফে নালন্দা কলেজের অধ্যাপক। ইংরাজী ও বাঙ্গলায় বহু সাময়িক পত্রের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ Indian teachers of Buddhist university (মাদ্রাজ ১৯২৩), Indian Teachers in china (ঐ), Indian colony in champa Indian colony of siam, The H.ndu colony of Cambodia, The principles of Indian Silpa Sastra, A hundred years of Bengali Press, Life of Sri Asutosh Mukherjee, Story of two Ring (যুগলাঙ্গুরীয়ের অনুবাদ), স্যার প্রফুল্ল রায়ের জীবনী, স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ প্রতিমা মান সমান।

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১।১০।১৮৯৭/ ১৬।৬।১৩০৪—১২।৪।১৯৮১ / ২ ১২।১৩৮৭) জন্ম ও মৃত্যু ঃ কামারহাটি, ২৪ পরগণা। নিবাস ঃ আগরপাড়া, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সাগরদত্ত স্কুল থেকে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন ১৯১৫) সংস্কৃতে অনার্সসহ স্মৃতি ও দর্শন অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তিলাভ করে বি. এ (১৯১৯), বাঙ্গালায় এম্. এ (১৯২১)। সাংবাদিক। এম্. এ. পাঠকালে বসুমতী কার্যালয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সহকারী। ১০ বৎসর দৈনিক বসুমতীর সাংবাদিকের কাজ করার পর ৫ বৎসর সাপ্তাহিক হিতবাদীর সম্পাদক. ৪ বৎসর ফরওয়ার্ড অফিসের 'দৈনিক বাংলার কথা' ও বঙ্গবাণীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী। ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেনের অসুস্থতার কালে ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক

(নভেম্বর ১৯৬৯ পর্যন্ত)। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির স্নেহধন্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য (১৯৫৭)। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক ভারতীরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। সাহিত্য সমালোচক, নির্ভীক সাংবাদিক—স্বদেশসেবী ও সমাজসেবী। নিখিল ভারত সাময়িক পত্র সঙ্ঘের সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : ২৪ পরগণার গৌরব (জীবনী)।

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। জন্ম : মহেশপুর, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : সংশোধন।

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯২১—১০।৪।১৯৭৭/২০।১২।১৩৮৩)। নামান্তর : ফণীশ্বর রেণু, ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। জন্ম : পূর্ণিয়া, বিহার, মৃত্যু : পাটনায়। পিতা : খ্যাতনামা হিন্দী সাহিত্যিক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১০ বৎসর বয়সকালে পিতা আত্মহত্যা করায় লীলানাথ মণ্ডলের দ্বারা পালিত হওয়ায় ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও পরে ফণীন্দ্রনাথ রেণু বা ফণীশ্বরনাথ রেণু বা ফণীশ্বর রেণু নামে পরিচিত। কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর বন্ধু। সতীনাথ ও তাঁর স্ত্রীর উৎসাহে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। নেপালের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত—পাটনার জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনের সহযোগী। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : ময়লা আঁচল, দীর্ঘতপা, ঠুমরি। গল্প : গল্পসংগ্রহ।

ফণীন্দ্রনাথ রায় (×।২।১৮৮২—১২।৫।১৯৫৬)। জন্ম : মুঙ্গের বিহার, মৃত্যু : কলিকাতায়। অর্চনা সাময়িক পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : লয়, গীতা (পদ্যানুবাদ), বৃটিশ রাষ্ট্রনীতি, দাবদাহ (উপন্যাস)।

ফণীন্দ্রমোহন (নাথ) ঘোষ বি.এ.। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত কাব্য : ভারতভিক্ষা, শান্তিকণা, রসাঙ্কুর।

ফণী বসু (১৭।১৯৩১—)। নিবাস : চিত্তরঞ্জন পার্ক, নূতন দিল্লী। প্রকাশিত কাব্য : ক্যাক্‌টাস (১৯৬৯), দ্বিতীয় বৃত্ত (১৯৭৪), মনময়ূর (১৯৭৬)।

ফতন। অজ্ঞাত পরিচয় মুসলমান বৈষ্ণব কবি। রাধাকৃষ্ণপ্রেম লীলাগীতি রচয়িতা।

ফতেখান। অজ্ঞাত পরিচয় মুসলমান বৈষ্ণব কবি। রাধাকৃষ্ণলীলাগান রচয়িতা।

ফয়জাদ্দিন মুন্সি (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : রশিনামা, ভালেনামা, চিকিৎসা রত্নাবলী (১২৯৬)।

ফয়জ উল্লা সেখ (আঃ ১৫শ শতাব্দী)। রচনা : গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন কাব্য।

ফয়েজ আহমদ। জন্ম : মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা। ছড়া, শিশুসাহিত্য ও প্রবন্ধ লেখক। সাংবাদিক। শিশু সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৬) ছড়ায় পাণ্ডুলিপি পুরস্কার (বাংলা একাডেমি—১৯৬৪), ষ্টেট্‌ ব্যাংক অফ্‌ পাকিস্তান পুরস্কার (১৯৮০), অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার (১৯৮০), ভাসানী স্মৃতি পুরস্কার ১৯৮২ ও ব্যাঙ্ক পুরস্কার (১৯৮৩) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : পিকিং থেকে লিখছি (১৯৬৭)। স্মৃতিকথা : মধ্যরাতের অশ্বারোহী (১৯৮২)। শিশুসাহিত্য : জোনাকী (১৯৭৬), পুতুলী (১৯৭৬), রিমঝিম (১৯৫৫), বোকা আইভান (১৯৭৬), ছোটছেলে জামানের (১৯৮৩), হাতে খড়ি হে কিশোর, তা ধিন তা, বিন্দু (১৯৮৪)।

ফয়েজুন্নেসা চৌধুরী, নওয়াব (১৮৪৭-৪৮—১৯০৫)। নোয়াখালি জেলার পশ্চিম গাঁ-এর জমিদার। জনহিতকর কার্যে প্রচুর অর্থদাত্রী। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া কর্তৃক নওয়াব

উপাধিতে ভূষিতা। আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্না। প্রকাশিত গ্রন্থ: রূপ-জালাল (গদ্য ও পদ্যে ৫০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ—১৮৭৬)।

ফররুখ আহমদ (১০।৬।১৯১৮—১৯।১০। ১৯৭৪)। জন্ম: মাঝ-আইন, যশোর বাংলাদেশ। কলিকাতা রিপন কলেজ থেকে আই. এ., স্কটিশচার্চ ও পরে সেণ্ট্ পল্স্ কলেজ থেকে দর্শনে অনার্সসহ বি. এ উত্তীর্ণ। বিপ্লবী কমিউনিষ্ট্ মানবেন্দ্র রায়ের মতাদর্শের অনুরাগী ও র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট দলের সঙ্গে সংযুক্ত। ১৯৪৭ খ্রীঃ কলিকাতায় অবস্থানকালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। উদারপন্থী মুসলমান ও অধ্যাত্মবাদী কবি। পূর্বপাকিস্তান তথা বাংলাদেশ নিবাসী। ইক্‌বালের কবিতার অনুবাদক। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্টের প্রাইড্ অফ্ পারফরমেন্স সম্মানে ভূষিত (১৯৬৫)। বাংলাদেশ রেডিওর শিক্ষাবিভাগের পরিচালক। কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬০) ও আদমজী পুরস্কার প্রাপ্ত। বিনা চিকিৎসায় পুষ্টিহীনতায় মৃত্যু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বাঙ্গালাকাব্যে নূতন সুর ও জীবনাদর্শের প্রবক্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজুল মুনীরা (১৯৫২), মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩), হাতেম তায়ী (১৯৬৬), নতুন কাব্য (১৯৬৯), হে বন্য স্বপ্নেরা (১৯৭৬), ফর্‌রুখ্ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৫)। কিশোর সাহিত্য: পাখীর বাসা (১৯৬৫), হরফের ছড়া (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০)। অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদবধ কাব্যের অনুসরণে রচিত নাটক: নৌফেল ও হাতেম (১৯৬০)।

ফরহাদ খান (২৩।১২।১৯৪৫—)। জন্ম: আমলা, কুষ্ঠিয়া, বাংলাদেশ। বি. এ. অনার্স (১৯৬৮)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ (১৯৬৯)। বাংলা একাডেমির সহ-পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রতীচ্য পুরাণ (১৯৮৪)।

ফরহাদ মজহার (১৯৪৬—)। জন্ম: নোয়াখালি, বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এস্. সি। ঢাকা জনস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী। কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। আমেরিকায় অধ্যয়নরত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: খোকন ও তার প্রতিপুরুষ (১৯৭২), আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছো বিপ্লবের সামনে (১৯৮৩)। নাটক: প্রজাপতিলীলা লাস্য।

ফরিদুদ্দীন মৌলভী (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: জগদুদ্দীপক ভাস্কর (ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, ইংরাজী ও বাঙ্গালা—পাঁচটি ভাষার রচনায় সমৃদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা—১৮৪৬)।

ফাজিল শাহ্ (১৮৪৮—) কবি। রচিত কাব্য: প্রেমরতন।

ফাল্‌গুনী মুখোপাধ্যায় (৭।৩।১৯০৪—২৫।৪।১৯৭৫ / ১২।১।১৩৮২)। প্রকৃত নাম: তারাদাস মুখোপাধ্যায়। জন্ম ও মৃত্যু: নাকড়াকোন্দা গ্রাম, বীরভূম। আই: এ পর্যন্ত অধ্যয়ন। বঙ্গলক্ষ্মী মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: কাশবনের কন্যা (১৯৩০)। জীবনী: পরিত্রাতা বিজয়কৃষ্ণ (১৯৫৪)। উপন্যাস: হিঙ্গুর নদীর কূলে, আকাশ বনানী জাগে, ধরণীর ধূলিকণা, পথের ধুলো, জলে জাগে ঢেউ, ভাগীরথী বহে ধীরে, জীবন রুদ্র (১৯৪৯), চিতা বহ্নিমান (১৯৪৫), হে মোর দুর্ভাগা দেশ (১৩৫৬), জ্যোতির্ময় (১৯৪৭), তুঁহু মম জীবন (১৯৩৯), হৃদয় দিয়ে হৃদি (১৩৫২), স্বাধীনতা হীনতায় (১৩৫৩), মধুরাতিজাগর,

প্রিয়া ও পৃথিবী, আশার ছলে ভুলি, কালরুদ্র, নীলান্তক, উদয়ভানু, জাগ্রত যৌবন, বহ্নি-কন্যা। শিশুসাহিত্য ঃ গুণধর ছেলে। প্রবন্ধ ঃ স্বাধীনতা সংগ্রাম।

ফাহ্মিদা আমিন (১৬।১।১৯৩৬—) জন্ম ঃ মৌলভী লজ্, বাবুযান রোড্, টুট-পাড়া, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ ১০, শেরশাহ্ কলোনী, পোঃ বায়েজিদ্ বোস্তামী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। পিতা ঃ বিশিষ্ট শিক্ষা-বিদ্ ও গ্রন্থকার সালাহউদ্দীন আহম্মদ, মাতা ঃ সাঈদা খাতুন, স্বামী ঃ ডঃ এম্. আর্. আমিন-এম্. এস্. সি, পি. এইচ. ডি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬৮)। জাতীয় নারী পুনর্বাসন বোর্ডের চট্টগ্রাম শাখার ফিল্ড্ অর্‌গানাইজার ও সম্পাদিকা (১৯৭২-৭৪)। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত লেখিকা ও সমাজ সেবিকা। চট্টগ্রাম লেখিকা সঙ্ঘের সভানেত্রী, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থার চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভানেত্রী, বাংলাদেশ মহিলা সমিতির চট্টগ্রাম শাখার সহ-সভানেত্রী। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল উপ-দেষ্টা কমিটি, চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতাল সাংগঠনিক এবং কার্যকরী কমিটি, চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি, যোগীকল্যাণ সমিতি, সমাজকল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম জেলা নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউণ্ডেশন প্রভৃতির সদস্যা। রম্যরচনা, কবিতা, ছড়া, কিশোর-গল্প, বেতার কথিকা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, সঙ্গীত প্রভৃতি লেখিকা। চট্টগ্রাম বেতারের অন্যতম গীতরচয়িত্রী। অনন্যা ও কবিকণ্ঠের পরিচালিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রম্যরচনা ঃ নিমমধু (১৯৭৪). অনিবার্য কারণ বশতঃ। কাব্য ঃ একান্ত আপন (১৯৮৩)। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মৌ ঝুর ঝুর (ছড়া), টুমনার খেলাঘরে (কিশোর গল্প). যেতে যেতে পথে (ভ্রমণ কাহিনী), বিশ্বমানব মেলায় (হজের উপর বাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনী), মনের আঙিনায় (ব্যক্তিগত নিবন্ধ), প্রজাপতি রঙ্ ছড়ায় (কিশোর উপন্যাস)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ সৌরভ (শিশু সাহিত্য সংকলন)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ বর্ষবাণী (বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, চট্টগ্রাম শাখা)।

ফিরোজ চৌধুরী। প্রকাশিত কাব্য ঃ তুমি (১৩৮৭)।

ফুলকুমারী গুপ্ত (১৮৬৯–২।৩।১৯৩১)। নিবাস ঃ গুপ্তিপাড়া, হুগলী। পিতা ঃ শ্যামাচরণ সেন, স্বামী ঃ বর্ধমান নিবাসী শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত। মহিলা কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ সৃষ্টি রহস্য, অবসর কাব্য।

ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী (?—১৩৩২)। স্বামী ঃ প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী। সম্পা-দিকা ঃ নব্যভারত (১৩২৮-৩২)।

ফেলিক্স্ কেরী (২০।১০।১৭৮৬—১৮২২)। জন্ম ঃ মুলটন. ইংলণ্ড, মৃত্যু ঃ শ্রীরামপুর, হুগলী। পিতা ঃ উইলিয়ম কেরী। সাড়ে ছয় বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে ভারতে আগত। ১৪ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুর মিশনের কাজে উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সহায়ক উইলিয়ম কেরী কর্তৃক খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত (২৮।১২।১৮০০)। মিশনের ছাপাখানায় কর্মরত। মার্গারেট কিমলীর সঙ্গে বিবাহ (২৩।১০।১৮০৪)। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন। শ্রীরামপুরে আগত ডঃ টেলরের নিকট শল্য চিকিৎসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। ব্রহ্মদেশে মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য যাত্রা। ব্রহ্ম-ভাষা ও পালিভাষা শিক্ষা। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর ব্ল্যাকওয়েল নামক পর্তুগীজ রমণীকে বিবাহ। ব্রহ্মদেশে চিকিৎসা ব্যবসায়ে

খ্যাতিপ্রাপ্ত। শ্রীরামপুর থেকে ব্রহ্মদেশে ছাপাখানা নিয়ে যাবার সময় নৌকাডুবিতে স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ ছাপাখানার সলিল সমাধি। ব্রহ্মরাজ কর্তৃক দূতরূপে কলিকাতায় প্রেরিত। পুনরায় মিশনের কর্মে নিযুক্ত। যকৃতের রোগে ছয় মাস কষ্টভোগের পর মৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্রিটন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয় (১৮১৯), বিদ্যাহারাবলী (**Encyclopedia Britanica** এর অনুবাদ—ও শববাবচ্ছেদ সম্পর্কিত প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ, ১৮২০), শব-যাত্রাগ্রসরণ (১৮২১), ব্যবচ্ছেদ, স্মৃতিশাস্ত্র।

ফেলু ওস্তাগর (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম : ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ : আজায়ের চার ইয়ার (১২০৭)।

ফৌজিল শাহ (১৮৪৮ – ?)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : প্রেমের তল।

বকাউল্লা সেখ। বোকো সেখ নামে পরিচিত। যাত্রাদলের অধিকারী। যাত্রাদলটি বোকোর যাত্রা নামে জনপ্রিয় হয়। যাত্রাপালা ও সঙ্গীত রচয়িতা।

বগলাচরণ ভট্টাচার্য। বিধায়ক ভট্টাচার্য দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬।৬।১৮৩৮/১৩।৩।১২৪৫—৮।৪।১৮৯৪/২৬।১২।১৩০০)। জন্ম : কাঁঠালপাড়া, নৈহাটী, ২৪ পরগণা। পিতা : ডেপুটি যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পত্নী : রাজলক্ষ্মী, অগ্রজ : সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুজ : সাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়নের পরে কাঁঠালপাড়ায় প্রত্যাবর্তন (১৮৪৯), হুগলী কলেজে সাত বৎসর অধ্যয়ন কালে (১৮৪৯—) কলেজের বিভিন্ন বৃত্তি পরীক্ষায় ১ম স্থানাধিকারী। প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়ন (১৮৫৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (১৮৫৭) ১ম বিভাগে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ, বি এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে যদুনাথ বসু সহ ২য় বিভাগে বি. এ. পাশ (১৮৫৮)। আইন পরীক্ষার পূর্বেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদপ্রাপ্ত। ১২ বৎসর পর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৬৯)। ৩৩ বৎসর সরকারী চাকুরির পরে অবসর প্রাপ্ত (১৪।৯। ১৮৯১)। হুগলী কলেজের ছাত্রাবস্থায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে কবিতা লিখে পুরস্কার প্রাপ্ত (১৮৫৩)। বাঙ্গালা-ভাষায় প্রথম সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা। প্রথম সমালোচনা সাহিত্যের স্রষ্টা। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের রচয়িতা হিসাবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র নামে সম্মানিত। জনগণ কর্তৃক সাহিত্য সম্রাট উপাধিতে সম্মানিত। রায়-বাহাদুর (১৮৯২) ও সি আই. ই. (১৮৯৪) উপাধিপ্রাপ্ত। কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক, সাহিত্যেও নির্ভীকতা, মনন-শীলতা স্বদেশপ্রেম ও কবিত্ব প্রকাশিত ঘটনার বৈচিত্র্য, পরিমিতিবোধ, চরিত্রসৃষ্টিতে নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য, রোমান্সধর্মী মানস প্রবণতা, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি, মানবপ্রীতি, সূক্ষ্ম কৌতুকরস, মার্জিত রুচি—ভাবের উপযোগী কবিত্বময় ভাষা নির্মাণ প্রভৃতি গুণগুলি তাঁর রচনাবলীকে বাঙ্গালা সাহিত্যে উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস : Rajmohan's wife (১৮৬৪ খ্রীঃ Indian Field পত্রিকায় প্রকাশিত)। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : ললিতা ও মানস (১৮৫৬), কবিতা পুস্তক (১৮৭৮)। রোমান্স : দুর্গেশ-নন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) সীতারাম (১৮৮৭), । ঐতিহাসিক উপন্যাস :

রাজসিংহ (১৮৮২)। সামাজিক উপন্যাস ঃ বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)। বড় গল্প ঃ ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), রাধারাণী (১৮৮৬), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস (১৮৮৬), উপকথা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ—১৮৭৭)। রম্য রচনা ঃ লোক রহস্য (১৮৭৪), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১৮৮৪)। সমালোচনা ও প্রবন্ধ ঃ বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী (১৮৭৭), প্রবন্ধ পুস্তক (১৮৭৯), সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), বিবিধ প্রবন্ধ ১ম (১৮৮৭), বিবিধ প্রবন্ধ ২য় (১৮৯২), ধর্মতত্ত্ব ১ম (১৮৮৮), সহজ ইংরাজী শিক্ষা (৩য় সং ১৮৯৪), সহজ রচনা শিক্ষা (২য় সং ১৮৯৪)। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (১৯০২)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ বঙ্গদর্শন (১৭৭২—৭৬)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (?—৪।২।১৯-৭৬)। পিতা ঃ প্রবন্ধকার বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। চিত্র পরিচালক মধু বসুর সহকারী। মধু বসু ও অহীন্দ্র চৌধুরীর আত্মকথার অনুলেখক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ দীপালি।

বঙ্কিমচন্দ্র দাসগুপ্ত। শিশুদের উপযোগী নাটক রচয়িতা। প্রকাশিত নাটক ঃ গুরু রামদাস, বীর রমণী, চিতোর গৌরব, কর্ণ, নদের পাগল, রক্তের লেখা, আক্কেল গুড়ুম, হর্ষবর্ধন, প্রেমের পথে, টাকার পুজা, রাজ্যশ্রী।

বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র (× ।৬।১২৬৭ বঙ্গাব্দ—?) এম্. এ, কবিভূষণ (কাশী ১৯১৬)। পিতা ঃ নাট্যকার রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র। মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে প্রবেশিকা, মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ্. এ ও বি. এ, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম্. এ. (১৮৮১) ও বি এল্ (১৮৮১)। মুনসেফ (১৮৮৭), সাবজজ (১৯০৮), ছোট আদালতের জজ (১৯১৩)। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ চীবর, আকিঞ্চন (১৩২০)।

বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী বি. এ., বি. এল্। পূর্ণিয়ার আইনজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বীর কেশরী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, সম্রাট আকবর, মহাভারত মঞ্জরী (১৩৩১)।

বঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভক্তিভারতী (১৮৯২/১। ৯।১২৯৯—৯।৬ ১৯৬৮)। জন্ম ঃ ঘারিন্দা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। পিতা ঃ জগৎচন্দ্র সেন, মাতা ঃ চন্দ্রপ্রভা। নিবাস ঃ বাগবাজার, কলিকাতা। কলিকাতায় আগমনের পরে (১৯১৭) বেঙ্গলী পত্রিকার প্রুফ্ রীডার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুরোধে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক গ্রেপ্তার, হলে উক্ত পত্রিকার অস্থায়ী সম্পাদক (২৭।১১।১৯৩০—২০।৬। ১৯৩১)। এই সঙ্গে দেশ পত্রিকার সম্পাদক। আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখার জন্য গ্রেপ্তার (১৯৪২)। কলিকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনার পরে ঐশ্বরিক অনুভূতি প্রাপ্ত, সাধনায় নিমগ্ন (১৯৪৪)। বৈষ্ণবভাবের সাধক। মহাপ্রভুর বাণী প্রচারক। যৌবনে জগদ্বন্ধু সুন্দরের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। তাঁরই আদেশে নামপ্রচারে নিযুক্ত। বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে গ্রন্থ রচয়িতা। দেশ পত্রিকা থেকে অবসর (১৯৫৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গীত মাধুরী, লোকমাতা রাণী রাসমণি, নাম মাধুরী, জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে।

বঙ্কিম ব্রহ্মচারী (১৯২০ —)। জন্ম ঃ ডালিমচক, তমলুক (মহকুমা), মেদিনীপুর। পিতা ঃ মহেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, মাতা ঃ হৈমবতী। রিপন কলেজে অধ্যয়নের সময়ে দৈনিক

উষা পত্রিকার সাব্ এডিটররূপে যুক্ত (১৯৪৬), হলদিয়া বন্দর এলাকায় আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা (১৯৫৫—)। দৈনিক তীরভূমি (কাঁথি), সাপ্তাহিক মেদিনীপুর সমাচার, এবং সাপ্তাহিক প্রদীপ (তমলুক) পত্রিকায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাটা, সিদ্ধ সাধক স্বামী জ্ঞানানন্দ, স্বামী সর্বানন্দ। সম্পাদক: সাপ্তাহিক নয়া বাংলা (কলিকাতা - ১৯৪৮), মাসিক খেয়া (হলদিয়া—১৯৭৪)।

বঙ্কিমবিহারী দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: কুসুম যুগল (১৮৯৮), শ্মশান (১৮৯৭), ত্রিবেণী (১৯০১)।

বঙ্কিমবিহারী মল্লিক। জন্ম: বলাগড়, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: সেটেল্‌মেণ্টের কার্যবিধি।

বঙ্কিম ভৌমিক (২৮।১১।১৩৪৮/১৯৪২ —)। ছদ্মনাম: জগৎকিশোর ভৌমিক। জন্ম ও নিবাস: সাপটগ্রাম, গোয়ালপাড়া, আসাম। পৈত্রিক নিবাস: লক্ষ্মীপুর, সিরাজগঞ্জ মহকুমা, পাবনা। পিতা: অবনীভূষণ ভৌমিক, মাতা: রেণুবালা। সাপটগ্রাম বেঙ্গলী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কোকড়াছাড় কলেজ থেকে বি এ (গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৬৭)। পেশা: শিক্ষকতা। নিখিল আসাম নওজওয়ান সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির সদস্য, গোয়ালপাড়া জেলার সভাপতি শ্রীমৎ লীলানন্দ ঠাকুরের (পাগলা বাবা) আহ্বানে আসামের দরং জেলার বড়ঝাড় বীরেন্দ্রনগর আশ্রমে লীলানন্দ বিদ্যানিকেতনের অবৈতনিক প্রধান শিক্ষক ১৯৬৮-৭০)। সাপটগ্রাম ব্লক ইউথ কংগ্রেসের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্ (১৯৭৬), সাপটগ্রামে সাংস্কৃতিক মিলন মঞ্চের কার্যকরী সমিতির সদস্য। অভ্যুদয়, উদ্দীপন, সবুজপাতা ও সন্তবার্তায় গল্প ও ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাধক নীলানন্দ ঠাকুর প্রসঙ্গে (১৯৬৮), সেখ মুজিব জিন্দাবাদ (১৯৭১), বাঘা কাদের (১৯৭২)।

বঙ্কুনাথ ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সোনার ছবি, সাহিত্য সংকলন।

বঙ্কুবিহারী কর। প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ: মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মৌনী বাবা।

বঙ্কুবিহারী দাস। জন্ম: হরিনগর, শ্রীহট্ট। সম্পাদক: মাসিক গান ও গল্প (১৩৪৩)।

বঙ্কুবিহারী ধর। নাটক ও উপন্যাস লেখক। সম্পাদক: বসুধা ১৩১২-২১)। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: কাকীমা, গৌরীদান (১৯০৯), পিসীমা, কনে মা, বিষ বিবাহ, সতী কি কলঙ্কিনী বৌমা, বেয়ান ঠাকরুণ। নাটক: সুখের বাসর, রাবণ কন্যা মৈথিলী, উর্বশী উদ্ধার, বভ্রুবাহন, অঞ্জলি। বিবিধ: আর্যকাহিনী (জীবনী), গাভী পরিচর্যা।

বঙ্কুবিহারী সান্যাল। সম্পাদক: পাক্ষিক বঙ্গহিতৈষিণী (কালিঘাট ১২৮১)।

বক্তার খাঁ (১৯শ শতাব্দী) জন্ম: ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইমাম চুরী (১২৫০), সূর্য উজল (১২৪৬)।

বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিচন্দ্র। আদি নিবাস: বিক্রমপুর ঢাকা। পরবর্তী নিবাস: মূলাজোড়, নদীয়া। পিতা: কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনা: দুর্গামঙ্গল কাব্য।

বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য (আঃ ১৮৫২—১৯৩৯) বি. এ (১৮৭৮), বেদশাস্ত্রী। জন্ম: ইব্রাহিমপুর, ত্রিপুরা। পিতা: কুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য। কুমিল্লা শহরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক,—সোনামুড়া মহকুমার এস্ ডি ও, পরে ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা ও

ত্রিপুরা সমাজ সংস্কারক সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ত্রিপুরা জেলার হিন্দু মহাসভার সভাপতি। সরল বঙ্গভাষায় বেদের অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ঋগ্বেদসংহিতা ১ম খণ্ড, ১ম অংশ (অনুবাদ-১৯২৮), উপনয়ন (১৯৩০), অদ্ভুতকর্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস (১৯৩৬), প্রবন্ধ রত্নাবলী (১৩৪৫), ভারত চিত্রাবলী (১৩৪৫), আর্য জাতির উৎপত্তি ও দীর্ঘপ্রয়াস।

বঙ্গচন্দ্র মজুমদার। নিবাস ঃ ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সরমা বিলাপ (১৯০১)।

বঙ্গচন্দ্র রায় (৮।৮।১৮৩৯—২।১০।১৯২২)। জন্ম ঃ পাঁচ গাঁ, ঢাকা। পিতা ঃ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক রামগতি রায়। কিশোরগঞ্জ বিদ্যালয়, মৈমনসিংহ জেলা স্কুল ও ঢাকা কলেজের ছাত্র। ঢাকা পাগোজ বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৮৬৫)। ব্রাহ্মমন্দিরের আচার্য, ঢাকায় ইষ্টবেঙ্গল প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক ঃ শুভসাধিনী, মাসিক বঙ্গবধূ, The East.

বঙ্গচন্দ্র সেন। প্রকাশিত কাব্য ঃ কবিতাবোধ (১৮৮৬), কবিতা কুসুম (ত্রিপুরা, ১৯১৪)।

বজলুর রশীদ, আনম (১৯১১—) এম্. এ. বি. টি.। ঢাকায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। কবিতা উপন্যাস, নাটক ও ভ্রমণ কাহিনী লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ মরুসূর্য (১৯৬০), পান্থবীণা (১৯৪৪), শীতে বসন্তে, এক ঝাঁক পাখি (১৯৬৯), মৌসুমী মন (১৯৭০), রক্তকমল (১৯৭১)। উপন্যাস ঃ অন্তরাল (১৯৫৮), মনে মনান্তরে (১৯৬১), দুই সাগরের দেশে (১৩৭০), দ্বিতীয় পৃথিবীতে (১৯৬০), পথ ও পৃথিবী (১৩৭০), পথ বেঁধে দিল (১৩৬৭)। নাটক ঃ উত্তরফালগুনী (১৩৭১), একে একে এক (১৩৭৬), ঝড়ের পাখী (১৩৬৬), ত্রিমাত্রিক (১৯৬৬), ধান কমল (১৯৬৯), যা হতে পারে, শিলা ও শৈলী, সুর ও ছন্দ (১৩৭৩), সংযুক্তা (১৯৬৫), মেহের নিগার ও অন্যান্যিকা (১৯৬২)।

বটকৃষ্ণ দাস (১৯২৫—)। জন্ম ঃ শিবপুর, হাওড়া। পিতা ঃ মন্মথনাথ দাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শিক্ষক—কবি—নাট্যকার ও নাট্যনির্দেশক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পাখনা (কাব্য), টানেলে সূর্য (নাটক)।

বটকৃষ্ণ দে (২২।৭।১৯৩১/৬।৪।১৩৩৮—)। প্রথম জীবনে অধ্যাপক, পরে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার। বর্তমান নিবাস ঃ পতাউদি হাউস, নিউ দিল্লী। প্রকাশিত কাব্য ঃ মনোগন্ধা (১৯৬১)।

বটকৃষ্ণ সেন (৬।৪।১৩০১—২৭।৮।১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বক্ষ ঃ পরীক্ষা শিক্ষা। সম্পাদক ঃ হোমিও গেজেট।

বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কর্তৃপক্ষ হিন্দুমহিলার দুরবস্থা সম্পর্কে রচিত শ্রেষ্ঠ নাটকের জন্য ২০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে পুরস্কৃত। প্রকাশিত নাটক ঃ হিন্দু মহিলা।

বদন অধিকারী (১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ১৯শ শতকের ষষ্ঠ দশক)। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণযাত্রাকার। নিবাস ঃ শালিখা, হাওড়া। প্রথম জীবনে প্রেমচাঁদ যাত্রাওয়ালার ছোকরা—পরে নিজস্ব যাত্রাদলের সংগঠক ও পরিচালক। সুকণ্ঠ গায়ক। সঙ্গীত রচয়িতা। বৃন্দাদূতীর অভিনয়ে শিষ্য গোবিন্দ অধিকারীর সাহচর্যে প্রভূত যশের অধিকারী। যাত্রায় তুক্কো গানের মার্জিতরূপের প্রবর্তক। এঁর যাত্রায় জুড়িগান ছিল। রচিত কোন পালা পাওয়া না

গেলেও বাঙ্গালীর গান গ্রন্থে এঁর ১১টি গান সংকলিত হয়েছে।

বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ (১৯৩৬—) এম্. এ. জন্ম : পাঁচবিবি, রঙ্পুর, বাংলাদেশ। ঢাকায় বাংলাদেশ টেলিভিসনের প্রযোজক। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস : প্রত্যাবর্তন (১৯৬০), কাজল দীঘির উপকথা (১৯৬২), বর বর্ণিনী (১৯৬৩), সমুদ্রের ঢেউ (১৯৬৩), নূপুর নিক্কণ (১৯৬৯), বনচন্দ্রিকা (১৩৭৩), আজকের পৃথিবী।

বদরুদ্দিন ওমর (২০।১২।১৯৩১—)। জন্ম : বর্ধমান। স্থায়ী নিবাস : ঢাকা, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম্. এ. (১৯৫৫), অক্স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পি. পি. ই. (১৯৬১)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। রাজনীতিবিদ্। প্রবন্ধ গবেষণায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭২) ও ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৪) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬), সংস্কৃতির সংকট (১৯৬৭), সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৯), পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১ম খণ্ড (১৯৭০), ঐ ২য় খণ্ড (১৯৭৬), চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক (১৯৭২), ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঊনিশ শতকের বাঙালী সমাজ (১৯৭৪), বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট্ আন্দোলনের সমস্যা (১৯৭৪-৭৫), যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ (১৯৭৬), যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ (১৯৭৪), ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮০), বাংলাদেশের মার্কসবাদ (১৯৮১), **Politics and Society in East Pakistan and Bangladesh** (১৯৭৩), **Imperialism and general crisis to the Bourgeoisic in Bangladesh 1982, towards the emergence** (১৯৮৩)। শিশুসাহিত্য : আমাদের ভাষার লড়াই।

বদিউদ্দীনে কাজী। প্রাচীন বঙ্গীয় মুসলমান কবি। রচনা : চিগু ইমাল।

বনগোপাল মিত্র (?—২৮ । ১ । ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : সিউড়ি, বীরভূম। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্যায়াম শিক্ষা।

বনদুর্লভ (আঃ ১৮শ শতাব্দী)। নামান্তর : বলদুর্লভ। নিবাস : চট্টগ্রাম। রচনা : দুর্গাবিজয়।

বনবিহারী ঘোষাল। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রতিশ্রুতি।

বনবিহারী দাস। সম্পাদক : সাপ্তাহিক নয়া বাঙ্গালা।

(ডাঃ) বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮৮৫ —৫।৭।১৯৬৫)। পিতা : বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, অনুজ : শিল্পী বিনোদবিহারী। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। খ্যাতনামা চিকিৎসক—সাহিত্যিক। বনফুলের অধ্যাপক ও সাহিত্য সাধনায় প্রেরণাদাতা। বনফুলের অগ্নীশ্বর রচনার আদর্শ। স্যর্ আশুতোষের উপস্থিতিতে বিধবা ভগিনীর পুনর্বিবাহ সম্পাদনকারী। সমাজের অন্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ সাহিত্যসাধনার প্রধান লক্ষ্য। শনিবারের চিঠি, বঙ্গবাণী, বেপরোয়া (বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—১৯২৩) প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত উপন্যাস : দশচক্র, যোগভ্রষ্ট। ছোটগল্প : সিরাজের পেয়ালা, নরকের কীট্ প্রভৃতি।

বনমহারাজ (১৮৮০—)। সন্ন্যাসাশ্রমের পুরা নাম : ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, পূর্বাশ্রমের নাম : নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পিতা : রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। ২৩ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব

মিশনের অধ্যক্ষ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর নিকট দীক্ষা,— শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য ইংলণ্ডযাত্রা (১৯৩৩),—ইংলণ্ডে বাকিংহাম প্রাসাদে সম্রাট পঞ্চমজর্জ সম্রাজ্ঞী মেরী ও অন্যান্যদের নিকট কৃষ্ণকথা আলোচনা,— তৎ-পরে প্রুশিয়া গমন—জার্মানীতে আগমন— ডঃ গোয়েবলস্-এর চেষ্টায় ১২টি বিশ্ববিদ্যা-লয়ে বক্তৃতাদান,—ভিয়েনায় মহাপ্রভুর বাণী প্রচার,—স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাবের সভাপতিত্বে বিরাট সভায় সম্বর্ধনালাভ,—পুনরায় ইংলণ্ড গমন (১৯৩৯), জাপান সরকারের আমন্ত্রণে জাপান গমন,—ভারতে প্রত্যাবর্তন (১৯৪১), —গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী কেদার বদ্রী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ,—বৃন্দাবনে বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রতিষ্ঠা,—কোয়ার্টারলি জার্নালের সম্পাদনা (২২ বৎসর), ইউনেস্কোর আহ্বানে মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টার ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ্ হিষ্ট্রি অফ্ রিলিজিয়ন-এর অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগ-দান,—১২টি গ্রন্থ রচনা—বনমহারাজের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বেদের পরিচয়।

বনমালা (লতা) দেবী (৬।৯।১২৮৭/২০।১২।১৮৮০—১৮।৭।১৩০৭/৩। ১১। ১৯০০)। জন্ম : বরাহনগর, কলিকাতা, মৃত্যু : মধু-পুর, বিহার। পিতা : সমাজ সংস্কারক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী : জীবনীকোষ প্রণেতা শশিভূষণ বিদ্যালংকার, মাতা : রাজ-কুমারী। স্বগৃহে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে শিক্ষাপ্রাপ্তা। সম্পাদিকা : মহিলাদের রচনায় সমৃদ্ধ মাসিক 'অন্তঃপুর' (১৩৩৪-৩৭)।

বনমালী চক্রবর্তী (১২।২।১৮৭৫—১৬।৪।১৯৫৭) এম্. এ. (দর্শন ও সংস্কৃত), বেদান্ততীর্থ, বেদান্তরত্ন। জন্ম : শুক্তাগড়, বরিশাল, মৃত্যু : কলিকাতায়। পৈতৃক নিবাস : বরিশাল। পিতা : ধনগোপাল চক্রবর্তী। মাতা : ব্রহ্মময়ী, ১মা পত্নী : মোক্ষদা ২য়া পত্নী : উমাশশী। বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ৯ম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স (১৮৯২), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ৫ম স্থান অধিকার করে এফ্. এ. (১৮৯৫), দর্শন ও সংস্কৃতে অনার্সসহ বি এ (১৮৯৬), দর্শনশাস্ত্রে এম্ এ (১৭৯৭) এবং সংস্কৃতে এম্ এ, ১৯৯২). সংস্কৃত কলেজ থেকে বেদান্ততীর্থ এবং কাশী থেকে বেদান্তরত্ন। বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক (১৮৯৭—১৯০১) ও অধ্যক্ষ, কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ, কাশী হিন্দু কলেজের পরে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক, গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বিশেষ অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তদর্শনের অধ্যাপক—শ্রীনগর প্রতাপ কলেজের অধ্যক্ষ, শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপক আসাম সংস্কৃত এসো-সিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারি। প্রবাসী মডার্ন রিভিউ বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধর্মসমাজ ও স্বাধীন চিন্তা, কামরূপ হইতে কাশ্মীর (ভ্রমণ), **Present days of Sanskrit Learning in India.** সম্পাদিত গ্রন্থ : গোভিল গৃহ্যসূত্র।

বনমালী দাস। আসাম প্রবাসী বাঙ্গালী লেখক। বর্তমানে অরুণাচল প্রবাসী। গল্প, উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী লেখক। অনেক গল্প ইংরাজীতে অনূদিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উত্তর আকাশ (ভ্রমণ), মৌসুমী সুর (উপন্যাস)।

বনমালী দাস মহান্ত। সঙ্গীতজ্ঞ। প্রকা-শিত গ্রন্থ : সঙ্গীত সহায় (১৩২১)।

বনমালী সিদ্ধান্ত। নিবাস : ত্রিপুর,

রাজ্যের চাক্‌লা রোসনাবাদ। ত্রিপুরার কবি। রচনা: কৃষ্ণমালা (১৭৮৫-১৮০২), শ্রেণীমালা (১৭৬০ - ১৭৮৩)।

বন্দনা ধর (১।৭।১৯৩৮—) এম্‌. এ, বি. টি.। জন্মস্থান: চট্টগ্রাম শহর, বাংলা দেশ। ফরাসী সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্থ শিক্ষক। কবি। প্রকাশিত কাব্য: ঈশিতা (১৯৭৩)।

বনিজ মুহম্মদ (১৮শ শতাব্দী)। নিবাস: চট্টগ্রাম। রচনা: ইমামসাগর।

বন্দী মিশ্র। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবিদ্‌। পিতা: জগদীশ মিশ্র। প্রকাশিত গ্রন্থ: যোগসুধানিধি।

বন্দে আলি মিঞা (১৯০৬—২৭।৬।১৯-৭৯/১২।৩।১৩৮৬)। জন্ম: রাধানগর, পাবনা, মৃত্যু: রাজশাহী, বাংলাদেশ। পিতা: উমেদ আলি, মাতা: নেকাজান্নেছা। স্বগ্রামে মজুমদার একাডেমি থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। আই. এ. পাশ করার পর ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল ও গভর্নমেণ্ট্‌ আর্ট স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ,—কলিকাতা কর্পোরেশনের স্কুলের শিক্ষক। শৈশব থেকেই কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। অষ্টম শ্রেণীতে পাঠকালে প্রথম কবিতা 'ছিন্নপত্র' নাটোরের সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত। ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, ভারতী, কল্লোল, বিচিত্রা, পুষ্পপাত্র, উদয়ন, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রিকায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ নাটক প্রভৃতি প্রকাশিত। সহজ সরল ভাষায় প্রায় ২০০ গ্রন্থের লেখক। শিশু সাহিত্য রচনার জন্য খ্যাত। ১৯২৩ খ্রীঃ থেকে ১০ বৎসর কলিকাতায় বরাহনগরে কাশীদত্ত রোডে গ্রামাফোন কোম্পানীতে গান ও পালাগান রচয়িতা। বৌদিদি রেষ্টুরেন্ট ও বাঞ্ছারাম ঢ্যাং নামক হাসির নাটক দুটি নবদ্বীপ হালদারের অভিনয়ে জনপ্রিয়। শিশু সাহিত্যে ঢাকার বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬২)। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ নিবাসী। পল্লী-কবি হিসাবে প্রসিদ্ধ। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ: চোর ও জামাই (১৩২৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: ময়নামতীর চর (১৯৩০), অনুরাগ (১৯৩২), পদ্মানদীর চর (১৩৫৩), মধুমতীর চর (১৩৫৪), লীলা-সঙ্গিনী (১৩৫৭), সোনালী স্বপন (১৩৫৫), কাকলী (১৯৩৩), কচিপাতা (১৯৪৯)। সঙ্গীত: সুরলীলা (১৯৪২)। শিশু সাহিত্য: বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা (১৯৩২), গল্পের আসর (১৯৪০), কোরাণের গল্প (১৯৪১), পয়গম্বরের গল্প (১৯৪৩), হাদিসের গল্প (১৯৪০), কারবালার কাহিনী (১৯৪৫), মেঘকুমারী (১৯৩৬), মৃগপরী (১৯৩৭), ছোটদের বিষাদসিন্ধু (১৯৮৩), হরিণ (১৯৩৯), শিকারের গল্প (১৯৪৫), রামধনুকের দেশে (১৯৪৪), অরণ্যের বিভীষিকা (১৯৪৫), রূপবাণী (১৯৩৯), ভূতের হাতে (১৯৩৩), কোহিনূর (১৯৩৮), তিন আজগুবি (১৯৩৩), বোকা জামাই (১৯৩৭), শাহনামার গল্প (১৯৬২), কুচবরণ কন্যা (১৯৬১ , ঝিনুক কুমারী (১৯৬৪), গুপ্তধন (১৯৫৮), শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা (১৯৫৯), রীতিমত কাণ্ড (১৯৬৪), অতিবুদ্ধির বাহাদুরি (১৯৫৭), দুই বন্ধু (১৯৫৯), অতি চালাকির বিপদ (১৯৬৪), ডাইনীর বউ (১৯৫৯), পাতাবাহার (১৯৬০), সোনালী সকাল (১৯৬২), ছুটির দিন এলো (১৯৬১), রূপকথা (১৯৬০), চালাকী (১৯৬০), ভূতুরে কাণ্ড (১৯৬১), গুলিস্তার গল্প (১৯৬২), সুন্দর বনের বিভীষিকা (১৯৫৭), যেমন কর্ম তেমনি ফল (১৯৬৪), রাজকন্যা কাঞ্চনমালা (১৯৬৪),। উপন্যাস: বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (১৯৩১), নারী রহস্যময়ী (১৯৩৮), শেষ লগ্ন (১৯৪১), নীড় ভ্রষ্ট (১৯৪৫), ঝড়ের সংকেত

(১৯৪৮), নারী কলঙ্কময়ী (১৯৪৮), মনের ময়ূর (১৯৫৩), তাসের ঘর (১৯৫৪), দিবা-স্বপ্ন (১৯৫৪), অরণ্য গোধূলি (১৯৬১), ঘূর্ণি হাওয়া (১৩৫৪), জাগ্রত কীর্তন (১৩৫৬), অস্তাচল (১৩৪০), পরিহাস (১৩৪২), প্রেমের বহ্নিশিখা (১৩৫৮)। নাটক : মসনদ (১৯৩১), বনের ফুল (১৯৩৫), তিনটি নাটিকা (১৯৩৮), কামাল আতাতুর্ক (১৯৪৮), বৌদিদি রেষ্টু-রেণ্ট্ (১৯৪৯), জোয়ার ভাটা (১৯৫৫)। জীবনী : স্যার সৈয়দ আহমদ (১৯৩৬), কামাল আতাতুর্ক (১৯৩৭), রাবেয়া (১৯৩৮), চাঁদ সুলতানা (১৯৫৯), ছোটদের নজরুল (১৯৫৮), হযরত খাদিজ (১৯৫৯), হযরত ফাতেয়া (১৯৬০), ছোটদের গান্ধী (১৯৫৯), বলদর্পী হিটলার (১৯৬০), কথাশিল্পী শরৎ-চন্দ্র (১৯৫৯), হযরত আয়েশা (১৯৬১), ওমর ফারুক (১৯৬১), আব্রাহাম লিংকন (১৯৬১), হযরত আবু বকর (১৯৬১, হযরত আলী (১৯৬২), হাতেম তাই (১৯৬২), বিবি রহিমা (১৯৬২), সোহারা আরদী (১৯৬৩), হযরত আছিয়া (১৯৬৩), দুঃসাহসী কলম্বাস (১৯-৬৩), বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র (১৯৬৩), মাইকেল মধুসূদন (১৯৬৩), বীরাঙ্গনা চাঁদ-বিবি (১৯৬৩), হযরত মুসা (১৯৬৩), মুসলিম সতী নারী (১৯৬৩), সাধক কবীর (১৯৬৪, বেগম রোকেয়া (১৯৬৪), বিদ্যাসাগর (১৯৬৪), অগ্নি কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৯৬৪), টিপু সুলতান (১৯৬৪), মীর কাসেম (১৯৬৪), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৪), মুহম্মদ বিন কাসেম (১৯৬৮), হাজী মহসীন (১৯৬৯)। স্মৃতি-কথা : জীবনের দিনগুলি।

বনোয়ারীলাল গোস্বামী (১৮৬০–২২।৪।১৯৩৮ / ৯।১।১৩৪৫)। জন্ম : হাপাদিয়া, পাবনা। মোক্তারীপাশ করে বহরমপুরে আইন ব্যবসায়ী। বহরমপুরে সাহিত্য সমিতি ও সাংবাদিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। বৈষ্ণব সাহিত্যে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ও বিভিন্ন পত্রিকায় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখক, ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় দক্ষ। বহরমপুর পৌর-সভার সদস্য (২১ বৎসর)। মুর্শিদাবাদ হিতৈষী পত্রিকার সঙ্গে ৪৫ বৎসর সংশ্লিষ্ট। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : মুর্শিদাবাদ হিতৈষী। প্রকাশিত বৈষ্ণব গ্রন্থ : সাধক চিন্তামৃত, নরোত্তম আশ্রয় নির্ণয়।

বনোয়ারীলাল গোস্বামী। জন্ম : শান্তিপুর, নদীয়া। পিতা : জয়গোপাল গোস্বামী। গাইবান্ধা বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত—কবি। প্রকাশিত কাব্য : কাব্য-বাহার, খিচুড়ী পোলাও, বেণুবন। সম্পাদিত গ্রন্থ : গোবিন্দ দাসের কড়চা (ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন সহ)।

বনোয়ারীলাল চৌধুরী (? - ৪।৩।১৯৩১)। জন্ম : মৈমন সিংহের শেরপুরে জমিদার বংশে। বিলাতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৩৩১-৩৩, ১৩৩৬-৩৭)। সহ-সম্পাদক : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বনোয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : সানবান্ধা, বাঁকুড়া। সাবজজ্। প্রকাশিত গ্রন্থ : পূজাতত্ত্ব।

বনোয়ারীলাল মুখোপাধ্যায়। নিবাস : সৈঙ্গাবাদ, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ। সম্পাদক : পাক্ষিক মুর্শিদাবাদ হিতৈষী (১২৭৭)।

বনোরারীলাল রায়। কবি। প্রকাশিত কাব্য : জয়াবতী (১৯৬৫)।

বরকত উল্লাহ মহম্মদ (১৮৯৮—) জন্ম : ঘোড়াশাল, পাবনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : পারস্য প্রতিভা, মানুষের ধর্ম, নবীগৃহ-সংবাদ, নয়া জাতিস্রষ্টা হজরত মুহম্মদ, হজরত ওসমান, কারবালা ও ইমাম বংশের

ইতিবৃত্ত।

বরদাকান্ত ঘোষ, বিদ্যারত্ন। নিবাস: হাসাইল, ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সতীত্ব, পদ্যপ্রসূন, রাজভক্তি, অমৃতরেণু। শান্তি, অবকাশ, ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য, কায়স্থ সখা।

বরদাকান্ত দাস। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম: কৈবল্যানন্দ স্বামী। জন্ম: বামুনিয়া, কাঁথি, মেদিনীপুর। পিতা: গোবিন্দপ্রসাদ দাস। রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত সন্ন্যাসী। ধর্মপ্রচারক। প্রকাশিত গ্রন্থ: দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা পদ্ধতি (১৩৪২), বেদাধ্যায় (১৩৪৩)।

বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: বুদ্ধ (জীবনী—১৯১০)।

বরদাকান্ত মজুমদার। সম্পাদক: মাসিক পন্থা (১৩০৪)।

বরদাকান্ত মজুমদার। শিশুসাহিত্যিক। সম্পাদক: মাসিক শিশু (১৩১৯—২৪)। প্রকাশিত শিশুসাহিত্য: সতীচিত্র, বেহুলা, ভীষ্ম, পার্বতী, ধ্রুব, শৈব্যা, উষা, সতীরাণী, সাবিত্রী, সত্যবান, চন্দ্রহাস, সুভদ্রা, শর্মিষ্ঠা, আবার বলো, সীতা, চিন্তা, দময়ন্তী, খুকুরাণীর খেলা।

বরদাকান্ত সেনগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রতিভা (১২৯১), অতুলচন্দ্র (১৩০১), হীরাবাঈ (১৩০৯)।

বরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বৈষয়িক তত্ত্ব (১২৯০)।

বরদাচরণ ঘোষ, রেভারেন্ড (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক বঙ্গবধূ (খ্রীষ্টীয় তত্ত্বমূলক পত্রিকা—১৮৮২)।

বরদাচরণ মজুমদার, যোগীরাজ (×।৪। ১২৯৩—১।৮।১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)। নিবাস: কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ। আদি নিবাস: কুষ্ঠিয়া। পিতা: দক্ষিণাচরণ মজুমদার। কাঞ্চনতলা স্কুল থেকে এনট্রান্স, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে এফ. এ. ও বি. এ পাশ। নিমতিতা এইচ. ই. স্কুলের শিক্ষক, লালগোলা এস. এন. একাডেমির প্রধান শিক্ষক (২৫ বৎসর), পরে বরালা এইচ. ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তান্ত্রিক সাধক হিসাবে সমধিক খ্যাত। সাধনার সহযোগী: দক্ষিণাখণ্ডের সাধুবাবা ও বারাণসীর লালবাবা। সঙ্গীত সাধক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর গুরু, কবি নজরুল ইসলামের তান্ত্রিক সাধনার গুরু। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যোগ শিক্ষক। বিপ্লবী, সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যোগসাধনা বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থ: পথহারার পথ, দ্বাদশবাণী, Revealed Twelve.

বরদাচরণ মিত্র (১৩।১।১৮৬১—২৮।৬।১৯১৫)। জন্ম: কুমারটুলি, কলিকাতা। আদি নিবাস: চাকদহ, নদীয়া। পিতা: বেণীমাধব মিত্র। ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় ১ম স্থানাধিকারী (১৮৮২), ষ্ট্যাটিউটারি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৮৬)। জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৮৮), দায়রা জজ (১৮৯৪)। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সহ-সভাপতি (১৩১২—২২), কলিকাতায় বরপণ নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সদস্য। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন,—ইংরাজী ও বাঙ্গালায় কবিতা রচনায় দক্ষ। নব্য ভারত, ভারতী, প্রবাসী, বীরভূমি, সাধনা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লেখক এবং ক্যালকাটা রিভিউ, ইণ্ডিয়ান নেশন, থিয়োসফিষ্ট, রেইস এণ্ড রায়ত প্রভৃতি পত্রিকায় ইংরাজী প্রবন্ধ লেখক। ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় The English Influence on Bengali literature প্রবন্ধ লিখে সমালোচক হিসাবে

প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনী, মেঘদূত (বঙ্গানুবাদ—১৮৯৩), মহিম্ন স্তোত্র (বঙ্গানুবাদ, অবসর (কাব্য—১৮৯৪)।

বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : মিশরকুমারী, সত্যভামা, ডালিম, নর্তকী, নাদিরশাহ্, শ্রীদুর্গা, সুভদ্রা, কর্মবীর, সবুজ সুধা, একলব্য, প্রেমের তুফান।

বরদাপ্রসন্ন সোম, রায় বাহাদুর (১৮৪৪ —১৯১২) জন্ম : হুগলী চুঁচুড়ার জমিদার বংশে। হুগলী কলেজ থেকে প্রবেশিকা (১৯৬৬), ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউসন থেকে বি. এ (১৮৬৯), বি. এল্. (১৮৭০)। মুনসেফ্ পরে সাব্‌জজ্। অবসরপ্রাপ্ত (১৯০১)। রায়বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত (১৯-০৯)। ভট্টপল্লী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : গয়া ও গয়ালী, Relief Act.

বরদাপ্রসাদ চক্রবর্তী। সম্পাদক : গৌড়-প্রভা (১৩৩৬—৩৯ বঙ্গাব্দ)।

বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। অমিতাভ দ্রষ্টব্য।

(ডঃ) বরুণ চক্রবর্তী (১৪।৮।১৯৪২—) জন্ম : কটক, উড়িষ্যা। নিবাস : ৯/১, মনসাতলা লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩। পিতা : জীবেশচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা : প্রভাবতী। খিদিরপুর একাডেমি থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৯), সংস্কৃত কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৬১', আশুতোষ কলেজ থেকে বাঙ্গালায় অনার্স ও ষ্টারমার্ক সহ বি. এ. (১৯৬৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯৬৫) ও বি. এড্. (১৯৭৪), রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ্ ডি. (১৯৭৯)। খিদিরপুর একাডেমি (১৯৬৩), কোন্নগর হাইস্কুল ও নিউ আলিপুর মাল্টি-পারপাস স্কুলের শিক্ষক—আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের কর্মী,—বর্তমানে আকাশবাণীর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সহ-সম্পাদক। এসিয়ান ফাউণ্ডেশন ফেলোশিপ (১৯৬৩-৬৪), একাডেমি অফ্ ফোকলোর পুরস্কার (১৯৭৮) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ্ মেমোরিয়াল পুরস্কার (১৯৭৯) প্রাপ্ত। প্রথম রচনা : সুখের স্বর্গ ছোটগল্প যুগান্তরের ছোটদের পাততাড়িতে প্রকাশিত। কবিতীর্থ কালচারাল সোসাইটির সভাপতি। বৈদগ্ধ্য পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। প্রবাসী, সাপ্তাহিক বসুমতী, অমৃত, দৈনিক বসুমতী, সত্যযুগ, বৈদগ্ধ্য, আনন্দবাজার, ভারতবর্ষ, মরমিয়া প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : নীল আকাশের তারা (১৩টি গল্প - ১৯৬৫), সাহিত্য সমীক্ষা (১৯৬৬), বেঁটে বাচ্চুর গপ্পো (১৩৮৩), বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস (১৩৮৪), লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (১৩৮০', লোক-সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ (১৯৭৯), বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারত (১৩৮৯), বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র (১৯৭৯), টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য (১৩৮৮), লোক উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ (১৩৯০), বাংলা লোক সাহিত্যচর্চার ইতিহাস (১৩৯৩)।

বরুণ মজুমদার (৯।৯।১৯৪১ -) এম্. এ। জন্ম : শিবপুর, হাওড়া। নিবাস : ১৪০, রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া। বসুমতী পত্রিকার সাংবাদিক। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের সংবাদ পাঠক। সংবাদ পাঠক হিসাবে সর্বভারতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত। কবি। হাওড়া থেকে প্রকাশিত অভিনব অগ্রণী, নৈবেদ্য, সাহিত্যবাণী, সাথী, শতরূপা, সুকান্ত, হাওড়াবার্তা, হাওড়া কাহিনী, ভাবী যুগ

প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গল্প ঃ গল্প আরো গল্প। কাব্য ঃ রাত্রির ছায়া, নতুন যুগের স্বপ্ন। সম্পাদক ঃ সাত্ত্বিক (হাওড়া)।

বরুণ সেনগুপ্ত (১৯৩৪ –) । নামান্তর ঃ নবারুণ গুপ্ত। জন্ম ঃ বরিশাল জেলায়। উড়িষ্যা, বরিশাল ও কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রখ্যাত সাংবাদিক। আনন্দবাজার পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা। সোভিয়েট রাশিয়া (১৯৬৪), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৬৬) ও জাপান ভ্রমণকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সব চরিত্র কাল্পনিক, ইন্দিরা একাদশী. তোমরা কেমন আছো ? পালা বদলের পালা, বিপাক ই-স্তান, নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য প্রভৃতি।

বরেন বসু (১৯৩৭ – ৩০।১।১৯৮০/৮।১০। ১৩৮৬)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদানকারী, – মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সময়ে কমিউনিষ্ট্ পার্টিতে যোগদানকারী এবং পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত, পরে কলিকাতা কর্পোরেশনের চাকুরে। ঔপন্যাসিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত রংরুট উপন্যাস অভিনব স্বাদবিশিষ্ট। এই উপন্যাসের জন্যই লেখক খ্যাতিমান। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রংরুট (বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, রুশ ও চীনা ভাষায় অনূদিত), জঙ্গী ভিয়েৎনাম, বাবুরামের চিঠি, মহানায়ক, ফৌজ, প্রাক্তন, উপান্ত প্রভৃতি।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ সন্ন্যাসী বাওয়ালী (১৯৮২)।

বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বঙ্গবাসী এলোকেশী (উ ১৩০১)। সম্পাদক ঃ ইন্দিরা (১৩১১—১৩)।

বলদেব পালিত (১৮৩৫—৭।১।১৯০০) জন্ম ঃ বাঁকিপুর, বিহার, পৈতৃক নিবাস ঃ কোণাগ্রাম, হালিশহর, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ বাঁকিপুর প্রবাসী বিশ্বনাথ পালিত, পত্নী ঃ ভগবতী। বাঁকিপুর গুলজারবাগ বিদ্যালয়ের ছাত্র। ছাপরা দানাপুর মিলিটারি অফিসের কর্মচারী। অবসর গ্রহণ (১৮৮০)। দানাপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের (বর্তমান দানাপুর বলদেব একাডেমির) প্রতিষ্ঠাতা, বহু জনহিতকর কার্যে অর্থদাতা। সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ করে বাঙ্গলা কাব্যের সমৃদ্ধিসাধক। প্রকাশিত কাব্য ঃ কাব্যমঞ্জরী (১২৭৫), কাব্যমালা (১২৭৬), ললিত কবিতাবলী (১২৭৭ , ভর্তৃহরি কাব্য (১২৭৯), কর্ণার্জুনবধ কাব্য (১২৮২)।

বলরাম, কবিকঙ্কণ (১৬শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ মেদিনীপুর। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল রচনার গুরুস্থানীয়। রচনা ঃ চণ্ডীর উপাখ্যান।

বলরাম চক্রবর্তী, কবিশেখর (১৮শ শতাব্দী)। রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী কবি। রচনা ঃ কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান)।

বলরাম দাস (১৭শ শতাব্দী)। রচনা ঃ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

বলরাম দাস (১৫৩৭ খ্রীঃ— ?)। বৈষ্ণব পদকর্তা। জন্ম ঃ বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে কবিরাজ বংশে। গুরুদত্ত নাম ঃ নিত্যানন্দ দাস। পিতা ঃ কবি আত্মারাম দাস, মাতা ঃ সৌদামিনী। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য। খেতরীর মহোৎসবে অংশগ্রহণকারী। রচনা ঃ প্রেমবিলাস, গৌরাঙ্গাষ্টক, বীরচন্দ্রচরিত, রসকল্পসার, কৃষ্ণলীলামৃত, হাটবন্দনা, কুঞ্জভঙ্গের একুশপদ।

বলরাম দাস (১৬শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ শ্রীহট্ট। পিতা ঃ সত্যভানু উপাধ্যায়। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। দীক্ষার পরে কৃষ্ণনগরের নিকট

দোগাছিয়াবাসী। দোগাছিয়ায় শ্রীগোপাল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণবপদকর্তা। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ সম্পর্কিত পদগুলিতে নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের পদরচনায় কৃতিত্বের অধিকারী। বাৎসল্য রসের পদগুলি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

বলরাম দ্বিজ। রসসাহিত্যস্রষ্টা। জন্ম ঃ বর্ধমান জেলায়। বসুমতী ও অন্যান্য মাসিক পত্রিকার লেখক। সম্পাদক ঃ আর্য (বর্ধমান)।

বলরাম দ্বিজ। রচনা ঃ মনসার গীত।

বলরাম দেব। জন্ম ঃ চট্টগ্রামের অন্তর্গত নবগ্রামে। পিতা ঃ কমলাপতি দেব। রচনা ঃ স্বপ্ন অধ্যায়।

(ডঃ) বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (২৭।৭।১৯৪৬ —)। জন্ম ঃ গুসকরা, আউসগ্রাম, বর্ধমান। পিতা ঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ কাশীশ্বরী। গুসকরা পূর্ণানন্দ পাবলিক ইন্স্টিটিউসন থেকে হায়ার সেকেন্ডারী, মুর্শিদাবাদ কান্দী রাজ কলেজ থেকে বি এ. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ, ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্ ডি.। ভেঁপুর বি. এম্. এস্. পাবলিক ইন্স্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক। গুসকরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকার সাধারণ সম্পাদক। বর্ধমান, শারদীয় বর্ধমান, চন্দ্রভাগা বীরভূম, কাটোয়া প্রভৃতি পত্রিকায় বহুসংখ্যক প্রবন্ধ লেখক।

বলাইকৃষ্ণ গোল (১৯১৩—)। জন্ম ঃ হুগলী। ব্রতচারী সংগঠক। সম্পাদক ঃ বাংলার শক্তি, ব্যায়াম, ব্রতচারী সাথী।

বলাইচাঁদ মল্লিক (১৭।৮।১৮৫৪—১৯৩০) জন্ম ঃ বীরভূম জেলার সিউড়িতে পিতার কর্মস্থলে। পৈত্রিক নিবাস ঃ সিন্দুরিয়াপটি, কলিকাতা, মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ রসিককৃষ্ণ মল্লিক। মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে এনট্রান্স, মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ্. এ. উত্তীর্ণ। অধ্যাত্মচর্চার জন্য মাদ্রাজ, সিংহল প্রভৃতি স্থানে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ ও বেদাদি ধর্মগ্রন্থ অনুশীলনকারী। ধর্মসমন্বয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জ্ঞান-কথা, ধর্মসমন্বয় ও পন্থা, দৈব ও পুরুষকার, ভাগবতসার, শ্রীকৃষ্ণ ও জীব, চাণক্যশ্লোক, শ্রীকৃষ্ণলীলা, প্রেমধর্ম, প্রভুপ্রসাদ, বৈদিক নিত্যকর্ম পদ্ধতি, গীতাসার, শিবকালী, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও সন্ন্যাসিগণের ভক্তি, বৌদ্ধধর্ম, বেদ ও বৌদ্ধধর্ম, তত্ত্ববিদ্যা ও সাধন, ধ্রুব প্রহ্লাদ, **God in the universities, Universal Religion, The Five Daily Sacrlfices.**

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৯।৭।১৮৯৯/৪।৪।১৩০৬—৯।২।১৯৭৯/২৬।১০।১৩৮৫)। ছদ্মনাম ঃ বনফুল। জন্ম ঃ মণিহারী, পূর্ণিয়া, বিহার। আদি নিবাস ঃ শিয়াখালা, হুগলী, মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। মণিহারী স্কুল ও পরে সাহেবগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (১৯১৮, হাজারিবাগ সেন্ট্ কলম্বাস কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯২০), কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নের পরে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম্ বি. পাশ (১৯২৭)। ল্যাবরেটরিতে শিক্ষানবীশ, প্রথমে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায়ী—পরে মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার, পরে ভাগলপুরে স্বাধীন চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং প্যাথলজিষ্ট হিসাবে ৪০ বৎসর কর্ম। শেষজীবনে কলিকাতাবাসী (১৯৬৮)। কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধকার। সাহেবগঞ্জ স্কুলে পাঠের সময়ে মালঞ্চ পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত (১৯১৫)। পরে প্রবাসী, ভারতী ও অন্যান্য পত্রিকার লেখক।

ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য, সাহিত্য একাডেমির কাউন্সিলর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাগলপুর শাখার সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি। শরৎ পুরস্কার (১৯৫২), রবীন্দ্র পুরস্কার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত জগত্তারিণী পদক, ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট্. ও ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ (১৯৭৫) উপাধিতে সম্মানিত। তির্যকভঙ্গী, ভাবাবেগহীন স্পষ্টতা এবং ব্যঙ্গপ্রবণতা কবিতাগুলিকে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী করেছে। ছোটগল্পের প্রধান গুণ সংক্ষিপ্ততা। সাহিত্যের সকল শাখাতেই অবাধ বিচরণ, সকল শাখাতেই আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, আঙ্গিক বিষয়বস্তু ও চরিত্রের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য, ভাবাবেগহীন বৈজ্ঞানিকের সংযত ভাষায় বিশ্লেষণ, কবিতায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও কৌতুক, প্রেমের কবিতাতে ও ভাবাবেগহীন বক্তব্যের প্রকাশ, —বনফুলকে রবীন্দ্রোত্তরকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ তৃণখণ্ড (১৯৩৫), বৈতরণী তীরে (১৯৩৬), কিছুক্ষণ (১৯৩৭), দ্বৈরথ (১৯৩৭), মন্ত্রমুগ্ধ (১৯৩৮), মৃগয়া (১৯৪০), নির্মোক (১৯৪০), রাত্রি (১৯৪১), সে ও আমি (১৯৪২), ভুয়োদর্শন (১৯৪২), জঙ্গম ৪ খণ্ড (১৯৪৩—৪৫), সপ্তর্ষি (১৯৪৫), অগ্নি (১৯৪৬), স্বপ্নসম্ভব (১৯৪৬), নঞ তৎপুরুষ (১৯৪৬), ডানা ৩ খণ্ড ১৯৪৮ —৫৫), মানদণ্ড (১৯৪৮, ভীমপলশ্রী (১৯৪৯), কষ্টিপাথর ১৯৫১), স্থাবর ১৯৫১), নবদিগন্ত (১৯৪৯, লক্ষ্মীর আগমন (১৯৫৪), পিতামহ (১৯৫৪), বিষম জ্বর (১৯৫৪), নিরঞ্জনা (১৯৫৫), পঞ্চপর্ব (১৯৫৫), ভুবন সোম (১৯৫৭), মহারাণী (১৯৫৮), অগ্নীশ্বর (১৯৫৯), উদয় অস্ত ২ খণ্ড (১৯৫৯), দুই পথিক (১৯৫৯), ওরা সব পারে (১৯৬০), হাটে বাজারে (১৯৬১), তিন কাহিনী (১৯৬১), কন্যাসু (১৯৬২), সীমারেখা (১৯৬২), পীতাম্বরের পুনর্জন্ম (ডিকেন্সের Chirstan Caron অবলম্বনে ১৯৬৩), ত্রিবর্ণ (১৯৬৩), বর্ণচোরা (১৯৬৪), পক্ষী মিথুন (১৯৬৪), আলোর পিপাসা (১৯৬৪, গন্ধরাজ (১৯৬৬), মানসপুর (১৯৬৬), তীর্থের কাক (১৯৬৬), অধিক লাল (১৯৬৯), অসংলগ্না (১৯৬৯), রঙ্গতুরঙ্গ (১৯৭০), রৌরব (১৯৭০), রূপকথা এবং তারপর (১৯৭০), তুমি (১৯৭১), এরাও আছে (১৯৭২), সন্ধিপূজা (১৯৭২), নবীন দত্ত (১৯৭৪), আশাবরী (১৯৭৪, প্রথম গরল (১৯৭৬), সাত সমুদ্র তেরো নদী (১৯৭৬), অলকাপুরী (১৯৭৮, লী (১৯৭৮)। কাব্য ঃ বনফুলের কবিতা (১৯৩৬), চতুর্দশী (১৯৪০), অঙ্গারপর্ণী (১৯৪০), আহরণীয় ১৯৪৩), করকমলেষু (১৯৪৬), ব্যঙ্গ কবিতা (১৯৫৮), সুরসপ্তক (১৯৭০)। নাটক ঃ মধুসূদন (১৯২৯), শৃবন্তু (১৯৩৪, মন্ত্রমুগ্ধ (১৯৩৮), রূপান্তর (১৯৩৮), কঞ্চি (১৯৪৫, দশভান (১৯৪৫, ত্রিনয়ন (তিনটি নাটক—১৯৭৬)। গল্প ঃ বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বনফুলের আরো গল্প (১৯৩৮), বাহুল্য (১৯৪৩), বিন্দু বিসর্গ ১৯৪৪), আরো কয়েকটি গল্প (১৯৪৭, বন্ধনমোচন (১৯৪৮) তন্বী (১৯৫২), নব মঞ্জরী ১৯৫৪), ঊর্মিমালা (১৯৫৫), রঙ্গনা (১৯৫৬, অনুগামিনী (১৯৫৮), করবী (১৯৫৮, সপ্তমী (১৯৬০), দূরবীণ (১৯৬১), মণিহারী (১৯৬৩), ছিটমহল (১৯৬৫), প্রচ্ছন্ন মহিমা (১৯৫৭), এক ঝাঁক খঞ্জন (১৯৬৭), আসন্ন (১৯৭৩), সিনেমার গল্প (১৯৭৬), বহুবর্ণ (১৯৭৬, মায়া কানন, রাজা, অদ্বিতীয়া। প্রবন্ধ ঃ খনন (১৯৩২), ভুয়োদর্শন (১৯৪২), উত্তর ১৯৫৩), শিক্ষার ভিত্তি

(১৯৫৫), দ্বিজেন্দ্র দর্পণ (১৯৬৭), ভাষণ (১৯৭৮), হরিশ্চন্দ্র (১৯৭৯), মর্জিমহল (দিনলিপি)। আত্মজীবনী: পশ্চাৎপট। রম্যরচনা: চূড়ামণি রসার্ণব (১৯৭৬)। সংকলন: বনফুল রচনা সংগ্রহ ১৫ খণ্ড, ছোটদের ভালো গল্প (১৯৬১), গল্পসংগ্রহ ১ম (১৯৬১), ঐ ২য় (১৯৬৪), বনফুলের নূতন গল্প (১৯৭০), বনফুল বীথিকা (১৯৭৪), চতুরঙ্গ (১৯৭৪), দিবস যামিনী (১৯৭৭), বনফুল রচনাবলী ২২ খণ্ড।

বলাইচাঁদ সেন। সম্পাদক: মাসিক জ্ঞানচন্দ্রিকা (১৯৬০)।

বলাই প্রামাণিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: খেলাঘর।

বলাই বৈষ্ণব। খ্যাতনামা কবিয়াল।

বলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু (?—১৯৮৩)। জন্ম: কুষ্ঠিয়া জেলায়। পরে স্থায়ীভাবে নবদ্বীপ নিবাসী। বিজ্ঞানের স্নাতক। শিক্ষক,—সাংবাদিক। বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লেখক। প্রকাশিত কাব্য: মর্মবাণী।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২১।৭।১২৭৭/৬।১১। ১৮৭০—৩।৫।১৩০৬/২০।৮।১৮৯৯)। জন্ম: কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশে। পিতা: বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহ: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা: প্রসন্নময়ী দেবী, পত্নী: সাহানা দেবী। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ। স্বদেশী বস্ত্রের কারবারে উদ্যোগী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কর্মের সহযোগী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে খামখেয়ালী সভা প্রতিষ্ঠায় (১৮৯৯) উদ্যোক্তা। ভারতী, বালক, সাহিত্য, সাধনা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতা লেখক। বাঙ্গালা প্রবন্ধ সাহিত্যে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা। কবিত্বময় গদ্য-ভাষায় সাহিত্য সংস্কৃতি ও ললিতকলা বিষয়ক প্রবন্ধ রচয়িতা। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় দক্ষ। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: মাধবিকা (১৩০৩), শ্রাবণী (১৩০৪)। সমালোচনা: চিত্র ও কাব্য (১৩০১), সংকলন: বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী। সম্পাদিত পত্রিকা: সাধনা (১২৯৯)।

বল্লভ। প্রাচীন কুলপঞ্জীকার। রচনা: গ্রামভাব নির্ণয়।

বল্লভ দাস (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম: কুলিয়া, নবদ্বীপ, নদীয়া। নরোত্তমদাস ঠাকুরের সমসাময়িক। পিতা: শচীনন্দন, প্রপিতামহ: শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ বংশীবদন ঠাকুর। রচনা: বংশীলীলা (বংশী-বদনের জীবন অবলম্বনে পদ্যে রচিত), রস কদম্ব।

বল্লভ দেব। রচনা: পাণ্ডব বিজয়।

বশিষ্ঠ গোস্বামী (১৯৫০—)। জন্ম: মদনদিয়া, সদর ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: কলেজপাড়া, বনগ্রাম, ২৪ পরগণা। পিতা মণীন্দ্রনাথ গোস্বামী, স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ, সাহিত্যভারতী, মাতা: উমা। আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়', সাপ্তাহিক আনন্দমেলা, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, আজকাল, পরিবর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকার লেখক।

বশীর আলহেলাল (৬।১।১৯৩৬—) গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। জন্ম: তালিবপুর, মুর্শিদাবাদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. উত্তীর্ণ (১৯৬৬)। বাংলাদেশ-নিবাসী। বাংলাদেশ বাংলা একাডেমির পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: স্বপ্নের কুশীলব (১৯৬৭), প্রথম কৃষ্ণচূড়া (১৯৭২), বিপরীত মানুষ (১৯৭৭), ক্ষুধার দেশের রাজা (১৯৮২)। অনুবাদ: যুগোশ্লাভিয়ার ছোট

গল্প (১৯৮২), এশিয়ার লোক কাহিনী (১৯৭৯)। উপন্যাস ঃ কালো ইলিশ (১৯৭৯)। প্রবন্ধ ঃ সাম্প্রতিক কবি সাম্প্রতিক কবিতা (১৯৭৫)। নাটক ঃ সূর্যের সিঁড়ি (১৯৭৭)। কিশোর গল্প ঃ আনারসের হাসি (১৯৭৪)।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৯—১১।৫। ১৯৫৯)। ছদ্মনাম ঃ ফাল্‌গুনী, ব্রজানন্দ শর্মা, শ্রীদুষ্কর্মা, নষ্টাচার্য। জন্ম ঃ কাটোয়া, বর্ধমান, মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। নিবাস ঃ ১২৩/১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬। পিতামহ ঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়। ডাকবিভাগের কর্মী —সাংবাদিক। সাপ্তাহিক দীপালি (১২২৯) এবং মাসিক মহিলা (১৯৪৭) পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, জীবনী, প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্য সমেত ৪০টি গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সুন্দরী (উপন্যাস—১৯৩২), শাপমুক্তি (ঐ) মীরাবাঈ (নাটক), সতী (ঐ ১৯৩৬), বহ্নিবলয় (উপন্যাস—১৯৪১), সুরধুনী (কাব্য—১৯৪১), রবীন্দ্রের ছন্দ, পত্রচিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনী, বাসন্তিকা (কবিতা সংকলন), মণি ও মিনু (শিশু), উপরাগ, খঞ্জনী, মদিরা (১৯১৩), রূপ ও ধূপ, পঞ্চপাত্র, চিত্ত ও বিত্ত, সপ্তস্বরা, আলোচনী (প্রবন্ধ—১৯৪৩), সাহিত্যিকা, সাহিত্যকথা প্রভৃতি।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—৬।৯। ১৯৭৬)। জন্ম ঃ গোলিয়া বাঁকুড়া, পিতা ঃ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ রামসদয় চট্টোপাধ্যায়। খুল্লতাত ঃ প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯০৫), এফ্. এ. পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থানাধিকারী (১৯০৭), ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে ঈশান বৃত্তিসহ গণিতে বি. এ. (১৯০৯), গণিতে ও বিজ্ঞানে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ (১৯১১), সর্বভারতীয় হিসাব পরীক্ষায় প্রথম (১৯১১)। মধ্যপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গদেশে রেলবিভাগের একাউন্‌টেণ্ট্ জেনারেল। পুরীতে বাসুদেব মহারাজের কাছে সস্ত্রীক দীক্ষিত। ভারতবর্ষ, বসুমতী, হিন্দু, উজ্জীবন, দেবযান, পথের আলো, কল্যাণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভ্রমণ কাহিনী, সেবার মহিমা (কাব্য), সুরেশের শিক্ষা, ভগবৎ প্রসঙ্গ, প্রাকৃত প্রকাশ, সুনীতি (উপন্যাস), ধর্ম প্রসঙ্গ, ধর্ম ও সমাজ, Teaching of the upanisads। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ অনাদি মঙ্গল (রামদাস আদক রচিত), ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ, উপনিষদ ৩ খণ্ড, ব্রহ্মসূত্র (শঙ্কর ও রামানুজ ভাষ্যসহ), শতশ্লোকী গীতা।

বসন্তকুমার দত্ত। হোমিও চিকিৎসক। সম্পাদক ঃ মাসিক হোমিওপ্যাথি (১২৮২), বার্ষিক হানিম্যান (বৈশাখ, ১২৯০)।

বসন্তকুমার দাস (১৮৮৫— ?) বি এ. বি. টি. ফরিদপুর জেলা স্কুলের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বনলতা (কাব্য), বাসবদত্তা (গল্প) উমা সরল পথ।

বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৫।১১।১৮৮৬ —২৪।৬।১৯৭০) বি. এ. সরস্বতী। নিবাস ঃ চন্দননগর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গুরুগোবিন্দ সিংহ (হিন্দী ও ইংরাজীতে অনূদিত), ঘর ও পর, ব্যক্তি ও সমাজ সাধনা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সমাজ ও সহধর্মিতা, স্বরাজ সাধনা বা রাষ্ট্র সমাজ, সরলা, ভারতের মেয়ে, ভক্তিকণা, সতীসাধনা, কৃষ্ণার্জুন সংবাদ ৩ খণ্ড, রাষ্ট্রতন্ত্র, ধর্মবিজ্ঞান, সেকেলে মেয়ে ও জেসুইট, নিবন্ধ, নাগরিক, অভিব্যক্তির পথে মানুষ।

বসন্তকুমার বসু। সম্পাদক ঃ নির্মাল্য (১৩১৩—১৯)।

বসন্তকুমার বসু। জন্ম ঃ শ্রীরামপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বুদ্ধির বজরা, নেপাল রাজ্য, শান্তিময়ীর গল্প, শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস, কায়স্থ পরিচয়, মুন্সীপাল লীলা।

বসন্তকুমার বিশ্বাস। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বসন্তমালতীচূর্ণ (১৩০৫)।

বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ভূষণ। জ্যোতির্বিদ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সামুদ্রিক রহস্য, জ্যোতিষ রহস্য, জ্যোতিষ শিক্ষা, স্বপ্নফল বিজ্ঞান, জাতক রহস্য, নারী জাতক, বৃহৎ জ্যোতিষ সংগ্রহ, বিবাহ রহস্য, জাতক, প্রশ্ন গণনা, জ্ঞানযোগ, হংসচক্র, সংসার, খনার বচন, সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি।

বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, বিদ্যাবিনোদ। সম্পাদক ঃ পাবনা-বগুড়া হিতৈষী (পাবনা)।

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ পদ্মালয়া (১৮৯৭), গৃহদাহ (১৯০১)।

বসন্তকুমার রায়চৌধুরী (১৬।৩।১৮৯৫—) বি. এ., জন্ম ঃ কলিকাতা। নিবাস ঃ ৪৫এ, সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ ঃ দি রিপাবলিক (প্লেটোর অনুবাদ—১৯৫৫)।

বসন্তকুমারী দেবী (৬।১১।১৮৫৩—১২। ১।১৯৫০)। পিতা ঃ সাব্‌জজ্ রায়বাহাদুর তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ নিস্তারিণী দেবী, স্বামী ঃ রায়সাহেব প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মঞ্জরী (কাব্য—১৩০৮), হিমালয়ের যাত্রাপথে (ভ্রমণ)।

বসন্তকুমারী মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রণোন্মাদিনী (১২৯১)।

বসন্তকুমারী রায়। জন্ম ঃ রায়ের কাঠি, বরিশাল। স্বামী ঃ গ্রন্থকার নরনারায়ণ রায়। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতা মঞ্জরী, বসন্তকুমারী, রোগাতুরা, বাসন্তিকা, যোষিদ্বিজ্ঞান, বালিকা বিনোদ প্রভৃতি।

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (১৮৬০—৯। ১১।১৯৫২)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস ঃ বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া। পিতা ঃ রামনারায়ণ রায়। শিল্পী যামিনী রায়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য। পিতামহ গোপালচরণ রায়ের গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন করে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন, মৈথিলী, আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থাবলী, ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থে পাণ্ডিত্য অর্জনকারী, ৮০০ পুঁথি সংগ্রহ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অর্পণকারী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কারক ও সম্পাদক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কার ও সম্পাদনার জন্য নবদ্বীপের ভুবনমোহন চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ কর্তৃক বিদ্বদ্বল্লভ উপাধিতে ভূষিত। রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে মহারাজকুমার বিজয়কৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার (পরবর্তীকালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)-এর সদস্য ও সহ-সভাপতি (১৩৪০, ১৩৪৮ ৫৩), স্যর্ আশুতোষের ইচ্ছানুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার অধ্যাপক (১৯১৯-৩২) ও পুঁথি বিভাগের অধ্যক্ষ। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখক। ভাষাতত্ত্বের গবেষক। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী (১৯১৩) আনন্দীরাম বিদ্যাবাগীশের সারঙ্গবঙ্গদা গীতাভাষ্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (১৩২৩), বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১ম (অমূল্যচরণ ঘোষসহ, ১৩৩০), ঐ ২য় (১৩৩৩), কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন (অটলবিহারী ঘোষ সহ—১৩৩২), হরিলীলা (দীনেশচন্দ্র সেন সহ, ১৯২৭)।

বসন্ত রায় (১৪৩৩—১৪৮১)। নিবাস ঃ ভুরসুট পরগণায়। পিতা ঃ ভবানন্দ মজুম-

দ্বার। মতান্তরে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। বহু বৈষ্ণব পদের রচয়িতা। অপর রচনা ঃ বসন্তকুমার কাব্য, ধর্মসঙ্গীত, বসন্তে সুকুমার কাব্য।

বসন্ত রায় (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ ব্রাহ্মণবংশে। কায়স্থবংশীয় নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য। পরিণত বয়সে বৃন্দাবনবাসী। বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা।

বসন্তলাল মিত্র। নিবাস ঃ চন্দননগর, হুগলী। সঙ্গীতজ্ঞ,—সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। মাদ্রাজ থেকে সঙ্গীত পারিজাত ও কাশ্মীর থেকে সঙ্গীত রত্নাকর নামক সংস্কৃত পুঁথির আবিষ্কারক ও প্রকাশক। চন্দননগরে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গন্ধর্ব সংহিতা (সঙ্গীত বিষয়ক), বিবাহ বা উদ্বাহতত্ত্বে গূঢ় রহস্য (১৩১৬), নর্তকী নির্ণয় (বঙ্গানুবাদ—অসম্পূর্ণ)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত রত্নাকর (১৮৭৯), সঙ্গীত পারিজাত (১৮৭৯)।

বসিরুদ্দিন। জন্ম ঃ নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর। রচনা ঃ মছন্দনীর পাঁচালী।

বসুধা চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মানবতাবাদ (১৩৬৭)।

বর্হিদাস পাল। জন্ম ঃ হাওড়া। সম্পাদক ঃ তিলি বান্ধব (ব্যাঁটরা, ১৩১৬)।

ব্রজকিশোর (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ ২৪ পরগণার হালিশহরে বৈদ্যবংশে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ব্যাকরণ (১৮৪০)।

ব্রজকিশোর গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮৫৯)।

ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায় (রামনবমী / ১২।১৩৩৯—)। জন্ম ঃ কলিকাতায়। পিতৃভূমি ঃ ভাণ্ডারহাটী, হুগলী। পিতা ঃ বিখ্যাত হাস্যরসিক গায়ক ও অভিনেতা বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। বাল্যকালেই মাতৃ-পিতৃহীন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম্. ও বি এ. (স্পেশাল), বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ থেকে পুরাণরত্ন পরীক্ষায় ১ম স্থান ও সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত। ভবঘুরে জীবনে মিশনারীদের সঙ্গে বাস ও নানাদেশ ভ্রমণকারী। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কেরানী। পলিগ্লট্ (আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উপদেশে পরিবর্তিত নাম ঃ পলিগ্লট্ ইন্টার ন্যাশন্যাল) ভাষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। মূল জার্মান ভাষা থেকে দানিকেনের জীবনীর অনুবাদক, —নানা ভাষায় রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য সঙ্গীতের অনুবাদক। সহ-সম্পাদক ঃ পাক্ষিক নতুন ভারত।

ব্রজগোপাল রায় (৩১।৭।১৯৩৭—) বি. এ. (অনার্স), এম্. এ. বি. টি., ডিপ্. ইন্. ইংলিশ। জন্ম ঃ বীরপাশা, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। পিতা ঃ ইন্দ্রকুমার রায়, মাতা ঃ ক্ষমাঙ্করী। ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী। ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদক ঃ ভাস্কর (ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের বার্ষিক মুখপত্র,— ১৯৬৪)।

(ডঃ) ব্রজদুলাল চক্রবর্তী (৬।৬।১৯৩৯—) এম্. এ. (বাঙ্গালা) বি. এল্., পি. এইচ্. ডি.। জন্ম ঃ পুরুলিয়া শহরে। আদি নিবাস ঃ রামচন্দ্রপুর, পুরুলিয়া। পিতা ঃ অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী (স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী), মাতা ঃ শৈলবালা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী ও সহকর্মী। আইন ব্যবসায়ী (১৯৬৪)—সমাজসেবী ও সিদ্ধযোগী। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন (কলিকাতা), বঙ্গসাহিত্য সমিতি (পাটনা কলেজ) ও শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম রিলিফ সোসাইটির আজীবন সদস্য। আনন্দম্, শতদল, যুগান্তর প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও কবিতা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শরৎ সাহিত্যে

নারী, সাহিত্য কথা (১৩৭৫), শরৎ সাহিত্য জিজ্ঞাসা (১৩৮৩), সাধু কিরণচাঁদ (১৯৭৭), ঐ হিন্দী (১৯৭৯), মা সরোজবালা (১৩৮৭)।

ব্রজনাথ চন্দ্র (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : নীতি কলিকা (শিশুদের কবিতা—১৮৯৮)।

ব্রজনাথ তর্কভূষণ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালা অভিধান (১৮৩৮)।

ব্রজনাথ দত্ত (১২৫৫—৩০।১২।১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর সন্নিহিত কাইগ্রামে সুবর্ণবণিক বংশে। পিতা ঃ রাধামোহন দত্ত, মাতা ঃ ইচ্ছাময়ী। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদ শহরের অধিবাসী। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীশ্রী বৈষ্ণব গোঁসাইএর লীলা, ভক্তি ও ভক্ত (১৯০১), ভাবামৃত (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, ১৯০৯)।

ব্রজনাথ দাস। নিবাস ঃ হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সন্ধি সংগ্রহ (হুগলী—১৮৬৭)।

ব্রজনাথ বন্ধু (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক আক্কেল গুড়ুম (দ্বিভাষিক পত্রিকা —১৮৪৭), হিন্দুবন্ধু (১৮৪৭)।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন (১৯শশতাব্দী)। স্মার্ত পণ্ডিত। সম্পাদক ঃ মাসিক আর্যবিদ্যা-সুধানিধি (ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী সহ—১২৮৫), ব্যবস্থা সংগ্রহ (১৮৭৯)।

ব্রজনাথ বিদ্যালংকার (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উদ্ভিদ শিক্ষা, ভূগোল (অনুবাদ)।

ব্রজনাথ রায় ১০।১২।১৯৫৪/২৪।৮।১৩৬১ —) বি. এ. কোবিদ, বিদ্যারত্ন। জন্ম ঃ চুপী, পূর্বস্থলী বর্ধমান। পিতা ঃ বিশ্বনাথ রায়, মাতা ঃ কমলা। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। প্রকাশিত কাব্য ঃ প্রতিবাদ (১৯৮১)।

ব্রজবল্লভ রায়। জন্ম ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক সুবোধিনী (১২৯৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পিতৃতর্পণ (১২৯৬, সন্তপ্ত সহোদর (১৩০৪), কল্পতরু (১৩০৭), ঊষা-মঙ্গল (১৩০৯), চুয়া ও চন্দন (১৩০৯), প্রেম ও পত্নী (১৩১৮) আয়ুর্বেদের ইতিহাস (১৩২০), রাজর্ষি সংসারচন্দ্র সেন (১৩২২)।

ব্রজবালা দেবী, সরস্বতী। জন্ম ঃ সাময়াই, মৈমনসিংহ বাংলাদেশ। রচনা ঃ লক্ষ্মীর ব্রতকথা।

ব্রজবিহারী বর্মন (১৯০১—১০।১২।১৯-৬০)। জন্ম ঃ নোয়াপাড়া মৈমনসিংহ, অধুনা বাংলাদেশ। বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষের আর্য পাবলিশিং হাউসের দায়িত্বশীল কর্মী। পরে নিজের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক সাহিত্য প্রকাশের জন্য বর্মণ পাবলিশিং হাউসের প্রতিষ্ঠাতা, মহাপ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। স্বরচিত গ্রন্থ এবং নরেন রায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির রাজনৈতিক ও বিপ্লবাত্মক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দুই বৎসর কারাদণ্ডিত (১৯৩০) ও বহু গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত। কারাবাসকালে কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জির রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, মুক্তির পরে মার্ক্সীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের অপরাধে 'ক্রিমিন্যাল এমেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট'-এ পুনরায় গ্রেপ্তার (১৯৩৩), প্রেস বাজেয়াপ্ত। মুক্তির পরে পুনরায় রাজনৈতিক গ্রন্থাবলীর প্রকাশক। মার্কস্, এঙ্গেল্স্, লেনিন, ষ্ট্যালিন প্রভৃতির গ্রন্থের অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ক্ষুদিরাম (১৯২৪, বাজেয়াপ্ত), বাঙ্গালী বীর যতীন দাস, তরুণ বাঙ্গালী (১৯২৯, বাজেয়াপ্ত), ফাঁসীর সত্যেন (১৯৩০ বাজেয়াপ্ত) প্রভৃতি।

ব্রজমোহন চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ মাসিক কৌস্তুভকিরণ (১৮৪৯), সংবাদ রত্নাবলী (১৮৪৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৈরাগ্য শতক (১৮৫৪), নীতিশতক।

ব্রজমোহন দাশ (১৩০৪—৭।৬।১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ শালিখা, হাওড়া। পিতা ঃ গোবর্ধন দাশ। হাওড়া—শালিখা গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সম্পাদক, রবি-বাসরের সদস্য। কবি ও সাহিত্যিক। বহু গ্রন্থের লেখক ও সম্পাদক। সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ শিশুবার্ষিকী, আহরিকা, মাধুকরী, জলধর কথা প্রভৃতি।

ব্রজমোহন মজুমদার (আঃ ১৭৮৪—৬।৪। ১৮২১)। পিতা ঃ রাধাচরণ মজুমদার। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কারের সহযোগী ও শিষ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সম্বাদ (পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লিখিত—১৮২০)।

ব্রজমোহন রায় (১২৩৮—১২৮৩)। জন্ম ও নিবাস ঃ তেঁতুলিয়া, জিরাট বলাগড়, হুগলী। জাতিতে ব্রাহ্মণ, পিতা ঃ রামলোচন রায়। বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষার পর মহাজনের গদিতে মুহুরি, পরে আবগারি বিভাগের নাজির, পরে পাঁচালী ও যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠাতা (১২৭৯),—যাত্রাপালা লেখক। রচিত যাত্রা নাটক ঃ অভিমন্যুবধ, রামাভিষেক, কংসবধ, তারকাসুরবধ, দানব বিজয়, লক্ষ্মণ বর্জন, সাবিত্রী সত্যবান, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, শতস্কন্ধ রাবণবধ। রচিত পাঁচালী পালা ঃ শিববিবাহ, আগমনী, বিজয়া, ভগবতী-গঙ্গা বিবাদ, কাশীখণ্ড, রামলীলা, রাম বনবাস, গোষ্ঠলীলা, কলঙ্ক ভঞ্জন, মান ভঞ্জন, দান খণ্ড, অক্রুর সংবাদ, মথুরা লীলা, নন্দ বিদায়, প্রভাস চরিত, সুভদ্রা হরণ, গৌরাঙ্গ চরিত, ঋতু সংহার, অকাল বর্ণন, বিরহ, ইয়ং বেঙ্গল, কুলীনের কীর্তি বাবুদের কীর্তি, ৭১ সালের ঝড়, দ্বিতীয় ঝড়, বাণীর বর্ণনা, ডিউক আগমন, ইন্‌কাম ট্যাক্‌স্‌, প্লেগ, খেউড়।

ব্রজমোহন সিংহ (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার লেখক। সম্পাদক ঃ সম্বাদ রত্নাকর (১৮৩০)।

ব্রজলাল চট্টোপাধ্যায় (২৮।১০।১৯১২—) ছদ্মনাম ঃ জয়ন্তকুমার। জন্ম ঃ মহেশতলা, ২৪ পরগণা। নিবাস ঃ ২৪৩।৭, শিবপুর রোড্‌, হাওড়া। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীঅরবিন্দ (১৯৪৯), ভাগবত প্রকাশ (১৯৫২), স্বামী স্বরূপানন্দ (১৯৪৫), ভাগবত আলো (১৯৫০), **Swami Swarupananda Maharaj.**

ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় (?—১৩৩৪)। হাইকোর্টের এটর্নি (১৯০৩)। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ভারতবর্ষ পত্রিকায় বেদ সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ লেখক। উড্‌রফ্‌ সাহেবের শক্তি ও শাক্ত গ্রন্থের তথ্যপূর্ণ ভূমিকা লেখক।

ব্রজলাল সেন। জন্ম ঃ আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। কবি। রচনা ঃ চণ্ডীমঙ্গল।

ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী (১৪।৭।১২৩৭—২৩। ১১।১২৭৪ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ টেঙাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর খুল্লপিতামহ। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ মাধব সুলোচনা, স্বর্ণ সিন্দুর সিংহ বা গৌর-লাল সিংহ (প্রহসন)।

ব্রজসুন্দর দাস। কটকপ্রবাসী। সম্পাদক ঃ মাসিক মুকুর (কটক)।

ব্রজসুন্দর মিত্র (২৪।৩।১২২৭—৩।৯।১২-৮২ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ ঢাকার বুতুনি সিমুলিয়ায় মাতুলালয়ে। পিতা ঃ ভবানীপ্রসাদ মিত্র। শৈশবে পিতৃহীন। ঢাকায় ও কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ও সমাজ

সংস্কারক। কলিকাতা জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্ ইন্‌স্টিটিউসনে পাঠ সমাপ্তির পূর্বেই ঢাকায় কমিশনারের অফিসে কেরাণীর পদপ্রাপ্ত, —পরে ডেপুটি কালেক্‌টর (১৮৪৫), আবগারী কালেক্‌টর (১৮৫১)। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ (১৮৪৭)। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, বিধবাবিবাহ প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার, বহুবিবাহ রোধ, মদ্যপান নিবারণ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ। ইতিহাস, দর্শন ও পারশ্যভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা,—মনোরঞ্জিকা ও ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকার অন্যতম প্রবর্তক। প্রকাশিত গ্রন্থ: চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ (১৮৬৯)।

ব্রজসুন্দর রায় (আঃ ১২৭১—১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: বানিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট। রঙ্‌পুর জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক, শিলং কীন কলেজের অধ্যক্ষ। সম্পাদক: **Indian Messenger** (ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা কুসুমমালা (কাব্য—১৮৭২), ইসলাম গৌরব (প্রবন্ধ)।

ব্রজসুন্দর সান্যাল। সম্পাদক: উৎসা (১৩০৭—১৩১০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: মুসলমান বৈষ্ণব কবি (১৩১৩), আজগুবি গল্প, চণ্ডীদাস চরিত, মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্তুজা (১৩১১)।

ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা (১৮৮১—২৭।১১।১৯৭৫)। জন্ম: আগরতলার রাজবাড়ীতে, মৃত্যু: আগরতলায়। পিতা: ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর (১৮৯৬—১৯০৯)। স্বাধীন ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী। লালুকর্তা নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে বহুদিন অতিবাহিত। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ যাত্রার সঙ্গী। ত্রিপুরার ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশিত।

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, আচার্য (৬।১।১২৮১—২০।৭।১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: বালিহার, রাজশাহী। পিতা: হরিপ্রসাদ ভাদুড়ী (ভট্টাচার্য)। মৈমনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার-পত্নী বিশ্বেশ্বরী দেবীর দত্তকপুত্র। দানবীর, দেশভক্ত, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতানুরাগী। বাঙ্গালার অগ্নিযুগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সংগঠনে পাঁচলক্ষ টাকা দাতা। তাঁরই চেষ্টায় শ্রীঅরবিন্দের পরিষদের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে লক্ষাধিক টাকা, বিপ্লবী যুগান্তর দল, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, বহু চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যার্থে প্রভূত অর্থদাতা। টাউন ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম কোষাধ্যক্ষ, ভারত সঙ্গীত সমাজের অন্যতম সদস্য। নাট্যশিল্পী, দক্ষ পাখোয়াজবাদক। উদ্যানবিদ্যা বিষয়ে নানাবিধ প্রবন্ধ রচয়িতা। অনূদিত গ্রন্থ: সঙ্গীত পারিজাত, রাগবিরোধ, সঙ্গীত রত্নাকর।

ব্রজেন্দ্রকুমার উকিল (১৩০৭—) এম্. এ, বি. এল্, জন্ম: সান্দিকোণা, মৈমনসিংহ। সম্পাদক: সাপ্তাহিক ভাস্কর (মৈমনসিংহ)।

ব্রজেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী (৫।১১।১৩৩৫—)। জন্ম: নবদ্বীপ, বাংলাদেশ। পিতা: প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী। বর্তমান নিবাস: পারুলিয়া, পূর্বস্থলী, বর্ধমান। পারুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সঙ্গীতজ্ঞ,—পারুলিয়া আনন্দলোক সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছবি ও ছড়ায় নীতিকথা।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে, পালাসম্রাট (১।২।১৯০৭—১২।৩।১৯৭৬)। জন্ম: গয়ঘর, মাদারী-

পুর মহকুমা, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ ১১, দেবীতলা রোড্, ইছাপুর, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ হরকিশোর দে, মাতা ঃ ক্ষীরদা সুন্দরী। ম্যাট্রিকুলেশন (১৯২৩), আই এস্ সি. (ক. বি. ১৯২৫), বি. এ (১৯২৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকনমিক্স্-এ এম্. এ. (১৯২৯), বি টি. (১৯৩৭)। কলিকাতা তালতলায় ওরিয়েণ্টাল ট্রেনিং একাডেমির সহ-শিক্ষক (২।১।১৯৩০—৩১।১২। ১৯৩০), হাওড়া বাইনান বামনদাস হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক (২৬।১।১৯৩১—২৫।৭। ১৯৩৭), কার্তিকপুর (ফরিদপুর, বর্তমান বাংলাদেশ) হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক (২০। ৭।১৯৩৭—১৪।১১।১৯৪৪), ইছাপুর নর্থ-ল্যাণ্ড্ ইংলিশ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক (২১।১২।১৯৪৪—৩১।১।১৯৬৯)। রূপমঞ্চ, অভিনয় প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর ছাত্র। বিখ্যাত যাত্রানাটক ও মঞ্চনাটক রচয়িতা। মোট ২০৮টি গ্রন্থের লেখক। যাত্রানাট্যে নূতন আঙ্গিক সহ আধুনিকতার প্রবর্তক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পালাসম্রাট উপাধিতে সম্মানিত (১৯৬৭), মোহন অপেরা কর্তৃক সম্বর্ধিত (১৯৮১), অভিনয় পত্রিকা আয়োজিত সম্বর্ধনায় লোকনাট্য গুরুরূপে সম্মানিত (১৯৮২)। প্রকাশিত যাত্রা নাটক ঃ স্বর্ণ-লঙ্কা (১৯২৬), বজ্রনাভ (১৯৩১), লীলাবসান (১৯৩৪), চাঁদের মেয়ে (১৯৩৬) দেবতার গ্রাস (১৯৪৪), মায়ের ডাক (নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে, ১৯৪৫), উজানীর চর (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে, ১৯৪৬), লোহার জাল (১৯৫৯), বালির বাঁধ (আসামের দাঙ্গার পটভূমিকায়, ১৯৬০), ধ্বংসের ডাক (১৯৬০), সোনাই দীঘি (১৯৬০), আঁধারের মুসাফির (১৯৭২), কলঙ্কিনী রাই (১৯৭২), নটী বিনোদিনী (১৯৭৩), পাহাড়ের চোখে জল (১৯৭৩), কৃষ্ণসুদামা (১৯৭৩), বিদ্রোহী নজরুল (১৯৭৪), ভারত পথিক রামমোহন (১৯৭৪), ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১৯৭৪), কাজীর বিচার (১৯৭৫) নন্দকুমারের ফাঁসি (১৯৭৫), সীতার বনবাস (১৯৭৫), অনাথ জননী (১৯৭৫), মেঘনাদ বধ (১৯৭৬), প্রবীরার্জুন, ভক্ত কবি জয়দেব, রাজলক্ষ্মী, রক্ততিলক, চণ্ডমুকুল, দানবীর প্রভৃতি। ছাত্রাবস্থায় রচিত প্রথম পালা ঃ স্বর্ণলঙ্কা ১৯২৫ খ্রীঃ বেলেঘাটা বাণী নাট্যসমাজ কর্তৃক অভিনীত, পেশাদার যাত্রাদলে গণেশ অপেরা কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয় ব্রজনাভ (১৯৩১)।

ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাস। রচনা ঃ গোপী উপাসনা (১৭২৪)।

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (১৮৭০—১৯২৩)। জন্ম ঃ বিটঘর, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা, বাংলা-দেশ)। পিতা ঃ বঙ্গচন্দ্র দত্তগুপ্ত (রায়), মাতা ঃ বিশ্বেশ্বরী। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ-কর্মচারী। ১৮৮৬ থেকে ১৯০৫ খ্রীঃ মধ্যে রচিত অপ্রকাশিত কাব্য ঃ জীবন স্বপ্ন, যৌবন স্বপ্ন, বিবিধ ভাবনা, ব্যথা বিদ্রূপ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উদয়পুর বিবরণ (১৯৩০), ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর (ধর্মনগর বিভাগ), ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর (খোয়াই বিভাগ—১৯৭২)।

ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৭—?) এম্. বি. ভিষগ্ শাস্ত্রী। জন্ম ঃ রাওল-পিণ্ডি। পৈতৃক নিবাস ঃ চন্দননগর, হুগলী। চিকিৎসক। সম্পাদক ঃ মাসিক স্বাস্থ্য (১৩২৯-৩৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ স্বাস্থ্যতত্ত্ব ২ খণ্ড (১৯১৮), **Shilong and its Environs** (১৯২৫)।

ব্রজেন্দ্রনাথ দে (২৩।১২।১৮৫২ ১২৫৯—?)। জন্ম ঃ কলিকাতা শিমুলিয়ায় মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস ঃ ভবানীপুর,

কলিকাতা। ভবানীপুর, শিমুলিয়া, কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (হেয়ার স্কুল), ক্যানিং কলেজিয়েট স্কুলের (লক্ষ্ণৌ—১৮৬৫) ছাত্র। প্রবেশিকা পাশ করে (ক. বি. ১৮৬৭) লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ থেকে এফ্. এ., বি. এ ও এম্. এ উত্তীর্ণ, পরে আই সি এস্ (১৮৭৩) ও বার্. এট্. ল। অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বোডেন সংস্কৃত স্কলারশিপপ্রাপ্ত (১৮৭৫)। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা পরীক্ষায় সাফল্যপ্রাপ্ত। হুগলীর জয়েন্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্, সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর, বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনার (২ বার)। অবসরের পর (সেপ্টেম্বর ১৯১০) স্থায়ীভাবে কলিকাতার বাসিন্দা। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ: তবকত-ই-অক্বরী (সম্রাট আকবরের সভাসদ নিজামুদ্দিন আহমদ রচিত মূল ফার্সী গ্রন্থের অনুবাদ)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২১।৯।১৮৯১/ ৫।৬।১২৯৮ - ৩।১০।১৯৫২ / ১৭।৬।১৩৫৯)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: বালী, হাওড়া, মৃত্যু: কলিকাতা বেলগাছিয়ায়। পিতা: উমেশচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যাণ্ডেলের ইংরাজী-বাঙ্গালা মাইনর স্কুল ও চুঁচুড়া ইউনাইটেড্ ফ্রী চার্চ ইন্স্টিটিউসনের ছাত্র। বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় প্রতিকূল অবস্থার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা ত্যাগ করে টাইপ্ রাইটিং শিখে সামান্য বেতনে টাইপ্ রাইটারের কর্ম গ্রহণ করে সর্টহ্যাণ্ড্ শিখে জেম্স্ ফিন্লে কোম্পানীর কর্মী। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যানুরাগী। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় জাহ্নবী পত্রিকায় প্রথম রচনা 'স্বপ্নভঙ্গ' প্রকাশিত (১৩১৯)। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের তত্ত্বাবধানে "বেগম্স্ অফ্ বেঙ্গল" রচনা (১৯১৯), স্যর্ যদুনাথের তত্ত্বাবধানে ইতিহাস অনুশীলন। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯২৯)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট পরিষদের সহ-সম্পাদক (১৩৪১—৪২)। রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৫২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালার বেগম (১৩১৯), নূরজাহান (১৩২৩), বেগম সমরু (১৩২৪, মোগল যুগে স্ত্রী শিক্ষা (১৩২৬), মোগল বিদুষী (১৩২৬) জাহান-আরা (শিশুদের—১৩২৭), রাজা বাদশা (শিশু-ইতিহাস—১৩৩১), শিবাজী মহারাজ (ঐ ১৩৫৫), বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ (১৩৩৮), সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা ৩ খণ্ড (১৩৩৯, ৪০, ৪২), বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৩৪০), দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১৩৪২) বাঙ্গালা সাময়িক পত্র (১৩৪৬), রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয় (১৩৪৯), মহারাণা প্রতাপ সিংহ (শিশু ১৩৪৯), বঙ্গীয় নাট্যশালা (১৩৫০), বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (১৩৫৫), পরিষৎ পরিচয় (১৩৫৬), শ্রীসজনীকান্ত দাশ (১৩৫৭), শরৎ পরিচয় (১৩৫৭), বঙ্গ সাহিত্যে নারী (১৩৫৭), সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী (১৩৫৭), সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ (সজনীকান্ত দাশ সহ—১৩৫৯), মোগল পাঠান (শিশু ১৯৫২), রণডঙ্কা (শিশু গল্প ১৯২২)। সম্পাদিত গ্রন্থ: সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১২ খণ্ড (১৩৪৬—৪৭), শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী (১৩৫৪), দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, রামমোহন গ্রন্থাবলী, দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী, শকুন্তলা, বাঙ্গালার কবি ও কাব্য-মালা। ইংরাজী গ্রন্থ: Raja Rammohan Ray's Mission to England, Dawn of New India (১৯২৭), Bengali Stage (১৯৪৩)।

ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (× ।৭।১৮৮৯

—×।৬।১৯৭০)। প্রথম জীবনে অনুশীলন সমিতি ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। পরবর্তীকালে হাওড়া সমাজের 'নদের নিমাই' এর সৃষ্টিতে ও সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ। ভক্তিগীতি রচয়িতা। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে বহু সঙ্গীতের রচয়িতা।

ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ. জন্ম ঃ চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিধির বিধান (১৩২৫),—নিয়তির চক্র।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী (১২৮৩ —৬।৪।১৩৪১ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ মুক্তাগাছা, মৈমনসিংহ। মুক্তাগাছার জমিদার, মৈমনসিংহ হিন্দুসভা ও নারীরক্ষা সমিতির সভাপতি এবং মৈমনসিংহ জমিদার সভার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিকার কাহিনী।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (১৪।৭।১২৮৯/ ১৮৮২—১৪।৫।১৩৭৯/১৯৭২)। জন্ম ঃ পাইলগাঁও শ্রীহট্ট, বাংলাদেশ, মৃত্যু ঃ বেলঘরিয়া, কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস ঃ কলিকাতা। পিতা ঃ রসময় চৌধুরী, মাতা ঃ সত্যভামা। শ্রীহট্ট সরকারী হাইস্কুল থেকে আসামে ৪র্থ স্থান ও বৃত্তিলাভ করে প্রবেশিকা (১৮৯৯) উত্তীর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় ১ম স্থান (১৯০৫), কবডেন পদকপ্রাপ্ত। বি. এল্ উত্তীর্ণ। পৈত্রিক জমিদারী পরিচালক। রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত,—শ্রীহট্ট জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের নেতা। শ্রীহট্টের মহিলা কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক অধ্যক্ষ (১৯৪১)। আসাম কাউন্সিলের (১৯২৩) ও দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পরিষদের (১৯২৩) সদস্য। শ্রীহট্টের সকল পত্রিকাতেই রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ লেখক। সাপ্তাহিক ইংরাজী ও বাঙ্গালা জনশক্তি পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক (১৯২৬—৪২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পাইলগাঁও ধর বংশাবলী ও তৎকালীন সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা (১৯৩৮), স্মৃতি ও প্রতীতি (স্মৃতিকথা—১৯৮২), Whither India (A Plea for the study of Hindu Socio-Political System)।

ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সীমা-রেখা।

ব্রজেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি. এ বি. এল্। আইন ব্যবসায়ী। সম্পাদক ঃ মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা (১২৯২)।

ব্রহ্মচরণ চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পদ্যসার (১৮৬৮)।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১০।২।১৮৬১—২৭। ১০।১৯০৭)। পূর্বনাম ঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ঃ খন্যান, হুগলী, মৃত্যু ঃ কলিকাতায় ক্যাম্বেল হাসপাতালে। পিতা ঃ দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ রাধারাণী। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৭৬), মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউসন থেকে এফ্. এ. (১৮৭৭) উত্তীর্ণ। ভাটপাড়ায় সংস্কৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। হায়দারাবাদে ও সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। সিন্ধুদেশে রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী ও খুল্লতাত রেভারেণ্ড্ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত (১৮৮৪)। প্রথমে প্রোটেস্ট্যাণ্ট্ সম্প্রদায়ভুক্ত, পরে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। কঙকর্ড ক্লাব ও কঙকর্ড মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ইউনিয়ন একাডেমির শিক্ষক। করাচীতে ফিনিক্স্ ও হার্মান পত্রিকার সম্পাদক, করাচীতে সোফিয়া মাসিক পত্রিকার প্রকাশক, কলিকাতার নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহায়তায় টোয়েণ্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম নিয়ে (১৯০২—০৩) বেদান্ত প্রচারের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দান। কলিকাতার সিমলায় বৈদিক আদর্শে সারস্বত আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। শান্তিনিকেতনের শিক্ষক। স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর রাজনৈতিক নেতারূপে স্বদেশী আন্দোলনে অবতীর্ণ। সম্পাদিত সন্ধ্যা পত্রিকা ইংরাজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ,—রাজদ্রোহের অভিযোগে মুদ্রাকর সহ গ্রেপ্তার। মামলা চলাকালে ক্যাম্বেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারকালে ধনুষ্টংকারে মৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিলাত যাত্রী, সন্ন্যাসীর চিঠি (১৩১৩), ব্রহ্মামৃত ১ম (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত,—১৩১৬), সমাজতত্ত্ব (১৩১৭), আমার ভারত উদ্ধার (১৩৩১), পাল পার্বণ (১৩৩১)। সম্পাদিত পত্রিকা: সন্ধ্যা (কলিকাতা—১।৯।১৩১১—১৯০৭)।

ব্রহ্মমোহন মল্লিক (৬।৬।১৮৩২— × ।৬। ১৯১৯)। জন্ম ও মৃত্যু: কলিকাতায়। পৈত্রিক নিবাস: ঘুটে বাজার, হুগলী। বাঙ্গালা স্কুল, হেয়ার স্কুল (১৮৪২) ও হিন্দু কলেজের ছাত্র। সিনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত। বাঁকুড়ার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্‌টর (১৮৫৬), সহ-ইন্‌স্‌পেক্‌টর (১৮৭৭), স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টর। অবসরপ্রাপ্ত (১৮৯২)। কিছুকাল এডুকেশন গেজেটের পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ভূবৃত্তান্ত, সমতল ত্রিকোণমিতি (১৮৭২), **Life of Ranjit Sing** (১৮৬৩)।

ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সতরঞ্চ (১৮৭১), দোঁহাবলী (১৮৭২), চারুবিচার।

বংশীদাস। রচনা: দীপকোজ্জ্বল, নিকুঞ্জরহস্য, ভজনরত্ন (শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ শ্রীকৃষ্ণভজন মাহাত্ম্য)।

বংশীদাস দ্বিজ (১৬শ বা ১৭শ শতাব্দী)। জন্ম: পাতোয়ারী (পাত্রবাড়ী, পাতুয়ারী, পাটুয়ারী), কিশোরগঞ্জ মহকুমা, মৈমনসিংহ। কৌলিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বপুরুষ চক্রপাণি রাঢ় ত্যাগ করে পাতোয়ারীবাসী হন। পিতা: যাদবানন্দ, মাতা: অঞ্জনা, পত্নী: সুলোচনা কন্যা: রামায়ণ রচয়িত্রী চন্দ্রাবতী। সংস্কৃত পুরাণ, আগম, তন্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত। রচনা: পদ্মাপুরাণ (মনসা মঙ্গল কাব্য)। সংস্কৃতানুসারী অলংকার ব্যবহারে, সহজ ভাষায়, পাণ্ডিত্য প্রকাশে, সংযত বর্ণনায়, সংযত হাস্যরসের সৃষ্টিতে, করুণরসের প্রাধান্যে বংশীদাসের মনসামঙ্গল ১৭শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য।

বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় (১৪৯৪—?) নিবাস: কুলিয়া, নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা: ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক, চৈতন্য পরিকর। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পরে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তত্ত্বাবধায়ক। পদাবলী রচয়িতা। চৈতন্যলীলা সম্পর্কিত পদগুলিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা সংমিশ্রিত। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে ইনিই নিমকাঠের গৌরাঙ্গ বিগ্রহ নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া সেই বিগ্রহ পূজা করতেন বলে বংশীশিক্ষা গ্রন্থে উল্লেখ আছে। অন্যান্য রচনা: দীপকোজ্জ্বল, দীপান্বিতা।

বাউল চাঁদ। বাউলসঙ্গীত গায়ক। রচনা: নিগূঢ়ার্থ পঞ্চাঙ্গ (বাউল সম্প্রদায়ের গ্রন্থ)।

বাচস্পতি মিশ্র। রচনা: কুলরাম (ব্রাহ্মণ সমাজের কুলপঞ্জী), গ্রন্থের অধিকাংশ সংস্কৃতে ও শেষাংশ বঙ্গভাষায় রচিত।

বাণীকণ্ঠ। কবি। রচিত কাব্য: মোহ

মোচন।

বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম ও নামান্তর।

বাণীকুমার দে। ছদ্মনাম ঃ বাণী, বাণীকুমার। নাট্যকার, নাট্যপরিচালক। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। সাময়িক পত্রের লেখক। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে মহালয়ায় অনুষ্ঠিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' গীতি নাট্যের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অভিচার।

বাণী গুপ্ত এম্‌ এ. বি. টি., মহিলা শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পঞ্চপ্রদীপ, ছেলেদের জাহাঙ্গীর, ছেলেদের আওরঙ্গজেব, ছেলেদের বাবর, সিংহলকুমারী, পাঞ্চালী।

বাণীদেবী। নিবাস ঃ কণ্ঠাধার, ইছাপুর ২৪ পরগণা। কবি। কবিতায় উগ্র আধুনিকতা থেকে দূরে রোমান্সের রাজ্যে বিচরণকারিণী। প্রকাশিত কাব্য ঃ আবীরে কুঙ্কুমে।

বাণীনাথ নন্দী। নিবাস ঃ শ্রীরামপুর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৩০৬, ১৩০৯, ১৩১৪) ও সহ-সম্পাদক ঃ (১৩২৮, ১৩৩১—৩২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাল পরিণয় গুরু গোবিন্দ সিংহ. দারোগার দপ্তর, ব্রহ্মবিদ্যা ও অলৌকিক রহস্য।

বাণী বসু (×।১০।১৯২৯—২১।১।১৯৭৪)। জন্ম ঃ ফরিদপুরের চারিরশি গ্রামে মাতুলালয়ে। নিবাস ঃ যশোহর। বরিশাল গভর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়ার সময়ে 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এবং ছাত্রী ও রাজনীতি' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ১ম স্থানের অধিকারিণী। প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৮), আই. এ. (১৯৪০) ও বি এ (১৯৪২), বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৪৪)। জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী (১৯৪৮) এবং মৃত্যু পর্যন্ত গ্রন্থাগারের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিতা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যা। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্তা। গ্রন্থাগার, মডার্ন রিভিউ ও বসুমতী পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখিকা। টলস্টয়, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুস্তকবিবরণী রচয়িত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালা শিশুসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী (১৯৫০)।

বাণীরাম ঠাকুর। প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার। রচনা ঃ নিয়ত মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।

বাণী রায় (×।১১।১৯২০—)। জন্ম ঃ হাটুরিয়া, পাবনা। নিবাস ঃ ৭৩, সাউদার্ন এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। পিতা ঃ উত্তর বঙ্গের জমিদার পূর্ণচন্দ্র রায় এম্‌ এ বি এল্‌, মাতা ঃ লেখিকা গিরিবালা দেবী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে অনার্সসহ বি. এ. ও ইংরাজীতে এম্‌ এ। কিছুকালের জন্য অধ্যাপিকা। সরকারী প্রচার বিভাগের সম্পাদিকা। কর্মত্যাগ করে সাহিত্যচর্চায় নিরতা। অবিবাহিতা। উদয়াচল, ইষ্টার্নপোষ্ট, উইমেন্‌স্‌ ডাইজেষ্ট্‌ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদিকা। লেখিকা সংগঠন 'লেখিকা'র প্রতিষ্ঠাত্রী। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, শিশুসাহিত্য, সমালোচনা, নাটক, গবেষণা গ্রন্থসহ ৪০টি গ্রন্থের রচয়িত্রী। দিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসে ন্যাশন্যাল পোয়েট্‌স্‌ সিম্পোসিয়াম-এ (১৯৩৭) পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি,, বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ডেলিগেশনে প্রতিনিধি (১৯৭৪), নারীবর্ষ উপলক্ষ্যে পূর্বজার্মানীতে প্রতিনিধি (১৯৭৫)। সমাজসেবিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ও লীলা পুরস্কার, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত নরসিংহ

দাস পুরস্কার, শেফালী মেমোরিয়াল স্বর্ণ-পদক, তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার প্রভৃতি দ্বারা সম্মানিতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পুনরাবৃত্তি (গল্প, ১৩৫১), বক্ষে আমার তৃষ্ণা, সকাল সন্ধ্যা রাত্রি, আরো কথা বলো, প্রমত্ত প্রহর, জনারণ্যে, এক মুখ, তণিমা জাতক, অগাষ্টের দিন (উপন্যাস), জুপিটর (কাব্য—১৩৫৭), রঞ্জন রশ্মি (গল্প—১৩৫৬), নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা (জীবনী ও সমালোচনা) সাতটি রাত্রি, বর্ষা বিজয়, প্রতিদিন, শূন্যের অঙ্ক (গল্প—১৩৫৪), সপ্ত সাগর (১৩৫৭), ঊষা অনিরুদ্ধ ও হৃদয়ের মৃত্যু (নাটক), হাসি কান্নার দিন (১৩৫৯), সেই চেনা ছেলেটি (শিশু), চক্রবক্র (রম্য-রচনা) ইত্যাদি। সম্পাদিকা ঃ প্রাচীন লেখিকার রচনাবলী ৪ খণ্ড পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত), লেখিকা মন (১০০ বৎসরের লেখিকাদের গল্প সঞ্চয়ন, কবি চতুষ্টয়ী।

বাণেশ্বর। জন্ম ঃ ঠাকুরবাড়ী, ঢাকা দক্ষিণ পরগণা, শ্রীহট্ট। পিতা ঃ বিষ্ণুপ্রসাদ। ত্রিপুরার রাজা ধর্মমাণিক্যের (১৪৩১—১৪৬২) সভাপণ্ডিত। রচনা ঃ পদ্যে রচিত ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা' (অনুজ শুক্রেশ্বর ও ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতার পুরোহিত দুর্লভেন্দ্র চণ্ডাই-এর সহায়তায়)।

বাণেশ্বর ভারতী কাব্যতীর্থ (×।৯। ১২৯৫—২১।৮।১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ নড়াইল, যশোর। পিতা ঃ অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রসরত্নদীপিকা।

বাণেশ্বর সিংহ। আসামপ্রবাসী বাঙ্গালী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়।

বাতাসু সরকার। জন্ম ঃ বগুড়া জেলায়। মুসলমান কবি। রচনা ঃ ছিলছত্র রাজার জঙ্গ (১২৪৬)।

বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৮।২।১৯৩৭—) জন্ম ঃ দত্তপাড়া, বনগ্রাম শহর, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ জগদ্বন্ধু মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ জগদ্বাসিনী। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা সেণ্ট্রাল রোড্ ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের কর্মী (১৯৬৬—৭৮)। সম্মেলনী সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সমকালীন, ইতিহাস, গোধূলি মন প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত।

বাদল ঘোষ (৩।১১।১৯৪২—) এম্. এ (বাঙ্গালা)। পিতা ঃ দেবপ্রসন্ন ঘোষ। শিক্ষক। চন্দ্রভাগা, শতমুখ, সঞ্চয়ন প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ দেবযানী (১৯৬৫), নানা রঙের পুতুল (১৯৭৫)। কাব্য ঃ শব্দময় প্রতিদিন (১৯৮১)।

বাদল ভট্টাচার্য (১৮।১।১৯৩৩—) নিবাস ঃ ৩/৭, অশোক এভিনিউ, দুর্গাপুর—৪, বর্ধমান। মাসিক মুখপত্র পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ অনন্ত মধ্যাহ্নে ফিরি (১৯৭১), কেবল তৃষ্ণা বাড়ে (১৯৮০)।

বাদল মণ্ডল (২৮।৪।১৩৫২ বঙ্গাব্দ—) জন্ম ঃ গড়জুড়ি, সাঁওতাল পরগণা, বিহার। পিতা ঃ বংশীধর মণ্ডল, মাতা ঃ প্রমীলা। কুণ্ডহিত উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, জামতারা কলেজ থেকে আই এ., দুমকা কলেজ থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অনার্সসহ বি. এ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্ এ., বিশ্বভারতী থেকে বি. এড্ উত্তীর্ণ। কুণ্ডহিত উচ্চ বিদ্যালয়ের, জয়পুরিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চিচুড়িয়া ইউ. এন্. উচ্চ বিদ্যালয়ের এবং বর্তমানে জামুড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের, শিক্ষক। প্রথম রচনা ছোটগল্প 'ভ্রূণের কান্না' প্রতিশ্রুতি পত্রিকায় প্রকাশিত। রমাপ্রসন্ন স্মৃতি ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার

প্রাপ্ত। চিরন্তনী, সপ্তপর্ণী (বিশ্বভারতী) বর্ধমান, পক্ষান্তর, মহকুমার খবর, জামুড়িয়া দর্পণ, কাঁকন, ডহর, পদাতিক, সংসপ্তক, অম্বিকা, মিলন ইত্যাদি পত্রিকায় ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত। হিন্দী শিশুবোধ পাঠমালা ৩ খণ্ডের অনুবাদক। সম্পাদিত পত্রিকা: অপরাজিতা।

বাদল সরকার (১৫।৭।১৯২৫—)। জন্ম: কলিকাতায়। পৈতৃক নিবাস: হরিবপুর, বরিশাল, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: ১এ, প্যারী রো, কলিকাতা—৬। পিতা: মহেন্দ্রলাল সরকার, মাতা: সরলাবালা। স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪১), স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯৪৩), শিবপুর বি. ই. কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (১৯৪৭) পাশ। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে ডিপ্লোমা ইন্ রিজিওন্যাল প্ল্যানিং (১৯৫৯), ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে ফ্রান্সে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং (১৯৬৩—৬৪) প্রাপ্ত। প্রসিদ্ধ নাট্যকার। সঙ্গীত নাটক একাডেমি এওয়ার্ড (১৯৬৮), পদ্মশ্রী উপাধি (১৯৬৯) ও জওহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ (১৯৭১—৭৩) প্রাপ্ত। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লেকচার (১৯৮২) এবং ডি. এল্. রায় মেমোরিয়াল রিডারশিপ্ লেকচার (১৯৮২—৮৩) দান। কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে সোভিয়েট রাশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়া (১৯৬৯), জওহরলাল নেহেরু ফেলোশিপে আমেরিকা ও কানাডা (১৯৭২) ভ্রমণকারী, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও টাউন প্ল্যানার, পূর্ব নাইজিরিয়ার টাউন প্ল্যানার অফিসার (১৯৬৪—৬৭), সি. এম্. পি. ও.র ট্রেনিং এড্‌ভাইসার (১৯৬৮—৬৯) এবং চীফ্ টাউন প্ল্যানার (১৯৬৯—৭১), সি. এ. ডি. সি.র ডিরেক্টর অফ্ প্ল্যানিং (১৯৭৪—৭৭)। খ্যাতনামা নাট্যকার। উদ্ভট নাটক (Absurd Drama) রচয়িতা। বহুরূপী, অমৃত, প্রমা, মহানগর, Exact প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত নাটক: বড়ো পিসীমা (১৩৬৮), সলিউসন এক্স্ (১৩৬৯), রাম শ্যাম যদু (১৩৭০), এবং ইন্দ্রজিৎ, (১৩৭৫), সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস (১৩৮৮), বল্লভপুরের রূপকথা, বাকি ইতিহাস (১৩৮৮), হট্টমালার ওপারে (১৩৯১), যদি আর একবার (১৯৬৬), ভোমা, কবি কাহিনী (১৩৭৭), পরে কোনদিন (১৩৭৮), লক্ষ্মীছাড়ায় পাঁচালী (১৩৮২), স্পার্টাকুস (১৩৮৩), ভানুমতী কা খেল (১৩৮৪), মিছিল (১৩৮৫), স্বনির্বাচিত নাট্যসংগ্রহ (১৩৮৪), সারারাত্তির, যদি আর একবার, পাগলা ঘোড়া, শেষ নেই। পত্রিকায় প্রকাশিত নাটক: বাঘ (বহুরূপী), ত্রিংশ শতাব্দী (ঐ), শনিবার (অমৃত), গণ্ডী (প্রমা), প্রলাপ (মহানগর)। অপ্রকাশিত অথচ অভিনীত নাটক: সাগিনা মাহাতো (হিন্দীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত), মানুষে মানুষে, একটি নাট্যের নাট্যকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, ঘাট মাট ত্রিং, বিচিত্রানুষ্ঠান, সমাবৃত্ত, বাসি খবর (ইংরাজীতে গ্রন্থাকারে), আবু হোসেন (হিন্দীতে গ্রন্থাকারে)। অন্যান্য গ্রন্থ: থিয়েটারের ভাষা, ছবির খেলা (লেখা ও রেখা), The Third Theatre, The Changing Language of Theatre.

(ডঃ) বাঁধন সেনগুপ্ত (২।১।১৯৪৩—) এম্. এ. (বাঙ্গালা) পি. এইচ্. ডি. জন্ম: চিনামুড়া, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: হালিশহর, নবনগর, ২৪ পরগণা।

পিতা ঃ ভবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মাতা ঃ মুকুলরাণী। বৈদ্যবংশজাত। আরামবাগে ও চুঁচুড়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মী (১৯৬০—৬৫),—পশ্চিমবঙ্গের একাউন্টস্ জেনারেল অফিসের কর্মী (১৯৬৫—)। কবি, প্রবন্ধকার ও ছোটগল্প লেখক। দেশ, পরিচয়, বারোমাস, সপ্তাহ কালান্তর পশ্চিমবঙ্গ. বেতার বাংলা (বাংলাদেশ), মানব মন, বাংলাদেশ দর্শক, সময়ানুগ, উত্তরবঙ্গ পত্রিকা, আধুনিক কবিতা, দ্বিধারা, স্বজন, নন্দন, অধুনা, সাহিত্য, আজকাল, দরদী, প্রাণের প্রদীপ, কল্প নির্ঝর জনসেবক অবসর, শিলাদিত্য, উপলব্ধি, নিশান, লাঙ্গল ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও রম্যরচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নজরুল কাব্যগীতি ঃ বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন (১৯৭৬), ঋত্বিক ও চলচ্চিত্রকথা (১৯৮২) সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা (১৯৮৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ বঙ্কিম রচনাবলী (১৯৮২), আমাদের গৌরীবাবু (১৯৮৩)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ অবসর (পশ্চিমবঙ্গ একাউন্ট্স্ জেনারেল অফিসের বার্ষিক সাহিত্য সংকলন (১৯৭১—৮৩)।

বামদেব দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ বৈঁচি, হুগলী। বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। সম্পাদক ঃ মাসিক প্রতিমা (১২৯৭), দৈনিক সংবাদপত্র, বঙ্গনিবাসী।

বামদেব ভট্টাচার্য (১৬শ শতাব্দী)। ছদ্মনাম ঃ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য. চিরঞ্জীব শর্মা। জন্ম ঃ গুপ্তিপাড়া, হুগলী। রাঢ়দেশের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাপণ্ডিত। রচনা ঃ কাব্যবিলাস, বৃত্ত রত্নাবলী, মাধবচম্পূ, বিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণী।

(ডাঃ) বামনদাস বসু। এম্ ডি আই. এম্. এস্ (১৯শ শতাব্দী)। পিতা ঃ শ্যামাচরণ বসু, ভ্রাতা ঃ কাশীতে পাণিনি কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও শাস্ত্রগ্রন্থের ইংরাজীতে অনুবাদক শ্রীশচন্দ্র বসু। সামরিক বিভাগের চিকিৎসক,—বহু ভাষাভিজ্ঞ, প্রয়াগ নিবাসী। ইয়োরোপ এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণকারী। পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নবিজ্ঞানে অনুরাগী। এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরীর কার্যনির্বাহক সভার সদস্য ও সেক্রেটারি। প্রবাসী পত্রিকায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ হিন্দু সাহিত্যপ্রচার গ্রন্থাবলী, **Humanity and Hindu Literature** (পত্রিকা)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ **The Dietetic Treatment of Diabetes.**

বামাচরণ দাস (?—১৯৩১)। জন্ম ঃ কিশোরদা, মেদিনীপুর। শিক্ষাব্রতী.—কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ কর্ণবধ কাব্য (১৩১৬)।

বামাচরণ বসু। জন্ম ঃ চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আরণ্য প্রসূন (১৩০২), সুরো যে সন্ন্যাসী বা অষ্টাহে (১৩১১), বিজলী বা নারীভাগ্য (১৯০৪), জয়চাঁদের চিঠি ৪ খণ্ড (১৩১২)।

বামাচরণ বসু (২।৩।১২৭৫—১৩৬০ বঙ্গাব্দ) ভাগবতরত্ন। জন্ম ঃ ২৪ পরগণার কিশোরনগর—জালালপুরে কবি মালাধর বসুর বংশে। পিতা ঃ বৈষ্ণবচরণ বসু, মাতা ঃ ভবতারিণী। নওগাঁ হাইস্কুলের তৃতীয় শিক্ষক,—নওগাঁ মহকুমার স্কুল ইন্স্পেক্টর। এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ঠাকুর এষ্টেটে শিলাইদহে কর্মপ্রাপ্ত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি মনীষীদের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত। আসলা এষ্টেট্ ও পরে ঠাকুর এষ্টেটের ম্যানেজার। বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাকল্পে কাশিমবাজারে আগমন (১৩১৪), মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ধর্মসচিবরূপে তীর্থ পরিক্রমা। কিশোর নগরে

নন্দদুলালের মণিমন্দিরের পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারকর্তা। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত, শ্রীচৈতন্যদেব ও ভক্তি-শিক্ষা, শ্রীরাগানুগা ভক্তিবিবেক পরিশিষ্ট, বিশ্বনাথকৃত রাগরত্ন চন্দ্রিকা (অনুবাদ)।

বামানন্দ স্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ : মীরাবাঈ।

বামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত (২০।২।১৯০০—) নিবাস : ১৫৪ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। প্রকাশিত গ্রন্থ : নারীর প্রাণ (উপন্যাস), ব্যথার প্রলাপে (কাব্য)।

বামাসুন্দরী দেবী (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস : পাবনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে (১৮৬১)।

বার্ণিক রায় (৩০।৯।১৯৩৫—)। জন্ম : ঢাকা, বাংলাদেশ। পৈতৃক নিবাস : ঢাকা ও কলিকাতার বেলেঘাটায়—৫, গগন সরকার রোড্, কলিকাতা—১০। কলিকাতায় আগমন (১৯৪৩)। বর্তমান নিবাস : ২।৪, বনফুল আবাসন, কলিকাতা—৪৮। পিতা : অখিল চন্দ্র রায়, মাতা : সুরবালা। কলিকাতা শোভাবাজার শিশুপাঠশালা, সারদাচরণ মিত্র ইন্স্টিটিউসন, বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তরণি শাস্ত্রীর চতুষ্পাঠীর ছাত্র। চন্দননগরে শশাঙ্কশেখর বড়ালের নিকট ফরাসীভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। গীতবিতানে সঙ্গীত বিষয়ে অধ্যাপক (১৯৫৭), কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ (১৯৬০), চন্দননগর সরকারী কলেজ (১৯৬১), কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ (১৯৬৩—৭০), প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৯৭০—৭৭), কোচবিহার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ (১৯৭৭—৮০), বারাসত সরকারী কলেজ (১৯৮০—৮৩) ও পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজের (১৯৮৩—) অধ্যাপক। দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত, চতুরঙ্গ, পরিচয়, Calcutta Review প্রভৃতি পত্রিকায় এবং বহির্বঙ্গে ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। নাট্যকার। মনস্তাত্ত্বিক নাটক, একাঙ্ক নাটক, সাংকেতিক নাটক, এবসার্ড নাটক, নাট্যউপন্যাস, কাব্য-নাটক, জাপানী নোহ নাটক প্রভৃতি বিচিত্র নাট্য আঙ্গিকের প্রয়োগকর্তা। সম্পাদক : ত্রৈমাসিক দ্বিভাষিক কবিতা পত্রিকা 'লাপয়েজি' (১৯৬৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : স্ফুলিঙ্গ (৭টি একাংক নাটক, ১৯৬১), বাবুই (নাট্যোপন্যাস—১৯৬৮), চক্ষুহীন বেদনা (ঐ ১৯৬৭), সময়ের ভিড় (এব্সার্ড নাটক), নীলবিষ (মনস্তত্ত্বমূলক—১৯৬৩), কয়েদ-খানা (১৯৬৪), চোদ্দ বছর, বাঘিনী প্রতিভা, ভয় (একাংক) প্রভৃতি। কাব্য : আনন্দের মর্মরিত অন্ধকার (১৯৬৯), নীল দুপুরের ভয় (১৯৭২), শরীরের উদ্ভিজ্জ ছায়ায় (১৯৭৬), হে আমার মৃত্যু (১৯০০), উপবর্হণ (১৯৮২), বালির ঘড়ি (১৯৮৪)। অনুবাদ : এলিয়টের 'পড়ো জমি' (১৯৭১), স্যাঁজন প্যার্সের অনাবাস (১৯৭৬)। আলোচনা : হবাডানের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য (১৯৬৩)। কাব্য : চিত্রিত ছায়া (১৯৭১), প্রতীক অরণ্য (১৯৭৬), শিকড়ের সত্য (১৯৮৪), একালের কবিতা (১৯৮৫), অন্তর্গত রক্ত (১৯৬৭)। উপন্যাস : বিষণ্ণ বসন্ত (১৯৭৫), কালো গান (১৯৭৬), বেদনার্ত স্রোত (১৯৮০), বাপ্পার জন্যে (১৯৮১)। কিশোর সাহিত্য : এলোমেলো ছড়া (১৯৮৫)। ইংরাজী : The Feted Pool (১৯৭২), Looking for an Address (১৯৭৫), The Fractured Atom (১৯৮৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ : বাঙালির মিল্টন্ চর্চা

(১৯৭৫), শঙ্খ ঘোষের নিঃশব্দ কবিতা (১৯৮৪), জাফর উগান্ বি: রাত্রির অলৌকিক যাদু (১৯৭২)।

(ডঃ) বারিদবরণ ঘোষ (১৫।৬।১৯৩৯—)। ছদ্মনাম: অনুতোষ ঘোষ। জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস: বড়া, থানা নানুর, বীরভূম। বর্তমান নিবাস: রোজভিলা, বর্ধমান। পিতা: বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, মাতা: কৃষ্ণমোহিনী। স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৮), আই. এ. (১৯৬০), বি. এ. (১৯৬২), বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬৪), পি এইচ্. ডি. (১৯৭০)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ. জি. সি. স্কলার, অধ্যাপক। বড়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল, দৈনিক বসুমতী, অমৃত, কথাসাহিত্য, কলেজষ্ট্রীট্, আলেখ্য, উত্তরসূরি, সমকালীন, চতুষ্কোন, তত্ত্বকৌমুদী, মহানগর, শিলাদিত্য, প্রসাদ, কৃষ্ণমৃত্তিকা, আনন্দমেলা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। আধুনিক বিশ্বকোষের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক (১—৪ খণ্ড পর্যন্ত)। সম্পাদিত পত্রিকা: আলো (১৩৬৪—৭০), গ্রন্থবীক্ষা (১৯৮৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ: শিবনাথ রচনা সংগ্রহ ২ খণ্ড (১৯৭৫—৮৩), দক্ষিণারঞ্জন রচনাসংগ্রহ ২য় খণ্ড (১৯৮১), উপকথা (শিবনাথ শাস্ত্রী—১৯৮২), সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮৩), মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮৩), ছোটদের লেখা: বিপিনচন্দ্র পাল (১৯৮৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাহিত্যসাধক শিবনাথ শাস্ত্রী (১৯৭৩), ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও সরলাবালা সরকার (জীবনী—১৯৮২), দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর: জীবন ও সাধনা (১৯৮৩)।

বারি দেবী (১২।৫।১৯২৩—)। পিতা: নদীয়া শান্তিপুর নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ভূজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাতা: গিরিজাবালা, স্বামী: কলিকাতা বহুবাজারের মতিলাল বংশীয় প্রয়াত নিতাইচন্দ্র মতিলাল। ১৩ বৎসর বয়সে বিবাহ। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা। মাসিক বসুমতীতে ১৫ বৎসর যাবৎ বহু কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত। পরে প্রসাদ, আভা, চণ্ডুরি প্রভৃতি পত্রিকার লেখিকা। করুণাময়ী ও প্রতিশোধ গল্প দুটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত। বিশ্বমিতালি সংঘের মুখপত্র 'বিশ্বদূত'-এ গল্প প্রতিযোগিতায় নীলাক্ষি গল্প ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ও লেখিকা সাহিত্যসভা কর্তৃক সম্বর্ধিতা ও পুরস্কৃতা। পি. ই. এন্. সাহিত্য সংস্থার ও নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সদস্যা। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: বাতিঘর (১৯৬৫), মালাবার হোটেল (১৯৬৫), অন্য ঠিকানায় (১৯৮২) ছোট গল্প: তুমি যেও না (১৯৫৬)।

বারীন বসু (৯।৩।১৯৪৯—১১।১২।১৯৭৯/২৪।৭।১৩৮৬)। এম্. এ. এল্. এল্. বি.। নিবাস: বকুলবাগান রো, ভবানীপুর, কলিকাতা। কলিকাতা হাইকোর্টের এড্ভোকেট্। শিশুসাহিত্যিক। ছড়া রচনায়, ছবি অংকনে এবং কীর্তন গানে দক্ষ। আলোর রঙ্ গ্রন্থের জন্য শিশুসাহিত্য সংসদ থেকে ১০০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: অনেকখানি খুশি, বাবুসোনার হিজিবিজি, আলোর রঙ্। ইলডিং বিলডিং, স্বপনতরীর, দেশে।

বারীন মৈত্র (২৯।২।১৩৩৫—২২।৬।১৩৮২/৯।১০।১৯৭৫)। ছদ্মনাম: ভাঁড়ু দত্ত। জন্ম: চৌধুরী পাড়া, সাঁতরাগাছি, হাওড়া। পিতা: সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। মাতা: সরলদেবী। সওদাগরী অফিসের চাকুরে। ভ্রমণ কাহিনী ও বাঙ্গালার লোকসাহিত্য,

লোকশিল্প, লোক সংস্কৃতি, টেরাকোটা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখক। যুগান্তর, অমৃত, বসুমতী, মানসী, হাওড়া-বার্তা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : যেতে যেতে।

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ (৫।১।১৮৮০—১৮। ৪।১৯৫৭)। জন্ম : ইংলণ্ডে লণ্ডনের উপকণ্ঠে ক্রয়ডনের নরউডে। পৈতৃক নিবাস : কোন্‌নগর হুগলী, মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ, মাতামহ : রাজনারায়ণ বসু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা : শ্রীঅরবিন্দ। এক বৎসর বয়সে মা ও দিদির সঙ্গে ভারতে আগমন। দেওঘর বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৯০১)। পাটনা কলেজে ছ' মাস অধ্যয়ন, পরে ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন। পাটনা কলেজের কাছে চায়ের দোকানদারি, মূলধনের জন্য বরোদায় অগ্রজের নিকট গমন,—বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ,—বিষ্ণু ভাস্কর লেলের কাছে যোগ সাধনা শিক্ষা,—নর্মদা অঞ্চলের শাখারিয়া স্বামীর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা,—শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবে গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনের জন্য কলিকাতায় আগমন (১৯০২), ফরাসী চন্দননগরের মধ্যদিয়ে বিদেশী অস্ত্র আমদানির চেষ্টা,—উড়িষ্যা ও আসামে বিপ্লবী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা—পূর্ববঙ্গে ছোটলাট ব্যামফিল্‌ড্‌ ফুলারকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা, কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুরে প্রেরণ, যুগান্তর পত্রিকা প্রতিষ্ঠা (১৯০৬) ও পরিচালনা,—মুরারিপুকুর বাগনবাড়ীতে বোমা তৈরীর ব্যবস্থা,—পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ও স্বীকারোক্তিদান,—প্রথমে প্রাণদণ্ড ও পরে আপীলে দ্বীপান্তরে যাবজীবন কারাদণ্ড,—১৯০৯ থেকে ১৯২০ খ্রীঃ পর্যন্ত কারাবাস, মুক্তির পর পণ্ডিচেরি আশ্রমে অবস্থান,—সাপ্তাহিক বিজলী, সাপ্তাহিক ডন্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়া এবং সন্ধ্যা পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা, প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ—১৯৫০ খ্রীঃ থেকে দৈনিক বসুমতীর সম্পাদনা,—বিপ্লবী জীবনের ঘটনাবলী। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : সাপ্তাহিক বিজলী, Dawn of India। সম্পাদক : সন্ধ্যা (নব কলেবরে), দৈনিক বসুমতী (১৯৫০—৫২)। সহ-সম্পাদক : মাসিক নারায়ণ। প্রকাশিত গ্রন্থ : দীপালি (কাব্য), দীপান্তরের বাঁশী (কাব্য-১৯১৯), মুক্তির দিশা (ছোটগল্প-১৯২৩), মিলনের পথে, দ্বীপান্তরের কথা (১৯২০), মানুষ গড়া, বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী, আমার আত্মকথা, ভারত কোন পথে, অগ্নিযুগ, ঋষি রাজনারায়ণ, The tale of my Exile, Sri Aurobindo, Wounded Humanity (১৯৩৪)।

বারীন্দ্রনাথ দাস। ছদ্মনাম : ইন্দ্রধনু, রাহুলরায়। উল্টোরথ পত্রিকার লেখক। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : অংতরতমা, অতুল ও জীবন দেবতা, কর্ণফুলী, দুলারী বাঈ, শাহজাদা ইত্যাদি।

বাসন্তী চক্রবর্তী। সম্পাদিকা : মুকুল (১৩৩৭—৩৮)।

বাসন্তী দেবী (২৩।৩।১৮৮০—৭।৫। ১৯৭৪)। জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : বরদানাথ হালদার, স্বামী : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। স্বামীর সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্তা—বহুবার কারাদণ্ডিতা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রী (১৯২২)। প্রগতিশীল মনোভাবাপন্না। কন্যা অপর্ণার অসবর্ণ বিবাহদানে প্রগতিশীল মনোভঙ্গী প্রকাশিত। সম্পাদিকা : সাপ্তাহিক বাঙ্গালার কথা (ডিসেম্বর ১৯২১)।

বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২।৯।১৯১৬—)

এ. আর্. সি. এ.। নামান্তর ঃ বাসব ঠাকুর। নিবাস ঃ ১০, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩। পিতাঃ ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহ ঃ হেমেন্দ্রনাথ, প্রপিতামহ ঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্নী ঃ স্মৃতি। নিঃসন্তান। শিল্পকলায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিদেশ গমন (১৯৩৬)। লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অফ্ আর্টস্ থেকে স্নাতক উপাধিপ্রাপ্ত। ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯৪১)। পাতিয়ালায় chief college-এ যোগদান (১৯৪৮), কর্মত্যাগ (১৯৫২) ও শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ। যুগান্তর পত্রিকার লেখক। 'আইন আছে অথচ' শিরোনামে যুগান্তরে স্মৃতিকথা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ মজনু, সুরের কবর (১৯৩৪), সিগারেট (১৯৩০)। উপন্যাস ঃ দ্বিতীয় বিপ্লব।

বাসুদেব ঘোষ (১৬ শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ শ্রীহট্টে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে। শ্রীগৌরাঙ্গের অনুরাগী ভক্ত। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর মেদিনীপুরের তমলুকনিবাসী ও তমলুকে গৌরাঙ্গ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। বৈষ্ণব পদাবলী ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচয়িতা। পদামৃত সমুদ্রে ৩ টি, পদকল্পতরুতে ১০০ টি ও প্রাচীন পুঁথিতে ২০০টি পদ সংকলিত হয়েছে। একটি পদে বাসুদেবানন্দ ভণিতা আছে। ভাষার সারল্যে, আন্তরিকতায় ও প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতায় গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি হৃদয়গ্রাহী। নিমাই সন্ন্যাসের পদগুলি করুণরসের নির্ঝর।

(ডঃ) বাসুদেব দে (১৬।১৯৪৭—) জন্ম ঃ শিয়ালী, পোঃ অমরপুর, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস ঃ সদরঘাট রোড্, বর্ধমান। পিতা ঃ হৃষীকেশ দে, মাতা ঃ বীণাপাণি। উচ্চমাধ্যমিক (১৯৬৩), বি. এ. (১৯৬৬), আশুতোষ কলেজ থেকে রসায়নে অনার্স সহ বি. এস্ সি. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমঃ এস্. সি. (১৯৬৯), ও ডি. ফিল (১৯৭৭)। ফরাসী ভাষায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। প্রবন্ধ লেখক। বেহালা বাদনে দক্ষ। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ অপচয়।

বাসুদেব দেব (২০।১২।১৯৬৬—)। জন্ম ঃ বরিশাল, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ বি/৫, বনফুল আবাসন, কলিকাতা-৪৮। পিতা ঃ অবিনাশচন্দ্র দেব, মাতা ঃ প্রফুল্লবালা। বিজ্ঞানে স্নাতক (১৯৫৫)। পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের সদস্য। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট্। যুব সংগঠক, পর্যটন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা প্রভৃতি বিভিন্নপদে ১৯৬১ সাল থেকে কর্মরত। বর্তমানে ভারত সরকারের লৌহ ও ইস্পাতের উপনিয়ন্ত্রক। দেশ, অমৃত, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, সত্যযুগ, উত্তরসুরি, সাহিত্যচিন্তা, শতভিষা, কৃত্তিবাস, জয়শ্রী, সময়ানুগ, বিভাব, অভিনয় দর্পণ, ঘরোয়া, কালান্তর, পরিচয়, চতুষ্কোণ, কলেজ ষ্ট্রীট্ প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ কাল প্রতিমা (১৯৬৭-৭৬)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ উত্তরাধিকার (কবিতাসংকলন, ১৯৭২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্যঃ একটি গুলির শব্দে (১৯৬৮), রৌদ্রের ভিতরে চিঠি (১৯৭১), রাঙা সখী ভালো থেকো (১৯৮০), তোমার ঘুঙুর (১৯৮১), নাও আমাকে নাও (১৯৮৩), আরো কাছে যেতে (১৯৮৪)। গল্প ঃ তিমির পুরুষ। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ৮টি উপন্যাস, ৪ টি নাটক, ৩টি কাব্যনাটক, ৫০টি গল্প ও ৩০টি প্রবন্ধ রচয়িতা।

বাসুদেব বসু (৩১।৮।১৯২৩—) বি. এ. (অনার্স) এম্. এ.। নিবাস ঃ দক্ষিণায়ন, ২০।১. বালিগঞ্জ ষ্টেসন রোড, কলিকাতা-১৯।

রয়টার ও পি. টি. আই. এর কর্মী, পরে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর কর্মী। ষ্টেসন ডিরেক্টর পদ থেকে অবসর প্রাপ্ত। নদীর নাম মহানদী গ্রন্থের জন্য কটকে উড়িয়া নাগরিকদের দ্বারা সম্বর্ধিত। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির সদস্য। নেফা সুন্দরী নেফা, নেফার অরণ্য, রাজগৃহে রাজা নেই, কাঁদিছে মৃত্তিকা প্রভৃতি বেতার নাট্য রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নেফা সুন্দরী নেফা, নেফার অরণ্য, ভয়াল অরণ্যটা হতবাক, নদীর নাম মহানদী, রাজগৃহে রাজা নেই, আলাপ থেকে প্রলাপ (কৌতুক রচনা), কাঁদিছে মৃত্তিকা, রহস্য নিজেই যখন দিশেহারা, নগর অরণ্যে নাগ নাগিনী, নেফা রহস্যময়ী নেফা (নাটক), নেফা সুন্দরী নেফা (হিন্দী), Pages from Nefa Diary.

বাসুদেব বসু। নিবাস ঃ বাপুজী কলোনী, ইছাপুর, ২৪ পরগণা। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ ইঙ্গিত।

বাসুদেব মন্ডল (২।৩।১৩৫৫ বঙ্গাব্দ—) এম্.এ.পি জি. বি.টি.। জন্ম ঃ বাঁকুড়ার বিহারী-পথ পাহাড় সংলগ্ন মধুবনী। শিক্ষক—কবি। অমৃত, শিলাদিত্য, অন্যদিন, যুগান্তর, জীবনানন্দ, নব কল্লোল, কৃশাণু, স্বদেশ, শিশুসাথী, কিশোর ভারতী, বসুন্ধরা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদক ঃ রত্নাকর।

বাসুদেব মোশেল। ছদ্মনাম ঃ মহম্মদ মাইকেলভট্টাচার্য, বিষ্ণুপ্রিয়া। শিশুসাহিত্যিক প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দুখুমিঞা।

বাসুদেব সাহা (২০।৫।১৩৪৬ বঙ্গাব্দ—) নিবাস ঃ প্রবাসপুরী, পোঃ রথতলা, কৃষ্ণ-নগর, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ একটি মুখ তিনটি মন (উপন্যাস), গল্পসাহিত্য (শিশু)।

বাসুদেবানন্দ, স্বামী। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। সম্পাদক ঃ মাসিক উদ্বোধন।

বাহরাম খাঁ (১৫৪৫—৭৫ খ্রীঃ)। চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদের অধিবাসী। দৌলত উজীর উপাধিপ্রাপ্ত। কবি। রচিত কাব্য ঃ লায়লা মজনু।

ব্রাণ উল্লা। উত্তরবঙ্গের অধিবাসী—মুসলমান গ্রন্থকার। রচনা : কেরামতনামা।

বিক্রমাদিত্য। প্রকৃত নাম ঃ অশোক গুপ্ত। বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দূতাবাসের ইতিহাস, কলগার্ল স্পাই, অপারেশন সার্চলাইট, নতুন যুগের স্পাই, স্পাই গেম, ফতে নগরের লড়াই, ইনফরমার।

বিকাশ বিশ্বাস। আদি নিবাস ঃ নবদ্বীপ বর্তমানে জাপান প্রবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উদিত ভানুর দেশ জাপান (১৯৭৫)।

বিকাশ রায় (১৬।৫।১৯১৬—১৭।৪। ১৯৮৭/২।১।১৩৯৪)। জন্ম ঃ কলিকাতায়। বর্তমান নিবাস ঃ ৪৩১, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮। পিতা ঃ যুগল কিশোর রায়, মাতা ঃ নলিনীবালা। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. ও বি. এল্.। নানাস্থানে কেরাণী, প্রাইভেট্ টিউটর, কলকাতা আকাশ-বাণীর নাটক বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ,—চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক এবং খ্যাতনামা অভি-নেতা। চাহিদা-মাফিক দু একটি প্রবন্ধ-লেখা ছাড়াও আনন্দমেলা পত্রিকায় কয়েক বৎসর যাবৎ ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত। রেডিওতে কর্মজীবন শুরু (১৯৪২), চার দশক অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। অভিনয় থেকে অবসর (১৯৮৪)। ৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মনে পড়ে (১৩৮৭), কিছু ছবি কিছু গল্প (১৩৮৮), অভিনয় প্রসঙ্গ (১৩৯০), আকাশবাণীর প্রভাত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রেডিও নাটক সংগ্রহে' প্রকাশিত

দুটি নাটক 'নতুন প্রভাত' ও 'ভাঙা বেহালা' বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'পিরান্ ভেল্লোর গল্প' গল্পসংগ্রহে দুটি গল্প।

বিকাশনন্দ স্বামী। ভারত সেবাশ্রমের বিশিষ্ট প্রচারক। পূর্বাশ্রমের নাম ঃ অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়। পূর্বনিবাস ঃ গ্রাম—আইচ্‌গাতি, পোঃ বেলফুলিয়া, জে ঃ খুলনা। ভারত সেবাশ্রমে যোগদান (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। স্বামী প্রণবানন্দজীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত (১৩৩৭) সুপণ্ডিত। ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও গুজরাটি ভাষায় বক্তৃতায় দক্ষ। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ সুভাষিতম্, মহাজাতিগঠনে হিন্দুধর্ম, মহাভারতে বিদ্রোহ, বঙ্গবীরাঙ্গনা।

বিচিত্রা সেন (২৩।২। × —)। পৈতৃক নিবাস গৈলা, বরিশাল। শ্বশুরালয় ঃ সেনহাটি, খুলনা। বর্তমান নিবাস ঃ ৬সি, অশোকা, ১১১, সাউদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। পিতা ঃ সুধাংশু কুমার গুপ্ত, স্বামী ঃ ডাঃ (লেঃ কর্ণেল) হিমাদ্রিকুমার সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ.। মাসিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী, ঘরোয়া, ঘরণী, চিত্রতারকা, প্রতিশ্রুতি, রূপবাসর, কৃষ্টিদীপ, বিশ্ববার্তা, জনতা পত্রিকা, কবিতা ষ্টেডিয়াম ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ এই থেকে সুরু (২টি উপন্যাস ও ৪টি ছোট গল্পের সংকলন)।

বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ছদ্মনাম ঃ হাসি গঙ্গোপাধ্যায়। পিতা ঃ দেবেন্দ্রনাথ, গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা ঃ মেনকারাণী। শিশু সাহিত্যিক। সম্পাদক ঃ শিশুদের সচিত্র মাসিক শিখা (১৩৪৪)। অন্যতম সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক দীপালি (১৯৪১), সচিত্র মাসিক মহিলা (মহিলাদের জন্য)। যুগ্ম সম্পাদক স্বদেশ। বিভাগীয় সম্পাদক ঃ পদাতিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিশুসাহিত্য ঃ গল্প শোন, গল্প দাদু, গল্পের জাহাজ, জেনে রাখা দরকার, তোমাদেরি মতন ছেলে, ছেলেধরার হাতে, ভাই বোনেদের আসর, উৎসব, ছুটির ঘন্টা ইত্যাদি। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ গল্প সঞ্চয়ন, সেরা সঞ্চয়ন, পুজোর বাজার, ঘরোয়া খেলার মাঠ, তোমাদের বয়সে আমরা।

বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৭।৪।১৩৫৩ বঙ্গাব্দ—)। ছদ্মনাম ঃ সূর্যসন্ধানী ঃ পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস ঃ জাড়গ্রাম, বর্ধমান। পিতা ঃ বিরজাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা ঃ অভয়া। অমরপুর কৃষি উচ্চ মাধ্যমিক (কৃষি—১৯৬৩) এবং প্রাইভেটে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (১৯৬৮) উত্তীর্ণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। যুগান্তর, সন্দেশ, পক্ষিরাজ, কিশোরভারতী, অপচয়, শিক্ষা সমাচার, ছোটদের কথা, অঙ্কুর, প্রেম-সংকলন, স্বপ্নতনু (মেদিনীপুর), আলোর জন্য (পশ্চিম দিনাজপুর), বিজয়বার্তা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ শবনম (১৯৭৮—৮৩), লহরী (১৯৭৮—৮৪)।

বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী (১।১০।১৯৩০—) এম্. এ.। জন্ম ঃ শ্রীহট্ট, বাংলাদেশ। পিতা ঃ বেণীমাধব চৌধুরী, মাতা ঃ সুধাংশুশুভা। কলেজের অধ্যাপক। কবি। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কবিতা প্রকাশিত। প্রান্তিক (১৯৬৩), এক আকাশে তারা (১৯৬৩), দ্বাদশ অশ্বারোহী (১৯৭৩) প্রভৃতি কাব্যসংকলনের অন্যতম কবি।

বিজন দাশ (১২।৬।১৩৬১ বঙ্গাব্দ—) জন্ম ও নিবাস ঃ মহিষগড়িয়া, থানা ঃ জামালপুর, বর্ধমান। শিশু সাহিত্যিক। সন্দেশ, কিশোর ভারতী, ঝলমল, শিশুতীর্থ, তেপান্তর, কিশোর বাংলা, ছোটদের কথা (বর্ধমান), শিশুমেলা, মুনিয়া (২৪ পরগনা),

নবান্ন ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়া ও কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ শবনম্। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মিষ্টি ছড়ার বৃষ্টি (ছোটদের ছড়ার বই—অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সহ)।

(ডঃ) বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (×।৪।১৩-১৩ বঙ্গাব্দ—) এম্. এ. ডি. ফিল্ (১৯৪৯)। জন্ম ঃ বিবিগঞ্জ, মেদিনীপুর। পিতা ঃ ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক ও পরে বিভাগীয় প্রধান। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রভাত রবি, গান্ধীজীর জীবন প্রভাত, বাগর্থ, বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি (১৬টি প্রবন্ধের সংকলন, ১৯৮১), সমীক্ষা, লিপি বিবেক।

বিজন ভট্টাচার্য (৭।৭।১৯১৭—১৯।১।১৯৭৮)। জন্ম ঃ খান খানাপুর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। পিতা ঃ ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য, পত্নী ঃ মহাশ্বেতা দেবী। পিতার সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে গ্রামের মানুষের সঙ্গে ও যাত্রা কথকতা প্রভৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। কলিকাতায় আগমনের পরে (১৯৩০) প্রথমে আশুতোষ কলেজ ও পরে রিপন কলেজে অধ্যয়ন। বি. এ. পড়ার সময়েই জাতীয় আন্দোলনে যোগদান। মহিষ বাথানে লবন সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ। ছাত্র আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী। ফিচার ও স্কেচ্ লেখক (১৯৩৮—৩৯)। মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অরণি পত্রিকায় যোগ দিয়ে গল্প ও অন্যান্য বিষয়ে লেখার সূচনা। রেবতী বর্মনের সাম্যবাদ সম্পর্কিত গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট, কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান (১৯৪২)। ভারতছাড় আন্দোলন, জনযুদ্ধ-নীতি প্রচার, ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘ স্থাপন, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় গণনাট্যসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংযুক্ত। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, অরুণ মৈত্র, অনিল কাঞ্জিলাল, সরোজ দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নাট্যকার ও অভিনেতা। গণনাট্যের সঙ্গে মতান্তরের ফলে (১৯৪৮) বোম্বাই এ ছায়াছবিতে অভিনয় ও স্ক্রিপ্ট্ রচনা,—কলিকাতায় ফিরে (১৯৫০) ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা, পরে কবচকুণ্ডল নাট্যপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা—তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নাটকে বাস্তব সমাজ, শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্য, প্রগতিশীল চিন্তা সমাজবোধ প্রতিফলিত। শেষের দিকের নাটকে মাক্সীয় দর্শন, লোকায়ত দর্শন, হিন্দুধর্ম ও দর্শন মিশ্রিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ আগুন (১৯৪৩,—বিনয় ঘোষের ল্যাবরেটারি গ্রন্থের ন্যাট্যরূপ—নাট্যভারতীতে অভিনীত), জবানবন্দী (অরণিতে প্রকাশিত), নবান্ন (১৯৪২-এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত,—নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম নাটক, ১৯৪৪), জিয়ন কন্যা (১৯৪৬-এর দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত), মরা চাঁদ (নাটিকা—১৯৪৬), দেবীগর্জন (জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সম্মিলিত প্রতিরোধ কাহিনী), কলঙ্ক (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত, ১৯৪৬), গোত্রান্তর (দেশবিভাগে বাস্তুচ্যুত শিক্ষকের জীবন, ১৯৬০), ছায়াপথ, মাষ্টার মশাই, ধর্মগোলা, জননেতা, হাঁসখালির হাঁস, (মাটিকাটা মজুরদের কাহিনী), কৃষ্ণপক্ষ, আজ বসন্ত, স্বর্ণকুম্ভ, সোনার বাংলা, চলো সাগরে, (রাজনৈতিক দলাদলির কাহিনী), অবরোধ (মিলমালিকের শোষণের কাহিনী) জীয়নকন্যা (মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে গীতিনাট্য), গর্ভবতী জননী (বেদেদের জীবন অবলম্বনে) প্রভৃতি। গল্প ঃ জনপদ (তেভাগা আন্দো-

লনের পটভূমিকায়), রাণীপালঙ্ক (দেশ বিভাগের পটভূমিকায়)।

বিজনলতা দেবী। ছদ্মনাম: সান্ত্বনা দেবী। জন্ম: ছোটনাগপুরের পার্বত্য শহরে। বাল্যকাল থেকে সাহিত্যানুরাগিণী। প্রবাসীতে প্রথম গল্প প্রাণের দাবী প্রকাশিত (১৩৩৭)। অন্যান্য পত্রিকাতেও গল্প প্রকাশিত। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ: ধূলার ধরণীতে (১৯৫০)।

বিজন সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: জাতি-সমস্যা ও মার্কসবাদ (১৯৬৯)।

(ডঃ) বিজয়কালী ভট্টাচার্য (১৮৯৫—২০।৭।১৯৭১) এম্. এ. ডি. ফিল্ (আয়ুর্বেদ) স্মৃতিতীর্থ। শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের প্রতিষ্ঠাতা। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুর্বেদ গবেষণা বিভাগে আয়ুর্বেদ গবেষণাপীঠের উপদেষ্টা। বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ মহাপরিষদের সম্পাদক। সম্পাদক: মাসিক আয়ুর্বেদ জগৎ। অনূদিত গ্রন্থ: তুলসীদাসের রামায়ণ।

বিজয়কুমার দত্ত (৮।৫।১৯৩৩ —)। ছদ্মনাম: কবিরঞ্জন। জন্ম: কলিকাতা। নিবাস: ৩৬বি, বকুলবাগান রোড্। কলিকাতা—২৫। পিতা: প্রকাশচন্দ্র দত্ত, মাতা: রাণীবালা। সাউথ সুবারবন মেন স্কুল থেকে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৫০) ও আশুতোষ কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আই. এস্. সি. পাশ। ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এসিষ্ট্যাণ্ট্ এড্মিনিষ্ট্রেটিভ্ অফিসার। ভবানীপুর Y.M.A গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতির সঙ্গে ২০ বৎসর যুক্ত। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক (১১ বৎসর)। অমৃত, এষা, জয়শ্রী, দেশ, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, উত্তরসূরি, উত্তরণ, সাহিত্য-চিন্তা, ধ্রুপদী, লেখা ও রেখা, রূপসা, দৈনিক কবিতা পত্রিকা, শর্তাভিষা, ঘরোয়া, গণবার্তা, নির্মোক, কবি ও কবিতা, জীবনানন্দ, একক, উদীচী, রা, অলিন্দ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, গল্প প্রভৃতি প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য: মুখশ্রী, উন্মোচন (৫৩টি কবিতা—১৯৬৬), জলের আলপনা (৪১টি কবিতা, ১৯৭২), অরণ্যশীর্ষে গোধূলি (৬০টি কবিতা—১৩৮৮)।

বিজয়কুমার পাড়ুই হলায়ুধ দ্রষ্টব্য।

বিজয়কুমার বসু (১।২।১৯০৪—৭।৩।১৯৭৭)। জন্ম: ইটাহিল, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। মৃত্যু: রহড়া, ২৪ পরগণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে এম্. এ.। শিক্ষক, কবি ও কথা সাহিত্যিক। ভাষার সারল্য, সজীবতা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা রচনার বিশিষ্ট গুণ। প্রকাশিত গ্রন্থ পরিশেষে (উপন্যাস), মধুছন্দা (কাব্য)।

বিজয়কুমার বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ: জ্যোতিষ ও রোগনির্ণয় (১৯৭৫)।

বিজয় কুমার (৯।৯।১৩৬৮ বঙ্গাব্দ—) ডাকনাম: বিজু। ছদ্মনাম: বনদেবী, উপনাম: কবিকুমার, শিশুরাজ। মাতা: টুকু দেবী। নিবাস: হাঁসুড়ি, ২৪ পরগণা। মিষ্টিমুখ ক্ষুদ্রনাট্যগোষ্ঠী, টুকুদেবী সাধারণ পাঠাগার ও কবিকুমার বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক: বনজোছনা (মাসিক, ১৩৭৪—) এসো দেখি চাঁদ (মাসিক, ১৯৮৬)। প্রকাশিত কাব্য: কাব্যকণা (১৩৮৮)।

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য (২৭।৭।১৯৫৯—)। জন্ম ও নিবাস: শিলচর. কাছাড়, আসাম। পূর্বনিবাস: শ্রীহট্ট বাংলাদেশ। পিতা: অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য, মাতা: জ্যোৎস্নাময়ী। ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৭৩), প্রি ইউ (১৯৭৮), শিলচর কলেজ থেকে বাঙ্গালায় অনার্সসহ বি.এ (১৯৮০) পাশ। অরুণকুমার চন্দ ল

কলেজে আইনের ছাত্র। পশ্চিমবঙ্গের কাল-পুরুষ, একক, কৃশাণু, দেশপ্রেমিক, সময়ের সংলাপ; বরাক উপত্যকার দৈনিক প্রান্তজ্যোতি, দৈনিক সোনার কাছাড়, শতক্রতু, মাটি, লামডিং প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদক: সাপ্তাহিক সংবাদ দর্পণ (১৯৮৩—), দৈনিক প্রান্তজ্যোতি পত্রিকার সাহিত্যবাসর (১৯৮১-৮৩), দৈনিক কাছাড় পত্রিকার সাময়িকী।

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য (১৭৷১৷১৮৯৫—)। জন্ম: গুঁয়াড়ি, বর্ধমান। পিতা: হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য, পত্নী: সাধনা। বর্তমান নিবাস: শিক্ষানিকেতন, কলানবগ্রাম, বর্ধমান। স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯১৬ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে শিক্ষকতায় ব্রতী। গান্ধীজীর আহবানে শিক্ষকতা ত্যাগ করে স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ (১৯২১)। গান্ধীজীর আদর্শে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজগঠনের কাজে নিযুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গান্ধীজীর শিক্ষা. বুনিয়াদী শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি, ইংরেজীর প্রয়োজন, গঠন কর্মপন্থা (গান্ধীজীর Constructive Programme-এর অনুবাদ)। বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থ (ডঃ সৈয়দাইনের Concept of Basic Education-এর অনুবাদ)।

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান।

বিজয়কুমার সেন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সচিত্র কবিতা কুসুম (১৮৯১)।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (৪৷৮৷১৮৪১—৫৷৬৷১৮৯৯ / ১৬৷২৷১৩০৬)। জন্ম: নদীয়ার শিকারপুরের নিকটবর্তী দহফুল গ্রামে মাতুলালয়ে. মৃত্যু: পুরীধামে, পৈতৃক নিবাস: শান্তিপুর, নদীয়া। অদ্বৈতবংশোদ্ভব। পিতা: আনন্দকিশোর গোস্বামী, পত্নী: যোগমায়া। শান্তিপুরের পাঠশালায়, গোবিন্দ অধিকারীর টোলে শিক্ষালাভের পরে ১৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বেদান্তদর্শনে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। মেডিক্যাল কলেজে বাঙ্গালা বিভাগে অধ্যয়নকালে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধের ফলে লেখাপড়া ত্যাগ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্ম আচার্যদের সঙ্গে পরিচিত। উপবীত ত্যাগ করে দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত (১২৬৮)। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক,—পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য (১২৭০)। শান্তিপুর, মৈমনসিংহ, গয়া প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্তনের প্রবর্তক। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দুটি গানের রচয়িতা। গয়াতে যোগসাধনা,—যোগসাধনায় দীক্ষাদাতা। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পুনরায় হিন্দুধর্ম ও উপবীত গ্রহণ (১২৯৩)। ঢাকায় গণ্ডেরিয়া অঞ্চলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ধর্মসাধনা। শেষ জীবনে হরিভক্ত বৈষ্ণব। কলিকাতা, পুরী, প্রভৃতি বহুস্থানে বহু ব্যক্তিকে দীক্ষাদাতা। বৃন্দাবনে বাস। কুম্ভমেলায় সাধুদের দ্বারা মহাপুরুষ হিসাবে সম্মানিত। পুরীতে জাটিয়া বাবা নামে প্রসিদ্ধ। ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচয়িতা। বাঙ্গালীর গান গ্রন্থে কয়েকটি সঙ্গীত সংকলিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধর্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর, যোগসাধন, বক্তৃতা ও উপদেশ, আশাবরীর উপাখ্যান।

বিজয়কৃষ্ণ ঘোগ। জন্ম: গরিফা, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ: অশ্রু, পঞ্চরাত্র, কৃতজ্ঞতার মূল্য, রোবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম, দিওয়ান-ই-মলকী (জবউন্নিসা)।

বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ:

গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা, শিবের বুকে নাচে শ্যামা, মা আমার কাল কেন ?

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত। সম্পাদক ঃ আশ্রম (১৩৩৩—৩৪)।

বিজয়কৃষ্ণ বসু (১৯শ শতাব্দী)। কবি। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ছন্দে কবিতা লেখক। প্রকাশিত কাব্য ঃ সিন্ধুবিলাপ (পত্নীবিয়োগে শোক কাব্য ১৮৭৪), অবকাশ গাথা (১২৮৩)।

বিজয়কৃষ্ণ ভট্ট (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অঙ্কসূত্র (১৮৭১)।

বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক ঃ উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা (১৮৫৬)।

বিজয়কৃষ্ণ রাঢ়ী (৩১।৫।১৩০৫—২১।৬। ১৩৯৩/৮।১০।১৯৮৬)। জন্ম ঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা ঃ মতিলাল রায়ের যাত্রাদলের বিখ্যাত বেহালাবাদক নিত্যগোপাল রাঢ়ী। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯১৬), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে আই. এ (১৯১৮) ও বি এ. (১৯২০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ (১৯-২২)। বি এন্. আর্-এর এষ্টিমেটর (১৯২৫—৫৫)। পরে ১২ বৎসর দক্ষিণপূর্ব রেলওয়েতে পুনর্নিযুক্ত। গৌড়ীয়, সুদর্শন বাসুদেব প্রভৃতি পত্রিকায় দার্শনিক প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৈষ্ণবীয় প্রেম।

বিজয়কৃষ্ণ রায় (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ বিলাপ সিন্ধু (১২৮২), সরল কবিত্ত (মুর্শিদাবাদ—১৯০১)।

বিজয়কৃষ্ণ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হরিহর মাহাত্ম্য, পূর্ণিয়া ভ্রমণ (১৩২২)।

বিজয়কেশব বসু। যুগ্ম সম্পাদক ঃ বিজ্ঞান লহরী (মাসিক ১২৭১)।

বিজয়কৃষ্ণ সাহু (১।৩।১৯১১—) এম্. এ. বি. টি. কাব্যপুরাণতীর্থ। জন্ম ও নিবাস ঃ দীঘল গ্রাম, ইন্দাস, বাঁকুড়া। পিতা ঃ রজনীকান্ত সাহু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। হুগলী চাঁপাডাঙ্গা হাইস্কুল (১৯৪৬—৪৯), বর্ধমান জেলায় সেহারা বাজার চন্দ্রকুমার ইন্স্টিটিউসন (১৯৫৯—৭৫) ও হুগলী খাজুরা হাইস্কুলের (২৯।১২।১৯৭৬—) প্রধান শিক্ষক। বঙ্গশ্রী, মাসিক পাঠশালা, মাসিক শুকতারা, মাসিক শিশুসাথী, সাপ্তাহিক হিমাদ্রি, মাসিক প্রবর্তক প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও শিক্ষামূলক রচনা প্রকাশিত। সাপ্তাহিক হিন্দু পত্রিকায় কালিদাসের ঋতুসংহারের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত। প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ ঃ পল্লীচারণের কাহিনী (১৯৬৩). মহারাজ লক্ষণ মাণিক্য (১৯৬৩)।

বিজয় গুপ্ত (১৫/১৬শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ গৈলা. ফুল্লশ্রী, বরিশাল। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৩—১৫১৮) সমসাময়িক। পিতা ঃ সনাতন গুপ্ত। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। রচনা ঃ পদ্মাপুরাণ (১৪৯৪ খ্রীঃ)। বিশ্লেষণধর্মিতা সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র, সজীব চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতা, দেবচরিত্রে মানবত্ব আরোপ, করুণ ও হাস্যরসসৃষ্টি, ব্যঙ্গের প্রাধান্য, সুখপাঠ্য সরস বাস্তবানুগ বর্ণনা, গার্হস্থ্য জীবনচিত্র, ছন্দোবৈচিত্র্য, অলংকার প্রয়োগের দক্ষতা, চাঁদসদাগরের পরিণতিতে অসামঞ্জস্য পাণ্ডিত্য প্রকাশে অনীহা, নিবিড় সহানুভূতি প্রভৃতি কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

বিজয় গোপাল বিশ্বাস (১২।১০।১৯০৫—১৫।৫।১৯৮৭)। ছদ্মনাম ঃ বিজয় গোপাল জন্ম ঃ যশোরের শত্রুজিৎপুরে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ঃ বাউতরা, হাজরাপুর, যশোর, বর্তমান নিবাস ঃ ২, নন্দন বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৪। পিতা ঃ সদানন্দ বিশ্বাস,

মাতা : ভুবনমোহিনী। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯২৬, আই.এ পাঠকালে চাকুরিপ্রাপ্ত (১৯২৮) বি. এ. (১৯৩১), বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৪০)। যশোরে বিনোদপুর হাইস্কুলের শিক্ষক (১৯২৮—৫২). কলিকাতায় আগমনের পর পার্ক ইন্স্টিটিউসনের শিক্ষক (১৯৫২—)। উদ্বোধন, বসুমতী, প্রদীপ, টিচার্স জার্নাল, ব্রতচারী প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : গীতিগুঞ্জ (১৩৪৭), গীতি-বীথি (১৩৫২), ধারা (১৩৫৩), অগ্নিহোত্রী (১৩৫৬), গীতিরূপা (১৩৭৫), শেষরশ্মি (১৩৭৬)। তারা (১৩৭৭), বাংলার গান (১৩৭৮)। ছোটগল্প : সেদিন এদিন আসছে দিন (১৩৮৫)। আলোচনা : বিপ্লবী বিবে-কানন্দ (১৩৫৬), গীতায় শ্রীরামকৃষ্ণ (১৩৭৬)।

বিজয়চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : উমা আগমনী (১৩২২)।

বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৮৬—৫।৩। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জামাতা। প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার। ব্যারিষ্টারি সুরু (১৯০৫)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান। হিজলী জেলে গুলি চালনার তদন্তে জন-গণের প্রধান কৌঁসুলী। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলায় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে মামলা পরিচালক। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত। বিপিনচন্দ্র পালের নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকার পরিচালক। যুগ্ম সম্পাদক : বন্দে মাতরম্।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (২৬।১০।১৮৬১—৩০।১২।১৯৪২)। জন্ম : খানাকুল, ফরিদ-পুর। পিতা : হরচন্দ্র মজুমদার। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৮০), মেট্রো-পলিটান কলেজ থেকে বি এ (১৮৮৫) বি. এল. (১৮৯৫)। বামড়া ফিউডেটরি ষ্টেটের রাজ-পুত্রের টিউটর (১৮৮৫), কাউনসিলের প্রেসি-ডেন্ট, সোনপুর ষ্টেটের আইন উপদেষ্টা, পুরী জেলা স্কুলের শিক্ষক (১৮৮৭), সম্বল পুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৯১), সম্বলপুর ও কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়ে বিলাতে চিকিৎসা সত্ত্বেও অন্ধত্বপ্রাপ্ত। তামিল, তেলেগু, উড়িয়া প্রভৃতি বহুভাষাবিদ্। কবি,—ভাষাতত্ত্ববিদ্, নৃতত্ত্ববিদ্ ও গবেষক। প্রবাসী পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক। সম্পাদক : বঙ্গবাসী (১৩২৮—৩৪) বাঙ্গালা (শারদীয় ১৩৩৯), শিশুসাথী (১৩৩৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : কবিতা (১৮৮৮), বিদ্রূপ ও বিকল্প (১৮৮৯), যুগ-পূজা (১৮৯০), কথা ও বীথি (১৮৯৩), যজ্ঞ ও ভস্ম (১৮৯৮-৯৯), কথা ও নিবন্ধ (গদ্যে ও পদ্যে—১৯০৪). হেঁয়ালি (১৯১৫)। প্রবন্ধ নিবন্ধ : কালিদাস (১৯১১), প্রাচীন সভ্যতা (১৯১৫), ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৯১৯), ছিটেফোঁটা, জীবন বাণী, খেলাধুলা (সংকলন), রুচিরা। উপন্যাস : তপস্যার ফল। অনুবাদ : থেরীগাথা (পালি), গীত গোবিন্দ (পদ্যানুবাদ) সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী (বামড়া রাজ্যের রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনের ওড়িয়া রচনার অনুবাদ—১৯২৬)। ইংরাজী গ্রন্থ : **Elements of Social Anthropology, Aborigines of Central India, Orissa in the making, History of Bengali Language, Typical selection of Oriya Literature.**

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৯৪—১১।১২। ১৯৮২)। জন্মস্থান : ভাগলপুর, বিহার, মৃত্যু : শিবপুর, হাওড়া। পিতা : শরৎ চন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ যোগেশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্র বিনয় চন্দ্র মজুমদার। শিশু-সাহিত্যিক যামিনী সোমের প্রেরণায় সাহিত্য-

চর্চার সূত্রপাত। হাওড়া শিবপুরে বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। হাওড়া রবীন্দ্র সমিতির সম্পাদক। উদ্বোধন, মন্দির বসুমতী, প্রবাসী, লোক বিজ্ঞান, হিমাদ্রি, সংহতি, আশাবরী, হাওড়াবার্তা, নৈবেদ্য, ভাবীযুগ, জাগরী, সাহিত্যবাণী প্রভৃতি বহু পত্রিকার কবিতা ও অর্থনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক, ইতিহাসাশ্রয়ী, বিজ্ঞান বিষয়ক, আধ্যাত্মিক, ধর্মসম্পর্কিত প্রবন্ধ লেখক। হাওড়া বার্তার পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত (১৯৮১)।

বিজয় চাঁদ ঘোষ (৬।১।১৩৩৫—)। জন্ম ও নিবাস ঃ মোহনপুর, পোঃ রাধানগর, নদীয়া। পিতা ঃ রামচন্দ্র ঘোষ, মাতা ঃ হিমাংশুবালা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৮)। শিক্ষক। কৃষ্টি-ভারতীর সম্পাদক ও ভারত ভারতীর সভাপতি। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক মহাস্নাতক, ভারত ভারতী কর্তৃক বিদ্যাভারতী উপাধিপ্রাপ্ত। নতুন লেখনী, নতুন প্রদীপ, বন্দনা, শিক্ষকবার্তা, আরো আগে, সবুজনক্ষত্র, শতাব্দীর সূর্য প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ মাসিক বন্দনা (৭ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মানব পূজারী (জীবনীমূলক)। সংকলিত গ্রন্থ ঃ একশো কবির একশো কবিতা।

বিজয় চাঁদ মহতাব (১৯।১০।১৮৮১—১৯৪১)। জন্ম ঃ বর্ধমান রাজবাটীর দক্ষিণখণ্ডে। পিতা ঃ রাজা বনবিহারী কাপুর। বাল্যকালেই মাতৃহীন। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাপচাঁদের মৃত্যুর পর মহারাণী বেনদেয়ী দেবী কর্তৃক পোষ্যপুত্র-রূপে গৃহীত (৩১৭।১৮৮৭)। পত্নী ঃ লাহোর নিবাসী ঝাণ্ডামল মেহেরার কন্যা রাধারাণী দেবী। বনবিহারী কাপুরের চেষ্টায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় পাণ্ডিত্য-প্রাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ (১৮৯৯)। দিল্লীর দরবার থেকে মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত (১৯০৩), অভিষেক (১৭।২।১৯০৩)। নিষ্ঠাবান, ধর্ম-প্রাণ, পরদুঃখকাতর কবি। সঙ্গীত প্রিয়। ইউরোপ ও ইংলণ্ড ভ্রমণ (১৯০৬)। নাইট্ উপাধিতে সম্মানিত। বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ একাদশী ও ত্রয়োদশী (কাব্য), আবেগ, বিজয় গীতিকা ২ খণ্ড, ত্রিচিত্র, বিজন বিজলী, চন্দ্রাজিৎ, গায়ত্রী, কমলাকান্ত, কতিপয় পত্র, মানসলীলা পঞ্চদশী, শুকদেব (নাটক ১৩২২), So Studies, Meditations, Impressions.

বিজয়নাথ মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যকর্ম ও পূজাপদ্ধতি (১৩২২)।

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গোল সমুরা (১২৯০) হাতেম তাই (১২৮৪), সংক্ষিপ্ত ভারত (গল্প—১৮৮৩)।

বিজয় পণ্ডিত (১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) জন্ম ঃ সাগরদিয়ার বন্দ্যবংশীয় ব্রাহ্মণকুলে। রাঢ়দেশের কবি। বঙ্গভাষায় মহাভারতের অনুবাদক। দ্বাদশ পর্বে বিভক্ত মূল মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদক। অনূদিত মহাভারতের নাম ঃ বিজয় পাণ্ডবকথা।

বিজয় বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ঃ শেওড়াফুলি, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সমাধি।

বিজয় ভট্টাচার্য। নিবাস ঃ শিলচর, আসাম। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ পরিচয়, ক্ষণবসন্ত।

বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী। জন্ম ঃ ঘাটেশ্বরী, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আসাম প্রসঙ্গ ১ম (১৩২৯), ঐ ২য় (১৩৩২)।

বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত (১৩০৮—১৬।৮। ১৩৭৬)। জন্ম: মাহিলাড়া, বরিশাল। এম্. এ. পাঠকালে (১৯২১) অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কারাদণ্ডিত। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যানুরাগী। বরিশাল শহরে অভ্যুদয় প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। পরিচালক: সাপ্তাহিক বরিশাল ও মাসিক তরুণ। বঙ্গবাণীর সম্পাদকীয় বিভাগের, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ-এর কর্মী। সম্পাদক: দৈনিক বঙ্গবাণী, সাপ্তাহিক বাঙ্গালার বাণী (১৯৩২), দৈনিক কেশরী (কলিকাতা)। সহ-সম্পাদক: যুগান্তর (১৯৩৭), যুগ্ম সম্পাদক: যুগান্তর। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছায়ালোকের নরনারী (১৯৩৪), ছায়াপথের তারকা (১৯৪৫), মহামানব মহাত্মা (১৯৪৮), বর্ষপঞ্জী (১৯৪৭)।

বিজয়রত্ন দে। যুগ্ম সম্পাদক: মোদক হিতৈষী (১৩১৪)।

বিজয়রত্ন মজুমদার (১৮৯৪/১৩০১—১৩৬২)। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ভারতবর্ষ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচয়িতা। সম্পাদক: সাপ্তাহিক বাসন্তী (১৩২৯—৩২), সাপ্তাহিক সচিত্র শিশির (১৩৩০—৩১), সাপ্তাহিক বাঙ্গালা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাথী, স্বপ্ন পরিণীতা, আলোকে আঁধারে, দিশেহারা, হাতের নোয়া, স্নেহাশিস, সতীত্বের মূল্য, গৃহদেবী, সরিক, ছোড়দি, প্রণয় মিলন, হীরার কণ্ঠী, প্রীতির নিদর্শন, নূতন বধূ, কিশোরীচন্দ্র (গল্প ১৯২৩), ধনুর্ভঙ্গ (নাটক), হামির, ছেলেদের সত্যাগ্রহী (যীশুখৃষ্ট, ডানিয়েল, ডিকো ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনী—১৯২২), কর্মদেবী (গল্প ১৯২২), রাণাকুম্ভ (গল্প ১৯২৩), বাপ্পাবীর (গল্প ১৯২১), ছেলেদের গোপাল ভাঁড়, আজাদ হিন্দের অঙ্কুর, মহাতীর্থ, আকাশ মল্লিকা (নাটক ১৩১৯), ছেলেদের গান্ধীজী (১৯২২), ছেলেদের চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণ (১৯২৫), জাতকের গল্প (১৯২২), ডাইনী বুড়ী (গল্প ১৯১৯), পৃথিবীর ইতিহাস—চিত্রে ও গল্পে মহাভারত (১৯২৪) পৃথিবীর ইতিহাস—চিত্রে ও গল্পে রাজস্থান (১৯২৪), পৃথ্বীরাজ (গল্প ১৯২৫), সংশোধন (নাটক ১৯১৫), স্ত্রীর চিঠি (উপন্যাস)।

বিজয়রত্ন সেন, কবিরঞ্জন, মহামহোপাধ্যায় (২০।১১।১৮৫৮—২১।৯।১৯১৯)। জন্ম: কাঁচা দিয়া, বিক্রমপুর, ঢাকা, মৃত্যু: কলিকাতায়। পিতা: জগৎচন্দ্র সেন। কলিকাতায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, বেদান্ত, সাংখ্য এবং মাতুল গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন। কলিকাতায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। কুমারটুলি অঞ্চলে ঔষধালয় প্রতিষ্ঠাতা—আয়ুর্বেদ সভার প্রতিষ্ঠাতা। কয়েকটি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের লেখক। উল্লেখযোগ্য কীর্তি: অষ্ঠাঙ্গ হৃদয় (মূল ও টীকা সহ অনুবাদ)।

বিজয় লক্ষ্মী গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: অঞ্জলি (১৩২২)।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (×।৯।১৮৯৮—১৮।২।১৯৭৪ / ৫।১১।১৩৮১)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: কৃষ্ণনগর, নদীয়া, মৃত্যু: কল্যাণীর গান্ধী স্মৃতি হাসপাতালে। নিবাস: কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী জলঙ্গী নদীর তীরে বড় আন্দুলিয়া গ্রামে। পিতা: কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা: কিরণবালা (কিরণময়ী), পত্নী: ইলা। কৃষ্ণনগর মিশনারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯১৭), কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে আই. এ. পাশ (১৯১৯) করে বি. এ. পড়ার সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় কারাদণ্ডিত (১৯২৮)। বিপ্লবী জীবনের ও সাহিত্য সাধনার গুরু: কৃষ্ণনগর

কলেজের অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, হেমন্ত সরকার ও কাজী নজরুল ইসলামের অনুগামী হলেও রাজনৈতিক জীবনে গান্ধীবাদী। কিছু কাল শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক (১৯২৬), বিধানসভার সদস্য (১৯৫২—৫৭)। সমাজ-সেবক, বড় আন্দোলিয়ায় লোকসেবক শিবিরের সংগঠক। দৈনিক সার্ভেন্ট্ পত্রিকার সাংবাদিক। দেশ পত্রিকা প্রকাশে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী। স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তাম্রপত্র প্রাপ্ত। চারণ কবি হিসাবে খ্যাত। যুগান্তর, দেশ, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিজলী, উদ্বোধন মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সহ-সম্পাদক : দৈনিক বঙ্গবাসী, দেশ, দৈনিক কৃষক (১৯৪৪), ঊষা, দৈনিক লোকসেবক (১৯৪৭), সাপ্তাহিক জাগরণ। দৈনিক লোক সেবক পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। আই. এ. পড়ার সময়ে প্রথম কবিতা 'কৃত্তিবাস বন্দনা' ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত। গান্ধীজীর সর্বোদয় চিন্তা, শান্তিনিকেতনের সৌন্দর্যশিক্ষা ও দক্ষিণেশ্বরে মুক্তিমন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত সাম্যবাদী সর্বহারার কবি। স্বাধীনতা, সাম্য, মনুষ্যত্ব ও গণতন্ত্রের বন্দনায় কবিতা বিশিষ্ট। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : সর্বহারার গান (৩য় সং ১৩৩৪), চারণ গীতি (১৩৩৯), চারণ কবি হুইট্ম্যান (১৯৩৭)। অন্যান্য : বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ (১৩৩১), ঘরের মায়া (১৩৩৬), মরুজয়ের কথা (১৩৩৭), মুক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্র (১৩৩৯), মনের গভীরে (১৩৩৯), দ্রষ্টার চোখে (১৯৪০), স্বর্গের ঠিকানা (১৩৪৪), বঙ্কিমের স্বপ্ন (১৩৪৪), রবীন্দ্র সাহিত্যে পল্লীচিত্র (১৩৪৫), সাম্যবাদের গোড়ার কথা (১৩৪৫), সাম্যবাদের মর্মকথা (১৩৪৫), রাশিয়ার কথা (১৩৪৫), কমিউনিজম্ অগ্রদূত (১৩৪৪), ত্রয়ী (১৩৪৫), বিদ্রোহীর স্বপ্ন (১৩৪৬), সেনাপতি গান্ধী (১৩৪৬), আমি যাহা বিশ্বাস করি (১৩৪৬), রবিতীর্থে (১৩৬২), রিয়ালিষ্ট্ রবীন্দ্রনাথ (৩য় সং ১৯৬১), মানুষের অধিকার, অভিশাপ না আশীর্বাদ, মনের খেলা, সভ্যতার ব্যাধি বা ঝটিকার ঊর্ধ্বে, মাদকদ্রব্য বর্জন (১৯৬৯), **The champion of the proletariate.**

বিজয়া মুখোপাধ্যায় (১১।৩।১৯৩৭—)। নিবাস : ফ্ল্যাট ৩সি/১, মেঘমল্লার, ১৮/৩, গড়িয়াহাট রোড্, কলিকাতা-১৯। কবি। প্রকাশিত কাব্য : আমার প্রভুর জন্য (১৯৬৭) যদি শর্তহীন (১৯৮১), ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম (১৯৭৭), উড়ন্ত নামাবলী (১৯৭৯)।

(ডঃ) বিজিতকুমার দত্ত (১৯৩২—) জন্ম : চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : টিচার্স কোয়ার্টার, তারাবাগ, বর্ধমান। পিতা : নিখিল চন্দ্র দত্ত, মাতা : কাননবালা, পত্নী : ডঃ সুকুমার সেনের কন্যা ডঃ সুনন্দা দত্ত। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৮), করিমগঞ্জ কলেজ থেকে আই. এ., স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে অনার্স সহ বি. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৫৪) ও পি. এইচ্. ডি. (১৯৬২)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক (১৯৫৫-৫৬)। গুরুদাস কলেজের অধ্যাপক (১৯৫৬-৬৩), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯৬৩—)। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কথা-সাহিত্য, উত্তরসূরি, দেশ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৯৬৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ : মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল (ক. বি. ১৯৬৩), বাংলা গদ্যের পদাংক (প্রমথনাথ বিশীসহ), সাহিত্য সম্পুট, প্রাচীন বাংলা মৈথিলী নাটক (১৯৮০)। সম্পাদিত পত্রিকা : যাত্রী (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)।

বিজিতকুমার ভট্টাচার্য। আসাম নিবাসী কব। প্রকাশিত কাব্য ঃ কেউ পরবাসী নয়।

বিজ্ঞানানন্দ স্বামী (১৫।৭।১২৭৫/৩০। ১০।১৮৬৮—১২।১।১৩৪৫/২৬।৩।১৯৩৮ বি এ. এল্. সি. ই। পূর্বাশ্রমের নাম ঃ হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। জন্ম : এটোয়া। পিতা ঃ তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। হেয়ার স্কুল থেকে ১ম বিভাগে এন্‌ট্রান্স (১৮৮২), সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৮৮৫), পাটনা থেকে বি. এ. ও পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ২য় স্থান অধিকার করে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ (১৮৯২)। গাজীপুর ডিষ্ট্রিক্‌ট্ ইঞ্জিনিয়ার (১৮৯৩), অযোধ্যা প্রদেশের পূর্ত-বিভাগের কর্মী—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে (১৮৮৩) তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও সন্ন্যাস গ্রহণ (১৮৯৭)। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট্ (১৯৩৪), প্রেসিডেন্ট্ (১৯৩৭)। এলাহাবাদের খুটিগঞ্জে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। রামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশের হিন্দী অনুবাদক, দেবীভাগবত, বৃহজ্জাতক ও রামায়ণের অংশ বিশেষের ইংরাজী অনুবাদক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ জল সরবরাহের কারখানা, বৃহৎ জাতক, সূর্যসিদ্ধান্ত (বঙ্গানুবাদ)।

বিদ্যাপতি ঠাকুর (আঃ খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর প্রথমভাগ)। জন্ম ঃ মিথিলার (অধুনা বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত মধুবনী মহকুমার) বিস্‌ফী গ্রাম। পিতা ঃ গণপতি ঠাকুর। কৌলিক উপাধি ঠক্কুর। সংস্কৃত শিক্ষার গুরু হরিমিশ্র। ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষ গণপতি পর্যন্ত মিথিলার রাজ সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিথিলার রাজা কীর্তিসিংহ (১৪০২—১৪০৪), দেবসিংহ, শিবসিংহ (১৪১০—১৪), পদ্মসিংহ ও তৎপত্নী বিশ্বাস দেবী, শিবসিংহের পত্নী রাণী লছিমা দেবী, নরসিংহ, বীরসিংহ, ভৈরব সিংহ এবং শিবসিংহ নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পরে কিছুকালের জন্য দ্রোণবারের রাজা পুরাদিত্যের সভাপণ্ডিত। সতীর্থ ঃ প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র। দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের পুত্র হরপতি ও নরপতি, দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র বাচস্পতি ও কন্যা দুল্লহা। পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত, মৈথিলী হিন্দী ও অবহট্‌ঠ্ ভাষায় পণ্ডিত, সংস্কৃত, মৈথিলী ও অবহট্ট ভাষায় গ্রন্থ রচয়িতা। মৈথিল কোকিল, অভিনব জয়দেব ও কবি-সার্বভৌম উপাধি দ্বারা সম্মানিত। রাজা শিবসিংহ কর্তৃক বিস্‌পি গ্রাম দানের দ্বারা সম্মানিত। রাধাকৃষ্ণ পদাবলী রচনার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরু, সঙ্কীর্তনামৃত, ও কীর্তনানন্দ নামক পদসংকলনে বিদ্যাপতির ৩১৫টি পদ সংকলিত হয়েছে। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা থেকে ব্রজবুলির উদ্ভব। যথার্থ শিল্পীর মতই শ্রীরাধার দেহ ও মনের ক্রমবিকাশ বিদ্যাপতির পদাবলীতে সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত। প্রেমকলায় অনভিজ্ঞা বালিকা রাধাকে তিনি ক্রমে ক্রমে প্রেমময়ী নায়িকাতে পরিণত করেছেন। ছন্দের বৈচিত্র্য, শব্দের ঝংকার, শব্দচয়নের পরিপাট্য, ভাব ও ভাষার সার্থক সমন্বয়, যথোপযুক্ত অলংকার প্রয়োগের দক্ষতা এবং চিত্রাঙ্কন দক্ষতা পদগুলিকে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। বয়ঃসন্ধি, প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন এবং ভাবসম্মিলনের পদে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। রাধাকৃষ্ণলীলা ছাড়াও আদ্যাশক্তি এবং হরগৌরী বিষয়ক পদেরও রচয়িতা। রচনা ঃ কীর্তিলতা (অবহট্ট ভাষায় রচিত কীর্তিসিংহের প্রশস্তিমূলক চম্পূকাব্য), ভূপরিক্রমা (দেবসিংহের অনু-

রোধে), পুরুষ পরীক্ষা (গল্প কাহিনী—শিবসিংহের অনুরোধে), কীর্তিপতাকা (অবহট্ট ভাষায়—ঐ), লিখনাবলী (সংস্কৃত পত্র লিখন পদ্ধতি), শম্ভু বাক্যাবলী ও শৈব-সর্বস্বসার (বিশ্বাস দেবীর অনুরোধে), গঙ্গাবাক্যাবলী (ঐ), বিভাগসার (স্মৃতি-গ্রন্থ, নরসিংহদেবের অনুরোধে), দানবাক্যা-বলী (নরসিংহপত্নী ধীরমতীর অনুরোধে), গয়াপত্তন (ঐ—তীর্থমাহাত্ম্য)। দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী (ভৈরব সিংহের অনুরোধে), শক্তি ও শিবগীতি (মৈথিলীভাষায়), রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী (ঐ), কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা, শিবগীতি ও পদাবলী ছাড়া সকল গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী। রচনা ঃ শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতার পদ্যানুবাদ।

বিদ্যারণ্য স্বামী (২৯।৬।১৮৮০—৬।১০। ১৯৫৮)। পূর্বাশ্রমের নাম ঃ বিভূতি ভূষণ দত্ত। জন্ম ঃ কাতুগোয় পাড়া, চট্টগ্রাম। পিতা ঃ রসিক চন্দ্র দত্ত, মাতা ঃ মুক্তকেশী। বৃত্তিসহ প্রবেশিকা (১৯০৭), আই. এস্‌. সি (১৯০৯), বি. এস্‌. সি., এল, এস. সি, (১৯১৪), পি. আর্‌ এস্‌, ডি. এস্‌. সি, ইলিয়ট পুরস্কার প্রাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক। শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী স্বামী বিষ্ণুতীর্থের নিকট দীক্ষিত (১৯২০), সন্ন্যাস গ্রহণ (১৯৩৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী ৩ খণ্ড, ভাগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস ৫ খণ্ড, বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ, ভাগবত ধর্ম ও মহাযান ধর্মের বেদমূলতা, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধ, শাঙ্কর দর্শন, যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মবাদ, বৈখানস দর্শন ও ধর্ম, পরমর্ষি ব্যাস, গীতাধর্ম, বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাবলী ৬ খণ্ড, History of Hindu Mathematics (আদেশ নারায়ণ সিংহ সহ) ২ খণ্ড।

বিদ্যুৎ ধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত (১৯০৩—)। ছদ্মনাম ঃ শ্রী গাণ্ডীব। জন্ম ঃ বিক্রমপুর, ঢাকা। কথাসাহিত্যিক ও শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ঠাকুরদা, তুমি কোন ডালে, মানুষ হও, বিশ্বের মনীষা ইত্যাদি।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৮—) এম্‌. এ (বাঙ্গালা)। জন্ম ঃ হরিতকীবাগান লেন (বিডন ষ্ট্রীট্‌), কলিকাতা। বর্তমান নিবাস ঃ হিন্দ্‌ মোটর, হুগলী। ছোটগল্পলেখক, কবি ও প্রবন্ধকার। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। অমৃত ও যুগান্তর পত্রিকার কর্মী। সংকলন, অক্ষর, কল্পবাণী, প্রগতি, অমৃত, যুগান্তর, বসুমতী, লোক-সেবক, গল্পভারতী, মহাদিগন্ত, গঙ্গোত্রী, অনুভব, জীবনানন্দ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সহ-সম্পাদক ঃ অমৃত। সম্পাদক ঃ অঙ্কুর।

বিধান দত্ত (১৯৪০—)। ছদ্মনাম ঃ শ্রী ইন্দিবর। জন্ম ঃ কলিকাতায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বক্তিয়ার।

বিধায়ক ভট্টাচার্য (২৪।১০।১৩১৪/৭।২। ১৯০৭—১৫।১১।১৯৮৬)। প্রকৃত নাম ঃ বগলা-রঞ্জন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত নাম ঃ বিধায়ক, ছদ্মনাম ঃ যশোধর মিশ্র, মানস দাস। জন্ম ঃ বালুচর, ভাটপাড়া, পৈতৃক নিবাস ঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, নিবাস ঃ বেলগাছিয়া ভিলা ব্লক জি, ফ্ল্যাট্‌—২. কলিকাতা—৩৭। নিজস্ব আবাস ঃ মাটির ঘর. ১৬২/১ বারুই-পাড়া লেন, কলিকাতা-৩৫। পিতা ঃ হরিচরণ ভট্টাচার্য, মাতা ঃ সত্যবতী। জিয়াগঞ্জ এড্‌ওয়ার্ড করোনেশন হাই ইন্‌স্‌টিটিউসন (বর্তমানে রাজা বিজয় সিং বিদ্যামন্দির)-এ পড়ার পরে টালা হাইস্কুল থেকে এন্‌ট্রান্স উত্তীর্ণ (১৯২৭-২৮)। অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগার শিশিরকুমার ইন্‌স্‌টিটিউট্‌ এর

ইস্যুরিং অফিসার (১৯৩০-৩১), যুগান্তর পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মী—রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধ্যাপক। প্রথমে নজরুলগীতি গায়ক পরে নাট্যকার। উপন্যাস ও অনুবাদ রচনা সত্ত্বেও নাট্যকার হিসাবে সমধিক খ্যাত। গল্পলহরী, প্রবাসী, দীপালি, রূপমঞ্চ, সচিত্র ভারত, রূপাঞ্জলি, চিত্রিতা, রূপলেখা, উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ, নতুন খবর, নবকল্লোল, রোমাঞ্চ প্রভৃতি পত্রিকায় ছোটগল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত। ভাটপাড়া থেকে 'মধুসংলাপী' এবং নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন থেকে সাহিত্য মহাস্নাতক উপাধিতে সম্মানিত (১৯৬০-৬১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সুধাংশুবালা পুরস্কার (১৯৬৬-৬৭) এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শতবার্ষিকী পুরস্কার প্রাপ্ত। সমাজ সমস্যা ও পারিবারিক সমস্যার রূপায়ণ, আধুনিকতম আঙ্গিক এবং সহজ সরল ও সরস সংলাপ তাঁর নাটকগুলিকে জন-প্রিয় করেছে। তিনি নাট্যরসিকদের কাছে মধুসংলাপী নামে পরিচিত। সম্পাদিত পত্রিকা: ছবিওয়ালা (সাহিত্য ও চলচ্চিত্র বিষয়ক, ১৯৪৮-৪৯), রূপায়ণ (ঐ ১৯৫৩), মঞ্চরূপা (রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র বিষয়ক, ১৯৫৬-৫৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ: নাটক: দেহযমুনা (মেঘমুক্তি নামে রঙমহলে অভিনীত, প্রথম অভিনয়: ১৩।৭।১৯৩৮), মাটির ঘর (ঐ—৯। ৯।১৯৩৯), বিশ বছর আগে (১৩৪৬), মালা রায় (১৩৪৬), রক্তের ডাক (১৩৪৮), কুহকিনী (১৩৪৭), তেরোশ পঞ্চাশ (১৯৪৫), রাজপথ (১৩৪৬), খবর বলছি (১৯৫০—৫১), পিতাপুত্র (১৯৫৫), ক্ষুধা (১৩৬৪), তাই তো, তুমি আর আমি, অতএব (১৯৬৭), এণ্টনি কবিয়াল (১৯৬৭), কলঙ্কী চাঁদ, দ্বিধা (১৯৬৮), চিরন্তনী, নটী বিনোদিনী (১৯৬৯), মন্দাক্রান্তা, অন্ধদেবতা। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত অথচ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত নাটক: সেতু (১৯৫৯), লগ্ন (১৯৬৩), ২৬শে জানুয়ারী (কালিকা থিয়েটারে—১৯৪৪-৪৬), খেলাঘর (ঐ)। একাংক নাটক: সরীসৃপ, তাহার নামটি রঞ্জনা, উজান যাত্রা, চতুষ্পর্ণা, কান্নাহাসির পালা, নিবেদয়ামি। উপন্যাসের নাট্যরূপ: বৌঠাকুরাণীর হাট, নিষ্কৃতি (কবিতার নাট্য-রূপ বহুরূপী পত্রিকায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত), বিদ্যাসুন্দর, বৈকুণ্ঠের উইল, মেজদিদি, অরক্ষণীয়া, পণ্ডিত মশাই, বিরাজ বৌ, অচল প্রেম, রত্নদীপ, অমাবস্যার গান, অন্নপূর্ণার মন্দির প্রভৃতি। ছোটদের নাটক: অমরেশ (দেবসাহিত্য কুটীরের পূজা-বার্ষিকীতে প্রকাশিত), জানোয়ারে ধীরে, ঝাঁসীর রাণী, বিশবছর আগে, মাটির ঘর। অনুবাদ: অজানিতার চিঠি (ষ্টিফেন জুইন-এর A Letter from an unknown wo-man)। যাত্রা নাটক: আগুন, রাষ্ট্রবিপ্লব, মাইকেল মধুসূদন, ভক্তভৈরব, চরমাধবী, আকাশ অনেক বড়, সূর্যপুত্র কর্ণ, বিদ্যা-সুন্দর। উপন্যাস: বৃদ্ধ বিধাতা, ওগো পুষ্পধনু, সমীরণ সেন, কা তব কান্তা, রাত্রি যাদের দিন, বসন্ত বনের হরিণী, ঢুলী, অসমাপ্ত, চাকা ঘুরছে, এই দেহ এই দাহ, সীমার সীমান্ত, বনমায়া, বুমেরাং, ময়ূর মহল, রামধনুর রঙ, কাক কালো কোকিল কালো, কৃষ্ণাতিথির চাঁদ।

বিধুভূষণ গোস্বামী। সম্পাদক: ঢাকা রিভিয়ু ও সম্মেলন (১৩১৮-২৯)।

বিধুভূষণ চক্রবর্তী (১৩১৪ বঙ্গাব্দ— ?)। জন্ম: পাবনা, বাংলাদেশ। শিক্ষক। অবসর গ্রহণের পরে বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় পাবনা কলোনী নিবাসী। নাট্যকার। প্রকা-শিত নাটক: বিদ্রোহী (ছোটদের ১৩৭০),

অতীতের মানব, সমুদ্র মন্থন (পৌরাণিক ১৩৭১), অভিযাত্রী (১৩৭২), রাজা দুর্যোধন।

বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ বাবর শাহ্।

বিধুভূষণ দত্ত। সম্পাদক ঃ ভারতের সাধনা (১৩৩৪-৩৯)।

বিধুভূষণ দাশগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ঃ গীতাভাষ্য (১৯৬৯), রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ (১৯৫১), ত্রিভাষা অভিধান (১৯৭৭)।

বিধুভূষণ পাল এল্. এম্. এস্.। জন্ম ঃ ঢাকা। ঢাকা গভর্নমেণ্ট্ মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ খাদ্যতত্ত্ব (ঢাকা —১৩৩৮)।

বিধুভূষণ পাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গীতামৃত।

বিধুভূষণ বসু (১৩।২।১৩৮২/২৬।৫।১৮-৭৫—৩১।১।১৯৭২)। জন্ম ঃ কাঁঠালগ্রাম, বাগের হাট, খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ, পৈতৃক নিবাস ঃ বিষ্ণুপুর খুলনা। পরবর্তী নিবাস ঃ ৫০বি, হাজরা রোড, কলিকাতা। পিতা ঃ যদুনাথ বসু। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় পিসীমা মোক্ষদা সুন্দরীর দ্বারা পালিত। মাইনর পাশ করার পর, মূলঘর হাইস্কুলে অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ। পাশের গ্রাম কোড়ামারা স্কুলের শিক্ষক, কলিকাতা ভবানীপুরে মাইনর স্কুলের শিক্ষক। বিষ্ণুপুরে অবস্থানকালে মতি রায়ের আদর্শে সুধন্বা ও রামলীলা অবসান নামে যাত্রাপালা রচয়িতা,—গ্রাম্য যাত্রাদলে অভিনীত। কলিকাতায় আসার পর নর্মাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মাতুলের চেষ্টায় প্রথম উপন্যাস লক্ষ্মী মেয়ে প্রকাশিত হয়। ইংরাজ সরকার গীতিনাট্যানুষ্ঠান নিষিদ্ধ করায় স্বদেশী যাত্রাদল গঠন করে স্বরচিত মীরকাসীম নাটক অভিনয় করান। এই অভিনয় নিষিদ্ধ হওয়ায় বাগেরহাট মহকুমা শহরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে ‘পল্লীচিত্র’ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ (১৯০৮)। শ্রীঅরবিন্দের কর্মযোগী, সন্ধ্যা প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রবন্ধ প্রকাশিত। তিন শতাধিক সঙ্গীত রচয়িতা। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। অগ্নিবর্ষী লেখনীর দ্বারা বিপ্লবীদের প্রেরণাদাতা। ১৬। ১০। ১৯০৫ (৩০ শে আশ্বিন) তারিখে রাখীবন্ধনের দিন ‘বঙ্গবাসীর সোনার স্বপন’ গীতিনাটিকা রচনা করে অভিনয়। শিকার নামক দেশাত্মবোধক উপন্যাস লেখার জন্য চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত (১৯০৯), আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য পুনরায় কারাদণ্ডিত (১৯৩০)। কারামুক্তির পরে দেশের কাজ, গ্রামের কাজ, সাপ্তাহিক পল্লীচিত্র প্রকাশ, স্কুলে শিক্ষকতা, সাহিত্যসেবা ইত্যাদিতে নিযুক্ত। মুকুন্দ দাসের যাত্রায় পালা লেখক। ব্রহ্মচারিণী ও দাদা পালা মুকুন্দ দাসের যাত্রায় অভিনীত। রক্তযজ্ঞ ও মীরকাসীম নাটক দুটি ইংরাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। সম্পাদক ঃ মাসিক সঞ্জীবনী (১৮৯৯—১৯০২), মাসিক পল্লীচিত্র (১৯১৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ লক্ষ্মী মেয়ে (১৮৯৭), লক্ষ্মী মা (১৮৯৭), লক্ষ্মী বৌ (১৮৯৭', চারুচন্দ্র (১৯০০), অমৃতগরল (১৯০৩), সতীলক্ষ্মী (১৯০৯—ইংরাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), কামিনী কাঞ্চন (১৯২৫), দীপালির বাজি (১৯২৬), বিয়ের বাতাস (১৯২৮), প্রখরা (১৯২৮), কুলের কালি (১৯২৮), জ্যাঠাই মা (১৯২৮), নষ্টোদ্ধার (১৯২৮), পৌত্রান্ত (১৯৫০), পরিণয় (১৯৫০)। গল্প ঃ বনমালা (১৯১৪), কলির নবরঙ্গ (১৯১৪)। নাটক ও যাত্রাপালা ঃ দাদা

(১৯৩৫—মুকুন্দদাসের যাত্রায় অভিনীত), মীরকাসীম (১৯০৫—বাজেয়াপ্ত), রক্তযজ্ঞ (১৯১০, বাজেয়াপ্ত), দাতাকর্ণ (১৮৮৫), ধনুর্ভঙ্গ (১৮৮৫), সতীগঙ্গা (১৮৮৫), ব্রহ্মচারিণী (১৯২৫), বিমাতা, বাপের ভিটা, সত্যানন্দ, দুই বিঘা জমি, বঙ্গবাসীর সোনার ফসল (১৯০৫, বাজেয়াপ্ত), মন্হরা, সুদর্শন (১৯১২)। প্রবন্ধ: সুভদ্রা (১৯১২), গজের কথা, গোধন, মহাত্মা গান্ধীর জীবন চরিত (১৯১১), দেশবন্ধু চরিত্রমহিমা (১৯২৫), স্মৃতিকথা (১৯৫৯)। সঙ্গীত: গীতিহার (১৯১৭)।

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য। ছদ্মনাম: বাণীকুমার। জন্ম: আঁটপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: রায়বাঘিনী, অভিরাম গোস্বামী, বঙ্গবীর রণজিৎ রায়, হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস।

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, সপ্ততীর্থ (১৯০৭—১০।৬।১৯৮৪)। খ্যাতনামা পণ্ডিত। জন্ম: সামন্তসার, ফরিদপুর, বাংলাদেশ, মৃত্যু: কলিকাতায়। নৈয়ায়িক—বৌদ্ধ দর্শনের ভাষ্যকার। ভুবনেশ্বরে অধ্যাপনা করে মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর অবসরপ্রাপ্ত। গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউটের সঙ্গে সংযুক্ত। দর্শন সম্পর্কে বহু গ্রন্থের রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ক্ষণভঙ্গবাদ (১৯৭৫)।

বিধুভূষণ মিত্র। সম্পাদক: মাসিক হিন্দুদর্শন (১২৮৭)।

বিধুভূষণ রায়। নিবাস: শিলচর, আসাম। সম্পাদক: পাক্ষিক শিলচর (১৮৮৯)।

বিধুভূষণ সরকার। নাট্যকার। জন্ম: বেলেঘাটা, কলিকাতা। প্রকাশিত নাটক: মহারাষ্ট্র জাগরণ, কর্মরহস্য, রাজসিংহ, আসল মেকি, কুরুপাণ্ডবের গুরুদক্ষিণা।

বিধুভূষণ সরকার (১৮৬৬—×।১০।১৯৫৫)। জন্ম: ইলুহার, বরিশাল। সম্পাদক: মাসিক বিশ্ববন্ধু (বরিশাল, ৪৩৩ গৌরাব্দ)।

বিধুভূষণ সরকার। জন্ম: ফেনি, নোয়াখালি। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া (নোয়াখালি, ১৩২২), শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের টীকা, **Sonnet of Sannyasis.**

বিধুশেখর ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় (১২।১০।১৮৭৮/১২৮৫—৪।৪।১৯৫৯/১৩৬৫)। জন্ম: হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ। পিতা: ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য। ১৭ বৎসর বয়সে কাব্যতীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত। চতুষ্পাঠী, হরিশ্চন্দ্রপুর মধ্য ইংরাজী স্কুল ও কাশীর জয়নারায়ণ কলেজের ছাত্র। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাস্ত্রী উপাধিপ্রাপ্ত। মহামহোপাধ্যায় কৈলাশচন্দ্র শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র ও মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক (১৩১৩)। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনাকালে পাশ্চাত্যভাষা, চীনা ও তিব্বতীভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, —বৌদ্ধদর্শনে পাণ্ডিত্যের অধিকারী। বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক। মহামহোপাধ্যায় উপাধিপ্রাপ্ত (১৯৩৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি লিট্‌. এবং বিশ্বভারতী প্রদত্ত দেশিকোত্তম (১৯৫৭) উপাধি দ্বারা সম্মানিত। নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে (পাটনা) বৈদিক শাখার সভাপতি। তিব্বতী অনুবাদ থেকে লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থের মূল উদ্ধারের পথ প্রদর্শক। প্রকাশিত গ্রন্থ: যৌবন বিলাস (কাব্য,—কাশী), চন্দ্রপ্রভা (সংস্কৃত), মিলিন্দ পন্‌হো (মূল ও বঙ্গানুবাদ), ভিক্ষু প্রতিমোক্ষ (ঐ), পালি

প্রকাশ, বিবাহ মঙ্গল। সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ **Naya Pravesa of Acharya Dinwaga (Tibetan Text), Bhot Prokas (Tibetan Text), Agama Sastra of Gandapada** (ইংরাজী অনুবাদ), **The Basic Conception of Buddhism, The Chatuspataka of Acharyadeva, Madhyanta Vibhaga Sutra,** শতপথ ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ সংগ্রহ প্রভৃতি।

বিধু সেন। কবি। রচনা ঃ দময়ন্তী চৌতিশা।

বিনয়কুমার ঘোষ (১৯০৬—)। ছদ্মনাম ঃ ভবঘুরে। দিল্লীপ্রবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হিমালয়ের পথে শান্তির সন্ধানে।

বিনয়কুমার সরকার (২৬।১২।১৮৮৭—২৬।১১।১৯৪০) জন্ম ঃ মালদহে, পৈতৃক নিবাস ঃ সেনাপতি, বিক্রমপুর, ঢাকা, মৃত্যু ঃ আমেরিকায়। পিতা ঃ সুধন্যকুমার সরকার, সহপাঠী ঃ ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, তুলসীচরণ গোস্বামী প্রভৃতি। মালদহ জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৯০১), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ঈশান স্কলারশিপ্ সহ বি.এ. (১৯০৫) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও নৃতত্ত্বে এম্ এ. (১৯০৬), ডক্টরেট (তেহেরান) ডিগ্রী প্রাপ্ত। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাড়া উড়িয়া, সংস্কৃত, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় ও হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ। ডন সোসাইটিতে যোগদান (১৯০২), ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে বাঙ্গালার হিতসাধন ব্রতে আত্মনিয়োগ। বিদেশে শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি ও ডেপুটির চাকরি প্রত্যাখ্যান। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক (১৯০৭—১১), এলাহাবাদে পাণিনি কার্যালয়ে গবেষক (১৯০৯)। মালদহে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বপর্যটনকারী (১৯১৪—১৯২৫) এবং পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক (১৯২৬—৪১)। মালদহ, সেনহাটি ও বিক্রমপুরে জাতীয় শিক্ষা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। মিশর, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আমেরিকা, হাওয়াই, জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়া, চীন প্রভৃতি ভ্রমণকারী (১৯১৪) ইংরাজী ও বাঙ্গালায় শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। স্বাধীন ভারতের বাণী-প্রচারে আমেরিকা সফরকালে মৃত্যু। সম্পাদক ঃ মাসিক আর্থিক উন্নতি (১৩৩৩), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১৯১২), সমাজ-বিজ্ঞান। পরিচালক ঃ মাসিক গৃহস্থ (১৯১১—১৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বঙ্গে নবযুগের শিক্ষা(১৯০৭), শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা (১৯১০), প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা (১৯১০), সংস্কৃত শিক্ষা (১৯১২), শিক্ষা সমালোচনা (১৯১২), সাধনা (১৯১২), রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের বাণী (১৯১৪), বিশ্বশক্তি (১৯১৪), নিগ্রো জাতির কর্মবীর (অনুবাদ—১৯১৪), পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (জার্মানীর অনুবাদ-১৯২৪), ধন দৌলতের রূপান্তর (ফরাসী থেকে অনুবাদ—১৯২৮), স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি (জার্মান থেকে অনুবাদ—১৯৩২), বর্তমান জগৎ ১৩ খণ্ড (১৯১৫—৩৫) ঃ (১) কবরের দেশে দিন পনেরো (১৯১৬), (২) ইংরেজের জন্মভূমি (১৯১৬), (৩) শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (১৯১৫), (৪) ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত য়ুরোপ (১৯২৩), (৫) নবীন এশিয়ার জন্মদাতা জাপান (১৯২৭), (৬) চীন সাম্রাজ্য (১৯২৮), (৭) চীন সভ্যতার অ আ ক খ (১৯২২), (৮) প্যারিসে দশমাস (১৯৩২), (৯) পরাজিত জার্মানি (১৯৩৫), (১০) সুইটজারল্যাণ্ড (১৯৩০), (১১) ইটালীতে বার

কয়েক (১৯৩২), (১২) দুনিয়ার আবহাওয়া (১৯৩৫), (১৩) নবীন রাশিয়ার জীবন প্রভাত (রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ—১৯২৪), হিন্দু রাষ্ট্রের গঠন (১৯৩৬), একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র ২ খন্ড (১৯৩৭, ৩৯), নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন (১৯১২), বাড়তির পথে বাঙালী (১৯৩৪, ৩৮), বাঙ্গালার ধন বিজ্ঞান ২খণ্ড (১৯৪৭—৪৯), সমাজ বিজ্ঞান (১৯৩৮) বিনয় সরকারের বৈঠকে ২খণ্ড। ইংরাজী ঃ Creative India, The Science of History and Hope of Mankind, Love in Hindu Literature, Hindu Achievements in Exact Science, Political Theories and Institutions of the Hindus, The futurism of young Asia, Sociology of young Asia, Sociology of population, The positive Back ground of Hindu Sociology, Economic Development, Sociology of Races, cultures and Human progress. villages and Towns as social patterns প্রভৃতি।

বিনয়কুমার সান্যাল বি. এ.। জন্ম ঃ শান্তিপুর, নদীয়া। শান্তিপুর স্বদেশী ভান্ডার ও জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভাগবত গীতিকা, গীত প্রবেশিকা, বিদগ্ধ মাধব (নাটক)।

বিনয়কুমারী বসু (×।১১।১৮৭২—?)। ছদ্মনাম ঃ বসুধর। জন্ম ঃ শান্তিপুরে মাতুলালয়ে। পিত্রালয় ঃ বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা ঃ কাশীচন্দ্র বসু, স্বামী ঃ ডাঃ ভারতচন্দ্র ধর। বিবাহ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে। মাতা ঃ লালমণি। রেঙ্গুন কলেজের ছাত্রী। কবি। সাহিত্য, দাসী, ভারতী, প্রদীপ, বামাবোধিনী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ নব মুকুল (১৮৮৭)। নির্ঝর (১৮৯১)।

বিনয়কৃষ্ণ দত্ত (২০।২।১৯০৫—২৪।১।১৯৭৫) এম্. এস্. সি. বি. এল্। মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। নিবাস ঃ ৪১ সি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা—২৬। পিতা ঃ দাশরথি দত্ত, মাতা ঃ অতুলকুমারী। হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সিটি কলেজ এবং ল' কলেজের ছাত্র। বিদ্যানুরাগী। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, 'লিভিং এন্সাইক্লোপিডিয়া' নামে খ্যাত। গ্রন্হাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সাংবাদিক—বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্হ প্রকাশনায় উদ্যোগী। বিষাণ, রূপ ও রীতি, দর্শক প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত। গ্রন্হ পরিক্রমা, দর্শক, রূপ ও রীতি প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখক। দুই সহযোগী বন্ধুর সঙ্গে সম্পাদিত ও প্রকাশিত শতাব্দী গ্রন্হমালা ও রত্নসাগর গ্রন্হমালা বিদগ্ধজন কর্তৃক প্রশংসিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ভারতকোষ ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের অন্যতম সম্পাদক, ৫ম খণ্ডের সম্পাদন উপদেষ্টা। সহ-সম্পাদক ঃ পাক্ষিক বিষাণ, সম্পাদক ঃ রূপ ও রীতি (প্রমথ চৌধুরী সহ)। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ।

বিনয়কৃষ্ণদেব (১৮৬৬—১।১২।১৯১২)। জন্ম ঃ কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটীতে। পিতা ঃ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, পত্নী ঃ প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারীর কন্যা জ্যোতির্ময়ী। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চায় অভ্যস্ত। বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। শোভাবাজারে বেনেভোলেন্ট্ সোসাইটি এবং স্বগৃহে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৯৪)। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক শিষ্য।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল (১৮৯৭) এর প্রতিবাদ সভার সভাপতি (১৮৯৮)। এই বিল আইনে পরিণত হলে সুরেন্দ্রনাথ সহ ২৮ জন পদত্যাগী কাউনসিলারের অন্যতম। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি (১৮৯২)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রাজনীতি থেকে অবসরপ্রাপ্ত। কাইজার-ই-হিন্দ্ (১৯০২), রাজা (১৮৯৫) এবং রাজা বাহাদুর (১৯১০) উপাধিপ্রাপ্ত। বহুজনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : **Early Hisotry and Growth of Calcutta**, পঞ্চপুষ্প প্রভৃতি।

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : দেওয়ানী আদালত দর্পণ, সাবিত্রী।

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। জন্ম : তেহাটা, বর্ধমান। প্রয়াত যাত্রানাট্যকার। প্রকাশিত যাত্রা নাটক : হরিবাসর, মারাঠা মোগল, আসমানের ফুল, সত্যের সন্ধানে, রাঙ্গামাটি বা গুরুদক্ষিণা, চন্দ্রশেখর, বাংলা মায়ের ছেলে প্রভৃতি।

বিনয়কৃষ্ণ সেন (১৮৮৮—?) বি. এ.। জন্ম : দামোদর, খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ। নিবাস : বসর, কেওড়াতলা, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ : হিন্দু সংগঠন (১৯২৬), বিধবা বিবাহ (১৯২৬), কালাপাহাড় (১৯২৭), স্কট্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা (১৯৩৮), অস্পৃশ্যের মুক্তি, সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা (অনুবাদ — ১৯১৭), ব্রহ্মচর্য, অনাসক্তিযোগ, দুর্নীতির পথে, বিপ্লবের আহুতি (টলষ্টয়ের What For এর অনুবাদ—১৯২৮), বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন।

।বিনয় ঘোষ (১৪।৬।১৯১৭/৩১।২।১৩২৪ —২৪।৭।১৯৮০/৯।৪।১৩৮৭)। ছদ্মনাম : কালপেঁচা। জন্ম : পিতার কর্মস্থলে দক্ষিণ কলিকাতায় মনোহরপুকুর রোডে। পৈতৃক নিবাস : যশোরের বনগ্রাম মহকুমায় গোড়-পাড়া গ্রাম, মৃত্যু : কলকাতায়। পিতা : বিশ্বেশ্বর ঘোষ। আশুতোষ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও নৃতত্ত্বে এম্. এ.। সাংবাদিক। যুগান্তর (১৯৪৩—৪৫) ও বসুমতী (১৯৪৬—৪৭) পত্রিকার সাংবাদিক। নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের সাপ্তাহিক ফরোয়ার্ড পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৩৩৯—৪০)। সম্পাদক : অরণি। ৫০টি গ্রন্থের লেখক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বিদ্যাসাগর লেকচারার (১৯৫৭)। ভারতের অবিভক্ত কমিউনিষ্ট্ পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত। রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত (১৯৫৯)। প্রথম রচনা ডাষ্ট্‌বিন ছোটগল্প পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : বোধন (১৯৪৩)। নাটক : ল্যাবরেটারি (১৯৪৪—৪৫)। মননশীল রচনাবলী : কলি-কাতা কালচার, নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা (১৯৪০), আন্তর্জাতিক রাজনীতি (১৯৪১), সোভিয়েট সভ্যতা ২ খণ্ড (১৯৪১—৪২), কালপেঁচার নক্সা (১৩৫৮), কালপেঁচার দুচার কলম, জনসভার সাহিত্য (১৩৬২), ফ্যাসিজম্ ও জনযুদ্ধ (১৯৪২), বাদশাহী আমল, সুতানুটি সমাচার (১৯৬২), পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতি (১৯৫২), ভারতজনের ইতিহাস (১৯৬২), বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ ১ম (১৯৫৭), ঐ ২য় (১৯৫৮), ঐ তৃতীয় (১৯৫৯), বিদ্রোহী ডিরোজিও (১৯৬১), কলকাতার ইতিবৃত্ত, যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর (১৯৬৭), সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৫ খণ্ড, বাংলার বিদ্বৎসমাজ (১৯৭৩), নববাবুচরিত, অটোমেটিক জীবন সমাজ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব (১৯৭৯), মেহনত ও প্রতিভা (১৯৭৯), শ্রীবৎসের নানা প্রসঙ্গ

(১৯৪৪), সংস্কৃতির দর্দিন, ভারত ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়া (১৯৪৭), বাঙ্লার নবজাগৃতি (১৩৫৫), স্মরণীয় বাঙালী (১৩-৫৭), কালপেঁচার দুকলম (১৩৫৯), কলকাতা কালচার (১২৬০) মানব সভ্যতার ধারা (১৯৫৪), কালপেঁচার বৈঠকে (১৯৫৭), সমাজ বিদ্যা ২য় (১৯৫৮), যুবকল্যাণ (১৯৫৯), টাউন কলিকাতার কড়চা (১৯৬১), বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০—১৯০০, কলিকাতা শহরের ইতিবৃত্ত (১৯৭৫), বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব (১৩৮৬) প্রভৃতি।

বিনয় চট্টোপাধ্যায় (৭।১১।১৯১৮—) ছদ্মনাম: কাক। জন্ম: ঝুমরি তিলাইয়া, হাজারিবাগ, বিহার। পিতা: হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। সাংবাদিক। আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা (১৯৩৭—৪২), দৈনিক স্বাধীনতার স্টাফ্ রিপোর্টার (১৯৪৫—৪৯), যুগান্তর পত্রিকার দিল্লীস্থিত বিশেষ সংবাদ-দাতা (১৯৫০—৭৬)। সহসম্পাদক: যুগান্তর (১৯৭৬—৭৭), প্রধান সম্পাদক: সাপ্তাহিক বাংলাদেশ (১৯৭৮)। যুগ্ম সম্পাদক: উত্তরবঙ্গ সংবাদ (শিলিগুড়ি—১৯৮০-৮২)। সম্পাদক: মাসিক রাজপথ। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে পচুলাল, অন্য আমি।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য (৬।১।১৮৯৭—২১। ৬।১৯৬৪)। জন্ম: নৈহাটী, ২৪ পরগণা। পিতা: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. পাশ। বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা-মূলক নিবন্ধ রচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি.। বরোদা রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা,—বরোদা রাজ্যের সংস্কৃত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। গাইকোবার ওরিয়েণ্টাল সিরিজ গ্রন্থমালার সাধারণ সম্পাদক। কর্ম থেকে অবসর (১৯৫২)। বরোদারাজ কর্তৃক রাজ্যরত্ন ও জ্ঞানজ্যোতি উপাধিতে ভূষিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: Indian Buddhist Iconography (অক্স্ফোর্ড—১৯২৪), An Introduction to Buddhist Esoterism (মহীশূর—১৯৩২), বৌদ্ধ দেবদেবী প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: সাধনমালা ২ খণ্ড, গুহ্য সমাজতন্ত্র, Two Vajrayana Works, নিষ্পন্নযোগাবলী, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৩ খণ্ড।

বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত (৯।৪।১৩১৪—)। জন্ম: ঢাকা জেলার বেড়া তেঘড়িয়া গ্রামে মাতুলালয়ে। পিতা: কালীপদ দাশগুপ্ত। পৈতৃক নিবাস: ময়না গ্রাম, ঢাকা, বিক্রম-পুর। স্থায়ী নিবাস: মনোহরপুর, হুগলী। কবি ও গীতিকার। বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনায় দক্ষ। গ্রামাফোন রেকর্ড ও আকাশ-বাণীর জন্য বহু সঙ্গীত রচয়িতা। সঙ্গীতজ্ঞ-দের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাগ সঙ্গীত (বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী সহ)। সহ-সম্পাদক: মাসিক প্রবর্তক, মাসিক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা।

বিনয় মজুমদার (১৯।৯।১৯৩৪/৩১।৫। ১৩৪১—)। জন্ম: তেডো মিকাটিলা, জেলা—মান্দালয়, ব্রহ্মদেশ। বর্তমান নিবাস: শিমুলপুর, ঠাকুরনগর, ২৪ পরগণা। পিতা: বিপিনবিহারী মজুমদার, মাতা: বিনোদিনী। মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউসন (বৌবাজার) থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৫১), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এস. সি. (১৯৫৩), ইঞ্জিনিয়ারিং (বি. ই. ১৯৫৭) পাশ। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। রাশিয়ায় অধ্যাপিকা গুনেভার কাছে রুশ ভাষা শিক্ষা (১৯৫৩—৫৭)। কবি ও রুশ ভাষা থেকে গল্প কবিতা প্রবন্ধাদির অনুবাদক। যুগান্তর, দেশ, অমৃত প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : নক্ষত্রের আলোয় (১৯৬৮), গায়ত্রীকে (১৯৬১), ফিরে এসো, চাকা (১৯৬২), ঈশ্বরীয় (১৯৬৪), ঈশ্বরীয় কবিতাবলী (১৯৬৬), অধিকন্তু (১৯৬৭), অঘ্রাণের অনুভূতিমালা (১৩৮১), বাল্মীকির কবিতা (১৩৮৩), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৩৮৮)। রুশ ভাষা থেকে অনুদিত : অতীতের পৃথিবী (ভি. আই. এমফ্ এর প্রবন্ধ—১৯৫৮), মানুষ কি করে গুনতে শিখল (গ. ন. থের-মান এর প্রবন্ধ—১৯৫৯), সেকালের বুখারায় (সদ্রুদ্দীন আইনীর উপন্যাস—১৯৬১), সূর্যগ্রহণ (তিয়ের ওগানিয়েজফ্ এর প্রবন্ধ—১৯৬৮), বায়ুমণ্ডল (এম্. ভি. বিয়েলিয়া-কফ্ এর প্রবন্ধ ১৯৬২), আপেক্ষিকতার তত্ত্ব (লাদা ও রুমার প্রবন্ধ—১৯৬৩)।

বিনয় মুখোপাধ্যায় (১৯২৭—)। ছদ্ম-নাম : ফাহিয়েন, চন্দ্রকুমার, কৌটিল্য দেবশর্মা। জন্ম : বনকাপাসী, মঙ্গলকোট, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস : অম্বিকা কালনা, বর্ধমান (১৯৫২ সাল থেকে)। দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়, বহরমপুর কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র। পূর্বরেলওয়ের কর্মী (১৯৪৭ সাল থেকে)। প্রবর্তক, প্রবাসী, মাসিক বসুমতী, মাসিক পত্রিকা, হিন্দু, ভারত-জ্যোতি, এশিয়া, জনসেবক, আনন্দবাজার, ভূমিলক্ষ্মী প্রভৃতি পত্রিকায় নাটক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক বহি (১৯৫৩), ভাগীরথী (১৯৫৪—৭৫), রেলওয়ে সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত Expression, নতুন খুসী, চলাচল। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবন জ্যোতি (১৯৬৪), মহানগরীর ষ্টেশন (উপন্যাস—১৯৬৪), অজয় বহে ধীরে (উপন্যাস ১৯৬৬)।

বিনয় মুখোপাধ্যায় (১১।১।১৯০৯—) এম্.এ. ছদ্মনাম:শ্রীপথচারী, যাযাবর। জন্ম : বিক্রমপুর, ঢাকা। নিবাস : ২৭।বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩। বর্তমান নিবাস : দিল্লী। পিতা : ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সেন্টপল্স্ ও ইউনিভার্সিটি কলেজের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিক। যুগান্তর পত্রিকায় রসরচনার 'কলম' এর প্রবর্তক। ইন্ফরমেশন ব্যুরোর ডেপুটি অফিসার। প্রকাশিত গ্রন্থ : দৃষ্টিপাত (রম্যরচনা—১৯৪৭), জনান্তিকে (উপন্যাস – ১৩৫২), ঝিলম নদীর তীরে (১৯৫৪), খেলার রাজা ক্রিকেট (১৯৫৩), মজার খেলা ক্রিকেট (১৯৫৩), লঘুকরণ (প্রবন্ধ সংকলন—১৯৬৪ হ্রস্বদীর্ঘ (গল্প—১৩৮০)।

বিনয়ভূষণ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা সতীদাহ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায় (১৩৯৩)।

বিনয় সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : উইলিয়ম টেল বা সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা, বিপ্লবের আহূতি, হিন্দু সংগঠন, কালা পাহাড়, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, বিধবা বিবাহ, ব্রহ্মচর্য, দুনীতির পথে, অস্পৃশ্যের মুক্তি, অনাসক্তি যোগ।

বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯।৫।১৯০৯—) এম্. এ। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ১৮।৪১৩, ডোভার লেন, কলিকাতা—১৯। কলিকাতা ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাবলিক এড্মিনিস্ট্রেসনের উপদেষ্টা। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থা (১৯৪২), New constition of India (১৯৩৫)।

বিনয়েন্দ্রনাথ সেন (২৫।৯।১৮৬৮—১২। ৪।১৯৩৭) পিতা : মধুসূদন সেন। ইতিহাসে (১৮৮৯) ও দর্শণ শাস্ত্রে এম্. এ. (১৮৯০)।

বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৯০, ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের অধ্যাপক (১৮৯১)। কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী—ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী নববিধান ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক। কলিকাতায় হ্যারিসন রোডে ফ্রেটারন্যাল হোম নামে ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। কেশব সেনের আদর্শে প্রার্থনাসভার প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হিসাবে আন্তর্জাতিক উদারধর্মাবলম্বীদের সম্মেলনে জেনেভা ও আমেরিকা গমন—দেশে প্রত্যাবর্তন (১৯০৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, কলেজ সমূহের পরিদর্শক ও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সম্পাদক। ব্রহ্ম বিদ্যালয়, শ্রমজীবী বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউসন প্রভৃতির পরিচালক। লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় একেশ্বরবাদী সম্মেলনের সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আরতি, গীতা অধ্যয়ন, The pilgrim, Lectures and Essays, The intellectual Ideal

বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৫—)। ছদ্মনাম ঃ সুকন্যা। স্বামী ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়া গার্লস কলেজের প্রাক্তন সহ-উপাধ্যক্ষা (প্রাতঃ বিভাগ) ও অধ্যাপিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ খড়ির লিখন, বৈশাখী বসন্ত. পৃথিবী জাহান্নাম, আলোর ঠিকানা। ঐতিহাসিক রচনা ঃ নূরজাহান, ক্লিওপেট্রা, রাণী এলিজাবেথ, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

বিনোদ দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সিউঁড়ি চরিত্র।

বিনোদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ঃ উত্তরপাড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গীতার বঙ্গানুবাদ (১৮৮৮)।

বিনোদবিহারী চক্রবর্তী। সম্পাদক ঃ পূর্ণশশী (১৮৭৫)। অনূদিত গ্রন্থ ঃ রামায়ণ (১৮৭২-৭৫)।

বিনোদবিহারী চৌধুরী। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সহস্র সরোজাঞ্জলি।

বিনোদবিহারী দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কনককানন গীতিনাট্য (১৮৭৯)।

(ডঃ) বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (৬।২। ১২৭৭—১৮।১।১৩৫১ বঙ্গাব্দ) জন্ম ঃ জামালপুর, বিহার। এম্. এ., এম্. ডি, এল্. ডি., এফ্. আর্. আই. পি. এইচ্. ডি.। প্রথম বাঙ্গালী কনসাল, ২টি দেশের কনসাল জেনারেল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ Moral philosophy, Treatment of the Diseases of Heart and Lungs, Treatment Intermenttent fever, Outline of Dominion Constitution for India, Peace, Way to Peace Royal Road to Peace and Prosperity for all Nations of the World, আশ্রমাবলী, শান্তি ও সমৃদ্ধি।

বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ওমরগীতি (ওমর খৈয়ামের অনুবাদ)।

বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধায় (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত নাটক ঃ জগজ্জ্যোতি বা নূরজাহান (সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সহ—১৮৮২)।

বিনোদবিহারী মল্লিক (১৯শ শতাব্দী)। যাত্রা-নাটক রচয়িতা। প্রকাশিত যাত্রানাটক ঃ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক।

বিনোদবিহারী মিত্র। প্রকাশিত কাব্য ঃ সরল কবিতা (১৯১৩)।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল্.। জন্ম ঃ দিনাজপুর। আইনজীবী মুনসেফ্। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ওমরগীতি (১৩১১),

ভারতে ইংরাজ রাজত্ব।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪—১৯।১১।১৯৮০ / ৩।৮।১৩৮৭)। ছদ্মনাম: চিত্রকর। জন্ম: বেহালা, কলিকাতা, পত্নী: লীলা। ১৩ বৎসর বয়স থেকে শান্তিনিকেতনবাসী। নন্দলাল বসুর নিকট চিত্রবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিশ্বভারতীর লাইব্রেরিয়ান কিউরেটর (১৯২৫)। জাপান থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে জাপান ভ্রমণকারী (১৯৩৭—৩৮)। শান্তিনিকেতনে কলাভবনের শিক্ষক (১৯৪৯ পর্যন্ত)। নেপাল সরকারের শিল্প উপদেষ্টা (১৯৫১—৫২)। রাজস্থানে বনস্থলী বিদ্যাপীঠ, মুসৌরী ও পাটনায় শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। চক্ষু অপারেশনের পরে অন্ধত্বপ্রাপ্ত (১৯৫৬)। প্রসিদ্ধ চিত্রকর ও চিত্র সমালোচক। ভারতীয় চিত্রকলা, নন্দলাল ও অহীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পর্কে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: আত্মজীবনী (ভারতীয় ভাষা পরিষদ থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হিসাবে পুরস্কৃত), চিত্রকথা (১৯৮৫)।

বিনোদবিহারী রায় (১৯শ শতাব্দী)। কাব্য: কবিতাকণা (১৮৮৮)।

বিনোদবিহারী শীল (১৯শ শতাব্দী)। যাত্রাপালা রচয়িতা। প্রকাশিত যাত্রানাটক: লক্ষ্মণের শক্তিশেল, কামিনীকুমার নাটক।

বিনোদবিহারী হালদার। প্রকাশিত কাব্য: পাগল (১৩২২)।

বিনোদ বেরা (৭।৩।১৯৩৭ / ২০।১১।১৩৪৩)। নামান্তর: বিমলকুমার বেরা। জন্ম: ডেরা, কাঁথি মেদিনীপুর। নিবাস: রাঙ্গাবেলিয়া গোসাবা, ২৪ পরগণা। পিতা: ক্ষীরোদ প্রসাদ বেরা, মাতা: ভারতী। শৈশবে মাতৃহীন। কবিতার জন্য প্রতিশ্রুতি পরিষদ থেকে জীবনানন্দ পুরস্কার ও বুদ্ধদেব পুরস্কার প্রাপ্ত। ধ্রুপদী, উচ্চারণ, দেশ, আনন্দবাজার, অমৃত, বসুমতী, চতুরঙ্গ, পূর্বাশা, পরিচয়, কৃত্তিবাস, অলিন্দ, মহারাজ, মহাদিগন্ত, গণবার্তা, কবিকণ্ঠ, উত্তরকাল, উত্তরসূরী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও গল্প প্রকাশিত, সম্পাদিত পত্রিকা: বর্ণমালা (বাসন্তী, ২৪ পরগণা, ১৯৮৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ: চীনের নাম ঘৃণা (১৯৬২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: মীরা ও মৌমাছি (১৯৭২), অশোককুঞ্জ (১৯৭২) ছোটঘরের স্বপ্ন (১৯৭৬)। গল্প: স্বপ্নসম্ভব (১৯৬৮)।

বিনোদরাম সেন। জন্ম: করিধা, বীরভূম। পিতা: ধর্মদাস সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীকৃষ্ণের শতনাম ও অষ্টোত্তরী স্তোত্র, বৈষ্ণব বন্দনা, বৈষ্ণব পদাবলী।

বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস: মাতিয়া (১৮৯৭)।

বিনোদলাল দাশগুপ্ত। কবিরাজ। অন্যতম সম্পাদক: চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান, (১৩১৯—২১)।

বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত কাব্য: বাল রামায়ণ (২য় সং ১৯২৫)।

বিনোদলাল সাহা। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীকৃষ্ণচরিত (১৩৩৭)।

বিনোদিনী দাসী (১৮৬৩—×।২।১৯৪২) জন্ম: কলিকাতায়। খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী। শৈশবে বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও পিত্রালয়ে বসবাসকারিণী। দারিদ্র্যের জন্য সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে শত্রুসংহার নাটকে পরিচারিকার ভূমিকায় প্রথম অভিনয় (ডিসেম্বর, ১৮৭৪)। উক্ত থিয়েটারের সঙ্গে ভারতভ্রমণ ও বিভিন্ন স্থানে অভিনয় (১৮৭৫)। গিরিশ চন্দ্র ঘোষের অনুরোধে উক্ত বৎসরেই ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগদান। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় ভারতের

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী রূপে খ্যাতিপ্রাপ্তা। থিয়েটারের জন্য জীবন উৎসর্গিত। নিঃস্বার্থ ত্যাগের ফলে ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। চৈতন্যলীলা নাটকে চৈতন্যদেবের ভূমিকায় অভিনয় করে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তা। ৫০টি নাটকে ৬০টির অধিক চরিত্রে অভিনয়। ১২ বৎসর সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে বিপুল খ্যাতির অধিকারিণী হয়েও সহকর্মীদের অবিচারে ও অন্যান্য কারণে অবসর গ্রহণ। ফ্লাওয়ার অফ্ দি নেটিভ ষ্টেজ, প্রাইমাডোনা অফ্ দি বেঙ্গলী ষ্টেজ্ প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্তা। আত্মজীবনীতে নিজের জীবনের দুঃখশোকের বিবরণ উপস্থাপিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ বাসনা (১৩০৩) কনক ও নলিনী (কাহিনী কাব্য—১৩১২), কামনা, নীহারমালা (১৮-৯৭)। আত্মজীবনী ঃ আমার কথা, আমার অভিনেত্রী জীবন।

বিপদতারণ ঘোষ বি. এ.। নিবাস ঃ জয়কৃষ্ণপুর বর্ধমান। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ অনূঢ়া প্রেম।

বিপ্রচরণ চক্রবর্তী। (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিব বৃত্তান্ত (১৮৫৭), সত্যগুরু।

বিপ্রচরণ চক্রবর্তী। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ টমখুড়ো (অনুবাদ), জ্ঞানবৃক্ষ, জ্ঞানশাখা।

বিপ্রদাস তর্কবাগীশ (১৯শ শতাব্দী)। বর্ধমানের রাজা মহতাপচাঁদের নিয়োগে রামায়ণের বঙ্গানুবাদক।

বিপ্রদাস পিপ্পলাই (১৫শ শতাব্দী)। নিবাস ঃ বসিরহাটের নিকটবর্তী বটগ্রাম, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ মুকুন্দ পণ্ডিত। পিপ্পলাদ শাখার ব্রাহ্মণ। মনসামঙ্গল কাব্যের কবি। কাব্যের নাম ঃ মনসা বিজয়। রচনাকাল ঃ ১৪৯৪ খ্রীঃ হোসেন শাহের রাজত্বকালে। ধারাবাহিক সম্পূর্ণ উপাখ্যান, বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে সঙ্গতি, সরল আতিশয্য বর্জিত বর্ণনা, দেব ও মানবচরিত্র রচনায় দক্ষতা, ঘরোয়া পরিবেশ, ভারহীন পাণ্ডিত্য, আন্তরিকতা, দেবভক্তি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ছন্দের ব্যবহারে দক্ষতা, অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতাহীনতা—কাব্যের বিশিষ্ট গুণ। ভাষার আধুনিকতা এবং হুগলী, ভাটপাড়া, ইছাপুর, রিষড়া, কলিকাতা, চিৎপুর প্রভৃতি আধুনিক স্থানের উল্লেখের জন্য অনেকে কাব্যটিকে প্রাচীন মনে করেন না।

বিপ্রদাস বড়ুয়া (২৮।৯।১৯৪২—) জন্ম ঃ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। ঢাকা শিশু একাডেমির সহকারী পরিচালক। বাংলাদেশের কথাশিল্পী সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ অচেনা (১৯৭৫)। গবেষণা ঃ কবিতায় বাক্‌প্রতিমা (১৯৭৫)। শিশুসাহিত্য ঃ কাছের পাখী দূরের পাখী সূর্যলুটের গান।

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় (১২৪৯–১৩১৮। ১৩২১ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ হালদা, মহেশপুর, যশোর (পূর্বে নদীয়া)। উড়িষ্যার এক রাজপরিবারের গার্জেন টিউটর মেদিনীপুর স্কুলের শিক্ষক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদক ঃ মাসিক দ্রব্যগুণ তত্ত্ব (১২৯০), মাসিক কৃষিতত্ত্ব (১২৮৮–৯০), মাসিক পঞ্চপ্রণামী (১২৯০), মাসিক গৃহস্থালী (১২৯১—৯৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পাক প্রণালী (১২৯০), মিষ্টান্ন পাক রন্ধন শিক্ষা, জননী জীবন ও যুবতী জীবন, দেদার মজা শুভ-বিবাহ তত্ত্ব, সহচর (১২৮০), সচিত্র পারস্য কুসুম (১২৯০), প্রবন্ধ রত্ন (শিশু ১৮৯৮), বেগম হাসি (শিশু, ৪র্থ সং ১৯০৯)।

একেই কি বলে বাবুগিরি (প্রহসন,—১৮৬৩)।

বিপ্লব দাশগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কিলিমাঞ্জারোর দেশে (১৯৮৫)।

বিপ্লব মাহমুদ (২০।১১।১৯৬২—)। জন্ম ঃ মনোহরদী, ঢাকা। জগন্নাথ কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের ছাত্র। সাংবাদিক। প্রকাশিত কাব্য ঃ ধূসর লোকায়ত (১৯৮২)।

বিপিনচন্দ্র পাল (৭।১১।১৮৫৮ –২০।৫। ১৯৩২)। জন্ম ঃ পৈল, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট। পিতা ঃ রামচন্দ্র পাল। প্রথমে একজন মৌলভীর কাছে পড়ার পরে শ্রীহট্ট জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৭৪), কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে তিন বৎসর পড়ার পরে ছাত্রজীবনের সমাপ্তি। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় ১৮৭৯) পিতৃপরিত্যক্ত। কটকের একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক (১৮৭৯)। মতদ্বৈধের ফলে পদত্যাগ। পরে শ্রীহট্ট, কলিকাতা, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা, বোম্বাই-এ ব্রাহ্মণ বালবিধবাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়ার জন্য ইংলণ্ড গমন (১৮৯৮), ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় বক্তৃতা দান। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে নিউ ইণ্ডিয়া সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ (১২।৮। ১৯০৯)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী হিসাবে বক্তৃতা দান। আসামে চা শ্রমিকদের পক্ষে আন্দোলনকারী। ইংরাজী বন্দে মাতরম্ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক (৬।৮।১৯০৬)। বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলে সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃত হওয়ায় কারাদণ্ডিত। দ্বিতীয়বার বিলাত গমন (১৯০৮)। স্বরাজ পত্রিকায় 'বাঙ্গালাদেশে তোমার নিদান' প্রবন্ধ লেখার জন্য পুনরায় কারাদণ্ডিত। তৃতীয়বার বিলাত গমন (১৯১৯)। রাজনৈতিক জীবনে চরমপন্থী। লালা লাজপত রায় ও বাল গঙ্গাধর তিলকের অনুগামী এবং 'লাল বাল পালে'র অন্যতম। তিলকের স্বায়ত্ত শাসন আন্দোলনের প্রধান সহায়ক। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চরম পন্থা ত্যাগ করে অ্যানি বেশান্তের 'হোমরুল' আন্দোলনের সহায়ক। বোম্বাই এ কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি (১৯০৪)। সম্পাদক ঃ বন্দে মাতরম্ (১৯০৬), Swaraj (লণ্ডন ১৯০৯), Independent (১৯২০), Bengalee (দৈনিক), সাপ্তাহিক পরিদর্শক (শ্রীহট্ট ১৮৮০), সোনার বাঙ্গালা (১৩৩২—৩৪)। সহ-সম্পাদক ঃ Bengal Public Opinion (কলিকাতা—১৮৮৩-৮৪), Tribune (লাহোর, ১৮৮৭—৮৮)। নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ও নারায়ণ পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শোভনা (উপন্যাস—১৮৮৪), ভারতসীমান্তে রুশ (১৮৮৪), মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন বৃত্তান্ত (১৮৮৯), জেলের খাতা (১৯০৮), চরিতচিত্র (১৯১৩), সত্য ও মিথ্যা (১৯-১৬), ভক্তিসাধনা (১৮৯৪), প্রমদাচরণ সেনের জীবনী প্রধর্তক বিজয়কৃষ্ণ (১৩৪১), নবযুগের বাঙ্গালা (১৩১২), মার্কিনে চারিমাস (১৩১২), রাষ্ট্রনীতি (১৩১৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী গ্রন্থাবলী (১৩৩২ —৩৪), সচিত্র বাঙ্গালা কবিতা (১৮৯৮), সচিত্র শিশুগাথা (১৮৯৫)। ইংরাজী গ্রন্থ ঃ Indian Nationalism (১৯০৯), The New Spirit (১৯০৮), Introduction, The Study of Hinduism (১৯০৮), The Soul of India (১৯১২), Nationality and Empire (১৯১৬), Annie Besanta—a psychological Study (১৯০৭), Indian Nationalism in principles and personalities (১৯১৮), Sir Ashutosh

Mukherjee (১৯১৯), Sri Krishna, The World Situation, Non-co-operation the Goal and the way, Bengal Vaisnavism, The New Economic Menace to India, The Basis of Social Reform, Swaraj the present Situation, Swaraj what it is and how to attain it, The people of India.

বিপিনচন্দ্র রায় (২৫।৩।১২৮৫—৬।৯। ১৯৪৬)। জন্ম : ধিতপুর, মৈমনসিংহ। মৈমনসিংহ জেলা স্কুল থেকে ১ম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১ম স্থান অধিকার করে এফ্. এ. (১৮৯৭), ঢাকা সংস্কৃত কলেজ থেকে ১ম স্থান অধিকার করে বি এ (১৮৯৯), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম্, এ , বি এল্. (১৯০০), বহু পদক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত। মৈমনসিংহ সিটি কলেজের (বর্তমান আনন্দমোহন কলেজ) অধ্যাপক, মৈমনসিংহে আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মুকুলাঞ্জলি, সারস্বত কবিতা, মৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রম্।

বিপিনচন্দ্র সরকার। নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ একোদ্দিষ্ট প্রহসন (১৩২২)।

বিপিনবিহারী গুপ্ত (১৯।১০।১৮৭৫—২। ২।১৯৩৬/২৯।১০।১৩৪২) জন্ম ঃ কলিকাতা। আদি নিবাস ঃ গোপীনাথপুর, হুগলী। পিতা ঃ কেদারনাথ গুপ্ত, মাতা ঃ সর্বমঙ্গলা। মনিরামপুর ও পরে জামালপুর স্কুল থেকে ১৫ টাকা বৃত্তিসহ প্রবেশিকা (১৮৯১), রিপন কলেজ থেকে ইংরাজী, সাহিত্য ও ইতিহাসে ডবল অনার্স সহ বি. এ (১৮৯৫), ইতিহাসে এম্. এ (১৮৯৭)। বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পদ প্রত্যাখ্যান। মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউসনের অধ্যাপক (১৮৯৭)। কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় চাকরিতে ছেদ। কৃষ্ণনগরে উমেশচন্দ্র দত্তের গৃহে গৃহ-শিক্ষক। ইংরাজীতে এম্. এ উত্তীর্ণ (১৮৯৯)! বরিশালে রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক, পরে শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে রিপন কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক (১৯০৬), পরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ইচ্ছায় ইতিহাসের অধ্যাপক। মানসী ও মর্মবাণী, আর্যাবর্ত, সুপ্রভাত, মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় সাহিত্য, ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখক। কোঁতের পজিটিভিজম্ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে 'ধ্রুববাদ' প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পুরাতন প্রসঙ্গ ১ম (১৩২০), ঐ ২য় (১৩৩০), বিচিত্র প্রসঙ্গ ২ খণ্ড।

বিপিন বিহারী গোস্বামী (?—৩।৮।১৯২০)। জন্ম ঃ বাঘনাপাড়া, বর্ধমান, মৃত্যু ঃ রামকৃষ্ণপুর, চুঁচুড়া। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীশ্রীরসামৃত সিন্ধু, দশমূল-রস (বৈষ্ণব জীবনী), মধুর মিলন।

বিপিনবিহারী ঘটক। সম্পাদক ঃ মাসিক আর্যবিভূতি।

বিপিনবিহারী ঘোষাল (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ বঙ্গের পুনরুদ্ধার (১২৮২)।

বিপিনবিহারী ঘোষাল। জন্ম ঃ হরিপাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মুক্তি ও তাহার সাধন সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ, হিন্দু শাস্ত্র—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড, সঙ্গীত, প্রকৃত হিন্দুধর্ম কি ? ব্রহ্মশতকম্, প্রকৃত বিবেক, কর্মকাণ্ড সমূহের চরম উদ্দেশ্য কি ও তাহা কিরূপে সাধিত হয়, সাকার ও নিরাকার

সম্বন্ধে শাক্ত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের চূড়ান্ত মীমাংসা, উপাস্য ও উপাসনা, হিন্দুর জাতি-ভেদ, বিবাদাতীত হিন্দুধর্ম, স্বদেশবাসী শিক্ষিত জনগণের প্রতি নিবেদন, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসক প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে বিদ্বেষের বস্তু হইতে পারে না, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মণ, ধর্মের নিম্ন উচ্চভূমি, ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মকে জানায় কি লাভ ও না জানায় কি ক্ষতি।

বিপিনবিহারী চক্রবর্তী (১৮৫২—১৮৯১)। জন্ম ঃ খাটুরা, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ পণ্ডিত ভগবান বিদ্যালংকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অদ্ভুত দিগ্বিজয় (১৮৮৭), সৈনিক সিমন্তিনী, কুশদ্বীপ কাহিনী, অবদান, খাটুরার ইতিবৃত্ত, লণ্ডন রহস্য (মিষ্ট্রিজ্ অফ্ লণ্ডনের অনুবাদ)।

বিপিনবিহারী চক্রবর্তী (৯।৪।১২৭১ বঙ্গাব্দ—২৩।১২।১৯২২ খ্রীঃ)। জন্ম ঃ বাহেরক, বিক্রমপুর, ঢাকা। মৃত্যু ঃ রাজ-গ্রাম, রাঁচী, বিহার। পিতা ঃ অভয়চরণ চক্রবর্তী। প্রবেশিকা (১৮৮৫) ও এফ্. এ. (ঢাকা) পাশ। শিক্ষক—জমিদারের ম্যানেজার, গিরিডি, হাজারীবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে জরিপের কর্মী। প্রকাশিত কাব্য ঃ বুদ্‌বুদ্।

বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়। চিকিৎসক। সম্পাদক ঃ মাসিক সরল হোমিওপ্যাথি (১৯০১—১৯০৭)।

বিপিনবিহারী দত্ত। সম্পাদক ঃ মাসিক বয়স্য (চুঁচুড়া—১২৯১)।

বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত (১।৫।১৮৭৫—২১।৬।১৯৬৪) এম. এ. (ক. বি.)। জন্ম ঃ বরিশাল। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক। সম্পাদক ঃ বন্দেমাতরম (শ্রীঅরবিন্দ প্রবর্তিত)।

বিপিনবিহারী দাস (?—১৮৮৫) এম্. এ বি. এল্। জন্ম ঃ মর্যাদাকান্দী, করিম-গঞ্জ, শ্রীহট্ট। পত্নী ঃ মহারাষ্ট্রদেশীয়া পণ্ডিতা রমাবাঈ। গৌহাটী নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক,—আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রসায়নের উপক্রমণিকা (১২৮৪)।

বিপিনবিহারী দে (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ জাহ্নবী বিলাস, মনোহারিণী (১৮৭০)।

বিপিনবিহারী নন্দী। জন্ম ঃ চট্টলা। প্রকাশিত কাব্য ঃ অর্ঘ্য (১৩১০), চন্দ্রধর (১৩১২), শিখ (১৩১৬), সপ্তকাণ্ড রাজস্থান (১৩১৮), চন্দ্র (১৩২১), নারী।

বিপিনবিহারী বসু (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ শ্রীবৃদ্ধি (১৮-৯০), মানিকজোড় (১৮৯০)।

বিপিনবিহারী মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ স্যালারি শিক্ষা (কবিতা— মেদিনীপুর, ১৯২২)।

বিপিনবিহারী মিত্র এম্. বি. (হোমিও)। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। যুগ্ম সম্পাদক ঃ মাসিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (১২৯২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রামায়ণ (গল্প ১৯২১)।

বিপিনবিহারী রায় (৬।৭।১৮৫৪— ?)। জন্ম ঃ কয়রা, ঢাকা। পিতা ঃ ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও ডেপুটি ম্যাজি-ষ্ট্রেট্ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কৃষ্ণনগরের ব্রজবাবুর স্কুল ও পরে হাওড়া গভর্ণমেণ্ট্ স্কুল থেকে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম্. এল্. (১৮৭৮), ডি. এল্. (১৮৮৩) পাশ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালা দেশীয় প্রজাস্বত্ব আইনের টীকা (১৮৮৫)।

বিপিনবিহারী রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দাশরথি (শিশু কবিতা ১৮৯২), হিতোপ-দেশ (শিশু কবিতা—১৮৯২)।

বিপিনবিহারী শীল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গীতাধারা (শিশু কবিতা— শ্রীরামপুর, ১৮৭৫)।

বিপিনবিহারী সরকার। আদি নিবাস ঃ

ঘোপ পঘাটা, ফরিদপুর। কটকের পুলিশ ইন্‌স্‌পেকটর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কুমারী কুমার।

বিপিনমোহন সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সংখ্যাসার (১৮৫৮)।

বিপিনমোহন সেনগুপ্ত। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ হিন্দু মহিলা (১৮৬৮), চাঁদবাণী। হিন্দু মহিলা নাটকটি জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কর্তৃক পুরস্কৃত।

বিপুল ব্রহ্মচারী। ছদ্মনাম ঃ ব্রহ্মচারী। যষ্ঠিমধু পত্রিকায় রসরচনা লেখক।

বিবেকবন্ধু মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কোরান প্রবেশিকা।

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য। ছদ্মনাম ঃ হালিরাম দাস। নিবাস ঃ চন্দননগর, হুগলী। অধ্যাপক। সাময়িক পত্র পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বন্দরের কাল, অন্য একজন, ধার করা মেঘ, শহীদের রক্তে রাঙা, জয় বাংলা ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (৩১।৭।১৯০৪/১৫।৪।১৩১২—)। জন্ম ঃ ছয় গাঁও, মাদারীপুর মহকুমা, ফরিদপুর। নিবাস ঃ নগেন্দ্রনাথ রোড, দমদম, কলিকাতা। পিতা ঃ কুলদারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ মনোমোহিনী দেবী, পত্নী ঃ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা গীতা দেবী। ফরিদপুরের রুদ্রপুর হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯২০)। খ্যাতনামা সাংবাদিক—সাহিত্যিক ও কবি। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা বিভাগের সম্পাদক (১৯২৫)। যুগান্তর (১৯৩৭) ও বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী, যুগান্তর ও পরে বসুমতীর সম্পাদক। ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘের সভাপতি (১৯৫০—৫২। সত্যযুগ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। সুবক্তা। কিশোর কল্যাণ পরিষদ, ইণ্ডিয়ান জার্নালিষ্ট্‌ এসোসিয়েসন, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, দমদম পৌরসংস্থা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃজাপানী যুদ্ধের ডায়েরী (১৯৪৩), রুশ জার্মান সংগ্রাম (১৯৪৭), সোভিয়েট-মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি (১৯৫১), এশিয়ার বন্ধনমুক্তি (১৯৬২), দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস (১৯৭৫)। কাব্যগ্রন্থ ঃ শতাব্দীর সঙ্গীত (বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), বিপ্লবী নায়িকা (১৩৪৫), জীবন মৃত্যু (১৩৫০)।

বিবেকানন্দ, স্বামী (১২।১।১৮৬২/২৯।৭।১২৬৮—৪।৭।১৯০২) পূর্বাশ্রমের নাম ঃ নরেন্দ্রনাথ দত্ত, শৈশবের নাম ঃ বীরেশ্বর বা বিলে। জন্ম ঃ শিমুলিয়া, কলিকাতা, পূর্বনিবাস ঃ দত্ত ডেরেটোন, কালনা, বর্ধমান। নির্বিকল্প সমাধিলাভ ঃ দক্ষিণেশ্বর। পিতা ঃ আইনজীবী বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ঃ ভুবনেশ্বরী, অগ্রজ ঃ বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্‌. এ., জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ থেকে বি. এ. (১৮৮৩)। পিতার মৃত্যুতে আর্থিক অনটনের জন্য আইন অধ্যয়ন অসমাপ্ত। দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনুশীলনকারী। মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক। রামমোহনের বেদান্ত দর্শন পাঠ করে ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের (১৮৮৩) ফলে জীবনদৃষ্টির আমূল পরিবর্তন। মানব সেবাব্রতে দীক্ষিত। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের (১৪।৮।১৮৮৬), পরে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে একত্রে বরাহনগরে মঠের প্রতিষ্ঠাতা। তিন বৎসর পরিব্রাজকরূপে ভারত পরিক্রমা। মাদ্রাজে থাকাকালীন শিষ্যদের অনুরোধে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমেরিকা গমন (১৩।৫।১৮৯৩)।

উক্ত সভায় হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দান। বহুজনের শিষ্যত্ব গ্রহণ। প্রত্যাবর্তনের পরে রামকৃষ্ণ মিশন (১।৫।১৮৯৭) বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা। বেদান্ত দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ভাষায় উদ্বোধন ও ইংরাজীতে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকা প্রকাশ। মায়াবতী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। আমেরিকায় বেদান্ত শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার আমেরিকা গমন। প্যারিসে ধর্ম ইতিহাস সম্মেলনে যোগদান। প্রত্যাবর্তনের পরেরামকৃষ্ণ যোগাশ্রম, বেনারসে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, রামকৃষ্ণ হোমপ্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা। নবজাগরণেরপ্রাণপুরুষ—নবভারতের অন্যতম স্রষ্টা—স্বদেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, যুক্তিবাদী সন্ন্যাসী। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচয়িতা। বাঙ্গালা গদ্যের বলিষ্ঠ ভঙ্গী, দৃঢ়তা, কথ্য ভঙ্গী, তদসম, তৎভব, দেশী ও ইংরাজী শব্দের অনায়াস ব্যবহার, ওজঃ গুণ গদ্যভাষার উৎকর্ষ বিধান করেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ: পরিব্রাজক (১৯০৩), ভাববার কথা (১৯০৫), বর্তমান ভারত (১৯০৫), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (১৯০৫), পত্রাবলী (১৯০৫), **Karmayoga, Rajayogo, Jnanayoga, Bhaktiyoga, Religion of Love, The Science and Philosophy of Religion, Realisation and its method, Thoughts on Vedanta, A study of Religion, Chirst, The Messanger.**

বিভাবতী ঘোষ (১৮৯৫—১৬।৮।১৯৮০/৩১।৪।১৩৮৭)। ঐতিহাসিক গবেষক ও সাংবাদিক মন্মথনাথ ঘোষের পত্নী। গল্প লহরী, গল্প ভারতী, যমুনা ও মহিলা পত্রিকায় বহু গল্প, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ লেখিকা।

বিভাবতী দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভাগবতী কথা ৩ খন্ড (১৩৭৮-৮২)।

বিভাবতী সেন। সম্পাদিকা: পাপিয়া (প্রথমে ত্রৈমাসিক ১৩৩৪, পরে মাসিক ১৩৩৫)।

বিভা সরকার। নিবাস: ৫৭—৯, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড্, কলিকাতা – ১৯। প্রকাশিত উপন্যাস: মুখর মর্মর।

বিভুগণ চৌধুরী (১৯২০/১৩।৮।১৩২৪—১৫।১।১৯৮৪/১৩৯১)। ছদ্মনাম: দেবদত্ত। জন্ম: বড়িশা, ২৪ পরগণা (অধুনা কলিকাতা), মৃত্যু: কলিকাতা মেডিক্যাল রিসার্চ হাসপাতালে। স্থায়ী নিবাস: বড়িশা, কলিকাতা—৮। পিতা: ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, মাতা: সরোজবাসিনী, পত্নী: উর্মিলা। কলিকাতা আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ। দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের কর্মী। বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক কর্মের সঙ্গে যুক্ত। বড়িশা গণমঙ্গল পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠাতা. লোকসেবক, যুগান্তর, আনন্দবাজার, সত্যযুগ, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, একক, বিশ শতক, বর্তিকা, জনসেবক, পারাবত, সাহিত্যসেতু, শিল্প ও সংস্কৃতি প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: সমীক্ষা (১২ বৎসর)। যুগ্ম সম্পাদক: একক (১০ বৎসর), ত্রিধারা (৫ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছোটদের: মৃত্যুগুহা। কাব্য: প্রিয়া ও পৃথিবী, শেষদৃশ্যে, অন্ধকার তবু। উপন্যাস: মিনে করা মুখ।

বিভুবালা সরকার (বক্সী) বি. এ. (১৯১৪)। জন্ম: কাঁথি, মেদিনীপুর। পিতা: হরপ্রসাদ সরকার। শিক্ষয়িত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙলার বাঘ।

বিভুরঞ্জন গুহ। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিক্ষায় পথিকৃৎ ১৩৬৩, শিক্ষাতত্ত্বের রূপরেখা (অন্যান্যদের সঙ্গে—১৩৭৭)।

বিভূতি চট্টোপাধ্যায় (১৯১১—৩০।১১। ১৯৮৪)। ছদ্মনাম ঃ ভাস্কর। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন ক্রীড়া সাংবাদিক। আনন্দ-বাজারে যোগদান (১৯৩৪), অবসর গ্রহণ (১৯৭১)। খেলাধুলায় উৎসাহী—ফেদার ওয়েট্ বক্সিংএ বাঙ্গালার চ্যাম্পিয়ন। মিত্র ইন্স্টিটিউসনের গেম্স্ টিচার। মিত্র ইন্স্-টিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন। বেঙ্গল এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের এবং ক্যাল-কাটা রেফারিজ এসোসিয়েসনের সদস্য। ক্যালকাটা স্পোর্টস্ এণ্ড্ জার্নালিষ্ট্ ক্লাবের সভাপতি। বিশ্ব যুব উৎসবে (১৯৫০) যোগদানের জন্য বুখারেষ্ট্ গমন। এসিয়ান গেম্স্-এ যোগদান (১৯৫১)। ভাস্কর ছদ্ম-নামে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'মাঠে ও মাঠের বাহিরে' সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের লেখক।

বিভূতিভূষণ গুপ্ত (৩। ২। ১৯১৬ —) নিবাস ঃ ৫৩-বি, বলদেও পাড়া রোড্, কলি-কাতা—৬। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ স্রোত ও আবর্ত, ফুলডোরে।

বিভূতিভূষণ ঘোষাল (২৪।৪।১৮৯৬—) এম্. এ. এল্. এল্. বি.। জন্ম ঃ কলি-কাতায়। আইনজীবী ও অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাকলি (১৯২৩), শিশির (প্রবন্ধ — ১৯২৪), অবাক জলপান (১৯২৫), জাপানী উপকথা (১৯২৬)।

বিভূতিভূষণ দত্ত। বিদ্যারণ্য স্বামী দ্রষ্টব্য।

বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত (১৫।১।১৯০৪— ১৫।৪।১৯৭৫)। জন্ম ঃ ঢাকার সোনার রঙ্এ মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ঃ গড়ি-পাড়া, ঢাকা। পিতা ঃ পুরুলিয়ার বিখ্যাত নেতা ও লোকসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত। পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর কলি-কাতায় কলেজে পড়ার সময়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ত্যাগ। তারকেশ্বরের মোহন্তের দুর্নীতির প্রতিবাদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে সত্যাগ্রহে মানভূম জেলার সত্যাগ্রহীদের নেতারূপে সদলে কারাদণ্ডিত। গান্ধীবাদী হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কংগ্রেস ত্যাগ করে (১৯৪৮) লোকসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংযুক্ত ও সঙ্ঘের প্রধান সচিব। পুরুলিয়ার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভূক্তির আন্দোলনের নেতা। লোকসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে পুরুলিয়া থেকে লোকসভায় নির্বাচিত (১৯৫৭), পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য (১৯৬১), যুক্তফ্রণ্ট্ সরকারের আমলে পঞ্চায়েত ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী (১৯৬৭), পঞ্চায়েত মন্ত্রী (১৯৬৯)। পশ্চিম-বঙ্গের বিশেষতঃ পুরুলিয়ার বহু গঠনমূলক কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ সাপ্তাহিক মুক্তি (পুরুলিয়া)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সেই মহাবরষার রাঙা জল।

বিভূতিভূষণ দাস (২১।৬।১৩২৯/৮।১০। ১৯২১—)। ছদ্মনাম ঃ অমিত রায়। পিতা ঃ জহরলাল দাস, মাতা ঃ পঞ্চাননী। বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদক ঃ দ্বিমাসিক অরুণিমা (১৩৪১— ৪৩)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৮।৫।১৩০১/ ১২।৯।১৮৯৪—১৫।৭।১৩৫৭/১।১১।১৯৫০)। জন্ম ঃ ২৪ পরগণার কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী মুরারিপুরে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস ঃ ব্যারাকপুর, বনগ্রাম যশোর (বর্তমানে ২৪ পরগণা), মৃত্যু ঃ ঘাটশিলায় স্বগৃহে। পিতা ঃ প্রসিদ্ধ কথক মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ মৃণালিনী, ১মপত্নীঃ গৌরী, ২য়াপত্নী ঃ রমা,

পত্র : সাহিত্যিক তারাদাস। বনগ্রাম হাইস্কুল থেকে ১ম বিভাগে প্রবেশিকা (১৯১৪). রিপন কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আই. এ (১৯১৬) ও ডিস্‌টিংসন সহ বি এ. (১৯১৮) উত্তীর্ণ। পরে এম্‌. এ ও আইন অধ্যয়ন কিন্তু অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ। জঙ্গীপাড়া হাইস্কুলের (১৯২১) ও পরে সোনারপুর হরিনাভি হাইস্কুলের শিক্ষক। দৈনিক বসুমতীর বার্তা বিভাগের সহ-সম্পাদক,—কেশোরাম পোদ্দারের কাউ প্রোটেক্‌শনের সেক্রেটারি,—সিদ্ধেশ্বর ঘোষের (খেলাৎচন্দ্র ঘোষ) প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারি, গৃহশিক্ষক এবং ভাগলপুর এষ্টেটের ম্যানেজার। চাকরি ছাড়ার পর সন্ন্যাসীর মত বনে জঙ্গলে পরিভ্রমণ। মৃত্যু পর্যন্ত গোপালনগর স্কুলের শিক্ষক। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ (১৯৪০)। বাল্য ও কৈশোর প্রবল দারিদ্র্যে অতিবাহিত। বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ। পিতার প্রভাবে প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস. অধ্যাত্মচেতনা ও ভবঘুরে স্বভাব জাগ্রত। জীবনের শেষ ১০ বৎসর ব্যারাকপুরে বাস। খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক। প্রথম রচনা 'উপেক্ষিতা' গল্প প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত (জানুয়ারী ১৯২১)। ইছামতী উপন্যাসের জন্য মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৫৬)। গ্রাম বাঙ্গালার সুখদুঃখ দারিদ্র্য, বাস্তব জীবন, পল্লী-প্রকৃতি ও আরণ্য প্রকৃতির সজীব বর্ণনা, কবিত্বের সৌরভ, আধ্যাত্মিকতা, জীবন ও প্রকৃতির রহস্যময় সংযোগে রূপলোকের সৃষ্টি বিভূতিভূষণের রচনাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অনন্য করে তুলেছে। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস : পথের পাঁচালী (বিচিত্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত আষাঢ় ১৩৩৫—আশ্বিন ১৩৩৬, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৩৩৬)। সম্পাদক : চিত্রলেখা (সিনেমা পত্রিকা—১৫।১১।১৯৩০), লিপিকা (আষাঢ় ১৩৪৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (প্রবাসী—পৌষ ১৩৩৬—আশ্বিন ১৩৩৮, গ্রন্থাকারে ১৩৩৮), কেদার রাজা (১৯৪৫), দৃষ্টিপ্রদীপ (১৯৩৫), আরণ্যক (প্রবাসী—কার্তিক ১৩৪৪—ফাল্‌গুন ১৩৪৫, গ্রন্থাকারে ১৩৪৫), আদর্শ হিন্দু হোটেল (মাতৃভূমি মাঘ ১৩৪৫—ভাদ্র ১৩৩৭, গ্রন্থাকারে ১৩৪৭), বিপিনের সংসার (অলকা আশ্বিন ১৩৪৫—ভাদ্র ১৩৪৬, গ্রন্থাকারে ১৩৪৮), অনুবর্তন (১৯৪২), দেবযান (১৯৪৪), দুইবাড়ী (১৯৪১), ইছামতী (১৯৫০), অথৈ জল (প্রবাসী—চৈত্র ১৩৫০—পৌষ ১৩৫৩, গ্রন্থাকারে ১৩৫৪), দম্পতি (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ১৯৫২), অশনি সংকেত (মৃত্যুর পরে ১৯৫৯)। গল্প : মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), কিন্নরদল (১৯৩৮), জন্ম ও মৃত্যু (১৯৩৭), বেণীগীর ফুলবাড়ী (১৯৪১), নবাগত (১৯৪৪), অসাধারণ (১৯৪৬), বিধুমাষ্টার (১৯৪৫), মুখোস ও মুখশ্রী (১৯৪৭), নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব (১৩৫৫), রূপহলুদ (মৃত্যুর পরে ১৩৬৪). ছায়াছবি (মৃত্যুর পরে ১৩৬৬), অনুসন্ধান (ঐ ১৩৬৬), ক্ষণভঙ্গুর (১৩৫২), জ্যোতিরিঙ্গন (১৩৫৫), কুশল পাহাড়ী (মৃত্যুর পরে ১৯৫০)। শিশুসাহিত্য : উপন্যাস : চাঁদের পাহাড় (মৌচাক, আষাঢ় ১৩৪২—চৈত্র ১৩৪৩, গ্রন্থাকারে ১৩৪৫), মরণের ডঙ্কাবাজে (মৌচাক—পৌষ ১৩৪৪—আশ্বিন ১৩৪৬, গ্রন্থাকারে ১৯৪০), মিসমীদের কবচ (১৯৪২), হীরামানিক জ্বলে (মৌচাক, বৈশাখ ১৩৪৮—চৈত্র ১৩৪৯, গ্রন্থাকারে ১৯৪৬), গল্প : তালনবমী (১৩৫১)। স্মৃতিচিত্রণ : স্মৃতির রেখা (১৯৫১), তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)। দিনলিপি :

ঊর্মিমুখর (১৯৪৪), উৎকর্ণ (১৯৪১) হে অরণ্য কথা কও (১৯৪৮)। ভ্রমণ ঃ অভিযাত্রিক (১৯৪১), বনে পাহাড়ে (১৯৪৫)। প্রবন্ধ ঃ আমার লেখা (১৯৬১)।

বিভূতিভূষণ ভট্ট। জন্ম ঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, নিবাস ঃ ভাগলপুর. বিহার। পিতা ঃ নফরচন্দ্র ভট্ট, ভগিনী ঃ লেখিকা নিরুপমা দেবী। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ সহজিয়া (১৯২২), স্বেচ্ছাচারী (১৩২৪) সপ্তপদী (১৯২৩), অষ্টক (নিরুপমা দেবীসহ ১৩২৪)। রচনায় ভারতী গোষ্ঠীর প্রভাব আছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪—৩০।৭।১৯৮৭/১৪।৪।১৩৯৪)। জন্ম ঃ পাণ্ডুল গ্রাম, দ্বারভাঙ্গা, মিথিলা বিহার। ছদ্মনাম ঃ কশ্চিৎপ্রৌঢ়, ব. ভ. ম.। মৃত্যু ঃ পাণ্ডুল। আদি নিবাস ঃ শ্রীরামপুর চাতরা, হুগলী। বর্তমান নিবাস ঃ কাঁঠালবাড়ী, দ্বারভাঙ্গা, বিহার। পিতামহ মধুসূদন জীবিকার জন্য দ্বারভাঙ্গায় পান্ডুলে বাস করেন। কলিকাতার ঠিকানা ঃ ১১৮—২ এ, মনোহরপুকুর রোড্, কলিকাতা—২৬। পিতা ঃ বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ গিরিবালা। দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯১২), কলিকাতা রিপন কলেজ থেকে আই. এ, পাটনা কলেজ থেকে বি. এ. পাশ। হকি, ফুটবল, টেনিস প্রভৃতি খেলায় দক্ষ। শিক্ষক, ইণ্ডিয়ান মিশন পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ, দ্বারভাঙ্গা রাজ প্রেসের সুপারিন্টেন্ডেণ্ট্। ১৯ বৎসর বয়সে প্রবাসীতে প্রথম গল্প অবিচার প্রকাশিত ও পুরস্কৃত (১৯১৫)। গল্প উপন্যাস ও নাটক লেখক। পাটনায় কালিদাস মঞ্চে ৯০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্বর্ধিত (২৮। ১০ ৮৪)। বিশ্বভারতী কর্তৃক দেশিকোত্তম উপাধিতে সম্মানিত (১৯৮৬), কলিকাতা গ্রন্থমেলায় সম্বর্ধিত (৩।১।১৯৮৭)। আনন্দ পুরস্কার (১৯৫৮) ও পরে প্রিয়ংবদা গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৭২) প্রাপ্ত। হাস্যরসাত্মক গল্প উপন্যাস রচনায় জন্যই সমধিক খ্যাত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ নীলাঙ্গুরীয় (১৩৫১), স্বর্গাদপি গরীয়সী ১ম (১৩৫১), স্বর্গাদপি গরীয়সী ২য় খণ্ড (১৩৫২), ঐ ৩য় (মাসিক বসুমতী, কার্তিক ১৩৫২—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪, গ্রন্থাকারে ১৩৫৪). নয়ান বৌ (১৩-৬৪), নব সন্ন্যাস ১ম (রাজনৈতিক, প্রবাসী বৈশাখ ১৩৫৩—শ্রাবণ ১৩৫৮), নব সন্ন্যাস ২য় (মেদিনীপুর পর্ব. ১৩৫৫), উত্তরায়ণ (১৩৫৯), কাঞ্চনমূল্য (১৩৬৩), পোনুর চিঠি (১৯৫৪), রিকসার গান (১৯৫৯), মিলনান্তক (১৯৫৯), পংকপল্বল (১৩৭১)। গল্প ঃ রাণুর প্রথম ভাগ (১৩৪৪), রাণুর দ্বিতীয় ভাগ (১৩৪৫), রাণুর তৃতীয় ভাগ (১৩৪৭), বসন্তে (১৯৪১), কথাচিত্র (১৩৫৫) রাণুর কথামালা (১৩৪৮), কলিকাতা—নোয়াখালি—বিহার (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে ১৩৫৪), দুষ্টু লক্ষ্মীদের গল্প (১৩৬৪), ক্ষণ অন্তঃপুরিকা (১৩৫৩), শারদীয়া (১৩৪৪), বাস্তব ও অবাস্তব (১৩৬১), বর্ষায় (১৩৪৭), অষ্টক (১৩৫৪), বসন্তে (১৩৪৮), বরযাত্রী (১৩৪১), লঘুপাক (১৩৫৫), বাসর (১০৫৫), রূপান্তর (১৩৫৭), তালবেতাল (১৩৬৩), আনন্দ নট (১৩৬৪), হাতে খড়ি, সুরসপ্তক, রূপান্তর, চৈতালি। নাটক ঃ বিশেষ রজনী (১৯৪৪), গণশার বিয়ে (১৩৫৯)। প্রবন্ধ ঃ সাহিত্য প্রবাহ (১৯৫২), একটি যুগের জন্মকথা (১৯৮৩)। কিশোর সাহিত্য ঃ কৈলাসের পাটরানী (১৩৮০)। আত্মজীবনী ঃ জীবনতীর্থ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (২৭।৬।১৩০১ —)। জন্ম ঃ বসিরহাট, ২৪ পরগণা

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অক্রূর সংবাদ, সুরসপ্তক।

(ডাঃ) বিভূতিভূষণ রক্ষিত (১৪।৩।১৯১১—২৩।১০।১৯৭৯)। চিকিৎসক। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম্. বি. বি. এস্. (১৯৩৭) ও লণ্ডন থেকে এফ্. আর্. সি. ও. জি. পাশ। বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসের কর্মী। রবিবাসর, বোধিচক্র, উজ্জয়িনী, ভারত সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন পত্রিকায় ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ ঃ মানুষ ও প্রকৃতি।

বিভূতিশেখর মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক ঃ মাসিক অভিষেক (১৩০৯)।

বিভোরকুমার লাহিড়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন (শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায়ের ৩০ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক অবলম্বনে—১৯৭৭)।

বিমল কর (১৯।০।১৯২১/৩।৬।১৩২৮—) বি. এ.। ছদ্মনাম ঃ বিদুর, অভিনন্দ, হর্ষদেব। জন্ম ঃ শাঁখচুড়া, টাকী, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ জ্যোতিষচন্দ্র কর, পত্নী ঃ গীতা। জব্বলপুর, হাজারিবাগ, গোমো, ধানবাদ, আসানসোল ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। এ. আর্ পি.-র কর্মী (১৯৪২), আসানসোল মিউনিশন প্রোডাক্‌সনের কর্মী (১৯৪৩), কাশীতে রেলওয়ের কর্মী। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পরাগ পত্রিকার সহ-সম্পাদক, পরে পশ্চিমবঙ্গ ও সত্যযুগ পত্রিকার সহ-সম্পাদক, (১৯৪৯—৫২), আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক, দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত (১৯৫৪)। খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। আনন্দ পুরস্কার (১৯৬৭) ও একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৪) দ্বারা সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছোটদের শরৎচন্দ্র (১৯৪৮), বরফ সাহেবের মেয়ে, আঙুরলতা (১৯৫৮), সুধাময় (১৯৫৯), খড়কুটো (১৯৬৩), গ্রহণ (১৯৬৫), সীমারেখা (১৯৬৬), বালিকা বধূ (১৯৬৬), পরিচয় (১৯৬৬), পরবাস (১৯৬৭), যাদুকর (১৯৬৭), পূর্ণ অপূর্ণ (১৯৬৮), যদুবংশ (১৯৬৮), আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন (১৯৬৮), সঙ্গিনী (১৯৬৯), একদা কুয়াশায় (১৯৬৯), কুশীলব (১৯৬৯), মৃত ও জীবিত (১৯৭০), স্বপ্নের নবীন ও সে (১৯৭১), ভুবনেশ্বরী (১৯৭১), একা একা (১৯৭২), অসময় (১৯৭২), এই প্রেম আঁধারে (১৯৭২), ক্ষণকাল (১৯৭২), পরস্পর, কালের নায়ক, অন্তরাল (১৯৭৩), নির্বাচিত গল্প (১৯৭৩), সান্নিধ্য (১৯৭৩), অলস ভ্রমণ (১৯৭৪), আকর্ষণ (১৯৭৪), দংশন (১৯৭৪), দ্বিধা (১৯৭৪), নির্ভর (১৯৭৪), প্রেমশশী (১৯৭৫), কেরানী পাড়ার কাব্য (১৯৭৫), মোহ (১৯৭৫), আয়োজন (১৯৭৬), কাপালিকরা এখনো আছে (১৯৭৬), প্রচ্ছন্ন (১৯৭৭), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৭৭), পাশাপাশি (১৯৭৭), দ্বীপ (১৯৭৭), দেওয়াল ৩ খণ্ড, হৃদয় বিনিময় (১৯৭৮), অতঃপর (১৯৭৮), এই দেহ অন্য সুখ (১৯৭৮), প্রথম ও শেষ অঙ্ক (১৯৭৮), বৃদ্ধস্য ভার্যা (১৯৭৮), হৃদয় মন, স্বপ্নে, গল্পসংগ্রহ ১ম (১৯৮০), বাছাই গল্প (১৯৮০), নিরস্ত্র (১৯৮২), ময়ূরী, বনভূমি, সুধাময়ী, ফানুষের আয়ু, দেহ-ভূমিকা, কালের নায়ক, আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন প্রভৃতি।

(ডঃ) বিমলকান্তি মজুমদার (১।৩।১৯০৫—) এম্. এ., ডি. ফিল্.। জন্ম ঃ কলিকাতায়। নিবাস ঃ পি-২৪, লেক ভিউ রোড্, কলিকাতা—২৯। আশুতোষ কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতের ইতিবৃত্ত (১৯৫৭), **The Military Syst m oi**

Ancient India (১৯৫৫)।

বিমলকুমার ঘোষ (২৬।৩।১৯১০—৭।৩। ১৯৮২)। ছদ্মনামঃ মৌমাছি। জন্মঃ কলিকাতায় মানিকতলা অঞ্চলে, মৃত্যুঃ কল্যাণীতে হাসপাতালে, আদি নিবাসঃ বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া, পরবর্তী নিবাসঃ ১৬, কর্নেল বিশ্বাস রোড্, কলিকাতা-১৯। পিতাঃ অনাদিপ্রসন্ন ঘোষ। মানিকতলা হাইস্কুল ও গভর্নমেন্ট্ আর্ট স্কুলের ছাত্র। এড্ভান্স্ পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মী, পরে সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের আহ্বানে আনন্দবাজার পত্রিকায় শিল্পী হিসাবে যোগদান (১৩৩৯)। আনন্দমেলা নামে শিশুবিভাগের প্রবর্তক (১৯৪০)। পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক। অবসর গ্রহণ (১৯৭১)। অবসর গ্রহণের পর কল্যাণী-বাসী, ১৯৩৮ সাল থেকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার লেখক। খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক। বিশ্ব যুব সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি (১৯৫৩)। ১৪০টি শিশুপাঠ্য গ্রন্থের লেখক। শিশু-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ জীবজন্তুর ঘরকন্না (১৯-৪০), জ্ঞানবিজ্ঞানের মধুভাণ্ড (১৯৪১), মনীষীদের ছেলেবেলা, শিশু রবি (নাটিকা), দেশ বিদেশের রূপকথা, যে গল্পের শেষ নেই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধুভাণ্ড, নাচ গান হল্লা, কাজ খেয়াল খেলা, হাসি খুসি মজা, পুতুলের দেশ (নাটক ১৯৪৬), যারা মানুষ নয়, নব্য-যুগের রূপকথা (গল্প—১৯৪৭), টুনটুনি ঝুনঝুনি, ঝড়ের পালক ও মায়ের বাঁশি (উপ-ন্যাস), চ্যাঙাব্যাঙা, রাজার রাজা (বিবেকা-নন্দের জীবনী), ইউরোপের অগ্নিকোণে (ভ্রমণ—১৯৫৫), চেঙ্গ বেঙ্গ (১৯৫৬) প্রভৃতি।

বিমলকুমার দত্ত (১০।৩।১৯২০—) এম্. এ., এম্. এস্. সি., ডিপ্. লিব্.। জন্মঃ জয়নগর, মজিলপুর, ২৪ পরগণা। নিবাসঃ শান্তিনিকেতন, বীরভূম। কলিকাতা ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। গ্রন্থা-গারিক। প্রকাশিত গ্রন্থঃ ভারত শিল্প (১৯৫৩, হিন্দীতে রূপান্তরিত) গ্রন্থাগার (১৯৫৪), গ্রন্থাগারের রূপ ও বিকাশ (১৩৬৭), **An Introduction to Library Procedure** (১৯৫৩), **Bengal Temples** (১৯৫৬), **A practical guide to Library Procedure** (১৯৫৬)।

বিমলকুমার বেরা। বিনোদ বেরা দ্রষ্টব্য।

(ডঃ) বিমলকুমার ভট্টাচার্য (১৯০২—)। নিবাসঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত। ইতিহাসের অধ্যাপক। পরে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট্ ডিগ্রী প্রাপ্ত। ব্যারিষ্টারি পাশ। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, পরে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এড্ভোকেট। প্রকাশিত গ্রন্থঃ **Insanity and criminal law, Poison, Juvenile Delinquency and Brostals,** বাঘ হাতি হরিণ (শিকার কাহিনী)।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। সম্পাদকঃ বাঙ্গালার গ্রাম্য ছড়া (১৯৭৪)।

বিমলকৃষ্ণ ঘোষ (১২।১।১৩০৫ বঙ্গাব্দ—), জন্মঃ বালীগাঁও মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থঃ চিত্ততর্পণ, বিপ্লবের বাণী।

বিমল গুহ (২৭।১০।১৯৫২—), জন্মঃ চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৭৪) ও এম্. এ. (১৯৭৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্স্-টিটিউটের পাবলিকেশন অফিসার। বাংলাদেশ পরিষদ একুশে সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯-৭৯)। প্রকাশিত কাব্যঃ অহংকার, তোমার শব্দ (১৯৮২)।

বিমল চন্দ্র ঘোষ (২৬।৮।১৩১৭/১২।১২।১৯১০—৫।৭।১৩৮৯/২২।১০।১৯৮২)। ছদ্মনাম ঃ অমিতাভ ঘোষ। জন্ম ঃ ভবানীপুর, কলিকাতা। পূর্বপুরুষের নিবাস ঃ বালী, হাওড়া। পরবর্তী নিবাস ঃ ১ যদু ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা—২৬। ১৩ বৎসর বয়সে গীতা উপনিষদ, কবীরের দোঁহা প্রভৃতির পদ্যানুবাদক। ১৩ বৎসর বয়সে প্রথম কবিতা 'একটি গান' সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকায় প্রকাশিত (১৩৩১)। ১৯২৬ থেকে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সাম্যবাদী কবি। কুসংস্কার, অবিচার, শোষণ, ইত্যাদি কবিতায় প্রতিফলিত। সোভিয়েট রাশিয়া থেকে নেহেরু পুরস্কার প্রাপ্ত। অনেক কবিতা রুশ চেক ও পোলিস ভাষায় অনূদিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ জীবন ও রাত্রি (১৯৩২), দক্ষিণায়ণ (১৯৪১), উলুখড় (১৯-৪৩), দ্বিপ্রহর ও অন্যান্য কবিতা (১৩৫২), ফতোয়া, ১৮৪৮-৪৯, নানকিং (১৯৪৮), সাবিত্রী (১৯৫১), সপ্তকাণ্ড রামায়ণ (১৯৫১), বিশ্বশান্তি (১৯৫১), ভুখাভারত (১৯৫১), ছায়াপত্র (১৯৫৫), উদাত্ত ভারত (১৯৫১), রক্তগোলাপ (১৯৫৮), শান্তি (১৯৫১), উত্তরাকাশের তারা (১৯৬৭)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ মেঘনা (১৯৪৭), পটভূমি (১৯৫১), বারোমাস (১৯৫৪), এষা (ত্রৈমাসিক—১৯৬৫)।

বিমলচন্দ্র সিংহ (১।১২।১৯১৭—১৯৬১)। ছদ্মনাম ঃ নির্মলেন্দু মৃগরাজ, ভীষ্মদেব খোসনবীশ জুনিয়ার। জন্ম ঃ পাইকপাড়া, কলিকাতা, নিবাস ঃ ১২৭/২ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—২০। পিতা ঃ মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ। কান্দী ও পাইকপাড়ার রাজবংশে জন্ম। মনীন্দ্র মেমোরিয়াল হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯৩৩), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে ১ম স্থান অধিকার করে বি. এ. (১৯৩৭) ও এম্. এ. (১৯৩৯)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯৪৬)। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী। বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। স্বনামে ও ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় মূল্যবান প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালার চাষী (১৯৩৫), সমাজ ও সাহিত্য (১৯৪৩), ইতিহাসের শিক্ষা ও ভারতের কর্মসূচী (১৩৫৩), কাশ্মীর ভ্রমণ (১৯৫৮), আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (১৯৫৯), দেশের কথা (১৩৫১) খাতার পাতা (১৩৫১), ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস (অনুবাদ—১৩৫১), সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৫৮), Debt Legislation in Bengal (১৯৩৮), The New Constitution of India (১৯৩৮), The Changing World and other Essays (১৯৪১)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ বঙ্কিম প্রতিভা (১৯৩৮), বঙ্কিম কণিকা।

বিমল চৌধুরী। আসামের কাছাড় জেলার কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ কেবল খেলা (সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দি)।

বিমল বসু (২।১০।১৯১৪—)। জন্ম ঃ গোবিন্দ সরকার লেন, কলিকাতা-১২, বর্তমান নিবাস ঃ মহিলামহল, এম্. আই. জি.-১২, সোদপুর, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ গল্পদাদা যোগেশচন্দ্র বসু, মাতা ঃ প্রমীলা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। সাংবাদিক,—কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্মী, কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের জন্য নাটক রচয়িতা, পরিচালক ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কথিকা ও বক্তৃতা প্রচারক। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বাঙ্গালা দীপালি ও ইংরাজী দীপালি পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক। বাতায়ন, দীপালি, বিষাণ,

সাহানা, চিত্রবাণী, রূপমঞ্চ, মন্দিরা, বেতার জগৎ, অমৃত, দেশ, যুগান্তর, আনন্দবাজার, রংমশাল প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : অনুবাদ : আমেরিকান লাইফ্ (পার্ল বাক্), রুদিন (টুর্গেনিভ), আওয়ার সামার (ষ্ট্যালিন পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস)। ছোটদের : মিনুর গল্প (হাসির গল্প, পুনর্মুদ্রণ-১৯৫৫), পাথেয় (দিলীপ কুমার রায় প্রমুখ কথা সাহিত্যিকদের রচনা সংকলন)।

বিমল মিত্র (৫।১২।১৩১৮/১৮।৩।১৯১২ —) ছদ্মনাম : জাবালি। জন্ম ও নিবাস : কলিকাতা। পিতা : সতীশচন্দ্র মিত্র, মাতা : সুরাঙ্গিনী। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৩৮)। ৪৩ বৎসর বয়সে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি ত্যাগ করে সাহিত্য রচনায় আত্ম-নিয়োগ। বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। প্রথম রচনা প্রকাশিত মাসিক বসুমতীতে (১৩৬৬)। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় উপন্যাস অনূদিত। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রদত্ত মতিলাল পুরস্কার (১৯৬২), পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৬৪), পুরণচাঁদ বোতরিয়া পুরস্কার (১৯৮২), শরৎ সমিতি প্রদত্ত শরৎ পুরস্কার (১৯৮৩), আনন্দবাজার প্রদত্ত অশোককুমার স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৪) দ্বারা সম্মানিত। বেগম মেরী বিশ্বাস, সাহেব বিবি গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম, একক দশক শতক এবং চলো কলকাতা—এই পাঁচটি উপন্যাসে ১৬৯০ খ্রীঃ থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস বিধৃত। সম্পাদিত পত্রিকা : কালিকলম (নবপর্যায়)। প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ : দিনের পর দিন (গল্প), পুতুল দিদি (গল্প), ছাই উপন্যাস), আসামী হাজির (ঐ), রানী সাহেবা (ঐ), কন্যাপক্ষ (ঐ), চলতে চলতে (মরিসাস ভ্রমণকাহিনী) প্রভৃতি।

বিমল রায়চৌধুরী (৬।১২।১৯৩০—৭।৬। ১৯৭৭) ছদ্মনাম : রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বঘোষ। জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : মনীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী। পঞ্চাশের দশকের নামকরা লেখক। আনন্দবাজার, অচলপত্র, ইদানীং ও অন্যান্য পত্রিকার লেখক। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় দৈনিক কবিতার প্রকাশক। মুদ্রণ পারিপাট্য প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৬)। সম্পাদক ও প্রকাশক : ইদানীং। সম্পাদক : নয়াবাংলা, বঙ্গদর্পণ সাত রং, জলসা।

বিমল রায় চৌধুরী (১৯৩২—) বি. এ., ছদ্মনাম : বি. রা. চৌ.। জন্ম : নবগ্রাম, বরিশাল, বর্তমান বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : কোঃ নং কে—২।১০, ২০, দমদম রোড্, কলিকাতা-৩০। ঢেউ, নূতন সূর্য প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গীয় নাট্যসংস্থার সাধারণ সম্পাদক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য। সম্পাদক : বঙ্গবিতান। প্রকাশিত গ্রন্থ : নেপথ্য নায়ক (নাটক), অপরাধ বিজ্ঞান, মেডিক্যাল জুরিস প্রুডেন্স্, ঘটমান বর্তমান (নাটক) কবিতামালা, গীতা কাব্য (গীতার পদ্যে রূপান্তর)।

বিমল সেন (১৯০৬—১০।৯।১৯৩৪) জন্ম : ফয়েরা, বরিশাল। পিতা : যোগেশ-চন্দ্র সেন। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ। ৫টি বিষয়ে লেটার নম্বর ও ষ্টার সহ ম্যাট্রি-কুলেশন উত্তীর্ণ। ইংরাজী স্কুল বর্জন করে যাদবপুরে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন, অর্থাভাবে ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষা অসম্পূর্ণ। বেলগাছিয়ায় পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক। সাহিত্য সাধক। লিবার্টি, বঙ্গবাণী, বেণু, বিচিত্রা মডার্ন

রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। বিপ্লবী যুগান্তর পার্টির মুখপত্র স্বাধীনতায় দেশ-প্রেমোদ্দীপক গল্প দেশে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। সরকারী রোষে পলাতক,—রঙপুর ষ্টেশনে গ্রেপ্তার—পুলিশের দ্বারা অত্যাচারিত,—মুক্তির পরে বেড়াচাঁপা গ্রামে শিক্ষক। ২৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ফুলঝুরি (বাজেয়াপ্ত), স্বাধীনতার জয়যাত্রা (বাজেয়াপ্ত), পারিজাত, শক্তির জয়, মরুযাত্রী, গল্পের ছলে, ছোটদের শিশিরকুমার। অনুবাদ ঃ গোর্কির মাদার, শোধবোধ, খনির গোলাম।

বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। জন্ম ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। পিতা ঃ চুঁচুড়া, বার্তাবহ পত্রিকার সম্পাদক নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মধুক্রম (কাব্য), স্কুল বয় (নাটিকা), স্বরশ্রী (স্বরলিপি)।

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী (২৬।১২।১৯০৯—৫।৭।১৯৮০) জন্ম, মৃত্যু ও নিবাস ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ ব্রজেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরী, মাতা ঃ হেমন্তবালা। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ (১৯৩২)। সঙ্গীতজ্ঞ,—সঙ্গীত শিক্ষক (১৯৩৮—আমৃত্যু)। ভারতীয় সঙ্গীতকোষ গ্রন্থের জন্য সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৭১)। যুগান্তর, বসুধারা, সুরছন্দ, মায়ামঞ্চ প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতীয় সঙ্গীত কোষ (১৯৩৫)। গ্রন্থটির হিন্দী সংস্করণ জ্ঞানপীঠ থেকে প্রকাশিত।

বিমলাচরণ রায়চৌধুরী। সম্পাদক ঃ মাসিক মোহিনী (১৩০১)।

(ডঃ) বিমলাচরণ লাহা (২৭।১০।১৮৯১—১৯৭০)। জন্ম ঃ কলিকাতার বিখ্যাত লাহা বংশে। পিতা ঃ অম্বিকাচরণ লাহা। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. (১৯১৪), এম্. এ. (১৯১৬), বি. এল্., পি. এইচ্. ডি. (১৯২৪), ডি. লিট্.। জমিদার,—কলিকাতা হাইকোর্টের এড্ভোকেট্। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্। প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড্ কোং এর অংশীদার। বহু জনহিতকর কার্যে বহু লক্ষ টাকা প্রদাতা। বৌদ্ধধর্ম ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সুবর্ণপদক, ব্যানার্জি গবেষণা পুরস্কার (লক্ষ্ণৌ), গ্রিফিথ্ পুরস্কার (কলিকাতা) ও বুদ্ধাগম শিরোমণি পুরস্কার (সিংহল) দ্বারা সম্মানিত। সম্পাদক ঃ **India Culture, Bengal Past and Present, Annual Bibiography of Indian Archeology** (ইংলণ্ড)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ইংরাজী ঃ **Kshatriya class in Buddhist India, Some Kshatriya Tribes in Ancient India, Ancient Mid. Indian Kshatriya Tribes, Ancient Indian Tribes** ২ খণ্ড, **India as described in early Texts of Buddhism and Jainism, The Magadha in Ancient India, Geography of Early Buddhism, Geographical Essays, Holy places of India, Mountains of India, Rivers of India, Mahavira : His life and Teachings, History of Pali Literature, The life and works of Buddha Ghosh, Heaven and Hell in Buddhist perspective, Buddhist conception of Spirits, Women in Buddhist Literature** প্রভৃতি। বঙ্গানুবাদ ঃ সৌন্দরানন্দ কাব্য (অশ্বঘোষ রচিত), বুদ্ধচরিত (ঐ)। মৌলিক বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ বৌদ্ধ যুগের ভূগোল, গৌতম বুদ্ধ, লিচ্ছবি জাতি,

প্রেততত্ত্ব, বৌদ্ধ রমণী, জৈন গুরু মহাবীর, ভারতের পুণ্যতীর্থ।

বিমলা দাশগুপ্তা। অনূদিত গ্রন্থ: মালবিকাগ্নিমিত্র, উত্তররাম চরিত।

বিমলা দাস (?—১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। স্বামী: সত্যরঞ্জন দাস। নরওয়ে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকারিণী। রচনা: নরওয়ে ভ্রমণ কাহিনী (ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত)।

বিমলা দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: পরিহাস, ক্রমশ:।

বিমলাপদ দত্ত অনুপ্রাস বিশারদ (১৩১৪—) জন্ম: পাঁইটা, রায়না (থানা), বর্ধমান। পিতা: উমেশচন্দ্র দত্ত, মাতা: রাজকুমারী। প্রথম জীবনে কলিকাতায় ও পরে কানাইএর নাটশালায় ধানভানা কল, যন্ত্রপাতি, পাম্প চাকী ইত্যাদির ব্যবসায়ী। স্বদেশী ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত। সঙ্গীতজ্ঞ, চিকিৎসাব্রতী, অনুপ্রাস বহুল গদ্য ও পদ্য রচনায় সুদক্ষ। যুগান্তর, আনন্দ-বাজার বসুমতী এবং বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার ও ঝাড়গ্রামের সকল স্থানীয় পত্রিকার গ্রামীণ সংবাদদাতা ও অনুপ্রাসবহুল রচনার লেখক। দোঁহি দেবী দরশন, বাণীবন্দনা, বিশ্বকবি বন্দনা, বিধানচন্দ্র বন্দনা প্রভৃতি রচনাগুলি অনুপ্রাস ব্যবহার দক্ষতার পরিচায়ক। প্রকাশিত গ্রন্থ: অনুপ্রাসমালা।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৭৷২৷১৯০৬ —) এম্ এ.। ছদ্মনাম: বিপ্রমুখ। জন্ম: বারাসত, ২৪ পরগণা। নিবাস: ৯, কর্ণ-ফিল্ড্ রোড্, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—১৯। পিতা: সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখো-পাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। কবি। ১৮টি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: সংক্রান্তি. সঞ্চারী (১৯৪৪), চন্দ্রকলা ও সম্ভবা। গল্প: পঞ্চমী (১৯৩৭), সেকেণ্ড হ্যাণ্ড (১৯৪৫)। ইতিহাস: ভারতের ঐতিহ্য (১৯৪৩), বিদেশীর চোখে পশ্চিম ভারত (১৯৫৬)। প্রবন্ধ: আমার চোখে দেখা গান্ধীজী. ব্যক্তিগত, নিয়ন্ত্রণ (১৩৫৯), ভক্তিযোগ (১৯৪৭)। রম্যরচনা: বিপ্রমুখের কথা (১৯৫২)। অনুবাদ: মাঝারি শয়তান।

বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী। নিবাস: মায়াপুর, নবদ্বীপ, নদীয়া। সম্পাদক: মাসিক তত্ত্ববোধ (১৩০৩', সজ্জনতোষিণী (বৈষ্ণব পত্রিকা—১৮৯৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গে সামাজিকতা।

ডাঃ বিমলা ভট্টাচার্য এম্ বি, ডি টি এম্ (ক বি) এম্. আর্ সি. ও জি (লণ্ডন)। কলিকাতায় শিক্ষা সমাপ্ত করার পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাত্রীবিদ্যায় এম্. আর্. সি ও. জি ডিগ্রী নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। প্রথমে ডাফ্রিন হাসপাতালে কর্মগ্রহণ, পরে মেডিক্যাল কলেজের ইডেন হাসপাতালে রেসিডেণ্ট সারজেন। পরে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপিকা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প ও কবিতা লেখিকা।

বিমলেন্দু চক্রবর্তী (৪৷৩৷১৩৪৫—) ছদ্ম নাম: কানুধর সাঁই অনিমেষ চক্রবর্তী, কৌশিক চক্রবর্তী, সব্যসাচী, কূটবাক্ শর্মা। জন্ম: বরিশাল। কলিকাতাবাসী (১৯৪৭)। জনসেবা, সংগঠনমূলক কাজে ও রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ। চিত্রাঙ্কনে দক্ষ। ঘড়ি মেরামতি এবং বই বাঁধানোর দোকানের কর্মী। কর্ম-ত্যাগ করে গ্রামে গ্রামে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণ। বাণিজ্যিক শিল্পী হিসাবে স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ। অবশেষে পুস্তক ব্যবসায়ী, —পুস্তক প্রকাশক, চিত্রবিষয়ক প্রবন্ধ লেখক উত্তর কলিকাতায় চিত্রশালার প্রতিষ্ঠাতা

১৯৭০, শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তিনবার চিত্রপ্রদর্শনী. একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্ এ পুনরায় চিত্রপ্রদর্শনী (১৯৮১)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ কথাশিল্পী, পাদপীঠ, সাহিত্য পরিচয়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ মধ্যদিনের গান (১৩৭৩), মহাসঙ্গম ১৩৭৬), প্রতিবিম্ব (১৩৭৭), সোপান (১৯৭৯), অরণ্য প্রহরী, বাসনার দর্পণ। গল্প ঃ বাঘবন্দী (১৩৮১)। কিশোর সাহিত্য ঃ শুশুনিয়া রহস্য এ্যাডভেঞ্চার—১৩৮১), দিশা কাক (ঐ ১৯৭৯), অজন্তার কথা (১৯৭৪)। প্রবন্ধ নিবন্ধ ঃ রহস্যময় মোহেনজোদড়ো—প্রাগৈতিহাসিক ভারত (১৩৭৪), সাক্ষাৎকারে ভৈরবী সাধিকা (১৩৮৭), বাংলার পট ও পটুয়া. ভারতের গুহাচিত্র।

বিমানচাঁদ মল্লিক (১৯।১৩৪০ বঙ্গাব্দ—) জন্ম ঃ হাওড়া। সম্পাদকঃ বার্ষিক কাকলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিদ্যাসাগর।

(ডঃ) বিমানবিহারী মজুমদার (২১।১২। ১৮৯৯—১৮।১১।১৯৬৯)। জন্ম ও নিবাস ঃ নদীয়ার নবদ্বীপে বৈষ্ণববংশে। আদি নিবাস ঃ ওসমানপুর নদীয়া। পরবর্তী নিবাস ঃ পাটনা, বিহার। পিতা ঃ সাহিত্যিক ও শক্তি উপাসক নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার. মাতা ঃ বিখ্যাত কীর্তনীয়া ও বৈষ্ণবভক্ত অদ্বৈতদাস বাবাজীর কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯১৭), বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আই এ (১৯১৯) ও ইতিহাসে অনার্সসহ ১ম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করে বি. এ (১৯২১) ১ম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করে ইতিহাসে এম্ এ. (১৯২৩), অর্থনীতিতে এম্ এ (১৯২৯), পি. আর্ এস্ (১৯৩২) এবং বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম থিসিস 'চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থের জন্য পি এইচ. ডি. (১৯৩৭)। থিসিসের অন্যতম পরীক্ষক রবীন্দ্রনাথ। মোয়াট স্বর্ণপদক (১৯৩৪) ও 'সংস্কৃত সাহিত্যে চৈতন্য সম্বন্ধীয় উপকরণ' রচনার জন্য গ্রিফিথ্ পুরস্কার (১৯৩৫) প্রাপ্ত। নবদ্বীপ থেকে ভাগবতরত্ন উপাধি, শিশিরকুমার পুরস্কার (১৯৬২) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত নির্মলেন্দু স্তেফানোস স্মৃতি পুরস্কার (১৯৬৯) প্রাপ্ত। হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক (১৯২৪), পাটনা বি. এন্. কলেজের ইতিহাস ও অর্থ-নীতির অধ্যাপক (১৯২৫), বিহার ন্যাশন্যাল কলেজের প্রধান অধ্যাপক (১৯২৫—৪৫), হরপ্রসাদ দাস জৈন কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৪৫), পাটনায় ইন্স্পেক্টর অফ্ কলেজেস্ (১৯৫২—৫৯), পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ. জি. সি. অধ্যাপক (১৯৬৫—মৃত্যুপর্যন্ত)। ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েসনের সভাপতি (১৯৫১)। ১৯১৫ খ্রীঃ থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (১৯৩৯), রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান (১৯৬১), দারিদ্র্যমোচন (১৯৩৯), মহা-মানবের জয়যাত্রা (১৯৩৯), **History of Political thoughts from Rammohan to Dayananda** (১৯৩৪), **Militant Nehe-ruism in India, Congress and Con-gress in Pre-Gandhian Age, Krishna in History and Legend** (১৯৬৯)। ছোটদের ঃ পৃথিবীর ইতিহাস—চিত্রে ও গল্পে, বৌদ্ধভারত (২য় সং ১৯৫৮), দেশের কথামৃত, সোনার বাংলা (অরুণচন্দ্র সেন সহ —১৯২৫), আমেরিকা (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তসহ —১৯২৫), পৌরাণিক ভারত, আফ্রিকা। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ গোবিন্দ দাসের পদাবলী (১৯৬১), ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি (১৯৬২), চণ্ডীদাসের পদাবলী (১৯৬১), জ্ঞানদাস ও

তাঁর পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (১৯৬৬), পাঁচশত বৎসরের পদাবলী (১৯৬২), ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য (১৯৬১), জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (১৯৭১), গৌরীমঙ্গল (১৯৭১) বিদ্যাপতি (খগেন্দ্রনাথ মিত্রসহ)।

বিরজানন্দ ভারতী, স্বামী (৬।৪।১৩০৩ —)। মনোহর বাবা, ক্ষ্যাপা বাবা এবং মনোহর ক্ষ্যাপা নামে পরিচিত। রাজযোগ ও তন্ত্রযোগে সিদ্ধপুরুষ। জন্ম : পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা থানার সোনাথলী গ্রামে, পিতা : কুঞ্জদাস বৈরাগী। মাতা : নিশাদা দেবী। পিতৃদত্ত নাম : মনোহর। পূর্বপুরুষ রামদাস বাবাজী বৃন্দাবন থেকে সোনাহাটী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ভিক্টোরিয়া স্কুলে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক মান পর্যন্ত অধ্যয়ন। বাল্যকাল থেকেই অভিনয় ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। গৌরীদেবীর সঙ্গে বিবাহিত (১৩২২)। মুদির দোকানদার ও পানের হকার। স্বপ্নে মন্ত্রলব্ধ। পুরুলিয়ার ডাটিন গ্রামে যাদবানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত, পরে পুরুলিয়ার বুড়দির গ্রামের সদানন্দ স্বামী ওরফে শ্রীশ্রী বুড়োবাবা নামক এক ব্রহ্মজ্ঞের নিকট সন্ন্যাসে দীক্ষিত ১৩৩০)। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম : বিরজানন্দ ভারতী। নবদ্বীপে সখীবেশে সাধনার পরে হিমালয়ে তপশ্চারী। সাধন সঙ্গীত রচয়িতা। প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ : ক্ষ্যাপা গীতামৃত, গীতামৃতে আত্মতত্ত্বের সন্ধান।

বিরজানন্দ, স্বামী (১০।৬।১৮৭৩ —৩০।৫।১৯৫১)। পূর্বাশ্রমের নাম : কালীকৃষ্ণ বসু। জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : ত্রৈলোক্য নাথ বসু। ট্রেনিং একাডেমি ও রিপন কলেজের ছাত্র (১৮৯১)। সংসার ত্যাগ (১৮৯১)। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর নিকট থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত ও বিরজানন্দ নাম প্রাপ্ত (১৮৯৭)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক (১৮৩৪-৩৮) ও অধ্যক্ষ (১৮৩৮-৫১)। সম্পাদক : Prabudaha Bharat। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী, পরমার্থ প্রসঙ্গ (উপদেশ)।

বিরজামোহন দে। কৃষিতত্ত্ববিদ্। সম্পাদক : পাক্ষিক কৃষিসংবাদ (ঢাকা), বিশ্ববার্তা (ঢাকা)।

বিরাজমোহন চৌধুরী (১৯শ শতাব্দী। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : বঙ্গবিধবা (বিধবা বিবাহ বিষয়ক—বহরমপুর ১৮৮২), সরস্বতী পূজা (ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে —বহরমপুর ১৮৭৫)।

বিরাজমোহিনী দাসী (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত কাব্য : কবিতাহার (১২৮৩)। উক্ত গ্রন্থে বঙ্গীয় বিধবাগণের ক্লেশবর্ণনা, ভারতের প্রতি, তিমিরাচ্ছন্ন রজনী, বঙ্গমহিলার দুঃখ বর্ণনা প্রভৃতি কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে।

বিরজামোহিনী দেবী (রায়)। সম্পাদিকা : অন্তঃপুর (১৩০৪)।

বিরাম মুখোপাধ্যায় (×।৭।১৯১৫—) জন্ম : টাকি, ২৪পরগণা। ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা—৫৯। পিতা : ইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ, মাতা : ক্ষীরোদবাসিনী। টাকী গভর্ণমেণ্ট স্কুল, স্কটিশচার্চ কলেজ ও আশুতোষ কলেজের ছাত্র। ব্যাংক ম্যানেজার (১৯৩৯—৪৯), নাভানার প্রকাশন অধিকর্তা (১৯৫৩—৬৫, ১৯৮০), এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশন বিভাগের অধিকর্তা (১৯৭০—৭৯), ভারবি প্রকাশনের প্রতিষ্ঠাতা অংশীদার (১৯৬৫—৬৮)। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিচিত্রা, মাসিক বসুমতী, উদয়ন, আত্মশক্তি, নবশক্তি, বেণু, পূর্বাশা শতাব্দী, খেয়ালী, স্বদেশ, পরিচয়, কবিতা, ক্রান্তি, অগ্রগতি,

দেশ, শারদীয়, বার্ষিক আনন্দবাজার, যুগান্তর, সত্যযুগ, কলেজস্ট্রীট্, জিজ্ঞাসা, বিভাব, শর্তভিষা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: শতাব্দী (মাসিক, ১৯২৩-৩৩), সাপ্তাহিক অগ্রগতি (যুগ্মভাবে ১৯৩৫-৩৮), মাসিক পত্রিকা (১৯৪০-৪১)। সম্পাদিত গ্রন্থ: মালঞ্চের রঙ্ (গল্প সংকলন—১৯৬৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: তিলফুলে তিলোত্তমা (১৯৮৪), নখে লাল দাঁতে লাল (১৯৮৫)। গল্প: হলদে দুপুর (১৯৩৮)।

বিরিঞ্চি দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাগময়ী কণা (অনুবাদ—১২১১ ত্রিপুরাব্দ)।

বিরূপা (১০ম—১১শ শতাব্দী)। জালন্ধরীপাদের শিষ্য ও সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। সুম্‌পার মতে দেবপালের রাজত্বকালে ত্রিপুরের (ত্রিপুরার) পূর্বদিকে জন্ম। বজ্রযানী পুঁথি তাঙ্গুরতালিকা ১৩ খানি বজ্রযানী পুঁথি ও চতুরশীতি দোহাকোষ নামে দুটি গ্রন্থের রচয়িতা। চর্যাপদে বিরূপার ১টি পদ আছে।

বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (১১।১।১৯২৮/১৯।২।১৩৩৫—) বি. এ. জ্যোতিশাস্ত্রী, জ্যোতিষ রত্নাকর। পিতা: জ্ঞানসুধীর চট্টোপাধ্যায়। নিবাস: জগতলা / মহেশতলা, ২৪ পরগণা। সম্পাদক: আলিপুর বার্তা (২৪ পরগণা জেলার মুখপত্র ১৯৬৮—)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিংশোত্তরী সূক্ষ্মদশা নির্ণয় সারণী (১৩৮০), মাসতত্ত্ব।

বিশ্বজিৎ দত্ত (২২।১১।১৯৬০ ১২।৬।১৩৬৭—)। পিতা: যদুগোপাল দত্ত, মাতা: বিভা। বিষ্ণুপুর রামানন্দ মহাবিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৮১), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ। কবি। কবি ও কবিতা, কৃশানু, ইউলিসিস, সীমায়ন, মৌ, সোপান, খড়গ, প্রতিভাস, নির্মাণ, ঘাস-মাটি, অভিযান, অ-আ-ক-খ, সাপ্তাহিক বঙ্গদূত প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা: তন্বী (১৯৭৭), শিল্পমুখ (১৯৮২)।

বিশ্বতোষ চৌধুরী (১৪।৫।১৯৫৯—) ছদ্মনাম: মৈনাক মহাপাত্র। জন্ম ও নিবাস: সুভাষনগর, শিলচর, আসাম। পিতা: ভবেশ চৌধুরী, মাতা: বীণাপাণি। শিলচর গুরুচরণ কলেজ থেকে স্নাতক (১৯৮১)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র। সঙ্গীত শিল্পী। দৈনিক প্রান্তজ্যোতি, দৈনিক সোনার কাছাড়, দৈনিক যুগশক্তি, পূর্বায়ণ, পূর্বশ্রী, বয়ম্, আরতি, উপহার, যুগশঙ্খ, সমকাল, চতুর্দোলা, জনশক্তি, গতি, পূর্বমুখ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা: বয়ম্ (শিলচর পাবলিক হাইস্কুল পত্রিকা ১৯৭৫), পূর্বশ্রী (শিলচর গুরুচরণ কলেজ পত্রিকা (১৯৭৮, আয়তি (সাহিত্য পত্রিকা-১৯৭৯), শারদীয় সোনার কাছাড় (১৯৮০)।

বিশ্বনাথ। রচনা: পদ্মাপুরাণ বা পদ্মাপাঁচালী।

বিশ্বনাথ (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম: শ্রীহট্ট। রচনা: সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

বিশ্বনাথ। জ্যোতির্বিদ্। পিতা: রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ: গ্রহচক্রসার (১২৯৮)।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১২।৩।১৯৫২—) বি. এস্. সি., বি. এ। নিবাস: বাউগ্রাম, পোঃ বিপ্রশিখর, মহকুমা—কান্দী, জেঃ মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ ডোমকলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ন্যূনতম মজুরী পরিদর্শক। কবি। মুর্শিদাবাদের কান্দীবান্ধব, পল্লব, সংক্রান্তি, গঙ্গা, বীরভূমের বিজয়া, নদীয়ার রঙতুলি প্রভৃতি পত্রিকায় তিন শতাধিক কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদক: সেতু (কান্দী

মুর্শিদাবাদ ১৯৬৮—৭৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ একাংক (নাটক, কান্দীবান্ধব পত্রিকায় প্রকাশিত—১৯৭৩)।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (১৬৬৪— ?) ভণিতায় ব্যবহৃত নাম ঃ বল্লভ বা হরিবল্লভ। জন্ম ঃ দেবগ্রাম, নদীয়া, । গুরু ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়াবাদনিবাসী কৃপারাম চক্রবর্তী। ব্যাকরণ, অলংকার, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত। পিতার আদেশে বিবাহ করলেও তরুণ বয়সে বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় দীক্ষার পরে সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটিরে বাস। নিম্বার্ক মতাবলম্বী। বৃন্দাবনে গোকুলানন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীমদ্ভাগবত (সারার্থদাপনী টীকা), ভগবদ্গীতা, বিদগ্ধ মাধব, চৈতন্য চরিতামৃত, অলংকার কৌস্তুভ, আনন্দ বৃন্দাবন চমপু, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের বিখ্যাত টীকাকার। ১৬টি টীকাগ্রন্থ সহ মোট ২৩টি সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত মহাকাব্য (১৬০০ শক), অনুরাগবল্লী, প্রেমসম্পুট, স্বপ্নবিলাসামৃত, রূপচিন্তামণি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা। সংকলিত গ্রন্থ ঃ ক্ষণদা গীতিচিন্তামণি (বৈষ্ণব পদ সংগ্রহ)। গ্রন্থটি ৩০টি ক্ষণদায় বিভক্ত—৪৫ জন কবির তিন শতাধিক পদ সংকলিত। ব্রজবুলি ভাষার বিশ্বনাথের স্বরচিত ৪০টি পদ সংকলিত হয়েছে।

বিশ্বনাথ দাস (২৮ ।৩ ।১৯৫২—)। জন্মস্থান ঃ পূর্বপাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)। বর্তমান নিবাস ঃ ব্যাঙচাতরা রোড্, কোচবিহার। পিতা ঃ বরদাচরণ দাস। বিজ্ঞানে স্নাতক। সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ স্ফুলিঙ্গ, মন্দিরা, বাল্মীকি (১৯৭১– ৭৮); শব্দশিল্প (বাল্মীকির পরিবর্তিত নাম, ১৯৮১—)।

বিশ্বনাথ দেবশর্মা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জ্যোতিষী শিক্ষা (১৩৮২)।

বিশ্বনাথ পাকিরা (১৫।৬।১৩৪৯ বঙ্গাব্দ —)। জন্ম, পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস ঃ বাঙ্গালপুর, হাওড়া। পিতা ঃ কান্তিচরণ পাকিরা, মাতা ঃ অধিবাস পাকিরা। বাঙ্গালপুর ইউনিয়ন চমৎকারী হাইস্কুল ও বাগনান কলেজের ছাত্র। পি. ইউ. পাশ। হাওড়া রেজিষ্ট্রী অফিসের রাজ্যসরকারী কর্মচারী। যুগান্তর, লোকদর্পণ, আলেয়া, অন্তোদয়, অন্বেষণ, কফন, কম্ব্যাট্ বেণুকা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। ভারত সেবাশ্রমের সদস্য, খাদিনান জাতীয় যোগাশ্রমের সহসভাপতি, বাঙ্গালপুর কালীমাতা ব্যায়াম সমিতির ব্যায়াম শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উল্টো ছবি (১৯৭৭), তালের বড়া (১৯৮২), চালতার পিয়াজী (১৯৮৩)।

(ডঃ) বিশ্বনাথ পাল (২১।৫।১৯৩৬—) এম্. এ. ডি ফিল্. ডি. লিট্., শিক্ষাসম্রাট, দর্শনাচার্য, সাহিত্যাচার্য, কবিশেখর, বিদ্যাবিনোদ। জন্ম ঃ হাওড়া নিবাস ঃ নেতাজী সুভাষ রোড্, হাওড়া। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ বংশপ্রদীপ (১৯৫০), কবি চাই (১৯৫৩), কি (১৯৫৪)। কাব্য ঃ কাব্যস্ত্রী (১৯৫৩)। প্রবন্ধ ঃ সাহিত্য স্ত্রী (১৯৫৪)। সমালোচনা ঃ রবীন্দ্র বংকিম ও গিরিশ প্রতিভা (১৯৫৫)। অন্যান্য ঃ চন্দ্রের জ্যোৎস্না, গীতা মে হৃদয়ম্, গল্প শ্রী, ছন্দশ্রী, হাওড়ার আত্মকথা। সম্পাদক ঃ দ্বৈমাসিক বিশ্ববিদ্যা পরিষদ।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪।১।১৯৪০—) জন্ম ঃ হাওড়ার পুরাশ গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস ঃ সোনাগাছি, হাওড়া। বর্তমান নিবাস ঃ ১৫৭/১, নরসিংহ দত্ত রোড্, হাওড়া। পিতা ঃ দুর্লভচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

মাতা ঃ দাসুরাণী। পুরাশ গ্রামের নটবর পাল বিদ্যামন্দির, হুগলী মহসীন কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৬৩)। অধ্যাপক ঃ কালনা কলেজ (১৯৬৪), টাকী সরকারী কলেজ(১৯৬৫-৭০), মৌলানা আজাদ কলেজ (১৯৭০-৭৪), কোচবিহার সরকারী কলেজ (১৯৭৪-৭৯), চন্দননগর কলেজ (১৯৭৯—৮৫)। বর্তমানে টাকী সরকারী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। দেশ, অমৃত, কবি ও কবিতা, এষা, উত্তরসূরী, লা পয়েজি, সাহিত্যচিন্তা, কবিপত্র, জিজ্ঞাসা, শর্তভিষা, বেতার জগৎ, একক, ধ্রুপদী, মহাপৃথিবী, আধুনিক কবিতা, অনুবাদ পত্রিকা প্রভৃতিতে রচনা প্রকাশিত। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু অনুবাদমূলক রচনার লেখক। প্রকাশিত কাব্য ঃ বিহ্বল সিঁড়ি (১৯৭১), খিলানের সাদা অহংকার (১৯৮১)।

(ডঃ) বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০।৯। ১৩৩৯—) এম্. এ., পি. এইচ্. ডি. জন্ম ও পৈতৃক নিবাস ঃ বাঘনাপাড়া, বর্ধমান। বর্ধমান-রানীগঞ্জে টি. ডি. বি. কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। পঞ্চাশের দশকের কবি। তরুণের স্বপ্ন, দেশ, পূর্বাশা, চতুরঙ্গ ও অন্যান্য পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত কাব্য ঃ শালবন (১৯৬২), নিহত প্রতিমাগুলি (১৯৭২)।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪—) ছদ্মনাম ঃ মাষ্টার মশায়। জন্ম ঃ খুলনা জেলায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হিন্দুধর্ম, প্রভাতী, সান্ধ্যপ্রদীপ, মধুর মিলন।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬—) জন্ম ঃ লাভপুর, বীরভূম। পিতা ঃ বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞানে স্নাতক ও খনি বিজ্ঞানে স্নাতক। বর্ধমানের রাণীগঞ্জে সরকার অধিকৃত কয়লাখনির পরিচালনা কর্মে নিযুক্ত। বহরমপুর থেকে বিদ্যানিধি ও বঙ্গীয় কবি পরিষদ থেকে কাব্যসুধাকর উপাধিপ্রাপ্ত। ভগ্নদূত, একক, প্রতিশ্রুতি, অঙ্কুর, নবকলি, মরমিয়া, চিত্রকূট প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্য ঃ ছন্দময়, খনিখামার, ছড়া। কিশোর উপন্যাস ঃ এক তোড়া ফুল।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বি. এ.। নিবাস ঃ পূর্বস্থলী, বর্ধমান। শিক্ষক। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ নিনা (১৩৮৯)।

বিশ্বনাথ মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রামকৃষ্ণ গীতা (১৩২২)।

বিশ্বনাথ মাল (আঃ ১২১৭—১২৯৭ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ জঙ্গীপাড়া, খানাকুল, কৃষ্ণনগর। জাতিতে সাপুড়ে। ভগবৎ প্রেমিক ও গীতানুরাগী। মালের দল নামে যাত্রাদলের সংগঠক। এই দল বর্ধমান অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। রচিত যাত্রাপালা ঃ শ্রীরাধিকার মান, কলঙ্কভঞ্জন, মাথুর, প্রভাস।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। ছদ্মনাম ঃ পত্রনবিশ, বি. না. মু. বিমু, শনিদাস, শ্রীবিমুখ, রেখা মুখোপাধ্যায়। জন্ম ঃ (খশরা গ্রাম, সাতক্ষীরা, খুলনা। ভিক্টোরিয়া জুট প্রোডাক্ট্স্ এর কর্মী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মী। প্রবন্ধকার, কবি ও শিশুসাহিত্যিক। ভারতকোষ প্রকাশে সহকারী। যষ্টিমধু পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের রচনার লেখক।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মহাভারতের গলপ, ঐতিহাসিক গলপ প্রভৃতি। অন্যতম সম্পাদকঃ বিবেকানন্দ স্মরণিকা।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মানুষ (মানুষের বিবর্তন—১৯৮৩)।

বিশ্বনাথ মৈত্র (৫।৯।১৩৩৫—)। জন্ম ঃ

২৪ পরগণার পঁড়া গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ঃ শিবহাটী, বসিরহাট, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ তারাচরণ মৈত্র বিদ্যাভূষণ, মাতা ঃ কমলবাসিনী। পিতার কর্মস্থলে শান্তিপুর, বনগ্রাম, শিকারপুর (বাংলাদেশ) প্রভৃতি স্থানে বাস। স্থায়ীনিবাস ঃ শিমুল-তলা, বনগ্রাম, ২৪ পরগণা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীহীন। প্রথমে বিড়িশ্রমিক, খবরের কাগজের হকার, চায়ের দোকানের কর্মচারী, মুদির দোকানের কর্মচারী, যাত্রাদলের গায়ক, ছাপাখানার কম্পোজিটর, পরে 'দৈনন্দিন' পত্রিকার প্রকাশক ও নিজস্ব মুদ্রণযন্ত্রের প্রতি-ষ্ঠাতা। ঊষা, পশ্চিমবঙ্গ, কিশোর কিশোরী, ভারতজ্যোতি, স্বাধীনতা, হিন্দু, শনিবারের ডাক, অমৃত, কথাবার্তা, যুগবাণী, ইত্তেহাদ, দৈনিক বসুমতী, যুগান্তর, সত্যযুগ গড়ের মাঠ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ নতুন পাতা, বনগাঁ হিতৈষী, দৈন-ন্দিন (২১ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ আমাদের গান (১৩৫৭), মনোরমা (১৩৫৮), সিনেমা রসায়ন (১৩৫৯), আজব ছড়া (ছোট-দের ১৩৬২), সূর্যদেশের গান (১৩৭৮), গর্ভে কাঁপে পৃথিবী (১৩৭৫, ২য় সং ১৩৭৭), আমার ছেলের শবদেহের পাশে (১৩৮১), জয় বাংলার বেদন গাথা (১৯৭০), দীর্ঘস্থায়ী সাপ (১৩৮৮)। নাটক ঃ গল্পের মত (১৩৬৯), সূর্যসাধনা (গীতিনাট্য—১৩৮৬), শিবের দেহত্যাগ (১৩৮৭)। উপন্যাস ঃ বেত্রবতীর বুক (১৩৭৪)। গল্প ঃ নিপুণ দুটো হাত (১৩৭৬)।

বিশ্বনাথ রায় (৮।৯।১৯১১—) ছদ্মনাম ঃ আর বিশ্বনাথন। জন্ম ঃ মহারাজা সুখময় রায়ের বংশে। এম্. এল্. এ.। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক জনসেবা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জনসেবা।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায় (২৭।১১।১৯৩১—) এম্. বি. বি এস্ (অনার্স), ডি. জি. ও (গোল্ডমেডালিস্ট্)। জন্মস্থান ঃ চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, কলিকাতা। পিতা ঃ জগদীশচন্দ্র রায় (মুখোপাধ্যায়), মাতা ঃ সুনীতি। চিকিৎসক। এল্বার্ট্ ডেভিড্ লিমিটেডের বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিভাগের প্রধান। বর্তমান নিবাস ঃ খেলাৎ বাবু লেন, কলিকাতা-৩৭। দেশ, নবকল্লোল, শুকতারা, পরিবর্তন, প্রসাদ, যুগান্তর, আবর্ত প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ দিগন্ত, কলঙ্কিত নায়ক, রিক্ত হৃদয়, শতাব্দীর সূর্য, অন্যায়, বিজয়িনী, সংহতি, জীবন-মৃত্যু, বিহঙ্গের গান, বহ্নিকন্যা, প্রথম সূর্য। কিশোর সাহিত্য ঃ আবিষ্কারের কাহিনী, পত্রে পত্রে চঞ্চলিমা (জগদীশচন্দ্র বসুর জীবন কাহিনী)। প্রবন্ধ ঃ নানা রঙ্ নিয়ন্ত্রিত সংসার।

বিশ্বপতি চৌধুরী (৩০।৬।১৮৯৬—১৯। ৩।১৯৭০)। জন্ম ঃ কলিকাতায়। নিবাস ঃ ১৫/১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯। পিতা ঃ অমৃতলাল চৌধুরী, মাতা ঃ সুখদা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—সাহিত্যিক ও সঙ্গীতশিল্পী। নয়টি গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ ঘরের ডাক (১৯২৩), বৃন্তচ্যুত (১৯২৪), আশীর্বাদ (১৯২৪)। গল্প ঃ স্বপ্ন শেষ (১৯৩৩), ঘূর্ণি, সেতু (১৯৩৩), বহুরূপী। প্রবন্ধ ঃ কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৮), কাব্যে রবীন্দ্রনাথ।

বিশ্বমোহন সান্যাল (১৮৯৯—) ছদ্ম-নাম ঃ মোহন, অলীকবাবু। জন্ম ঃ শান্তি-পুর, নদীয়া। সম্পাদক ঃ বিপ্লববাদী (১৯৩৩), (১৯৩৯), বিদ্রোহী বাংলা (১৯৩১)।

বিশ্বম্ভর কর (১৯শ শতাব্দী)। সম্পা-

দক ঃ সাপ্তাহিক কৌস্তুভ (১৮৪৮)।

বিশ্বম্ভর ঘোষ। সম্পাদক ঃ জ্ঞান রত্নাকর।

বিশ্বম্ভর ঘোষ। প্রকাশিত নাটক ঃ প্রেম উপদেশ।

বিশ্বম্ভর দাস। জন্ম ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিতা ঃ কানাইচরণ দাস, মাতা ঃ রত্নমণি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জগন্নাথ মঙ্গল, রজনীকান্ত (উপন্যাস ১৮৭০) ।

বিশ্বনাথ পাইন। জন্ম ঃ হাটবাসী, খানাকুল কৃষ্ণনগর, হুগলী। পণ্ডিত ও ভক্ত কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত মাধব, ভক্ত রত্নমালা, কন্দর্প চৌধুরী, বৃন্দাবন প্রাপ্ত্যুপায়, প্রেম সম্পুট।

বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত (৩।৬।১৯৩২—)এম্. এ. বি. টি. (ক. বি) জন্ম ঃ দীঘির পাড়, কোটালিপাড়া, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ বনগ্রাম, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, মাতা ঃ হেমলতা। বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পরিচয়, নন্দন, সত্যযুগ, রবিবাসরীয় আনন্দ বাজার, অমৃত, মেঘনা, রক্তস্বাক্ষর ইত্যাদি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নিঃসঙ্গ আরণ্যক ঃ বিভুতিভূষণ (প্রবন্ধ),—রৌদ্রের স্বরলিপি, (গল্প সংকলন), সাগরের পায়ে (গল্প)।

বিশ্বরঞ্জন বন্ধু (১০।১।১৩৬৮ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম ঃ কানপুর,। পিতা ঃ নিখিল গোপাল বন্ধু। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা লেখক।

বিশ্বরূপ মণ্ডল (২৭।৬।১৩৪৬/১৪।১০। ১৯৩৯—) ছদ্মনাম ঃ সপ্তর্ষিমণ্ডল। জন্ম ঃ তাজপুর, থানা—আমতা, হাওড়া। পৈত্রিক নিবাস ঃ নারিট, থানা—আমতা, হাওড়া। বর্তমান নিবাস ঃ ১২৬/এ. বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট্. কলিকাতা-১২। পিতা ঃ সত্যচরণ মণ্ডল, মাতা ঃ মেনকা। তাজপুর মহেন্দ্রনাথ রায় ইন্‌স্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা, আমতা রামসদয় কলেজ থেকে বি. এ. উত্তীর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগের কর্মী। পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসবে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় এবং মধ্য কলিকাতা যুব উৎসবে কবিতা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থানাধিকারী (১৯৬৮), প্রথম রচনা ছোটগল্প 'অভাব' আমতা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। আর্য্য, আনন্দমেলা, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, কণ্ঠস্বর, গ্রামীণ, জাগরী, ঝলমল, দিগন্ত, দেশ, ধনধান্যে, ধ্রুপদী, নতুন ভারত, পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ, পক্ষিরাজ, পত্রাণু, দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী, বর্তিকা, চন্দর, বেতার জগৎ, মহান্যায়, মৌচাক, রবিবাসর, রূপান্বয়, শতরূপা, লোকসেবক, সত্যযুগ, সময়ানুগ, সন্দেশ, সংস্কৃতি পত্রিকা প্রভৃতিতে রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ ত্রৈমাসিক স্বগতোক্তি (১৯৭৩-৭৬)। প্রকাশিত কাব্য ঃ দ্বিতীয় শৈশবে (১৯৭২), তাপস সত্তা (১৯৮২), রাজা রাজা খেলা (১৯৮২)।

বিশু মুখোপাধ্যায় (১৬।১০।১৩১৫/২৯। ১।১৯০৯—২১।৭।১৯৮১) ছদ্মনাম ঃ অয়স্কান্ত, ডাকহরকরা দুর্মুখ, দুর্বাসা, বিষ্ণুশর্মা, রাম পড়ুয়া, সন্ধানী। পুরা নাম ঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। জন্ম ঃ চন্দ্রভাগা, হাওড়া, নিবাস ঃ ৮-বি, দীনবন্ধু লেন কলিকাতা-৬। চিত্রশিল্পী, কবি, সমালোচক, শিশুসাহিত্যিক। পিতা ঃ নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ চমৎকুমারী। অকৃতদার। বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে দৈনিক বসুমতীর ছোটদের পাতার পরিচালক। সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কার, বিশেষ সাহিত্য সৃজনী পুরস্কার (১৯৭৬) ও শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৮) প্রাপ্ত। সহ-সম্পাদক ঃ দৈনিক বসুমতী, মৌচাক।

সম্পাদিত পত্রিকা ঃ সাহানা, রবিবার, রূপ-রেখা, জ্যোতি। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ভ্যাবাচাকা সিরিজ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলী, পুরাতন প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রসাগর সঙ্গমে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গল্প ঃ লবুংগুলের গুপ্তধাম (১৯৫০), বিখ্যাত বিচার কাহিনী (১৯৫৪), প্রেমের গল্প (১৯৫৭), মিষ্টি হাসির গল্প প্রভৃতি। অনুবাদ ঃ সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায় (ভিক্টর হুগো—১৯৩২), ওল্‌ড্‌ কিউরিওসিটি সপ্‌ (ডিকেন্সের অনুবাদ-১৯৬৯), প্রবন্ধ ঃ শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী (১৮৫২—১৬।১১।১৯১৮)। জন্ম ঃ মোয়াইল, কালনা, বর্ধমান, মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। নবদ্বীপ মিশনারী স্কুল থেকে এনট্রান্স, উত্তীর্ণ। জাহানাবাদের স্কুলে শিক্ষকতার পর নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতাকালে এফ্‌. এ. ও বি. এ. উত্তীর্ণ। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অবসর (১৯০৬)। দরিদ্রদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে স্বগৃহে হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ উপাসক, আনন্দ-গীতি, গীতাভাস, বালিকারঞ্জন (শিশু—১৮৮০)। শিক্ষামূলক ঃ ছাত্রশিক্ষা, শব্দশিক্ষা, পাঠাবলী।

বিশ্বেশ্বর তর্করত্ন (১।১০।১২৭৮—২০।১০।১৩২১)। জন্ম ঃ গারুডিয়া, বরিশাল। ভট্টপল্লী, কাশী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অধ্যয়ন। বর্ধমানের বিদ্বৎ সমাজের সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চন্দ্রদ্যুতম্‌, ভারতীয় দর্শন সমাজ ও বেদান্তের আবশ্যকতা।

বিশ্বেশ্বর তর্কালংকার। জন্মস্থান ঃ বর্ধমান। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পাক-রাজেশ্বর (১৮৫৮)।

বিশ্বেশ্বর দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। অনূদিত গ্রন্থ ঃ শাহনামা (১৮৪৭)।

বিশ্বেশ্বর দাস। বি. এ.। যুগ্ম সম্পাদক ঃ মোদক হিতৈষী (১৩৩৪)।

বিশ্বেশ্বর দাস বি. এ. বি. টি.। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মহরম, শান্তিসুধা।

বিশ্বেশ্বর দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শৈশব সঙ্গীত (শিশু, ঢাকা-১৯১৩)।

বিশ্বেশ্বর দ্বিজ। রচনা ঃ সত্যনারায়ণের ব্রতকথা বা গোবিন্দ বিজয়।

বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক সংবাদ, বর্ধমান জ্ঞান প্রদায়িনী (বর্ধমান-১৮৪৯)।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বি. এ., এম্‌. আর্‌. এস্‌। সম্পাদক ঃ মাসিক রামধনু (১৩৩৪)। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দিগ্বিজয়ী (আলেক্‌জাণ্ডার—১৯২৯), মহাভারতের গল্পগুচ্ছ ১ম (১৯২৯), ঐ ২য় (১৯৩৪)।

বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যার। জন্ম ঃ মাগুরা, যশোহর। সম্পাদক ঃ কল্যাণী (যশোহর, ১৯০১)।

বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অমিয় কবিতা (শিশু—১৮৯৬)।

বিষ্ণু চক্রবর্তী। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ অববাহিকা (১৯৮২)।

বিষ্ণুচরণ মৈত্র (আঃ ১২৬০—?), জন্ম ঃ মাজিদা, বর্ধমান। পিতা ঃ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য। নদীয়ার নাকাশিপাড়া, কলিকাতায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে, কৃষ্ণনগর মিশনারী স্কুলে, কাকিনাড়া ইংরাজী বাঙ্গালা স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৮৭১), আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৭৫)। এলাহাবাদে একাউণ্ট্‌স অফিসের কর্মী (১৮৬৭), পরে রেলওয়ে অফিসের কর্মী আজমগড় মেলার প্রবর্তক (১৮৭৬)। এলাহাবাদে জেলা আদালতে ও

পরে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী (১৮৭৪-৮৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ : অপচয় ও উন্নতি (অর্থনীতি-১৮৯০)। সম্পাদক : রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ, ভাস্কর (সম্পাদক গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের কারাবাসকালে) প্রয়াগদূত (এলাহাবাদ)।

বিষ্ণু দে (১৮।৭।১৯০৯—৩।১২।১৯৮২/ ১৭।৮।১৩৮৯) জন্ম : কলিকাতায়। মৃত্যু : কলিকাতায় প্রিন্স্ গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়ীতে। ছদ্মনাম : শ্যামল রায়। পিতা : এটর্নি অবিনাশচন্দ্র দে। মিত্র ইন্স্টিটিউসন, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, বঙ্গবাসী কলেজ ও সেণ্ট্ পলস্ কলেজের ছাত্র। রিপন কলেজ থেকে ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৩৪)। পত্নী : সহপাঠিনী প্রণতি রায়-চোধুরী। মৌলানা আজাদ কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক,—অবসরপ্রাপ্ত (১৯৬৯)। রবীন্দ্রোত্তর কালের খ্যাতনামা কবি। ইংরাজ কবি এলিয়টের প্রভাব,—মার্কস্‌বাদের প্রভাব —ঐতিহ্যসচেতনতা—আত্মসচেতনতা যুগ-সমস্যা, উপনিষদের উদ্ধৃতি—দেশী বিদেশী কাব্য থেকে উদ্ধৃতি ও উল্লেখ,—ইউরোপীয় সঙ্গীত চিত্র, ইতিহাস থেকে উল্লেখ,—রূপ-কল্প ও প্রতীকের ব্যবহার—তৎসম ও বিদেশী শব্দের ব্যবহার,—ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ—কথ্য গদ্যরীতির প্রয়োগ,—দুর্বোধ্যতা প্রভৃতি বিষ্ণু দের কবিতার বৈশিষ্ট্য, প্রথম প্রকাশিত কাব্য : উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ কাব্যের জন্য একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬), রুশতী পঞ্চশতী কাব্যের জন্য সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার (১৯৬৮), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৭১) প্রাপ্ত। লোকায়ত শিল্প, ইউরোপীয় সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্যে পারংগম। শিল্পী যামিনী রায়ের বন্ধু। সম্পাদিত পত্রিকা : নিরুক্ত। সম্পাদিত কবিতা সংকলন : একালের কবিতা (১৯৬৩)) প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), চোরাবালি (১৯৩৬), পূর্বলেখা, সাতভাই চম্পা (১৯৪৪), স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৪১), সন্দীপের চর (১৯৪৭), অন্বিষ্ট (১৯৫০), নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫৯), আলেখ্য তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮), সেই অন্ধকার (১৯৬৭), চাই সংবাদ, মূলতঃ কাব্য উল্লাসে রবি করোজ্জ্বল নিজ দেশে, ঈশা বাস্য, দিবা নিশা, বিত্তরূপ মত্ত পৃথিবী, উত্তরে থাকো মৌন। অনুবাদ : হে বিদেশী ফুল, এলিয়টের কবিতা। প্রবন্ধ নিবন্ধ : রুচি ও প্রগতি, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, এলোমেলো রীবন ও শিল্পসাহিত্য, জীবন ও শিল্প, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, জনসাধারণের রুচি, যামিনী রায়। ইংরাজী : **Art of Jamini Ray** (১৯৪৪). **The Caramel Doll.**

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিবাহ কল্যাণ, বুদ্ধবাণী, শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা।

বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : পূর্ণিমা (১৩১০-১৬)।

(ডঃ) বিষ্ণুপদ পাণ্ডা (৫।৮।১৯১৯—)। জন্ম : বাথুয়াড়ী, কাঁথি মহকুমা, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস : ২৫৪, খারবেল নগর, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা-৭৫১০০১। পিতা : দেবেন্দ্রনাথ পাণ্ডা, মাতা : মাতঙ্গিনী। এগরা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৭), প্রাইভেটে আই. এ. (১৯৫৬), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৫৮), বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ্. ডি. (১৯৭৪) ও ডি. লিট্.। বাথুয়ারী আদর্শ

বিদ্যাপীঠ (১৯৫২-৫৮), এগরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯৫৮-৬২), পানিপারুল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯৬৩-৬৬) ও ভুবনেশ্বর রিজিওন্যাল কলেজ অফ্ এডুকেশন (১৯৬৬-৮০) এর শিক্ষক। শিক্ষক, সত্যকাম, সাম্পান, সংকেত, উদ্বোধন, দেশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ইত্যাদিতে রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ সত্যকাম (১৯৫২-৫৬)। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ কবি বিহারীলাল ও বাংলা গীতি কবিতার ধারা, উড়িষ্যার সাধক কবি দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল (ক. বি.). অতি বড় জগন্নাথ দাসের গঙ্গামঙ্গল কাব্যত্রয়ী।

(ডঃ) বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এম. এ. পি এইচ্. ডি.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। আনন্দবাজার পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ।

বিষ্ণুপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ জীবন পথে ৩ খণ্ড।

বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৬১)। ছদ্মনাম ঃ বিবি, অধ্যাপক-বিবি। বিভিন্ন ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ এলোমেলো, চক্রবৎ, একুশটা মেয়ে, যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল ইত্যাদি।

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় (১৭।১৯১৭—) ছদ্মনাম ঃ পর্যবেক্ষক। জন্ম ঃ খুলনা জেলায়। নিবাস ঃ ৩৩, আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ১৬। কথাসাহিত্যিক—সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ চারপা থেকে দুপা (১৯৫১), দুরন্ত নদী (**Anna Louise Strong** এর অনুবাদ ১৯৫৬), অমর মানুষ (ভ্যাসিনি গ্রসম্যানের অনুবাদ—১৯৪৬)।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় (২১।১২।১২৩৯—২৪।১১।১৩০৮/৮।৩।১৯০২)। জন্মঃ মাটীয়ারী, নদীয়া। শৈশবেই পিতৃহীন। বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ রামবাল্যলীলামৃত, গীতপালা, কুলীন কন্যার দ্বিরাগমন, পদ্যমঞ্জরী (১৮৬৮)।

বিষ্ণুরাম নন্দী। জন্ম ঃ কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ। রচনা ঃ উদ্ধব গীতা।

বিষ্ণু শর্মা (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত প্রহসন ঃ কপালে ছিল বিয়ে (১৮৭৮)।

বিষ্ণু সরস্বতী। নিবাস ঃ প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ, নদীয়া। নবদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, রক্তকমল, পুনর্ন'বা প্রভৃতি।

বিষ্ণু সামন্ত (১৯।৯।১৯৪৯—) বি. এ. অনার্স বি. টি.। জন্ম ঃ রামনগর, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস ঃ পল্লীভারতী, ঝাউগেড়িয়া, মেদিনীপুর। সম্পাদক ঃ ছায়াতরু (ছোটদের মাসিক পত্রিকা) কবিতা বার্ষিকী, সৈকতে সোনালী রোদ। প্রকাশিত কাব্য ঃ কোন পাপ নেই (১৯৭২), ছড়ার বই।

বিষ্ণু সেন। রচনা ঃ দময়ন্তীর চৌতিশা (চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত)।

বিহারীলাল গোস্বামী। সম্পাদক ঃ মাসিক সরোজিনী (শান্তিপুর, গোস্বামীপাড়া, ভাদ্র ১২৮১)।

বিহারীলাল গোস্বামী (১৮৭১-১৯৩১/×।২।১৩৩৮) জন্ম ঃ সাতবাড়িয়া, পাবনা। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৮৮৭)। সিটি কলেজে অধ্যয়নের পরে প্রাইভেটে বি. এ. উত্তীর্ণ। পাবনা-পোতাজিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৯০৫), পারসিক ভাষায় পণ্ডিত—চিত্রাংকনে দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ গীতা বিন্দু (গীতার অনুবাদ—১৯১৩), সেখ সাদীর বান্দ্‌নামা বা নীতিপত্র (পদ্যানুবাদ - ১৩৩২), মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের বঙ্গানুবাদ (রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদিত বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত)।

বিহারীলাল ঘোষ। সম্পাদক: মাসিক কারিকর দর্পণ (১২৯০), মাসিক বিশ্বকর্মা বা বিজ্ঞান রহস্য (১২৯৩)। প্রকাশিত নাটক: ইরাবতী (১২৮৫)।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (২১।৫।১৮৩৫/৮।২। ১২৪২—২৪।৫।১৮৯৪ / ১১। ১২। ১৩০১)। জন্ম: কলিকাতায় নিমতলার নিকটবর্তী অক্ষয় দত্ত লেনে (বর্তমানে বিহারীলাল চক্রবর্তী ষ্ট্রীট্)। আদি নিবাস: হুগলী। পিতা: দীননাথ চক্রবর্তী (চট্টোপাধ্যায়)। প্রথমা পত্নী: অভয়া. ২য়া পত্নী: কাদম্বিনী। জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্ (১ বৎসর) ও সংস্কৃত কলেজের (৪ বৎসর) ছাত্র। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর শোকাচ্ছ্বাস বন্ধু বিয়োগ কাব্যে সরলার গানে প্রকাশিত। বান্ধব, ভারতী, প্রয়াস, কল্পনা, মালঞ্চ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রথম সার্থক লিরিক কবি, রবীন্দ্রনাথের গুরুস্থানীয়। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ভোরের পাখী' আখ্যায় অভিহিত। প্রকৃতি-প্রীতি, রোমাণ্টিকতা, ভাববিহ্বলতা, সহজ সাবলীল ভঙ্গী ও গীতিধর্মিতা বিহারীলালের কবিতার বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যেই প্রথম প্রকৃতি কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে, প্রকৃতির সজীব সত্তা প্রকাশিত হয়। ধ্যানতন্ময়তা, সৌন্দর্য বিভোরতা, মন্ময়তা ও অসচেতন শিল্পদৃষ্টি,—বিহারীলালের কবি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক পূর্ণিমা (১৮৫৯) মাসিক সাহিত্য সংক্রান্তি (১৩।৫।১৮৬৩), মাসিক অবোধ বন্ধু (১৮৬৩)। প্রকাশিত কাব্য: স্বপ্ন দর্শন (১৮৫৮), সঙ্গীত শতক (১৮৬২), বঙ্গ সুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), প্রেম-প্রবাহিনী (১৮৭০), সারদা মঙ্গল (১৮৭৯), সাধের আসন।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। নামান্তর: বিহারীলাল রায়। কলিকাতায় আর্টিষ্ট্ প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক: শিল্প-পুষ্পাঞ্জলি (শিল্প সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা—১২৯২), মাসিক চিত্রদর্শন (ঐ—১২৯৭)।

বিহারীলাল চক্রবর্তী। সম্পাদক: প্রদীপ (১৩০৮—১২)।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (২৫।১।১২৪৭/১৮৪০—৭।১।১৩০৮ / ১৯০১)। ছদ্মনাম: নাদাপেটা হাঁদারাম। জন্ম: তারক চ্যাটার্জির গলি, কলিকাতা। শৈশবে পিতৃবিয়োগ ও পিতামহ বিয়োগ হওয়ায় মাতামহের গৃহে পালিত। কেশবচন্দ্র সেনের সহপাঠী ও বন্ধু। জুনিয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত। গ্লাড্ষ্টোন ওয়েলেসলির অফিসের চিঠিনবীশ, ই. আই. আর. ডিষ্ট্রিক্‌ট্ ইঞ্জিনিয়ার অফিসের সহ-কোষাধ্যক্ষ, মালগুদামের ইন্‌স্‌পেক্‌টর। চাকুরি ত্যাগ করার পর অভিনয়ে যোগদান ও প্রথমে কুলীনকুল সর্বস্ব নাটকের স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় (১২৬৩)। বহুস্থানে অভিনয়ের পরে বেঙ্গল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজার। প্রকাশিত নাটক: দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডব নির্বাসন, দুর্যোধন বধ, রাবণবধ, নন্দ বিদায়, প্রভাস মিলন, অক্রূর সংবাদ, সুভদ্রা হরণ, কুমার সম্ভব, বাণযুদ্ধ, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, হরি অন্বেষণ, জন্মাষ্টমী, সীতা স্বয়ম্বর, রাজসূয় যজ্ঞ, যমের ভুল, মোহ শেল, আচাভূয়ার বোম্বাচাক, দুর্গেশ নন্দিনী (নাট্যরূপ), খণ্ড প্রলয়, মুই হাঁদু, ধ্রুব, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি।

বিহারীলাল দাশগুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক সমাজ সংস্কার (কার্তিক, ১২৯১)।

বিহারীলাল পাল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: নব কবিতাঙ্কুর (শিশু, ঢাকা—১৮৭২)।

বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য: শক্তিসম্ভব (১৮৭২)।

বিহারীলাল ভাদুড়ী এল্. এস্. এস্. (১৯শ শতাব্দী)। চিকিৎসক। সম্পাদক: মাসিক Indian Homeopathic Review (দ্বিভাষিক পত্রিকা—১৮৮১)। প্রকাশিত গ্রন্থ: হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান (১৮৭৩)।

বিহারীলাল মণ্ডল (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। বিধবা বিবাহের সমর্থক। প্রকাশিত নাটক: বিধবা পরিণয় (১৮৫৬)।

বিহারীলাল মিত্র (১৮৫৭—৭।২।১৯৩৩)। জন্ম: কলিকাতার বাগবাজারে মিত্রবংশে। পিতা: রসিকলাল মিত্র। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ও বাগবাজার একাডেমির সদস্য। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানী ভ্রমণকারী। দানবীর। কলিকাতা বউবাজারে অসহায় রুগ্ন ব্যক্তিদের আশ্রয় 'দি রেফিউজ' এর গৃহ-নির্মাণের জন্য ৭৫ হাজার টাকা, ডাঃ মহেন্দ্র-লাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভার জন্য একলক্ষ টাকা এবং উইলে নারীশিক্ষার জন্য বার্ষিক ৪৮ হাজার টাকা দাতা—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদক। রায়বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত (১৯১২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: মিত্ররহস্য, চিন্তারহস্য, প্রেম রহস্য, ভ্রমণ রহস্য, নূতন জন্ম রহস্য, কথোপকথন রহস্য, সংসার রহস্য, নিয়ম রহস্য, ভাবুক ও সভ্যতা রহস্য, ত্যাগ রহস্য, বিদেশী রহস্য, প্রকৃতি রহস্য, শান্তি রহস্য, সঙ্গ রহস্য, **Sedition or Progress, obstruction or progress.**

বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়। জন্ম: শিবপুর, হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিরাম সঙ্গীত (১৯০৮)।

বিহারীলাল রায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: বিজ্ঞানচক্র-বান্ধব (১২৭৮)।

বিহারীলাল সরকার (১৮।১০।১৮৫৫/২। ৭।১২৬২—৯।১১।১৩২৮) জন্ম: আন্দুল মৌরী, হাওড়া, মৃত্যু: কাশীধামে। পিতা: উমাচরণ সরকার, মাতামহ: কবিগান লেখক হুগলীর মথুরাবাটী নিবাসী রামচাঁদ মিত্র। কলিকাতা বহুবাজার গভর্ণমেণ্ট্ বাঙ্গালা স্কুলে ও ডফ্ সাহেবের স্কুলে পড়ার পর জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। এফ্. এ. পাঠকালে অর্থাভাবে পড়াশুনা ত্যাগ। কলিকাতা প্রেস পরিদর্শক (১৮৭৮), বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী (১৮৮০), দৈনিক প্রভাতী পত্রিকার পরিচালক (১৮৮০)। সুগায়ক। রায়সাহেব উপাধিতে সম্মানিত (১৯১৫)। বঙ্গবাসী ও দৈনিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। সঙ্গীত রচনায় দক্ষ। 'বাঙ্গালীর গান' এ এঁর অনেকগুলি সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ: শকুন্তলা রহস্য, তিতুমীর. বিদ্যাসাগর (জীবনী)। ইংরাজের জয়, বঙ্গে বর্গী, ভরতপুর যুদ্ধ, মহারানী স্বর্ণময়ী, গান। সম্পাদিত গ্রন্থ: শ্রীশ্রী ভাগবত, সাংখ্যকারিকা (সানুবাদ) সিদ্ধান্তসূত্র, শ্রীকৃষ্ণ, শিবতাণ্ডব স্তোত্র, বেদ-স্তুতি, তন্ত্রপ্রদীপ, গীতা ও পঞ্চাধ্যায়।

বিহারীলাল সিংহ। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী পাদ্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ: খ্রীষ্টান তারা (১৮৫২)।

বীণা গুহ। এম্. এ.। সম্পাদিকা: মহিলা (১৩৫৪)।

বীণাচাঁদ মল্লিক (১৬।১২।১৯৩৩—) ছদ্মনাম: দেবযানী মল্লিক। জন্ম: হাওড়া,

নিবাস ঃ ৩৯, হেম চক্রবর্তী লেন, হাওড়া। মহিলা কবি। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ কাকলী (১৯৫৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিদ্যাসাগর (জীবনী—১৯৫৬)।

বীণা দাশ (ভৌমিক) (১৯১১—২৬।১২।১৯৮৬)। মৃত্যু ঃ হৃষীকেশ, উত্তরপ্রদেশ। পিতা ঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ শিক্ষক ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বেণীমাধব দাশ। স্বামী ঃ যুগান্তর দলের বিপ্লবী কর্মী যতীশ চন্দ্র ভৌমিক। অগ্রজা ঃ বিপ্লবী কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে সমাবর্তন সভায় (৬।২।১৯৩২) তৎকালীন গভর্ণর ষ্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যার উদ্দেশে গুলি ছোড়ার অপরাধে দীর্ঘকাল কারাদণ্ডিতা। মুক্তির পর দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সম্পাদিকা। ১৯৪২ এর আন্দোলনে যোগদানের জন্য পুনরায় বন্দী ও পরে মুক্তিপ্রাপ্তা (১৯৪৫)। ঢাকুরিয়ার বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্তা শিক্ষিকা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যকারিণী। তেজস্বিনী—সুলেখিকা। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনসন বা অন্য কোন সম্মান গ্রহণে অস্বীকৃতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শৃঙ্খল ঝঙ্কার (আত্মজীবনী)।

বীণা দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পুরুষের মন।

বীণাপাণি দত্ত (৩০।৮।১৮৮৮—২৫।৪।১৯৬৩)। জন্ম ঃ ঝামাপুকুর, কলিকাতা। পিতা ঃ রামচরণ মিত্র, স্বামী ঃ দেওয়ান কালিকাদাস দত্তের পুত্র অতুলচন্দ্র দত্ত। বৌবাজারের একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী—দশটি সন্তানের জননী। ভোলানন্দ গিরির শিষ্যা। 'গোপালের মা' নামে প্রসিদ্ধা। স্বামীর মৃত্যুর পর (১৯২৫) বিষয়সম্পত্তির তদারককারিনী। গৃহাশ্রমে জটাধারিণী সন্ন্যাসিনী সাধিকা। স্বরচিত তানে গায়িকা। প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ ঃ আকুল, বকুল, বেণুবীণা।

বীণাপাণি দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ঠাকুরদাদার দপ্তর ১ম খণ্ড (গল্প—১৯১২)।

বীণাপাণি দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মেয়েদের পিক্‌নিক্।

বীণাপাণি রায় এম্. এ.। সম্পাদিকা ঃ মাসিক জয়শ্রী (ঢাকা—১৩৪০)।

বীরচন্দ্র গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্যকুসুম (১৮৭১)।

বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা (৫।৮।১৮৬২—৯৬)। জন্ম ঃ ত্রিপুরায়, মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সংগে সংশ্লিষ্ট(১৮৮০)ও আমৃত্যু বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। কাব্যরসিক, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও ললিতকলাবিদ্। উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ। ত্রিপুরায় দাসবিক্রয়, সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথা ও দুর্নীতি দমনকারী। ত্রিপুরার রাজ-ইতিহাস রাজমালা ১ম খণ্ড ও নরহরি চক্রবর্তী সংকলিত গীতচন্দ্রোদয়ের 'অষ্টকাল রাগানুরাগ' পর্যন্ত মুদ্রণ, নারায়ণ বিদ্যারত্নের দ্বারা বিভিন্ন টীকাসহ শ্রীমদ্-ভাগবতের বঙ্গানুবাদ ও মুদ্রিত করিয়ে বিনা মূল্যে বিতরণ প্রতাপচন্দ্র রায়ের দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ (১২৯৩ বঙ্গাব্দ)। লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবত মুদ্রিত করিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ, ত্রিপুরার রাজ-সরকারে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারের জন্য আইন প্রণয়ন, যদুভট্ট, কাসেম আলি, নিমার হোসেন প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের সভায় স্থান দান, যদুভট্টকে তানরাজ উপাধি প্রদান, জলরঙ্ চিত্র ও তৈলচিত্র ও

ফটোগ্রাফিতে দক্ষতা—বহু কবিতা, ও টপ্পা-গান রচনা, সদ্‌গ্রন্থ প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় প্রভৃতি বীরচন্দ্রের অক্ষয়কীর্তি। রচিত কাব্য : হোরী, ঝুলনগীতি, প্রেম মরীচিকা, উচ্ছ্বাস, সুহাগ, অকাল কুসুম।

বীরনারায়ণ মহারাজ। কোচবিহারের রাজা। গ্রন্থ : কিরাতপর্ব।

বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর (১৯০৯—১৯৪৭) ত্রিপুরার স্বাধীন রাজা। পিতা : ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, (১৯০৯-২৩)। ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ (১৯২৩)। বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষক, বৈষ্ণব পদকর্তা, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধক (১৯৩৯) ও পৃষ্ঠপোষক। রবীন্দ্রনাথকে ভারত ভাস্কর উপাধি প্রদাতা (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)। প্রকাশিত গ্রন্থ : আমার সোনামুড়া ও উদয়পুর পরিক্রমণ ডায়েরী (১৯২৩), হোলী (কাব্য—১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, গ্রন্থের ১ম ভাগে হিন্দু সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ)।

বীরভদ্র গোস্বামী। জন্ম : গোপাল গ্রাম, বীরভূম। রচনা : শ্রীমদ্‌ ভাগবত লহরী বা শ্রীমদ্‌ ভাগবত ভারত রঙ্গিনী (অনুবাদ ১২৬৫—১২৬৮), বৃহৎ পাষণ্ড দলন (শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, বৈষ্ণব ও ভক্ত মাহাত্ম্য বর্ণিত)।

বীরু মুখোপাধ্যায় (১৫। ৯। ১৯২৬—৪. ৩। ১৯৮৯)। জন্ম : শিয়াখালা, হুগলী, নিবাস : ১৪ জে. এন্‌. ঘোষ লেন, কলিকাতা—৪০। মৃত্যু : কলিকাতায় এস্‌ কে এম্‌ হাসপাতালে। পিতা : হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, মাতা : রাজলক্ষ্মী। শিয়াখালা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ডাক ও তার বিভাগের কর্মী (৩০ বৎসর)। খ্যাতনামা নাট্যকার। ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত (২৫ বৎসর)। দেবদাস, অর্পিতা, সংসারের ইতিকথা প্রভৃতি ছায়াচিত্রের চিত্র নাট্যকার। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে বিশ্বরূপা পুরস্কার, জাগরী পুরস্কার, পীযূষ স্মৃতি পুরস্কার, মালিকা ও কালবৈশাখী নাটকের জন্য সাংবাদিক সমিতির পুরস্কার (২ বার) প্রাপ্ত। সাম্যবাদে বিশ্বাসী, অপসংস্কৃতি সম্মেলনের সহ সভাপতি। সম্পাদিত পত্রিকা : গণনাট্য ও বিভিন্ন নাট্যসাধনা। প্রকাশিত নাটক : রাহুমুক্ত (১৯৫৫), সংক্রান্তি (১৯৫৬), বিশে জুন (১৯৫৭), সাহিত্যিক (১৯৫৭), ভাঙাগড়া খেলা (১৯৬০), চার প্রহর (১৯৬২), স্বপ্নশেষ (অনুবাদ-১৯৬৩), এতটুকু বাসা (১৯৬২), লাল দীঘির ধারে (১৯৬৭), দাদা জন্মালেন (১৯৬৭), সুতরাং (১৯৬৮) প্রভৃতি। উপন্যাসের নাট্যরূপ : মল্লিকা (১৯৭৪) অঘটন, না, রাজদ্রোহী প্রভৃতি। এছাড়াও ১০টি একাংক নাটক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প শাস্তির নাট্যরূপ প্রসিদ্ধ।

বীরেন চক্রবর্তী (১।৮।১৯৩৫—)। জন্ম: মীর্জাপুর, মহেশপুর থানা, যশোর। বর্তমান নিবাস : চন্দ্রমণ্ডল লেন, কলিকাতা। পিতা : ননীগোপাল চক্রবর্তী। মাতা : দুর্গা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্‌. এ.। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : টক্‌ আঙুর, ধানের রঙ্‌ সোনা, ধারানিবদ্ধ কলঙ্ক রেখা, **I hear the foot-falls of a flaming deer.** নাটক : জর্জর, গরিলা, হারানো আত্মার কাহিনী, সুদেশের সংযত ক্রোধ, অউলানেম মার্কস্‌, বাঁশি ও বল্লম। সমালোচনা : **Drama Vinctus,** কর্কশ কবিতা ও মধ্যযুগীয় কোকিল, স্বাধীন নাটক।

বীরেন দাস (১।৮।১৯১৫—) এম্. এ.। জন্ম ঃ শ্রীহট্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নিবাস ঃ ১৮এ, বাদুড়বাগান লেন, কলিকাতা—৯। তথ্যমূলক চলচ্চিত্রের পরিচালক। প্রকাশিত ৯টি গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ নূতন পাঠশালা (১৯৪৮), সৈনিক তোলো নিশান (১৯৫০), মেট্রোপলিস (১৯৫১), আরো দূর পথ (১৯৫১)। শিশুসাহিত্য ঃ সোনালী সকাল (১৯৪৯), চলচ্চিত্র (১৯৪৯)।

বীরেন দাস। আসামের শিলচর নিবাসী নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ আঁধারেই রাজপথ।

বীরেন দে (১৯১১—) জন্ম ঃ অবিভক্ত বঙ্গের ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার কাসারীখোলা গ্রামে, ছদ্মনাম ঃ দণ্ডপাণি। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর ছাপাখানার কাজ শেখার সময় ট্রেন ডাকাতির (১৯৩২) মামলায় হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমল ও বিপ্লবী কৌঁসলী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সওয়ালে প্রমাণাভাবে মুক্ত (১৯৩৭)। জেলে পড়াশুনা করে আই. এ. ও বি. এ. পাশ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক্ প্রতিষ্ঠার পরে (১৯৩৯) প্রথম সম্পাদক। ঢাকার অখিলবন্ধু গুহর ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের গৃহশিক্ষক। ঢাকায় হরিজন, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি পত্রিকার এজেণ্ট্। ইউনাইটেড্ প্রেস অফ্ ইণ্ডিয়ার স্থানীয় সংবাদদাতা। সতীশ প্রসন্ন ভৌমিকের কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শহীদ স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা শহর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। কলিকাতায় এস্প্লানেড্ ইষ্টে্ হোটেল মেট্রোপল নামে আবাসিক হোটেলের সংগঠক—বাথগেট কোম্পানীর জনসংযোগ অফিসার। ডালহৌসী এলাকায় শিক্ষা লাইব্রেরী (১৯৫৩) ও ভারতী পুস্তকালয় (১৯৫৮) নামে গ্রন্থাগারদ্বয়ের প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা। ক্রীড়ানুরাগী ও ক্রীড়াবিদ্। ইষ্ট্‌বেঙ্গল ক্লাবের প্রথমে গ্রাউণ্ড্ ও পরে এ্যাথ্লেটিক্ সেক্রেটারি। রাজ্য এমেচার এ্যাথ্লেটিক্ ফেডারেশন ও অলিম্পিক এসোসিয়েসনের সভ্য। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দুই শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রতারিত পিতার প্রবঞ্চিত পুত্র, অন্তরালের শত্রুব্যূহ, যুগ হতে যুগান্তর প্রভৃতি।

বীরেন রায় (২৮।৬।১৯১০—) এম্. পি. এম্. আর্. এ. এস্. জন্ম ঃ কলিকাতায়। নিবাস ঃ বেহালা, কলিকাতা-৩৪। পাইলট ও সাংবাদিক। ১২টি প্রকাশিত গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ খেয়ালী (উপন্যাস —১৯৩০), বেতার রহস্য (১৯৩০), যন্ত্রপুরী (১৯৩০), বেতার বিজ্ঞান ও যন্ত্রনির্মাণ (১৯৩৭—হিন্দীতে রূপান্তরিত), **Flying for All** (১৯৩৬), **Mahabharata** (১৯৫৭), **Mahabharata** (**German,** ১৯৫৭) প্রভৃতি।

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর (?—১৯২৩) ত্রিপুরার স্বাধীন রাজা (১৯০৯—১৯২৩)। পিতা ঃ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর (১৮৯৬-১৯০৯)। কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৫।৭।১৯০৫—) জন্ম ঃ মৈমনসিংহের গৌরীপুরে রাজপরিবারে। নিবাস ঃ ৫৫, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড্, কলিকাতা-১৯। পিতা ঃ গৌরীপুরের জমিদার ও স্বদেশসেবী ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, পত্নী ঃ চিত্রশিল্পী ইন্দিরা দেবী। কলিকাতা মিত্র ইন্স্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা (১৯২০), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ. ও বি. এ. উত্তীর্ণ। প্রতিবারই

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য-প্রাপ্ত। স্বনামধন্য সুর ও সঙ্গীত সাধক। রাধিকামোহন মৈত্র, ওস্তাদ আমীর খাঁ, শীতল মুখার্জি, এনায়েত খাঁ, মহম্মদ আমীর খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ কেরামত উল্লা খাঁ, প্রভৃতি সুর ও সঙ্গীত সাধকের ছাত্র। বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য (১৯৩৭), সুভাষ-চন্দ্রের দলের মনোনয়নে এম্. এল্. সি. (১৯-৪১), অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর অডিসন কমিটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিক ফ্যাকাল্টির সদস্য, কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক নৃত্য একাডেমির সদস্য। হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত একাডেমির সঙ্গীত বিভাগের প্রধান। শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের দান (১৯৩৫), প্রবেশিকা সঙ্গীত, রাগ সঙ্গীত (বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত সহ—১৯৪৭), উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত কলা (১৯৪৪), হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস (প্রফুল্ল কুমার রায়সহ), তন্ত্রের তত্ত্ব ও সাধনা (১৯৪১), তন্ত্র ও শ্রীঅরবিন্দ (১৯৪২), **Hindustani Music of India** (মাদ্রাজ)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ মাসিক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা, মাসিক সুরশ্রী।

বীরেন্দ্রকুমার কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতিপুরাণ-তীর্থ (১৫।৩।১৮৯৪—১৯৭০)। জন্ম ঃ সাহেবনগর নোয়াখালি, বাংলাদেশ, মৃত্যু ঃ কাশী। পিতা ঃ উমাচরণ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছাত্র সুহৃদ, মীমাংসা সার সংগ্রহ, দৈব মহৌষধি বেদান্ত বিজ্ঞান।

বীরেন্দ্রকুমার দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জঞ্জাল, জীবন, প্রহেলিকা, যুগমানব, উলট পালট, সন্ধান, সনাতনী।

বীরেন্দ্রকুমার দেব (১।১০।১৯৪৬—) জন্ম ঃ শ্রীহট্ট জেলার শ্রীমঙ্গল থানার মঙ্গল-পুর গ্রামে। স্থায়ী নিবাস ঃ ধর্মনগর, চন্দ্রপুর, ত্রিপুরা। পিতা ঃ সনৎকুমার দেব, মাতা ঃ কুসুমপ্রভা দেবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ. (১৯৬৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭০)। মৌলভী বাজার কাশীনাথ হাইস্কুলের শিক্ষক—ত্রিপুরা সরকারের অধীনে ইংরাজীর শিক্ষক। ত্রিপুরার দৈনিক সংবাদ, জবান, অভিষেক, ত্রিপুরা দর্পণ, দৈনিক গণসংবাদ, উদয়, প্রিয়ভূমি, পশ্চিমবঙ্গের উৎসাহ, অশনি সংকেত, সন্দীপন, গোধূলি মন, আলেয়া, পল্লী তারকা, চিত্রকূট, সুপ্তি, কালের যাত্রার ধ্বনি, বিষ্ণুপুর, মৌ, হিমানী, শর্বরী, রাঙাভূমি, অংকুর, পুষ্পরাগ প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ প্রিয়ভূমি (ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৭৭—)। রচিত কাব্য ঃ ঝরে যাওয়া ফুল, সান্ত্বনা।

বীরেন্দ্রকুমার বসু (৮।৮।১৮৮৮—) আই. সি. এস্.। জন্ম ঃ সিউড়ি, বীরভূম। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ স্মৃতিকথা (১৯৪৯), প্রাচীন ইতিহাস পরিচয় ১৯৫৩)।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (× । ৬ । ১৯০৫—) বীরেন্দ্র ভদ্র বা বীরেন ভদ্র নামে পরিচিত। ছদ্মনাম ঃ বিরূপাক্ষ, বিষ্ণুশর্মা। জন্ম ঃ আহেরীটোলা, কলিকাতা। আদি নিবাস ঃ দত্তপুকুর (বারাসত), ২৪ পরগণা। পিতা ঃ ছোট আদালতের দোভাষী রায়সাহেব কালীকৃষ্ণ ভদ্র, পত্নী ঃ রমা। টাউন স্কুলের ছাত্র, বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ পাশ—আইন পরীক্ষা অসম্পূর্ণ। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। বেতার কেন্দ্রের নাট্যকার, বংশীবাদক, ঘোষক, নাট্যপরিচালক, আবৃত্তি-কার, অভিনেতা, স্তোত্রপাঠক, প্রোগ্রাম

নির্মাতা, মহালয়ায় চণ্ডী পাঠক (১৯৩০ সাল থেকে), বহু বেতার অনুষ্ঠানের প্রবর্তক, বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে মহিলা মজলিসের পরিচালক. বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের পরিচালক (১৯৩০—৩১), সিনেমা জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় রসরচনা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : প্রহারেণ ধনঞ্জয়. ব্ল্যাক আউট্, মেস নং ৪৯, ভোট ভণ্ডুল, ঝঞ্ঝা। নাট্যরূপ : অর্জুন বিজয়, সীতারাম, চন্দ্রনাথ সুবর্ণ-গোলক। রসরচনা : বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ, বিরূপাক্ষের অযাচিত উপদেশ, বিরূপাক্ষের নিদারুণ অভিজ্ঞতা প্রভৃতি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২।৯।১৯২০—১১। ৭।১৯৮৫) ছদ্মনাম : উলুখড়। জন্ম : বিক্রমপুর, ঢাকা। নিবাস : ১৪ ষ্টেশন রোড্, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১। চাকুরিজীবী। কবি ও প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৮৪)। প্রকাশিত কাব্য : মানুষের মুখ (১৩৭৬), ওরা যতই চোখ রাঙ্গায়, গ্রহচ্যুত (১ম কাব্য—১৩৪৯), রাণুর জন্য (১৩৫৮), মৃত্যুত্তীর্ণ (১৩৬২), নিপীড়িত মানবাত্মার যন্ত্রণা, ক্ষুধা ক্রোধ বিদ্রোহ কবিতায়, লখিন্দর (১৩৬০). উলুখড়ের কবিতা (১৩৬১), জাতক (১৩৬৫). তিন পাহাড়ের স্বপ্ন (১৩৭১), সভা ভেঙ্গে গেলে (১৩৭১), মুখে যদি রক্ত ওঠে (১৩৭১) ভিসা অফিসের সামনে (১৩৭৪), আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা, রাস্তায় যে হেঁটে যায়, রৌদ্রে রাত্রি শিবরাত্রি (যুগ্মভাবে—১৩৭৪), মহাদেবের দুয়ার (১৩৭৪), তিন তরঙ্গ হাওয়া দেয় (যুগ্মভাবে—১৩৭৫), আমার কবিতা (১৯৮০), শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন ১৩৭৬)। আমার বাংলা ১ম (১৩৬২-৬৩), জীবনায়ন (১৯৫৪), কালপুরুষ (১৩৬৭), দুর্গম গিরি কান্তার মরু (১৩৭১), মানুষের নামে (১৩৭১), ভিয়েৎনাম (১৩৭৩), অমল মানুষ (১৩-৭৫), খাড়া পাহাড় বেয়ে (১৩৭৬). ভোরের নক্ষত্র (যুগ্মভাবে ১৩৬৭), পৃথিবী ঘুরছে, শীত বসন্তের গল্প, দিবস রজনীর কবিতা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ৩ খণ্ড। শিশু সাহিত্য : কিশোর বিচিত্রা (১৩৯৩)। সম্পাদিত পত্রিকা : উচ্চারণ (অরুণকুমার সরকার ও অরুণ ভট্টাচার্য সহ)। সম্পাদিত গ্রন্থ : চিড়িয়াখানা (ছোটদের)।

বীরেন্দ্রচন্দ্র গুহ (১৮৮৩—১৭।৭।১৯৮৩)। মৃত্যু : কলিকাতায় এস্ কে এম্. হাসপাতালে। অকৃতদার। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিনোবা ভাবের গীতা প্রবচনের বঙ্গানুবাদ।

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৯।৩।১৩২৪/ ২৩।৫।১৯১৭—১৩।১২।১৯৮৭) নামান্তর : বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ছদ্মনাম : বীরবাহু, বৈদেহ। জন্ম : ভোলা বরিশাল, বাংলাদেশ, পৈতৃক নিবাস : বাঁকুড়া. বর্তমান নিবাস : এণ্ডরুজ পল্লী. শান্তিনিকেতন। পিতা : অধ্যাপক জিতেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়। পত্নী : কবি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁকুড়া কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজ থেকে বি. এ. ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্ এ. উত্তীর্ণ। বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের অধ্যাপক, শান্তিনিকেতনে চীনা ভবনের কর্মী—বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার সমূহের উপ-গ্রন্থাগারিক। ভারত সরকারের ফেলোশিপ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগারিক হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ। সম্পাদক : উদীচী (শান্তিনিকেতন, ১৩৮৫—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : গ্রন্থাগার বিদ্যা (১৩৭৫), গ্রন্থ ও গ্রন্থগার (১৩৮৩). রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ-১৩৬৫), রবীন্দ্র সঙ্গীতের নানা দিক (ঐ ১৩৬৯),

রবীন্দ্র সঙ্গীত কাব্য ও সুর (ঐ-১৩৮২), **Rabindra Sangit : The Songs of Tagore** (১৯৮২)। কাব্য : মন ঝাউ (১৩৬৪), সীমান্ত শিবির (১৩৬৭), কাঠের কেল্লা থেকে প্রান্তিক তারায় (১৩৮৩), নিবন্ত নিরিখ (১৩৮৫), সার্বেরি (১৩৮৭), মৃদঙ্গে মীড় (১৩৮৭)। গল্প : আলোছায়া জানালায় (১৩৭৭), সূর্য্যিমামার দেশের গল্প (চীন জাপান কোরিয়ার রূপকথা— ১৩৬০)। অনুবাদ : চীনা প্রেমের গল্প (১৩৬৫), আধুনিক চীন (১৩৫৩)। জীবনী : সান-ইয়াৎ-সেন (ছোটদের-১৯৫৮)।

বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : বুদ্ধ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ (১৯৭৮)।

বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। সম্পাদক : তরুণ ভারত।

বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন (১৮৯২-৯।১১।১৯৭০)। জন্ম : বালিয়াচক্, শ্রীহট্ট। মৃত্যু : অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। আলিপুর বোমার মামলায় দ্বীপান্তরিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কালীমায়ের বোমা, ছিন্নহস্ত দস্যু, ইন্দ্রনাথ।

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রকাশিত উপন্যাস : মায়ের প্রসাদ, মহাশ্বেতা, সাধে বাদ।

বীরেন্দ্রনাথ দে। সম্পাদক : পথ (১৩১৭ —১৮)।

বীরেন্দ্রনাথ নাথ (২।২।১৯২৮—) বিদ্যাভারতী, সাহিত্যশাস্ত্রী, কোবিদ। জন্ম : আউথপুর, ২৪ পরগণা। নিবাস : তেমাথা, চন্দননগর-৫। প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রবাণী (১৯৫৫)। অনূদিত গ্রন্থ : ক্রান্তির পথে (হিন্দী থেকে-১৯৫৪), ঈশা বাস্যোপনিষৎ (বিনোবাভাবের অনুবাদ-১৯৫৫), গান্ধী মার্গ (রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুবাদ—১৯৫৫), জীবনদান (জয়প্রকাশ নারায়ণের অনুবাদ— ১৯৫৬)।

বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী (১৩২০ বঙ্গাব্দ —) ছদ্মনাম : রঙ্গরাজ। জন্ম : মৈমনসিংহ জেলায়। ভগ্নদূত পত্রিকায় সাহিত্য ও নাট্য-সমালোচক। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : গান্ধী হত্যার কাহিনী, পুতুল যবনিকা, যোগ-বিয়োগ, ছদ্মবেশ, মুক্তি, বেদুইন, আজ অভিনয় বন্ধ, নল দময়ন্তী।

বীরেন্দ্রনাথ বাস্কে। নিবাস : মুর এভিনিউ হাউসিং এষ্টেট্, ব্লক এফ্, ফ্ল্যাট ১, কলিকাতা-৪০। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৭৬)।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। নিবাস : গৌহাটী, আসাম। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতার শব্দ ও শব্দভ্রম (প্রবন্ধ), পরবাসী (কাব্য)।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, দেশপ্রাণ (১৪।১০। ১৮৮১—২৪।১১।১৯৪১), জন্ম : চণ্ডীভেটি, কাঁথি, মেদিনীপুর। এন্ট্রান্স পাশ (১৯০০) করার পর রিপন কলেজে অধ্যয়নকালে ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্য ইংলণ্ড গমন— ব্যারিষ্টারি পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান, পরে মেদিনীপুর জেলাকোর্টে আইন ব্যবসায়,—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় বিনা পারিশ্রমিকে আসামী পক্ষ সমর্থন—ডগলাস হত্যা মামলায় আসামী-পক্ষের উকিল (১৯৩২), স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান (১৯২১), গ্রেপ্তার ও মুক্তিলাভের পর দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলে যোগদান,— মেদিনীপুর ইউনিয়ন বোর্ডের করবন্ধ আন্দোলনে নেতৃত্বদান, মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান (১৯২৩, ১৯২৬), বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (১৯২৩, ১৯২৫), প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি (১৯২৫, ১৯২৬), কংগ্রেস ত্যাগ, কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থীরূপে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর (১৯-৩৩), ভারতীয় আইন সভার সভ্য (১৯৩৪),

নির্ভীক স্বদেশসেবী—দেশপ্রাণ উপাধিতে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্রোতের ফুল (১৯২২), Midnapore Partition (১৯৩১)।

বীরেন্দ্রনাথ সিংহচৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছেলেদের গীতা (১৯২১)।

বীরেন্দ্রনাথ সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইসলাম গৌরব (ছোটদের-১৯২৩)।

বীরেন্দ্র প্রসাদ বসু (১৯৩৩—) ছদ্মনাম : বায়রণ বোস। কবি। প্রকাশিত কাব্য : একটি মেয়েকে, সপ্তর্ষি।

বীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় (৪।২।১৩৪১ বঙ্গাব্দ—)। ছদ্মনাম : রুদ্রট, শান্তরক্ষিত। জন্ম : শিমুলিয়া, মুর্শিদাবাদ। পৈত্রিক নিবাস : জয়রামপুর, বড়গাঁ, নদীয়া। পিতা : বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়, মাতা : কনকপ্রভা। সি. এম্. এস্. স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯৫৬), স্থানীয় টি. এন্. বি. কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৬১), স্থানীয় ইভ্‌নিং কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৬৫), প্রাইভেটে সমাজ বিজ্ঞানে এম্. এ. (১৯৭৫), টি. এন্. বি. ল কলেজ থেকে বি. এল্. (১৯৬৯), বিহার সরকারের অধীনে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মী, ভাগলপুরে সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক অধ্যাপক (১৯৮০—)। কথাসাহিত্য, সপ্তদ্বীপা, যীশু, অঙ্কুর, নতুন খবর, স্ফুলিঙ্গ, ও নক্ষত্র পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সহ-সম্পাদক : লেখা (৩ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ : নীলিমা নীলাঞ্জনা (কবিতা সংকলন-১৯৭৮), মিথিলার গোপাল ভাঁড় গণু ঝা (১৩৯১)।

বীরেন্দ্র মিত্র (১।১১।১৯৩৩/১৫।৭।১৩৪০ —) ছদ্মনাম : মিত্রেণ, সঞ্জয়, সুপর্ণ। জন্ম : হাজারীবাগ শহর, বিহার। পিতা : ব্যবহারজীবী ও জ্যোতিষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাতা : সুধীরা। ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৯), আই. এ. (১৯৫১), বি. এ. (১৯৫৩)। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। সাংবাদিকতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৫৯)। সাংবাদিক। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সাব্‌এডিটর। সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় রাজনৈতিক স্তম্ভ লেখক। চলচ্চিত্র বিষয়ক নিবন্ধ লেখক। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ৪০টির বেশী উপন্যাস, ফিচার ও বহু ছোটগল্প প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : কাছের জানালা (উপন্যাস-১৩৬৯)। অন্যান্য গ্রন্থ : দানিকেনতত্ত্ব ও মহাভারতের স্বর্গদেবতা (১৯৮১), কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির (১৩৮৭), যদুবংশ, সঞ্চারী (নাটক, গণনাট্য সঙ্ঘের সঞ্চারী শাখার দ্বারা অভিনীত)।

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য। ছদ্মনাম : গোপাল ভণ্ড। শিক্ষাবিদ্। প্রকাশিত গ্রন্থ : আধুনিক শিক্ষা তত্ত্ব (১৩৬৭), আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ ও পদ্ধতি, শিক্ষাচর্চায় মনোবিজ্ঞান।

বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী। জন্ম : চট্টগ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবাহিকা (১৯২৩)।

বীরেশ্বর চক্রবর্তী, রায় বাহাদুর (১৫। ৩।১৮৪১ –আঃ ১৯০৩) জন্ম : বিদ্যাভূষণ ডাঙ্গা, বুড়োশিবতলা, চন্দননগর, হুগলী। পিতা : আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা : আদ্যাশক্তি। চতুষ্পাঠী, চুঁচুড়া ফ্রি স্কুল, বড়াগ্রাম হুগলী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ব্যারাকপুর গভর্ণমেণ্ট্ স্কুল ও হুগলী কলেজের (১৮৫৯) ছাত্র। ছোটনাগপুরে স্কুল ইন্‌স্‌পেকটর (১৮৬৭ , সব শেষে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। অবসরপ্রাপ্ত (১৮৯৬)। অনেকগুলি দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি, কোল কাহিনী, স্বাস্থ্যসাধন, সাহিত্য সংগ্রহ, মানব প্রকৃতি, Geeta in Rhyme. (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, ১৯০৬)।

বীরেশ্বর দাস বি. এ। প্রকাশিত গ্রন্থ :

কার্তিক চরিত (শান্তিপুর, ১৩২২)।

বীরেশ্বর পাঁড়ে (২১।১২।১২৪৯—২৮। ১১।১৩১৮/১৮।৩।১৯১২) জন্ম ঃ কামরা, যশোহর, মৃত্যু ঃ কাশীতে। পিতা ঃ মৃত্যুঞ্জয় পাঁড়ে। পূর্বপুরুষ সম্রাট আকবরের সময়ে কান্যকুব্জ থেকে বঙ্গদেশে আগত। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র। মোহনচন্দ্র চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন। বস্ত্রব্যবসায়ী। কৃষ্ণনগর বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা—কাশীতে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠাতা। ১৬ বৎসর বয়সে লীলাবতী বা গণিত বিজ্ঞান নামক গ্রন্থ রচয়িতা। সম্পাদক ঃ সহচরী (১২৯০ ৯২), জাহ্নবী (১২৯১-৯২), সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ (১২৯১-৯২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মানবতত্ত্ব, ধর্মবিজ্ঞান, অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব, আর্যচরিত, আর্যপাঠ (শিশুদের গল্প) আর্যশিক্ষা, নীতি কথামালা, কবিতা ৩ খণ্ড, বাঙ্গালা শিক্ষা ২ খণ্ড, ধর্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্তব্য বিচার, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত (নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক কাব্যের প্রতিবাদে রচিত), বিজ্ঞানসার উপক্রমণিকা (১৮৭৫), শিশুবিজ্ঞান (১৮৭৫)।

বীরেশ্বর প্রামাণিক। জন্ম ঃ শান্তিপুর, নদীয়া। রচনা ঃ অদ্বৈত বিলাস ২ খণ্ড।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির কর্মী। কবি ও সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলার সঙ্ প্রসঙ্গে (১৯৭২), হেটো বই হেটো ছড়া (১৩৯৩।

বীরেশ্বর সেন (১৫।৯।১৮৯৭—১০।৯। ১৯৭৪) এম্. এ (ইংরাজী) জন্ম ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ অধ্যক্ষ শৈলেশ্বর সেন। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। চিত্রবিদ্যায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য। লক্ষ্ণৌ সরকারী আর্ট স্কুলের কর্মী—কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্ণৌ শাখার ডিজাইন কেন্দ্রের পরিচালক। উত্তর প্রদেশের ড্রয়িং ও চিত্রশিক্ষা সমিতির আহবায়ক, নূতন দিল্লীর ললিতকলা একাডেমির সদস্য, আধুনিক জাতীয় শিল্পবস্তু ক্রয় সভার সভ্য। খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী। সুন্দরম্, শিল্পী, রূপম্ প্রভৃতি পত্রিকায় চিত্রশিল্প সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ লেখক। সবুজ পত্রের বিশিষ্ট লেখক।

বীরেশ্বর সেনগুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অমিয় কবিতা (শিশুদের, ১৮৯৯)।

বীরেশ্বরানন্দ স্বামী (?—১৯৮৫)। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভগবান লাভের পথ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণী (১৩৮২)।

বুদ্ধদেব গুহ। প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক। পত্নী ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ঋতু গুহ। পূর্ব ভারতের প্রসিদ্ধ চার্টার্ড একাউন্‌টেণ্ট্। ইংলণ্ড, ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ, কানাডা, ইউ. এস্. এ, হাওয়াই, জাপান, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ ভ্রমণকারী। পূর্ব ভারতের বন-জঙ্গল, পশুপক্ষী ও আরণ্যক মানুষ সম্পর্কে বিপুল ও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার অধিকারী। বিপুল অভিজ্ঞতা রচনায় প্রতিফলিত। বাল্যকাল থেকেই চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, কবিতা রচনা ও শিকারে অনুরক্ত। বয়স ৪০ এর নিকটবর্তী। আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী প্রদত্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৭) ও শিরোমণি পুরস্কারে (১৯৮৫) ভূষিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ খেলা যখন, দু নম্বর, বিন্যাস, ওয়াই কি কি, পঞ্চম প্রবাস, কোয়েলের কাছে, মহুল সুখার চিঠি, অন্বেষ, হলুদ বসন্ত, মাধুকরী, ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে, বনবিবির বনে, মউলির রাত, গুগুনোর গুম্বারের দেশে, টাঁড় বাঘোয়া, অ্যালবিনো, সুখের কাছে, বাবলি, রুআহা, পলাশতলির

পড়শী, বাংরীপোসির দু রাত্তির, ঋভুর শ্রাবণ, বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার, ঝাঁকি দর্শন প্রভৃতি।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (১১।২।১৯৪৪—) প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র পরিচালক। জন্ম: আনাড়া, পুরুলিয়া। পূর্ব নিবাস: বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা: ডাঃ তারাকান্ত দাশগুপ্ত এম্. বি., মাতা: শোভনা, পত্নী: রজনীকান্ত সেনের দৌহিত্রী কুন্তলা। খড়গপুর রেলওয়ে স্কুল ও মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পড়ার পর হাওড়া দীনবন্ধু ইন্স্টিটিউসন থেকে হায়ার সেকেন্ডারি, কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি. এ. (১৯৬৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯৬৮)। বর্ধমান জেলার আহারবেলমা শ্যামসুন্দর কলেজের অধ্যাপক (১৯৬৯), সিটি কলেজের অধ্যাপক (১৯৭৩-৭৬)। অধ্যাপনা ছেড়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে নিযুক্ত, কবি ও গল্প-লেখক। কৃত্তিবাস, এক্ষণ, শতভিষা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য: গভীর এরিয়েলে (১৯৬৩), কফিন কিম্বা সুটকেশ (১৯৭২), হিমযুগ (১৯৭৭), ছাতা কাহিনী (১৯৮১)।

বুদ্ধদেব বসু (৩০।১১।১৯০৮—১৮।৩। ১৯৭৪/৪।১২।১৩৮০)। জন্ম: কুমিল্লা, অধুনা বাংলাদেশ, পৈতৃক নিবাস: মালখান ঢাকা, পরবর্তী নিবাস: কবিতাভবন, নাক-তলা, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। পিতা: ভূদেবচন্দ্র বসু, মাতা: বিনয়কুমারী, পত্নী: মহিলা সাহিত্যিক প্রতিভা বসু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯৩১)। কলিকাতা রিপন কলেজের অধ্যাপক (১৯৩৪-৫৪), ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সাংবাদিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনা-মূলক সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৫৬-৬৩)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউ-ইয়র্ক, ইন্ডিয়ানা, কোলারিডো, ইলিনয়েস, হাওয়াই প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক, ইউরোপ, জাপান, ফিলিপাইন, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড ও পশ্চিম ইউরোপে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতাদান। ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধি দ্বারা সম্মানিত। তপস্বী ও তরঙ্গিণী নাটকের জন্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৮)। নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সম্পাদক। ঢাকায় অবস্থানকালে বন্ধু অজিত দত্ত ও পরিমল রায়ের সহযোগে প্রগতি পত্রিকার প্রকাশক। কলিকাতায় কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংযুক্ত। প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক নাট্যকার ও প্রবন্ধকার। দেড় শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। সম্পাদক: কবিতা পত্রিকা (২৫ বৎসর), যুগ্ম সম্পাদক: চতুরঙ্গ। সম্পাদিত কবিতা সংকলন: আধুনিক বাংলা কবিতা (১৩৬০)। প্রধানতঃ প্রেমের কবিতাতে বিশিষ্টতা প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ মর্ম-বাণীতে (১৩৩১) রবীন্দ্রনাথের অনুসৃতি স্পষ্ট। পরবর্তী কাব্য বন্দীর বন্দনা (১৯৩০) থেকেই রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত কাব্যরচনার প্রয়াস। প্রেমের শরীরী রূপের বর্ণনা, কামনার কারাগার থেকে মুক্তিলাভের ব্যাকুলতা, বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সৌন্দর্যের এষণা ও ক্ষুদ্র কামনার বিরোধজনিত যন্ত্রণাবোধ, শরীরী প্রেমের প্রকাশের নিমিত্ত নায়িকাদের নামকরণ, চিত্রকল্প নির্মাণের দক্ষতা, সঙ্গীত ধর্মিতা, নাটকীয় গতি, শৃঙ্গার ও বাৎসল্য রসের মিশ্রণ, যুগসচেতনতা, সমাজ সচেতনতা, ভাষায় কথ্যরীতির মিশ্রণ, পৌরাণিক কাহিনীতে অভিনব ব্যঞ্জনা প্রভৃতি কবিতার বিশিষ্ট গুণ। উপন্যাসগুলিতে জীবনের

দ্বন্দ্বসংঘাত বিশ্লেষণ অপেক্ষা গীতিকাব্যময়তার প্রাধান্য, জীবনের বিশেষভাব বর্ণনায় ও প্রকৃতিবর্ণনায় সাংকেতিকতা ও মিষ্টিক উপলব্ধি এবং কবিত্বের প্লাবনে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সুযোগগুলির অবলুপ্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ মর্মবাণী (১৩৩১), বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা (১৯৩০), একটি কথা (১৩৩২), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), নতুন পাতা (১৯৪০), এক পয়সায় একটি (১৯৪২), বাইশে শ্রাবণ (১৯৪২), পৃথিবীর পথে (১৯৪৩), বিদেশিনী (১৯৪৩), দময়ন্তী (১৯৪৩), রূপান্তর (১৯৪৪), দ্রৌপদীর শাড়ী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪৮), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৩), শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর (১৯৫৫), সে আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮), বারোমাসের ছড়া (১৯৬৫), মরচে পড়া পেরেকের গান (১৯৬৬), শ্রেষ্ঠ কবিতা ২য় পর্যায় (১৯৭০), হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা (১৩৬৭) প্রভৃতি। উপন্যাস ঃ সাড়া (১৯৩০), অকর্মণ্য (১৯৩১), মন দেয়া নেয়া (১৯৩২), যবনিকা পতন (১৯৩২) রডোডেনড্রন গুচ্ছ (১৯৩২), সানন্দা (১৯৩৩), আমার বন্ধু (১৯৩৩), যেদিন ফুটলো কমল (১৯৩৩), হে বিজয়ী বীর (১৯৩৩), ধূসর গোধূলি (১৯৩৩), অনেক রকম (নাট্যোপন্যাস-১৩৪০), অসূর্যম্পশ্যা (১৯৩৩), একদা তুমি প্রিয়ে (১৯৩৪), সূর্যমুখী (১৯৩৪), বিসর্পিল (অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সহ—১৩৪১), বনশ্রী (ঐ—১১৩৪), রূপালি পাখী (১৯৩৪), লালমেঘ (১৯৩৪), পরাশর (১৯৩৪), বাড়ি বদল (১৯৩৫), বাসর ঘর (১৯৩৫), পারিবারিক (১৯৩৬), পরিক্রমা (১৯৩৮), কালো হাওয়া (১৯৪২), জীবনের মূল্য (১৯৪২), অদর্শনা (১৯৪৪), বিশাখা (১৯৪৬), তিথিডোর (১৯৪৯), মনের মতো মেয়ে (১৩৫৮), তুমি কি সুন্দর (১৩৫৮), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১), মৌলিনাথ (১৯৫২), ক্ষণিকের বন্ধু (১৩৫৯), বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (প্রতিভা বসু সহ-১৩৬১), শেষ পাণ্ডুলিপি (১৯৫৬), শোনপাংশু (১৯৫৯), নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০), দুই ঢেউ এক নদী (১৩৬৭), পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), রাতভোর বৃষ্টি (১৯৬৭), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮)। গল্প ঃ অভিনয়, অভিনয় নয় (১৯৩০), রেখাচিত্র (১৯৩১), এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে (১৯৩২), অদৃশ্য শত্রু (১৯৩৩), মিসেস গুপ্ত (১৯৩৪), প্রেমের বিচিত্র গতি (১৯৩৪), শ্বেতপত্র (১৯৩৪), অসামান্য মেয়ে (১৯৩৪), ঘরেতে ভ্রমর এলো (১৯৩৫), নতুন নেশা (১৯৩৬), ফেরিওয়ালা ও অন্যান্য গল্প (১৯৪১), খাতার শেষ পাতা (১৯৪৩), হাওয়া বদল (১৯৪৪), পিরান দেল্লোর গল্প (১৩৫২), একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা (১৯৪৫), গল্প সংকলন (১৩৪৫), একটি কি দুটি পাখী (১৯৪৬), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৯), চার দৃশ্য (১৩৬২), স্বনির্বাচিত গল্প (১৩৬২), একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০), হৃদয়ের জাগরণ (১৩৬৮), ভাসো আমার ভেলা (১৯৬৩)। প্রবন্ধ ঃ হঠাৎ আলোর ঝলকানি (১৯৩৫), উত্তর তিরিশ (১৯৪৫), কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্য চর্চা (১৩৬১), রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য (১৯৫৫), স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭), সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩), প্রবন্ধ সংকলন (১৯৬৬), কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬)। ভ্রমণ কাহিনী ঃ সমুদ্রতীর (১৯৩৭), আমি চঞ্চল হে (১৯৩৭), সব পেয়েছির দেশে (১৯৪১), জাপানি জার্নাল (১৯৬২), দেশান্তর (১৯৬৩)। নাটক ঃ মায়া মালঞ্চ (১৯৪৪), তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬), তুমি কেমন আছো (১৯৬৭), কলিকাতার

ইলেক্‌ট্রা ও সত্যসন্ধ (১৯৬৮)। শিশুসাহিত্যঃ রঙিন কাচ (১৯৩৩) ঘুমপাড়ানি (১৯৩৩), এলোমেলো (১৯৩৩), জলতরঙ্গ (১৯৩৩),, সাগর রহস্য (প্রেমেন্দ্র মিত্র সহ-১৩৪২), কান্তি কুমারের পঞ্চকাণ্ড (১৯৩৪), আজগুবি জানোয়ার (প্রেমেন্দ্র মিত্র সহ-১৯৩৬), শনিবারের বিকেল (১৯৩৬), গল্প ঠাকুর্দা (১৩৪৫), এক পেয়ালা চা (১৩৫৫), পথের রাত্রি (১৩-৪৭), দস্যুর দলে ভোমরা (১৯৪০), ঘুমের আগে গল্প (১৩৪৮), ভদ্রতা কাকে বলে (১৩৪৮), ছায়া কালো কালো (১৯৪২), ভূতের মত অদ্ভুত (১৯৪২), কালবৈশাখীর ঝড় (১৩-৫২), অন্য কোনখানে (১৯৫০), তাসের প্রাসাদ (১৩৫৮), ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৫৫), বারো মাসের ছড়া (১৯৫৬), রান্না থেকে কান্না (১৩৬৩), জ্ঞান থেকে অজ্ঞান (১৩৬৫), বই ধার দিও না (১৩৭৩), হাসির গল্প, কিশোর সঞ্চয়ন (১৩৬১), ছোটদের ভাল ভাল গল্প (১৩৭০)। অনুবাদঃ অপরূপ রূপকথা ২ খণ্ড (১৯৩৫), হাউই (অস্‌কার ওয়াইল্‌ড্‌ ১৩৫১), শার্ল বোদলেয়ারঃ তাঁর কবিতা (১৯৬১), হ্যেনডার্লিনের কবিতা (১৯৬৭), ডাক্তার জিভাগো (১৯৬০)। ইংরাজীঃ An Acre of Green Grass (১৯৪৮), Tagore : Portraiat of a poet (১৯৬২)।

বুধুই দাস (১৯শ শতাব্দ)। জন্মঃ মোহনপুর, বীরভূম। প্রকাশিত গ্রন্থঃ কলির মাহাত্ম্যকথা (১২৪৭)।

বুলবুল ওসমান (১৪।৮।১৯৪০—) এম্‌. এ.। জন্মঃ সবলসিংহপুর, হুগলী। অনার্স সহ বি. এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্বে এম্‌. এ.। বাংলাদেশ চারুকলা ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গল্প, প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্য লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থঃ গল্পঃ প্রত্যাশী (১৯৬৭), মুকুরে মুখ (১৯৬৯)। শিশুসাহিত্যঃ কানা মামা (১৯৬৮)। অনুবাদঃ আদিম সমাজ (১৯৭৫), অপয়া (১৯৭০), ঐরাবত (১৯৭৫), অমিতের কথা (১৯৭৮), উটকো (১৯৭৯), মেঘমোষ এক সমান (১৯৭৯)। অনুবাদঃ আদিম সমাজ (১৯৭৫), চিত্রিত ঘোড়া (উইলিয়াম ফক্‌নার-১৯৬৬)।

বুলবুল চৌধুরী (১।১।১৯১৯—১৭।৫।১৯৫৮)। জন্মঃ চট্টগ্রাম। খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ প্রাচী (২য় সং ১৩৬১)।

বৃন্দাবনচন্দ্র চক্রবর্তী। কবি। রচনাঃ সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

(ডাঃ) বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী (৫।৮।১৯১৫/২০।৪।১৩২২—) এম্‌. বি. বি এস্‌. ডি. টি. এম্‌. জন্মঃ চাট্‌মোহর, পাবনা। পিতাঃ বঙ্কিমচন্দ্র বাগচী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌. বি. বি. এস্‌., কলিকাতা স্কুল অফ্‌ ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে ডি. টি. এম্‌., বারাণসী আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনী থেকে মৌলিক নিবন্ধের জন্য আয়ুর্বেদ বিশারদ উপাধি ও মানপত্র প্রাপ্ত। বিজ্ঞানভিত্তিক শিশু ও কিশোর সাহিত্য রচনার জন্য ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক কর্তৃক পুরস্কৃত (১৯৫৪, ১৯৫৯, ১৯৬৪, ১৯৭৪)। প্রকাশিত কিশোর গ্রন্থঃ মহাশূন্যের ডায়েরী, চকোলেট (বিজ্ঞানভিত্তিক), এক ডোরে বাঁধা (পুরস্কার প্রাপ্ত নাটক), বাদল দিনের রূপকথা, অসামাজিক প্রণয় কথা, আঁধারের আলো, বিজ্ঞানী ও শয়তান।

বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্যঃ পিতাঃ যাদবেশ্বর তর্করত্ন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থঃ সারনাথের ইতিহাস।

বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৩১।১।১২৯০

—২৪।৩।১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: বাড়্গ্রাম, বর্ধমান। প্রকাশিত গ্রন্থ: দেবী ও দানবী (১৩২২), পুণ্যের সংসার, ফুলশয্যা, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: স্বর্ণশৃঙ্খল (ঢাকা-১৮৬৩)।

বৃন্দাবন দাস (আঃ ১৫০৭-১৫৮৯ খৃঃ)। জন্ম: নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা: বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র, মাতা: চৈতন্যদেবের কৃপাপ্রাপ্তা চৈতন্য-ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী। মাতামহ: শ্রীবাসের ভ্রাতা নলিন পণ্ডিত। নারায়ণী বিধবা হওয়ার পর বৃন্দাবনের জন্ম। শৈশবে মাতা নারায়ণীর সঙ্গে মাতুলালয়ে নবদ্বীপের নিকটবর্তী মামগাছির ঠাকুরবাড়ীতে বাস। পরবর্তীকালে বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামবাসী। এখানে বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠাতা। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় ভক্ত ও শিষ্য। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভে বঞ্চিত। শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে চৈতন্য ভাগবত নামক কাব্যের রচয়িতা। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম চৈতন্যজীবনী রচনার জন্য চৈতন্যলীলার ব্যাস নামে বন্দিত। কাব্যে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলার বাস্তবতাসম্মত খুঁটিনাটি বিবরণের জন্য কাব্যটির ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। শেষাংশে নিত্যানন্দলীলা বর্ণনায় গুরুত্ব দেওয়ায় শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হওয়ায় চৈতন্যলীলা বর্ণনা অসম্পূর্ণ। সহজ ও সরল ভাষা, গভীর আন্তরিকতা, অকৃত্রিম ভক্তি, স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্ব ও বাস্তবানুগ বর্ণনার জন্য জীবনী-কাব্য ও ভক্তিকাব্য হিসাবে কাব্যটি উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। অপর রচনা: নিত্যানন্দ চরিতামৃত, নিত্যানন্দ বংশাবলী চরিত (গ্রন্থদ্বয় অপর কোন বৃন্দাবন দাসের রচনা বলে অনুমিত)।

বৃন্দাবন দাস। চৈতন্য ভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস থেকে ভিন্ন অপর কোন কবি হিসাবে পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত। বৃন্দাবন দাসের নামে প্রচলিত রচনাবলী: রসকল্পসার, রিপু চরিত্র, তত্ত্ববিলাস, চৈতন্য-নিতাই সংবাদ, বৈষ্ণব বন্দনা, তত্ত্বমঞ্জরী, আনন্দ লহরী, নারদ উপাসনা তত্ত্ব, ভক্তি চিন্তামণি, ভক্তি মাহাত্ম্য, ভক্তি লক্ষণ ও ভক্তিসাধন।

বৃন্দাবন দাস (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: জ্ঞানহীন কৌমুদী (১৮৫৩)।

বৃন্দাবন দাস (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কৃষ্ণনারদ সংবাদ (১২২১)।

বৃন্দাবন সরকার (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক সুধাকর (১২৮২)।

বেগম রোকেয়া সাখাওত হোসেন (১৮৮০—১৯৩২)। বাঙ্গালী মুসলমান নারী জাগরণের পথিকৃৎ। গল্প, প্রবন্ধ, রসরচনা ও উপন্যাস লেখিকা। প্রকাশিত উপন্যাস: পদ্মরাগ (১৯২৪)।

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮—১২।৪।১৯৬৪) এম্. এ. (ক. বি.) জন্ম: নোয়াখালি, অধুনা বাংলাদেশ। কলিকাতায় লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপিকা। জীবনীমূলক প্রবন্ধ ও গল্প লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: জীবনী: পুণ্যময়ী (১৯২৫), রোকেয়া জীবনী (১৯৩৭), বেগম মহল (১৯৩৮), নজরুলকে যেমন দেখেছি (১৯৫৮)। গল্প: ফুলবাগিচা। প্রবন্ধ: শিশুশিক্ষা (১৯৫৩)। ভ্রমণ: আমার দেখা তুরস্ক। অনুবাদ: নার্স (১৯৫৮), প্রবন্ধ: শিশুশিক্ষা (১৯৫৩)।

বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১—) জন্ম: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। বাংলা-

দেশবাসিনী কবি। কৈশোর ও যৌবন কলিকাতায় অতিবাহিত। বিপ্লবী লীলা রায়ের সঙ্গিনী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহারের আন্দোলনের জন্য বাংলাদেশ পরিষদের প্রতিষ্ঠাত্রী। কবিতা ও গল্প লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মায়া কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭), দীওয়ান (১৩৭৩), প্রশস্তি ও প্রার্থনা (১৯৬৮), উদাত্ত পৃথিবী। গল্প ঃ কেয়ার কাঁটা (১৩৭৪), মোর দাদুদের সমাধিপরে (১৯৭২)।

বেগম হেলেনা খান (২৩।৩।১৯২৯—) জন্ম ঃ মৈমনসিংহ। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে একাডেমিক ডিপ্লোমা ইন্ এডুকেশন-প্রাপ্তা (১৯৫১)। অবসরপ্রাপ্তা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ উত্তরে বাতাস (১৯৭৯)। গল্প ঃ ফসলের মাঠ (১৯৬৭), বৃষ্টি যখন নামলো (১৯৭৮), কালের পুতুল (১৯৭৮)। শিশু সাহিত্য ঃ রোদ ঝকঝকে (১৯৭৫), সব ভালো যার শেষ ভাল (১৯৭৯), চারটি বেলুন (১৯৮০), গল্পই শুধু নয় (১৯৮৩)।

বেঙ্গার জন, রেভারেণ্ড (১৮১১—১৮৮০) ইয়েটস সাহেবের সহকর্মী, বাঙ্গালা সরকারের অনুবাদক। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকাপ্রণেতা ১৮৬৫। সম্পাদক ঃ উপদেশক প্রচার পত্রিকা, ঐতিহাসিক তত্ত্বাবধারণ, খ্রীষ্টান মণ্ডলীর চরিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত, সার্বত্রিক পুরাবৃত্তসার, উপদেশ পাঠসংগ্রহ।

বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ধর্মশিক্ষা (১৮৬৪), স্তোত্রমালা (১৯৩০)।

বেচারাম রায়। জন্ম ঃ শ্রীরামপুর। অনূদিত গ্রন্থ ঃ মিল্টন কাব্য (বিশ্বম্ভর দত্ত সহ)।

বেচারাম লাহিড়ী। জন্ম ঃ শান্তিপুর, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ।

বেচু প্রামাণিক। সম্রাট সেন দ্রষ্টব্য।

বেণীমাধব আচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপদেশ কল্পলতা (১৮৫৫)।

বেণীমাধব কর। সম্পাদক ঃ বিশ্ববাণী (১৩৩৪—৩৭)।

বেণীমাধব চক্রবর্তী, কাব্যবিনোদ (১৪।৫। ১৯১৭—৪।৫।১৯৭০)। নিবাস ঃ বৈদ্যপুর, বর্ধমান। পিতা ঃ হরিদাস চক্রবর্তী। জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী। যাত্রাপালা রচয়িতা। প্রকাশিত যাত্রানাটক ঃ প্রেমের পূজা, যুগান্তর, সমাজ বিপ্লব, কে সুলতান, স্বামী বিবেকানন্দ।

বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কুঞ্জবিলাস (১৮৫৫)।

বেণীমাধব ডাক্ষিৎ (১২৪০—১৫।৮।১৩০৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের নিকটবর্তী দেনুড় গ্রামে মধুমোদক বংশে। পিতা ঃ গৌরহরি ডাক্ষিৎ, মাতা ঃ ব্রজসুন্দরী। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় ব্যবসায়ে নিযুক্ত। গৃহে সংস্কৃত, গণিত, জ্যোতিষ ইত্যাদি অধ্যয়ন। কবিতা ও যাত্রা-পালা রচয়িতা। রচিত যাত্রাপালা ঃ রাবণবধ, মানভঞ্জন।

বেণীমাধব দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ প্রতিভা (১২৯৯)।

বেণীমাধব দাস (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কবিতা কুসুমমালা (১৮৬০), শব্দার্থ মুক্তাবলী (১৮৫৬), বর্ণবোধ, আরাধনা।

বেণীমাধব দাস ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভ্রান্তিরহস্য (নাটক-১৮৬৮)।

বেণীমাধব দে (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক ঃ সারসংগ্রহ (১৮৩১), সংবাদ সংগ্রহ (১৮৩৫)।

(ডঃ) বেণীমাধব বড়ুয়া (৩।১২।১৮৮৮—২৬।৩।১৯৪৮/৬।১২।১৩৫৫)। জন্ম ঃ পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম, মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ তালুকদার রাজচন্দ্র বড়ুয়া। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ও চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিভাষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯১৩), লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. (১৯১৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিভাষার অধ্যাপক (১৯১৮), উক্ত বিভাগের প্রধান (১৯২৪—৪৮)। পালি প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায়, বৌদ্ধ দর্শন, অন্যান্য ভারতীয় দর্শন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস প্রভৃতিতে প্রভূত পাণ্ডিত্যসম্পন্ন। প্রাচীন শিলালিপির উদ্ধার ও ব্যাখ্যার জন্য প্রসিদ্ধ। সিংহলে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণে সিংহল গমন (১৯৪৪)। সেখানে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের দ্বারা ত্রিপিটকাচার্য উপাধিতে ভূষিত। এসিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত ফেলো (১৯৪৮)। সোসাইটি কর্তৃক বিমলাচরণ সুবর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় প্রচুর প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ **A History of Pre-Buddhist Indian Philosophy, A Prolegomenon to the History of Buddhist Philosophy, Barhut Inscription** ৩ খণ্ড, **Gaya and Buddha Gaya** (১৯৩৪), **old Brahmi Inscriptions, The Ajivakas, Prakrita Dhamma Pada, philosophy of progress,** মধ্যমণিকার, বৌদ্ধ পরিণয়। অন্যতম সম্পাদক ঃ **Indian Culture.** সম্পাদক ঃ বঙ্গীয় মহাকোষ।

বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ শুভাকাঙ্ক্ষী (১৮-৭৫)।

বেণীমাধব ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পদ্যাবলী (১৮৭৪)।

বেণীমাধব ভারতী (× । ১১ । ১২৭৭ বঙ্গাব্দ — ?)। নিবাস ঃ তারানগর গ্রাম। সঙ্গীতজ্ঞ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৈশ্য বস্ত্রবণিকতত্ত্ব, অর্ধবস্ত্রশিল্পকতত্ত্ব।

বেণীমাধব সাহা (৬ ।৩ । ১৩২৮—)। জন্ম ঃ কুসুরা, ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জ্ঞানসংহিতা, ভজন সংহিতা।

বেণু দত্তরায় (২৯।৪।১৯২৮/১৬।১।১৩৩৫ —)। প্রকৃত নাম ঃ ডঃ সুরঞ্জন দত্তরায়। আলিপুর দুয়ার কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। ভারতচন্দ্রের উপর গবেষণার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত। কবি, গল্পকার ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষক। প্রথম রচনা ঃ 'বাদল ঝরা রাতে' গল্প ঢাকার সোনার বাঙলা পত্রিকায় প্রকাশিত। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদিত মাতৃভূমি পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'নীড়' প্রকাশিত (১৯৪৭)। লীলা রায় সম্পাদিত জয়শ্রী, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পাদিত দূর্বাদল, (দেশ, অমৃত ধ্রুপদী, সাপ্তাহিক কবিতা, বিচিত্রা, কবি ও কবিতা, মাসিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী, প্রগতি, উত্তরসূরী, দীপ্তেন্দ্রনাথ সান্যাল সম্পাদিত অচল পত্র, রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত ইদানীং, উত্তর বঙ্গের মধুপর্ণী, ত্রিবৃত্ত (কোচবিহার) আনন্দবাজার, যুগান্তর, জনমত (জলপাইগুড়ি) আমাদের কথা (ঐ) প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রকাশিত। এলোমেলো মাসিক পত্রিকায় তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ

শাল মহুয়ার দিন (১৯৬৫), সোনামুখে রক্ত ছিটোয় (১৯৬১), লাল আলোর হরিণ (১৯৭২), বাঘ জল খেতে আসে আমার উঠানে (১৯৮১)।

বেদানন্দ স্বামী (২৪।১২।১৯০০/৯।৯। ১৩০৭—২০।১।১৯৬০/৬।১০।১৩৭৫)। পূর্বাশ্রমের নাম: অমূল্যচরণ আশ। জন্ম: সুফলাকাটি, কেশবপুর, যশোর, মৃত্যু: কলিকাতায় বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রমের প্রধান কার্যালয়ে। পিতা: কেদারনাথ আশ, মাতা: বিধুমুখী। খুলনার খালিসপুর হাইস্কুল থেকে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, দৌলতপুর কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আই. এ. উত্তীর্ণ। কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজে ইংরাজীতে অনার্স সহ দুই বৎসর বি. এ. পড়ার পর ১৯১৯ সালে প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ নিরুদ্দিষ্ট। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝুলা ইত্যাদি পরিক্রমার পর গৃহে প্রত্যাগত। তৃতীয় অগ্রজ খুলনার উকিল নগেন্দ্র আশের চেষ্টায় দৌলতপুর কলেজে অধ্যয়ন। অসহযোগ আন্দোলনকালে দৌলতপুর কলেজ বন্ধ হওয়ায় পড়াশুনায় ছেদ। হরিদ্বারে স্বর্গাশ্রমে যোগানন্দজীর নিকট যোগশিক্ষা। খুলনার সাতক্ষীরায় দুর্ভিক্ষে ব্রহ্মচারী কুমুদের প্রেরণায় সেবাকার্যে নিযুক্ত। ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দজীর নিকট সন্ন্যাসে দীক্ষাপ্রাপ্ত (১৯২৪)। মাদারীপুর আশ্রমের পরিচালক,—মাদারীপুর স্কুলের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সাধক,—কবি, প্রবন্ধকার, বাগ্মী,—সেবাব্রতী। ধ্রুব ভারত, ঋতম্, ত্রৈমাসিক প্রণব প্রভৃতি পত্রিকায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্রহ্মচর্যম্, গার্হস্থ্যম্, শ্রীশ্রী জগদ্গুরু, ভারতে গুরুবাদ, ভারতে গুরুপূজা, হিন্দুত্বম্, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু, সঙ্ঘবাণী, যুগধর্ম, হিন্দুনারী লাঞ্ছিতা অপহৃতা হয় কেন? হিন্দু নারীর আদর্শ ও সাধনা, প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা, গয়া মাহাত্ম্য ও গয়াকৃত্য, শ্রীশ্রী যুগাচার্য জীবনচরিত, আচার্য প্রণবানন্দের অবদান, শিশুদের প্রণবানন্দ, তরুণের প্রণবানন্দ, ধর্মসাম্রাজ্য সংগঠক শ্রীকৃষ্ণ, গুরুমুখী রামায়ণ, গুরুমুখী মহাভারত, শিশুদের রামায়ণ, শিশুদের মহাভারত, শ্রীশ্রী গীতা গুরুমুখী ভাষ্য, **The Prophet of the Age, Reorganisation of India, Warning to the Nation**, পার্থসারথি (নাটক), ঋতম্ (কাব্য-১৩৩৬), সঙ্ঘবিষাণ (কাব্য—১৩৪৯-৫০), প্রতিজ্ঞা (ঐ), হিন্দু বোধন (ঐ), মহাবীর পুরু (নাটক), শিবাজী (ঐ), শ্রীশ্রী প্রণবচন্দ্রোদয়ম্ (ঐ)। সম্পাদক: ত্রৈমাসিক প্রণব (১৩৩৩—৪১)। মাসিক প্রণব (১৩৪২-৭৫)।

বেদুইন শমসের (২৯।৬।১৩২৬ বঙ্গাব্দ—১৯৬৪ খ্রীঃ) বি. এস্. সি.। জন্ম: ফরিদপুর। আইন ব্যবসায়ী। বাংলা দেশবাসী ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: রিক্সাওয়ালা (১৯৪৮), বেঈমান (১৯৫৫), বুড়ি গঙ্গার বুকে (১৯৫৪), কাঁটা ও ফুল (১৯৫৩), তার ও ঝংকার, দিশাহারা (১৯৬৩) চাওয়া পাওয়া (১৯৬৩)।

বেদুইন সামাদ (১।৪।১৯২৬—)। জন্ম: ভবানীপুর, মুর্শিদাবাদ। বি. এ. (খুলনা), এম্. এম্. (সিটি কলেজ-১৯৬৯)। বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত এ. এস্. পি.। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: বেলাশেষে (১৯৫৫), নিষ্পত্তি (১৯৬০), দুই নদী এক ঢেউ (১৯৬৩), পথে যেতে যেতে (১৯৫৮), ধূম নগরী (১৯৬৭), শুনি সেই পদধ্বনি (১৯৭০), নিবিড় ঘন আঁধারে (১৯৭৩)। ছোটগল্প: ফুল ও কুঁড়ি (১৯৭৪), প্রতিশোধ (১৯৮০)। নাটক:

অভিযান (১৯৬২)। জীবনী : মন ছুটে যায় দেশে দেশে।

বেনজির আহমদ (২৯।১০।১৯০৩—১২।২। ১৯৮৩)। জন্ম : ধানুয়া, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। আই. এস্. সি. পর্যন্ত অধ্যয়ন। সাংবাদিক ও রাজনীতিক। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য। কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : বন্দীর বাঁশী, বৈশাখী। প্রবন্ধ : ইসলাম ও কম্যুনিজম্।

বেবী মওদুদ (২০।৬।১৯৪৮—)। জন্ম : কলিকাতায়। অনার্সসহ বি. এ. (১৯৭০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৭১)। সাংবাদিক। প্রকাশিত ছোট গল্প : মনে মনে (১৯৮৩)।

বেলা দে (১৬।১।১৯২৩—)। জন্ম : শোভাবাজার, কলিকাতা। আদি নিবাস : খানাকুল, কৃষ্ণনগর, হুগলী। বর্তমান নিবাস: ১৩এ, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পিতা : ধীরেনচাঁদ ঘোষ, মাতা : ইন্দুবালা। অকাশবাণী কলিকাতায় মহিলা মহলের পরিচালিকা (১৯৪৬—)। অধুনা অবসর প্রাপ্তা। মহিলাদের উপযোগী গ্রন্থ রচয়িত্রী। উল্টোরথ পত্রিকার 'শ্রীমতীমহল' বিভাগের পরিচালিকা। পূর্ণচন্দ্র রায় স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিতা। মহিলা সেবাসঙ্ঘ থেকেও পুরস্কৃতা। সম্পাদিকা : মেয়েদের কাগজ (৬ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রথমা (গল্প সংকলন), গৃহস্থালী, প্রাচীন বাংলার নারী, গৃহিণীর অভিধান, উলবোনার অভিধান, চাইনিজ রান্নার অভিধান, সেলাই বোনা, রূপ সাধনা, দেশ বিদেশের রান্না, সেলাই কাটিং, ছোটদের টিফিন, জলখাবার, গৃহিণীর ডায়েরী, মহীয়সী জননী, প্রাচীন বাংলার নারী, হাতে খড়ি।

বেলা দেবী। সম্পাদিকা : মাসিক রূপশ্রী।

বেলাবাসিনী গুহ (৪।৩।১৯০৫—×।৮। ১৯৬৭)। জন্ম : ঢেউখালি, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। পিতা : গোপালচন্দ্র ঘোষ, স্বামী : সুবোধচন্দ্র গুহ, মাতুল : বিপ্লবী ভূপেশ নাগ। বাল্যকাল থেকেই চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যে দক্ষ। কলিকাতা পাবলিসিটি কোম্পানীতে কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট (১৯৪০-৪১)। মহিলা চিত্র বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা, (১৯৪২-৪৭)। বিপ্লবী পুলিন দাসের নিকট লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, যুযুৎসু ইত্যাদিতে শিক্ষাপ্রাপ্তা। মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সহযোগিনী। কন্যা অহনার মৃত্যুর পর (১২।৮।১৯৫৭) বেদ ও হিন্দু জ্যোতিষ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে চর্চাকারিণী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)।

বেলা ভট্টাচার্য। যুগ্ম সম্পাদিকা : ছেলেমেয়ে (১৩৫৫)।

বেলাল চৌধুরী (১২।১১।১৯৩৮—)। জন্ম : শরিশাদি, ফেণী, নোয়াখালি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি. এ. উত্তীর্ণ (১৯৫৬)। সাংবাদিক। বাংলাদেশ টুডে পত্রিকায় কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আত্ম প্রতিকৃতি, স্থির জীবন ও নিসর্গ (১৯-৭৭), নিষাদ প্রদেশে (১৯৬৬), বেলাল চৌধুরীর কবিতা (১৯৭২)। ভ্রমণ কাহিনী : সূর্যকরোজ্জ্বল বনভূমি (১৯৬৪)। শিশু-সাহিত্য : সপ্তরত্নের কাণ্ড কারখানা (১৯৮০), সবুজ পাতার ছড়া (১৯৭১)।

বেলাল মোহম্মদ (১৯৩৩—)। জন্ম : মুসাপুর, সন্দ্বীপ। বাংলাদেশ রেডিওর বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের উপপরিচালক। প্রকাশিত

গ্রন্থ : কাব্য : কবিতা নয় (১৯৫৪), পর্যায়ক্রম নেই (১৯৬৯), অকাল অপাত্র (১৯৭৭), শুদ্ধ মিত্রাক্ষর (১৯৮৪), সামনে আছে মুক্তিযুদ্ধ (১৯৮৩)। গল্প : লালবাগ, নক্‌সা, গল্পের মতো (১৯৫৯), পাক-ভারত যুদ্ধ কাহিনী (১৯৬৬), সন্দ্বীপ সন্দর্শন (১৯৬৯)।

বেলায়েৎ হোসেনমুন্সী (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস : শিয়ালদহ, কলিকাতা। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র সম্মত পরমার্থ ভাবপূর্ণ সঙ্গীত ও বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা। পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক কালীপ্রসন্ন উপাধিতে ভূষিত। 'বাঙ্গালীর গান'-এ এঁর অনেকগুলি গান সংকলিত হয়েছে।

বেলায়েৎ হোসেন মুন্সি (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম : যশোর, নিবাস : কলিকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : খায়রে দো জাহান (১২৮৬), নিয়েতনামা (১২৮৭), ফেসানা আজায়েব (১২৭৫)।

বৈকুণ্ঠ চন্দ্র দাস (?—১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : ঢাকায়। শিক্ষক। ঢাকা রিপন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা। সহ-সম্পাদক : ঢাকা-প্রকাশ।

বৈকুণ্ঠ নাথ দাস (২১।৮।১২৮৬ বঙ্গাব্দ—১৯৫৬ খ্রীঃ)। জন্ম : গুজিয়া, মৈমনসিংহ। শেষজীবনে নবদ্বীপের নিকটবর্তী ঘোলাপাড়া নিবাসী। স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্নেহধন্য। যাত্রাপালা রচয়িতা,—চিত্রশিল্পী,— সৌরভ পত্রিকার লেখক। রচিত যাত্রাপালা : কর্মফল কণ্ডক, কৃষ্ণকালী, সুবল মিলন, যুগল মিলন।

বৈকুণ্ঠনাথ দাস। সম্পাদক : মাসিক সখী (১৯০১)।

বৈকুণ্ঠনাথ দাস। কবি ও শিশু-সাহিত্যিক। প্রকাশিত শিশুদের উপযোগী কাব্য : কোমল গাথা (১৯০০), হাসি মুকুল (১৯০০)।

বৈকুণ্ঠনাথ দে। প্রকাশিত গ্রন্থ : তামাক এক প্রকার বিষ (১৯০১), আগামী রাজ্য (১৯০১)।

বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভগবদ্‌গীতা (পদ্যানুবাদ—১৮১৯)।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু, রায় বাহাদুর (জন্মাষ্টমী/৫/১২৬০ বঙ্গাব্দ—১৯২১ খ্রীঃ)। পিতা : শ্রীনাথ বসু। ২৪ পরগণার বহড়ু গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার পর (১২৭৪) কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্‌. এ. পাশ। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতে অনুরাগী। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা (১২৭৮)। সেতার সুরবাহার প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন সঙ্গীতের স্বরযোজনায় ও রাগরাগিণী তাললয়ে অভিজ্ঞ। বেঙ্গল একাডেমি অফ মিউজিক থেকে সঙ্গীত উপাধ্যায় উপাধি ও স্বর্ণকেয়ূর প্রাপ্ত। কলিকাতা টাঁকশালের নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত (১২৭৭), শিয়ালদহের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌, দুই বৎসর পরে কলিকাতার অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌। কারেন্সি অফিসের ডেপুটি ট্রেজারার (১৮৮০), টাকশালের দেওয়ান (বুলিয়ানকী পার-১৮৮৩) রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত (১৮।৯।১৩০০)। নাট্যকার ও সঙ্গীত রচয়িতা। বাঙ্গালীর গান গ্রন্থে কয়েকটি সঙ্গীত সংকলিত। ১৪টি নাটক ও প্রহসন রচয়িতা। প্রকাশিত নাটক : নাট্যবিকার পৌরাণিক পঞ্চরং, রামপ্রসাদ, বারবাহার, বসন্তসেনা, কৃষ্ণাষ্টমী, মান, ঠকালে কে? জুতোর হুজুগ, গোবর গণেশ, ষোল কড়াই কানা, নাট্যসংহার, অদল বদল, লছমী পানা।

বৈকুণ্ঠনাথ সর্বাধিকারী (১৯শ শতাব্দী)—

প্রকাশিত গীতিনাট্য : উষাহরণ (১৮৩৯)।

বৈকুণ্ঠনাথ সরকার। প্রকাশিত কাব্য : হাসিমুখ (শিশু-১৯৮০)।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রায় বাহাদুর (১৪।৬। ১৮৪৩—×।৪।১৯২১)। জন্ম : আলমপুর, বর্ধমান। পিতা : হরিমোহন সেন। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্‌ট্রান্স (১৮৫৯), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৬৩) ও বি. এল্. (১৮৬৪) পাশ। কলিকাতা হাইকোর্ট ও পরে বহরমপুর কোর্টের উকিল, বহরমপুরে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট্ (১৮৭৩-৯৯), বহরমপুর পৌরসভার সভাপতি, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, কাশিমবাজার রাজার উপদেষ্টা—জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের (১৯১৭) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভ্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি। বেঙ্গল পটারি ওয়ার্ক্‌সের পৃষ্ঠপোষক। সম্পাদক : মাসিক মুর্শিদাবাদ হিতৈষী (খাগড়া-১৩০৩)।

বৈদ্যনাথ দ্বিজ। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিবপুরাণ (অনুবাদ—১৮৩৯-৪৭)।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ শতকের ৪০-৫০ এর দশকের বাঁকুড়ার উল্লেখযোগ্য কবি। আঙ্গিকের বৈচিত্র্য, ভাব গভীরতা, প্রত্যয়শীলতা ও মানবপ্রীতি কবিতার বিশিষ্ট গুণ। প্রকাশিত কাব্য : আম কাঁঠালের ছড়ার বই, রুদ্রনাচন, সূর্যশপথ, দেওয়ালের অক্ষর, বাংলা মা, কবিপত্র, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, পোষ্টার কবিতা প্রভৃতি। সম্পাদিত কাব্য : শিল্পী, ফল্‌গু।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। খাজনাখানার কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ২ খণ্ড (১৮৪৮)।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম : কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ : আচার দর্পণ (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে), অজ্ঞান তিমির নাশক (ঐ)।

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯।১২।১৯০০/ ১৪।৯।১৩০৭—১২।১১।১৯৭৪/২৫।৯।১৩৮১)। জন্ম, মৃত্যু ও পৈতৃক নিবাস : কলিকাতায়। নিবাস : ৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৩। পিতা : নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : কিরণময়ী। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, গল্পলহরী, গল্পাঞ্জলি, বিচিত্রা, যমুনা, পুষ্পপাত্র, আবাদ, পূর্ণিমা, বাঁশরী, আত্মশক্তি, সচিত্র শিশির, প্রাচী, নবশক্তি, নবযুগ, কল্লোল, পল্লীবাণী, মহিলা, মানসী, মর্মবাণী, অর্চনা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। এস্. এল্. ওয়েভ্. বারোয়ারী উপন্যাসের শেষ দুটি পরিচ্ছদের লেখক (১৩৫৬)। প্রকাশিত উপন্যাস : অনামিতা (১৩৪৫)।

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (১৯০৭—) ছদ্মনাম : বাণীকুমার। জন্ম : হাওড়া কানপুরে মাতুলালয়ে। টাঁকশালের কর্মী। নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ : সারনাথ, বিস্মৃত বৈশালী, সপ্তগ্রাম, সন্তান, তারাবাঁশী, গীতবাণী ইত্যাদি।

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (১৩২২—) ছদ্মনাম : তীর্থযাত্রী, শ্রীনাথ শর্মা। জন্ম : তমলুক, মেদিনীপুর, কবি ও শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলার প্রতিভা, মালঞ্চ মঞ্জরী।

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (১৯১১—১৯৭৬) এম্. এ. (অর্থনীতি) আই. সি. এস্.। নিবাস : রাজপুর, ২৪ পরগণা। পিতা : রায়সাহেব নিকুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য। হরিনাভি অ্যাংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালায় ১ম স্থান অধিকার করায়

স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। শান্তিপুরের বি. ডি. ও., ফুলিয়া শহরের এড্‌মিনিস্‌ট্রেটর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্‌—ডেপুটি কালেক্‌টর—শেষে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট্‌ হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত। ভারতের অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার জন্য সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। প্রকাশিত গ্রন্থ: মাদাম কুরী (শিশুদের উপযোগী জীবনী—১৩৬০)।

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (১৮৯৩—?)। জন্ম: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। নিবাস: খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: প্রমীলার আত্মকথা (১৯৩৮), পল্লীসংস্কার (১৩৩৮)। গল্প: মূর্খ কে? (১৯৩৬)।

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, কাব্যপুরাণতীর্থ (১৮৯৪-১৯৪৯)। জন্ম: মহেশপুর, যশোর। আদি নিবাস: পূর্বস্থলী, বর্ধমান। যৌবনে বিপ্লবী অনুশীলন দলে যোগদান করায় যশোহর জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার পরে পূর্বস্থলী গ্রামে বাস করে সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ। সম্পাদক: মাসিক স্বস্ত্যয়ন। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঘরে পরে, ব্যথার সুখ, নিরক্ষরা, ভুল. মুক্তি, স্মৃতি তর্পণ, স্বর্ণসিংহাসন, মাধবীর বিদ্রোহ।

বৈদ্যনাথ রায়। জন্ম: জঙ্গলবাড়ী, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ: হাফেজ (১৯২০)।

বৈষ্ণবচরণ বসাক। সম্পাদক: মাসিক আর্যপ্রতিভা (১২৯৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: পুঁটুরাণীর ছড়া (শিশু-১৯০৫)।

বৈষ্ণব দাস। গোকুলানন্দ সেন দ্রষ্টব্য।

বোগেরীত মৌলভী। সম্পাদক: জগৎ-দীপ (পার্শী, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায়-১৮৪৬)।

বোম্মানা বিশ্বনাথন্‌ (১৯৩৪—) ছদ্মনাম: কাশীপতি। জন্ম: অন্ধ্রপ্রদেশে। অবাঙ্গালী হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শী। 'চাঁদমামা'র বাঙ্গালা সংস্করণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। অন্য রাজ্যের ভাষার গ্রন্থসমূহের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ: কেরলসিংহম্‌, আম্রপালী, আধুনিক ভারতীয় গল্প সঞ্চয়ন, কেরালার গল্পগুচ্ছ ইত্যাদি।

(ডঃ) বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (৫।১।১৯৩৬—) এম্‌. এ. পি. এইচ্‌. ডি.। জন্ম: গুলবাহার, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক। গল্প ও প্রবন্ধ লেখক—অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: অবিচ্ছিন্ন (১৯৬০), দূরদূরান্ত (১৯৬৬), বিশাল ক্রোধ (১৯৬৯), মুণ্ডহীন মহারাজ, সর্বনাশ চতুর্দিকে। অনুবাদ: টোয়েন জেম্‌স্‌ উল্‌ফ্‌ (১৯৬৬), মানব প্রেমিক চিকিৎসাবাদের কাহিনী (১৯-৬৩), উইলিয়ম ফকনার (১৩৬৯), কিং জন (১৩৭৩), জুলিয়াস সিজার (১৯৬৬) রোমিও জুলিয়েট (১৯৬৪), সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী। প্রবন্ধ: মাইকেলের জাগরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, নিস্তব্ধতার সংস্কৃতি, বাংলাদেশের লোকশিল্প, চিত্রশিল্প: বাংলাদেশ, জার্নাল, শ্রাবণে, আশ্বিনে, স্বদেশ ও সাহিত্য. কণ্ঠস্বর, দক্ষিণে, গ্রামাঞ্চল ধনতন্ত্রের বিকাশ, উপমহাদেশে গ্রামীণ গবেষণা চর্চা ও প্রাসঙ্গিক সমস্যা।

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী (১৯২৩—) ছদ্মনাম: দেবল। কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: খড়গপুরের কথা, হলুদ দুপুরে ইত্যাদি।

ব্যোমকেশ চাঁদ বাঙাল (১৯শ শতাব্দী) জন্ম: ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঘরে থাকতেই

বাবুই ভিজে (মদ্যপানের বিরুদ্ধে রচিত পুস্তিকা, ১৮৫৭)।

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস: মুর্শিদাবাদ। ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখক। প্রায় ৫০টি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সোনালী, লক্ষ্মীপ্রতিমা, শিথিল কবরী, বিয়ের রাত, স্বর্ণমন্দির জীবনের সাধ, রূপসী, চোখের কাজল, দুনিয়ার দান, সোহাগী (১২৯৩), কাজলা রাতের বাঁশী, কিশোরী, আলোর কমল, নিখিলের শান্তি, কান্না ও ছায়া, বাদল ধারা, বিশ্বনাথের দরবার, দানের বোঝা, স্বেচ্ছাসেবিকা, পদ্মমধু।

ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য (৪।২।১৯১৩—) জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস: মবারকপুর শ্রীহট্ট। বর্তমান নিবাস: মীরাবাণী প্রচার মন্দির, জি ৩২/৮, এয়র বটতলা, বাঙ্গালীটোলা, বারাণসী, উত্তর প্রদেশ। পিতা: বরদানাথ ভট্টাচার্য. মাতা: সরোজিনী। আসামে হাইলাকান্দি গভর্ণমেণ্ট্ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (ক. বি. ১৯৩৪)। সাহিত্যভূষণ উপাধিপ্রাপ্ত। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত হাইলাকান্দিবাসী। দিল্লী হরিজন সেবক সঙ্ঘের এ. ভি. ঠক্কর, বাপা, মহাদেব দেশাই প্রমুখের অর্থে ও নির্দেশে হরিজন সেবা, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি কর্মে ব্রতী, পরে অচ্যুত পটবর্ধনের সহযোগীরূপে কাশীতে সংগঠনমূলক সেবাকর্মে নিযুক্ত। মীরাবাণী প্রচার মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বারাণসী শাখার প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৫১ খ্রীঃ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভ্য। বহু প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক এবং অর্থাদি পুরস্কার প্রাপ্ত। উত্তর প্রদেশ সরকার প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬০), স্বরাজ্য পার্টির প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপাল আচারীর নিকট থেকে ১০০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৫)। এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রদত্ত আনন্দ পুরস্কার (১৯৮২) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত মাসিক ১০০ টাকা সাহিত্যবৃত্তি প্রাপ্ত। প্রবর্তক উজ্জীবন, পূর্বায়ণ (আসাম). সোনার গৌরাঙ্গ (ঐ). গৌড়ীয় বৈষ্ণব বাণী (নবদ্বীপ) সম্মেলনী (দিল্লী) প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: মীরাবাঈ (১৯৫৭)। মীরাবাঈ (হিন্দী-১৯৫৮), মীরা কাহিনী (১৯৫৮), আড়বার অণ্ডাল (১৯৬২), শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদ (১৯৬৯), ভক্ত নরসিং মেহতা (১৯৭৭) হাইলাকান্দির অতীত স্মৃতি (পূর্বায়ণে প্রকাশিত-১৯৭৫), ব্রাহ্মণ বা তত্ত্বজিজ্ঞাসা (পথের আলো পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)।

ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: সিরাজ মোহিনী।

ব্যোমকেশ মুস্তফী (১৮৩৮—১।৪।১৯১৬/১৩২২)। ছদ্মনাম: শ্রী রোগাতুর শর্মা, ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। পিতা: খ্যাতনামা অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। বাগবাজার ব্রাউন ইন্‌স্টিটিউসনের ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্র। কলিকাতা হাইকোর্টের কর্মচারী (১৩০৬-২২)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অক্লান্ত কর্মী ও সহকারী সম্পাদক (১৩০৬-২২)। তপস্বিনী (১৮৮৪) ও ভারত পত্রিকা (১৮৮৫) প্রকাশে সহায়ক, বিশ্বকোষ সংকলনে নগেন্দ্রনাথ বসুর সাহায্যকারী। সাহিত্য পরিষদ. মানসী, বাণী প্রভৃতি পত্রিকায় মননশীল প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদক: মাসিক সাহিত্য কল্পলতা (১২৯৮-১৩০০), সাপ্তাহিক বঙ্গনিবাসী, মাসিক মালা (১৩০০), ভারত সংবাদ (১২৯১),

সাপ্তাহিক বসুমতী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্যাঁটরা নিবাসী কবি ঠাকুরদাস দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ললাট লিখন (উপন্যাস সংগ্রহ), নববর্ষে অলংকার, রোগ শয্যার প্রলাপ।

বৌধায়ন মুখোপাধ্যায় (২।৭।১৯৫৪ –) জন্ম : কলিকাতায়। পৈত্রিক নিবাস : ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : ৪।৪৭, এম্, চণ্ডীতলা লেন, কলিকাতা—৪০। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় থেকে ১ম স্থান অধিকার করে উচ্চ মাধ্যমিক। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগ্রিকালচারে এম্. এস্. সি.। ম্যানেজমেণ্ট্ সার্ভিসে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। এলাহাবাদ ব্যাংকের অফিসার। অমৃত, কবিপত্র, সংস্কৃতি পরিক্রমা, কণ্ঠস্বর, অর্কিড্, আনন্দবাজার, যুগান্তরের ছোটদের পাতায় শুকতারা, ষ্টেট্স্ম্যান প্রভৃতি পত্রিকার প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ফিচার প্রভৃতি প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'সপ্তপর্ণী' (১৯৭২-৭৩), সাহিত্য কণ্ঠস্বর (১৯৭৯—)।

ভক্তরমল ওসওয়াল সিংহী (১৯১৪—) জন্ম : জয়পুর, রাজস্থান। পত্নী : অভিনেত্রী সুশীলা সিংহী। বারাণসীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। কলিকাতায় ব্যবসায়ী। দেশকর্মী, সমাজসেবী, সংস্কৃতি অনুরাগী। কলিকাতায় নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলিকাতা কলামন্দিরে সম্বর্ধিত (১৯৮৪)। সম্পাদিত পত্রিকা : তরুণ (হিন্দী)। প্রকাশিত কাব্য : বেদনা (২২ বৎসর বয়সে রচিত ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রশংসিত)।

ভক্তরাম দাস। জন্ম : আনোয়ারা গ্রাম, চট্টগ্রাম। রচনা : গোকুল মঙ্গল।

ভক্ত সিং (২২।৭।১৯৫৫—)। পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস : হাইলাকান্দী, কাছাড়, আসাম। পিতা : অমর সিং, মাতা : গিরিজা দেবী। মাতৃভাষা : নেপালী। শিক্ষক—কবি। নেপালী কবিতার বঙ্গানুবাদক। সাহিত্য, নান্দীমুখ, গতক্রতু, পাহাড়িয়া, ঋতুরঙ্গ, বেলাভূমি, অঙ্গীকার, অতএব, পূর্বায়ণ প্রভৃতি উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। হাইলাকান্দির চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটি কর্তৃক সম্বর্ধিত। প্রকাশিত কাব্য : কয়েকটি নেপালী কবিতা ও নিজস্ব।

ভক্তি ঠাকুর (×।৭।১৯৩১—)। জন্ম : খয়রাশোল, বীরভূম। প্রথম জীবনে কোলিয়ারীতে মাইনিং এপ্রেন্টিস,—পরে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, দুর্গাপুরে কেরাণী, কারখানার কর্মী —সংগঠনের কর্মী। ১৯৫১ সাল থেকে কবিতা লেখক। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ : পোড়ামাটির পুতুল।

ভক্তি দাস। বৈষ্ণব কবি। রচনা : বৈষ্ণবামৃত।

ভক্তি দেবী (১৩৩৭/১৯৩০—)। পিতা : সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা : ইন্দুপ্রভা, স্বামী : নির্বাণীতোষ ঘটক (চট্টোপাধ্যায়)। প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯৪৫)। কথা সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : যদি জানতেম, বন্ধনহীন গ্রন্থি। কাব্য : জোনাক্ জ্বলে।

ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী (১৯০৪—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীগুরু চরণতলে (ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর স্মৃতিকথা-১৯৮০)।

ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব। প্রকাশিত গ্রন্থ : মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব বিজয়, শ্রীশ্রী নবদ্বীপ শতকম্, শ্রীশ্রী নবদ্বীপ মাহাত্ম্যম্, শ্রীশ্রী দামোদরাষ্টকম্।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (২।৯।১৮৩৮, ১৮।৫।

১২৪৫—১৯১৪/৯।৩।১৩২১)। প্রকৃত নাম ঃ কেদারনাথ দত্ত। জন্ম ঃ নদীয়া জেলার উলা বীরনগরে মাতুলালয়ে। পিতা ঃ হাটখোলার দত্তবংশীয় আনন্দচন্দ্র দত্ত, মাতা ঃ জগ-মোহিনী। বন্ধু ঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কৃষ্ণনগর কলেজ ও কলিকাতা হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কিছুকাল উড়িষ্যায় কটক, ভদ্রক ও মেদিনীপুর স্কুলের শিক্ষক, চুয়াডাঙ্গার জজ্ সাহেবের হেডক্লার্ক,—পরে ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেট্, বিভিন্ন অঞ্চলে ডেপুটি কালেকটর। বাঘনাপাড়ার বিপিনবিহারী গোস্বামীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত। হিন্দু ইন্টেলিজেন্স পত্রিকায় ইংরাজী ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা,—ভক্তিগ্রন্থ রচয়িতা ও প্রকাশক, ভক্তিবিনোদ উপাধিপ্রাপ্ত (১৮৫৫), সংসার ত্যাগী, মায়াপুর চৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠাতা। সজ্জনতোষিণী মাসিক পত্রিকার প্রকাশক (১৮৮১)। উর্দু, ফার্সী, ওড়িয়া, সংস্কৃত, ইংরাজী, লাটিন প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ অরুণোদয় কীর্তন, নগর কীর্তন, বাউল সঙ্গীত, কার্পণ্যপঞ্জিকা, শ্রীশরণাগতি, শ্রীগীতাবলী, গীতিমাল্য, হরিকথা (১৮৫০), বিজন গ্রাম (১৮৬৩), সন্ন্যাসী, আদ্যাশক্তি ও শুম্ভ নিশুম্ভ (১৮৫১)। উপন্যাস ঃ প্রেম প্রদীপ। ধর্মবিষয়ক ঃ কল্যাণকল্পতরু (১৮৮১), গর্ভস্তোত্র ব্যাখ্যা (১৮৭০), শ্রী-চৈতন্য শিক্ষামৃত (১৮৮৬), বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা (১৮৮৬), শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (১৮৯০), শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা (১৮৯২), তত্ত্ববিবেক (১৮৯৩), শোকশতক, জৈবধর্ম (১৮৯৩), ভজন রহস্য। বিবিধ ঃ দত্তবংশমালা (১৮৭৬)। প্রবন্ধাবলী। সংস্কৃত গ্রন্থ ঃ বৌদ্ধবিজয় কাব্যম্ (১৮৭৮), দত্তকৌস্তুভম্ (১৮৭৪)। উর্দুগ্রন্থ ঃ বলিদে রেজেস্ত্রী, ইংরাজী ঃ **Maths of Orissa, Our wants, Speech on Bhagawat** (১৮৬৯), **Reflection** (১৮৭১), **Sri Chaitanya Mahaprabhu.** সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ শ্রীমদ্-ভগবদ্‌গীতা (সটীক-১৮৮৬), তত্ত্বসূত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীকল্যাণ কল্পতরু, শ্রীভজনামৃতম্, সংকল্প কল্পদ্রুম, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (অনুবাদ-১৮৮০), সৎক্রিয়া-সার দীপিকা, প্রেমবিবর্ত, ভাগবতামৃত মরীচিমালা।

ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ। নবদ্বীপ-মায়াপুর চৈতন্যমঠের প্রয়াত অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক।

ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অদ্বৈত আচার্যের চরিতসুধা।

ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। গৌড়ীয় বেদান্তমঠের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অটন দীপিকা, শ্রীগৌড়ীয় গীতিগুচ্ছ, সিদ্ধান্ত রত্নম্।

ভক্তিরক্ষক শ্রীধর স্বামী মহারাজ (?—১৯৮৮) নবদ্বীপ কোলের ডাঙ্গায় গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ ঃ শ্রীপ্রপন্ন জীবনা-মৃতম্ প্রেমধামদেবমেব স্তোত্রম্ কীর্তন মঞ্জুষা, শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার বাঙ্গালা ভাষ্য, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, মণি-মঞ্জরী।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (২৩।১০।১২৮০/৬।২।১৮৭৪—১৬।৯।১৩৪৩/১।১।১৯৩৭)। ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের পরে গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের বিবৃতি, চৈতন্য ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্য, সহজিয়া শতদূষণী, দ্বাদশ আলোয়ার, ব্রাহ্মণ

ও বৈষ্ণবের তারতম্য, প্রবন্ধমালা, বঙ্গে সামাজিকতা, অনন্তগোপালতথ্য, চৈতন্য চন্দ্রামৃত ও গৌরধাম মাহাত্ম্য (প্রবোধানন্দ সরস্বতীর বঙ্গানুবাদ), যুক্তি মল্লিকা (বঙ্গানুবাদ), বিশুদ্ধ সারস্বতচৈতন্য পঞ্জিকা, সাংখ্যবাণী।

ভক্তিসুধা দেবী। কবি। প্রকাশিত কাব্য : রজনীগন্ধা।

ভগবচ্চরণ বিশারদ (১৯শ শতাব্দী)। নামান্তর : ভগবানচন্দ্র সেন। জন্ম : হুগলী জেলার গৌরীভা গ্রামে বৈদ্যবংশে। চুঁচুড়া মহম্মদ মহসীন বিদ্যালয়ের শিক্ষক—হুগলী কলেজের পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাধুভাষার ব্যাকরণ (১৮৪০), মুগ্ধবোধ।

ভগবতীচরণ চক্রবর্তী। সম্পাদক : মাসিক কবিতাময়ী পত্রিকা দুঃখিনী (ঢাকা-১২৮৬)।

ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : জ্ঞান দীপিকা (১৮৪০), সমাচার চন্দ্রিকা (১৮৫৩), সমাচার দর্পণ (২য় পর্যায়—১৮৪২)।

ভগবতীচরণ প্রধান (১২৪৬-১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। জন্মঃ সুতাহাটা, বৈষ্ণবচক, মেদিনীপুর। পিতা : বিষ্ণুপ্রসাদ প্রধান, মাতা : জানকী। প্রকাশিত গ্রন্থ : আর্যপ্রতিভা (১৩১৮), ব্রাহ্মণসংহিতা (১৯০৫), মহিষাদল রাজবংশ (১৩০৪), মাহিষ্যকৈবর্ত জাতি (১৮৮৫), মাধব মেলা, জাতি কুসুম।

ভগবানচন্দ্র দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইউরোপে তিন বৎসর (১৮৭৩)।

ভগবানচন্দ্র পণ্ডিত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্যাকরণ সারসংগ্রহ (১৮৪৫)।

ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জন্ম : উত্তরপাড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বংশাবলী (১২৬৩)।

ভগীরথচন্দ্র বিশারদ। জন্ম : হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সারসংগ্রহ, বঙ্গভাষা সাধুভাষা ব্যাকরণ।

ভগীরথ দাস। বৈষ্ণব গ্রন্থকার। রচনা : চৈতন্য সংহিতা।

ভগীরথ দ্বিজ। বৈষ্ণব পদকর্তা। পিতা : কংসারি পণ্ডিত। রচনা : তুলসী চিত্র, পদাবলী।

ভগীরথ বন্ধু। রচনা : চৈতন্য সঙ্গীত (চৈতন্য জীবনী)।

(ডঃ) ভবতোষ দত্ত (১৯১১—)। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্। জন্ম : পাটনা, বিহার। মাতুলালয় : বাদুড়বাগান, কলিকাতা। মৈমনসিংহের দৌলতপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এ., কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. ও অর্থনীতিতে পি. এইচ্. ডি.। চট্টগ্রাম কলেজ, বর্ধমান রাজকলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, ইস্‌লামিয়া কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিন বৎসর আমেরিকায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের একটি বিভাগের প্রধান। প্রত্যাবর্তনের পরে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা। ৪র্থ অর্থকমিশনের সদস্য, শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারি হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত (১৯৬৯)। ব্যাংকিং কমিশনের সদস্য। রিজার্ভ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় বোর্ডের পরিচালক, সংবাদপত্র বিষয়ক অর্থনীতি সমিতির চেয়ারম্যান, সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান, উচ্চশিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রদত্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতের অর্থনীতি চিন্তাধারা অর্থনীতির পথে, ভারতের আর্থিক উন্নয়ন, ধন বিজ্ঞান, টাকার কথা প্রভৃতি।

(ডঃ) ভবতোষ দত্ত (১৪।৯।১৯২৫—)। জন্ম ঃ মন্মথপুর, পূর্ণিয়া, বিহার। পৈত্রিক নিবাস ঃ ঢাকা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ শান্তিনিকেতন বীরভূম। পিতা ঃ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, মাতা ঃ শৈবলিনী, পত্নী ঃ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের কন্যা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপিকা ডঃ গার্গী দত্ত। ঢাকা সেণ্ট্ গ্রেগরি স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪১), ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৪৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অনার্সসহ বি. এ. (১৯৪৬) ও বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৪৭), বিশ্বভারতী থেকে সাহিত্যভারতী (১৯৪৫) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. (১৯৬৭) ডিগ্রীপ্রাপ্ত। কৃষ্ণনগর কলেজে বাঙ্গালার অধ্যাপক (১৯৪৮-৫৬), প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (১৯৫৬-৫৭) প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী প্রফেসর (১৯৫৭-৭৩), কোচবিহারে আচার্য ব্রজেন শীল কলেজের প্রফেসর (১৯৭৩-৭৬) ও অধ্যক্ষ (১৯৭৬-৭৭), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর অধ্যাপক (১৯৭৭), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক (১৯৭৮—)। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক লন্ডনে গবেষণার জন্য নির্বাচিত (১৯৮২), উক্ত কমিশন কর্তৃক জাতীয় বক্তারূপে নির্বাচিত (১৯৮৩-৮৪), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রামমোহন বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত (১৯৭৯) ও বিদ্যাসাগর বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত (১৯৮৩), অযোধ্যায় অনুষ্ঠিত এবং **Indian Academy of Cultural Research** আয়োজিত ভারত সংস্কৃতিতে রামচন্দ্র সম্মেলনে শাখা সভাপতি, সাহিত্য একাডেমি আয়োজিত আন্তর্জাতিক রামায়ণ সম্মেলনে দিল্লীতে আমন্ত্রিত (১৯-৭৫), বরেন্দ্র গবেষণাকেন্দ্র (রাজশাহী) আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত বক্তা (১৯৮২)। দেশ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, উত্তরসূরী, সাহিত্য চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রভৃতিতে রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৬১). কাব্যবাণী (১৯৬৬), বাঙালীর সাহিত্য (১৯৭৭), কীতির্যস্য (১৯৭৯), রবীন্দ্র চিন্তাচর্চা (১৯-৮৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী (১৯৫৮), ঈশ্বরগুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব (১৯৬৮), মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ (যুগ্মভাবে), অক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্তের বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৭৪), বাংলা ছন্দশাস্ত্রের রূপকার প্রবোধচন্দ্র সেন (১৯৮৫)।

ভবতোষ ভট্টাচার্য (২৫।৯।১৯০৩—) এম্. এ. কাব্যতীর্থ। জন্ম ঃ মুঙ্গের, বিহার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রঘুনন্দনের ঋণ। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ রাজধর্মকৌস্তুভ, বল্লাল সেনের দানসাগর।

ভবতোষ রায় (১৮৯১ – ৪।৭।১৯৬৩)। সাংবাদিক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ হিন্দু।

ভবদেব ভট্টাচার্য। ছদ্মনাম ঃ শ্রীদেবাচার্য। নিবাস ঃ কলোরা গ্রাম, যশোর। অধ্যাপক। আন্তর্জাতিক ছোটগল্প পত্রিকায় পুরস্কারপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দেবতার ক্ষুধা, বিমুগ্ধা পৃথিবী, সুরের পরশ, **The Science of palmistry.**

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৩—১৮৯৬) জন্ম ঃ বরাহনগর কলিকাতা, পিতা ঃ রামদাস চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষক—সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নীতি কুসুম, আদর্শ নারী।

ভবভূতি ভট্টাচার্য (১২৯৫—১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) এম্. এ. (১৯১৪), বিদ্যাভূষণ। জন্ম ঃ ভট্টপল্লী, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ হৃষীকেশ

শাস্ত্রী। বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। সম্পাদক: বিদ্যোদয় (১৯১৪—১৯২২), ব্রাহ্মণ।

ভবসিন্ধু দত্ত (১২৭৫-১৩৪৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: পাহাড়পুর, মেদিনীপুর। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক—শিক্ষাব্রতী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছত্রপতি শিবাজী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভবানন্দ। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঘুঘু চরিত্র।

ভবানন্দ দাস। রচনা: রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

ভবানন্দ দাস। জন্মস্থান: অধুনা বাংলাদেশের পূর্ব মৈমনসিংহ বা কুমিল্লা। রচনা: হরিবংশ, পদ্মপুরাণ; লক্ষ্মণবিজয়।

ভবানন্দ দ্বিজ। পদকর্তা। জন্ম: চট্টগ্রাম। পিতা: শিবানন্দ। রচনা: কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা, বৈষ্ণব পদাবলী।

ভবানী বা ভবরাণী। তরজা ও ঝুমুরগীত রচয়িত্রী।

ভবানী চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক: জ্ঞানদীপিকা (১৮৪০)।

ভবানীচরণ ঘোষ। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: হেমেন্দ্রনাথ, পরিণয় কাহিনী, সরমার সুখ, উপকথা।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭/১১৯৪—২০১২। ১৮৪৮।৯।১১। ১২৫৪) ছদ্মনাম: প্রমথনাথ শর্মা, গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জন্ম: নারায়ণপুর, উখড়া। নিবাস: কলুটোলা, কলিকাতা। পিতা: রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরাজী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত। ডাকেট কোম্পানীর কার্যালয়ে (১৮০৩), পরে উক্ত হৌসের মুৎসুদ্দি, কলিকাতা ট্যাক্স্ অফিসের দেওয়ান, Hickey Ballie & Co. এর বেনিয়ান। কলিকাতায় জুরী নিযুক্ত (১৮২৮)। রক্ষণশীল হিন্দু। ধর্মসভা (১৭।১।১৮৩০) ও সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে সম্বাদ কৌমুদী সম্পাদক, মতভেদের জন্য সম্পাদনা ত্যাগ। এদেশে শিল্প বাণিজ্যে বিদেশী অর্থ বিনিয়োগ ও বিদেশী প্রথানুকরণের প্রথম বিরুদ্ধতাচারী। সাংবাদিক ও ব্যঙ্গলেখক। সেকালের কলকাতার নব্যবঙ্গী সমাজের প্রতিফলন এবং ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য কলিকাতা কমলালয়, নববাবু বিলাস ও নববিবি বিলাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা উপন্যাসের সূচনাপর্ব হিসাবেও গ্রন্থত্রয় বিশেষ মূল্যবান। বিদ্যাসাগরের পূর্বে সহজ ও সরস বাঙ্গালা গদ্য রচনার জন্য কৃতিত্বের অধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), হিতোপদেশ (১৮২৩), নববাবু বিলাস (১৮২৫), দূতীবিলাস (১৮২৫), নববিবি বিলাস (১৮৩১), শ্রীশ্রী গয়াতীর্থ বিস্তার, আশ্চর্য উপাখ্যান (১৮৩৪), পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা (১৮৪৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ: হাস্যার্ণব, শ্রীমদ্‌ভাগবত (১৮৩০), প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক (১৮৩৩), মনুসংহিতা, ঊনবিংশ সংহিতা, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। সম্পাদক ও পরিচালক: সাপ্তাহিক সম্বাদ কৌমুদী (৪।২।১৮২১), সাপ্তাহিক সমাচার চন্দ্রিকা (৫।৩।১৮২২), খৃষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি (১৮২২)।

ভবানী দাস। অন্ধ কবি। জন্ম: কাঁটালিয়া, মৈমনসিংহ। রচনা: মার্কেণ্ডেয় চণ্ডী।

ভবানী দাস (ত্রয়োদশ শতাব্দী?)। জন্ম: ত্রিপুরা। রচনা: ময়নামতীর পুঁথি, লক্ষ্মণবিজয় বা রামাভিষেক (রাজা জয়চন্দ্রের আদেশে রচিত), সরযু।

ভবানী দাস। জন্ম ঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা ঃ বামনদেব (মতান্তরে যাদব) বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ যশোদা। রচনা ঃ রাম স্বর্গারোহণ।

ভবানীনাথ। রচনা ঃ পারিজাত হরণ।

ভবানী পণ্ডিত। জন্ম ঃ ত্রিপুরার পণ্ডিত উপাধিধারী ব্রাহ্মণ বংশে। রচনা ঃ রামাভিষেক বা লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়, ব্রহ্মপুরাণ।

ভবানীপ্রসাদ কর রায়। বৈদ্যবংশীয়। পিতা ঃ নবকৃষ্ণ রায়। রচনা ঃ দুর্গামঙ্গল (চণ্ডীর পদ্যানুবাদ)।

ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তী। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ বিরহী (১৯৫০)।

ভবানীপ্রসাদ দত্ত (১৮৯৩—১৯৫০)। প্রধান শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিদ্রোহী (১৯৫০), চণ্ডীদাস (১৯৫৪), অভিশাপ (১৯৫৫)।

ভবানীপ্রসাদ দত্ত। জন্ম ঃ হবিগঞ্জ, লাসাই পরগণা, শ্রীহট্ট। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দত্তবংশাবলী বা চক্রপাণি দত্তের বংশবিবরণ (কাব্যোতিহাস)।

ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী। নিবাস ঃ হাটখোলা, ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পাদশত সঙ্গীত (ঢাকা-১৩২২)।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার (৯।৪।১৯৫৩—) বি. এ. (অনার্স) কোবিদ্। ছদ্মনাম ঃ ভবানন্দ ভারতী, কৃষ্ণাষ্টমী গোস্বামী, দুর্গাপ্রসাদ দেবশর্মা। জন্ম ঃ সানপুর, জগাছা থানা, হাওড়া। পিতা ঃ নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার, মাতা ঃ নিরুপমা। বর্তমান নিবাস ঃ সানপুর (দক্ষিণ), দাসনগর হাওড়া। সানপুর কালীতলা বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক। ত্রৈমাসিক অনির্বাণ পত্রিকার ছোটদের বিভাগের পরিচালক। সত্যযুগ, বসুমতী, যুগান্তর, আনন্দমেলা, সন্দেশ, রামধনু, ঝলমল, শুকতারা, খেলার আসর, আলোর ফুলকি, শিশুমেলা, শিশুপ্রিয়, অভিনব অগ্রণী প্রভৃতির লেখক। শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে সুকান্ত পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৮০-৮১)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ সোনালী ছড়া (১৯৮৬), মিষ্টি ছড়া (১৯৮২), আগডুম বাগডুম (১৯৮২)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ মাসিক একতারা (১৯৭৪—৭৬), ত্রৈমাসিক গাঁটছড়া (১৯৮০-৮১), ত্রৈমাসিক কচিপাতা (১৯৮১—)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আর্তনাদ (কবিতা সংকলন-১৯৭৫), ছড়ার হাট (ছড়া-১৯৭৮), মজার ছড়া (১৯৮৬)।

ভবানী বণিক (১৮শ শতাব্দী)। জাতিতে গন্ধবণিক। ভবানী বেনে নামে প্রসিদ্ধ। খ্যাতনামা কবিয়াল। স্বভাব কবি। কবিগানে নিতাই বসুর প্রতিদ্বন্দ্বী। ভক্তিমূলক গান, সখীসংবাদ ও পাঁচালী গান রচয়িতা।

ভবানী ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পরিণাম, বিধিলিপি।

ভবানী মুখোপাধ্যায় (৭।৯।১৩১৬/২২।১২।১৯০৯—)। জন্ম ঃ শ্যামবাজার কলিকাতা। পৈত্রিক নিবাস ঃ শান্তিপুর, নদীয়া। বর্তমান নিবাস ঃ ৩।১।৪এ, ব্যাচারাম চ্যাটার্জি রোড্, বেহালা, কলিকাতা-৩৪। ছদ্মনাম ঃ অভয়ঙ্কর, শ্রী গগন হরকত, শঙ্করাচার্য। পিতা ঃ কমলহরি মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ নির্মলাসুন্দরী ; জ্যেষ্ঠতাত ঃ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা, দিল্লী এবং লাহোরে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বি. এ. পাশ (১৯১৮)। ভারতীয় রেলওয়ের কর্মী (৩৮ বৎসর), পার্সোনেল অফিসার হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত। কল্লোল, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিচিত্রা, দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা

প্রকাশিত। শিশিরকুমার পুরস্কার (অমৃত-বাজার-১৯৬৭) এবং প্রসাদ পুরস্কার (প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্য ১৯৮২) প্রাপ্ত। প্রথম গল্প 'পারুল' কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম উপন্যাস বনজ্যোৎস্না নবশক্তিতে প্রকাশিত। সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য। সহ-সম্পাদক : নবশক্তি, বাতায়ন, সাপ্তাহিক দীপালি। সম্পাদক : ত্রৈমাসিক বৈতালিক (১৯৬০-৭৫), হর্সান্তিকা (১৯৪৫-৪৬), পূর্ণিমা (১৯৪৫-৪৬), Manson Miscellany (১৯৪৫-৪৬), লেখক সম্মেলনের অন্যতম সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান পি. ই. এন্. পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ সভাপতি। ৫০ এর অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : স্বর্গ হইতে বিদায় (১৯৪০), কালো রাত (১৯৪৪), একাকিনী নায়িকা (১৯৪৫), কান্না হাসির দোলা (১৯৫০), অগ্নি রথের সারথি ইত্যাদি। গল্প : নির্জন গৃহকোণে (১৯৪১), যথাপূর্বং (১৯৪৪), সেই মেয়েটি (১৯৫২), বনহরিণী (১৯৫৫), চন্দ্র-মল্লিকা প্রভৃতি। অনুবাদ : বিপ্লবী যৌবন (১৯৪০), ওয়ান ওয়ার্ল্ড্ (১৯৪৫), মাদার রাশিয়া (১৯৪৫), অশ্রুসিক্ত স্বপ্ন (ভিয়েৎ-নাম যুদ্ধের পটভূমিকায় আনুনন্যকের হোলদাৎ), পিকচার্স অফ্ গোরিয়ান গ্রে (অস্কার ওয়াইল্ডের—১৯৫২), রেজার্স এজ্ (মম ১৯৫৬), জার্মান ছোট গল্প, বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের আত্মজীবনী প্রভৃতি। জীবনী : জর্জ বার্নার্ড্-শ, অসকার ওয়াইল্ড্, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি।

ভবানী শঙ্কর দাস : জন্ম : ছলহরা গ্রামে কায়স্থ বংশে। প্রকাশিত গ্রন্থ : জাগরণ বা চণ্ডীকাব্য (১৮৮৯)।

ভবানী সিন্ধু দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভবানী সেন। শিক্ষাব্রতী। ফ্রি চার্চ ইন্সটিটিউসনের বঙ্গভাষার শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বর্ণপদক (অভিধান)।

ভবানী সেনগুপ্ত। চাণক্য সেন দ্রষ্টব্য।

ভবা পাগলা (৩১৬।১৩০৭-৯—১৩৯০/২। ৩।১৯৮৪) পিতৃদত্ত নাম : ভবমোহন চৌধুরী। জন্ম : আমতা, ঢাকা, বাংলাদেশ। নিবাস : কালনা, বর্ধমান। পিতা : গজেন্দ্রমোহন চৌধুরী, মাতা : গয়াসুন্দরী। বিদ্যালয়ের শিক্ষা নগণ্য। স্বগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, আমতা এম্. ই. স্কুলে এবং মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় পাকুটিয়ার বৃন্দাবনচন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। আশৈশব ধর্মভাবাপন্ন। ভক্তিগীতি রচয়িতা। প্রচুর শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, আউল, বাউল, সঙ্গীত ও লোকগীতি রচয়িতা। জবা ভবা নামে মাসিক পত্রে বহু সঙ্গীত প্রকাশিত। প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ : ভবা পাগলার সাধন সঙ্গীত ৬ খণ্ড, মায়ের বাণী ভবার বাণী, নামের ফেরিওয়ালা ভবা পাগলা।

ভবেন্দ্র নাথ বি. এ। প্রকাশিত গ্রন্থ : মৃত্যু রহস্য (১৩২১)।

ভবেশচন্দ্র মুন্সি। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতে বিলাতি কাপড় ও আমাদের কর্তব্য (১৩২৮)।

ভবেশ দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভাঙ্গা বন্দর।

ভবেশ নন্দী (৯।১১।১৯০২—৩০।৮।১৯৮২)। জন্ম : হুগলী শহরে, পিতৃভূমি : কুষ্ঠিয়া গ্রাম, মানিকগঞ্জ, ঢাকা। পিতা : প্রসন্ন কুমার নন্দী। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯১৯). ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আই. এ. (১৯২১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ, অর্থনীতিতে এম্. এ. ও ল পাশ। ঢাকা জেলা কোর্টের উকিল (১৯২৯), বিপ্লবী

হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী গোষ্ঠীর প্রথম সারির কর্মী। নয় বৎসর কারাদণ্ডিত (১৯৩০-৩৮), নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রথম সেক্রেটারি। পুনরায় কারাদণ্ডিত (১৯৪০-৪৬), দেশ বিভাগের পর পূর্বপাকিস্তানবাসী। পাকিস্তান কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য—পাকিস্তান গণ পরিষদ ও পার্লামেন্টের সদস্য, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। অকৃতদার। পূর্ব পাকিস্তানে অর্ধসাপ্তাহিক 'আমার দেশ' পত্রিকার সম্পাদক (১৯৫৬ থেকে ১১ বৎসর), সংহতি পত্রিকার সম্পাদক (১৯৭৪ পর্যন্ত)। প্রকাশিত পুস্তিকা : শ্রীবীরেন দে (জীবনী)।

ভরত পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রহ্লাদ চরিত্র, লক্ষ্মী চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র।

ভরত মণ্ডল (৩।৬।১৩৫৭—) বি এ. কাব্যতীর্থ, পি. এইচ্. সি.। জন্ম : হুগলী জেলায় ঠাকুরাণীচক্ গ্রামে কৃষক পরিবারে। পিতা : আশুতোষ মণ্ডল, মাতা : কমলা-রাণী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ (১৯৭১)। হুগলী ডহর কুণ্ডু শ্রীরামকৃষ্ণ জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক। ফার্মাসিষ্ট্ পাশ করার পরে (১৯৮০), এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্রতী। কবি ও নাট্যকার। দেশবন্ধু যুব সংগঠনী পত্রিকা (বোঠাকুরাণীচক, হুগলী), ভগ্নদূত, ঝংকার, বুলবুল, মহাজন্মের লগ্ন, অন্তর্জগৎ, নির্মাল্য প্রভৃতি পত্রিকায় ১৯৭০ খ্রীঃ থেকে রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : অনামী। নাটক : মুক্তি নেই, রক্তশপথ।

ভাগবত চন্দ্র বিশারদ। প্রকাশিত গ্রন্থ : সুখবোধ ব্যাকরণ।

ভাগবত চন্দ্র মিত্র (১৮৭১-১৯৪৩)। হরনাথ শিক্ষাসংঘ ও হরনাথ হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। সরকারী চাকুরে। প্রকাশিত গ্রন্থ : অমিয় হরনাথ লীলা কথা ২ খণ্ড, **Haranath's Souvenir.** সম্পাদক : মাসিক কমলা।

ভাগবত চরণ দাস। সম্পাদক : সাপ্তাহিক মেদিনীপুর উৎকল সমাজ।

ভাগবতাচার্য (১৬শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম : পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র। জন্ম : বরাহনগর, কলিকাতা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। এঁর বরাহনগর আশ্রমে মহাপ্রভু অবস্থান করেছিলেন। মহাপ্রভু এঁর মুখে ভাগবত শুনে ভাগবতাচার্য উপাধি দিয়েছিলেন। রচনা : শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী (ভাগবতের পদ্যানুবাদ—আঃ ১৫২৮)।

ভাণ্ডীবন বর্মন (২৪।১১।১৩২৭—)। নামান্তর : ভোলা খ্যাপা। জন্ম ও নিবাস : মাটীয়ারী, নদীয়া। পিতা : কীর্তনীয়া ও পাঁচালী গায়ক শ্রীকৃষ্ণ বর্মন, মাতা : উমারাণী। স্কুল কলেজের শিক্ষা নগণ্য। প্রথমে পিতলের বাসন ব্যবসায়ী। পরে বাউলগান, শ্যামাসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত লেখক ও বাউলগান গায়ক। কালী সাধক। শ্রাবন্তী, দাঁইহাট বিচিত্রা, বর্ধমান হিতৈষী, দিগন্তিকা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। পশ্চিম-বঙ্গ বাউল সংরক্ষণ সমিতির সভাপতি। প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ : বর্তমান লোকসঙ্গীত ও বাউল সঙ্গীত (১৩৭৮), ভোলা (১৯৮২), উদাস বাউল (১৯৮৩), আমার কথা (স্মৃতিকথা)।

ভানু দাস। জন্ম : শ্রীহট্ট। রচনা : পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল।

ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ : চিকিৎসাঙ্কুর (১৮৭১)।

ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : আর্যনারী (১৯০১)।

ভারতচন্দ্র মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ: জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ, যাত্রী (কাব্য)।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকার (১৭১২-১৭৬০)। জন্ম: পেঁড়ো বসন্তপুর, ভূরশুট, হুগলী (বর্তমানে হাওড়া জেলায়) ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে। পিতা: নরেন্দ্রনারায়ণ রায়, মাতা: ভবানী, পত্নী: রাধা, পুত্র: পরীক্ষিত, রামতনু ও ভগবান। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র (১৭০২-৪০), কবি ঈশ্বর গুপ্তের মতে বর্ধমান রাজমাতা বিষ্ণুকুমারী কর্তৃক ভূরশুট রাজ্য আক্রান্ত ও গ্রস্ত হওয়ায় বাল্যকালেই মণ্ডলঘাট পরগণায় নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করে সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান ইত্যাদিতে পাণ্ডিত্য লাভ—এই সময়েই স্বেচ্ছায় মাতুলালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিবাহ,—গুরুজনদের ইচ্ছানুসারে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট ফার্সী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন—রামচন্দ্রের বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজা উপলক্ষ্যে সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা (১৭৩৭), গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে অগ্রজদের অনুরোধে বিষয়কর্ম তত্ত্বাবধানের জন্য বর্ধমান রাজসভায় গমন—পিতা রাজস্বদানে অসমর্থ হওয়ায় বর্ধমানে কারারুদ্ধ,—কারাধ্যক্ষের আনুকূল্যে গোপনে পলায়ন,—মারাঠা অধিকৃত কটকে মারাঠা সুবাদার শিবভট্টের সাহায্যে পুরীতে শঙ্করাচার্য মঠে অবস্থান—এখানে বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ,—বৈষ্ণববেশ ধারণ করায় মুনি গোঁসাই নামে পরিচিত,—বৈষ্ণবদের সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রাপথে খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্যালীপতি কর্তৃক গ্রেপ্তার ও গার্হস্থ্যধর্মে স্থাপন,—চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়লাভ,—ইন্দ্রনারায়ণের অনুরোধে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সভাকবিরূপে নিয়োগ,—কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্যে অন্নদামঙ্গল রচনা,—কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত রায়গুণাকর উপাধিলাভ,—কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত মুলাজোড় গ্রামের ইজারা ও গৃহ নির্মাণের জন্য ১০০ টাকা লাভ,—মুলাজোড়ে বাস,—বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে বর্ধমানের মহারাজ তিলকচন্দ্র ও রাজমাতা নিকটবর্তী কাউগাছি গ্রামে বাসকালে মুলাজোড় গ্রাম পত্তনি নেওয়ায় পত্তনিদার রামদেব নাগের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে সংস্কৃত ভাষায় নাগাষ্টক রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ, কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক গুস্তে গ্রামে বাসের ব্যবস্থা,—কিন্তু গ্রামবাসীদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মুলাজোড়ে স্থায়িভাবে বাস,—৪৮ বৎসর বয়সে (১৭৬০) বহুমূত্র রোগে মুলাজোড়ে মৃত্যু,—ভারতচন্দ্রের বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও দুর্ভাগ্যকে জয় করার ও পরিহাস করার ক্ষমতা—ভারতচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। রচনা: সত্যনারায়ণের পাঁচালী ২টি (একটি দেবানন্দপুরবাসী হীরারাম রায়ের নির্দেশে, অপরটি রামচন্দ্র মুন্সীর নির্দেশে), রতিমঞ্জরী (সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র ও মৈথিল কবি ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর আদর্শে—১৭৪০), অন্নদামঙ্গল (১৭৫২), অথ নাগাষ্টকং, চণ্ডীনাটক (সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষার মিশ্রণে রচিত অসমাপ্ত নাটক)। সত্যনারায়ণের পাঁচালী দুটিতে ভারতচন্দ্রের মৌলিক প্রতিভা প্রকাশিত হয় নি। ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গল। নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের প্রশস্তি রচনার উদ্দেশ্যে রচিত এই কাব্য শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল ও মানসিংহ-অন্নপূর্ণা-

মঙ্গল এই তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সতীর দেহত্যাগ থেকে উমার জন্ম ও হরপার্বতীর বিবাহ পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনীর পরে হরিহোড়ের দেবীর কৃপালাভ ও হরিহোড়কে ত্যাগ করে দেবীর ভবানন্দ মজুমদারকে আশ্রয়কাহিনী বর্ণিত। দ্বিতীয় অংশে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য বিজয় উপলক্ষ্যে মোগল সেনাপতি মানসিংহের নিকট ভবানন্দ কর্তৃক বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়োপাখ্যান বর্ণিত। তৃতীয় অংশে দেবীর অনুগ্রহে ভবানন্দের সাহায্যে প্রতাপাদিত্য বিজয় ও ভবানন্দের জায়গীর লাভের কাহিনী। দেবদেবীর চরিত্রে পৌরাণিক ও লৌকিক ধারার মিশ্রণ—দেবচরিত্র নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ—প্রভৃত হাস্যরস পরিবেষণ,—অসাধারণ বাক্‌রীতির প্রয়োগ—অন্ত্যানুপ্রাস ও অন্যান্য অলংকারের নিপুণ প্রয়োগ, বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্গালায় প্রয়োগ, আলংকারিক পারিপাট্যে আদি রসের ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি গুণে ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি.—মধ্যযুগের শেষ প্রতিভাবান কবি। চরিত্র চিত্রণে প্রাণের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত না হলেও প্রথম ইতিহাস আশ্রয় করার জন্য মানবিকতাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এবং স্টাইলকে কাব্যের প্রধান গুণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আধুনিকতার পদধ্বনি স্পষ্ট। সেইজন্য ভারতচন্দ্র যুগসন্ধির কবি হিসাবে পরিচিত।

ভারতচন্দ্র সরকার (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ মদন ভস্ম (১২৭৩), জানকী প্রসঙ্গ (১২৮২)।

ভারত ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক সম্বাদ-কাব্য-রত্নাকর (১১।৬।১৮৪৭)।

ভাস্কর চক্রবর্তী (১৬।২।১৯৪৫—)। জন্মঃ কলিকাতার দর্জিপাড়ার হাসপাতালে। আদি নিবাস ঃ বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায়। পিতা ঃ সঙ্গীতজ্ঞ ব্রহ্মময় চক্রবর্তী, মাতা সর্বমঙ্গলা। গোপেশ্বর দত্ত অবৈতনিক বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৬১), ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ থেকে প্রি-ইউনিভার্সিটি (১৯৬২) ও বি. এ. (১৯৬৫) পাশ। এণ্টালি একাডেমিতে অস্থায়ী শিক্ষক (তিন মাস), কিছুকাল মে এণ্ড্ বেকার কোম্পানীতে একাউণ্টস্ ক্লার্ক, গোপেশ্বর দত্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৯৭২—)। অকৃতদার, ক্রীড়ানুরাগী। কৃত্তিবাস অনিন্দ্য, উলুখড়, প্রতিবিম্ব, জার্নাল সত্তর, দেশ, অমৃত, দৈনিক কবিতা, কবিতা পত্রিকা, তরুণের স্বপ্ন, বসুধারা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও গল্প প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ কয়েকটি কণ্ঠস্বর (১৯৬২), উৎকণ্ঠ শর্বরী (১৯৭১), গান্ধীনগরে রাত্রি (১৯৭৪), মানুষের অধিকার (১৯৭৭), দক্ষিণ সমুদ্রের গান (১৯৮০), নির্বাচিত কবিতা (১৯৮১)।

ভাস্কর চৌধুরী (১৭।১১।১৯৫২—)। জন্ম ঃ চাঁপাই, নবাবগঞ্জ বাংলাদেশ। একাউণ্টিং-এ অনার্স সহ বি. কম্. ও এম্. কম্.। চাকুরিজীবী। ময়ূখ প্রবর্তিত ওসমানি স্মৃতি সাহিত্য পদকপ্রাপ্ত (১৯৮৪)। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ ঃ রক্তপাতের ব্যাকরণ।

ভাস্কর বসু (২৪।৩।১৯৩৩—)। নিবাস ঃ ৫।২, এম্, পণ্ডিতিয়া রোড্, কালিকাতা—২৯)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গবেষণা ঃ বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত। কাব্য ঃ লোভ পাপ তৃষ্ণা ও সুখ দুঃখ (১৯৭৯)।

ভাস্বতী চট্টোপাধ্যায় (১৩৪৩—)। ছদ্মনাম ঃ অনামিকা দেবী, শ্রাবণী চট্টোপাধ্যায়, স্বাতী চট্টোপাধ্যায়। কবি।

প্রকাশিত কাব্য ঃ শব্দের বুলেটে ক্ষত।

ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বি. এ., বি. এস্. সি., বি. এল্., এ. এম্. আই, বিদ্যাভূষণ। জন্ম ঃ কাশীধামে। আদি নিবাস ঃ ভূতছাড়, রঙ্পুর। পিতা ঃ রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, সূর্য সিদ্ধান্ত। কাশী বাঙ্গালীটোলা স্কুল, কুইন্স্ কলেজ ও রুরকি কলেজের ছাত্র। ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্জিনিয়ার। কৃষি ও উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্। গোয়ালিয়রে কৃষিকর্মে নিযুক্ত (১৩১১)। সীড্ ড্রিল মেসিন আবিষ্কারক (নেপাল), ইলেকট্রিক সুইচের আবিষ্কারক, বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্স্টিটিউটের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অর্থকরী উদ্ভিদ্-বিদ্যা, উদ্ভিদ্ রহস্য, The Economic Botany of India। সম্পাদক ঃ Indian Medical Plant (মেজর বামনদাস বসু ও কর্নেল কীর্তিকার সহ)।

ভীম রাও শাস্ত্রী। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক। সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ্। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রাগ শ্রেণী, সঙ্গীত গীতাঞ্জলি (স্বরলিপি)।

ভীমলোচন সান্যাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চাটু পুষ্পাঞ্জলি (রূপ গোস্বামী কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, —১৮৫৯-৬০)।

ভীমাচরণ চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মণ্ডল বিলাপ (১৯০১)।

ভীমাপদ ঘোষ। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ এশিয়ার ছেলেমেয়ে, মণিকাঞ্চন।

তুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (×।৮।১৮৭২—১৪।৯।১৯৪০)। জন্ম ঃ মেদিনীপুরে পিতার কর্মস্থলে, মৃত্যু ঃ সন্ন্যাসরোগে। আদি নিবাস ঃ শিবহাটি, ২৪ পরগণা। বাল্যজীবন পুরীর সমুদ্রতটে অতিবাহিত। পিতা ঃ শশধর রায়চৌধুরী। উড়িষ্যা থেকে বৃত্তি সহ এন্ট্রান্স পাশ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৯৩) ও ইংরাজীতে এম্. এ. (১৮৯৪). বি. এল্. (১৮৯৭) জলপাই-গুড়িতে (১৮৯৭—১৯০০). হাজারিবাগে (১৯০১) ও বসিরহাটে (১৯০৯) আইন ব্যবসায়ী। বাল্যকাল থেকে কবিপ্রতিভা বিকশিত। অবসর গ্রহণের পর সাহিত্য সাধনায় রত। রবীন্দ্রোত্তর কালের খ্যাতনামা রবীন্দ্রানুসারী কবি। রোমান্টিক সৌন্দর্য-মুগ্ধতা, বৈষ্ণব ভাবুকতা মরমী ভাব দেহাতীত প্রেমের রূপায়ণ —সহজ সরল ভঙ্গী দার্শনিক মনন সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসরণ, —কবিতার বিশিষ্ট গুণ। যুগ্ম সম্পাদক ঃ মাসিক ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি —১৩০৭), মাসিক পল্লীবাণী (বসিরহাট)। প্রথম প্রকাশিত কাব্য ঃ সঞ্জীব (১৮৯০—১৯০০ সালে রচিত কবিতাবলী, প্রকাশ—১৯০১)। অন্যান্য প্রকাশিত কাব্য ঃ মঞ্জরী (১৩১৭), গোধূলি (১৩১৮), শিশিরা (১৩১৮), ছায়া-পথ ১৩২০), রাকা (পত্নীর মৃত্যুতে শোক কাব্য—১৩২৩). সতী (অনুবাদ—১৩৩৪) মণিমালা, (১৩৪০), পল্লী সমাধি গাথা (গ্রেজ্ এলিজির অনুবাদ—১৩১৮), গীতা (পদ্যানুবাদ—১৩৪৩), চন্ডী (পদ্যানুবাদ—১৩৪৯), ধ্রুবকাব্য (অনুবাদ), পদ্মা (১৮৯৭)।

ভুজগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (১৮৮৩—২৭।৫।১৯৪০)। জন্ম হুগলী জেলার সুখড়িয়া গ্রামে মাতুলালয়ে মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পৈত্রিক নিবাস ঃ রাণাঘাট শহর, নদীয়া। পিতা ঃ বিনোদ বিহারী বিশ্বাস, মাতা ঃ যোগমায়া। জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইন্স্টিটিউসন (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পেশা ঃ জমিদারী তত্ত্বাবধান ও সাহিত্যচর্চা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

ছোট গল্প ঃ প্রসূন (১৯৩৪)। ঐতিহাসিক নাটক ঃ বিনকাসিম (১৯১১)। সামাজিক নাটক ঃ প্রতারিতা। অনুবাদ ঃ বিলাতী চিত্র (Court of London-এর অনুবাদ—১৯১২)। প্রকাশিত নাটক ঃ কচ ও দেবযানী। ভুজগেন্দ্রনাথ রচিত বহু সঙ্গীত আঙুরবালা, ইন্দুবালা প্রসিদ্ধ গায়িকাদের দ্বারা গীত এবং হিজ মাষ্টার্স ভয়েস নামক গ্রামাফোন কোম্পানীর রেকর্ডে ধৃত।

ভুবন কৃষ্ণ মিত্র। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ অবকাশ (১৩১৩), কাব্য কুসুমহার (১৩১৩)।

ভুবন চন্দ্র কর। কৃষিতত্ত্ববিদ্। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কৃষি প্রণালী (১৯০১)।

ভুবন চন্দ্র বিজলী (?—১৩৫২)। জন্ম ঃ গোকুলনগর মেদিনীপুর। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গ্রন্থ সায়র (১৩৫১)।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২ / ×।৪। ১২৪৯—১৯১৬ / ২।৪।১৩২৩)। ছদ্মনাম ঃ B. Mook, নিশাচর, প্রজাপতি, শ্রীযুক্ত কবিরত্ন, শ্রী সবজান্তা। জন্ম ঃ ২৪ পরগণার দক্ষিণ বারুইপুরের নিকটবর্তী শাসম গ্রামে মাতুলালয়ে। মিশনারী স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বারুইপুর স্কুলের শিক্ষক। পরিদর্শক, সোমপ্রকাশ, সংবাদ প্রভাকর (১৮৬৮) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। সম্পাদক ঃ মাসিক বিদূষক (১২৭৭), মাসিক পূর্ণশশী (১২৮০), মাসিক বসুমতী (১৩০৪—০৫), জন্মভূমি (১৩০৭)। নক্সাজাতীয় ব্যঙ্গরচনায় প্রসিদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সমাজ কুচিত্র (১৮৬৫), এই এক নূতন আমার গুপ্তকথা অতি আশ্চর্য (১৮৭০ - ৭৩), তুমি কি আমার (নবন্যাস—১৮৭৩-৭৭), মধুবিলাপ (কাব্য—১৮৭৩), রহস্যমুকুর ১ম (১৮৭৭), ঐ ২য় (১৮৭৮), চারুশীলা (উপন্যাস—১৮৮১), আমি রমণী (কাব্য—১৮৮১), হীরাপ্রভা (উপন্যাস—১৮৮৭), আশাচপলা ১ম (১৮৮৪), ঐ ২য় (১৮৮৪), ছোট বউ (উপন্যাস—১৮৮৫), ঠাকুরপো (প্রহসন—১৮৮১), যাত্রা বিলাস (নক্সা—১৯২৩), তুমি কে (কাব্য—১৮৮৭), আমার মহিষী (উপন্যাস—১২৯৪), বিলাতী গুপ্তকথা ২ খণ্ড (অনুবাদ—১৮৮৮-৮৯), কুঞ্জবালা কাশ্মীর কুসুম (উপন্যাস—১২৯৭), বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা (ঐ ১৮৯০), ঐ ২য় সং (১৯২৪), কমল কুমারী ও রাজা সন্ন্যাসী (উপ—১৮৯১), স্বদেশ বিলাস (প্রবন্ধ—১৮৯৩),পারুল বা সেই কি তুমি (উপ—১৮৯৩), অগ্নিকুমার (১৩০০), আনন্দ লহরী (১৩০১), মার্কিন পুলিশ কমিশনার ৪ খণ্ড (১৮৯৬), গুপ্তচর (১৮৯৮), মহাদেবের মাদুলী (ব্যঙ্গ), ঠাকুর বাড়ীর দপ্তর ৪ খণ্ড (অনুবাদ—১৯০০), ধর্মরাজ (১৩০৭), রামকৃষ্ণ চরিতামৃত (১৩০৮), রজতকুমারী (অনুবাদ—১৯০২), আমিনা বাঈ (উপন্যাস—১৯০২), চন্দ্রমুখী (গল্প ১৩০৯), সন্তপ্ত শয়তান (অনুবাদ ১৩১০), হরিদাসের গুপ্তকথা (১৩১০), বঙ্গ রহস্য ২ খণ্ড (নক্সা ১৩১১), বাবু চোর (১৯৫৬), শয়তানী (১৩১৩), সিপাহী বিদ্রোহ (১৩১৪), ভোরের লেখা (১৩১৫), বিলাতী স্বর্ণবাঈ (১৩১৭), শ্রীমন্ত সওদাগর (১৯১২), লক্ষ্মণ রহস্য (১৯১২—১৪), সংসার সাগর (১৯১২), প্রেমের বাজার (১৩১৯), বিলাতী ভূত (১৯-১৫), জেলখানা (১৯১৯), ডিউক তারাচাঁদ (১৯২০), রাণী ইউজিলীর বৈঠক (অনুবাদ—১৯২৪)।

ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। চিকিৎসক। সম্পাদক ঃ মাসিক চিকিৎসা সংগ্রহ (১২৭৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রোগনাশক ২ খণ্ড (১৮৭২)।

ভুবনমোহন ঘোষ (১৫শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গান্ধারী বিলাপ (১৮৭০), পদ্যসার (১৮৮২, ঘরের কথা (উপন্যাস—১৩২২।

ভুবনমোহন ঠাকুর। নামান্তর : ভুবন দাস। বৈষ্ণব মহাজন শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর। বৈষ্ণব ভক্ত ও পদকর্তা।

ভুবনমোহন দাশগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : মণি ও মুক্তা (১৩০৯)।

ভুবনমোহন বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : আত্মরক্ষা ও আকস্মিক মৃত্যু নিবারণ।

ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব (?—১৯৪১)। জন্ম : হবিগঞ্জ, বেজুরা, শ্রীহট্ট। মৃত্যু : শিলচর, আসাম। পিতা : ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য। সংস্কৃত শাস্ত্র ও দর্শনে পণ্ডিত। সাংবাদিক, শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত (১৯০৬)। সহ-সম্পাদক : হিতবাদী। সম্পাদক : সাপ্তাহিক সুর্মা (শিলচর ১৯১১), দৈনিক সুরমা (১৯১৩), দেশব্রত (১৯০৯), সাপ্তাহিক জনশক্তি (১৯২০)।

ভুবনমোহন মাইতি। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ দ্রষ্টব্য।

ভুবনমোহন মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্রোত।

ভুবনমোহন রায়। সম্পাদক : মাসিক সাথী (১৩০০), মাসিক সখা ও সাথী (বৈশাখ, ১৩০১)।

ভুবনমোহন রায় চৌধুরী (২২।৩।১২৩০—×।৬।১৩০৯)। জন্ম : শ্রীপুর, খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা : তারকচন্দ্র রায় চৌধুরী, মাতা ভগবতী দাসী। লণ্ডন মিশনারী স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত—গৃহে আরবী, ফার্সী ও উর্দুভাষায় ব্যুৎপন্ন। সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল (১২৪৭ বঙ্গাব্দ)। হাইকোর্টের উকিল পরে মুনসেফ। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু। কবি। প্রকাশিত কাব্য : ছন্দঃ কুসুম (১২৭০), পাণ্ডব চরিত (১২৮৩)। ছন্দঃ কুসুম কাব্যে ১৮৩ প্রকার সংস্কৃত ও ফার্সী ছন্দে রচিত কবিতা সংকলিত।

ভুবনমোহন সরকার (৪।১।১৮৩৮—১৩।১১।১৯১১) এল্. এম্. এস্.। ছদ্মনাম : জনৈক ডাক্তার। জন্মস্থান : কলিকাতা। প্যারীচাঁদ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র—তাঁরই দ্বারা প্রতিপালিত। চিকিৎসক ও জনহিতব্রতী। মাদকনিবারণী সভার সম্পাদক (১৮৭৬)—মিউনিসিপ্যাল কমিশনার. অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট্। সম্পাদক : বঙ্গমহিমা (১৮৭৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ডাক্তারবাবু (নাটক)।

ভুবনমোহিনী দেবী। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভুবনেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্য (১৮শ শতাব্দী)। কাছাড় জেলার কাব্য চর্চার পথিকৃৎ। পৈত্রিক নিবাস : শান্তিপুর, নদীয়া। স্বাধীন হেড়ম্ব রাজ্যের রাজা সুরদর্পের রাজত্বকালে হেড়ম্ব রাজ্যের রাজধানী খাসপুরে আগমনের পরে রাজা সুরদর্প কর্তৃক সাদরে রাজসভাকবি রূপে বৃত। রচনা : শ্রীনারদীয় রসামৃত (বৃহন্নারদীয় পুরাণের পদ্যানুবাদ)। হেড়ম্বরাজ তাম্রধ্বজনারায়ণের পত্নী ও মহারাজ সুরদর্পনারায়ণের মাতা মহারাণী চন্দ্রপ্রভার আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হয়। রচনা সমাপ্তির কাল ১৬৫২ শক বা ১৭৩০ খ্রীঃ। প্রসাদগুণ, সহজ কবিত্ব সাবলীল স্বচ্ছন্দ অনুবাদ কাব্যটির বৈশিষ্ট্য। কলিকাতা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্রীঃ।

ভুবনেশ্বর ঠাকুর (১৮৭০—?) পিতা সনাতন দেববর্মা, মাতা : মালতী। ১৮ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর আগরতলায়

রাজপণ্ডিত মীনেশ্বর সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট ব্যাকরণ ও ভক্তিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যপ্রাপ্ত। নানা তীর্থ ভ্রমণের পর বৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস বৈরাগ্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত। নবদ্বীপে বাস, এখানে ১৩৩২ সালে গোবিন্দ জীউ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। রচনা ঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চন চূড়ামণি।

ভুবনেশ্বর মিত্র (১৯শ শতাব্দীর ১ মার্ধ — ২০ শতকের ২য় দশক)। জন্ম ঃ বিবিগঞ্জ. মেদিনীপুর। চিকিৎসক ও সমাজসংস্কারক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হিন্দুবিবাহ সমালোচনা (১ম (১৮৭৫), ঐ ২য় (১৮৭৮), হিন্দুকন্যার বিবাহ সংস্কার. বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিতত্ত্ব, বিধবা বিবাহ (নিষেধ বিষয়ক), মদিরা, কৃষ্ণাবতার রহস্য (১৮১৭)।

ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যশ্রী (১৭।৪। ১৯২৮—)। জন্মস্থান ও নিবাস ঃ আন্দুল, হাওড়া। পিতা ঃ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। সাহিত্যে ভারত সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত ও আমেরিকার বৃত্তিপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কেবল তুমি আমি (১৯৫০), রম্যলেখা (রচনা সংকলন—১৯৫২), ময়নামতীর দীঘি (ছোটগল্প-১৯৬০), দুটি কি একটি কথাকলি (উপন্যাস—১৯৬০), সংবৃতি (কবিতা সংকলন—১৯৬২), ফল্গুতীর্থপথে (গয়াতীর্থ ভ্রমণ কাহিনী-১৯৮০), আধুনিক জ্যোতিষ সংহিতা (জ্যোতিষ সংগ্রহ—১৯৮২)।

ভূতনাথ মহান্ত (১।১।১৯১৭—) এম্. এ. (ট্রিপ্‌ল্) বি. টি। জন্ম ঃ জামালপুর, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস ঃ রামপুর, বাঁকুড়া। পিতা ঃ গোপেশ্বর সামন্ত। বি. এ. (১৯৩৮), রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাসে এম্. এ.। অবিভক্ত ও বিভক্ত বাঙ্গালার পুলিশ বিভাগে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। পদত্যাগের (১৯৪৮) পরে বর্ধমানের ছোট বৈনান গ্রামের স্কুলের শিক্ষক পল্লী উন্নয়ন মূলক কর্মে নিযুক্ত। বাঁকুড়ায় ছাপাখানার ম্যানেজার, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক (১৯৫১—৫৮), প্রধান শিক্ষক (১৯৬০ – ৮১) বাঁকুড়া হিন্দু হাইস্কুল থেকে অবসর প্রাপ্ত (ডিসেম্বর ১৯৮১), সোসালিষ্ট্ পার্টির কর্মী। বাঁকুড়া মহিলা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯৫৮—৬০)। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটক লেখক। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক উষা (১৯৪৯—৫২, বাঁকুড়া)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বর্তমান সমস্যা (১৯৪৯), বাংলার লোককথা।

ভূতেশ্বরানন্দ স্বামী। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপ্রসঙ্গ (১৯৭৯)।

ভূদেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৬—৭।১১। ১৯৭৪)। কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আমার দেশ (অশোক মিত্র সহ)।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২২।২।১৮২৭— ১৫।৫।১৮৯৪)। ভূদেব মুখোপাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম ঃ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা। পৈত্রিক ও স্থায়ী নিবাস ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। পিতা ঃ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, মাতা ঃ ব্রহ্মময়ী. পত্নী ঃ এলোকেশী। সংস্কৃত অধ্যয়নের পরে হিন্দু কলেজে ৭ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট (১৮৩৯)। মেধাবী ছাত্র হিসাবে মাসিক ৪০ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত। জুনিয়র বৃত্তি (১৮৪১) ও সিনিয়র বৃত্তি (১৮৪২) পাশ। সহপাঠী ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। হিন্দুহিতার্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্বপ্রতিষ্ঠিত চন্দননগর সেমিনারীর শিক্ষক। কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজী বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক।

হুগলী নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষপদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মাইকেল মধুসূদনকে পরাজিত করে উক্ত পদকপ্রাপ্ত (১৮৫১)। স্কুল সমূহের এ্যাডিশনাল ইন্‌স্‌পেক্‌টর (১৮৬৪) অস্থায়ী ডিরেক্‌টর অফ্‌ পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রাকসন, হান্টার কমিশনের সদস্য হিসাবে অবসর প্রাপ্ত (২৩।৭।১৮৮৩। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য (১৮৮২)। সি. আই. ই উপাধিপ্রাপ্ত (১৮৭৭)। হিন্দী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের নিমিত্ত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী ও বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা – ব্রহ্মময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। শিক্ষা-প্রণালী প্রদর্শক ও শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষাদর্পণ নামক দু আনা দামের মাসিক পত্রিকার পরিচালক (বৈশাখ, ১২৭১)। স্বদেশ প্রেমিক, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, প্রবন্ধকার ও গল্প-লেখক। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় উদ্যোগী। ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্তর্গত সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরী বিনিময় নামে মোগল ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমান্টিক আখ্যায়িকা রচয়িতা। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার পথিকৃৎ। প্রবন্ধে যুক্তিধর্মী সংযত সংহত ভাষা প্রয়োগের দ্বারা গদ্যের বিশিষ্টরূপ নির্মাতা। সম্পাদক: এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্তাবহ (৪।১২।১৮৬৮—) প্রকাশিত গ্রন্থ: শিক্ষাবিবয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম (১৮৫৮)। ঐ ২য় (১৮৫৯) পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮), ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৮৬২), ক্ষেত্রতত্ত্ব (১৮৬২), রোমের ইতিহাস (১৮৬৩), পুষ্পাঞ্জলি ১ম (১৮৭৬)। পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার প্রবন্ধ (১৮৯৫), বিবিধ প্রবন্ধ ১ম (১৮৯৫), ঐ ২য় (১৩১১), স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫), বাঙ্গালীর ইতিহাস।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতীয় স্বাস্থ্যবিদ্যা, রসজলনিধি ৪ খণ্ড।

(ডঃ) ভূদেব চৌধুরী (৩০।৭।১৯২৪—) এম্‌. এ. পি. এইচ. ডি. (ক. বি.)। জন্ম: করিমগঞ্জ, আসাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, পরে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম (১৯৫৪), ঐ ২য় (১৯৫৭)।

ভূদেব ভট্টাচার্য। যুগ্ম সম্পাদক: সমাহার।

ভূদেব ভট্টাচার্য (২৭।১১।১৯৫৪—) বি. এ. (ক. বি.)। জন্ম: খোয়াই. ত্রিপুরা। পিতা: প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, মাতা: কাদম্বিনী। সাহিত্যরূপা (কলিকাতা) সংস্থার ত্রিপুরা শাখার সভাপতি। আহ্বান সাহিত্য পত্রিকার কার্যকারী কমিটির সদস্য-খোয়াই (১৯৮০)। পরিচালক প্রকাশক: আজকাল সাহিত্য পত্রিকা (খোয়াই, ১৯৮১)। সম্পাদক: মাসিক নিশানা (খোয়াই, ত্রিপুরা—১৯৭৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ত্রিপুরার সাহিত্যিকপঞ্জী ১ম (১৩৮৭), ঐ ২য় (১৯৮২)।

ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: মায়ামুক্তি, ভীমের প্রতিজ্ঞা. দুই ভাই।

ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (১৯শ শতাব্দী) শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। সম্পাদক: সাপ্তাহিক চিন্তা (১২৮৬), মাসিক বেদব্যাস (বৈশাখ, ১২৯৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ: শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, চণ্ডী, মনু, পঞ্চগীতা, বৃন্দাবন মাহাত্ম্য, চৈতন্য-চরিতামৃত, স্তবমালা শ্রীমদ্‌ ভাগবত, প্রয়াগ মাহাত্ম্য, মহানির্বাণতন্ত্র, দ্বারকা মাহাত্ম্য।

রচিত গ্রন্থ ঃ ধর্মানুষ্ঠান, পঞ্চযোগ।

ভূপতিচরণ ভট্টাচার্য, স্মৃতিতীর্থ। নামান্তর ঃ ঠাকুর ভূপতিচরণ। (১৮৮৯—১৯৬৬)। জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস ঃ গুপ্তিপাড়া, হুগলী। মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ কালীচরণ ভট্টাচার্য। মাতা ঃ ঈশানী দেবী। মুলাজোড় চতুষ্পাঠীতে বীরেশচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট ব্যাকরণ এবং মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন। জামসেদপুর কালীবাড়ী আশ্রম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ যাত্রা নাটক ঃ রত্নাকর, তুলসীদাস, রাজ্যশ্রী। ধর্মবিষয়ক ঃ সাধনা সোপান ৩ খন্ড, পথের, প্রদীপ, পুরাণ কথা ২ খণ্ড আনন্দের সন্ধানে অমৃতের সন্ধানে, মুক্তির সন্ধানে। (নৃসিংহ প্রসাদ ভট্টাচার্য কর্তৃক আনন্দের সন্ধানে In quest of joy এবং মুক্তির সন্ধানে Road to Liberation নামে অনূদিত ও প্রকাশিত)।

ভূপতিনাথ দাস (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ মাসিক ভারত সঞ্জীবন (১২৯৫)।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় (১৯০১—২৪।৪।১৯৭২)। জন্ম ঃ আটী, ঢাকা, মৃত্যু ঃ কলিকাতায় শেঠ সুখলাল করনানী হাসপাতালে। পিতা ঃ গোবিন্দকিশোর রক্ষিত, পত্নী ঃ বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদার। ঢাকার হেম ঘোষের নেতৃত্বাধীনে বিপ্লবী জীবনের সূচনা। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স এর সংগঠক,—উক্তদলের নেতৃস্থানীয়,—ষ্টেট্ প্রিজ্নাররূপে বিভিন্ন জেলে অন্তরীণ (১৯৩০—৩৮)। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী। দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সহায়ক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ মাসিক বেণু (১৯২৮—৩২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চলার পথে, নারী সবার অলক্ষ্যে ২ খণ্ড, ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব প্রভৃতি।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৯৩—২৯।১২।১৯৭৯)। জন্ম ঃ ঠাকুরপুকুর, যশোর, মৃত্যু ঃ কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে। অকৃতদার। বিপ্লবী,—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ও বাঘা যতীনের সহকর্মী। খুলনা দৌলতপুরে বিপ্লবী সংস্থার সংগঠক। ব্রহ্মদেশে ১৯১৮ সাল থেকে নির্বাসিত (৩০ বৎসর)। মুক্তির পর পাকিস্তান গণ পরিষদের ও পরে পার্লামেন্টের সদস্য। ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিপ্লবের পদচিহ্ন।

ভূপেন্দ্রকুমার শ্যাম। নিবাস ঃ শিলচর, আসাম। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ মেঘমল্লার।

ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ১৮।৯।১৮৯৮—১৬।১০।১৯৮৪/৩।৬।১৩০৫)। জন্ম ঃ সুসঙ্গ-দুর্গাপুর, মৈমনসিংহ, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা ঃ মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ, মাতা ঃ মহারাণী চিত্রাণী দেবী, পুত্র ঃ বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য সুরজিৎচন্দ্র সিংহ। হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজের ছাত্র। প্রাক্তন জমিদার। অবিভক্ত বঙ্গের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। দক্ষশিকারী চিত্রশিল্পী। মৈমনসিংহের সৌরভ পত্রিকার লেখক (১৯২১ খ্রীঃ থেকে)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিকারের কথা (১৯৪৮), বনজঙ্গল ও শিকারের কথা (১৯৭০) Changing Times (আত্মজীবনী—১৯৬৫) সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ লিখিত প্রবন্ধ কৌমুদী ১ম (১৯২২), ঐ ২য় (১৯২৮)।

(ডঃ) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (৪।৯।১৮৮০—২৫।১২।১৯৬১)। ছদ্মনাম ঃ ডঃ দত্ত। জন্ম ঃ কলিকাতার সিমুলিয়ায় গৌরমোহন মুখার্জী লেনে। পৈত্রিক নিবাস ঃ ডেরিয়াটোন

কালনা, বর্ধমান। পিতা : এটর্নি বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা : ভুবনেশ্বরী অনুজ : স্বামী বিবেকানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ দত্ত। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসন থেকে এন্‌ট্রান্স পাশ (১৮৯৮) করার পর ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ও স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত। ব্যারিষ্টার পি মিত্রের নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতির সঙ্গে যুক্ত (১৯০২)। এখানে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ভগিনী নিবেদিতা, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির সাহচর্যপ্রাপ্ত। ব্যায়াম চর্চায় নিযুক্ত। ফ্রেণ্ডস্ ইউনাইটেড্ ক্লাবের তিনকড়ি গোস্বামী ও তারাপদ দাসের নিকট অস্ত্রচালনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ), শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখের সহায়তায় সাপ্তাহিক যুগান্তরের সম্পাদক। সোনার বাঙ্গালা নামে বে-আইনী ইস্তাহারের প্রকাশক। রাজদ্রোহমূলক রচনার জন্য এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত (১৯০৭)। মুক্তির পর ছদ্মবেশে আমেরিকা গমন। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. (১৯১২)। রোড্‌স্ আইল্যাণ্ডের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. ও চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি (১৯১৪) ডিগ্রীপ্রাপ্ত। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ আরম্ভের পরে বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য জার্মানীতে গমন। ঐতিহাসিক বার্লিন কমিটির সম্পাদক (১৯১৬-১৮) ছদ্মবেশে দক্ষিণ ইউরোপ ভ্রমণ (১৯১৫)। পশ্চিম এশিয়ায় বার্লিন কমিটির কর্মক্ষেত্র প্রসারের নেতা। বিপ্লবী কর্মের সঙ্গে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের গবেষণার জন্য হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত। জার্মান এন্‌থ্রোপলজিক্যাল সোসাইটির সভ্য (১৯২০), জার্মান এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য (১৯২৪)। মস্কো গমন (১৯২১)। লেনিনের নিকট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে গবেষণাপত্র প্রদান। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯২২) শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের কর্মসূচী প্রেরণ। তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯২৪)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির (১৯২৭—২৮) ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (১৯২৯) সদস্য। বহু শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের নেতা। ভারতের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত (১৯৩৬ থেকে)। বঙ্গীয় কৃষক সভার অন্যতম সভাপতি,—দুইবার অখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি। আইন অমান্য আন্দোলনে দুইবার কারাদণ্ডিত। সমাজ বিজ্ঞান নৃতত্ত্ব ইতিহাস, সাহিত্য, বৈষ্ণব শাস্ত্র হিন্দুশাস্ত্র মার্কসীয় দর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ে পণ্ডিত। বাঙ্গালা, ইংরাজী জার্মান, হিন্দী, ইরাণী প্রভৃতি ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ : অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, যুগ সমস্যা, জাতি সংগঠন তরুণের অভিযান, যৌবনের সাধনা, সাহিত্যে প্রগতি, ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি ৩ খণ্ড, বিপ্লব সাহিত্য সমাজতত্ত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাস, আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা ৩ খণ্ড, বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, স্বামী বিবেকানন্দ, লণ্ডনে বিবেকানন্দ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, সোনার বাঙ্গালা, Details of Hindu Ritualism ২ খণ্ড (১৯৫০, ৫৭)। Dialectics of land Economics of India, Vivekananda and Socialists, studies in Indian Social Polity (১৯৪৪), Swami Vivekananda : Patriot prophet (১৯৫৫), Indian Art in Relation to Culture (১৯৫৬), Hindu Law and Inheritance (১৯৫৭) প্রভৃতি।

ভূপেন্দ্রনাথ দাস (১১।১২।১৮৮০—?) জন্ম ঃ শুভড্যা, ঢাকা। পিতা ঃ পার্বতী চরণ দাস। ঢাকা জুবিলি স্কুল থেকে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স (১৮৯৭), ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে ২০ টাকা বৃত্তিসহ এফ্. এ. (১৮৯৯), কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. (১৯০১ ও বি. এল্. পাশ। ঢাকা মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুলের ২য় শিক্ষক। ব্রহ্মদেশে গমনের পর রেঙ্গুনে একাউন্টেন্ট্ জেনারেলের অফিসের কেরানী। মত বিরোধের ফলে কর্মত্যাগ। বেসিন শহরে মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক (১৯০৫-১২)। স্কুলটি গভর্ণমেণ্ট্ হাইস্কুলে পরিণত হওয়ায় তাঁর দাবী অগ্রাহ্য করে মিঃ ই সি ডাউনকে হেড্-মাষ্টার পদে নিযুক্ত করার প্রতিবাদে পদ-ত্যাগ। বেসিনে আইন ব্যবসায়ী (১৯১৩)। বেসিন বার এসোসিয়েসনের সহ সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান, রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৯২৪), রেঙ্গুন ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্য (১৯২৬—৪২), ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়দের নায়ক। ঢাকা জগন্নাথ হলের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সভাপতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ব্রহ্ম দেশীয় শাখার সভাপতি। সুগায়ক ও অভিনেতা। ব্রহ্মদেশে ও বঙ্গদেশে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গল্প প্রবন্ধ রসরচনা ইত্যাদি লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাগরবক্ষে (উপন্যাস), বহিপ্রেম (গল্প সংকলন—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ)।

ভূপেন্দ্রনাথ দাস। জন্ম ঃ চট্টগ্রাম জেলায়। কবি ও কথা সাহিত্যক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বর্মার মেয়ে, কালের কবলে বাংলা, দুষ্ক্রিয়ের সন্ধানে।

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৮৬ – ২১। ৪।১৩৪৫)। মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউ-সনের ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় বাঙ্গালা ও ইংরাজী নাটকের অভিনেতা। অভিনয়ে দক্ষ। কলিকাতা নাট্য সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্তক। ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাবের অন্যতম প্রতি-ষ্ঠাতা। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের আদর্শে নাট্যরচনায় নিরত। নাটকে জাতীয়তাভাব প্রবল। বহু নাট্যমঞ্চে নাটক অভিনীত। উপন্যাস ও কৌতুকনাট্য রচনাতেও দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ ভূতের বিয়ে, গুরু ঠাকুর, কেলোর কীর্তি, বেজায় রগড়, বিদ্যা-ধরী, ফুলশর, কলের পুতুল, কৃতান্তের বঙ্গ-দর্শন, জোর বরাত যুগ মাহাত্ম্য, নারী রাজ্যে, সৎসঙ্গ, উপেক্ষিতা, ক্ষত্রবীর, সাইন অফ্ দি ক্রশ, সওদাগর, পেলারামের স্বাদেশিকতা, বাঙ্গালী সেকেন্দার শাহ্, শাঁখের করাত, শঙ্খধ্বনি, দেশের ডাক, সখের বৌদি, চোর, ব্রহ্মতেজ। অভিনয় বিষয়ক ঃ থিয়েটারের গুপ্তকথা, অভিনয় শিক্ষা।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু। অনুবাদক। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ ঃ স্মোক, ক্রাইম এণ্ড্ পানিশ-মেণ্ট্, থেইস, ফাদার্স এণ্ড্ সন্স্, ভার্জিন সয়েল, অন দি ভলগা।

ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। জন্ম ঃ সোমরা-সুখরে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিন কাসিম, গুরুকন্যা, কোরক, বৃন্দ, বিবির খেলা, প্রসূন।

ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। জন্ম ঃ উত্তর-পাড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিদ্যা-সুন্দর, সংশোধন সঙ্ঘ, ধর্মবিশ্লেষণ।

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগাচার্য। নিবাস ঃ শান্তিনিকেতন, বীরভূম। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধায়ক (১৩০৩—০৯)। যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য। ফুটবল খেলো-

য়াড়দের নিয়ে 'বাসুদেব ক্লাবে'র সংগঠক। প্রকাশিত গ্রন্থ: দিনচর্যা, অভ্যাসযোগ, দীক্ষাগুরুতত্ত্ব, বিল্বদল, আত্মানুসন্ধান।

ভূপেন্দ্রনাথ সেন। কবিরাজ। সম্পাদক: বৈদ্যসঞ্জীবনী।

ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ: চিত্রলেখা।

ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় (১৬।১।১২৯১/১৮৮৪—৩।৪।১৩৬৩)। জন্ম: ভাৎশালা, পূর্বস্থলী, বর্ধমান। মৃত্যু: নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা: আধুনিক যাত্রার গুরুস্থানীয় মতিলাল রায়, মাতা: জ্ঞানদাসুন্দরী, ভ্রাতা: ধর্মদাস রায়, পত্নী: অসীমা সুন্দরী। শৈশব ভাৎশালায় অতিবাহিত। পরে লেখাপড়ার জন্য পিতার সঙ্গে নবদ্বীপে আগমন (১২৯৮)। চারিচারা প্রাথমিক স্কুলে ও পরে নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলে শিক্ষা। অষ্টমশ্রেণীতে পাঠকালে মৃগীরোগে আক্রান্ত হওয়ায় লেখাপড়া স্থগিত। রোগমুক্ত হওয়ার পর পুনরায় লেখাপড়া আরম্ভ করেও এন্‌ট্রান্স্ পরীক্ষায় অকৃতকার্য। কিছুকাল রঙপুরে অধ্যয়ন। কিছুকাল জাহাজে চাকরি,—চাকরি ত্যাগ করার পর নবদ্বীপের গৃহে বাস, লাঠি তরবারি প্রভৃতি চালনা শিক্ষা,—স্থানীয় যুবকদের শক্তিমান করে তোলার উদ্দেশ্যে তারা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে যুবকদের লাঠি, সড়কি, তরবারি, ছোরাখেলা শিক্ষাদান। বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পিতা মতিলাল রায় ও অগ্রজ ধর্মদাস রায়ের মৃত্যুর পর মতিরায়ের যাত্রাদল নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায়ের মালিক, পরিচালক ও পালা রচয়িতা। দক্ষ অভিনেতা ও নিপুণ দল পরিচালক (১৭ বৎসর)। যাত্রাগানে প্রচুর সম্মানের অধিকারী। নবদ্বীপ হরিসভা থেকে কাব্যবিনোদ (১৩২৪), নবদ্বীপ পণ্ডিতসভা থেকে কাব্যকণ্ঠ, ভট্টপল্লী পণ্ডিত সমাজ থেকে গুণাকর, সিংটী শিবপুর থেকে কবিরত্ন, বর্ধমান তেওয়ারী বাটী থেকে কাব্যবিশারদ, মানকর কবিরাজবাটী থেকে কাব্যসাগর, রামকৃষ্ণপুর থেকে ভক্তিরত্ন ও ভক্তার্ণব উপাধিতে সম্মানিত। তাঁর যাত্রাগানে পুরাতন রীতির সঙ্গে প্রবল নাট্যগুণ এবং স্বাদেশিকতা প্রাধান্য লাভ করেছে। যাত্রাগানের ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে অসমর্থতা হেতু ঋণভারে জর্জরিত হওয়ায় মতিরায়ের নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধন (১৩৪০)। শেষজীবন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অতিবাহিত। রচিত ও অভিনীত গীতাভিনয় (অপ্রকাশিত): বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (১৩২৪), শ্রীশ্রীকিশোরলীলা বা ধনুর্যজ্ঞ (১৩২৫) ভানুমতী মিলন বা নিকুম্ভ সংহার (১৩২৬ মহর্ষি দধীচির আত্মোৎসর্গ (১৩২৮), শ্রীশ্রীরাধা বা রোষণ মর্ষণবধ (১৩২৯) রাজর্ষি মনোজবের মহামুক্তি (১৩৩০) অন্ধকাসুর বধ বা ভৃঙ্গী উপাখ্যান (১৩৩১), শ্রীশ্রীচণ্ডির উপাখ্যান (১৩৩২), শ্রীশ্রীরামলীলাবসান (১৩৩৪) নৃসিংহাবতার (১৩৩৫, অর্জুনকীর্তি বা সত্যভামা উদ্ধার (১৩৩৭ যাদবী উপাখ্যান (১৩৩৮)। প্রকাশিত গীতাভিনয়: তপতী সংবরণ (রচনা, ১৩৩৬, প্রকাশ—১৩৩৭), মণিপুর গৌরব (রচনা—১৩৩৩, প্রকাশ—১৩৩৭), রাজর্ষি মনোজবের মহামুক্তি (রচনা—১৩৩০, প্রকাশ—১৩৩৬)।

ভূমানন্দ পরমহংস (৮।৯।১২৮২—২১।১।১৩৬৪)। গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম: পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম: কুড়ুলগাছি গ্রাম, নদীয়া। পিতা: চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা: প্রতিভাদেবী। বাল্যকাল থেকেই ধর্মভাবাপন্ন। ৩২ বৎসর বয়সে স্বামী পূর্ণানন্দ পরমহংসদেবের কাছে দীক্ষিত। জগৎপুর

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পূর্ণানন্দের প্রয়াণের পর (১৭।১।১৩৩৫) সন্ন্যাসগ্রহণ। জগৎপুর আশ্রম (চট্টগ্রাম) ও কালীপুর আশ্রম (কামাখ্যা, আসাম) এর আচার্য। গল্প, কবিতা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন প্রবন্ধলেখক। উপাসনা, পূর্বাচল, বসুমতী, ভারতবর্ষ, শ্রীভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ: বহুরূপী, গ্রন্থসাহেব, সাধনা, রাস, বৃন্দাবনের নিকট সমুদ্র ছিল কিনা, অধ্যাত্ম মুক্তাবলী (হিন্দুধর্ম ও দর্শন চিন্তা—১৩৫৭), ভাগবত ধর্ম (১৩৬০), পূর্ণানন্দের প্রলাপ বাক্য, রামপ্রসাদের মা, কবীর পন্থা, মীরাবাঈ বিচারতত্ত্ব, উপনিষৎ পরিচয়, ভবিষ্যভারত। গল্প: বলিদান, ল্যাম্পপোষ্ট।

ভৃগুরাম দাস (১৮শ শতাব্দী)। ছদ্মনাম: শুভঙ্কর, শুভঙ্কর দাস শুভঙ্কর রায়। জন্ম: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে কায়স্থ বংশে (মতান্তরে বর্ধমান জেলায়)। গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্য শুভঙ্কর উপাধিপ্রাপ্ত। মানসাঙ্ক পদ্ধতির ও সহজ গাণিতিক পদ্ধতির আবিষ্কর্তা। রচনা: শুভঙ্করের আর্যা।

ভেলাসা। জন্ম: বালাগঞ্জ, শ্রীহট্ট। সঙ্গীত রচয়িতা। প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ: খবর নিশান।

ভৈরব চন্দ্র আউচ। জন্ম: চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেয়াং বা আনোয়ারা। রচনা: ষড়ানন ব্রতকথা বা স্কন্দপুরাণোক্ত কার্তিক ব্রত উক্ত গুয়া-মেলানি।

ভৈরব চন্দ্র চট্টরাজ (×।১২।১২৩৭—২৮।১০।১৩১৩)। জন্ম: বাঁকুড়ার পাত্রসায়েরে ব্রাহ্মণবংশে. মৃত্যু: বীরভূমের সিউড়িতে। পিতা: উদয় নারায়ণ চট্টরাজ। সিউড়ি বঙ্গবিদ্যালয় ও সিউড়ি জেলা স্কুলের শিক্ষক। চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও সর্পচিকিৎসক। সঙ্গীত ও যাত্রাপালা রচয়িতা। প্রকাশিত যাত্রানাটক: রাম বনবাস, ভরত বিলাপ, বিজয়বসন্ত। দ্রৌপদী স্বয়ম্বর, মান, মাথুর, রুক্মিনীহরণ, শ্রীমন্তের মশান, শুভঙ্করী।

ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী। জন্ম: কিশোর গঞ্জ, মৈমনসিংহ। রচনা: সতী শতক।

ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী। জন্ম: শ্রীহট্ট। হবিগঞ্জের মোক্তার। রচনা: পদ্মপুরাণ।

ভৈরবচন্দ্র দে রায়। জন্ম: কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ। রচনা: পদ্যজ্যোতি।

ভৈরব চন্দ্র হালদার (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম: সিঙ্গুর, হুগলী। যাত্রাপালা রচয়িতা। রচনা: বিদ্যাসুন্দর পালা। গোপাল উড়ের দলে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অভিনীত।

ভৈরব দাস। রচনা: ঊষারসার্ণব।

ভৈরব নাথ কাব্যতীর্থ কবিরত্ন। সিঙ্গুর মহামায়া ইন্‌স্টিটিউসনের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিক্রমাদিত্য কাহিনী (১৯১১)।

ভৈরব নাথ কাব্যতীর্থ, তর্কবাচস্পতি। (১২৯০—১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: আলিঙ্গিরী, এগরা, মেদিনীপুর। পিতা: ত্রিলোচন ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: পুণ্যকথা, কিশোর রচনা, ব্যাকরণ কুসুম, সংস্কৃত কুসুমমালা।

ভৈরব রক্ষিত। নামান্তর: রাধাচরণ রক্ষিত। জন্ম: চট্টগ্রামের জোয়ারা গ্রামে কায়স্থ বংশে। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। আইনজীবী,—মুনসেফ। রচনা: চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য।

ভোলানাথ গুপ্ত। ছদ্মনাম: শ্রী ভৃগু। যষ্টিমধু পত্রিকায় 'ভৃগুলিপি' শিরোনামে রস রচনা লেখক।

ভোলানাথ ঘোষ। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছন্দ অলংকার দীপিকা,

বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য (১৯৮২)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ মেঘনাদ বধ কাব্য।

ভোলানাথ চক্রবর্তী। জন্ম ঃ ভদ্রেশ্বর, হুগলী। মেদিনীপুর জেলা স্কুলের শিক্ষক, —মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক (১৮৫৫—১৮৯৯)। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য, —ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাবিত্রী চরিত কাণ্ড (১৮৬৮), বঙ্গের সেই একদিন আর একদিন (১৮৭৬), ভারতের রোগ ও তাহার ঔষধ কি?

ভোলানাথ চক্রবর্তী, কবিরঞ্জন। জন্ম ঃ চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সমাজ রহস্য, জাতিতত্ত্ব নিরূপণ, প্রেমদর্পণ, বিশ্বভানু, পূর্ণেন্দু বিকাশ, বসন্ত চিকিৎসা।

ভোলানাথ চক্রবর্তী। কবিরাজ। সম্পাদক ঃ মাসিক ভিক্ষুক বন্ধু (আশ্বিন ১২৯৩)।

ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২—১৭।৬।১৯১০)। কলিকাতায় আহেরীটোলায় সুবর্ণবণিক বংশে। পিতা ঃ রামমোহন চন্দ্র। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী (১৮৩০) ও হিন্দু কলেজের (১৮৩২) ছাত্র। ইউনিয়ন ব্যাংকের কেরাণী। হাওয়ার্ড হার্ডম্যান এণ্ড্ কোং তে শিক্ষানবীশ, পরে চিনির কলের এজেণ্ট্ (১৮৪৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবন চরিত, Travels of Hindoo ২ খণ্ড, A Voice for the Commerce and Manufacturers of India.

ভোলানাথ দত্ত (১৯০৩—)। জন্ম ঃ গোবিন্দপুর, নদীয়া। নিবাস ঃ পোরোতা, কীর্ণাহার, বীরভূম। প্রকাশিত কাব্য ঃ সন্তর (১৯৫৬), মনোমর্মর (গদ্যকাব্য—১৯৫৭)।

ভোলানাথ দাস। নিবাস ঃ হুগলী জেলার সিঙ্গুরের নিকটবর্তী খাসের চক গ্রাম। সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ গীতি ধারা, রবিতীর্থ।

ভোলানাথ দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দুর্গাচরণ রক্ষিত (জীবনী)।

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নানাবিধ বিলাস (ব্যঙ্গ রচনা—১৮৫৫)।

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ডিটেক্টিভ্।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। (১৯শ শতাব্দী)। ছদ্মনাম ঃ মুনসী নামদার। কবি ও নাট্যকার। যাত্রাপালার আদর্শে পৌরাণিক নাটক ও প্রহসন রচয়িতা। কালীপ্রসন্ন সিংহের সমসাময়িক। প্রথম প্রকাশিত রচনা ঃ আপনার মুখ আপনি দেখ (কালীপ্রসন্নের হুতোম প্যাঁচার নক্সার উত্তরে ব্যঙ্গ রচনা—১৮৬৩)। প্রকাশিত নাট্য রচনা ঃ প্রহসন ঃ কিছু কিছু বুঝি (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রচিত 'বুঝলে কি না!' প্রহসনের উত্তর—১৮৭৬), কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে (১৮৬৩), দুই সতীনের ঝগড়া (১৮৬৭), ননদ ভাজের ঝগড়া (১৮৬৯), কলির বৌ হাড় জ্বালানী (১৮৬৮), কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানী (১৮৬৯), ভ্যালারে মোর বাপ (১৮৭৬), আকাট মূর্খ (১৮৭৩), মোহন্তের চক্রভ্রমণ (১৮৭৪) প্রভৃতি। পৌরাণিক নাটক ঃ প্রভাস মিলন (১৮৭০,—এই নাটকে প্রথম ঢপ কীর্তন গান ব্যবহৃত), মৈথিলী মিলন (১৮৭১), নলদময়ন্তী (১৮৭৪), ধ্রুবোপাখ্যান, দুর্বাসার পারণ, রামের রাজ্যপ্রাপ্তি (২য় সং ১৮৭৬), পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস (২য় সং ১৮৭৭), বামন ভিক্ষা, সীতার বনবাস (১৮৭৯), নিকুঞ্জ কানন (১৮৭৯) প্রভৃতি। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ঃ কৃষ্ণান্বেষণ, কলঙ্ক ভঞ্জন, মানভিক্ষা।

(ডাঃ) ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এম্. বি. (কলি.), পি জি. টি. আর্ (অপথ্যাল)। নিবাসঃ সেহারা বাজার। বয়স ৭৩ বৎসর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে (গীত সংকলন—১৩৯১)।

ভোলানাথ মোহন্ত (× ।১২।১৩১৬—৮। ৮।১৩৭৭/১৪।১১।১৯৭০)। জন্মস্থান ঃ বর্ধমান শহর। পিতা ঃ রামরেণু মোহন্ত, মাতা ঃ জ্ঞানদা সুন্দরী। পৈত্রিক নিবাস ঃ বর্ধমান জেলায় দক্ষিণ দামোদরে ক্ষেমতা গ্রামে। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ রাঙ্গামাটি, রাজাধিরাজ (পদে বর্ধমানের মহারাজ বিজয় চাঁদের জীবনী), সতীতীর্থ চম্পাইনগরের কাহিনী, আমি পল্লীর কবি।

ভোলানাথ রায়, কাব্যশাস্ত্রী (১২৯৮— ২৩।১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। নিবাস ঃ বর্ধমান শহরের নিকটবর্তী রায়াণ গ্রামে। পিতা ঃ নুটবিহারী রায়, মাতা ঃ শরৎকুমারী। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ২০।২২ টি যাত্রানাটকের রচয়িতা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক কাব্যশাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত। গণেশ অপেরায় অধিকাংশ নাটক অভিনীত। 'জরাসন্ধ' নাটক বৃটিশ সরকারের রোষে পতিত হয় (১৩৩৮)। 'বাসুকি' নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে খ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হয়। প্রকাশিত নাটক ঃ কুবলাশ্ব (গীতাভিনয়), কালচক্র, পৃথিবী, পঞ্চনদ, আদিশূর, বিন্ধ্যাবলী, জাহ্নবী, নরকাসুর, ধনুর্যজ্ঞ, দাক্ষিণাত্য, কৈকেয়ী, জগদ্ধাত্রী, যজ্ঞাহুতি, ছিদ্রকলস (প্রহসন), প্রাণে-প্রাণে (ঐ), বাসুকি, অজাত শত্রু, বজ্রদৃষ্টি, জরাসন্ধ, ভগ্নপূজা প্রভৃতি।

ভোলানাথ সুর (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সতীত্ব সুধা (গল্প— ১৮৫৫)।

ভোলানাথ সেন। প্রতিষ্ঠাতা ঃ রসরাজ পত্রিকা (১৮৩৮)। সম্পাদক ঃ বঙ্গদূত, অনুবাদিকা, Reformer.

ভোলানাথ সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গরুর গাড়ী।

ভোলানাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২—২০।৯। ১৯৭২)। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম ও মৃত্যু ঃ বোলপুর, বীরভূম। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গরুর গাড়ীর গান, রক্তকরবীর মর্মবেদনা, উপন্যাসের উপকরণ (শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত)।

ভোলা ময়রা (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ শিমুলিয়া, কলিকাতা। পুরা নাম ঃ ভোলানাথ মোদক। পিতা ঃ কৃপারাম মোদক। বাগবাজার অঞ্চলে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী। বাল্যে পাঠশালায় লেখাপড়া সামান্য হলেও সংস্কৃত, ফার্সী, হিন্দী ভাষায় এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে পারদর্শী। কবিয়াল হরু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য। রাম বসু, যজ্ঞেশ্বর দাস, এণ্টনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিয়ালের প্রতিদ্বন্দ্বী। জনপ্রিয় প্রতিভাবান কবিয়াল। নানা রসের কবি সঙ্গীত রচয়িতা।

মইনুল আহসাও সাবের (২৬।৫। ১৯৫৮—) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে এম্. এস্. এস্. (১৯৭৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পরাস্ত সহিস (১৯৮১)।

মওলানা আবদুল হামিদখান ভাসানী (১২।১২।১৮৮০—১৭।১১।১৯৭৬)। জন্ম ঃ ধানগড়া, পাবনা (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ) মৃত্যু ঃ ঢাকায়। পেশা ঃ রাজনীতি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভাসানীর অতীত দিনের কথা (১৩৭০), দেশের সমস্যা ও সমাধান (১৯৬২), পাঁচটি প্রবন্ধ (১৯৭২) মাও সে তুং-এর দেশ (১৯৬৩)।

মওলানা মহম্মদ তাহের। নিবাস ঃ করিমগঞ্জ, আসাম। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রমণীর মান, সমস্যা ও সমাধান, মাল্টার বন্দী।

মকবুলা মঞ্জুর (১৪।৯।১৯৩৮—)। জন্ম ঃ মুগবেলাই, সিরাজগঞ্জ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৬৩)। ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ আর এক জীবন (১৯৬৬), অবসন্ন গান (১৯৮২), বৈশাখের শীর্ণ নদী (১৯৮৩)। গল্প ঃ সায়াহ্ন যূথিকা। শিশুসাহিত্য ঃ ডানপিটে ছেলে (১৯৭৮), রঙীন মাছ (১৯৮২) অপূর্ব উপহার (১৯৮২)। অনুবাদ ঃ পঞ্চ কন্যা (১৯৬২)।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৭।৬।১৯২০/১৩২৭—)। জন্ম ঃ নলডাঙ্গা যশোর। বর্তমান নিবাস ঃ ২৬/৩, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯। সাংবাদিক – কবি। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার দোল সংখ্যায় ১৩৩৯ সালে। প্রকাশিত কাব্য ঃ মন পবন (১৯৪২), তেলেঙ্গনা ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪৮), মেঘ বৃষ্টিঝড় (১৯৫১), ক'টি কবিতা ও একলব্য (১৯৫৯), ঘুম পাড়ানি ছড়া (তিনজন কবির সঙ্গে—১৯৪৭), বৈরী মন (১৯৭১), সূর্যের সাম্রাজ্যে ভিনদেশী (১৯৮৩)। সম্পাদিত কবিতা সংকলন ঃ মানুষের সপক্ষে (১৯৫২), হায় ছায়াবৃতা (১৯৬১)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ পরিচয় (১৯৫৬ ৬৫)।

মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায় (৫।৫।১৯৩৮—৪।৮।১৯৮৫) ছদ্মনাম ঃ সাথী, শূর্পনখা, শমিত দত্ত। জন্ম ঃ চিত্রকূট, উত্তরপ্রদেশ, মৃত্যু ঃ বোম্বাই-এ যশলোক হাসপাতালে ক্যানসার রোগে। নিবাস ঃ ১০, বর্ধমান রোড্, আলিপুর, কলিকাতা—২৭। পিতা ঃ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ নলিনী, স্বামী ঃ অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম্. এ. হিন্দীতে কোবিদ। ১৯৭০ সাল থেকে বোম্বাই-প্রবাসিনী। মহিলা পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত। অমর সেন, শিউলীসেন, ডঃ রেখা দত্ত, যতীন দত্ত প্রমুখদের সঙ্গে বোম্বাই বিচিত্রা পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোক্ত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মহাকাব্যে নারী (১৯৭৬), কনসিডার ইওর সেল্ফ ডেড্ (জেম্স্ হেডল চেজ্-এর অনুবাদ—১৯৮১), শর্মিষ্ঠা (পৌরাণিক কাহিনী ১৯৮২), তিলোত্তমা (ঐ ১৯৮২), বিলেতে ভূতের বাড়ী (ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী—১৯৮২), জুঝার সিং-এর গুপ্তধন (ইতিহাসভিত্তিক কিশোর উপন্যাস—১৯৮৩), আধুনিক রান্না (১৯৮৩)। অপ্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হাউস ও ওয়াইফ্স্ গাইড্, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ, পাঁচশো এক রান্না, কাল কেউটে। অন্যতম সম্পাদিকা ঃ বোম্বাই বিচিত্রা।

মঞ্জুভাষ মিত্র (২৫।৯।১৯৪৫—) নিবাস ঃ ১৮১/৬ ডি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড্, কলিকাতা—৬। প্রথম রচনা কৃত্তিবাস পত্রিকায় প্রকাশিত। সময়ানুগ পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব।

(ডঃ মঞ্জুশ্রী চৌধুরী (১৬।৭।১৯২৩—) জন্ম ঃ কাদিপুর, মৌলভী বাজার, শ্রীহট্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্য এম্. এ. ও পি. এইচ. ডি (১৯৭৮)। অবসর প্রাপ্তা অধ্যাপিকা। বাংলাদেশের লেখিকা সঙ্ঘের পদকপ্রাপ্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সুশিক্ষক ১৯৭৪), বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি (১৯৮৩), রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক (১৯৮৪)।

মঞ্জুশ্রী দাসগুপ্ত (১।৪।১৯৩০—) এম্. এ.

পি. জি. বি. টি.। জন্ম ঃ কলিকাতায়। স্থায়ী নিবাস ঃ অশ্বিনীনগর, কলিকাতা। বর্তমান নিবাস ঃ শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পিতা ঃ রাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মাতা ঃ ইন্দিরা। কলিকাতায় শিক্ষকতা (১৯৫৩-৬৫)। শান্তিনিকেতনে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার অধ্যাপিকা। শিক্ষক, বাংলাদেশ দর্পণ, গণশক্তি, মাসিক বসুমতী, দেশহিতৈষী, একসাথে, নন্দন, যুবমানস, পশ্চিমবঙ্গ, ধূসর মাটি, সত্যযুগ, নিশান প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশু সাহিত্য প্রভৃতি লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অতসী পৃথিবী (উপন্যাস—১৯৭৮), গল্প শুধু গল্প নয় (কিশোর গল্প—১৯৮২)।

মঞ্জুশ্রী দেবী। স্বামী ঃ অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদিকা ঃ মাসিক ঘরে বাইরে (১৩৫৫), মাসিক জয়া (১৩৫৬)।

মঞ্জু সরকার (১৭।৫।১৩৬০ বঙ্গাব্দ —) জন্ম ঃ পীরগাছা, রংপুর, বাংলাদেশ। কৈলাস রঞ্জন হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯৭০)। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে কর্মরত। বাংলাদেশে ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছোটগল্প ঃ অবিনাশী আয়োজন (১৯৮২)। উপন্যাস ঃ তমস (১৯৮৪)।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত (১৯৪২—)। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ অন্য বনভূমি, প্রথম দিনের সূর্য (যুগ্মভাবে)। সংকলিত কাব্যগ্রন্থ ঃ এই মুহূর্তের কবিতা।

মজনু-নুল-হক (৭।১১।১৯৪০—)। জন্ম ঃ খাজুরাপাড়া, নওগাঁ, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম্. এ. (১৯৬৪)। রাজশাহীতে সেরিকালচার বোর্ডের সচিব। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ ঃ সাহেব (১৯৮৩)।

মণি বর্ধন (১৯০৫—২৭।১২।১৯৭৬) জন্ম ঃ কাদৈর, ব্রাহ্মণ বাড়িয়া, ত্রিপুরা। কুমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালার ছাত্র। পরে ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক। প্রথমে বংশীবাদক, পরে বেতার শিল্পী। চা বাগানে চাকুরিরত—পরে নৃত্য শিল্পী হিসাবে খ্যাত। রচনা ঃ বৃহন্নলা (নৃত্যনাট্য)।

মণি বাগচী (১৯০৭—২২।২।১৯৮৩)। জন্ম ঃ নবদ্বীপ, নদীয়া, মৃত্যু ঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে। নিবাস ঃ বাগুইহাটী, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ রামযাদব বাগচী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক। সাংবাদিক। বিখ্যাত জীবনীকার। ১২৫ টি জীবনী গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ ঃ ভারতের সাধক বিজয়কৃষ্ণ (১৯৩৩), ভগিনী নিবেদিতা, গৌতম বুদ্ধ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মাইকেল, কেশব চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, শিক্ষাগুরু আশুতোষ, যুগমানব অরবিন্দ, নিবেদিতা, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র, ভারতরত্ন ইন্দিরা প্রভৃতি।

মণিবিষ্ণু চৌধুরী (১৫।৬।১৯১৭—) নিবাস ঃ শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। পিতা ঃ প্রমথ নাথ বিষ্ণু চৌধুরী, মাতা ঃ সুবালা। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ. উত্তীর্ণ (১৯৩৯)। রাজনৈতিক কারণে ১১ মাস কারাদণ্ডিত (১৯৩৯, ৪০, ৪১)। শৃন্বন্তু পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অরবিন্দের সাবিত্রী উপাখ্যান (শৃন্বন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত)।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য (৩।৫।১৯৬৮/২০।১। ১৩৪৫—)। জন্ম ঃ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড শহরে চন্দ্রনাথ তীর্থে। পিতা ঃ যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বাচস্পতি, মাতা ঃ সত্যভামা,

পিতামহ ঃ গৌরীকান্ত সিদ্ধান্ত পঞ্চানন। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সীতাকুণ্ডে অতিবাহিত। পিতার পরবর্তী বাসস্থান আসানসোলে রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ (১৯৫৫), নৈহাটী ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ (১৯৫৭), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৫৯)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর এম্. এ. পড়ার পর পরীক্ষা স্থগিত। কাঁচড়াপাড়া স্কুলের শিক্ষক (১৯৬২), পরে গরিফা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৯৬৩—)। মার্কসবাদে বিশ্বাসী। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা, দেশ, তরুণের স্বপ্ন, বসুধারা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ কয়েকটি কণ্ঠস্বর (১৯৬২), উৎকণ্ঠ শর্বরী (১৯৭১), গান্ধীনগরে রাত্রি (১৯৭৪)। মানুষের অধিকার (১৯৭৭) দক্ষিণ সমুদ্রের গান (১৯৮০), নির্বাচিত কবিতা (১৯৮১)।

মণিমোহন সরকার (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ মহাশ্বেতা, উষা অনিরুদ্ধ (১৮৬৩)।

(ডঃ) মণি রায় (৭।১।১৯২১—)। জন্ম ঃ ঢাকা জেলায়। ছদ্মনাম ঃ শ্রীসঞ্জয়, ত্রিশঙ্কু। পৈতৃক নিবাস ঃ কুষ্ঠি, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ চিত্তরঞ্জন পার্ক, নূতন দিল্লী। ঢাকা জেলায় লাখপুর সিমুলিয়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৭), ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল থেকে এল্. এম্. এফ্. (১৯৪২), লেক মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম্. বি. বি. এস্ (১৯৫০), ইউনিভার্সিটি অফ্ ওয়েষ্ট্ ইণ্ডিজ্ জ্যামাইকা থেকে ডি. পি এইচ.। চিকিৎসক। W.H.O. বৃত্তিপ্রাপ্ত (১৯৭২)। W. H. O. র স্বাস্থ্য পরিচালক সংস্থার সদস্য (১৯৭৫)। ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, বৃটিশ গায়েনা, জ্যামাইকা ইত্যাদি পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণকারী। সম্মেলনী. সাপ্তাহিক বসুমতী, যষ্টিমধু, যুগান্তর, অমৃত, বসুধারা, মহানগর, প্রাংশু প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। কলিকাতা ও দিল্লীর মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ। সহ সম্পাদক ঃ সম্মিলনী (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র—১৯৫৮-৬৪), সাহিত্যতীর্থ (১৯৮৪))। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চিরন্তন (ছোটগল্প—১৯৭৮), ছড়া ও ছড়ি (ব্যঙ্গ কবিতা ও ছড়া সংকলন—১৯৮২) রাজধানীর গল্প সংকলন (১৯৭৯), বহু বিচিত্র (প্রবন্ধ সংকলন)।

মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মুহম্মদ (১৮৭৫—১৯৫০)। জন্ম ঃ আড়ালিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম। পিতা ঃ মুনসী মতিউল্লাহ। হুগলীর সিনিয়র মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তৎপরে মোক্তারি পড়ার সময়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। কুমেদপুর মাদ্রাসার হেড্ মৌলভী, রংপুর কারামাতিয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ এবং সীতাকুণ্ড মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক। ইসলামধর্ম প্রচারে ও শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী। ইসলামের ইতিহাস ও ধর্ম সম্পর্কিত গ্রন্থ লেখক ও অনুবাদক। জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করায় (১৯২২) কারাদণ্ডিত। প্রচারক, ইসলাম প্রচারক, নবনূর, আল এসলাম, মাসিক মোহাম্মদী, হাবলুল মতিন প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচয়িতা। কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নের মফঃস্বল সদস্য (১৮৯৩), বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩) ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১) র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তুরষ্কের

সোলতান (১৯০১), কনস্‌ট্যাণ্টিনোপল (১৯১২), ভারতের মুসলমান সভ্যতা (১৯১৪), খাজা নেজামদ্দীন আউলিয়া (১৯১৬), ভারতে ইসলাম প্রচার, খগোল শাস্ত্রে মুসলমান, ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান, আওরঙ্গজেব, মোসলেম বীরাঙ্গনা, ইসলামের উপদেশ, সুদ সমস্যা, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক সোলকান (১৯০১), হাবলুল মতিন (১৯২১)। যুগ্ম সম্পাদক ঃ আল এসলাম (১৯১৫)।

মণিরুদ্দিন মুন্সি। জন্ম ঃ মধুভোগ গ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তৃষ্ণাবতী বিয়াগুরু (১২৬৭)।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (৪।৪।১২৯৫/১৮-৮৮—২৩।১১।১৩৩৫/১৯২৯)। জন্ম ঃ ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। আদি নিবাস ঃ বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা ঃ কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়. পত্নী ঃ শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা করুণা দেবী। ভবানীপুর সাউথ সুবারবন স্কুলে প্রবেশিকা পর্যন্ত অধ্যয়ন। টাইফয়েড্ রোগে চক্ষু নষ্ট হওয়ায় পরীক্ষা স্থগিত। সিমলায় রাজস্ব বিভাগে কর্মপ্রাপ্ত। কর্মত্যাগ করে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। কান্তিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী,— ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোং এর তত্ত্বাবধায়ক ও অংশীদার। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। নৃত্যকলা, অধ্যাত্মবিদ্যা, সম্মোহন বিদ্যা, লাঠিখেলা, অসিচালনা ইত্যাদিতে দক্ষ। প্রথম কবিতা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত। কথা সাহিত্যিক হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধ। গদ্য রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশিত। অবনীন্দ্রনাথের রচনারীতি ও ভাবুকতা, বাস্তবতা অপেক্ষা রোমাণ্টিকতার প্রাধান্য, কাব্যধর্ম, ভারতী গোষ্ঠীর পরিচিত শব্দবিন্যাস, কথ্যভঙ্গীর সহজ বাক্যরীতি ও পরিচ্ছন্নতা—গদ্য রচনায় পরিস্ফুট। তুরুপ, টাকার থলি, দুই সন্ধ্যা, বিন্দু, মুক্তি ইত্যাদি গল্পে দক্ষতা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছোটদের উপযোগী জাপানী গ্রন্থের অনুবাদ ঃ জাপানী ফানুষ (১৯০৯), কল্পকথা (১৯০৯) জলছবি (১৯১৪)। অন্যান্য গল্পগ্রন্থ ঃ আলপনা (১৯১০—এই গ্রন্থের কয়েকটি গল্প বিদেশী গল্পের অনুসরণে), ঝাঁপি (১৯১২), মহুয়া (১৯১৩), পাপড়ি (১৯১৬), খেয়ালের খেসারত (১৯২২), মোমের ফুল, পাহাড়ী, কায়াহীনের কাহিনী। বড় গল্প ঃ মনে মনে (১৯১৯)। অনূদিত উপন্যাস ঃ ভাগ্যচক্র (ওলন্দাজ লেখক লুই কুপার্সের ইংরাজী অনুবাদ থেকে —১৯১১)। গীতিনাট্য ঃ মুক্তার মুক্তি। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ কাদম্বরী, বেতাল পঞ্চবিংশতি। প্রধান সম্পাদক ও পরিচালক ঃ ভারতী (১৩২২–২৯)।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যার (১১।৮।১৮৮৬/১২৯২—×।৮।১৯৬৩/৩০।৪।১৩৭০) ছদ্মনামঃ গল্প দাদু। জন্ম ঃ মণিখানি. কৃষ্ণনগর, ২৪ পরগণা। শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। কাশীতে বাস (১৯১৬) পরবর্তীকালে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রবাস জ্যোতি পত্রিকার প্রকাশক। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৯৩২)। গিরিশ অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গিরিশ পদক দ্বারা সম্মানিত। কথাশিল্পী. কবি ও নাট্যকার। পঞ্চাশের অধিক গ্রন্থ রচয়িতা। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ দৈনিক চন্দ্রিকা (১৯০৭), দৈনিক বসুমতী (১৯০৮). নাট্যমন্দির (নাট্যবিষয়ক পত্রিকা), প্রবাস জ্যোতি. সাপ্তাহিক বসুমতী (১৯৩২), সাপ্তাহিক রঙ্গমঞ্চ (১৯১০)।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ইতিহাস বিষয়ক ঃ বঙ্গে অরাজকতা, রুশ জাপানের যুদ্ধ, বারাণসী। গল্প ঃ দুঃখের পাঁচালী (১৯৩৭), হুইপ (১৯৪০) ইত্যাদি। উপন্যাস ঃ কুমারী ইন্দিরা (১৯০৯), চিত্রকরী (১৯১৪), তান্তিয়া মহারাজ (১৯১৬), স্বয়ংসিদ্ধা (১৯৩৭) গোটা মানুষ, কুমারী সংবাদ, ভুলের মাশুল, অদৃষ্টের ইতিহাস. মরুমাঝে বারিধারা, ইন্‌টেলিজেণ্ট্‌, দখনে বাঘ, কে ও কী. যুগের যাত্রী, শ্রীমতী মুক্তি মণ্ডল, অজানা অতিথি, অবশেষে, দরিদ্রের দাবী, নূতন বৌ, অপরাজিতা, পথের পরিচয়, নারীর রূপ (১৯৪৪), মহাজাতি সঙ্ঘ. কুমারী সংসদ, রামধনু, স্বয়ম্বরা (১১৫১,) যুগকন্যা (১৯৫৭) প্রভৃতি। জীবনী ঃ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ (১৩৫৯)। নাটক ঃ রাণী মীনাবতী (১৯১২), অহল্যা বাঈ (১৯১৪), মাধব রাও (১৯১৫), বাজী রাও (১৯৩১), ব্রত উদ্‌যাপন, মহামানব. অন্নপূর্ণা, বাসুদেব. ঝাঁসীর রাণী ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য ঃ ছোট থেকে বড়. মন্দ থেকে ভাল, গল্পদাদুর আসর, নির্বাসিতা রাজকন্যা, রূপকুমার, তোমাদের সুভাষ, বাঙলা মায়ের শহীদ ছেলে, গল্পে ভারতীয় কংগ্রেস. মহাভারতের কথা, বাংলার দুলাল, রামধনু, হুইল. অবতারের কথা, বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশ দত্তের উপন্যাসের ছোটদের সংস্করণ।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ স্বাধীন জীবিকা বা শিল্পশিক্ষা প্রণালী।

মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (৭।১২।১৯৩৩— ছদ্মনাম ঃ শঙ্কর। জন্ম ঃ বনগ্রাম, ২৪ পরগণা। নিবাস ঃ ৫৩, লোকনাথ চ্যাটার্জি লেন, হাওড়া—২। চার বৎসর বয়স থেকে হাওড়া নিবাসী। হাওড়া জেলা স্কুল ও বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্র। বর্তমানে ডানলপ কোম্পানীর জন সংযোগ অফিসার। খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৯)। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ মানচিত্র, বোধোদয়, কত অজানারে, এপার বাংলা ওপার বাংলা, স্বর্গমর্তপাতাল, যেখানে যেমন, জন অরণ্য. যা বল তাই বল, নিবেদিতা রিসার্চ লেবরেটারি, সম্রাট ও সুন্দরী, একদিন হঠাৎ, এক ব্যাগ শংকর (সংকলন) প্রভৃতি।

মণি সিংহ (১৯০১—)। জন্ম ঃ কলিকাতায়। পৈতৃক নিবাস ঃ সুসং দুর্গাপুর, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ। পেশা ঃ রাজনীতি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবন সংগ্রাম ১৯৮৩)।

মণীন্দ্র ঘটক (২২।১১।১৯৩০ --)। ছদ্মনাম ঃ জগন্নাথ শর্মা। পৈত্রিক নিবাস ঃ কার্তিকপুর, মাদারিপুর. ফরিদপুর, বাংলাদেশ। ১৯৪৩ খ্রীঃ থেকে আসাম প্রবাসী। কাছাড়ের বরখলা হাইস্কুল ও শিলচরের গুরুচরণ কলেজের ছাত্র। ১৯৫৩ খ্রীঃ থেকে কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। বর্তমান নিবাস ঃ কাঁকুড়গাছি সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা—৫৪। মাসিক বসুধারা, পাক্ষিক ঘরণী ও দৈনিক লোকসেবক পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে প্রকাশন সংস্থার কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ বর্ণমালায় চিত্রিত বাসনা (১৩৮০)। উপন্যাস ঃ পতঙ্গ নয় (১৩৮০), শূন্যস্থান (১৩৮৫', সময় অসময় (নতুন ভারত পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত)।

মণীন্দ্র দত্ত (২১।১২।১৩১৯— । ছদ্মনাম ঃ উত্তরপুরুষ। আদি নিবাস ঃ কান্দি, ফরিদপুর। ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে পড়ার পর ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে বি. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ। প্রথমে সাংবাদিক, পরে অধ্যাপক, শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত

গ্রন্থ : রূপকাহিনী, অমর মরণ, রক্তরাঙা দিনে, দারুমূর্তির রহস্য, ঘরছাড়া, দিকহারা প্রভৃতি।

মণীন্দ্রনাথ আশ (৫।২।১৯৩৫—)। নিবাস : রিষড়া, হুগলী। পিতা : অভয় চরণ আশ। স্কুল ফাইন্যাল, ড্রাফ্ট্স-ম্যানশিপ্ পাশ। কেন্দ্রীর সরকারের অধীনস্থ কারখানায় কর্মরত। পশ্চিমবঙ্গ, ভূমিলক্ষ্মী, কৌশিকী, সমতট, শিল্প বিজ্ঞান, চেতনিক, সংহতি, পল্লীডাক, শ্রীরামপুর রিষড়াবার্তা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদক : চরৈবেতি (রিষড়া—১৯৫৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিয়াল কৈলাস বারুই ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা (১৯৬৭)।

মণীন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৮৯—?) বি. এস. সি.। জন্ম : মূলঘর। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিয়ের বন্ধন (১৯২১), নারীর রূপ (১৯২২), সুখের স্বপন (১৯২২), শান্তিকুটির (১৯২৩), পথের সাথী (১৯৪৪), মনের খেলা (১৯৪৫)।

মণীন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কমলে কন্টক (১৮৯৯)।

(ডঃ) মণীন্দ্রনাথ জানা (১।১১।১৩৪০ বঙ্গাব্দ—) এম্. এ. (ট্রিপ্‌ল্), বি. টি., পি. এইচ্. ডি.। জন্ম : পনিচিয়াড়ী, কাঁথি, মেদিনীপুর। নিবাস : নারায়ণপুর নামখানা, ২৪ পরগণা। পিতা : গুণধর জানা, মাতা : শৈলবালা, পত্নী : স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূদেব জানার কন্যা বীণাপাণি। সুন্দরবন পল্লীসেবা সমিতি বঙ্গভারতী, মিহির স্মৃতি সেবাশ্রম, দেশপ্রাণ গ্রন্থাগার, কপিল বিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা। সুন্দরবনের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষক, গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্রের আত্মীয় সভার সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : মানবধর্ম ও শিক্ষা, সুন্দরবন বিচিন্তা, সোনার ভারত প্রভৃতি। ইংরাজী : Education for life.

মণীন্দ্রনাথ নায়েক বি. এস্. সি.। জন্ম : চন্দননগর। প্রকাশিত গ্রন্থ : অরবিন্দ মন্দিরে।

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : হেমপ্রভা (১২৮২)।

মণীন্দ্রনাথ বসু (×।৩।১৮৮১—১৮।৪।১৯৬৬)। জন্ম : খাতরা, মেদিনীপুর। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৬), পাটনা কলেজ থেকে এফ্. এ (১৮৯৮), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১ম স্থান ও স্বর্ণপদক লাভ করে এম্. এ. (১৯০০), বি. এল. (১৯০৫), সরস্বতী উপাধিপ্রাপ্ত (১৯০১)। আইন ব্যবসায়ী। মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক (১৯০৯), সহ-সম্পাদক (১৯১২), সভাপতি। সম্পাদিত পত্রিকা মাসিক মাধবী (মেদিনীপুর ১৯২৩)। সহ-সম্পাদক : বঙ্গীয় মহাকোষ (১৩৪১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভাগবত জিজ্ঞাসা।

মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (২৭।১০।১২৮৩—২২।৮।১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : কপাড়িয়া গ্রাম, মেদিনীপুর। পিতা : পুরন্দর মণ্ডল প্রকাশিত গ্রন্থ : বন্দে মাতরম্‌লীলা (১৯০৫) আর্যপৌণ্ড্রক (১৩১৭), বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ (১৩৩০), আরতি (১৩৩১), বঙ্গে দিগিন্দ্র-নারায়ণ (১৩৩৩), প্রায়শ্চিত্ত (১৩৩৫), ভব-ঘুরে (১৩৩৬), পল্লী কবি রসিকচন্দ্র (১৩৩৬) স্মৃতির দান (১৩৩৭)।

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রধূমিত বহ্নি, ভস্মাবশেষ।

মণীন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী (৭।৩।১৯৩৮—) জন্ম : কামার দিয়ার, নাটোর, রাজশাহী। পিতা : শ্রীশ নারায়ণ লাহিড়ী, মাতা : সুরধনী। বেহালা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৩), জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং

কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯৫৬), সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এস্. সি. (১৯৫৮) উত্তীর্ণ। লাহিড়ী উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয় (চিরিমিরি, মধ্যপ্রদেশ) ও সাউরী ভোলানাথ বিদ্যামন্দির (মেদিনীপুর) এর শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : চাঁদের দেশে মানুষ (১৯৭০), পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ (১৯৮০)।

মণীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী (২০।৯।১৮৯১ ৩।১০।১৯৫২)। জন্ম : কাঠগড়া লেন, হুগলী। পিতা : সূর্যকুমার সর্বাধিকারী। সম্পাদক : দৈনিক চন্দ্রিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : জল প্লাবন, শুভেন্দুর কলঙ্ক, নবতার, নবীনের সংস্কার, প্রবাসীর প্রত্যাগমন (১৩২৪) দেশের বড়দা, হালদার বাড়ী, মিলনতীর্থ, সবিতারাধনা। কাব্য : মানসকুঞ্জ, মণিকণা, মানস সরোবর, মুরজ মুরলী, হৃদয় লহরী, শুভকর্ম (গদ্য-পদ্য), মুক্তির খেয়া, সোনার বাঁধন, হিতবাণী প্রভৃতি।

মণীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮—) ছদ্মনাম : কে আমি, গৃহ-গোধিকা। নিবাস : মোহনবাগান লেন. কলিকাতা। আদি নিবাস : বালি, হাওড়া। স্কটিশচার্চ কলেজ, সিটি কলেজ, গভর্নমেণ্ট কমার্শিয়াল ইন্স্টিটিউসন প্রভৃতির অধ্যাপক। সহ-সম্পাদক : বঙ্গীয় মহাকোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : কেন, কপালকুণ্ডলা পরিচিতি, শ্রীকান্ত পরিচিতি, রাধারাণী পরিচিতি প্রভৃতি।

মণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮—১০।২। ১৯৬৮)। জন্ম : আউট্ শাহি, ঢাকা। নিবাস : ২০, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা—২৬। পিতা : রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্ত। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র, পরে কলাভবনে চিত্রাঙ্কনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর ছাত্র। ঢাকায় বি. এ. পড়ার সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় লেখাপড়া পরিত্যক্ত। অন্ধ্র জাতীয় কলা-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, সিংহলে আনন্দ কলেজের কলা বিভাগের প্রধান,—সরকারী আর্ট কলেজের শিক্ষক (১৯৩১–৫৩)। বহু-সংখ্যক-মূল্যবান চিত্রের স্রষ্টা। শিল্প ও শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু প্রবন্ধ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : সিংহলে শিল্প ও সভ্যতা (১৯৫৩), শিল্পে ভারত ও বহির্জগৎ, Impressions of a pilgrimage to kedarnath and Badrinath in twelve Linocuts.

মণীন্দ্র মোহন বসু এম্. এ.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—বাঙ্গালা পুঁথির রক্ষক। সম্পাদিত গ্রন্থ : দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী ১ম (১৩৩৫), ঐ ২য় (১৩৩৮), চর্যাপদ (টীকা ও ব্যাখ্যা সহ)। প্রকাশিত গ্রন্থ : Post-Chaitanya Sahajiya cult (১৯৩০), The Descriptive Catalogue of Bengali Manuscript ৩ খণ্ড (১৯২১, ২৮, ৩০), বাঙ্গালা সাহিত্য ২ খণ্ড (১৯৪৬ —৪৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (সমালোচনা— ১৩৪১)।

মণীন্দ্র রায় (৪।১০।১৯১৯/২৬।৬। ১৩২৬—)। জন্ম : শীতলাই, পাবনা। নিবাস : ১৭ বি, সুইনহো ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১৯। পিতা : শ্রীশচন্দ্র রায়, মাতা : সুভাষিণী। বি. এ. পাশ,—এম্. এ. পরীক্ষা অসম্পূর্ণ। সরকারী চাকুরে,—রেডিওর শিশু মহলের কর্মী,—চলচ্চিত্রের সহকারী পরিচালক ও সংলাপ লেখক, পুস্তক ব্যবসায়ী। সাংবাদিক,—কবি। পরিচয় পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'দাদুরী' প্রকাশিত (১৯৩৬)। সাপ্তাহিক অমৃত, পরে যুগান্তর (১ বৎসর) কালান্তর (২ বৎসর) ও সাপ্তাহিক সত্যযুগ

পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক, বসুমতীর সম্পাদক। ২৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত। সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯) ও সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭০)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ সাপ্তাহিক অমৃত (১৯৬১ —৬৮), সাপ্তাহিক সত্যযুগ (১৯০২), ত্রৈমাসিক সীমান্ত (১৯৫৩—৫৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ ত্রিশঙ্কু (১৯৩৯) একচক্ষু (১৯৪২), ছায়া সহচর (১৯৪৪), সেতুবন্ধের গান (১৯৪৮), অন্যপথ (১৯৫১), কৃষ্ণচূড়া (১৯৫৫), অমিল থেকে মিলে (১৯৫৪), মুখের মেলা (১৯৫৯), অতিদূর আলো রেখা (১৯৬২), কালের নিস্বন (১৯৬৫), মোহিনী আড়াল (১৯৬৬), নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয় (১৯৬৭), এই জন্ম জন্মভূমি (১৯৬৯) ভিয়েৎনাম (১৯৬৯), নাটকের নাম ভীষ্ম (কাব্যনাটক—১৯৭০), জামায় রক্তের দাগ (১৯৭০), জিপসী মেয়ে (১৯৮২), এ কালের রুশ কবিতা (অনুবাদ)। আলোচনা ঃ রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতা। স্মৃতিকথা ঃ আমার কালের কবি ও কবিতা। সংকলিত ও সম্পাদিত কাব্য ঃ এক বছরের কবিতা (১৯৬৫), তিন যুগের কবিতা (১৯৬৫), উজান যমুনা (১৯৬৬), মণীন্দ্র রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০), মণীন্দ্র রায়ের সংকলিত কবিতা (১৯৬৪), প্রেমের জন্য (১৯৭০)।

মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭—২৩।৭।১৯৮৬/ ৭।৪।১৩৯৩)। জন্ম ঃ চিংড়িপোতা, ২৪ পরগণা। নিবাস ঃ ঝামাপুকুর, কলিকাতা। পিতা ঃ ডিষ্ট্রিকট্ জজ্ প্রবোধচন্দ্র বসু, খুল্লতাত ঃ কার্তিক বসু, মাতামহ ঃ বিখ্যাত বাগ্মী গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯১৪)। আইন পাশ করার পর ইংলন্ড থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ। কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী। ঔপন্যাসিক ও শিশু সাহিত্যিক। ২৬ বৎসর বয়সে প্রথম ছোটগল্প প্রবাসীতে প্রকাশিত। প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় রচিত উপন্যাস ঃ জীবনায়ন। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ রমলা, মায়াপুরী, রক্তকমল, সোনার কাঠি (১৯৫৯), সহযাত্রিণী, অজয় কুমার (গল্প) প্রভৃতি।

মণীশ ঘটক (৯।২।১৯০২—২৭।১২।১৯৭৯/ ১১।৯।১৩৮৬)। ছদ্মনাম ঃ যুবনাশ্ব। জন্ম ঃ রাজশাহীতে মাতুলালয়ে, মৃত্যু ঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। নিবাস ঃ 'ধরিত্রী' ১০৬ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর রোড্, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা ঃ ডেপুটি পরে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সুরেশ চন্দ্র ঘটক, মাতা ঃ ইন্দুবালা, পত্নী ঃ ধরিত্রী, কন্যা ঃ মহিলা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, অনুজ ঃ বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। বাল্যকাল পিতার কর্মস্থলে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯১৯), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ. (১৯২১) ও ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯২৩)। আয়কর বিভাগের কর্মী (১৯২৪). অবসর গ্রহণের (১৯৫২) পর আয়কর বিভাগের পরামর্শ দাতা। ঢাকায় হস্তলিখিত ভগ্নদূত ও ফসল পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক। কল্লোল পত্রিকার প্রকাশকাল (১৯২৪) থেকেই উক্ত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রবাসী, চতুরঙ্গ, উত্তর সূরী, দেশ, অমৃত, বসুমতী, আনন্দবাজার, বর্তিকা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। ঋজুতা, বলিষ্ঠতা, তীক্ষ্ন বাগ্‌রীতি, সাবলীল ভঙ্গী ও সমাজের যন্ত্রণার রূপায়ণ রচনার বিশিষ্ট গুণ। সম্পাদিত প্রত্রিকা ঃ ত্রৈমাসিক অতিথি (ঢাকা-১৯২৪), ত্রৈমাসিক বর্তিকা (বহরমপুর, ১৯৫৫-৭০)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ শিলা-

লিপি (১৯৪০), যদিও সন্ধ্যা (১৯৬৮), বিদূষী-বাক্, যুবনাশ্বের নেরুদা (পাবলো নেরুদার কবিতার অনুবাদ), একচক্রা, নামায়ন, রক্তাক্ত রঙ্গন, নির্বাচিত কবিতা। গল্প : পটলডাঙ্গার পাঁচালী। উপন্যাস : কনখল (১৯৬৩)। স্মৃতিকথা : মান্ধাতার বাবার আমল।

(ডাঃ) মণীশচন্দ্র প্রধান (২।১।১৯২৫—)। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ৫৩এ, জয়মিত্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৫। পিতা : ক্ষিতীশচন্দ্র প্রধান। মাতা : কনকরাণী। হেয়ার স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কার-মাইকেল কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯৪২), কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে থেকে এম্. বি. (১৯৪৭), ডি. টি. এম্. (১৯৫৩), আমেরিকান কলেজ অব্ চেষ্ট্ ফিজিসিয়ান্স থেকে এফ্. সি. সি. পি. (১৯৭৬)। কলিকাতা আর্. জি. কর. মেডিক্যাল কলেজ মেডিসিন বিভাগের রীডার ও বক্ষ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক, পাতি-পুকুর যক্ষ্মা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ্ মেডিসিনের আংশিক সময়ের লেকচারার। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসো-সিয়েসনের কলিকাতা শাখার সহ-সভাপতি, —মেডিক্যাল ক্লাব লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান। যুগান্তর, শুকতারা, বিজ্ঞান, গন্ধবণিক পত্রিকা, রোমাঞ্চ, নবকল্লোল, প্রসাদ, ইতিকথা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : আবি-ষ্কারের পিছনে (১৯৮২), হাঁপানি রোগ (১৯৮৩)।

মতিউল ইসলাম (১৬।২।১৯১৮—)। জন্ম : গুলিয়াচক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। বাংলাদেশে সরকারী আমদানি রপ্তানি অফি-সার। কবিতার জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : ফরিয়াদ (১৯৪৭), মাটির কন্যা (১৯৪৮), কায়েদে আজম তোমার জন্য (১৯৫০), সপ্তকন্যা (১৯৫৭), পুষ্পবীথি (১৯৬২)। ছোটগল্প : দিবা রাত্রি (১৩৫৮)।

মতিন উদ্দীন আহমদ (১৯০০—১৯৮০) বি. এ. বি. এল্ (কবি) জন্ম : শ্রীহট্ট। বাংলাদেশবাসী। উপন্যাস, রম্যরচনা ও ছোট গল্প লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : বুদ্বুদ (১৯৬১)। গল্প : তিন চেরাগ (১৯৬৭)। অনুবাদ : বিজন বনের রূপকথা (১৯৫৯), অশান্ত পৃথিবী (১৯৬০), শত জীবনের কথা (১৯৬২)। জীবনী : ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট্ (১৯৬৪)। রম্যরচনা : তিন চেরাগ তিন শামাদান ফাউ (১৩৭৪)।

মতি নন্দী। বিখ্যাত ক্রীড়াবিশেষজ্ঞ ও ক্রীড়াভাষ্যকার। খেলাধুলা বিষয়ে উপন্যাস লেখক। প্রকাশিত উপন্যাস : চেয়ার, সবাই যাচ্ছে, ষ্ট্রাইকার, স্টপার প্রভৃতি।

মতিন বৈরাগী। নিবাস : বরিশাল, বাংলাদেশ। বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংকের সিনিয়ার অফিসার। উন্মেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ এর অন্যতম সদস্য। প্রকাশিত কাব্য : বিষণ্ণ প্রহরে দ্বিধাহীন মে (১৯৭৭), কাছের মানুষ পাশের বাড়ী (১৯৮০)।

মতি মুখোপাধ্যায় (২।২।১৯৩৫—)। ছদ্মনাম : ভূয়োদর্শী, মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, বিষহরি বৈরাগী। জন্ম : হুগলী জেলার জনাই গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : ৩০, দেওয়ানজী ষ্ট্রীট্ রিষড়া, হুগলী-৭১২২৪৮। বর্তমান নিবাস : ফ্ল্যাট্ নং এ কে ৩/জি ১, নিউ কলোনী, কুলটী, বর্ধমান—৭১৩৩৪৩। পিতা : মণিলাল মুখোপাধ্যায়, মাতা : বীণাপাণি। রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে লেটার, ষ্টার নম্বর ও জুনিয়র সেকেণ্ড গ্রেড্ স্কলারশিপ্সহ ম্যাট্রিকুলেশন

(১৯৫১), শ্রীরামপুর কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আই. এস্. সি. (১৯৫৩), স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে কেমিষ্ট্রিতে অনার্সসহ বি. এস্. সি. (১৯৫৫) উত্তীর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসীভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত (১৯৫৯-৬০), হিন্দী-ভাষার প্রাজ্ঞ পরীক্ষায় ১ম বিভাগে বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ। রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৯৫৫-৫৬), কলিকাতা পে এণ্ড্ একাউণ্ট্স্ অফিস, মিনিষ্ট্রি অফ্ ওয়ার্কস্, হাউসিং এণ্ড্ সাপ্লাই (১৯৫৬-৬০) এবং কুলটি ইণ্ডিয়ান আয়রণ এন্ড্ ষ্টীল কোম্পানীর কর্মী (১৯৬০ —), বর্তমানে কেমিষ্ট্ ইন্ চার্জ পদে অধিষ্ঠিত। রিষড়ায় ও কুলটিতে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। বেতার ও দূরদর্শনে নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণকারী। দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, যুগান্তর, অমৃত, আনন্দবাজার, দেশ, আনন্দমেলা , সত্যযুগ, কালান্তর, চতুরঙ্গ, প্রতিক্ষণ, পরিচয়, ঝলমল, কিশোর ভারতী, কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমেলা, একক, মহাদিগন্ত, উত্তরসূরী, ধ্রুপদী, চতুষ্কোণ, রবিবাসরীয় জনতা, গঙ্গোত্রী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। বহু গল্প হিন্দীতে অনূদিত। প্রবন্ধে দৈনিক বসুমতী পুরস্কার (১৯৭৬), কবিতায় কলিকাতা প্রতিশ্রুতি পরিষদের জীবনানন্দ পুরস্কার (১৯৭৬), কবিতায় কালান্তর পত্রিকা প্রদত্ত সুকান্ত স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭১) প্রাপ্ত। আসানসোলে রক্তকরবী কর্তৃক (১৯৭৬), চন্দননগরে সারাবাংলা কবি সম্মেলনে (১৯৭৯), মুর্শিদাবাদ মুক্ত বান্ধব রাইটার্স গিল্ড্ (১৯৮১) কর্তৃক কবিহিসাবে সম্বর্ধিত। প্রকাশিত কাব্য : সন্ধ্যার জানালা (১৯৬৩), অর্জুন সময় (১৯৭৫), অলিন্দে সূর্যের হাওয়া (যুগ্ম-১৯৭৬), সরল বর্গীয় ঋজু উদ্ভিদ (১৯৭৭), স্থিতাবস্থা ভাঙো (১৯৮১), প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন স্বর্গ গড়ে। উপন্যাস : চারশো পঞ্চাশ দিন পরে (বিজ্ঞান-ভিত্তিক—১৯৬৬)। গল্প : নীলকণ্ঠের কান্না (১৯৮৪)। সম্পাদিত কাব্য সংকলন : অ্যাল্বাট্রস (১৯৭৮)। সম্পাদিত পত্রিকা : ইশারা (১৯৫৭), পূর্বমেঘ (১৯৬১-৬৩), সপ্তপর্ণী (১৯৬৪), বিকাশ (১৯৭৪-৭৯), বাইরে দূরে (১৯৭৮)।

মতিয়া চৌধুরী (৩০।৩।১৯৪২—) বি. এস্. সি.। জন্ম : মাদারীপুর, ফরিদপুর। পেশা : রাজনীতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : দেয়াল দিয়ে ঘেরা (১৯৭০)।

মতিলাল ঘোষ (২৮।১০।১৮৪৭/১২।৭।১২-৫৪—৫।৯।১৯২২/১৯।৫। ১৩২৯)। জন্ম : অমৃতবাজার, যশোর, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা : হরিনারায়ণ ঘোষ, মাতা : অমৃতময়ী, ভ্রাতা : শিশিরকুমার ঘোষ। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ্. এ. পাশ। খুলনা মতাহির বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। রাজনীতিবিদ, তেজস্বী স্বদেশ প্রেমিক, স্বগ্রামে ভ্রাতা শিশিরকুমারের সহযোগে সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক (১২৭৫) পরে কলিকাতায় বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক, শিশিরকুমারের মৃত্যুর পর অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক (১৯১১)।

মতিলাল ঘোষ। গীতিনাট্যকার—গীতাভিনয় রচয়িতা। প্রকাশিত গীতাভিনয় : অভিমন্যুবধ, লক্ষ্মণ বর্জন, পরশুরাম, প্রভাস মিলন (১৯০৫). কুমার চরিত বা তারকাসুর বধ (১৯০৫), পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, সীতার পাতাল প্রবেশ, বুদ্ধলীলা. সুধন্বাবধ, দ্বারাবতী (নাটক—১৯২২), ধ্রুব (১৯১৬), বৃন্দাবন বিহার।

মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। (১৯শ শতাব্দী)। সাংবাদিক। সম্পাদক ঃ মাসিক সর্বশুভঙ্করী (১৮৫০. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালংকার কর্তৃক প্রকাশিত)।

মতিলাল চন্দ্র (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভৈষজ্যসার সংগ্রহ (১৮৭৫)।

মতিলাল দত্ত। জন্ম ঃ খণ্ড পাখনা, রাঁচি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বঙ্গানন্দ (১৩২২)।

(ডঃ) মতিলাল দাশ (১৮৯৯—২১।১।১৯-৭১) এম্. এ., পি. এইচ্. ডি. (১৯৪৫) বি. এল্.। জন্ম ঃ কলিকাতায়। বাগেরহাট কলেজের অধ্যাপক (১৯২৬)। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান। ইউরোপ (১৯৩৬) ও আমেরিকা (১৯৫৬) ভ্রমণকারী। ভারত সংস্কৃতি পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বহু সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দীপশিখা, বিরহশতক, চার্বাক, চিরন্তনী ঋগ্বেদের অনুবাদ, বৈষ্ণব পদাবলী।

মতিলাল বসু। নৌগাঁ প্রবাসী আইনজীবী। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক সম্মিলন (১৯১০)।

মতিলাল বসু (১৯শ শতাব্দী। পিতা ঃ নাট্যকার মনোমোহন বসু। বোসেস্ সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক ঃ পাক্ষিক গান ও গল্প (১২৯৪)।

মতিলাল বিদ্যারত্ন এম্. এ.। জন্ম ঃ হরিনাভি, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ দীননাথ ন্যায়রত্ন। আগ্রা কলেজের অধ্যাপক, পরে রাজপুতনার ডি. পি. আছি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তত্ত্বকথা, নূতন প্রণালী, সত্য সাহস, Lectures on Vedic Philosophy.

মতিলাল বিশ্বাস। জন্ম ঃ আমলাগড়া, মেদিনীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বকদ্বীপ (ইতিহাস—১৩২১)।

মতিলাল মণ্ডল (৫।৫।১৯২৪—) জন্ম ঃ কলিকাতায়। বর্তমান নিবাস ঃ ৮বি, ঘোষ লেন, কলিকাতা। পিতা ঃ সত্যনিরঞ্জন মণ্ডল, মাতা ঃ বীণাপাণি। শ্রীজৈন শ্বেতাম্বরতেরা পন্থী বিদ্যালয়ের ব্যায়াম শিক্ষক। সিমুলিয়া এথ্লেটিক ক্লাব ও পশ্চিমবঙ্গ যোগ সমিতির সম্পাদক। শ্রীঅরবিন্দ শারীর শিক্ষা সংসদ, ব্রতচারী সমিতি, ভারতসভা, ও শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির সদস্য। খেলাধূলা, ব্যায়ামচর্চা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। পশ্চিমবঙ্গ জিমন্যাষ্টিক এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছোটদের ব্যায়াম।

মতিলাল মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাঙ্গালা পাঠ, অভিধান (১৮৫৫)।

মতিলাল রায় (২১।৯।১২৮৯/৫।১।১৮৮৩—২৭।১২।১৩৬৫ / ১০।৪। ১৯৫৯)। জন্ম ঃ বোড়াই চণ্ডীতলা, চন্দননগর, মৃত্যু ঃ চন্দননগরে প্রবর্তক আশ্রমে। পিতা ঃ বিহারীলাল রায়। কলিকাতা ফ্রি চার্চ ইন্সটিটিউসনের ছাত্র। ১৫ বৎসর বয়সে ৯ বৎসরের বালিকা রাধারাণীর সঙ্গে বিবাহ। চার বৎসর পরে কন্যার জন্ম ও ১০ মাস পরে অকালমৃত্যু হওয়ায় শোকে কাতর হয়ে তন্ত্র, সহজিয়া, আউল, সাঁই, সতীমা, কর্তাভজা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়েয় রীতিতে সাধনায় রত। তন্ত্রগুরু কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট সস্ত্রীক বৈষ্ণবী মন্ত্রে দীক্ষিত। দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত রামানন্দ গিরির নিকট প্রাণায়াম ও যোগশিক্ষা ও অনামা অবধূতের নিকট উপদেশ গ্রহণ। স্ত্রীর সঙ্গে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ (১৭।৬।১৯০৬)। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে সৎপথাবলম্বী নামে সেবাসমিতির প্রতিষ্ঠাতা (১৯০২)। কানাইলাল দত্ত প্রমুখের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত (১৯০৫). চন্দননগরে বিপ্লবীদলের সংগঠক। বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রনাথকে

হত্যার ব্যাপারে কানাইলালের সহযোগী বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতা, অরবিন্দ ঘোষকে স্বগৃহে আশ্রয়দাতা (১৯১০)। অরবিন্দের প্রেরণায় প্রবর্তক পত্রিকার প্রকাশ (১।৯।১৯১৫)। প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা—অসাধারণ বাগ্মী ও সংগঠক। সঙ্ঘের মাতৃস্বরূপা রাধারাণীর তিরোভাব (১৯২৯)। প্রবর্তক পাঠশালা, প্রবর্তক বুনিয়াদী বিদ্যালয়, প্রবর্তক বিদ্যার্থী ভবন, প্রবর্তক নাট্যমন্দির, প্রবর্তক বালিকা বিদ্যালয়, প্রবর্তক গ্রন্থাগার, প্রবর্তক সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়, প্রবর্তক চতুষ্পাঠী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: উদ্বোধন (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে নাটক), শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ২ খণ্ড, বেদান্ত দর্শন ২ খণ্ড, জীবন সঙ্গিনী, যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, শতবর্ষের বাঙ্গালা (১৯২৪), বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল, নারদীয় ভক্তিসূত্র, জীবনযোগী গান্ধীজী, আত্মসমর্পণ যোগ, যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মচর্য, শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্য জীবন, উপাসনা মন্দিরে ৪ খণ্ড, জীবনের আলো ২ খণ্ড, ভারতের নবজন্ম, জাতি সাধনায় সঙ্ঘশক্তি, শক্তিপূজা, সংগঠন, যোগসূত্র, মুক্তিমন্ত্র (উপন্যাস-১৯৩৬), চণ্ডীদাস (নাটক-১৯২৫), নারীমঙ্গল, স্বদেশী যুগের স্মৃতি, যুগবার্তা ও যৌগিক সাধনা, কর্মের ধারা, অনশনে মহাত্মা, হিন্দুত্বের পুনরুত্থান (১৯৩৩), যুক্তবেণী, পতিব্রতা, সতীহারা, আমাদের বিপ্লব ও বিপ্লবী (১৯৫৭), Temple of Inspiration, Life's partner.

মতিলাল রায়, কাব্যকণ্ঠ (২১।১০।১২৪৯/১৮৪৩—৪।৯।১৩১৬/১৯০৯)। জন্ম: ভাৎশালা, পূর্বস্থলী, বর্ধমান। মৃত্যু: কাশীতে, পূর্ব নিবাস: পীরগাছা, রাজশাহী, পরবর্তী নিবাস: বউবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা: নীলকুঠির নায়েব মনোহর রায়, মাতা: কাশীশ্বরী, পুত্র: ধর্মদাস রায়, ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতি। বারাসতের নিকট জাগুলিয়া বিদ্যালয়, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, নবদ্বীপ মিশনারী স্কুল ও বারাসত গভর্ণমেন্ট্ স্কুলের ছাত্র। এন্‌ট্রান্স্ পরীক্ষায় অকৃতকার্য। কলিকাতা জোড়াসাঁকোর পুলিশ অফিসের কেরাণী, নবদ্বীপ মিশনারী স্কুলের ৪র্থ শিক্ষক (২ বৎসর), কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিসের কেরাণী। ১মা পত্নী মনমোহিনীর মৃত্যুর (১২৭৯) পর চাকুরি ত্যাগী। দোগাছিয়ার জমিদার হরিনারায়ণ রায়ের সখের যাত্রাদলের সঙ্গে যুক্ত—দলকে পুনর্গঠিত করে পেশাদার যাত্রাদল হিসাবে প্রতিষ্ঠাদাতা। নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায় নামে নিজস্ব যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠাতা (৪।৮।১২৮০/১৮৭৩)। স্থায়ীভাবে নবদ্বীপ বাসী (১২৮৪)। স্বীয় যাত্রাদলের সংগঠক, পরিচালক, দক্ষ অভিনেতা, অভিনয় শিক্ষক। কবি ও গীতাভিনয় লেখক। সহস্রাধিক সঙ্গীত রচয়িতা। বাঙ্গালার যাত্রাগানকে কুরুচির অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে শিক্ষামূলক আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানরূপে মহত্তর মর্যাদায় স্থাপয়িতা। আধুনিক যাত্রাগানের গুরুস্থানীয়। কবিরত্ন, কবিবর, রচনাকুশল, কাব্যকণ্ঠ, রচনাবিশারদ, কবি চিন্তামণি, কবি ভূষণ, কাব্যসাগর প্রভৃতি উপাধি দ্বারা ভূষিত। প্রথম রচিত গীতাভিনয়: তরণী সেন বধ। নাটকীয়তা, কথকতার রীতির মিশ্রণ, দীর্ঘ গদ্যসংলাপ, সঙ্গীতের বাহুল্য, ভক্তিরসের প্রাবল্য প্রভৃতি গীতাভিনয়গুলির প্রধান গুণ। প্রকাশিত গীতাভিনয়: সীতাহরণ (১২৮৫), ভরতাগমন (১২৯৫), রাবণবধ (১৩১৩, রামরাজা, লক্ষ্মণ বর্জন (১২৯৯), দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ (১২৮৮), পাণ্ডব নির্বাসন (১২৯৪),

ভীষ্মের শরশয্যা (১২৯৫), কর্ণবধ (৩য় সং ১৩১৬), দ্রৌণিদণ্ড বা পাঞ্চালীর মণিগ্রহণ (১৩০৭), যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক (১৩০৭), ব্রজলীলা (৩য় সং ১৩১৮), গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ (১৩০৩), শ্রীক্ষেত্র (১৩০৯), নিমাই সন্ন্যাস (৪র্থ সং ১৩১৩), বিজয় চণ্ডী (১২৮৭)। অপ্রকাশিত গীতাভিনয় ঃ পারিজাতহরণ (রচনা ১৩০৪), সুবচনী মাহাত্ম্য, উমা সংবাদ, এলোকেশী, দুর্বাসার পারণ বা অম্বরীষের যুদ্ধ, কালিয় দমন, নরকাসুরবধ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ, তরণীসেন বধ, মিত্র মিলন, অহল্যা উদ্ধার, সীতাঅন্বেষণ, হরধনুর্ভঙ্গ, রাম বনবাস প্রভৃতি।

মতিলাল লাহা। জন্ম ঃ চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বয়ন শিক্ষা, কার্পাস (১৯২০)।

মতিলাল সান্যাল। জন্ম ঃ কাঁকুরদা, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তন্ত্রসাধন, সীতা (১৯০৭), বেদান্ত দর্শন (সটীক অনুবাদ)।

মতীয়র রহমান খান (১৮৭২—১৯৩৭)। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ যমুনা (১৯০৪), মোক্ষপ্রাপ্তি (১৯০৪)।

মথুরানাথ তর্করত্ন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবন বৃত্তান্ত (১৮৬৩), শব্দ সন্দর্ভসিন্ধু ২ ভাগ, কবিতা মঞ্জরী (১৮৭৩) মনু সংহিতা (অনুবাদ)।

মথুরানাথ তর্কভূষণ (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক সুধাকর (১৮৬১)।

মথুরানাথ দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ মাসিক কলিকাতা পত্রিকা (১৮৫৮)।

মথুরানাথ দাসগুহ (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ পাক্ষিক (১২৫৪) ও পরে মাসিক দুর্জয়দমন মহানবমী (ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পত্রিকা)।

মথুরানাথ বর্মা (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ মাসিক আর্যবোধক (১২৭৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সংক্ষিপ্ত ভারত ইতিহাস (১৮৬৯)। The Mammalia (১৮৬৯)।

মথুরামোহন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাক্য বিন্যাস (১৮৫৫)।

মথুরামোহন দত্ত। জন্ম ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অনুবাদ (মূলসহ)।

মদন গোপাল গোস্বামী (?—১৩০৯)। জন্ম ঃ শান্তিপুর, নদীয়া। বৈষ্ণব শাস্ত্রে পণ্ডিত। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ ঃ লঘু ভাগবতামৃত। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

মদন চান্দ। রচনা ঃ শ্রীরাধিকার কলঙ্ক উদ্ধার।

মদন দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। পাঁচালীকার। রচনা ঃ মঙ্গলচণ্ডিকা।

মদন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৩ – ২৩।১১। ১৯৬৪)। কথা সাহিত্যিক। ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ভারত ছাড় আন্দোলনে (১৯৪২) অংশ গ্রহণ করায় দীর্ঘকাল কারাগারে অন্তরীণ। পরিচালক-সম্পাদক ঃ গাঙ্গেয়, সাপ্তাহিক স্বতন্ত্র। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ নিপাতনে সিদ্ধ, পরপূর্বা, অন্তরীপ, কবিয়াল এন্টনী ফিরিঙ্গী (১৩৬৪), বাসকসজ্জা প্রভৃতি।

মদন বর্মা (১৯শ শতাব্দী)। গ্রেট্ ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সঙ্গীত শিক্ষক, গীতিনাট্যকার। প্রকাশিত গীতিনাট্য ঃ সতী কি কলঙ্কিনী (১৮৭৩)।

মদন মাষ্টার (?— আঃ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ)। প্রকৃত নাম ঃ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়। নিবাস ঃ চন্দননগর, হুগলী। মতিলাল রায়ের পূর্বে চন্দননগরে যাত্রাদলের সংগঠক। কিম্বদন্তী অনুসারে যাত্রায় জুড়ীগানের

প্রবর্তক। প্রথমে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার জন্য মদন মাষ্টার নামে পরিচিত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত যাত্রাদল মদন মাষ্টারের যাত্রা নামে পরিচিত। যাত্রা পালা রচয়িতা ও গীতিকার। 'বাঙ্গালীর গান'-এ কয়েকটি গান সংকলিত। মদন মাষ্টারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রবধূ যাত্রাদল পরিচালনা করায় দলটি বৌমাষ্টারের যাত্রাদল নামে পরিচিত হয়। মদন মাষ্টার রচিত যাত্রাপালা ঃ প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র, দুর্গামঙ্গল. গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, রাম বনবাস, হরিশ্চন্দ্র, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি।

(ডঃ) মদনমোহন কুমার, এম্. এ. পি এইচ. ডি.। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস ঃ হাতনী, বৈঁচি, হুগলী। বর্তমান নিবাস ঃ কলিকাতা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা সাহিত্যের আলোচনা (১৩৫১), করুণা নিধান - কবি ও কাব্য।

মদনমোহন গোস্বামী (?—১৩০৮ বঙ্গাব্দ) সাংবাদিক। অন্যতম সম্পাদক ঃ পরিদর্শক (বৈশাখ ১২৬৭ – ১২৬৯)।

মদনমোহন চৌধুরী, বি. এল্.। জন্ম ঃ পুরুলিয়া। আইনজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রামায়ণ (তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণের পদ্যানুবাদ—১৩২২)।

মদনমোহন তর্কালংকার (১৮১৭—৯।৩।১৮৫৮)। জন্ম ঃ বিল্বগ্রাম, নদীয়া, মৃত্যু ঃ মুর্শিদাবাদের কান্দীতে ওলাউঠা রোগে। পিতা ঃ রামধন চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ও হিন্দু কলেজের ছাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সতীর্থ। অসাধারণ কবিত্বশক্তির জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ কর্তৃক কাব্যরত্নাকর উপাধিতে ভূষিত। হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপনের পরে হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট পাঠশালার শিক্ষক,—বারাসত গভর্ণমেন্ট কলেজের প্রধান পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক (১৮৪৬), সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৮৪৬—৫০), মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত (১৮৫০), কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৫৫)। কলিকাতায় সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। "পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল" ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতার রচয়িতা। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক ও প্রকাশক, উদারপন্থী পণ্ডিত। হিন্দু ফিমেল স্কুলে প্রথম দুই কন্যাকে শিক্ষা লাভের জন্য প্রেরণকারী। সম্পাদক ঃ সর্বশুভকারী সংবাদপত্র (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ)। প্রকাশিত কাব্য ঃ রসতরঙ্গিণী (১৮৩৪) বাসব দত্তা (১৮৩৬), শিশুশিক্ষা ৩ ভাগ (১৮৪৯)।

মদনমোহন বৈতালিক (১।১১।১৯৩১—) জন্ম ঃ কমলপুর, পোঃ রাধাপুর, হাওড়া। স্থায়ী নিবাস ঃ আবাসবাড়ী, তমলুক, মেদিনীপুর। ছদ্মনাম ঃ মানব মিত্র। পিতাঃ অন্নদাপ্রসাদ বৈতালিক, মাতা ঃ কাননবালা। হাওড়া রাধাপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. ও বি. টি.। শিক্ষক। যুগান্তর, কৃত্তিবাস, দেশ, কিশোর মন প্রভৃতি বহু পত্রিকায় কবিতা, ছড়া ও গল্প প্রকাশিত। তমলুকের চিত্রকলা শিল্প সংস্থা 'শিল্প ভাষা', 'শিশু উৎসব কমিটি', 'সব পেয়েছির আসর' প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ শিউলি ঝরার দিন (কবিতা পত্রিকা) মৃণাল (কমার্শিয়াল, মাসিক), বররুচি (কবিতা-বিষয়ক), কবিতা সংবাদ (কবি ও কাব্য আলোচনা)।

মদন মোহন মিত্র (১৯শ শতাব্দী)।

সাংবাদিক। সম্পাদক ঃ মাসিক হালিশহর পত্রিকা (১৮৭০), পরে পাক্ষিক হালিশহর (১৮৭১), সাপ্তাহিক দ্বি-ভাষিক হালিশহর (ইংরাজী ও বাঙ্গালা—১৮৭৩) মাসিক আদর্শ (১২৮০)।

মদন মোহন স্বামী। সন্ন্যাসী। পূর্বাশ্রমের নাম ঃ মণিময় প্রামাণিক, এম্. এ.। কলিকাতা ঢাকুরিয়ায় শ্রীগুরু সেবাশ্রম নিবাসী। সমাজ-হিতৈষী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জৈবধর্ম ও ভারতের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

মাদন মোহন হালদার (১৯শ শতাব্দী)। পিতা ঃ মধুসূদন হালদার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বসাক (বসাক জাতির পরিচয়-১৮৯৫)।

(ডাঃ) মদন রাণা (৩১৷১২৷১৩৩০—) বি. এস্. সি., এম্. বি. বি. এস্., ডি. জি. ও। পরিবার কল্যাণ সংস্থা (Family Welfare Clinic)এর প্রতিষ্ঠাতা। যৌন বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ যৌন বিজ্ঞান, যৌন সমস্যা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ সমস্যা প্রভৃতি।

মদন রায় চৌধুরী। অনূদিত গ্রন্থ ঃ গোবিন্দ লীলামৃত।

মদনানন্দ। রচনা ঃ কলঙ্কভঞ্জন।

মধুকণ্ঠ, দ্বিজ। রচনা ঃ জগন্নাথ মঙ্গল।

মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়। জন্ম চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রহস্য পাঁচালী, হেমোপাখ্যান, প্রবাদ পদ্মিনী ৩ খণ্ড।

মধু বসু (১২৷২৷১৯০০—২৫৷৯ ১৯৬৯) বি. এস্. সি.। প্রকৃত নাম ঃ সুকুমার বসু। জন্মস্থান ঃ কলিকাতা। পিতা ঃ ভূতাত্ত্বিক প্রমথ নাথ বসু, পত্নী ঃ নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু। শান্তি নিকেতন ও কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। সঙ্গীত অভিনয় ও খেলাধূলায় অনুরাগী। ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স নামে নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা (১৯২৮) এবং দালিয়া, আলিবাবা, বিদ্যুৎপর্ণা, ঘরে বাইরে প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ের উদ্যোক্তা। ইংলণ্ডে গমন করে (১৯২৬) ক্যামেরার কাজে দক্ষতা প্রাপ্ত। আলফ্রেড্ হিচ্ককের সঙ্গে কাজ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর নির্বাক চলচ্চিত্র রবীন্দ্রনাথের গিরিবালার পরিচালক। আলিবাবা চলচ্চিত্র পরিচালনার পরে পরিচালক হিসাবে বিপুল খ্যাতির অধিকারী। বহুসংখ্যক চলচ্চিত্রের পরিচালক ও অভিনেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আমার জীবন (আত্মজীবনী ; ১৯৬৭)।

মধুলিয়া। প্রকৃত নাম ঃ ময়েজউদ্দিন আহম্মদ। জন্মঃ বেতোড়, হাওড়া। সম্পাদকঃ মাসিক প্রচারক (১৩০৫), মাসিক ইসলাম (১৩০৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শান্তিকর্তা বা হজরত মহম্মদ, তুরস্কের ইতিহাস, মধু-সঙ্গীত।

মধুসূদন অধিকারী, তত্ত্ববাচস্পতি। সম্পাদক ঃ ত্রৈমাসিক বৈষ্ণব সঙ্গিনী (১৩১১— তিন বৎসর পরে মাসিক, আরও পরে ভক্তিপ্রভা নামে প্রকাশিত)। রচনা ঃ সর্বার্থ-বোধিকা টীকা।

মধুসূদন কিন্নর (১২২৫—১২৭৫)। মধু কান নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম ঃ উলুসিয়া, সার্সা, যশোর। পিতা ঃ তিলক চন্দ্র কিন্নর। ঢপকীর্তনের প্রবর্তক ও প্রচারক। পুঁথিগত বিদ্যা নগণ্য। ঢাকায় ছোট খাঁ এবং বড় খাঁর নিকট কালোয়াতি গান এবং খেয়াল গান শিক্ষা। যশোরের রায় খাদিয়ার রাধামোহন বাউলের নিকট ঢপকীর্তন শিক্ষা। ঢপ-কীর্তনের দল গঠন। ঢপকীর্তন ছাড়া অন্যান্য গীত রচনাতেও দক্ষ। পালাগুলি প্রসন্ন কুমার দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত (১২৯৮)। কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে গান করার জন্য গমন কালে পথে কৃষ্ণনগরে মৃত্যু। প্রকাশিত

পালা ঃ অক্রূর সংবাদ, কলঙ্কভঞ্জন, মাথুর ও প্রভাস, অন্যান্য পালা ঃ মান, কুরক্ষেত্র প্রভৃতি।

মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০ —১৫।১১।১৮৫৬)। জন্ম ঃ বৈদ্যবাটী, হুগলী। পিতা ঃ বলরাম গুপ্ত। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৪০ । সমাজের শাসন উপেক্ষা করে মেডিক্যাল কলেজে প্রথম শব ব্যবচ্ছেকারী (১৮৩৬)। আয়ুর্বেদ বিদ্যা ও ইউরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত (১৮৩০)। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক,—১ম শ্রেণীর সাব্-এসিষ্ট্যান্ট্ (১৮৪৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভেষজ বিজ্ঞান (১৮৩৬), লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া ও এনাটমি অর্থাৎ শরীর বিদ্যা (অনুবাদ)। সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত ঃ Anatomist Vade Mecum.

মধুসূদন ঘাটী (১৪।৫।১৩৬৭ বঙ্গাব্দ —)। ছদ্মনাম ঃ বর্ণচোরা বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম, পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস ঃ রাজারামপুর, মহিষাদল, মেদিনীপুর। পিতা ঃ সন্তোষ-কুমার ঘাটী, মাতা ঃ সুভদ্রাবালা। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ (১৯৮৩)। মহিষাদল রাজ কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র। ষ্টুডেণ্ট্স্ হেল্‌থ্ হোম আয়োজিত উৎসব '৮৪তে সারা বাঙ্গালা কবিতা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থানাধিকারী। কলিকাতার রবিবাসরীয় জনতা, ইন্দ্রানী, চান্দ্রমাস, বঙ্গধ্বনি, এবং, এবং কবিতা, সংবিৎ, সৈনিকের ডায়েরী, ব্যতিরেক, রোশনাই, পুরুলিয়ার টুকলু, কেতকী, ২৪ পরগণার দেশ আমার মাটি আমার, বাঁকুড়ার অতএব, সোপান, আসামের সাংস্কৃতিকী সাহিত্য পত্র, শিলিগুড়ির উত্তর বাংলা, বাংলাদেশেয় উপকণ্ঠ, অভিব্যক্তি, মেদিনীপুরের অমৃতলোক, পূর্বাদ্রি, অনুত্তর, কবিতার কাগজ, মরুতৃষা, অন্যমন, সাহিত্য সম্প্রতি, পঞ্চমা, দ্যোতনা, সুচেতনা, সুরঞ্জনা, টাপুর টুপুর প্রভৃতি পত্রিকায় দুই শতাধিক কবিতা, পঞ্চাশের অধিক ছড়া ও চল্লিশের অধিক গল্প প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ ষাণ্মাসিক মরুতৃষা (১৯৭৮—), অন্যমন (১৯৮২) ডুগডুগি (ছোটদের ১৯৭৮—৮০)। সহসম্পাদক ঃ টাপুর টুপুর (ছোটদের—১৯৮০-৮২)।

মধুসূদন চক্রবর্তী। সাংবাদিক। সম্পাদক ঃ মাসিক ভূবৃত্তান্ত প্রকাশিকা (১৩১০)।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (১৬।১৯১৬—)। জন্ম ঃ কলিকাতায়। নিবাস ঃ ১—৬২, কুমেদন বাগান লেন, পার্ক ষ্ট্রীট্, কলিকাতা —১৬। পিতা ঃ প্রকাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রিপন কলেজের ছাত্র। সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কর্মী। কবি ও সাহিত্যিক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৩৪৫), বেঙাচি (১৩৪৬), সমুদ্র (১৩৪৮), বাঁশীর ডাক (কাব্য-১৩৫৪), প্রেমের সমাধি তীরে (১৩৫৭), নহ একাকী (উপন্যাস-১৩৫৭) Ripples (কাব্য—১৯৫১), অগ্নি অভিষেক (উপন্যাস-১৯৫৩', তুমি কোথায় (ঐ-১৯৪৫), সংকলিত (১৯৫৭)।

মধুসূদন চন্দ্র (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ একবার পড়িয়া দেখ (ঢাকা—১৮৬৩)।

মধুসূদন জানা (২৩।৯।১৮৫৭—২১।১০ ১৯৩৮)। জন্ম ঃ মেদিনীপুরের কাঁথি শহরে। সাংবাদিক। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ উড়িয়া কবি জগন্নাথ দাস রচিত শ্রীমদ্ ভাগবত (বঙ্গানুবাদ)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ নীহার (পাক্ষিক, পরে সাপ্তাহিক, ১৯০১—৩৬)।

মধুসূদন তর্কপঞ্চানন (আঃ ১২৫০ বঙ্গাব্দ—১৯২৩ খ্রীঃ)। জন্ম ঃ বহিরগাছি নাকাশীপাড়া, নদীয়া। পিতা ঃ শ্রীকান্ত তর্কালংকার। কাশীর পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক তর্কপঞ্চানন উপাধিতে ভূষিত। বর্ধমানরাজ মহতাপ চন্দ বাহাদুরের সভাপণ্ডিত। স্বগ্রামে বহিরগাছিতে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। বিধবাবিবাহ ও নারীশিক্ষা আন্দোলনের সমর্থক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সংস্কৃত ঃ বামনাখ্যানম্ (বিদ্যাসাগর কর্তৃক বাঙ্গালায় অনুদিত—১৮৭৩), রামরাজ্যাভিষেক (মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনূদিত —১৮৮২), মহারাজাধিরাজ চরিত্রম্ (মহতাপ চন্দের প্রশস্তি—১৮৭৬)। বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ বিচার দর্পণ (গদ্যে রচিত দেশীয় আইনের বই, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ)।

মধুসূদন দত্ত, মাইকেল (২৫।১।১৮২৪/ ১২।১০।১২৩০—২৯।৬।১৮৭৩)। জন্ম ঃ কপোতাক্ষ নদের তীরে যশোরের সাগর দাঁড়ি গ্রামে, মৃত্যু ঃ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে। পিতা ঃ কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতিষ্ঠাবান উকিল রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা ঃ জাহ্নবী। প্রথমা পত্নী ঃ রেবেকা ম্যাকটাভিস, ২য়া পত্নী ঃ হেনরিয়েটা। সহপাঠী ঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি। প্রথমে মাতা জাহ্নবীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত, সাত বৎসর বয়সে কলিকাতায় আগমন—দুই বৎসর খিদিরপুর স্কুলে পড়ার পর হিন্দু কলেজের জুনিয়ার ডিপার্টমেন্টে ভর্তি (১৮৩৩), কলেজের পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ, নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বৃত্তিলাভ.—কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ, জ্ঞানান্বেষণ, Bengal Spectator, Literary Gleamer, Calcutta Literary Gazette, Literary Blossom, Comet প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ, পিতার ঈপ্সিত বিবাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রলোভনে বিলাত যাওয়ার আশায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ৯।২।১৮৪৩)—মাইকেল উপাধি প্রাপ্তি— খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের অপরাধে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত হওয়ায় শিবপুর বিশপ্‌স্ কলেজে ভর্তি (১৮৪৪)—এখানে গ্রীক্, ল্যাটিন ও সংস্কৃত শিক্ষা—পিতা অর্থসাহায্য বন্ধ করায় বিশপ্‌স্ কলেজ ত্যাগ করে মাদ্রাজ গমন (১৮৪৮)—মাদ্রাজে অরফ্যান এসাইলাম—এ শিক্ষকতা—মাদ্রাজহাইস্কুলে শিক্ষকতা (১৮৪৯ —৫৬), এখানে সাংবাদিক ও কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা—তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, সংস্কৃত, গ্রীক,ল্যাটিন ইংরাজীইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার চর্চা—Madras Circulator and General Chronicle, Athenaeum প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত—Spectator পত্রিকার সহ-সম্পাদক—Athenaeum ও Hindu Chronicle (১৮৫১) এর সম্পাদনা—প্রথম বিবাহ (১৮৪৯),—বিবাহ বিচ্ছেদ, হেনরিয়েটার সঙ্গে বিবাহ (২০।১২।১৮৫৫)—পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর কলিকাতায় আগমন (২।২।১৮৫৬)—কলিকাতায় পুলিশ কোর্টের কেরানী ও পরে দ্বিভাষিকের পদ প্রাপ্তি— Hindu Patriot এর সম্পাদনা (১৮৬২)— রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ ও বেলগাছিয়া নাট্য সমাজের সংগে সংযোগ (১৮৫৮) উক্ত নাট্য সমাজের জন্য শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা (১৮৫৮). প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি— অমিত্রাক্ষরে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনা (১৮৫৯)—অন্যান্য নাটক ও কাব্য রচনা— ব্যারিষ্টারি পাশের জন্য ইংলণ্ড গমন (২।৫। ১৮৬৩)—অর্থাভাবে সপরিবারে ফ্রান্সে

ভার্সাই নগরে অবস্থান—এখানে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা—বিদ্যাসাগরের অর্থ সাহায্যে বিপন্মুক্তি—পুনরায় ইংলণ্ডে আগমন করে ব্যারিষ্টারি পাশ (১৭।১১।১৮৬৫)—ভারতে প্রত্যাবর্তন (৫।১।১৮৬৭) কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় (১৮৬৭—৭০), অমিতব্যয়িতাহেতু ঋণগ্রস্ত হওয়ায় ব্যারিষ্টারি ত্যাগ, কলিকাতা হাইকোর্টে চাকুরি, অনুবাদ বিভাগের পরীক্ষকের পদ গ্রহণ—দুই বৎসর পরে পুনরায় ব্যারিষ্টারি—পঞ্চকোটের আইন উপদেষ্টা (১৮৭২), অসুস্থ হয়ে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লাইব্রেরী গৃহে বাস, পুনরায় কলিকাতায় আগমন, হেনরিয়েটার মৃত্যু (২৬।৬।১৮৭৩), তিন দিন পরে নিঃসম্বল অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু,—কবি মধুসূদনের বিড়ম্বিত জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সার্থক নাট্যকার ও প্রথম মহাকবি। মিলটনের Blank Verse এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা। সচেতনভাবে ইউরোপীয় নাট্যকলা ও কাব্যকলার প্রয়োগের দ্বারা রোমান্টিক ঐতিহাসিক নাটক, এপিক কাব্য, খণ্ডকাব্য, পত্রকাব্য, লিরিক, সনেট প্রভৃতি রচনা করে নবজাগরণের যুগে নবযুগের সাহিত্যস্রষ্টা ও যুগপ্রবর্তক কবি ও নাট্যকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ছন্দ, রচনারীতি ও ভাবের দিক থেকে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুস্পষ্ট। নাটক অপেক্ষা প্রহসনে সার্থকতা অধিকতর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয়, ক্লাসিক গঠন রীতি, রোমান্টিক মনোভঙ্গী ও লিরিক আবেগের সমন্বয়, উপমা ও উপমাগর্ভ অলংকার প্রয়োগের দক্ষতা, গ্রীক ট্র্যাজেডির রূপায়ণ, ও প্রাচীন নব্যভাবনার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি রচনার বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত নাটক: শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), মায়াকানন (১৮৭৪)। প্রহসন: একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)। কাব্য: তিলোত্তমা সম্ভব (১৮৬০), মেঘনাদবধ ২ খণ্ড (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১), বীরাঙ্গনা (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)। গদ্যানুবাদ: হেকটরবধ (১৮৭১) ইংরাজী: The Captive Lady (কাব্য—১৮৪৯), The visions of the past (কাব্য), Ratnavali (অনুবাদ—১৮৫৮) Sarmistha (অনুবাদ—১৮৫৯), Nil Darpan (ঐ—১৮৬১)।

মধুসূদন দাস। জন্ম: পশ্চিমপাড়া, এলাটি গ্রাম, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বৈষ্ণবতত্ত্বদীপিকা, বৈরাগ্য নির্ণয় (১৯৪৭)। সম্পাদিত পত্রিকা: বৈষ্ণব সঙ্গিনী বা ভক্তি-প্রভা (১৩১২)।

মধুসূদন পাল ৩০।৯।১৯৩৪—) বি.এ.। জন্ম: মাগুরা, যশোর, অধুনা বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: চাষাপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিতা: জানকীনাথ পাল, মাতা: পদ্মরাণী। সরকারী চাকুরে পিতার সঙ্গে মেদিনীপুরের কাঁথি, বাঁকুড়া ও বহরমপুরে বাল্যজীবন অতিবাহিত। পিতার স্থায়ী বাসস্থান কৃষ্ণনগরের হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ। কৃষ্ণনগর কালেকটরী অফিসের কর্মী। চাকুরি জীবনে প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৫) ও বি. এ. (১৯৭৪) পাশ। পরে ভগবানগোলায় ভূমি সংস্কার বিভাগের সার্কেল ইন্স্পেক্টর। সাহিত্যরূপা, সোনালী, সুখবর, লোকশক্তি, মালিনী, চৌরঙ্গী, বেতার জগৎ, শুকতারা, সন্দেশ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্য: কবিতার অভিষেক, মনোবীণা।

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় (৫।১১।১৯২৬/১১।৭।১৩৩৩—)। জন্ম ও নিবাস : পানিহাটী, ২৪পরগণা। পিতা : মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : সুহাসিনী। এম্. কম্. এবং আইন পড়া অসম্পূর্ণ। ৩০ বৎসর যাবৎ একটি বেসরকারী কোম্পানীতে একাউণ্ট্‌স্ এসিসষ্ট্যাণ্ট্। কবি। প্রকাশিত কাব্য : কবিতারাশি (১৯৭৯), আনন্দরাশি (১৯৮১)।

মধুসূদন বাচস্পতি (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছন্দোমালা (১৮৬৮)।

মধুসূদন ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : সাপ্তাহিক রঙ্গপুর দিক প্রকাশ (১৮৬০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : চলিতাঙ্ক (১৮৭৩)।

মধুসূদন মজুমদার (১৯২০ —২৯।১১।১৯৮১) বি. এ.। ছদ্মনাম : দৃষ্টিহীন। মৃত্যু : কলিকাতার একডালিয়া প্লেস। বাল্যকালেই দৃষ্টিহীন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র—ধ্রুপদ সঙ্গীতে বিশ্বনাথ রায়ের ছাত্র, রবীন্দ্র সঙ্গীতে পঙ্কজ মল্লিকের ছাত্র। সঙ্গীত ও অভিনয়ে দক্ষ, সিনেমা সমালোচক। দেব সাহিত্য কুটিরের অন্যতম কর্ণধার। শুকতারা, নবকল্লোল, যুগান্তর ও অমৃত (পূজাসংখ্যা) পত্রিকার লেখক। সম্পাদক : শুকতারা। যুগ্ম সম্পাদক : নবকল্লোল। প্রকাশিত গ্রন্থ : অমর বীরকাহিনী (শুকতারায় প্রকাশিত), অনুরোধ, গড়াভাঙা, মধু গন্ধে ভরা, মঞ্চ, যবনিকার অন্তরালে, যে ডাকে আমায়, যৌবনের বাহুচারী প্রভৃতি।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : হংসরূপী রাজপুত্র (১৮৫৭), মৎস্যনারী উপাখ্যান (১৮৫৮), বয় চতুষ্টয় (১৮৫৮), অবোধ, অহল্যা, হড্ডিকা (১৮৫৮), সত্য ইতিহাস (১৮৫৮), চকমকি বাকস কুৎসিৎ হংসশাবক, জীব রহস্য ২ খণ্ড (অনুবাদ—১৮৬০—৬১), রুলফস্ ফেব্‌ল্‌স্ (১৮৭০), Life of Mujahid Saha (১৮৫৯), Life of Lord Clive (১৮৫৯)।

মধুসূদন মৈত্র (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম : মাহিদা গ্রাম, বর্ধমান। সম্পাদক : রঙ্গপুর দিক প্রকাশ প্রয়াগদূত (এলাহাবাদ)। অস্থায়ী সম্পাদক : ভাস্কর (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের কারাবাসকালে)।

মধুসূদন শীল। সংকলিত গ্রন্থ : ব্রজবিলাস।

মধুসূদন সরকার (১৯শ শতাব্দী)। যুগ্ম সম্পাদক : মাসিক অন্বয়তত্ত্ব প্রকাশিকা (ডিসেম্বর ১৮৫৬)।

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায় (১২৩৯—১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা : শ্রীরাম শিরোমণি। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিধবা বিবাহ প্রতিবাদ, চৈতন্য চন্দ্রোদয়াঙ্ক প্রকাশ (চৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থের প্রতিবাদ)। অনূদিত সটীক গ্রন্থ : একাদশীতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব দত্তক চন্দ্রিকা, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক, ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা প্রয়োগের টীকা।

মনজুর আহমদ (২২।১২।১৯৪২—)। জন্ম : যশোর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (১৯৬৩)। সাংবাদিক। দৈনিক বাংলার চীফ্ রিপোর্টার। প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী : বুদাপেস্ট্ থেকে বলখাই (১৯৭৫), দিমিত্রভের দেশে (১৯৭৫)।

মনওয়ার সুলতানা (১১।৬।১৯৫১—)। নামান্তর : সরস্বতী সাহা। ছদ্মনাম : অনামিকা। নিবাস : মৌরেশিয়া, পোঃ ধুলাসিমলা, হাওড়া। প্রকাশিত কাব্য : অলিন্দ।

মনজুরে মওলা (১।১০।১৯৪০—)। জন্ম : ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে

এম্. এ (১৯৬২), হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. পি. এ. (১৯৮০ । চাকুরিজীবী। বর্তমানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক—কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ নিমগ্ন কি করে পারো (১৯৭৯), মাটি হেরে যায় (১৯-৬৩)। ইংরাজী ঃ Comilla and u-J : A Comparative Study of Rural Development Policies (১৯৮১)।

মনসুর মুসা। বাংলাদেশের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আমাদের প্রাবন্ধিক চিন্তা।

মনসুরুদ্দিন আহমদ। জন্ম ঃ বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রুসের লড়াই-র পুথি (১৩২২)।

মন্মথ কুমার চৌধুরী (২৩।২।১৯১৮—) জন্ম ঃ সিঙ্গেকাছ, শ্রীহট্ট (অধুনা বাংলাদেশ)। পিতা ঃ ডাঃ মথুরাচন্দ্র চৌধুরী, মাতা ঃ তরলাবালা। ইংরাজীতে অনার্সসহ বি. এ. পাশ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাঙ্গালা অনুবাদকের অফিসের (Bengali Translator's office) রীডার। অবসরপ্রাপ্ত (১৯-৭৬)। যুগান্তর, আনন্দবাজার, জয়শ্রী, স্বদেশ, দুন্দুভি, দীপালি, রূপমঞ্চ প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত (১৯৩৭—৫২)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ হে বীর পূর্ণ করো (১৯৪৪), শব ও স্বপ্ন (১৯৪৫), বাঁধ ভেঙ্গে দাও (১৯৪৬)।

মন্মথ কৃষ্ণদেব, আই. সি.এস্.। ছদ্মনাম ঃ Jugi. জন্ম ঃ শোভাবাজার রাজবাটীতে। পিতা ঃ আনন্দকৃষ্ণ দেব। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আমার আত্মচরিত, My Autobiography.

মন্মথনাথ গোস্বামী। সম্পাদক ঃ মাসিক গুরুদর্পণ (বোধখানা, যশোর—১৩০৯)।

মন্মথনাথ ঘোষ (১২৮৭ বঙ্গাব্দ—২০।৩। ১৯৪৪ খ্রীঃ)। জন্ম ঃ মথুরাপুর, যশোর। জাপানে চিরুনী তৈরী শিক্ষার পরে স্বদেশে প্রথম চিরুনী তৈরীর কারখানা স্থাপয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সুপ্ত জাপান নব্য জাপান, জাপান প্রবাস।

মন্মথনাথ ঘোষ (৩।৬।১৩০১/১৮ ৯।১৮৮৪ —১৯৫৯) এম্. এ, এফ্. এস্. এস্., এফ্. আর্. ই. এস্.। জন্ম ঃ সিমুলিয়া, কলিকাতা। নিবাস ঃ অতুলভবন, ১/৩, কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, কলিকাতা—৪। বিখ্যাত বাগ্মী ও লেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌত্র। সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১ম বিভাগে এন্ট্রান্স (১৯০১), জেনারেল এসেম্ব্লিজ থেকে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পদকসহ ১ম বিভাগে এফ্. এ. (১৯০২), গণিতে বি. এ. (১৯০৪), বিশুদ্ধ গণিতে এম্. এ. (১৯০৫)। কণ্ট্রোলার জেনারেল অফিসের কর্মী (১৯০৬) ও পরে ট্রেজারি কণ্ট্রোল অফিসের অন্যতম সুপারিনটেনডেণ্ট্। পিতামহ গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনী, বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলীর প্রকাশক। লণ্ডনের রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি ও রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটির ফেলো (১৯১৪)। সাহিত্য, যমুনা, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। বিখ্যাত জীবনীকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৯১৫), রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কবি হেমচন্দ্র ৩ খণ্ড (১৯২০—২৩), মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৯২৭), রঙ্গলাল, সেকালের লোক, অবরুদ্ধা, বাঙ্গালা সাহিত্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৯২৮), মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক বর্ণপরিচয়, Memories of Kali Prasanna Sing, The Alphabet of Bengali List, Celebraties, Life of Girish Chandra Ghosh (১৯১২)।

মন্মথনাথ চক্রবর্তী। ইণ্ডিয়ান আর্ট

স্কুলের অধ্যক্ষ। শিল্পী ও গ্রন্থকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছায়া বিজ্ঞান, আলোক চিত্রণ, বর্ণ চিত্রণ ও সচিত্র কাশীধাম।

মন্মথনাথ দে, বি. এল্। কবি। বাকীপুর, মুরাদপুরে আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত কাব্য ঃ ভেরী, শৈবাল।

মন্মথনাথ দে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হুসা তুঁত রেশম শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ, রেশম শিল্পের উন্নতিকল্পে বিবরণী।

মন্মথ নাথ দে। সম্পাদক ঃ পাক্ষিক আলাপনী ১৩০০)।

মন্মথ নাথ নাগ। জন্ম ঃ বক্সীবাজার, মেদিনীপুর। সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত ৩ খণ্ড, শ্রীকৃষ্ণ (পরিশিষ্ট), ভক্তের ভগবান, আত্মিক ভাষ্য, কমলাক্ষী (উপন্যাস)।

মন্মথ নাথ মিত্র। সম্পাদক ঃ মাসিক কমলা (১৮৯৯), মাসিক কৃষক (১৯০১)।

(ডাঃ) মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় (১২৯০—১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) এল্. এম্. পি.। জন্ম ও নিবাস ঃ উপলতি, সিমলন, বর্ধমান। পিতা ঃ রাখাল দাস মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ কুমুদিনী। ঊনিশ শতকের বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালংকারের বংশধর। চিকিৎসক,—ধনী জোৎদার ও জমিদার। ভক্তিগীতি লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গীতিমালা (স্বরচিত শ্যামা সঙ্গীতের সংকলন)।

মন্মথ নাথ সান্যাল (১৭।৮।১৯০২/৩১।৪। ১৩০৯—২০।২।১৯৮৩/৭।১১।১৩৯০)। জন্ম ঃ আন্ধরা, মির্জাপুর, ময়মনসিংহ, মৃত্যু ঃ ২৪ পরগণার সোদপুর-নাটাগড়ে নিজ বাসভবনে। পিতা ঃ তারিণীচরণ সান্যাল, মাতা ঃ কুসুম কামিনী। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা,—পরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে বেঙ্গল ফ্লাড্ রিলিফ কমিটিতে যোগদান,—সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের ব্যবস্থাপনায় চরকা ট্রেনিং ও রঘুনাথপুর কেন্দ্রের ভার গ্রহণ—নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা, গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান (১৯৩০),—স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, হরিকুমার চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে দীর্ঘকাল কারাবাস.—সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণ, আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান (১৯৩৪), সহ-সম্পাদক পদ থেকে অবসর গ্রহণ,—মন্মথ নাথের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও বহু সাহিত্য সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে স্বলিখিত গীতিনাট্য ও কথিকা-প্রচারিত। বহু পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত।

মন্মথ নাথ স্মৃতিতীর্থ। স্মার্তপণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হিন্দু সৎ কর্মমালা, হিন্দু ব্রতমালা, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, গায়ত্রী সহস্র নাম, সত্যনারায়ণ, বিরাট, হিন্দু নিত্যকর্ম, স্বপ্নফল ও লক্ষ্মী চরিত।

মন্মথ মোহন বসু (২৬।৭।১৮৭০—১৪। ১০।১৯৫৯) এম্. এ.। জন্ম ঃ চুঁচুড়া, হুগলী। নিবাস ঃ ১৯, গোকুল মিত্র লেন, হাটখোলা, কলিকাতা। বঙ্গবাসী কলেজ ও জেনারেল এসেম্‌ব্লিজের ছাত্র, স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক, এমেরিটাস অধ্যাপক। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট্। সরোজিনী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশ লেকচারার। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকালে (১৮৯১) প্রথম সম্পাদক (বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ) ও সাহিত্য বিভাগের প্রথম সভাপতি।

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি (১৩৫২—৫৩), সহ-সভাপতি (১৩৪৩—৪৪), ছাত্রাধ্যক্ষ (১৩১২), বঙ্গ-রঙ্গালয়ের সঙ্গে অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সংযুক্ত। থিয়েটার জগতে 'মাষ্টার মহাশয়' নামে পরিচিত,। প্রকাশিত গ্রন্থ: আমি ও আমার দেশ (১৯৩১), বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (১৯৪৮), আঁধারে আলো, দেবদূত (নাটিকা), নূতন ও পুরাতন বিজ্ঞান। যুগ্ম সম্পাদক: পন্থা (১৩০৪), ব্রহ্মবিদ্যা।

মন্মথ রায় (১৷৩৷১৩০৬ ১৬৷৬৷১৮৯৯—১০৷৫৷১৩৯৫ ২৬৷৮ ১৯৮৮)। জন্ম: গালা, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ। নিবাস: ২২৯ সি. বিবেকানন্দ রোড্, কলিকাতা ৬। মৃত্যু: কলিকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে। পিতা: দেবেন্দ্র গতি রায় মাতা: সরোজিনী, পত্নী: চিত্রলেখা। স্থায়ী নিবাস: মন্মথ রায় সরণি, বালুরঘাট পশ্চিম দিনাজপুর। বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবন বালুরঘাটে অতিবাহিত। বালুরঘাট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, রাজশাহী কলেজ থেকে আই. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (১৯২২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ. (১৯২৪), বি. এল. (১৯২৫)। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডি. লিট্. (১৯৭৯) ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডি. লিট্. (১৯৮১) উপাধি দ্বারা সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদের সদস্য (১৯৪৭-৭২)। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রজতজয়ন্তী অধিবেশনের নাট্যশাখার (১৯৬১) ও বিশ্বরূপা বঙ্গনাট্য সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালা নাটক ও নাট্যকলা বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা প্রদাতা (১৯৬৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এল্. রায় রীডার (১৯৭০—৭২)। খ্যাতনামা নাট্যকার। বাঙ্গালা ভাষায় যথার্থ একাংক নাটকের স্রষ্টা। শতাধিক একাংক নাটক রচয়িতা। ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবে ভারতের প্রতিনিধি (১৯৬৮)। বিশ্বরূপা পদক (১৯৬৪), সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহেরু পুরস্কার (১৯৬৭), উল্টোরথ শ্রেষ্ঠ নাট্য পুরস্কার (১৯৬৭), সঙ্গীত একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯) পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নাটক চারুকলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সুধাংশুবালা পুরস্কার (১৯৭২), ষ্টার থিয়েটার স্বর্ণপদক, প্রভৃতি দ্বারা সম্মানিত। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত প্রথম একাংক নাটক: মুক্তির ডাক। পৌরাণিক নাটকে আধুনিক জীবনসমস্যা প্রতিফলিত। স্বদেশ প্রীতি নাট্য রচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য নাটক: মুক্তির ডাক (১৯২৩), চাঁদ সদাগর (১৯২৭), দেবাসুর (১৯২৮), মহুয়া (১৯২৯), কারাগার (বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, ১৯৩০), একাঙ্কিকা (১৯৩১), সাবিত্রী (১৯৩১), অশোক (১৯৩৩), খনা (১৯৩৫), বিদ্যুৎপর্ণা (১৯৩৭), রাজনটী (১৯৩৭), রূপকথা (১৯৩৮), মীর কাশিম (১৯৩৮), মহাভারতী (১৯৫২), মমতাময়ী হাসপাতাল (১৯৫২), জীবনটাই নাটক (১৯৫৩), উর্বশী নিরুদ্দেশ (১৯৫৩), আজব দেশ (১৯৫৩), ধর্মঘট (১৯৫৩), শ্রীশ্রীমা (১৯৫৫) ছোটদের একাঙ্কিকা (১৯৫৬), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৯৫৮), নব একাংক (১৯৫৮), বন্দিতা (১৯৫৯), ফকিরের পাথর ও নাট্যগুচ্ছ (১৯৫৯), মহাপ্রেম (১৯৫৯), অমৃত

অতীত (১৯৬০), বিচিত্র একাঙ্ক (১৯৬১), স্বর্ণকীট ও জওয়ান (১৯৬২), কন্যা (১৯৬৩), মহা উদ্বোধন (১৯৬৩), দুর্গেশ নন্দিনীর জন্ম (১৯৬৫), লালন ফকির (১৯৬৯), দিগ্বিজয় (১৯৬৯), আমি মুজিব নই (১৯৭১), আঠারশ বাহাত্তর. মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী (বসুমতী—১৯৭২), শরৎ বিপ্লব (১৯৭৫). অমর প্রেম (১৯৭৬) ।

মনির উদ্দীন ইউসুফ (১৯১৯—) । জন্ম : বৌলাই কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এ. ডি. সি-র তথ্য কর্মকর্তা। অনুবাদের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬২) । প্রকাশিত গ্রন্থ : অনুবাদ : কৈবালের কাব্য সঞ্চয়ন (১৯৬৭), ফালামে রাগিব (১৩৭৬), দিওয়ানে গালিব (১৩৭১), শাহনামা ২ খণ্ড। উপন্যাস : ঝড়ের রাতের শেষে (১৯৬২)। গবেষণা : উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৭৫) ।

মনিরুজ্জমান (১৯৪০—) এম্. এ. (বাঙ্গালা)। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত প্রবন্ধ : ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৬৯), বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতি সন্ধান (১৯৮২)। গল্প : পুরুষ পরম্পরা (১৯৭০)। সম্পাদিত গ্রন্থ : নূরজাহান-সাজাহান (১৯৬৯) ।

মণিরুজ্জমান খান (৬।৯।১৯২২—) বি কম্.। বাংলাদেশের আয়কর উপদেষ্টা। প্রকাশিত উপন্যাস : চলার পথে (১৯৫৩)।

মণীর হোসেন। প্রকাশিত উপন্যাস : অপরিচিতা (১৯২৫) ।

মণীষীনাথ বসু (২১।৩।১৮৮১—?)। জন্ম : পিংলা, মেদিনীপুর। পিতা : হেমাঙ্গ চন্দ্র বসু। এম্. এ. (১৯০১), বি. এল্. (১৯০৪), সরস্বতী (১৯০১) উপাধিপ্রাপ্ত। খ্যাতিমান আইন ব্যবসায়ী। মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সহ সভাপতি (১৯১২), পরে সভাপতি। বহু সাময়িক পত্রের লেখক। সম্পাদক : মাসিক মাধবী (মেদিনীপুর, ১৯২৩) অন্যতম সম্পাদক : বঙ্গীয় মহাকোষ।

মণীষীমোহন রায় (১৭।১০।১৩৪৩/৩০।১। ১৯৩৭—)। জন্ম : শিববাটীপাড়া, বগুড়া শহর, বাংলাদেশ। পৈত্রিক ও বর্তমান নিবাস : ৭৩, পিলখানা রোড্, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন্—৭৪২১০১। পিতা : মনোজমোহন রায়, মাতা : সবিতা। সরকারী চাকুরে। কবি, প্রাবন্ধিক, ভ্রমণকাহিনী ও ছোটগল্প লেখক। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত বাংলা-দেশ মৈত্রী মেলায় অন্যতম আমন্ত্রিত বক্তা (১৯৭২)। রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলনে একাধিকবার আমন্ত্রিত এবং অভিনন্দিত। পূর্বাশা, পরিচয়, অগ্রণী, সাহিত্য-চিন্তা, দেশ, বসুমতী, সত্যযুগ, নন্দন, উদীচী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : একদা চিরদিন (১৯৬৭), মানুষ প্রকৃতিময় প্রতি-লিপি (১৯৭৩), অন্ধকার : আলোর শিশুরা (১৯৮০), কৃষ্ণচূড়ারা ফুলে ফুলে রক্তাক্ত (১৯৮৪)

মন্দিরা বাগচী (১৯।৯।১৯৫৭—)। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বংশে জন্ম। পিতা : হিরন্ময় বাগচী, মাতা : বেলা। আদি নিবাস : বাগচী যমসেরপুর, নদীয়া। বরাহ-নগর রামেশ্বর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত। প্রিয়ভূমি, দীপালোক, শব্দের ঝংকার, জাগরী, সময়ানুগ, সাহিত্য-রূপা, রূপান্বয়, মন ও মনন, প্রান্তর, প্রান্তিক, প্রিয়জন, আজকের ঝড়, নদীয়া সুন্দর, বঙ্গ-বার্তা, শঙ্খচূড়, বিদ্রোহী, মসী, খুশি, চাষী ভাই, রং তুলি, ত্রিবেণী. বলাকা, নতুন প্রভাত, দর্শক, মনস্বী, কালের যাত্রার ধ্বনি, দিগ্দর্শী,

প্রচ্ছায়া, মেঘলা আকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত।

মনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী (১৪।১০।১৩১৬—) জন্ম: বহুবাজার, জেলিয়াপাড়া। পিতা: এটর্নি নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯২৫)। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সাংবাদিক—কবি। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। চারণ কবি নামে পরিচিত। সম্পাদক: দৈনিক হিন্দুস্থান, সাপ্তাহিক স্বাধীন হিন্দুস্থান। প্রকাশিত কাব্য: ভৈরব শিঙা, ডমরু, সঙ্কেত, মনোতোষিণী, বিভীষিকা।

মনুজেশ মিত্র (১৯৩৫—)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: সিউড়ি, বীরভূম। বর্তমান নিবাস: শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পিতা: ডাঃ বারুণীশচন্দ্র মিত্র। মাতা: প্রীতিময়ী। বীরভূম জেলা স্কুল ও সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ (১৯৫৭) ও এল্. এল্. বি. (১৯৫৪)। ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। ভাগলপুর বঙ্গসাহিত্য, পরিষদ কর্তৃক পুরস্কৃত। দেশ, আনন্দবাজার অমৃত, মাসিক বসুমতী, শিলাদিত্য মহানগর, সমকালীন ও অন্যান্য বহু পত্রিকায় কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও অনুবাদ মূলক রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য: আমি অমল আঁধারে (১৯৬৮), কেন প্রতিধ্বনি (১৯৮০)।

মনোজকান্তি ঘোষ (২৮।২।১৯৪২—)। জন্ম: ঘাটভোগ, খুলনা, বাংলাদেশ। নিবাস: উদয়রাজপুর, উত্তর ২৪ পরগণা। পিতা: দীপেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাতা: প্রফুল্লনলিনী। পাঠশালা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। সত্যযুগ, লোকসেবক, পয়গাম, ঝলমল, শিশুপ্রিয়, অভিনব অগ্রণী, লঘুছন্দা প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, কবিতা এবং ছড়া লেখক।

মনোজ বসু (৯।৪।১৩০৮/২৫।৭।১৯০১—১০।৯।১৩৯৪/২৬।১২।১৯৮৭)। জন্ম: ডোঙাঘাট, যশোর। নিবাস: পি-৫৬০ লেক রোড্, কলিকাতা-২৯। পিতা: মাজিল পুরের দত্তদের সেরেস্তার উচ্চপদস্থ কর্মচারী রামলাল বসু। সহপাঠী: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। জনক জননীর একমাত্র পুত্র ও শেষ সন্তান। ৮ বৎসর বয়সে পিতৃহীন। রিপন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ। বাগেরহাট কলেজে অধ্যয়নকালে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, পরে সাউথ সুবার্বন কলেজ (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) থেকে বি. এ. পাশ (১৯২৪), আইন পাশ। শিক্ষক—লোকশিল্পের আকর্ষণে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণকারী। খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক। সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: বনমর্মর (ছোটগল্প-১৯৩২), নতুন প্রভাত (নাটক ১৯৪৬), ভুলি নাই (উপন্যাস—১৯৪৩), জল জঙ্গল (উপন্যাস-১৯৫১), চীন দেখে এলাম (ভ্রমণ-১৯৫৩), সোভিয়েটের দেশে দেশে (ভ্রমণ-১৯৫৭) সৈনিক, বাঁশের কেল্লা, নবীন যাত্রা, পৃথিবী কাদের, নরবাঁধ (গল্প), রায়রায়াণের দেউল (গল্প), প্লাবন (১৩৪৮), বিপর্যয়, দেবীকিশোরী (১৩৪১), খদ্যোত, দুঃখ নিশার শেষে (১৩৫১, ওগো বধূ সুন্দরী, (১৩৫৩), আগষ্ট ১৯৪২ (১৯৪৭), শত্রুপক্ষের মেয়ে (১৯৪৭), দিল্লী অনেক দূর (১৩৫৮), রাখি বন্ধন, কাচের আকাশ, একদা নিশীথ কালে, উলু (১৩৫৫), যুগান্তর, বকুল, কুঙ্কুম, বৃষ্টি (১৯৫৭), আমার ফাঁসি হল (১৯৫৯), মানুষ গড়ার কারিগর (১৯৫৯), রক্তের বদলে রক্ত (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস-১৯৫৯) রূপবতী (১৯৬০), নিশি কুটুম্ব (চোরের কাহিনী

অবলম্বনে রচিত উপন্যাস ১৯৬৩), বন কেটে বসত (সুন্দর বনের জীবন অবলম্বনে রচিত উপন্যাস, ১৯৬১) প্রভৃতি। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, স্বচ্ছন্দ ও দ্রুতগতি, গভীর জীবন পর্যবেক্ষণ, সহজ সারল্য প্রভৃতি মনোজ বসুর গল্প উপন্যাসকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

মনোজ মিত্র (২২।১২।১৯৩৮—)। জন্ম ঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ। নিবাস ঃ ২৭বি ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। পিতা ঃ অশোককুমার মিত্র, মাতা ঃ রাধারাণী। বসিরহাট স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৪), কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে আই এ. ও বি. এ. (১৯৫৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম্. এ. (১৯৬০)। রাণীগঞ্জের টি. ডি. বি কলেজ (১৯৬১—৬৪), কলিকাতা বি কে. সি. কলেজ (১৯৬৪-৬৫) ও অধুনা নিউ আলিপুর কলেজের (১৯৬৫—) দর্শনের অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যাপক (১৯৮০—)। প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা। শ্রেষ্ঠনাটকরচনারজন্য যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকার দ্বারা পুরস্কৃত (১৯৭৮) ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত (১৯৮৩। দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ নাটক ঃ চাক ভাঙা মধু (১৯৭১), নরক গুলজার (১৯৭৬), সাজানো বাগান (১৯৭৭), রাজদর্শন (১৯৮১, নেকড়ে, মেষ ও রাক্ষস, শুকসারী, পরবাস, কেনারাম বেচারাম, শিবের অসাধ্যি, নীলকণ্ঠের বিষ, পাহাড়ী বিছে, বেকার বিদ্যালংকার, অবসন্ন প্রজাপতি, জন্মমৃত্যু ভবিষ্যৎ, সিংহদ্বার, আরক্ত গোলাপ। একাংক নাটক ঃ মৃত্যুর চোখে জল (১৯৫৮), কালবিহঙ্গ, পাখি, আমি মদন বলছি, সন্ধ্যাতারা, তক্ষক, ব্ল্যাক প্রিন্স, কামধেনু, সত্যি ভূতের গপ্পো, তেঁতুল গাছ, বাবুদের ডালকুকুরে, অশ্বত্থামা (১৯৮২), কাক চরিত্র (১৯৮৩), নৈশভোজ (১৯৮৩); মদনের পঞ্চকাণ্ড (১৯৮৩)।

মনোজমোহন বসু, বি. এল্.। জন্ম ঃ গোকুল মিত্র স্ট্রীট্, কলিকাতা। আইনজীবী। প্রকাশিত প্রহসন ঃ সোনায় সোহাগা (১৩২২), রেশমী রুমাল।

মনোজিৎ বসু (২৭।৭।১৯২০—১৯।৫। ১৯৮২)। ছদ্মনাম ঃ গন্ধরাজ, বসুদেব, রত্নবণিক। জন্ম ঃ দিগ্পাইত, রঙপুর, অধুনা বাংলাদেশ। মৃত্যু ঃ দক্ষিণ কলিকাতার বাসভবনে। নিবাস ঃ ২৭।২।৪ বি, কাঁকুলিয়া রোড্, কলিকাতা—১৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তারূপে অবসর প্রাপ্ত (১৯৮০)। পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের সংবাদ সচিব। খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অবনীন্দ্রনাথ (জীবনী-১৯৪৬) মহাজীবনের দীপশিখা (ঐ ১৯৪৯), মানুষের মত মানুষ, জয়জয়ন্তী (উপন্যাস ১৯৫০), ছোটদের জলসা (কবিতা-১৯৫০), বাবলুর ঘাটশিলা যাত্রা (১৯৫৭), গান্ধী মহারাজ, বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনী, ইতুপাতুর কাহিনী, ছোটদের জবালা প্রভৃতি।

মনোতোষ চক্রবর্তী। নিবাস ঃ কাছাড়, আসাম। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ মেঘ কারো বাড়ি গাড়ি নয় (হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত)।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (×।১১।১৮৮২ —১৩।১।১৯২৬) এম্. এ. বি ই. বিদ্যারত্ন। জন্ম ঃ হালিশহর, ২৪ পরগণা। নিবাস ঃ কলিকাতা। পিতা ঃ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কলিকাতায় মার্টিন এণ্ড্ কোং এর এবং পরে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন

উচ্চপদের কর্মী। পুরাতত্ত্ব ও ভারত ইতিহাসের গবেষক। কলিকাতা মহাবোধি ভবনের পরিকল্পনাকারী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালার অধ্যক্ষ, এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ভ্রমণ সম্পর্কে বহু মূল্যবান রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা, উড়িষ্যার দেব দেউল, বাঙ্গলার নবজাগরণের স্বাক্ষর, বিবেকানন্দ—জীবন ও জিজ্ঞাসা, Swami Vivekananda—a study (১৯০৭), Orissa and Her Remaino : Ancient and Mediaeval (১৯২২), Hand book Sculptures in the Museum of Bangiya Sahitya Parisad (১৯২২)।

মনোমোহন গোস্বামী, বি. এ.। কাষ্টম হাউসের কর্মী। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: সংসার, পৃথিবরাজ, ধর্মবিপ্লব, বিধির বিধান, সমাজ, মুরলা, শিবাজী, গুরুদক্ষিণা (প্রহসন)।

(ডাঃ) মনোমোহন ঘোষ (১৮৯৫—২০।৮।১৯৭৯)। ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী পুলিন দাসের সংস্পর্শে আগত। আই. এ. পড়ার সময়ে অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত। এক বৎসর কারারুদ্ধ। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত গ্রামীন পুনর্গঠনের কাজে নিযুক্ত। শান্তিনিকেতনের সূচনা থেকে দোকান ও গুদামরক্ষক। শান্তিনিকেতনের স্কুলের শিক্ষক (১৯২৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিদ্যায় অনার্স সহ বি. এ. উত্তীর্ণ (১৯৩১), বাঙ্গালাভাষায় ১ম শ্রেণীতে এম্. এ. (১৯৩৩), পি. এইচ. ডি. (১৯৩৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক,—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান। অবসর (১৯৫৪)। ভারত সরকার কর্তৃক কামপুচিয়ার নমপেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য প্রেরিত (১৯৫৭) হওয়ায় ৬ বৎসর সংস্কৃতের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালা গদ্যের চার যুগ. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা (১৩৫২)। অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ: প্রকৃত সাহিত্য নন্দিকেশ্বরের অমিয় দর্পণ, ভারতের নাট্যশাস্ত্র, রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী।

মনোমোহন ঘোষ (১৯১১—)। ছদ্মনাম: আকাশবাণী. চিত্রগুপ্ত. মল্লিনাথ, বৈতারিক, লাইম লাইট। চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক। একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্-এ চিত্র প্রদর্শিত (১৯৪৫-৪৬)। অনূদিত গ্রন্থ: রোড্ টু লাইফ্ (৩ খণ্ড)।

মনোমোহন চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম: কোটালিপাড়া. ফরিদপুর। নর্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বরিশালে শিক্ষকতা। ব্রাহ্মসমাজের কাজে নিযুক্ত। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত (১৮৮৫)। অশ্বিনী কুমার দত্তের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। শিক্ষকতা ত্যাগ করে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা ও আসামে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী। প্রকাশিত গ্রন্থ: সঙ্গীত ও সংকীর্তন অর্ঘ্য, কীর্তন ও বন্দনা প্রভৃতি। সম্পাদক: ব্রহ্মবাদী (ধর্ম ও নীতি শিক্ষামূলক মাসিক পত্রিকা)।

মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: পূর্ণিমা মানদা. অপরাজিতা, সুকুমারী পঞ্চক, অশ্রুকুমার, স্বপ্নময়ী।

(স্বামী) মনোমোহন দত্ত (১২।১০। ১২৮৪—২০।৬।১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: সাতমোড়া, ত্রিপুরা। পিতা: পদ্মনাথ দত্ত। সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী সাধক। আনন্দ স্বামীর

নিকট 'দয়াময়' নামমন্ত্রে দীক্ষিত (১৩০৩)। গুরুর নির্দেশে সাধন ভজন ও 'দয়াময়' নাম প্রচারের ব্রতী। সঙ্গীত রচয়িতা। সঙ্গীতগুলি আফ্তাব উদ্দিনের সুরারোপিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত ঃ মলয়া ২ খণ্ড (৮৬১ টি গানের সংকলন)। কাব্য ঃ তপোবন, উপবন ও নির্মাল্য। ধর্মতত্ত্ব ও শিক্ষা বিষয়ক ঃ পাথেয়, ময়না, পথিক, যোগপ্রণালী ও খনি। অপ্রকাশিত ঃ প্রেম ও প্রীতি, সত্য শতক, উপাসনা তত্ত্ব, সর্বধর্মতত্ত্বসার প্রভৃতি।

মনোমোহন দাশ (৮৷১৷১৯০৮—)। জন্ম ঃ সাহাপুর, রামপুরহাট, বীরভূম। পিতা ঃ বঙ্কুবিহারী দাশ, মাতা ঃ কুবীরবালা। গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাইনর পাশ, পরে হুগলী ট্রেনিং স্কুল থেকে ভার্নাকুলার মাষ্টারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। হুগলী জেলার বড়া মধুসূদন হাই স্কুলে (৮ বৎসর), মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা গোবিন্দপুর হাই স্কুলে (কয়েক বৎসর) ও কলিকাতা সরস্বতী ইন্সটিটিউসনের (অধুনা শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়) শিক্ষক (১৯৪৭—৭২)। অবসর প্রাপ্ত (১৯৭২)। কবি ও প্রবন্ধকার। লোক সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমালোচনা, বাঙ্গালার নব জাগরণ প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ যুগস্রষ্টা বাঙ্গালী, আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য, চারণ কবি রবীন্দ্রনাথ, মণিমুক্তা, যুগযুগান্তরের কাহিনী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল্.। পিতা ঃ ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। মৈমনসিংহের নেত্রকোনায় আইন ব্যবসায়ী। গ্রন্থ ঃ শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাবলী।

মনোমোহন বসাক (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রহস্য প্রকাশ ১ম (১৮৬৯)।

মনোমোহন বসু (১৪৷৭৷১৮৩১/৩০৷৩৷১২৩৮—৪৷২৷১৯১২/২১৷৯৷১৩১৮)। ছদ্মনাম ঃ কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র। জন্ম ঃ যশোরের নিশ্চিন্তপুরে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ঃ ছোট জাগুলিয়া, ২৪ পরগণা। পিতা ঃ দেবনারায়ণ বসু। শৈশব মাতুলালয়ে অতিবাহিত। চতুষ্পাঠী, হেয়ার স্কুল ও জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্সটিটিউসনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কবি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। সাংবাদিক স্বদেশ প্রেমিক, কবি ও নাট্যকার। হিন্দুমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা (১২৭৩),—২য়, ৩য় ও ৫ম মেলায় বক্তা। 'দিনের পরে দিন, ভারত হবে ক্ষীণ' সঙ্গীতটির রচয়িতা। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সমর্থক। সংবাদ প্রভাকর ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক। সম্পাদক ঃ সংবাদ বিভাকর (অর্ধ সাপ্তাহিক—৩৷৩৷১২৫৯), মধ্যস্থ (সাপ্তাহিক ২৷১৷১২৭৯) ; পরে মাসিক (কার্তিক ১২৮০—৮২)। প্রথম সার্থক পৌরাণিক নাটক রচয়িতা। পৌরাণিক পরিবেশ ও ভক্তিরস সৃষ্টিতে পৌরাণিক নাটকগুলি সার্থকতায় মণ্ডিত। পার্থপরাজয় নাটকটি গীতাভিনয়ের সমধর্মী। গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌরাণিক নাটকে ও মতিলাল রায়ের গীতাভিনয়ে মনোমোহনের প্রভাব গভীর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ রামাভিষেক (১২৭৪/১৮৬৭), প্রণয় পরীক্ষা (রোমাণ্টিক নাটক ১২৭৬/১৮৬৯), সতী (১২৭৯/১৮৭৩), হরিশ্চন্দ্র (১২৮১/১৮৭৫), রাসলীলা (১২৯৬/১৮৮৯), আনন্দময় নাটক (১৮৯০), যদুবংশ-ধ্বংস। ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ দুলীন (১৮৯১), বঙ্গাধিপ পরাজয় (বিদেশী শোষণের চিত্র সম্বলিত)। কাব্য ও সঙ্গীত ঃ পদ্যমালা ৩ ভাগ (১৮৭৭, ১৮৮২, ১৮৯৪), মনোমোহন গীতাবলী (১২৯৭), সত্যনারায়ণ কথা (১৯২১)। প্রবন্ধ ঃ হিন্দু

আচার ব্যবস্থা (১৮৭৩), বক্তৃতামালা (১৮৭৩)।

মনোমোহন রায়। প্রকাশিত নাটক: রিজিয়া।

মনোমোহন সেন। জন্ম: মৈমনসিংহ। শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশু-তোষ, খোকার দপ্তর, কোমল পাঠ, মোহন-ভোগ, পরিতোষ ফুলদানী, রেখা ও লেখা, মণি-কাঞ্চন।

মনোরঞ্জন গুপ্ত (৭।৩।১৮৯০ – ১৫।১০। ১৯৭৬)। জন্ম: আধুনা, বরিশাল, মৃত্যু: কলিকাতায় সেঠ সুখলাল করনানী হাস-পাতালে। পিতা: দীনবন্ধু গুপ্ত। বাটাজোড় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পাশ (১৯০৯), বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই. এ. পড়ার সময়ে সহপাঠী বন্ধু হীরালাল দাশ-গুপ্তের প্রেরণায় বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত। ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে (১৯১৪) কলিকাতায় আগমন। বরিশাল জেলায় বিভিন্ন ডাকাতিতে অংশ গ্রহণকারী। সহকর্মী বিপ্লবী: নরেন ঘোষ চৌধুরী। রাজবন্দী হিসাবে সাড়ে চার বৎসর কারারুদ্ধ। কলিকাতার হ্যারিসন রোডে সরস্বতী প্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসের ম্যানেজার (১৯২৩)। ঐ বৎসরই গ্রেপ্তার, মুক্তিলাভ (১৯২৮)। বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড্ রিয়াল প্রপার্টি কোম্পানীর পরিচালক ও মাদ্রাজ শাখার সেক্রেটারি। বিপ্লবী কর্মের জন্য একাধিকবার কারাদণ্ডিত। ১৯৪৬ খ্রীঃ বরি-শালে জেলে অবস্থানকালীন এম্. এল্. এ. নির্বাচিত হওয়ার পর মুক্ত। স্বাধীনতার পর পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসী। পূর্বপাকিস্তানের আইন সভারসদস্য। কলিকাতায় আগমন (১৯৫৪)। পশ্চিমবঙ্গে আইনসভার এম্. এল্. সি. (১৫ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র ও বিশ্বরাজনীতি, বিপ্লবীর জীবন স্বপ্ন – সমবায় সমাজ, রবীন্দ্র চিত্রকলা, যারা হারিয়ে গেল, মেকিয়াভেলির রাজনীতি, Philosophy of Co-operation ইত্যাদি।

মনোরঞ্জন গুহ। ছদ্মনাম: চাকর। প্রকাশিত গ্রন্থ: চা বাগানের কাহিনী।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৮৫৮—৩১।৫। ১৯১৯)। বরিশালের খ্যাতনামা জননেতা। জন্ম: বানারিপাড়া, বরিশাল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য, গিরিডিতে অভ্রব্যবসায়ী (১৯০৪)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। গিরিডিতে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বিপ্লবীদের অর্থসাহায্যকারী। বারীন ঘোষকে ডিনামাইট দান। বন্দে মাতরম্ ধ্বনি সম্পর্কে 'ফুলারী নিষেধাজ্ঞা'র প্রতিবাদে শোভাযাত্রায় পুত্র চিত্তরঞ্জনকে প্রেরণ (১৪।৪।১৯০৬)। পুলিশের লাঠির আঘাতে চিত্তরঞ্জন গুরুতর আহত হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেসের কলি-কাতা অধিবেশনে প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা দান। স্বদেশী ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে রেঙ্গুনের ইন্‌সেন জেলে বন্দী (১৯০৮—১০)। সম্পাদক: বিজয়া (সচিত্র ১৩১৯)। যুগ্ম সম্পাদক: নবশক্তি (এক পয়সা মূল্যের দৈনিক পত্রিকা—বিপিন-চন্দ্র পাল সহ)। প্রকাশিত গ্রন্থ: আশা, প্রদীপ, কুম্ভমেলা, মনোরমার জীবনচিত্র (১৩-২১), নির্বাসন কাহিনী প্রভৃতি।

মনোরঞ্জন ঘোষ (১৯২১—)। ছদ্মনাম: মহামূর্খ, সমদর্শী, সাগ্নিক। নিও প্রগ্রেসিভ প্রাঃ লিঃ এর ম্যানেজিং ডিরেক্‌টর। চলচ্চিত্র কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচয়িতা। অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: পরিবর্তন, চট্টগ্রাম বিপ্লব, অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম, অলিন্দ যুদ্ধ, শান্ত সূর্য, প্রতিহিংসা।

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, বি. এ.। ব্রহ্মদেশে

১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ও পরে আসামে ভারতীয় ডাক বিভাগের কর্মী। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিংশ শতাব্দীর সেরা সাহিত্যিক, বোমার ভয়ে বার্মা ত্যাগ।

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আধুনিক কবি। সম্পাদিত কবিতা সংকলন : কবিতা ৬৬, বাংলাদেশের কবিতা।

(ডঃ) মনোরঞ্জন জানা (৫।২।১৯২৬—) এম্. এ. পি. এইচ্. ডি.। পিতা : আইন-জীবী ক্ষীরোদচন্দ্র জানা। তমলুক হ্যামিলটন হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯৪৩), মেদিনী-পুর কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯৪৫), আশুতোষ কলেজ থেকে বি. এ. ১৯৪৭, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯৫০)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্র পরিচয়, রবীন্দ্র নাটকের ভাবধারা, রবীন্দ্র-নাথের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, সাহিত্য ও সমাজ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও সমাজ, রবীন্দ্রনাথ : কবি ও দার্শনিক, গীতা জিজ্ঞাসা প্রভৃতি।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (২৯।১।১৮৮৯—২০।১।১৯৫৪)। জন্ম : কামারখাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা, মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : নবীন চন্দ্র ভট্টাচার্য, মাতা : স্বর্ণময়ী। পত্নী : সুহাসিনী। গ্রামের স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৯০৮), ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন। ছাত্রাবস্থায় গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত। মাখন পালের নির্দেশে কলিকাতা ন্যাশন্যাল কলেজে অধ্যয়ন, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন। রাজনৈতিক কারণে বহিষ্কৃত হওয়ার পর সিটি কলেজ থেকে আই. এস্. সি. এবং রিপন কলেজ থেকে অংকে অনার্স সহ বি. এস্. সি. (১৯১৬) পাশ। এম্. এস্. সি. পড়ার সময় প্রথমে কুতুবদিয়ায় (চট্টগ্রাম) পরে বদনগঞ্জে (হুগলী) ও শেষে স্বগৃহে দেড় বৎসর অন্তরীণ। মুক্তিপ্রাপ্ত (১৯২০)। বেঙ্গল কেমিক্যালে কর্মপ্রাপ্ত। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় চার মাসের জন্যে কারাদণ্ডিত। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আহ্বানে থিয়েটারে যোগদান। সীতা নাটকে অভিনয়ের দ্বারা অভিনেতা জীবনের সূত্রপাত (১৯২৩)। বাল্মীকি চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মহর্ষি নামে পরিচিত। মঞ্চে শতাধিক ও চলচ্চিত্রে অর্ধশতাধিক চরিত্রে অভিনয় করে বিপুল খ্যাতির অধিকারী। প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের পুরোধা. বহুরূপী নাট্যসংস্থার আমৃত্যু সভাপতি (১৯৪৮—)। শিশিরকুমারের দলের সভ্য-রূপে আমেরিকায় অভিনয় (১৯৩০)। সোভি-য়েট সরকারের আমন্ত্রণে প্রতিনিধিদলের নেতা রূপে সোভিয়েট-রাশিয়া ভ্রমণ। শেষজীবনে সাম্যবাদী আন্দোলনে যুক্ত। বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত এ্যাণ্টিফ্যাসিষ্ট্ সম্মেলনের সভা-পতি। সতী অনুরাধা চলচ্চিত্রে অভিনয়কালে মৃত্যু। অরণি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। রচিত নাটক : চক্রব্যূহ, বন্দনার বিয়ে দেশবন্ধু, হোমিওপ্যাথি (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে লিখিত), উদয়গড় (১৯৪৫) ও অন্যান্য প্রবন্ধ সংকলন : থিয়েটার ব্রতচারিণী প্রসঙ্গ।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (২৭।৭।১৩১০—২১।১০।১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) ছদ্মনাম : মাধব্য। জন্ম : জলপাইগুড়ি শহরে। পিতা : ডেপুটি ম্যাজি-ষ্ট্রেট্ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। কলিকাতা হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা। অর্থনীতিতে ১ম শ্রেণীতে এম্. এ.। রিপন কলেজের রাজনীতি

ও অর্থনীতির অধ্যাপক। শিশুসাহিত্যিক। সম্পাদক ঃ রামধনু (১৯৩৬-৪৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পদ্মরাগ, ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি, হুকা কাশির গল্প, সোনার হরিণ, চায়ের ধোঁয়া, এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে, হাস্য ও রহস্য।

মনোরঞ্জন হাজরা (১৯১৬—)। জন্ম ও নিবাস ঃ চাতরা, শ্রীরামপুর, হুগলী। কথা-সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছোটগল্প ঃ এই সভ্যতা (১৯৪৬)। উপন্যাস ঃ নবজীবনের পথে (১৯৪৬), নোঙরহীন নৌকা (১৯৪০), পলিমাটির ফসল (১৯৪১) মহানগরের দাবানল (১৯৫৬)। নাটক ঃ উদ্যোগ (১৯৪৫)।

মনোরমা দেবী, মহারাজকুমারী ৯।৩।১২-৬৩—১৭।৩।১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। পিতা ঃ মহারাজা স্যর্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্বামী ঃ কর্পোরেশনের ট্রেজারার পুণ্ডরীকাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটক রচয়িত্রী। প্রকাশিত নাটক ঃ বিরজা, মোহিনী, অনিরুদ্ধ মিলন (গীতি-নাট্য), মানকুঞ্জ, গৌরীগীতিকা, পিতৃদেব চরিত (জীবনী)।

মনোরমা বসু। পিতা ঃ ব্যারিষ্টার পি. কে. বসু, মাতামহ ঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডঃ পি. কে. রায়, মাতার মাতুল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ঢাকা ইডেন হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯২৩), ঢাকা থেকে দ্বিতীয় স্থান ও মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আই. এ, কলিকাতা লরেটো কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ (১৯২৭), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯২৯)। লরেটো কলেজের অর্থ-নীতির অধ্যাপিকা, মাতামহী প্রতিষ্ঠিত গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলের পরিচালিকা (১৯৩০-৩৮)। সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলাতগমন (১৯৩৯)। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টিচার্স ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা (১৯৪০)। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে (১৯৪০), ঢাকার ইডেন ইন্টার-মিডিয়েট কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপিকা (১৯৪০-৪৫)। পুনরায় বিলাতে গমন করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. পাশ ও লণ্ডনে অবস্থান (১৯৪৫-৪৭)। আমেরিকা গিয়ে নিউ-ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টিচার্স ট্রেনিং গ্রহণ। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপিকা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের স্পেশাল অফিসার (১৯৪৮)। শিক্ষা ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লেখিকা।

মনোহর দাস আউলিয়া (?—১৬৩৮)। জন্ম ঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য। কবি জ্ঞান দাসের সঙ্গে বর্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে বাস—খেতরির মহোৎসবে যোগদান। পরে হুগলী জেলার বদনগঞ্জে বাস। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য আউলিয়া নামে খ্যাত। উৎকৃষ্ট কীর্তন গায়ক, কোন কোন মতে মনোহর শাহী কীর্তনরীতির প্রবর্তক। অন্যতম গ্রন্থ ঃ নির্যাস তত্ত্ব। (আউলিয়া-মনোহর দাস দ্রঃ)।

মনোহর দাস বাবাজী (×।৭।১২৫৪—×।৪।১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)। পূর্বনাম ঃ মহেন্দ্র অধিকারী। জন্ম ঃ মাধবপুর, নদীয়া। পিতা ঃ ভোলানাথ অধিকারী। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় শিমুলিয়া গ্রামে মাতৃস্বসার নিকট লালিত। নবদ্বীপে বড় আখড়ায় পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন, বহুতীর্থভ্রমণ ও মনোহর নাম গ্রহণ। গোবিন্দকুণ্ডে বাস ও নামকীর্তনে জীবন যাপনকারী। রচনা ঃ বৈদগ্ধী বিলাস, নামরত্নমালা।

মফিজ উদ্দিন আহমদ। জন্ম ঃ বাহাদুরপুর, রাজশাহী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শাম-

সোহাগীর কেস্‌সা (মফিরউদ্দিন মুহম্মদ সহ—১৩২১)।

মফিজ উল হক (১।১।১৯১৪—) । জন্ম ঃ মুজাহাটি, কালাহাতী। আদি নিবাস ঃ গুলিচেপা, অর্জুনা, ময়মনসিংহ। বীমা কোম্পানীর ইন্‌স্‌পেক্‌টর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ অসমাপ্ত কাহিনী (১৯৫০), যুদ্ধের আগে (১৯৫৪)। গল্প ঃ হারিয়ে গেছে যে জীবন (১৯৪৯, যে চিঠি হয় নি বিলি (১৯৫০)।

মফিরুদ্দিন আহমদ মুন্সি (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সায়েত নামা (১২৯৯), কলমা মোনাজাত (১২৯৮)।

মফির উদ্দিন মুহম্মদ। জন্ম ঃ বাহাদুরপুর, রাজশাহী, প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শামসোহাগীর কেস্‌সা (মফিজউদ্দিন আহমদ সহ-১৩২১)।

মবিনউদ্দীন আহমদ (×।৪।১৯১২—) বি. কম্‌.। জন্ম ঃ পারিল, নওয়াধা, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা। গল্প, উপন্যাস, শিশু-সাহিত্য ও নাটক লেখক। ছোটগল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬১)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ রূপ হতে রূপে (১৯৬০), সুখবর (১৯৬২)। শিশু সাহিত্য ঃ গহন বনে রত্নাগার (উপন্যাস ১৯৫৫), কদরৎ খাঁর ভিটে (১৯৫৫)।

মমতাজ উদ্দীন আহমদ (১৮।১।১৯৩৫—) জন্ম ঃ মালদহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্‌. এ. (১৯৫৮)। অধ্যাপক, জগন্নাথ কলেজের প্রফেসর ও বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান। নাটকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৬) ও আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৮) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ স্পার্টাকাসবিষয়ক জটিলতা (১৯৭৩) ফলাফল নিম্নচাপ (১৯৭৪), হরিণ চিতা চিল (১৯৭৪), কি চাহ শঙ্খচিল (১৯৭৬), চয়ন, তোমার ভালোবাসা ১৯৭৮), বিবাহ (১৯৭৯), স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা (১৯৭১), এবারের সংগ্রাম (১৯৭১), বর্ণচোর (১৯৭২), রাজা অনুস্বারের পালা (১৯৮২)। নাট্যে-রূপান্তর ঃ রবীন্দ্রনাথের রূপান্তরিত নাটক ঃ বোন (১৯৭৯), নজরুলের রাক্ষসী (১৯৭৩), নীর মশারফ হোসেনের জমিদার দর্পণ (১৯৮৩)। যামিনীর শেষ সংলাপ (১৯৭৬), এই রোদ এই বিষ্টি (১৯৬৮, বুড়িগঙ্গার সিলভার জুবিলি (১৯৬২), হৃদয় ঘটিত ব্যাপার স্যাপার (১৯৭৪)। অনুবাদ ঃ আমাদের শহর (১৯৭৭)।

মমতাজ হোসেন, বেগম (২৮।৩।১৯৪০—) জন্ম ঃ রাঙামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলা দেশ। পৈত্রিক নিবাস ঃ মনসুর কোয়ার্টার, মনসুর মঞ্জিল, নবগ্রাম রোড, বরিশাল। বর্তমান নিবাস ঃ ২।১, নয়া পল্টন, ঢাকা, বাংলাদেশ। পিতা ঃ আবু সৈয়দ আহমেদ, মাতা ঃ আমিরুন্নেছা খাতুন, স্বামী ঃ এ. কে. এম্‌. জাহাঙ্গীর হোসেন। কামরুন্নেছা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইডেন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও বি. এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্‌. এ। অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা (১৯৬২—৬৫), উদয়ন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান ও প্রধানা শিক্ষিকা (১৯৬৫-৮২), আরব মিশন পাবলিক স্কুলের রেকটর (১৯৮২ —)। লায়ন্‌স্‌ ক্লাব অফ ঢাকা গ্রীনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৮০-৮২), বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির ঢাকা জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদিকা (১৯৭৪—), ঢাকা শিশুনাট্যম্‌ এর প্রেসিডেণ্ট্‌ (১৯৭৬—), বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল উইমেন ফেডারেশনের সহ-সভানেত্রী

(১৯৮০ —), বাংলা একাডেমি বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট সমিতি ও বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির আজীবন সদস্যা, যণ্টা (zonta) ইণ্টার ন্যাশন্যালের সদস্যা (১৯৮১ —)। দৈনিক বাংলা পত্রিকার নিয়মিত কলাম লেখিকা। নবারুণ, সচিত্র বাংলাদেশ ও কলিকাতার জহর শিশুভবন পত্রিকায় ছোট গল্প প্রবন্ধ ও নাটক লেখিকা। বাংলাদেশ টেলিভিশনে অভিনীত নাটক : সবার সাথে, রোজ রোজ, জুঁই জোনাকি, সকাল সন্ধ্যা (বড়দের নাটক)। অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্তা (১৯৮২)। প্রকাশিত নাটক : স্বপ্নের বন্ধু (কিশোরদের ১৯৮১), বিজলী-ওলীর গাঁয়ে (১৯৮২), সোনামণিদের পড়া (১৯৭৮)।

(ডঃ) মযহারুল ইসলাম (১০।৯।১৯২৫ —)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫১), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. ও ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি., এফ্. আর. এ. এস্. (লণ্ডন)। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক। রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য, বর্তমানে নূতন দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চের সিনিয়র ফেলো। প্রবন্ধ গবেষণায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৭) ও দাউদ পুরস্কার (১৯৭০) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : মাটির ফসল (১৯৫৫), বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি (১৯৭০), আর্তনাদে বিবর্ণ (১৯-৭০), যেখানে বাঘের থাবা (১৯৭৯), অবরাহ্ন বিবস্ত্র প্রাতঃরাশ (১৯৭৯)। গল্প : তাল-তমাল (১৯৫৯)। প্রবন্ধ : কবি পাগলা কানাই (১৯৫৯), সাহিত্যের পথে (১৯৬০); হেয়াত মামুদ (১৯৬০), ফোক্লোর পরিচিতি ও লোক সাহিত্যের পঠন পাঠন (১৯৬৭), ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (কলি-১৯৮২), লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস (১৯৭০), History of Folktale Collection in India and Pakistan (১৯৭০), Folklore : The pulse of the people (নূতন দিল্লী ১৯৮৪)। জীবনী ও ইতিহাস : বঙ্গবন্ধু সেখ মুজিব (১৯৭৪)। অনুবাদ : বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা (১৯৭৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ : সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী। সম্পাদিত পত্রিকা : সাহিত্যিকী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা—১৯৫৮—৭১), উত্তর অন্বেষা (১৯৬৬-৭১), উত্তরাধিকার (বাংলা একাডেমির গবেষণা পত্রিকা), ধান শালিখের দেশ (শিশু পত্রিকা), Bangla Academy journal.

মরদন (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম : ১৬২২-৩৮ খ্রীঃ। রোশঙ্গরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মা (থিরি থু ধম্মা) র রাজত্বকালে চট্টগ্রামে কাব্য রচয়িতা। দৌলত কাজীর সমসাময়িক। রচনা : অছিরানামা।

মর্তুজা সৈয়দ (১৭শ শতাব্দী)। তৃতীয় খণ্ডে সৈয়দ মর্তুজা দ্রষ্টব্য।

মলয় কুমার মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ : রক্তরাগ।

মলয় রায় (১৬।১।১৯৫৬/২।১০।১৩৬২—)। ছদ্মনাম : শ্রীকুন্তদেব। জন্ম ও নিবাস : সিদ্ধেশ্বরীতলা, চাতরা, শ্রীরামপুর, হুগলী। পিতা : শক্তিপ্রসাদ রায়, মাতা : মায়া। চাতরা নন্দলাল ইন্স্টিটিউসন থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি (১৯৭১) রিষড়া বিধানচন্দ্র কলেজ থেকে অনার্স সহ বি. কম্. পাশ। পেশা : জ্যোতিষ চর্চা। সেবকসঙ্ঘ নামে সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। জ্যোতিষ সম্রাট (বেশরদ) ও জ্যোতিষাচার্য (কলিকাতা)

উপাধিপ্রাপ্ত। শ্রীরামপুর সমাচার, সাপ্তাহিক সত্যলোক, চুঁচুড়া বার্তাবহ, আনন্দ বিচিত্রা (হাওড়া), রূপসী (কৃষ্ণনগর), কাবেরী সাহিত্য (শক্তিনগর, নদীয়া) সংশপ্তক (কলিকাতা), সোনারতরী (ঐ) ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। কবিতা প্রতিযোগিতায় আনন্দ-বিচিত্রা সাহিত্যিক গোষ্ঠী প্রদত্ত ১ম পুরস্কার (১৩৪৭) ও কাবেরী সাহিত্যগোষ্ঠী প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কার (১৩৮৬) প্রাপ্ত। প্রকাশিত কাব্য: মুখোশের আড়ালে (ব্যঙ্গ কবিতা ও ছড়ার সংকলন ১৩৮৭), আজকের কবিতা (১৩৮৯)। সম্পাদিত গ্রন্থ: মনের ফসল (ছড়া ও কবিতা সংকলন—১৩৯০)।

মলয় শঙ্কর দাশগুপ্ত (১৭।১।১৯৩৭—)। ছদ্মনাম: শাক্যসিংহ, ইন্দ্রনীল সেন। জন্ম: কালিয়া যশোর, অধুনা বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: ৫বি, জুবিলি পার্ক, কলিকাতা-৩৩। পিতা: জ্ঞানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, মাতা: তরুবালা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় এম্. এ. (১৯৭৩)। সাংবাদিক। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন পত্র প্রত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ ও ফিচার প্রকাশিত। শিশু-সাহিত্যে নির্মল বসু পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: পাখি জানে (১৯৬৫), নৈঃশব্দের প্রতিধ্বনি (১৯৭০), ফুলঝুরি (ছড়া—১৯৮১)। শিশুসাহিত্য: ভিনদেশী উপকথা (১৯৮০), রাঘাম (১৯৮১)। সম্পাদিত গ্রন্থ: সত্যি ভূতের গল্প (১৯৮১), শতবর্ষের রূপকথা (১৯৮৩)।

মলয়সেনগুপ্ত (?—৫।৬।১৯৮৪)। নিবাস: ঢাকুরিয়া, কলিকাতা। কর্তব্যপরায়ণ রেলওয়ে কর্মচারী। প্রবল বর্ষণে প্লাবিত কলিকাতায় বাগবাজারের অফিসে গিয়ে জলভেঙ্গে পদব্রজে প্রত্যাবর্তনের সময়ে বেগবাগানের কাছে মৃত্যু। বিংশ শতাব্দীর ৪০/৫০ দশকের বিশিষ্ট কবি।

মলিনা দেবী (১৯১৪—১৯।৮।১৯৭৭/২।৫।১৩৮৪)। বিখ্যাত চিত্র মঞ্চ ও যাত্রাভিনেত্রী। নিবাস: বলরাম বসু ঘাট রোড্, কলিকাতা। মৃত্যু: ক্যালকাটা হস্‌পিট্যালে। স্বামী: জলু বড়াল। ১০ বৎসর বয়সে 'চাষার মেয়ে' নির্বাক ছবিতে প্রথম অভিনয়। পরে প্রায় ৩০০ ছায়া-ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে এবং মঞ্চে ও যাত্রায় ৫০ বৎসর ব্যাপী অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা ও গৌরবের অধিকারিণী। সর্বশেষ অভিনয় নটনটী নাটকে। সঙ্গীত নাটক একাডেমির দ্বারা সম্মানিতা গিরিশ সংসদ কর্তৃক নাট্যাধিরাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিতা,—রামের সুমতির হিন্দী রূপান্তর 'ছোটাভাই'তে অভিনয়ের জন্য বিদেশী পুরস্কার প্রাপ্তা। মহিলা শিল্পী মহলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী। অভিনেতৃ সংঘ ও শিল্পীসংসদের পৃষ্ঠপোষিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সবারে আমি নমি (আত্মজীবনী)।

মলিনা রায় (১৯১৭—) বি. এ. কোবিদ্। জন্ম: চট্টগ্রাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ: রামসীতার কথা (১৯৫৪) স্মৃতির রেখা (মহাদেবী বের্মার অনুবাদ-১৯৫৬)।

মল্লিকা বসু (মিত্র) (১৯১৯—) এম্. এ.। প্রকাশিত গ্রন্থ: পরিচিত।

মহফুল কাইয়ুম। জন্ম: পীল সোঁয়া গ্রাম, মঙ্গলকোট থানা, বর্ধমান। বীরভূম জেলায় নান্নুর গ্রামবাসী। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সমবায় বিভাগের এডিটর। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করে চাকুরি ত্যাগ। খেলাফৎ আন্দোলনের সময়ে বর্ধমান

জেলা খেলাফৎ কমিটির সম্পাদক। বাঙ্গালা, ইংরাজী আরবী উর্দু এবং ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। ঐস্‌লামিক ইতিহাসে অভিজ্ঞ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কোরান, বিজ্ঞান ও গবেষণা।

(ডাঃ) মহম্মদ মোর্তজা (১।৪।১৯৩১—×।১২।১৯৭১)। জন্ম : চণ্ডীপুর, ২৪ পরগণা। ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৬), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এস্‌. সি. (১৯৪৮), ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম্‌. বি. বি. এস্‌. (১৯৫৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী মেডিক্যাল অফিসার (১৯৫৫-৭১)। পাক সৈন্যদের দ্বারা নিহত। ন্যাশন্যাল ব্যাংক অব্‌ পাকিস্তান পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৪)। গল্প কবিতা এবং প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : পাক ভারত যুদ্ধের তাৎপর্য, প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক, রাজনীতির পরিচয় (কপোত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)। উপন্যাস : চরিত্র হানির অধিকার (১৩৭২)। অনুবাদ : চিকিৎসা শাস্ত্রের কাহিনী, জনসংখ্যা ও সম্পদ, প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, শান্তি না শক্তি, দুনানের কৃষক আন্দোলন, জনযুদ্ধের বিজয় দীর্ঘজীবী হোক, নয়া গণতন্ত্র।

মহম্মদ মহসীন (৫।১১।১৩৫৯ বঙ্গাব্দ—) বি. কম্‌.। জন্ম : যজ্ঞনগর, পোঃ বাহিরী, বীরভূম। পিতা : মহম্মদ সফিউল্লা, মাতা : বেগম মুরশিদা। সাংবাদিক। দৈনিক পয়গাম, পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ এবং দেশলোক পত্রিকায় বহু সংখ্যক প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও কবিতা প্রকাশিত।

মহম্মদ মীজানুর রহমান (১৫।১০।১৯৩৪—)। জন্ম : ডাকঘর পাড়া, শান্তিপুর, নদীয়া। বাংলাদেশবাসী। বাংলাদেশ সরকারের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের অফিসার। বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনায় দক্ষ। রাশিয়া চীন ও জার্মানী কবিতার অনুবাদক। যশোরের বর্ণদীপ্ত সাহিত্যগোষ্ঠী ও আম্রপালির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশের বহু পত্র পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : হরিশ দুপুর (১৯৮১)।

মহম্মদ রমজান। ছদ্মনাম : ছাওরাল শা। জন্ম : বাঘারুক শ্রীহট্ট। গীতিকার। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা। রচিত সঙ্গীত গ্রন্থ : তরিক্কতে হক্কানী।

মহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ, মুনসী (১৮৬২ ১৯৩৩)। নিজস্ব ছাপাখানা রিয়াজুল ইসলাম প্রেস থেকে 'ইসলামপ্রচারক' নামে পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক (আঃ ১৮৯১)। প্রকাশক : সাপ্তাহিক সুধাকর।

মহম্মদ সগীর (১৪শ/১৫শ শতাব্দী)। গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের (১৩৮৯—১৪১০) কর্মচারী। প্রথম মুসলমান কবি। রচনা : ইউসুফ জলিখা।

মহমুজল হক। প্রকাশিত কাব্য : আত্মার কণ্ঠস্বর (১৯৮৪)।

মহসীন আলি, দেওয়ান (১।১।১৯২৯—১৯৭১)। জন্ম : ভুটিয়াপাড়া, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্‌. এ. (১৯৫৬)। নওগাঁ কলেজ ও হাওড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যাপক। পরে বগুড়া শেরপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পের চিড়িয়াখানা (ছোটদের)।

মহসীন শস্ত্রপাণি। বাংলাদেশবাসী গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী। খ্যাতিমান সাংবাদিক। উন্মেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের অন্যতম

প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য। উন্মেষ মাসিক পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। চৈনিক লেখক লু স্যুন সম্পর্কে গবেষক। চীনা গল্প কবিতা ও পিকিং অপেরা নাটকের অনুবাদক। চীনা নাটক লাল লইন ও অন্যান্য নাটকের পরিচালক। চীন সফরকারী ১৯৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: জনশ্রুতি (গল্প-১৯৮০), বিপ্লবী হো চি মিন (১৯৭১), লাল তারার কাহিনী (লি স্যিন তিয়েন রচিত রাইট্‌রেড্‌ ষ্টার গল্পের নাট্যরূপ), আজালিয়া পর্বত (ওয়াঙ-শু ইউয়ান রচিত বিপ্লবী পিকিঙ অপেরা আজালিয়া পর্বতের নাট্যরূপ), উত্তর দেশের দৃশ্য (চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা)।

মহাতাপ চন্দ্র সিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ: পারিজাত হরণ গীতাভিনয় (১৩১২)।

মহাতাপ চাঁদ (১৮২০—১৮৭৯)। বর্ধমানের মহারাজ। মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের দত্তকপুত্র। ২৩ বৎসর বয়সে রাজ্যে অভিষিক্ত। বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী। পণ্ডিতদের সাহায্যে মহাভারতের গদ্যানুবাদ করিয়ে বিতরণকারী। রামায়ণের পদ্যে ও গদ্যে অনুবাদ, হাতেম তাই ও চাহার দরবেশ গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ কারয়িতা। স্বয়ং কবি প্রতিভা সম্পন্ন। বহু ভক্তিগীতির রচয়িতা।

মহাদেব পাঠক (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঋণ-পরিশোধ (১৮৯৮)।

মহাদেব বিষ্ণুনাথ ধুরন্ধর (৪।৩।১৮৭১—?)। জন্মস্থান: বোম্বাই। স্কুল ও কলেজের শিক্ষক। রায় বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী (ইতিহাস), The Woman of India.

মহাদেব রায় (১৯০৩—১২।১২।১৯৭৫/২৫।৮।১৩৮২)। এম্. এ. পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থানাধিকারী। খড়্গপুরের রেল স্কুলের শিক্ষক। অকৃতদার। রচনা: হিন্দী রামচরিত মানসের বঙ্গানুবাদ।

মহাদেব সরকার (৫।৮।১৯০৯—২৭।৭।১৯৭৮)। জন্ম: মামজোয়ান, নদীয়া। পিতা: জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার। কৃষ্ণনগর সি. এম্. এস্ স্কুল থেকে ১ম বিভাগে বৃত্তি-সহ প্রবেশিকা (১৯২৪), কৃষ্ণনগর গভর্নমেণ্ট্ কলেজ থেকে অনার্স সহ বি. এ., জেলে বন্দী অবস্থায় ল পাশ। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষায় অনার্স ডিগ্রী প্রাপ্ত। ১২ বৎসর বয়স থেকে গুপ্ত রাজনৈতিক দলে যুক্ত, —১৪ বৎসর বয়সে বোমা তৈরী কালে ডান-হাত বিনষ্ট। নদীয়া জেলা সমবায়, সমিতি ও দরিদ্র ভাণ্ডারেরপ্রতিষ্ঠাতা। দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলা ও বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দুই বৎসর কারাদণ্ডিত (১৯২৪—২৫)। কৃষ্ণনগর কলেজে ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের নেতা হিসাবে দেড় বৎসর কারাদণ্ডিত (১৯২৭)। লবণ সত্যাগ্রহের নেতা (১৯৩০), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৮ বৎসর কারাদণ্ডিত। ১৯৪২ এর আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী। বিপ্লীদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসী। সাম্প্রদায়িক প্রীতি-রক্ষা কমিটির সংগঠক। সাম্প্রদায়িক প্রীতির জন্য ব্যাপক প্রচার অভিযান (১৯৪৬), কংগ্রেসত্যাগ (১৯৪৬) এবং এম্. এন্. রায়ের আদর্শে গ্রাম্য সংগঠন নির্মাণে নিযুক্ত। কলিকাতার বাড়ীতে বুদ্ধিজীবীদের আড্ডার ব্যবস্থাপক। শনিবাসর ও রবিবাসরের ছাপাখানায় সভাকক্ষের সূচনা। রাজনৈতিক গ্রন্থ রচয়িতা ও প্রকাশক। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় নিপুণ। অকৃতদার। প্রকাশিত বিপ্লবাত্মক কাব্যগ্রন্থ: আকাশ মাটি, কান্না

হলো গান।

মহাদেব সাহা (৪।৮।১৯৪৪—) জন্ম ঃ ধানঘড়া, পাবনা, বাংলাদেশ। রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬৮)। সাংবাদিক—কবি। সহ- সম্পাদক ঃ দৈনিক পূর্বদেশ, বর্তমানে সহ-সম্পাদক ঃ দৈনিক ইত্তেফাক। কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮৩)। প্রকাশিত কাব্য ঃ এই গৃহ এই সন্ন্যাস (১৯৭২), মানব এসেছি কাছে (১৯৭৪), চাই বিষ অমরতা (১৯৭৫), কী সুন্দর অন্ধ (১৯৭৮), আমার পায়ের শব্দ (১৯৮১), ধূলো মাটির মানুষ (১৯৬৩), ফুলে নেই শুধু অস্ত্রের উল্লাস (১৯৮৪), লাজুক লিরিক (১৯৮৪)।

মহানন্দ ধর (৪।৫।১৯৬৫—)। জন্ম ও নিবাস ঃ কাঁঠালিয়া, নন্দন-পুর, নদীয়া। পিতা ঃ হরিপদ ধর। নন্দনপুর আদর্শ বিদ্যাপীঠ থেকে মাধ্যমিক (১৯৮০), করিমপুর জগন্নাথ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৮৩) উত্তীর্ণ। করিমপুর পান্না দেবী কলেজের ছাত্র। বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। প্রথম কবিতা উত্তর স্থানীয় প্রত্রিকায় প্রকাশিত।

(ডঃ) মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী এম্. এ, পি. এইচ্. ডি, ডি. লিট্.। পূর্বাশ্রমের নাম ঃ বঙ্কিম দাশগুপ্ত। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস ঃ বরিশাল জেলায়। ফরিদপুর শহরের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯২৪), ফরিদপুর কলেজ থেকে অনার্স সহ বি. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ন্যায় দর্শন বিভাগে ১ম শ্রেণীতে এম্. এ. (১৯৩৩), দর্শন শাস্ত্রে এম্. এ.। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের শিষ্য,—সাধক,—মহানাম মঠের প্রতিষ্ঠাতা। আমেরিকার ৬৩টি শহরে ভারতের ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদাতা। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত (১৯৩৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের প্রেমের বাণী, গীতা ধ্যান ৬ খণ্ড, গৌর কথা ২ খণ্ড, চণ্ডীচিন্তা, উদ্ধব সন্দেশ, ব্রহ্ম গায়ত্রী, শ্রীশ্রী বন্ধু স্মরণ মঙ্গল, শ্রীশ্রী হরিপুরুষ ধ্যান মঙ্গল. শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ স্মরণ মঙ্গল. ব্রহ্মচর্য তত্ত্বজ্যোতি, গৌর স্মরণ মঙ্গল, মা দুর্গার কাঠামো. উপনিষদ ভাবন ২ খণ্ড, ডঃ মহানাম ব্রতের পাঁচটি ভাষণ প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ শ্রীমদ্ ভাগবত (১০ স্কন্ধ) ২ খণ্ড।

মহাবীর প্রসাদ রাই (১৯৪০—২।১১।১৯৮০)। নিবাস ঃ শান্তিনিকেতন, বীরভূম। রিক্সা চালক। যক্ষ্মারোগে মৃত্যু। কবি। বহু লিট্ল ম্যাগাজিনে বহু কবিতা প্রকাশিত।

মহাম্মদ আলী চৌধুরী (১৯৪৮—) বি. এ.। জন্ম ঃ হাট হাজারী, চট্টগ্রাম। বাংলা-দেশের বাংলা একাডেমির অফিসার। প্রকা-শিত গ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ ঃ মুসলিম বাংলার মনীষা (১৯৭০)। অনুবাদ ঃ তারিখ-ই-শেরশাহী।

মহাম্মদ হোসেন মুন্সি (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ চট্টগ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রেমতরঙ্গ (১২৮৩)।

মহাশ্বেতা দেবী (১৪।১।১৯২৬—)। ছদ্মনাম ঃ সুমিত্রা দেবী। জন্ম ঃ ঢাকা। পিতা ঃ কবি ও সাহিত্যিক মণীশ ঘটক, মাতা ঃ ধরিত্রী দেবী, পুত্র ঃ সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্য। শৈশবে ইডেন মনেষ্টা-রিতে, কিছুকাল মেদিনীপুর মিশন স্কুলে ও পরে শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নের (১৯৩৬—৩৮) পর কলিকাতা বেলতলা স্কুল থেকে ম্যাট্রি-কুলেশন (১৯৪২), অশুতোষ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৪৪), শান্তিনিকেতন থেকে

ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ (১৯৪৬), প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৬৩)। অভিনেতা ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রথম বিবাহ (১০।২।১৯৪৭)। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাসকারিণী। বিবাহ বিচ্ছেদ (১৯৬১/৬২), লেখক অসিত গুপ্তের সঙ্গে ২য় বার বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ (১৯৭৫/৭৬)। রং সাবান ও রঙের গুঁড়ো বিক্রয়, টিউসন, কেন্দ্রীয় সরকারের পোষ্টাল অডিটে আপার ডিভিসন কেরানী ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্তা। কমিউনিষ্ট্ সন্দেহে চাকুরি থেকে বিচ্যুতা। পদ্মপুকুর স্কুলে প্রাতঃ বিভাগের শিক্ষিকা,—রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে ১ বৎসরের জন্য অস্থায়ী শিক্ষিকা, —বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপিকা (১৯৬৪)। যুগান্তর পত্রিকার কর্মী (১৯৮২—৮৪)। যুগান্তর, সত্যযুগ, বসুমতী, বর্তমান, দেশ, অনুষ্টুপ্, অনীক, Sunday, Economic and Political Weekly, Business Standard ইত্যাদি বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। পালামৌ জেলা বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা, পশ্চিমবঙ্গ মুণ্ডা সমাজ সুগাড় গঠড়াঁ, পশ্চিমবঙ্গ লোধা শবর কল্যাণ সমিতি, পঃ বঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি, পঃ বঙ্গ সহিস জাতি কল্যাণ সমিতি, পঃ বঙ্গ হরিজন কল্যাণ সমিতি, দলিতজন মুক্তি সংগঠন প্রভৃতি বহু সংস্থার সঙ্গে যুক্তা। প্রথম রচনা 'রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা' খগেন সেন সম্পাদিত রঙ্মশাল পত্রিকায় (১৯৩৯), প্রথম গ্রন্থ ঝাঁসীর রাণী সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় (১৯৫৬) ও ১ম উপন্যাস নটী সাপ্তাহিক দেশ-এ (১৯৫৭) প্রকাশিত। অমৃত পুরস্কার, লীলা পুরস্কার, শরৎচন্দ্র ও ভুবনেশ্বরী পদক (ক. বি.), তারাশঙ্কর স্মৃতি পরিষদের পুরস্কার, সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার, সাহিত্য পরিষদ বর্ধমান থেকে শেফালিকা স্বর্ণপদক, ভ্রাতৃসংঘ বর্তিকা পুরস্কার এবং পদ্মশ্রী উপাধি (১৯৮৬) দ্বারা সম্মানিতা। সম্পাদিকা: ত্রৈমাসিক বর্তিকা (১৯৮০—)। সম্পাদিত গ্রন্থ: জিম করবেট অমনিবাস ২ খণ্ড। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: অমৃত সঞ্চয়, আঁধার মাণিক, তারার আঁধার, রায় স্কোপের বাক্স, কবি বন্দ্যঘটী গাঁঞির জীবন ও মৃত্যু, বিবেক বিদায় পালা, অরণ্যের অধিকার, হাজার চুরাশির মা, শ্রীশ্রী গণেশ মহিমা, চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর, অক্লান্ত কৌরব, ঘরে ফেরা, পলাতক, হরিরাম মাহাতো, তিতুমীর, শৃঙ্খলিত, সবুজ গাগরাই। একাধিক রচনার সংকলন: অগ্নিগর্ভ, নৈঋতে মেঘ, ইটের পরে ইট, শালগিরার ডাকে, মূর্তি, মায়ের মূর্তি, পাঁকাল, গ্রাম বাংলা ২ খণ্ড। গল্প: কি বসন্তে কি শরদে, সপ্তপর্ণী, স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প, বেহুলা, জাতকের গল্প (অসিত গুপ্ত সহ)। শিশু সাহিত্য: পথ চলি আনন্দে, সেই নগরের সেই রাজা, বীরসা মুণ্ডা, গল্পের গরু ন্যাদোশ, হারেরে। জীবনী: ঝাঁসীর রাণী। প্রবন্ধ: লুশুন —জীবন ও সাহিত্য, ভারতে ভূমিদাস প্রথা (নির্মল ঘোষ সহ)।

মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক বিক্রমপুর প্রকাশ (১২৮৭)।

মহিমচন্দ্র দাস (১২৭৮/১৮৭১—২০।১২।১৩৪৭/৩।৪।১৯৪০)। জন্ম: ভাটিখাইন, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম পটিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে 'রায়বাহাদুর বৃত্তি' সহ এন্ট্রান্স (১৮৯০), চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ্. এ., কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৯৪)। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৯৭)। চট্টগ্রাম জেলা আদালতে

আইন ব্যবসায়ী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতা। সম্পাদিত পাঞ্চজন্য পত্রিকা রাজরোষে নিষিদ্ধ। দৈনিক জ্যোতি পত্রিকার সম্পাদনা ও রাজরোষে নিষিদ্ধ। দৈনিক পাঞ্চজন্য পত্রিকার প্রকাশ। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় আইন ব্যবসায় ত্যাগ। বর্মা ওয়েল কোম্পানীর শ্রমিক ধর্মঘটে ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্মচারীর ধর্মঘটে নেতৃত্ব দান। চট্টগ্রামে লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য কারারুদ্ধ (১৯৩০)। চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও পরে সভাপতি। কংগ্রেস প্রার্থীরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত (১৯৩৭)। সম্পাদক : সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্য (১৯১১), দৈনিক জ্যোতি, দৈনিক পাঞ্চজন্য (অনুজ অম্বিকাচরণের সহযোগে - ১৯২৯)।

মহিমচন্দ্র দেববর্মা (২২।৭।১৮৬৪—৩০।৮। ১৯২৩)। ত্রিপুরা নিবাসী। আগরতলা খাস আদালতের জজ। পিতা : ভারতচন্দ্র ঠাকুর, মাতা : সাবিত্রী দেবী। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যপ্রাপ্ত। রবি, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। রচনা : দেশীয় রাজ্য, রিয়া।

মহিমাচন্দ্র মজুমদার (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গৌড়ে ব্রাহ্মণ (১৮৮০)।

মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী। জন্ম : বীরভূমের হেতমপুরের রাজবংশে। প্রকাশিত গ্রন্থ : বীরভূম রাজবংশ, বীরভূম বিবরণ ২ খণ্ড, রমাবতী (নাটক), কিশোরী মিলন (ঐ), চিত্রগুপ্ত (প্রহসন)।

মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য (২১।৯।১৯১১ —)। এম্. এ. বি. এল্. বিদ্যাবিনোদ। ছদ্মনাম : রঞ্জন ভট্ট, দ্বৈতবিষ্ণু ভট্ট, ম. র. ভ.। শিক্ষক, —আইন ব্যবসায়ী - শেষে ভারত সরকারের কর্মচারী। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিক্ষার ভূমিকা (১৯৪৯)।

মহীউদ্দীন চৌধুরী। (×।১।১৯০৬—১২।২।১৯৭৫) পুরা নাম : বব্বে আলা মহীউদ্দীন, ডাকনাম : রঙু মিঞা। জন্ম : খৈরা খালপাড়, ঢাকা। ভারতে কমিউনিস্ট্ আন্দোলনের প্রথম যুগে কমিউনিস্ট্ মতাদর্শে প্রভাবিত। খিলাফৎ আন্দোলনে ও কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক (১৯২৩), শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে যুক্ত (১৯২৫)। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টার-মাষ্টার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক (১৯৩৭—৪৫, ইণ্ডিয়ান সেলার্স ইউনিয়ন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ সভাপতি। ফেরারী রাজনৈতিক কর্মীদের আশ্রয়দাতা। ঢাকায় বাস (১৯৪৯)। ইস্ট্ পাকিস্তান ফেডারেশন অফ্ লেবার সংস্থার রিসার্চ অফিসার (১৯৫৪-৫৬)। মিলিটারি শাসনের আমলে রাজনীতি ত্যাগ করে পুরোপুরি সাহিত্যসেবায় নিমগ্ন। ষ্টাডি কন্ফারেন্সে যোগদানের জন্য ইংলণ্ড গমন (১৯৫৬)। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি মোট ৮২টি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৬। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : পথের গান (১৯২৯), স্বপ্ন সংঘাত, যুদ্ধবিপ্লব, গরীবের পাঁচালী, অন্ন চাই আলো চাই, জন সাধারণ, শিকারে চলেছে প্রভু বস্যা কলন্দর, গান্ধীজী নিহত হয়েছেন, দিগন্তের পথে একা, এলো বিপ্লব। উপন্যাস : শিল্পীর স্বপ্ন (১৯৬০), মহামানবের নব জাগরণ, দুর্ভিক্ষ, আলোর পিপাসা, শাদি মোবারক, নূতন সূর্য, বশির, কঙ্কাবতীর তীরে, কামিনী কাঞ্চন। ছোটগল্প : নির্যাতিত মানবতার নামে (১৯৪৪), নিরুদ্দেশের যাত্রী। অনুবাদ : জরথুস্ত্র বললেন (১৯৬২), অনুধ্যান, তিনজন মুসলিম মনীষী, ফাউষ্ট ২

খণ্ড, প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস। নাটক ঃ রক্তাক্ত পৃথিবী। কাব্যনাট্য ঃ অন্ধকারের ষড়যন্ত্র। গদ্য ঃ নব ভারত (১৯৩৭), চিঠি (১৯৫৬)। ইংরাজী ঃ The poem of Padma and the prose of Thames (ইংলণ্ড ভ্রমণের অভিজ্ঞতা—১৯৫৭), Under the Shadow of an Anarchic world (১৯৪৩), New Order of Society (১৯৪৭), The Word (১৯৭০)।

মহীতোষ রায়চৌধুরী (২৯।৫।১৮৯০—২৭।৫।১৯৭২/১৩।২।১৩৭৯)। জন্ম ঃ যশোর জেলার কপোতাক্ষ তীরবর্তী গঙ্গানন্দপুর গ্রামে। মৃত্যু : কলিকাতায় নিজ বাসভবনে। নিবাস ঃ ৬৯, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯। পিতা ঃ আশুতোষ রায়চৌধুরী, মাতা ঃ শরৎকুমারী, পত্নী ঃ কনকলতা। ভবানীপুর সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে বৃত্তি ও পদকসহ এন্ট্রান্স, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আই. এ. ও বি. এ. এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এম্. এ ও ল পাশ। বঙ্গবাসী কলেজের বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক, পরে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ও উক্তবিভাগের প্রধান হিসাবে অবসর প্রাপ্ত। অমৃতবাজার পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক, পরে কিছুকাল হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সহ-সম্পাদক। যশোরে মাইকেল মধুসূদন কলেজ ও স্বগ্রামে হাইস্কুল ও গার্লস স্কুল ও চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্-সারির প্রতিষ্ঠাতা। All Bengal Third class Passangers' Association এর প্রতিষ্ঠাতা, নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা—সভাপতি, নূতন দিল্লীর All India Educational Editors' Asso-ciation এর চেয়ারম্যান। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য (১৯৫২—৬৬)। গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী, জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অর্থপ্রদাতা। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। কবিশেখর কালিদাস রায়ের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। শিক্ষক ও মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকায় কবিতা ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ শিক্ষক (শিক্ষক সমাজের মুখপত্র—২৫ বৎসর)।

মহীন্দ্রনারায়ণ কবিরত্ন। জন্ম ঃ কাওয়া-টোলা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দেবীপূজায় জীববলি।

মহুয়া চৌধুরী (১৯৫০ –) বি. এ.। নামান্তর ঃ রাঙ্গু চৌধুরী, শীলা চৌধুরী। জন্ম ঃ অরুণাচল (কাছাড়)। পৈতৃক নিবাস ঃ গোহাটী। বর্তমান নিবাস ঃ তারাপুর, শিলচর-৩, কাছাড়, আসাম। স্বামী ঃ সুভাষ-চন্দ্র মোহান্ত। যুগশঙ্খ, গতি, প্রান্তজ্যোতি, অরুণোদয় পূর্ণশ্রী, আঞ্চলিক বার্তা, সোনার কাছাড়, উত্তীয়, সদ্ভাব, কপিত্থ, বরাক, সুরমা, উড়োপাখী, ইত্যাদি, প্রান্তীয় সমাচার, সপ্তর্ষি, অশীন, অরুপবীণা, প্রতিফলন, সর্পিল, শঙ্খ-ধ্বনি, শরিক, পূর্বায়ণ, কবি ও কবিতা, রোমাঞ্চ, শুকতারা, অনন্য প্রভৃতি আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকায় এবং সপ্তদ্বীপা (পাটনা), আমরা (দিল্লী) প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ উড়োপাখী (শিলচর, ১৯৭০—)।

মহেন্দ্র অধিকারী। মনোহর দাস বাবাজী দ্রষ্টব্য।

মহেন্দ্রকুমার রায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকা-শিত গ্রন্থ ঃ অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত (১৮৮৫)।

মহেন্দ্র গুপ্ত (১৯০৬—১১।১১।১৯৮৪)। জন্ম ঃ ফরিদপুর, বাংলাদেশ, মৃত্যু ঃ কলি-কাতার নার্সিংহোমে হৃদ্‌রোগে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যে

এম্. এ.। প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার। নবমশ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেব নাটকে প্রথম অভিনয়। এম্. এ. পাশ করার পরে কিছুদিন সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত। বিখ্যাত অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সংস্পর্শে আগত (১৯-৩০)। প্রথম নাটক 'গয়াতীর্থ' মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত (১৯৩২)। পেশাদার অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ। স্বরচিত 'স্বর্গ হতে বড়' নাটকের অভিনয়ে (১৫।২। ১৯৪৭)। নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক হিসাবে দীর্ঘকাল ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। বৌডুবির খাল ও অমরপ্রেম নামে দুটি ছায়াছবির পরিচালক। কিছুকাল যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঐতিহাসিক নাটকে দেশাত্মবোধ প্রকাশিত। প্রকাশিত নাটক: রানী দুর্গাবতী, টিপু সুলতান, মহারাজ নন্দকুমার, কংকাবতীর ঘাট, নৌকাডুবি (রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নাট্যরূপ), অভিশপ্ত গন্ধর্ব।

মহেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার। জন্ম: কুমারুইল, মৈমনসিংহ। সম্পাদক: পারিজাত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সমাজ ও সাহিত্য, Hindu Will Act.

মহেন্দ্র চন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি। কলিকাতা নিবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ ও সাধুজীবন, শাস্ত্রতত্ত্ব (১৩২৭), মানব তত্ত্ব, ব্রহ্মচর্য, সঙ্গীতমালা, সর্পাঘাত ও বিষচিকিৎসা, মরণের পরপারে, অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্ ৩ খণ্ড।

মহেন্দ্র চন্দ্র রায়। অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ: ম্যাক্সিম গোর্কির জীবনী, নবশক্তি।

মহেন্দ্রজী। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের শিষ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: বন্ধু কে?

মহেন্দ্রনাথ করণ (৪।৮।১২৯৩/১৯।১১। ১৮৮৬—১।৪।১৩৩৫ ১৭।৭।১৯২৮)। জন্ম: ভাঙ্গনমারি, থানা—খেজুরী, মহকুমা—কাঁথি, মেদিনীপুর। পিতা: ক্ষেমানন্দ করণ, মাতা: সুভদ্রা, পত্নী: জমিদার গঙ্গানারায়ণ মিদ্যার কন্যা শিরোমণি। খেজুরী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরে কাঁথি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বিশেষ প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় সুবর্ণপদক ও রৌপ্যপদক পুরস্কার প্রাপ্ত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার জন্য এন্ট্রান্স্ পরীক্ষায় অকৃতকার্য। কলিকাতা হেয়ার স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়নের পরে স্বাদেশিকতার প্রভাবে স্কুল ত্যাগ করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। খেজুরী মধ্যশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৯১৪), এই সময়েই প্রাইভেট্ পরীক্ষার্থীরূপে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ছাত্রজীবনেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবিতা লেখক। বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সী ও উড়িয়া ভাষায় ব্যুৎপন্ন। বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় গঠন করে মাথায় মোট বহন করে স্বরচিত স্বদেশী সঙ্গীত গান করতে করতে স্বদেশী দ্রব্য প্রচার অভিযানের পরিচালক। সাহিত্য সমিতি, ক্ষেমানন্দ লাইব্রেরী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা। চিত্রাঙ্কন, ফটোগ্রাফি ও শিল্পকর্মে দক্ষ। অনুন্নত জাতির উন্নয়নে ব্রতী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও স্যর যদুনাথের প্রেরণায় স্বদেশ ও সমাজ সেবায় এবং ইতিহাস সাধনায় ব্রতী। ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক। মুকুল, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, সঞ্জীবনী, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: সাপ্তাহিক প্রতিজ্ঞা (১৩২৫-২৭), মাসিক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার (১৩৩০—৩৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলনের সময়ে লিখিত), সমাজ রেণু (কাব্য—১৩৩২), পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় (১৩৩৪)। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ ১ম, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়াশৌচ বিবেক, ব্যবস্থাবলী, রহস্য বিবেক, সেন্‌সাস ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতীয় সঙ্গীত ১ম ভাগ, দুর্ভিক্ষের গান, দুন্দুভি (সৈন্যদলের গান), হিজলীর মসনদ-ই-আলা (ইতিহাস—১৩৩৩), খেজুরী বন্দর (ইতিহাস, ১৩৩৪), কসবা হিজলীর বিবরণ (ইতিহাস), সচিত্রকরণ কুল পঞ্জিকা, A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods (১৯১৯) প্রভৃতি।

মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত (১৪।৭।১৮৫৪/২১ ১২৬১ ৪।৬।১৯৩২/২১।২।১৩৩৯)। ছদ্মনাম : শ্রী ম। জন্ম : শিবনারায়ণ দাস লেন, সিমুলিয়া, কলিকাতা। পিতা : মধুসূদন গুপ্ত, মাতা : স্বর্ণময়ী, পত্নী : কেশবচন্দ্র সেনের আত্মীয়া নিকুঞ্জ দেবী। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ. ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে বি. এ. (১৮৭৪)। প্রথমে সরকারী অফিসে ও সওদা-গরি অফিসের কর্মচারী, পরে নড়াইল উচ্চ বিদ্যালয়, মেট্রোপলিটান স্কুল (শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ—১৮৮২), ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও মর্টন ইন্‌স্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক—সিটি কলেজ, রিপণ কলেজ ও মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক। প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজের অনুরাগী, পরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের (২৬।১২।১৮৮২) ফলে রামকৃষ্ণভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে একমাস শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে তপস্যায় রত (১৪।১২।১৮৮৩—), তীর্থভ্রমণ (১৯১২)। দিনলিপি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলি ইংরাজীতে প্রকাশ (১৮৯৭)। শ্রীমা সারদার নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও ঘটনা সম্বলিত দিনলিপির প্রকাশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৫ খণ্ড (১৯০২, ১৯০৪, ১৯১০, ১৯৩২), Gospel of Sri Ramakrishna (১৮৯৭)।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এল্. এম্. এস্। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভৈষজ্যসার।

মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। রচনা : শিবপূজা পদ্ধতি।

মহেন্দ্রনাথ গুহ (২০।১।১৮৭৭—)। জন্ম : মুজাপুর, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঙ্গালীর প্রতিভা ও ২৪ পরগণা।

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : পাক্ষিক হেমলতা (১২৭০)।

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। গ্রন্থ : বঙ্গভাষার ইতিহাস (১৮৭১), Science and Ethics : Its Nature and Source (লাহোর—১৮৯৯), The Srimad Bhagavatam (ইংরাজী অনুবাদ—১৮৯৫)।

মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক সেবিকা (ডায়মণ্ডহারবার—১৮৯৯), ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষী।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১।৮।১৮৬৯/২৯।৪। ১২৭৫—১৫।৮।১৯৫৬)। জন্ম : শিমুলিয়া, কলিকাতা, মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা : ভুবনেশ্বরী, অগ্রজ : ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও স্বামী বিবেকানন্দ। মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে প্রবেশিকা,—জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ থেকে এফ্. এ. পাশ। ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্য ইংলণ্ডে গমন (১৮৯৬) করলেও স্বামী বিবেকানন্দের পরামর্শে আইন অধ্যয়নের পরিবর্তে ইতিহাস দর্শন ও নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৯০২)। সন্ন্যাসীর মত জীবন অতিবাহিত। দর্শন,

ইতিহাস, কাব্য, ধর্ম, স্থাপত্য, শিল্প, সমাজ-দর্শন, জীববিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ৯০ টি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ৩ খণ্ড (১৯২৬)। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ৩ খণ্ড, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান, স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান, সাধু চতুষ্টয়, গিরিশচন্দ্রের মন ও শিক্ষা (১৯৪২), পশু-জাতির মনোবৃত্তি, পাশুপত অস্ত্রলাভ (কাব্য), শিল্প প্রসঙ্গ, নৃত্যকলা প্রাচীন জাতির দেবতা ও বাহববাদ, Principles of Architecture (১৯৩৫), Dissertation of Paintings (১৯২২), Rights of Mankind, Mind প্রভৃতি।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : উষা ও অনিরুদ্ধ, বৃহন্নলা।

মহেন্দ্রনাথ দাস (১৯।৮।১২৯৩ বঙ্গাব্দ—)। জন্মস্থান : পাটনা বাজার পল্লী, মেদিনীপুর। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসন থেকে এফ্. এ. পাশ। মেদিনীপুর কালেক্টরির কর্মী, পরে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা। সম্পাদিত পত্রিকা : সাপ্তাহিক কল্যাণী, সাপ্তাহিক দেশের ডাক (মেদিনীপুর), মাসিক মাধবী, সুদর্শন, মাসিক মেদিনীরানী। প্রকাশিত গ্রন্থ : শৈলজার কথা (১৩৩৪), রূপান্তর (উপন্যাস—১৩৪৪)। সেবার পথে (অনুবাদ), ছ-কারের দান (রস রচনা)।

মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক : মাসিক ললনাসুন্দরী (আষাঢ়, ১২৯০)।

মহেন্দ্রনাথ বসু (১৮৩৮—১৭।২।১৯১৫)। জন্ম : হালিশহর, ২৪ পরগণা। ফ্রি চার্চ ইন্‌স্টিটিউসনে শিক্ষাগ্রহণকালে আলেক্-জাণ্ডার ডাফের প্রভাবে খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত, পরে কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত। সওদাগরী ও রেলওয়ে অফিসের কর্মী। ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারক (১৮৬৫)। ইণ্ডিয়ান মিরর ও ধর্মতত্ত্ব পত্রিকার পরিচালক, কিছু-কাল সুলভ সমাচার পত্রিকার সম্পাদক। পাঞ্জাবে শিখধর্ম শিক্ষার জন্য প্রেরিত। মূল গ্রন্থসাহেব পাঠের পরে এই বিষয়ে গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : নানক প্রকাশ ২ খণ্ড, Unity and the Minister.

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, রায়। (১৫।১২।১২৬০—৪।৮।১৩১৯/১৮।১১।১৯১২)। জন্ম : রাধানগর, হুগলী। পিতা : গোপীনাথ চূড়ামণি গোস্বামী। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। কেশব একাডেমি এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক,—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কর্মী ও সহকারী সম্পাদক (১৩০৩)। সাহিত্যসভার অন্যতম সহ-সম্পাদক। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক সাহিত্য সংহিতা, জন্মভূমি (১৯০১), মাসিক কল্পনা, মাসিক পুরোহিত (১৩০০)। সহ-সম্পাদক : আর্যভূমি। পরিচালক : মাসিক অনুশীলন (১৩০১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মহাত্মা হ্যানিম্যানের জীবন চরিত, অক্ষয় কুমার দত্তের জীবন চরিত, প্রাচীন আর্যরমণীর জীবন বৃত্তান্ত।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য ভট্টাচার্য এম্. এ. (১৮৬৯), বি. এল্., (১৮৭১)। জন্ম : নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা : রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। নবদ্বীপ পঞ্জিকা নামে পঞ্জিকার প্রবর্তক। ১৮টি বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ প্রণেতা। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা। সম্পাদক : মাসিক বিজ্ঞান রহস্য (১২৭৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ : পদার্থ দর্শন, পদার্থবিদ্যা (১৮৯২), বিজ্ঞান

সূত্র প্রভৃতি।

(ডঃ) মহেন্দ্রনাথ বৈরাগী (দোল পূর্ণিমা ২৯।৫।১৯৩২—)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: কোটালিপাড়া, কান্দি, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: বি. আর. আম্বেদকর রোড, পলতা, পোঃ বেঙ্গল এনামেল, ২৪ পরগণা (উত্তর)। পিতা: লালমোহন বৈরাগী, মাতা: বিশাখা, পত্নী: মীরা। প্রবেশিকা (১৯৪৭), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ও পি এইচ. ডি। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়ের করণিক—পরে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। মডার্ণ রিভিউ, অমৃতবাজার, যুগান্তর ও বসুমতী পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: বৈষ্ণব সাহিত্য পরিচয়।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কবিরত্ন। (১২৬১—১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। নিবাস: আন্দুল, হাওড়া। পিতা: মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য। 'প্রেমিক' নামে পরিচিত। বিখ্যাত কালীকীর্তন রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: বিষকুসুম (১২৯৩) নাটক: নলদময়ন্তী, উত্তরা বিলাপ, শাল্ব সংহার, ভক্তি ভান্ডার প্রভৃতি।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৫৫—১৯৩২) জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: পাইগাছি, বলাগড়, হুগলী। পিতা: মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য। ক্যামবেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে এল. এম. এস (১৮৭৯)। এলোপ্যাথিক ও পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধর্ম বিষয়ক: ধর্মের তিনটি পথ, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, আত্মানাত্ম বিবেক, মোহমুদ্গর, বাণযুদ্ধ, বিদ্যালয়। চিকিৎসা বিষয়ক: সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যরত্ন, ভৈষজ্য সোপান প্রভৃতি। সম্মোহন বিদ্যা বিষয়ক: মেসমেরিজম বা শক্তি চালনা।

মহেন্দ্রনাথ মল্লিক। সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্। প্রকাশিত গ্রন্থ: সঙ্গীত সুধাকর ১২ খণ্ড (১৩২২)।

মহেন্দ্রনাথ মাইতি বি. এ.। সম্পাদক: মাসিক কান্তি (১৩০৩)।

মহেন্দ্রনাথ মিত্র (১২৭২—৪।১২।১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: কোন্নগর, হুগলী। বাল্যে খ্যাতনামা দার্শনিক দেবেন্দ্রবিজয় বসুর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কবি। নব্যভারত, নবজীবন, পন্হা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: চণ্ডী (পদ্যানুবাদ), কপালিনী (নাটক)।

মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য: পদ্য কলাপ (শ্রীরামপুর—১৮৭০)।

(ডঃ) মহেন্দ্রনাথ সরকার (১৮৮৪—৪।৪।১৯৫৩) এম. এ. (১৯০৯)। এম. এ. পাশ করার পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক—পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (১৯৩৩), শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত দর্শন মহাসম্মেলনের সভাপতি (১৯৪৭)। পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্গসাঁ, জেণ্টিলে, রমঁ্যা রলঁ্যা, সিলভাঁ লেভি প্রভৃতিদের দ্বারা প্রশংসিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপনিষদের আলো, Hindu Mysticism, Eastern Lights.

মহেন্দ্রনাথ হালদার। সম্পাদক: মাসিক বিশ্বজীবন (পৌষ ১৩০৩)।

মহেন্দ্রনাথ (নারায়ণ) মুখোপাধ্যায় জন্ম: রঙপুর হালিশহরের জমিদার বংশে। সাহিত্যব্রতী। সম্পাদক: মাসিক আভা (রঙপুর ১৩০১)।

মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর। জন্ম: মুর্শিদাবাদ জেলার মাণিক্যহার শক্তিপুরে। রচনা:

শিবরাত্রি ব্রতকথা।

মহেন্দ্রলাল খাঁ (১।১০।১৮৪৩ — ১৩।১। ১৮৯৩)। জন্ম ঃ মেদিনীপুরের নাড়াজোল রাজবংশে। পিতা ঃ অযোধ্যালাল খাঁ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত লহরী (১৮৭১), মানমিলন (১৮৭৮), গোবিন্দ গীতিকা (১৮৮০), শারদোৎসব (১৮৮১), মথুরা মিলন (১৮৮৯) History of Midnapur Raj (১৮৮৯)।

মহেন্দ্র শৌণ্ড (১৬।৮।১৩০৪—১৬।১১। ১৩৭১ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ দক্ষিণ সির্মালিয়া, দীঘা, মেদিনীপুর। পিতা ঃ রঘুনাথ শৌণ্ড। হুগলী নর্মাল স্কুল থেকে ভি. এম্. পাশ। শিক্ষক। বসিরহাট হিতৈষী পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আত্মতত্ত্ব (১৯৩০), বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সঙ্গীত (১৩১৯)।

মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ মাসিক গদ্য প্রসূন (ঢাকা ১৮৬১)।

মহেশচন্দ্র ঘোষ (২৯।৫।১৮৬৮—১২।৬। ১৯৩০), বেদান্তরত্ন। জন্ম ঃ পাবনা। পিতা ঃ রামজয় ঘোষ, মাতা ঃ ব্রহ্মময়ী। হাজিবেনা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স, সিটি কলেজ থেকে এফ্. এ. ও বি. এ। বর্ধমান নিউ স্কুল, রামপুরহাট স্কুল ও বাঁকুড়া জেলা স্কুলের শিক্ষক,—হাজারিবাগ গভর্ণমেন্ট্ স্কুলের সহ প্রধান শিক্ষক। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বুদ্ধ প্রসঙ্গ।

মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮০৩—১৮৫৮)। মহেশ কানা নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম ঃ মহেশপুর, ২৪ পরগণা। জন্মান্ধ। দারিদ্র্য ও দৃষ্টিহীনতার জন্য শিক্ষার সুযোগে বঞ্চিত। নিকটবর্তী চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদের মুখে শুনে রামায়ণ, মহাভারত, অমরকোষ প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করেন। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরও সহায়তা প্রাপ্ত। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত রচনায় দক্ষ। কবিওয়ালাদের দলে সঙ্গীত রচয়িতা।

মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক সম্বাদ কৌস্তুভ।

মহেশচন্দ্র দাস দে (১৯শ শতাব্দী)। যাত্রা পালা রচয়িতা। যাত্রাকার মতিলাল রায়ের সমসাময়িক। নাট্য গুণের অভাব, শিথিল বিন্যাস এবং পাঁচালীর প্রভাব যাত্রাপালার বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত গীতাভিনয় ঃ সতী নাটক (৩য় সং ১২৯০), মহীরাবণ বধ (১৮৭১)। প্রহ্লাদ চরিত্র, তরণীসেন বধ (২য় সং ১৮৮০), বিজয় বসন্ত (১৮৮১) প্রভৃতি।

মহেশচন্দ্র পাল (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ মাসিক রত্নাবলী (১৮৩২)।

মহেশচন্দ্রবক্সী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অপূর্ব সন্ন্যাস (ঐতিহাসিক উপন্যাস)।

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কবিভূষণ। জন্ম ঃ শাম্ভুসাই নেত্রকোণা, মৈমনসিংহ। সম্পাদক ঃ মাসিক আনন্দ (মৈমনসিংহ ১৩২১)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গীতকল্প কৌমুদী, মেঘদূত কৌমুদী চণ্ডীকল্প কৌমুদী, যুগাবসান (নাটক), নদীয়ায় চন্দ্রগ্রহণ।

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১।১১।১৮৭৯—?) কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব। জন্ম ঃ দেবপাড়া, শ্রীহট্ট। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৈদিক সমস্যা (১৯১৩), ব্রাহ্মণ পরিচয় (১৯৩৮), তত্ত্বচন্দ্রিকা, Mohenjo-daro Seals diciphered. সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ দুর্গার্চন সংহিতা (১৯১৭)।

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৭।৮।১২৬৫—২৭। ১০।১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ বিটঘর ত্রিপুরা। পিতা ঃ ঈশ্বরদাস তর্কসিদ্ধান্ত, মাতা ঃ রামমালা। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবসায়ী। বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে বিপুল অর্থদাতা। পিতার ও মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে কুমিল্লায়

রামমালা ছাত্রাবাস, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও কাশীতে রামমালা ধর্মশালার প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পারিবারিক চিকিৎসা, স্ত্রীরোগ, হোমিওপ্যাথিক ওলাউঠা চিকিৎসা, পারিবারিক ভেষজতত্ত্ব প্রভৃতি।

মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৮ –১৯০৫) পাঞ্জাবী (শোরীমিঞা) টপ্পা গায়ক। বারানসীর পণ্ডিত রামকুমার মিশ্র এবং শিউসহায়ের কাছে পশ্চিমারীতির টপ্পা গানে শিক্ষাপ্রাপ্ত। পাথুরেঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দ্বারা ও পরবর্তী জীবনে মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটের গুহ পরিবারের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত। বাঙ্গালা টপ্পায় দক্ষ সিন্ধুড়ার টপ্পাতেও যশস্বী। বাঙ্গালায় টপ্পাগান রচয়িতা। পাঁচটিমাত্র টপ্পাগান পাওয়া যায়।

মহেশচন্দ্র শর্মা। জন্ম ঃ মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আনন্দাশ্রু (১৩২২)।

মহেশচন্দ্র সেন। জন্ম ঃ কুষ্ঠিয়া মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারত মহিমা।

মহেশ্বর সিদ্ধান্তরত্ন। জন্ম ঃ মসুয়া, মৈমনসিংহ প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সামাজিক ফল।

মাকিদ হায়দার (৩০৷৯৷১৯৪৮—)। জন্ম ঃ পাবনা, বাংলাদেশ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ (১৯৭২)। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার কর্মী। প্রকাশিত কাব্য ঃ রোদে ভিজে বাড়ী ফেরা (১৯৭৬)।

মাখন গুপ্ত। ভূদানকর্মী। প্রকাশিত গীতিনাট্য ঃ সারথি (১৯৫৭)।

মাখন চন্দ্র শাস্ত্রী। জন্ম ঃ মালদহ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ স্বাধীন ভারতের রূপ ও গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত।

মাখনলাল চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ বিদ্রূপাত্মক মাসিক পত্রিকা 'কাল ভৈরব' (শ্রাবণ, ১২৯১)।

মাখন লাল দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ মাসিক মালা (১৮৮০), মাসিক সমীকরণ (১২৮১)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মগের মুল্লুক (১২৯৩)।

(ডঃ) মাখন লাল রায়চৌধুরী (৫৷১৷১৯০০–২৮৷৬৷১৯৬২)। জন্ম ঃ করপাড়া, নোয়াখালি, বর্তমানে বাংলাদেশ। পিতা ঃ প্রখ্যাত আইনবিদ্ মহিমচন্দ্র রায়চৌধুরী। নোয়াখালির জুবিলি হাইস্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ। ঢাকা কলেজে বি. এ. পড়ার সময়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় কলেজ থেকে বিতাড়িত। পরে বি এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২২) ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে এম্. এ্. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের অধীনে গবেষক। পাটনা কলেজের অধ্যাপক। ভাগলপুর টি. এন্. জে কলেজে অধ্যাপনাকালে অধ্যাপক খোদাবক্সের অধীনে 'দীন ইলাহি'র উপর গবেষণায় প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত। মেওয়াট স্বর্ণপদক (১৯৩৪) এবং বারানসীর ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে শাস্ত্রী উপাধি (১৯৩৭) প্রাপ্ত। State and Religion in Mughal India নিবন্ধের জন্য ডি. লিট্. উপাধিতে ভূষিত (১৯৪১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐস্লামিক ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক (১৯৪২)। ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ নিয়ে কায়রোতে আল আজিহর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনীত। Music in Islam গ্রন্থের জন্য গ্রিফিথ পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৪৮)। মিশরের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য সংস্কৃতির অধ্যাপক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেশনের সভ্যরূপে মধ্যপ্রাচ্যের বহুদেশ ভ্রমণকারী। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐস্লামিক ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত (১৯৫৭)। আরবি সাহিত্যের উপর

সংস্কৃতের প্রভাব বিষয়ক ইংরাজী প্রবন্ধ রচনা করে স্যর আশুতোষ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, ক্রীড়াবিদ। আরবি ভাষায় ভগবদ্‌গীতার অনুবাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : জাহানারার আত্মকাহিনী, শরৎ সাহিত্যে পতিতা, হে অতীত কথা কও, বাঙ্গালার মনীষী, ছেলেদের সমগ্র বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বের বিখ্যাত পত্রাবলী, আরব শিশুর কাহিনী, ভারতবর্ষ পরিচয়, রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা, মিশরের ডায়েরী ৩ খণ্ড, দেশ বিদেশের ছেলেমেয়ে, Afganistan, Egypt in 1945 প্রভৃতি।

মাখন লাল রায় চৌধুরী বি. এ. বি. টি.। প্রকাশিত গ্রন্থ : পরলোক, আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ, মৈত্রীর পথে, শোক কেন ভাই ?

মাখন লাল সরকার (১৯৪০—)। ছদ্মনাম : সুচিন্ত্য সরকার। জন্ম : বরিশাল জেলায়। পিতা : অচিন্ত্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী। নাটক, ছোটগল্প ও কবিতা রচনায় পারদর্শী। প্রকাশিত গ্রন্থ : মৌসুমী মন।

মাখন লাল সেন (১১।১।১৮৮১—১১।৫। ১৯৬৫)। জন্ম : সোনা রং ঢাকা। পিতা এসিষ্ট্যান্ট্ সার্জেন গুরুনাথ সেন চট্টগ্রাম থেকে হুগলী উত্তর পাড়ায় এসে অবস্থান করায় উত্তরপাড়া স্কুল থেকে এন্‌ট্রান্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ. ও বি এ. পাশ। এম্. এ. পড়া বন্ধ করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান। ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার (১৯১৫), মুক্তিপ্রাপ্ত (১৯২০)। সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধে কিছু দিনের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক (১৯৩০), আইন অমান্য আন্দোলনে ৬ মাস কারাদণ্ডিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের দায়িত্ব গ্রহণ (১৯২১)। জার্নালিস্ট্ কর্ণার নামে সাংবাদিক সংঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। 'ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। রাজরোষে পতিত হওয়ায় ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অন্তরীণ। মুক্তির পর পুনরায় ভারত পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক। কংগ্রেস ত্যাগ করে হিন্দুমহাসভা ও জনসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত।

মাধব ঘোষ (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী)। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও পার্ষদ। বাসুদেব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা। পিতা : বল্লভ ঘোষ। পূর্ব নিবাস : মুর্শিদাবাদ। বিখ্যাত কীর্তনীয়া। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ ও লীলাসহচর। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলবাসী। পরে শ্রীচৈতন্যের আদেশে গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে নিযুক্ত। রচনা : বাঙ্গালা ভাষায় চৈতন্যলীলা বিষয়ক পদাবলী ও ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণ পদাবলী। সহজ সরল ভাষায় রচিত পদগুলি বাস্তবতায় ও আন্তরিকতায় মনোহারী।

মাধব চন্দ্র ঘোষ (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : পদ্য সেতু (১৮৭৪)। সম্পাদক : পাক্ষিক সংবাদ রত্নবর্ষণ (জুন, ১৮৪৮)।

মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায়। জন্ম : কালীকচ্ছ ত্রিপুরা। পিতা : মহেশ্বর চক্রবর্তী। নবদ্বীপের শিবনাথ শিরোমণির ছাত্র। প্রথমে স্বগ্রামে, পরে ঢাকার সূত্রাপুর অঞ্চলে ও শেষে কলিকাতার হাতীবাগানে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। রচনা : একাদশী মাহাত্ম্য চন্দ্রিকা। অনুবাদ : হরিভক্তি বিলাস (মূল ও টীকা সহ—ঢাকা, ১৩০৩)।

মাধবচন্দ্র পন্ডিত (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম :

নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থঃ ব্যাকরণ সার (সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষায় ১৮২৪)।

মাধব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭।১।১২৯২—৬।২।১৩৭০ বঙ্গাব্দ)। নিবাসঃ বৈদ্যপুর, বর্ধমান। মৃত্যুঃ কাশীধামে। পৌরোহিত্য কর্মে ব্রতী। প্রকাশিত পুস্তিকাঃ সাত শ্লোকী ভাগবত, চণ্ডী ও গীতা, আবোল তাবোল আছে কিছু সৎকথা (১৩৬৭)।

মাধব দাস চক্রবর্তী, সাংখ্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ, বেদান্তবাগীশ বিদ্যাভূষণ, এম্. এ.। জন্মঃ রঘুনাথপুর, ঢাকা। পিতাঃ শশিভূষণ চক্রবর্তী। ঢাকা জুবিলি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এ. ও বি. এ., এম্. এ. (সংস্কৃত)। ঢাকা বোয়াইল স্কুলের শিক্ষক। কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমি ও মেট্রোপলিটান ইনস্‌টিটিউসনের অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজের নবদ্বীপ শাখার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (১৯৪২-৪৬), অবসর গ্রহণ (১৯৫১)। সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থঃ চন্দ্রিকা (ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায়), মনুসংহিতা, শিশুপাল বধ, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, দশকুমার চরিত, শকুন্তলা। ইংরাজীঃ A Short History of Sanskrit Literature.

মাধব দাস দ্বিজ, আচার্য (১৬শ শতাব্দী)। জন্মঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতাঃ কালিদাস। নানাবিদ্যায় পারংগমতাহেতু আচার্য উপাধি প্রাপ্ত। পদকল্পতরুতে মাধবদাস ভণিতাযুক্ত পদের রচয়িতা। কথিত আছে শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে ইনি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। রচনাঃ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য।

মাধব দ্বিজ (১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)। নিবাসঃ নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থঃ ব্যাকরণ সার (স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত)।

মাধব দ্বিজ (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী)। নামান্তরঃ মাধব আচার্য বা মাধবানন্দ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি। চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমস্ত পুঁথি প্রাপ্ত হওয়ায়, আত্ম-বিবরণীতে পঞ্চগৌড়, সপ্তদ্বীপ, ত্রিবেণী ও নদীয়ার নাম থাকায় অনেকের মতে সপ্তগ্রাম বা নবদ্বীপের অধিবাসী কবি চট্টগ্রামে বাস করেছিলেন। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচয়িতা নবদ্বীপ বাসী মাধব আচার্যের সঙ্গে এই কবি অভিন্ন বলেও কেউ কেউ মনে করেন। কবির পিতাঃ পরাশর। কাব্যের নামঃ সারদা চরিত বা সারদা মঙ্গল। রচনা কালঃ ১৫৭৯ খ্রীঃ মতান্তরে ১৬৪৪/৪৫ খ্রীঃ। পৌরাণিক হরগৌরীর কাহিনী বর্জন, দেবী কর্তৃক মঙ্গল দৈত্য বধের কাহিনী, বৈষ্ণব প্রভাব, ব্রতকথা জাতীয় কাহিনী, অনাড়ম্বর সহজ ভাষা, চরিত্র সৃষ্টিতে বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতা, তান্ত্রিকতা, কৌতুকরস পরিবেষণে দক্ষতা প্রভৃতি কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

মাধব ভট্টাচার্য। বাওয়ালি স্কুলের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : চরিত্র চতুষ্টয়।

মাধব লাল ঘোষাল (১৯১৮—) ছায়াচিত্র প্রযোজক। প্রকাশিত গ্রন্থঃ অজানা দ্বীপের বুকে।

মাধবিকা দত্ত। নিবাসঃ ৩, রজনীসেন রোড্, কলিকাতা-২৬। অগ্রজাঃ 'তরুণের স্বপ্ন' সম্পাদিকা মালবিকা দত্ত। সম্পাদিকাঃ সংঘাত।

মাধুরী কলিকা ঘোষ। পিতাঃ নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী। স্বামীঃ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। প্রকাশিত কাব্যঃ মণিমুক্তা।

মানকুমারী বসু (২৩।১।১৮৬৩—২৬।১২।১৯৪৩) ছদ্মনামঃ জনৈক বঙ্গ মহিলা। জন্মঃ যশোর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে, পৈতৃক নিবাসঃ সাগরদাঁড়ি, যশোর। পিতাঃ আনন্দ মোহন দত্ত, স্বামীঃ বিদ্যানন্দ নিবাসী বিধুশঙ্কর বসু। মাইকেল

মধুসূদন দত্তের জ্যেষ্ঠতাতের পৌত্রী। বিবাহ (১৮৭৩),—একটি কন্যা নিয়ে বিধবা (১৮৮২)। বৈধব্যের পরে সাহিত্য সেবায় নিযুক্তা। কবি ও ছোটগল্প লেখিকা। ৬০ বৎসর যাবৎ কবিতা ও ছোটগল্প রচনা, অন্তঃপুরে নারীদের শিক্ষাদান, পল্লীগ্রামে স্ত্রী চিকিৎসক ও ধাত্রীর আবশ্যকতা, সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কার নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি কর্মের দ্বারা সাহিত্য ও সমাজের সেবায় নিরতা। কবিতাগুলি বিয়োগ বেদনায় অশ্রু-সিক্ত। ছোটগল্প রাজলক্ষ্মী, অদৃষ্টচক্র ও শোভা কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত (১৩০৩, ১৩০৫, ১৩০৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক (১৯৩৯) ও জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৪২) দ্বারা সম্মানিতা। সাহিত্য কর্মের জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি (১৯১৯ খ্রীঃ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) প্রাপ্তা। চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কাব্য-সাহিত্য শাখার সভানেত্রী (চন্দননগর—১৯৩৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য কুসুমাঞ্জলি (১৮৭৩), কনকাঞ্জলি (১৩০৩), বীরকুমার বধ কাব্য (মধুসূদনের মেঘনাদ বধ অনুসরণে রচিত—১৩১০), বিভূতি (১৩৩০), সোনার পাখী (১২৯৭)। গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত: প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয় (১৮৮৪), শুভ সাধনা (১৩০১)। উপন্যাস: বনবাসিনী (১৩৯৫)। গল্প: পুরাতন ছবি (১৯৩৬)। প্রবন্ধ: দুইটি প্রবন্ধ (১২৯৮), বাঙালী রমণীদিগের গৃহ-ধর্ম (১৮৯০), বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্য।

মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত (১৮৯২—২৪।৭।১৯৭৮)। জন্ম: কালিয়া গ্রাম, যশোর। অনুশীলন দলের সভ্য। অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। মা সারদামণির কাছে মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত। আইনজীবী। প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ: ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী।

মানবেন্দ্র পাল (২৪।৪।১৯২৬—)। জন্ম ও নিবাস: অম্বিকা কালনা, বর্ধমান। পিতা: আইনজীবী জ্ঞানেন্দ্রনাথপাল, মাতা: সুচরিতা পাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্.এ.। বিশ্বভারতী গ্রন্থন (প্রকাশন) বিভাগের উপাধ্যক্ষ। কথা সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: দূরে থেকে কাছে, প্রতিলিপি, নিশিবিহঙ্গ। ছোটগল্প: কাছের পৃথিবী।

মানবেন্দ্রনাথ রায় (২২।৩।১৮৮৭—২৫।১।১৯৫৪)। প্রকৃত নাম: নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিপ্লবী কার্যের জন্য ব্যবহৃত ছদ্ম-নাম: সি. মার্টিন, হরি সিং, মিঃ হোয়াইট্, মানবেন্দ্রনাথ রায়, ডি. গার্মিয়া, ডাঃ মাহমুদ, মিঃ ব্যানার্জি প্রভৃতি। জন্ম: আড়্বেলিয়া, ২৪ পরগণা। পিতা: দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। মাতা: বসন্ত কুমারী। প্রখ্যাত বিপ্লবী। বিপ্লবী কর্মের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর চীন, মেক্সিকো, রাশিয়া, জাপান, ফিলিপিন প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ ও বিপ্লবী মতবাদ প্রচারে আত্মোৎ-সর্গিত। ভারতে প্রত্যাগমনের পরে (১৯৩০) ছয় বৎসর কারাদণ্ডিত। ১৭টি ভাষায় অভিজ্ঞ। ৬৭টি গ্রন্থ ও ৩৯টি পুস্তিকার রচয়িতা। Fascism, Russian Revolution, Historical Rise of Islam, Revolution and Counter Revolution in China প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ: বক্তৃতা ও প্রবন্ধ।

(ডঃ) মানস রায়চৌধুরী (১৯।১১।১৯৩৫

—)। ছদ্মনাম: রইস মনসুর চৌধুরী। জন্ম: ভবানীপুর, কলিকাতা। বর্তমান নিবাস: ১৩০এ, আশুতোষ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা-২৫। পৈতৃক নিবাস: টাউন শ্রীপুর, খুলনা, বাংলাদেশ। পিতা: লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরী, মাতা: অনসূয়া। ভবানীপুর মিত্র ইন্স্টিটিউসন ও পরে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৫০), আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯৫২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স কলেজ থেকে মনোবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি. এস্. সি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত মনোবিজ্ঞানে এম্. এস্. সি, ও মনোবিজ্ঞানে পি. এইচ্. ডি (১৯৬২)। পোষ্ট্ ডক্টরাল রিসার্চের জন্য জাপান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, ভিয়েনা এবং স্পেন ভ্রমণকারী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত (১৯৫৫)। ইউনেসকো পর্যটক বৃত্তিতে ভিয়েনা ভ্রমণ (১৯৭৪)। জাপান মনোবিজ্ঞান সংস্থার সম্মান প্রাপ্ত (১৯৭২)। আন্তর্জাতিক মনোপরীক্ষক ও ব্যক্তিত্ব সমীক্ষক সমিতির সম্মানসূচক 'ফেলোশিপ' প্রাপ্ত (১৯৭২)। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক বি. আর. দেওধর-এর সম্মানে সৃষ্ট বক্তৃতামালার প্রথম বক্তা (১৯৭৬)। পুনের ফিল্ম ও টেলিভিসন ইন্স্টিটিউটের পরিদর্শক মনোবিদ। দিল্লীর সঙ্গীত নাটক একাডেমির কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্ষদের সদস্য। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মিউজিক থেরাপি অনুষ্ঠানে যোগদান ও একাধিক সভায় সভাপতি (১৯৮৩), অ্যামেরিকার ওয়াশিংটনে (১৯৮১) ও বার্সিলোনা স্পেনে (১৯৮৪), মনোবিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অন্যতম সভাপতি। স্পেনের এণ্ড্রোমিডা গবেষণা সংসদের পরামনোবৈজ্ঞানিক হিসাবে সম্মানিত। মনোরোগের চিকিৎসক ও কবি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ্ মেডিসিনে অংশকালীন অধ্যাপক। পূর্বে বর্ধমান ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরে মনোবিজ্ঞানী (১৯৬২—৬৩)। কাউনসিল ফর সোস্যাল এণ্ড্ সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ এর সম্পাদক। বিপথগামী তরুণদের শিক্ষাকেন্দ্র 'শীলায়ন' এর নির্বাহী সম্পাদক। বহু সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিশ্রুতি পরিষদের বৎসরের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে জীবনানন্দ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮৩), প্রজাতন্ত্র দিবসে আকাশবাণীর জাতীয় কবি (বাঙ্গালা) হিসাবে সম্মানিত (১৯৮৩)। দেশ, অমৃত, যুগান্তর, আনন্দবাজার, গণবার্তা, ক্রান্তি, পরিচয়, স্বভাব, কৃত্তিবাস, অনিন্দ্য, ধ্রুপদী, অগ্রণী, পূর্বাশা, জয়শ্রী, শিলাদিত্য, প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য: অনিদ্র গোলাপ (১৯৫৯), আবহ শিখা (১৯৭১), বাঁচার এই শব্দ (১৯৮২), উচ্চারণ (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ—১৯৮৩), যাওয়া আসা সমান অভাব (১৯৮৫)।

মানসী দাশগুপ্ত। প্রকাশিত উপন্যাস: ভেলা।

মানিকউদ্দিন আহম্মদ। জন্ম: দুপ্চাকিয়া, বগুড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: শোকোচ্ছ্বাস বা বিদায়গীতি।

মানিক গাঙ্গুলী (১৭শ শতাব্দী, মতান্তরে ১৮শ শতাব্দী)। ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি। পিতা: গদাধর, মাতা: কাত্যায়নী, পত্নী: শৈব্যা, পিতামহ অনন্তরাম, পুত্রকন্যা: কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, রমা-

নাথ ও অভয়া, ভ্রাতা : গায়ক ছকুরাম। কবির পুরা নাম : মানিকরাম গাঙ্গুলী। বংশানুক্রমে শীতল সিংহ ধর্মঠাকুরের সেবায়েত। নানা স্থানে চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর তুড়াড়ি গ্রামে তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নকালে ধর্ম ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পেয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত। কাব্যের নাম : শ্রীধর্মমঙ্গল। কাব্যের রচনাকাল যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে ১৫৬৭ খ্রীঃ. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৪৬৭ খ্রীঃ. ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৭৮৭ খ্রীঃ। ২৪ পালায় বিভক্ত বারো দিন গানের জন্য রচিত বারোমতি বা বার্মাতি কাব্যে কবির বিপুল পাণ্ডিত্য, রামায়ণ মহাভারত থেকে প্রচুর দৃষ্টান্ত, প্রভূত তৎসম শব্দের প্রয়োগ, সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব, গতিশীলতা, আদিরসের আধিক্য, ধর্মপূজা ও ধর্মের উৎসবের খুঁটিনাটি বিবরণ বাস্তবানুগ চরিত্রসৃষ্টিতে কৃতিত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

মানিক চক্রবর্তী (১৩।৯।১৯৪১ —)। জন্ম : কুমিল্লা জেলায় গলিয়ারা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : বলহরা, কুমিল্লা, বর্তমান নিবাস : সুভাষগ্রাম, ২৪ পরগণা। পিতা : কবিরাজ সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, মাতা : সুনীতি। এক বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আগত। ভবানীপুরের মিত্র ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৪), আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এস্. সি (১৯৫৭)। উক্ত কলেজে এক বৎসর পদার্থবিদ্যায় অনার্স সহ বি এস্. সি পড়ার পরে হুগলী পলিটেকনিকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অধ্যয়ন কালে পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে (১৯৫৯) পড়াশুনায় ছেদ. দিশেরগড়ে চাকুরিপ্রাপ্ত, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত (১৯৬৩)। বিড়লা কোম্পানীর ওভারসিয়র, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগের সাব-এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র। কবি,—কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য থেকে প্রেরণা প্রাপ্ত। মনন পত্রিকায় ২০টি কবিতা প্রকাশিত ১৯৬৪)। সম্পাদক : নির্বেদ (১৯৬৯)। প্রকাশিত কাব্য : প্রাণী ও ভল্লুক (১৯৭৮), গামছা ও অন্যান্য কবিতা (১৯৮০)।

মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮৮—১৯৬৫/১০। ১২।১৩৭১) বি.এ. বি টি। জন্ম : রাণাঘাট, নদীয়া। প্রধান শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : হাসি ও অশ্রু (গল্প-১৯১৮), কালো বউ (১৯২৩), অপূর্ণ, চির অপরাধী, প্রশান্ত (১৯২৬), প্রেমের মূল্য (১৯২৭), বন্ধু, শঙ্কর, পাথরের দাম, অশ্রু নির্ঝর, অদৃষ্টের খেলা, অনুপম, অনুপম প্রেম, তদবধিকে (কবিতা-১৯৫৪) স্মৃতির মূল্য (১৯৫৭)।

মাণিক দত্ত (১৪শ/১৫শ শতাব্দী)। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি। মুকুন্দরামের কাব্যে মাণিক দত্তের উল্লেখ থাকায় মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী। প্রাপ্ত পুঁথির ভাষা ও অন্যান্য প্রমাণের জন্য পুঁথির প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ জন্মে। পুঁথির আত্মবিবরণী অনুসারে কবির নিবাস : ফুলুয়া নগর (মালদহ জেলার ফুলবাড়ী ?), কবি ছিলেন কানা ও খোঁড়া, দেবীর কৃপায় রোগমুক্ত হন। সৃষ্টি তত্ত্বের বিবরণ, ধূম্রলোচন অসুর বধের কাহিনী, দক্ষযজ্ঞ ও হরপার্বতীর কাহিনী, শিবের কোচনী আসক্তি, ছড়াবহুল বর্ণনা, শিথিল ছন্দোবন্ধ বর্ণনাভঙ্গীতে মনোহারিত্ব কাব্যটির বৈশিষ্ট্য।

মাণিক বক্‌স এম্। প্রকাশিত গ্রন্থ : পাঠান প্রতিষ্ঠা (১৯৩১)।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯।৫।১৯০৮/৬। ২।১৩১৫—৩।১২।১৯৫৬)। প্রকৃত নাম : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : দুমকা,

সাঁওতাল পরগণা, বিহার। পৈতৃক নিবাস ঃ মালপদিয়া, বিক্রমপুর, ঢাকা, অধুনা বাংলাদেশ। মৃত্যু ঃ কলিকাতায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে সন্ন্যাস রোগে। পিতা ঃ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ নীরদাসুন্দরী, পত্নী ঃ কমলা, জ্যেষ্ঠপুত্র ঃ বৈজ্ঞানিক সুধাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা মেট্রোপলিটান স্কুল ও টাঙ্গাইল স্কুলে অধ্যয়নের পরে মাতৃবিয়োগের পরে (১৯২২) সপরিবারে মেদিনীপুরের কাঁথিতে বাস। কাঁথি মডেল স্কুলে পড়ার পরে মেদিনীপুরে বড়দিদির বাড়ীতে থেকে জেলা স্কুল থেকে ঐচ্ছিক গণিতে লেটার সহ ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯২৬), বাঁকুড়া খ্রীষ্টান মিশন কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯২৮) উত্তীর্ণ। প্রেসিডেন্সি কলেজে অংকে অনার্স সহ বি. এস্. সি. পড়া শেষ করেও অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা স্থগিত (১৯৩০)। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে প্রথম রচনা 'অতসী মামী' গল্প বিচিত্রায় প্রকাশিত (১৩৩৫)। সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ১৯৩৫ খ্রীঃ থেকে। মৃগী রোগের আক্রমণ (১৯৩৬)। নবারুণ পত্রিকার সম্পাদক, পরে মাসিক ৭৫ বেতনে বঙ্গশ্রী পত্রিকার সম্পাদক (১৯৩৭—৩৯)। কলিকাতায় টালিগঞ্জে পৈতৃক গৃহে সপরিবারে বাস ও বিবাহ (১৯৩৭)। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবোধ কুমারের সঙ্গে উদয়াচল প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস নামে ছাপাখানা ও প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টে চাকুরি গ্রহণ (১৯৩৯—৪৩)। ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে সংযুক্ত (১৯৪৩), ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান (১৯৪৪)। আমৃত্যু কমিউনিষ্ট্ পার্টির সদস্য। পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের সভাপতি (১৯৪৪)। দারিদ্র্য ও রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমৃত্যু সাহিত্য সাধনায় ব্রতী। ১৯৫২ সাল থেকেই ভগ্ন স্বাস্থ্য, দীর্ঘকাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, মৃগী ছাড়াও আমাশা ও যকৃতের রোগে আক্রান্ত অবশেষে মৃগী বা সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী, বাস্তবতা, সমাজ সচেতনতা, তীক্ষ্ণ মানসিক বিশ্লেষণ, মনোবিকলন, ফ্রায়েডীয় যৌনতত্ত্ব, ধনী পুঁজিপতির সঙ্গে কৃষক শ্রমিকের সংঘর্ষের কাহিনী প্রভৃতি মাণিকের গল্প উপন্যাসকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), পরিস্থিতি (১৯৪৬), খতিয়ান (১৯৪৭), ছোটবড় (১৯৪৮), মাটির মাশুল (১৯৪৮), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), ফেরিওয়ালা (১৯৫৩), লাজুক-লতা (১৯৫৪), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৫৬), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ। উপন্যাস ঃ জননী (১৯৩৫), দিবা-রাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), জীবনের জটিলতা (১৯৩৬), অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮), শহরতলী ১ম পর্ব (১৯৪০), ঐ ২য় পর্ব (১৯৪১), অহিংসা (১৯৪১), ধরাবাঁধা জীবন (১৩৪৮, শারদীয়া নরনারীতে প্রকাশিত), প্রতিবিম্ব (১৯৪৩), দর্পণ (১৯৪৫), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), চিন্তামণি (১৯৪৬), চিহ্ন (১৯৪৭), আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭),

চতুষ্কোণ (১৯৪৮), জীয়ন্ত (১৯৫০), পেশা (১৯৫১), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), সোনার চেয়ে দামী ২য় (১৯৫২), ইতিকথার পরের কথা (১৩৫৯), পাশাপাশি (১৯৫২), সার্বজনীন (১৯৫২), আরোগ্য (১৩৬০), তেইশ বছর আগে (১৯৫৩), চালচলন (১৯৫৩), শুভাশুভ (১৯৫৪), হরফ (১৯৫৫), পরাধীন প্রেম (১৯৫৫), হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫১), মাশুল (১৯৫১), প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান (১৯৫৬), মাটি ঘেঁষা মানুষ (অসমাপ্ত—১৯৫৭), শান্তিলতা (শারদীয় এলোমেলো—১৯৫৯), মাঝির ছেলে (১৯৬০)। কবিতা : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা।

মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় (৬।১১।১৯০৮ —)। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ত্রিবেণী। প্রকাশিত কাব্য : ভারতের ঢুলি, গান্ধী বিলাপ। জীবনী : W. C. Banerjee (১৯৪৪)।

মাণিকলাল সিংহ (১৮।৯।১৩২৪ ৩।১।১৯১৮—)। জন্ম : জয়কৃষ্ণপুর, বাঁকুড়া। ছদ্মনাম : মহুয়া। বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কবি,—পুরাতাত্ত্বিক গবেষক। মধুসূদন পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৮৬), প্রকাশিত গ্রন্থ : দীপশিখা, অনাবশ্যক, পদধ্বনি। নাটিকা : হ্যামার। গবেষণামূলক : কাঁসাই সভ্যতা, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি ২ খণ্ড।

মাফরুহা চৌধুরী (১৯৩৪—)। জন্ম : কাটনার পাড়া, বগুড়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৪৬), বি. এড্. (১৯৬০)। বর্তমানে দৈনিক বাংলার মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা। বাংলাদেশ লেখিকা সঙ্ঘের পুরস্কার প্রাপ্তা (১৯৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : অরণ্য গাথা ও অন্যান্য গল্প (১৯৭৬), কোথাও ঝড় (১৯৮০) ; স্খলিত নক্ষত্র (১৯৮১), বিদীর্ণ প্রহর, নিঃশর্ত করতালি (১৯৮৩)। কিশোর পাঠ্য : একটি ফুলের জন্যে (১৯৬৬), পানিতে কখনও আগুন লাগে (১৯৮০)। অনুবাদ : ছোটদের কায়েদ আজম্, পাহাড় থেকে সমতলে (১৯৬৬), চেনা আছে জানা নেই।

মাফিজাল্লা মাষ্টার। জন্ম : কসমভাণ্ডি, চট্টগ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ : ফুলজান ফন্যার প্রসঙ্গ।

মামুনুর রশীদ (২৯।২।১৯৪৮—)। জন্ম : ভাবন দত্ত, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। নাটকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮১)। প্রকাশিত নাটক : ওরা কদম আলী (১৯৭৮), ওরা আছে বলেই (১৯৮০), ইবলিশ (১৯৮২), এখানে লোঙর (১৯৮৪), খোলা দুয়ার (১৯৮৪)।

মায়াজুম আলি, হাফেজ মহম্মদ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : একশত ত্রিশ (১২৪৬), আজায়ের সোলেমানী (১৩০৫)।

(ডঃ) মায়ঞ্জনা গোস্বামী এম্. এ. পি. এইচ. ডি.। স্বামী : অধ্যাপক জয়ন্ত গোস্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা গদ্য প্রসঙ্গ (জয়ন্ত গোস্বামী সহ ১৩৭৫), বিবেকানন্দের সাহিত্য (ঐ—১৯৮০)।

মায়া দেবী, বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : ত্রিধারা।

মায়া মিশ্র (৭।৫।১৩৬৮ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস : প্রতাপপুর পল্লী, ঘাটাল, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস : দম্পতিপুর (শ্বশুরালয়), মেদিনীপুর। পিতা : ভবতারণ চক্রবর্তী, মাতা : গোলাপ সুন্দরী, স্বামী : গোপাল চন্দ্র মিত্র। অভিনব, ভুবন, নতুন

আলো, পূর্বালোক, অভিনব অগ্রণী, প্রতিরোধ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লেখিকা।

মায়া রায় (১৯০১—১৬।১।১৯৬৮)। পিতা: কংগ্রেসী কর্মী জগদীশ চন্দ্র সেনগুপ্ত। কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা পাশ। বেথুন কলেজে অধ্যয়ন কালে শিল্পী চারু রায়ের সঙ্গে বিবাহ। স্বামীর সঙ্গে সিরাজ ও আনারকলি নির্বাক সিনেমায় অভিনয়। প্রথম সিনেমা পত্রিকা বায়োস্কোপের পরিচালনা ও সম্পাদনা কার্যে স্বামীর সহায়িকা। খেয়ালী, বায়োস্কোপ, দীপালি (ইংরাজী ও বাঙ্গালা), নাচঘর, চিত্র পঞ্জী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখিকা।

মার্থা সৌদামিনী সিংহ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: নারী চরিত (১৮৬৫)।

মার্শম্যান, জোশুয়া (২০।৪।১৭৬৮—৫।১২।১৮৩৭)। জন্ম: ওয়েষ্টারারী লী, ইংলণ্ড, মৃত্যু: শ্রীরামপুর, হুগলী। পিতা: তন্তুবায় জন মার্শম্যান, পত্নী: হানা শেফার্ড। নাবিকবৃত্তি, পুস্তকের দোকানে চাকুরি, শিক্ষকতা ইত্যাদির পরে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সভ্যরূপে সস্ত্রীক শ্রীরামপুরে উপনীত (১৭৯৯), ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, সিরিয়াক, চৈনিক, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী। চীনাভাষায় বাইবেল, ব্যাকরণ ও অভিধান রচয়িতা। সংস্কৃত রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদে কেরীর প্রধান সহায়ক। পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া, দিগ্‌দর্শন ও সমাচার দর্পণের প্রকাশক, পরামর্শ ও প্রেরণা দাতা। শ্রীরামপুরে থিয়োলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (১৮২৭) এবং শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। দিগ্‌দর্শন ও সমাচার দর্পণ প্রকাশে এবং পরিচালনায় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

মালতী গুহরায় (৩।১০।১৯১৩—)। জন্ম: কুমিল্লা, বাংলাদেশ। পৈত্রিক নিবাস: পূর্বে ঢাকা ও টাঙ্গাইল, পরে কলিকাতা। বর্তমান নিবাস: ৩, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯। স্বামী: কোকিলেশ্বর গুহরায়। বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরবঙ্গ ও আসামের স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তা। কলিকাতা বেথুন কলেজ থেকে আই. এ. ও আশুতোষ কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৩৫) পাশ। বিদ্যালয় জীবনে গার্লস্ গাইড্ স্বর্ণপদকপ্রাপ্তা। লক্ষ্ণৌতে সমাজ সেবার কর্মে ব্যাপৃতা (১৯৪২—৭৩)। আলোক মণ্ডল নামে মহিলাসংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী। ভারত সেবাশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে উদ্বাস্তু শিবিরে রিলিফের কাজে ব্যাপৃতা। উত্তরপ্রদেশ মহিলা সমিতির যৌথ সমাজসেবার ব্যাপারে কোষাধ্যক্ষা। কলিকাতায় S.O.S. প্রতিষ্ঠানের সদস্যা, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সদস্যা। দেশ, বসুমতী, মহিলা, যুগান্তর, মাতৃবাণী, বিশ্ববাণী, বিবেকবাণী ও সুদর্শন পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। শিক্ষামূলক জীবনী ও ছোটগল্প লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতী নিবেদিতা (জীবনী)।

মালবিকা দত্ত (?—২২।২।১৯৮৩)। সম্পাদিকা: তরুণের স্বপ্ন। (প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে মাসিক, ১৯৪১—৪৮)।

মালাধর ঘটক। প্রকাশিত গ্রন্থ: দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকা (কুলজী গ্রন্থ)।

মালাধর বসু (১৫শ শতাব্দী)। জন্ম ও নিবাস: বর্ধমান জেলার মেমারী রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী জামালপুর থানার অন্তর্গত কুলীনগ্রাম। মাহীনগরসমাজভুক্ত কুলীন কায়স্থবংশীয়। পিতা: ভগীরথ, মাতা: ইন্দুমতী, পুত্র: সত্যরাজ খান, পৌত্র: শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ রামানন্দ বসু (মতান্তরে মালা-

ধরের পুত্র)। রচনা ঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দ বিজয় বা গোবিন্দমঙ্গল (১৪৭৩ খ্রীঃ থেকে ১৪৮০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত)। গৌড়েশ্বর (সম্ভবতঃ রুকনুদ্দিন বরবক শাহ) কর্তৃক গুণরাজ খান্ উপাধিতে ভূষিত। শ্রীমদ্-ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত হলেও কাব্যটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। কিন্তু কাহিনী বর্ণনায় ভাগবতকে অনুসরণ করা হয়েছে। মধুর রসের আবেগ উচ্ছ্বাস ও ভক্তি বিহ্বলতার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-ময় রূপ ও শান্ত রসাস্পদ শাস্ত্রীয় ভক্তি কাব্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। উচ্চতর কবিত্ব শক্তি স্ফুরিত হয় নি। কবি দেশ কালের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় বাঙ্গালী জীবনের প্রতিফলন লক্ষণীয়। পয়ার ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার, পয়ারে অক্ষরসমতার অভাব, উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগে গতানুগতিকতা, কাব্যকাহিনীতে স্বচ্ছন্দ গতির অভাব, রচনা-ভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্যহীনতা কাব্যের ত্রুটি হিসাবে পরিগণিত। চৈতন্যপূর্বযুগে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবীয় ধর্মবোধ ও আদর্শের রূপায়ণ হিসাবে কাব্যটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমিত।

মালে মুহম্মদ মুন্সি (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সেরাতল মোবেনিন (১২৯৬)।

মাসুদুজ্জামান (১৪।৭।১৯৫২—)। জন্ম ঃ ফরিদপুর, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ বি. এ. ও বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭৭)। মুন্সিগঞ্জে হরগঙ্গা কলেজের অধ্যাপক। বর্তমানে গবেষণায় রত। প্রকাশিত কাব্য ঃ উদিত দুঃখের দেশ (১৯৮২)।

মাসুম কাজী (১৯২০—)। জন্ম ঃ উভেদ পুর, যশোর। বাংলাদেশবাসী সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ ঢেউ জাগে পদ্মায়, অগন্য ও নগন্য। অনুবাদ ঃ চাহার দর-বেশ, এক ফুল হাজার অলি, খুদা কী বন্তী, ফিরিঙ্গী কারাগারে। শিশু সাহিত্য ঃ দুষ্টু ছেলের দল।

মাহফুজ উল্লাহ (১০।৩।১৯৫০—)। জন্ম ঃ কুমিল্লা, স্থায়ী নিবাস নোয়াখালি, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে এম্. এস্. সি. সাংবাদিকতায় এম্. এ. (১৯৭৪)। সাংবাদিক। বর্তমানে সাপ্তা-হিক বিচিত্রায় কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছড়া ঃ কিন্ডার গার্টেনের জীবন (১৯৮০)। গল্প ঃ যাদুর লাউ (১৯৮১), রাখাল রাখাল হাইওয়া (১৯৮১)। অনুবাদ গল্প ঃ লুৎসুনের নির্বাচিত গল্প (১৯৮২)। প্রবন্ধ ঃ লং মার্চের স্মৃতি (১৯৮১), কি করে ভালো কমিউনিষ্ট্ হতে হয় (১৯৮২)। ইতিহাস ঃ অভ্যুত্থানের ঊনসত্তর (১৯৮০), আফিং যুদ্ধ থেকে মুক্তি (১৯৮৩)। জীবনী ঃ সর্বাধিনায়ক ওসমানী।

মাহফুজা খাতুন। মহিলা সাহিত্যিক। স্বামী ঃ কবি গোলাম মোস্তাফা। সম্পাদিকা ঃ মাসিক নওবাহার (ঢাকা ১৩৫৬)।

মাহবুব উল আলম (১।৫।১৮৯৮—৭।৮। ১৯৮১)। জন্ম ঃ ফতেয়াবাদ, হাটহাজারী, চট্ট-গ্রাম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সৈনিক, পরে বাংলাদেশ সরকারের রেজেষ্ট্রী বিভাগের ইন্ স্পেক্টর। অবসর গ্রহণ (১৯৫৩)। প্রবন্ধ, উপন্যাস, স্মৃতিকথা লেখক। উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৫), প্রেসি-ডেন্টের প্রাইড্ অফ্ পারফরমেন্স পুরস্কার (১৯৬০) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ মফিজন (১৯৪৮), গাঁয়ের মায়া (১৯৪৯)। গল্প ঃ তাজিয়া (১৯৫১), পঞ্চ অন্ন (১৯৫৩)। প্রবন্ধ ঃ মোমেনের জবানবন্দী (১৯৪৮)। স্মৃতিকথা ঃ পল্টন জীবনের স্মৃতি (১৯৪০), বর্মার হাঙ্গামা (১৯৪০)। ব্যঙ্গ রচনা ঃ গোঁফ সন্দেশ। ইতিহাস ঃ চট্টগ্রামের ইতিহাস, রক্ত আগুন অশ্রুজল স্বাধীনতা। দেশ পরিচিতি ঃ

বার্মা (১৯৫৯), সীলোন (১৯৫৯), ইন্দোনেশিয়া (১৯৫৯), তুর্কী (১৯৫৯), সৌদীআরব (১৯৫৯), পূর্বপাকিস্তানের পাখী (১৯৫৯), পূর্ব পাকিস্তানের বন্যজন্তু (১৯৫৯), পূর্বপাকিস্তানের মৎস্যসম্পদ (১৯৬০)।

মাহবুব তালুকদার (১।১।১৯৪১—) বি. এ. (অনার্স), এম. এ. (ঢাকা বিশ্ব. ১৯৬৩)। জন্ম ঃ মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। বাংলাদেশ প্রশাসনিক ষ্টাফ্ কলেজের রেজিষ্ট্রার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ জন্মের দক্ষিণা (১৯৭৩) আত্মসমর্পণ (১৯৮৪)। গল্প ঃ অরূপ তোমার বাণী (১৯৮০)। উপন্যাস ঃ ক্রীড়নক (১৩৭৬), আতার (১৯৭৩)। শিশুসাহিত্য ঃ অন্তর মন্তর (১৯৭৯), সে এক সোনার ছেলে (১৯৮০)।

মাহবুব সাদিক (২।১।১৯৪৮—) বি. এ. (অনার্স ১৯৬৮), এম্. এ. (বাঙ্গালা ১৯৬৯)। জন্ম ঃ আইসড়া, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ, টাঙ্গাইল করাটিয়া কলেজের প্রভাষক। প্রকাশিত কাব্য ঃ সন্ধ্যার স্বভাব (১৯৭৬), স্বপ্নচৈতন্যের ডালপালা (১৯৮৩)।

মাহবুব হাসান (২৯।৪।১৯৫৪—)। জন্ম ঃ টাঙ্গাইল। বি. এ. (অনার্স—১৯৭৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭৭)। সাংবাদিক। ঢাকায় দৈনিক দেশ পত্রিকার সহ-সম্পাদক। প্রকাশিত কাব্য ঃ তন্দ্রার কোলে হরিণ (১৯৮৪)।

মাহমুদ আল জামান (১৭।১৯৪৪—) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬৯)। সাংবাদিক। দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক। শিশুসাহিত্যিক। অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিশু সাহিত্য ঃ চার্লি চ্যাপলিন (১৯৭৯)। ইষ্টিমার সিটি দিয়ে যায় (১৯৭৯), কবি জসীম উদ্দীন (১৯৮১), টুকু ও সমুদ্রের গল্প (১৯৮১)। অনুবাদ ঃ গণমুখী পশতু কবিতা (১৯৬৯)।

মাহমুদ উল্লাহ (২৬।৮।১৯৪৪—)। জন্ম ঃ বদরপুর, বরিশাল, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (১৯৬৫)। ঢাকায় বাংলাদেশ রেডিওর অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছড়া ঃ ছানাবড়া (১৯৭৭), তোলপাড় (১৯৮৩)। কিশোর উপন্যাস ঃ মেঠো পথ (১৯৭০), মিছিল (১৯৭৯)। জীবনী ঃ ধানীখোলার আহমদ আলী (১৯৮১)।

মাহমুদ শফিক (১।৯।১৯৫৪—)। জন্ম ঃ নরিয়া, ফরিদপুর। অনার্স সহ বি. এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭৫)। সাংবাদিক। বিচিত্রা পত্রিকায় কর্মরত। প্রকাশিত কাব্য ঃ ছবি প্রকাশিত হলে (১৯৭৩), কোকিলের বাণিজ্যভবন (১৯৭৪)।

মাহমুদ হক (১৯৪৮—)। জন্ম ঃ শ্রীহট্ট। সাংবাদিক। বাংলাদেশবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছু মন্তর ছু।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৬।১২।১৯০৬—২।৫।১৯৭৭)। জন্ম ঃ পাবনা, অধুনা বাংলাদেশ, মৃত্যু ঃ ঢাকায়। শিক্ষিকা, কবি। কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তা (১৯৬৬)। প্রকাশিত কাব্য ঃ পশারিণী (১৯৩১), মন ও মৃত্তিকা (১৯৬০, অরণ্যের সুর (১৯৬৩)।

মাহমুদুল হক (১৯৪০—)। জন্ম ঃ বারাসত, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ যেখানে খঞ্জনা পাখী, নিরাপদ তন্দ্রা, জীবন আমার বোন (১৯৭৬)। গল্প ঃ প্রতিদিন একটি রুমাল।

মাহম্মদ মুহম্মদ। জন্ম ঃ ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শাউড়ী বউ-এর ঝগড়া

(১৩১০)।

মিন্নাত আলী (১৯২৭—)। জন্ম ঃ ভৈরব, মৈমনসিংহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ। ছোট গল্প লেখক। ছোটগল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৫)। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ ঃ আমার প্রথম প্রেম (১৯৫৯), মফঃস্বল সংবাদ (১৯৫৮), যাদুঘর (১৯৫৯), আমি দালাল বলছি।

মিয়াধন। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা। প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ ঃ নূতন প্রেম ভাণ্ডার (১৯৩২)।

মিরাসুদ্দীন মহম্মদ। জন্ম ঃ পূর্বধলা, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শান্তি সোপান, তত্ত্বদর্শন।

মিলন মুখোপাধ্যায় (২০।১১।১৯৩৯ —) জন্ম ঃ কলিকাতায়। পৈতৃক নিবাস ঃ বরিশাল, আধুনিক বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস ঃ ১২, এঞ্জেলো এবোড্, জন ব্যাপ্টিষ্ট্ রোড্ বন্দর, বোম্বাই—৪০০০৫০। পিতা ঃ মুরারি মোহন মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ রেণুকা। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৮) পাশ। সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে ব্যবহারিক শিল্পে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত (১৯৬২)। চিত্র শিল্পী, টি. ভি. ফিল্মে অভিনেতা। বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকায় ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার (১৯৫৮), ইলাষ্ট্রেটেড্ উইকলি অফ্ ইণ্ডিয়ার ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার (১৯৭০) প্রাপ্ত। ক্রসারিয়ন এড্ভারটাইজিং (১৯৬৩), জলসা ও সাতরঙের বোম্বাই প্রতিনিধি (১৯৬৪—৬৭), আনন্দ বাজার পত্রিকার বোম্বাইতে চলচ্চিত্র প্রতিনিধি (১৯৬৮), টাইম্স্ অফ্ ইণ্ডিয়ার শিল্পী লেখক। আনন্দ বাজার, কৃত্তিবাস, যুগান্তর, লোকসেবক, জলসা, সাতরঙ্ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ চেনা অচেনা (১৯৭৫)। মুখ চাই মুখ (১৯৭৬)। হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ (১৯৭৭)। গল্প ঃ ঘোড়া ঘোড়া (১৯৭৮)।

মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া। স্বামী ঃ শিল্পগুরু অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। লণ্ডনে ইণ্টার ন্যাশন্যাল স্টুডেণ্ট্স্ মুভমেণ্ট্ হাউস-এ মোহনলালের সঙ্গে সঙ্গীতের আসরে পরিচয়। বিবাহ (১৯৩৬)। বহু বাঙ্গালা গ্রন্থের চেক্ ভাষায় অনুবাদিকা,—চেক ভাষা থেকেও বাঙ্গালায় অনুবাদিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নীলচন্দ্র মল্লিকা (চেক সাহিত্যিক ক্যারেল চ্যাপেলের অনুবাদ,—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সহ)। বারো মাসের বারো রাজা (চেক্ রূপকথার অনুবাদ)।

মিলনেন্দু জানা (১৩।৩।১৯৫২—)। ছদ্মনাম ঃ সব্যসাচী, শ্রীকৃষ্ণ। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস ঃ নরসিংহবাড়ী, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস ঃ মানিকপাড়া, মেদিনীপুর—৭২১৫১৩। পিতা ঃ গিরিশচন্দ্র জানা। নারায়ণগড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৬৯), মেদিনীপুর কলেজ থেকে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৭২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। মেদিনীপুর মানিকপাড়া বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯৭৫)। মেদিনীপুর জেলা কবিতা প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার, প্রতিভা আয়োজিত সারা বাংলা কবিতা প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য ও সংগঠক। সত্যযুগ,

বসুমতী, নন্দন, যুবমানস, রক্তস্বাক্ষর, ক্রান্তিক, অপরাজিত, অনীক, সুকান্ত, সাহিত্য-ভারতী, সময়ানুগ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : অন্য মাটি অন্য চোখ (১৯৭৭), বাংলা আমার দুঃখ আমার (১৯৭৭), সময়ের মুখোমুখি (১৯৮১), প্রতিবাদী মুখ (১৯৮২), সংহত সংলাপ। গল্প : বর্ণ পরিচয়। ছড়া : এক ঝাঁক রোদ্দুর।

(ডঃ) মিহির চৌধুরী কামিল্যা (২৪।২। ১৯৪৮—)। জন্ম : বাঁকুড়ার নীলজোড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশে। পিতা : নারায়ণ চৌধুরী কামিল্যা, মাতা : শান্তিবালা। নিবাস : ফুলকুসমা, বাইপুর থানা, বাঁকুড়া। ফুলকুসমা হাইস্কুল থেকে গণিতে লেটার সহ ১ম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৬৩), কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মহাবিদ্যাপীঠ থেকে স্কলারশিপ সহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা (১৯৬৪), এবং বাঙ্গালায় অনার্স সহ স্নাতক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (সর্বোচ্চস্থান প্রাপ্ত—১৯৬৯) এবং পি. এইচ. ডি. (১৯৭৭)। মেদিনীপুরের শিলদা কলেজের (১৯৭২) ও পরে কামারপুকুর কলেজের অধ্যাপক। শুকতারা, সন্দেশ, মৌচাক, দৈনিক বসুমতী, ভূমিলক্ষ্মী, কবি ও কবিতা, একক, বর্ধমান, খোলা কথা, স্বীকৃতি, ময়ূরাক্ষী, বাঁকুড়াবার্তা, নবান্ন ভারতী, পল্লীপ্রচার প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা : সমাজশ্রী (১৯৭২—৭৫), গ্রাম বাংলা (১৯৭৩—৭৪), সাহিত্য জগৎ (১৯৭৭—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : শিলালেখ (১৯৭২)। সমালোচনা : ভোলানাথ মোহান্তের কবিকৃতি (১৯৭২), বাংলার সাহিত্যলোক (১৯৮০), নরহরি চক্রবর্তী—জীবনী ও রচনাবলী—২খণ্ড, (১৯৮১)। সম্পাদিত কাব্য সংকলন : অনাঘ্রাত কবিতার স্বাদ (১৯৭৪)।

মিহির সেন (×।১২।১৯২৬ –)। জন্ম : শোলক গ্রাম, বরিশাল। দিনাজপুর শহরে আবাল্য বর্ধিত। বর্তমান নিবাস : সুনিকেতন, বিরাটি, ২৪ পরগণা (কলিকাতা —৫১)। পিতা : প্রফুল্ল সেন। দিনাজপুর স্কুল ও কলিকাতার কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : কাগজের দেওয়াল, শেষ তিন দিন, আলোক লগ্ন। নাটক : প্রবেশ নিষেধ। চলচ্চিত্র—চিত্রনাট্য : গলি থেকে রাজপথ, নেকলেস, শেষ তিন দিন, সোনার খাঁচা। শিশু সাহিত্য : ঈশপের ছড়া, খুকুর পুতুল, টুলটুল (গল্প), কলাবতী (ছড়া), ইশারা (নাটক), শের উডের রবিন হুড্। নৃত্যনাট্য : ক্ষুধিত পাষাণ (রবীন্দ্র-নাথের কাহিনী), আফ্রিকা (রবীন্দ্রনাথের কবিতা), কচ ও দেবযানী (রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ)। জীবনী : লোক হাসানো লোকটি (চার্লি চ্যাপলিন), লেনিনের মা। পুতুল নৃত্য নাট্য : ক্ষুধিত পাষাণ। সম্পাদিত গ্রন্থ : অন্য আলোয় ভালবাসা (আন্তর্জাতিক সংগ্রামী প্রেমের গল্প, —অপর দুজনের সঙ্গে), মহাচীন (কবিতা সংকলন - ধনঞ্জয় দাস সহ)।

মীজানুর রহমান, মৌলভী এম্. এ। পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) সরকারী কর্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবি ইকবালের জীবনী, ইসলামের ইতিহাস, কোরান শরীফের কাব্যানুবাদ।

মীনকেতন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭।২।১৯৩০ —)। জন্ম : হরিবল্লভপুর, দেউল্ল পোতা, মেদিনীপুর। ম্যাট্রিকুলেশন ও মিড্লভার্নাকুলার পাশ,—কাব্যতীর্থ। দিশারী, অন্বেষণ বন্দর, বসুন্ধরা, ঝঙ্কার, পিয়ালী,

প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও কবিতা লেখক।

(ডঃ) মীনেন্দ্রনাথ বসু (১৯১১—) এম্. এস্. সি, সি. আর, পি. এস্, ডি. ফিল্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতি (১৯৫৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালীর পরিচয়, লাইব্রেরী সংরক্ষণ, উপজাতির কথা, Bunas of Bengal, Museum Method, Man in India.

মীর আবু সালেক (১৯২৮—)। জন্ম: কুষ্ঠিয়া, অধুনা বাংলাদেশ। বাংলা সাহিত্যে এম্. এ.। সরকারী কলেজের অধ্যাপক, সাবেক বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক, বাংলা একাডেমির কর্মাধ্যক্ষ, জাতীয় শিক্ষা কমিশনের পরিচালক। অনুবাদক। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ: শিক্ষার স্বরূপ (১৯৬৯), কাচের কারসাজি (১৯৬৯), শান্তিবিদ্ পরমাণু (১৯৬৯), পথের ডাকে (১৯৬৯), অশান্ত আত্মা (১৯৬৯), পঠন শিক্ষা দান (১৯৬৬)।

মীর আবুল হোসেন এম্. এ.। শিক্ষক। বাংলাদেশবাসী ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: বিপনী মন (১৯৭৫)। সম্পাদক: নজরুল সাহিত্য (২য় সং, ১৩৭২)।

মীর মশাররফ হোসেন (১৩।১১।১৮৪৭ / ২৮।৭।১২৫৪—১৯।১১।১৯১১/১৩১৮)। ছদ্মনাম: গৌরীতটবাসী মশা, গাজী মিঞা। জন্ম: নদীয়া জেলার গৌরীনদীতীরবর্তী লাহিড়ীপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে। বংশগত উপাধি: সৈয়দ, রাজদত্ত উপাধি: মীর। পিতা: মীর মুয়াজ্জম হোসেন, মাতা: দৌলতন্নেসা, ১মা পত্নী: আজিজ উন্‌নিসা, ২য়া পত্নী: বিবি কুলসম। জগমোহন নন্দীর পাঠশালা, কুমারখালি ইংরাজী স্কুল, পদমদীর নবাব স্কুল ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের (১৮৬৪) ছাত্র। কলিকাতা চেতলা নিবাসী পিতৃবন্ধু নাজির সাহেবের ফরিদপুরের এষ্টেটের ম্যানেজার ও পরে নবাবের বেগম করিমন্‌নেসার দেলদুয়ার এষ্টেটের ম্যানেজার (১৮৮৪)। ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের লেখক ও কুষ্ঠিয়ার সংবাদদাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ২৫টি গ্রন্থের লেখক। উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান সাহিত্যিক। সম্পাদক: আজীজন নেহার (মাসিক—১৮৭৪। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু (১৮৭৩), বিবি খোদেজার বিবাহ (১৯০৫), মদিনার গৌরব (১৯০৬), মোসলেম বীরত্ব (১৯০৭), বাজী মাৎ (১৯০৮), হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫)। সঙ্গীত: সঙ্গীত লহরী ১ম (১২৯৪)। গদ্যে ও পদ্যে রচিত: মৌলুদ শরীফ (১৯০৩)। উপন্যাস: রত্নাবতী (১৮৬৯), উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯৯), গাজী মিঞার বস্তানী (১৮৯৯), বিষাদসিন্ধু (ঐতিহাসিক উপন্যাস) মহরম পর্ব (১৮৮৫)। ঐ উদ্ধার পর্ব (১৮৮৭), ঐ এজিদবধ পর্ব। নাটক: বসন্তকুমারী ১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩)। প্রহসন: এর উপায় কি? (১৮৭৫)। গীতাভিনয়: বেহুলা (১৮৮৯)। প্রবন্ধ: গো-জীবন (১৮৮৯)। বিবিধ: মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা ১ম (১৯০০), ঐ ২য় (১৯০৮), এসলামের জয় (১৯০৮), খোতবা। জীবনী: হজরত ইউসোফ (১৩১৫), বিবি কুলসম (১৯১০), হজরত বেলালের জীবনী (১৯০৫), হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫)। আত্মজীবনী: আমার জীবনী ১২ খণ্ড (১৯০৯—১০)।

(ডঃ) মীরা গঙ্গোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়) (২।৭।১৯৪৮—)। জন্ম: মহেশতলা, ব্যানার্জিপাড়া, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস: ৫৫/৬০, বড়িশা পূর্বপাড়া, পো: ঠাকুর-

পুকুর, কলিকাতা—৬৩। পিতা ঃ লক্ষ্মণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা ঃ অনিলা দেবী, স্বামী ঃ অধ্যাপক বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। মহেশতলা বালিকা বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৬৩), বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় থেকে প্রি. ইউ. (১৯৬৫), চারুচন্দ্র মহাবিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬৮—৬৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম. এ. (১৯৭০), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. (১৯৭৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এড. (১৯৭৩), বিশ্বভারতী থেকে সাহিত্যভারতী (১৩৮২)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত লীলা স্মৃতি পুরস্কার (কবি কামিনী রায় সম্পর্কে রচনার জন্য—(১৩৮০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত নগেন্দ্রনন্দিনী দে স্বর্ণপদক ('গৃহিনী গৃহমুচ্যতে' রচনার জন্য —১৯৭৬) ও মোক্ষদা সুন্দরী স্বর্ণপদক (শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনার জন্য, ১৯৭৯) প্রাপ্তা। বড়িশা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা (১৯৭১—৭২)। মহেশতলা কলেজের অধ্যাপিকা ১৯৭২—)। উইমেন ক্রিশ্চান কলেজের অংশকালীন অধ্যাপিকা (১৯৭৪—৭৫)। মহেশতলা সংবাদ, অগ্নিশিখা, বাংলাদেশ পত্রিকা, উৎস (সারেঙ্গাবাদ, ২৪ পঃ), হৈমন্তিক (বেহালা), ভাস্বতী (শিবরামপুর, ২৪ পঃ), জাগো বাল্মীকি (বজবজ), প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছড়ার মেলা, বাংলা নাটকে লোক প্রভাব।

মীরা চৌধুরী। পিতা ঃ ডাঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র। সম্পাদিকা ঃ মাসিক শ্রীমতি (কার্তিক, ১৯৫৫)।

মীরা সুব্রমনিয়াম্ (২৬।১২।১৯২৯—)। বিবাহপূর্ব নাম ঃ মীরা দত্ত। বাঙ্গালা সাহিত্যে অনার্স সহ বি. এ., পরে অর্থনীতিতে এম্. এ্, পরে আই. এ. এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। ইন্‌কামট্যাক্সের কমিশনার। জয়শ্রী, মাসিক বসুমতী, দৈনিক বসুমতী, বসুধারা, সমকালীন, আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত, সন্দেশ, রামধনু, আজকাল প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গল্প ঃ একটি কামনার মৃত্যু। উপন্যাস ঃ দিনের আলো রাতের আঁধার, অরণ্য আসছে। শিশুসাহিত্য ঃ তিনটি তামার পয়সা।

মীর্জা মুহম্মদ ইয়ুসুফ আলি। জন্ম ঃ মহাদেবপুর, রাজশাহী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ধর্মসৌভাগ্য, স্পর্শমণি, দুগ্ধসরোবর।

মুকুন্দ দাস (১৬শ শতাব্দী)। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য। রচনা ঃ সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়, অমৃত রসাবলী, বৈষ্ণবামৃত চমৎকার চন্দ্রিকা, সারাৎসার কারিকা, সাধনোপায়, রাগরত্নাবলী প্রভৃতি।

মুকুন্দ দাস, চারণ কবি (১৮৭৮—১৮।৫।১৯৩৪)। প্রকৃত নাম ঃ যজ্ঞেশ্বর দে। বরিশালে ডেপুটির আদালতের কর্মী। কর্মসূত্রে সপরিবারে বরিশালবাসী। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা সত্ত্বেও প্রবেশিকা পরীক্ষা অসম্পূর্ণ। বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত। বরিশালে নায়েব নাজির বীরেশ্বর গুপ্তের কীর্তনদলে ১৯ বৎসর বয়সে যোগদান। পরে স্বয়ং কীর্তনদলের প্রতিষ্ঠাতা। বিভিন্ন কীর্তনদলের সঙ্গীত সংগ্রাহক ও সংকলক। রামানন্দ বা হরিবোলানন্দ নামক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর মুকুন্দ দাস নামে পরিচিত। বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের নিকট স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত। বরিশাল হিতৈষী পত্রিকার লেখক। যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠাতা ও বরিশালে বিপুল জনপ্রিয়তার

অধিকারী। বিদেশী বর্জন আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ। মাতৃপূজা পালা অভিনয়ের জন্য ও স্বদেশী সঙ্গীতের জন্য তিন বৎসর কারা-দণ্ডিত (১৯০৮—)। কারাবাসকালে পত্নীর মৃত্যু। যাত্রাগানের জন্য সাত শত মেডেল ও প্রভৃত সম্মান প্রাপ্ত। পালা রচয়িতা বিধুভূষণ বসু। যাত্রাগানের দ্বারা দেশবাসীকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার কাজে ব্রতী। স্বদেশ প্রেমের উত্তেজনা, কাহিনী ভাগের স্বল্পতা, সঙ্গীতবাহুল্য, নাট্যগুণের অভাব যাত্রা-পালার বৈশিষ্ট্য। চারণ কবি হিসাবে বিখ্যাত। রচিত সঙ্গীত ও যাত্রাপালা ঃ সাধন সঙ্গীত, পল্লীসেবা, ব্রহ্মচারিণী, সাথী, পথ, সমাজ, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি।

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় (২৩।৮।১২৬৪ — ২৬।১।১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ ৬০. বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মৃত্যু ঃ কাশীধামে। পিতা ঃ মনীষী ভূদেব মুখো-পাধ্যায়, পিতামহ ঃ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। কন্যা ঃ মহিলা ঔপন্যাসিক অনুরূপা দেবী ও ইন্দিরা দেবী। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৭৪), হুগলী কলেজ থেকে বি. এ (১৮৭৯), এম. এ. (১৮৮১)। নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক (১৮৭৯), ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৮০), অবসর (১৯১৪)। রায়বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত (১৯১১)। কান্য-কুব্জে সংস্কৃত চর্চা পুনঃপ্রবর্তনের উদ্দেশ্যে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠাতা। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে হিন্দী ভাষার জন্য ভূদেব মেডেলের প্রবর্তক। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী। পুত্রের স্মৃতি-রক্ষার্থে 'সোমদেব সৎকর্ম ভাণ্ডার' এর প্রতিষ্ঠাতা, গোকুণ্ড সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক ঃ এডুকেশন গেজেট। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সদালাপ ৪ খণ্ড, নেপালী ছাত্র, ভূদেব চরিত ৩ খণ্ড, আমার দেখা লোক, অনাথবন্ধু (১৮৯৫), শ্রীরাম চরিত্রের আলোচনা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, 'কবিকঙ্কণ (আঃ ১৫৪৭—?)। জন্ম ঃ দামিন্যা, বর্ধমান। পিতা ঃ হৃদয় মিশ্র। মিশ্র নবাবদত্ত উপাধি। বর্ধমান অঞ্চলে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে অরাজকতার সময়ে সপরিবারে দামিন্যা ত্যাগ করে পদব্রজে অতিকষ্টে মেদিনীপুর জেলার আরড়া গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়প্রাপ্ত এবং বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পরে রঘুনাথের রাজত্ব-কালে তাঁর অনুরোধে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা। কাব্যের রচনাকাল ঃ ১৫৪৪ বা ১৫৭৭ খ্রীঃ। গতানুগতিক কাহিনী সত্ত্বেও মধ্যযুগের রাঢ়-বঙ্গের বাস্তব সমাজচিত্রণ, গভীর সমাজ-বোধ, তীব্র পর্যবেক্ষণ শক্তি, চরিত্র-নির্মাণের দক্ষতা, সূক্ষ্ম কৌতুক রসের প্রকাশ, জীবনরস রসিকতা, বর্ণনা নৈপুণ্য, নাট্যগুণ, গল্পরস প্রভৃতি গুণের জন্য কাব্যটি মধ্য-যুগীয় কাব্যের মধ্যে উচ্চ স্থানের অধিকারী এবং বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিগণিত। জীবনরসরসিক কবি হিসাবে খ্যাত। রচনা ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। কাব্যটি কবি কঙ্কণ চণ্ডী নামেও পরিচিত।

মুকুন্দলাল গোস্বামী, ভক্তি শিরোমণি (১১।১১।১৩০৭—৮।১১।১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস ঃ পঞ্চসার, বিনোদপুর, বিক্রমপুর, ঢাকা। নিবাস ও মৃত্যু ঃ বঙ্কিম-পল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণা। বল্লভ চৈতন্য গোস্বামীর বংশধর। পিতা ঃ লালবিহারী গোস্বামী, মাতা ঃ নগেন্দ্রকুমারী। ম্যাট্রি-কুলেশন পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য শিক্ষা অসম্পূর্ণ। বৈষ্ণবীয় সাধনা ও বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চায় জীবন অতিবাহিত। হিমাদ্রি, প্রাণগৌর

ও অন্যান্য ধর্মীয় পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রীগৌরগদাধরতত্ত্ব (১৩৪৬), গৌরলীলাকীর্তন (পালানাটিকা—১৩৩৯), শ্রীশ্রীবৈষ্ণবসাধন পদ্ধতি (১৩৪২), শ্রীশ্রী-যুগলার্চন পদ্ধতি (১৩৬৮)।

মুকুন্দলাল ঘোষ। সম্পাদক : মাসিক আনন্দলবেড়িয়া (নদীয়া-১৩০৪)।

মুকুল গুহ (৪।১।১৯৩৯—)। জন্ম : মৈমনসিংহ, টাঙ্গাইল। নিবাস : ১/৭, মানিকতলা, এম. আই. জি. গভঃ হাউসিং এষ্টেট, ভি. আই. পি. রোড, কলিকাতা—৫৪। সাংবাদিক, অনুবাদক—কবি। প্রকাশিত কাব্য : হে নীল পৃথিবী (১৯৫৭), একটি সূর্যের জন্য (১৯৬০), কণ্ঠস্বর (১৯৬৩), অনুক্ষণ স্বদেশ যাত্রায় (১৯৭০) ইত্যাদি।

মুকুল দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ফুটবলের আইন কানুন।

মুকুল ভট্টাচার্য। জন্ম : ২৪৮, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোড্, হাওড়া। পিতা : শঙ্কর প্রসাদ ভট্টাচার্য। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে চাকুরিরত। সত্যযুগ, ক্রান্তিক, ঋক্, গ্রেট্ বেঙ্গল, জেলাবার্তা, প্রত্যয়, নৈবেদ্য, চলন্তিকা, পয়গম, সৌভ্রাতৃক, ঝংকার বুলবুল, ধরা প্রগতি, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় ছোটগল্প ও কবিতা লেখক। চিত্রাঙ্কনে দক্ষ। প্রকাশিত কাব্য : লালের ডালি, মস্ত ঘরের দরজা, নীল ঘুমায় নি এখনো।

মুকুল রায় (১৪।৪।১৩৪০ বঙ্গাব্দ—) ছদ্মনাম : কমলেশ রায় চৌধুরী। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস : মজিলপুর, রায়পাড়া, জয়নগর, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস : ৬, ভোলানাথ কুণ্ডু লেন, কলিকাতা—৫। পিতা : নলিনী মোহন রায়, মাতা : গৌরী বালা। মজিলপুর জে. এম্. ট্রেনিং স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৯), কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৫), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৫৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬২)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাঙ্গালা অনুবাদ বিভাগের সহকারী অনুবাদক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সদস্য। সম্পাদক : আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদ, উত্তর রবি, দেশ, পরিচয়, চতুষ্কোণ, নতুন পরিবেশ কালান্তর, প্রবাসী, প্রভাত, নিশান, দিশারী, স্বাক্ষর, পূবর্শা, নন্দন, বাংলাদেশ, লালদীঘি, সীমান্ত, সমকাল প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : এই আবর্ত (১৯৬২)। ছোটগল্প : উলুবনের রঙ্ (১৯৭২), আলোয় অন্ধকার।

মুক্তারাম নাগ (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম : মুসুর দিয়া, কিশোরগঞ্জ মৈমনসিংহ। রচনা : দুর্গাপুরাণ (১১৮০ বঙ্গাব্দ), কালী পুরাণ, পদ্মপুরাণ।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ (?—১।৪।১৮৬০)। জন্ম : মলয়পুর, হুগলী। পিতা : রামমোহন। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র (১৮৩৬-৩৯)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী। হিন্দু কলেজ সংলগ্ন পাঠশালার পণ্ডিত (১৮৪০), হিন্দু কলেজের জুনিয়ার পণ্ডিত (১৮৪১)। কলিকাতা মাদ্রাসার বাঙ্গালা শ্রেণীর পণ্ডিত (১৮৪৩—৬০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : আরবীয় উপাখ্যান ৫ খণ্ড (১৭৭৫—১৭৭৯ শকাব্দ), অপূর্বোপাখ্যান (সচিত্র, ১২৫০ বঙ্গাব্দ), হিতোপদেশ (১২৬৭), নূতন অভিধান (১৭৭৮ শকাব্দ)। সম্পাদিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রী হরিভক্তিবিলাস (সটীক—১৭৬৭ শক), শব্দাম্বুধি (১৭৭৫ শক), বেণীসংহার (১৯১২ সংবৎ। অমরার্থ দীধিতি (১২৬৩), অন্নদা

মঙ্গল (সচিত্র—১৮৫১), শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ।

মনুস্তারাম সেন (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ দেবগ্রাম, (বর্তমান নাম ঃ আনোয়ারা), চট্টগ্রাম। পূর্বনিবাস ঃ রাঢ় অঞ্চলে। পিতা ঃ মধুরাম সেন। রচনা ঃ সারদামঙ্গল (১৭৪৭ খ্রীঃ)।

মুক্তিপদ দে (২।৬।১৯৪০—)। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস ঃ বোলপুর, বীরভূম। পিতা ঃ কৃষ্ণগতি দে, মাতা ঃ দুর্গারাণী। বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল ও বোলপুর কলেজ থেকে বি. কম. পাশ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগে কর্মরত (১৯৬৬—)। বক্রেশ্বর টুরিষ্ট লজ্, মালবাজার (ডুয়ার্স) টুরিষ্ট সেন্টার, কালিম্পঙ্ টুরিষ্ট লজ ও বর্তমানে দুর্গাপুর টুরিষ্ট লজের ম্যানেজার। বঙ্গলক্ষ্মী (কলিকাতা), শারদীয় 'রাঢ় বাঁকুড়া' ও বীরভূমের বিভিন্ন পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তীর্থময় বীরভূম (পঞ্চ সতীপীঠ ও তারাপীঠ প্রসঙ্গ—১৯৮০), তীর্থময় বীরভূম (বৈষ্ণবতীর্থ প্রসঙ্গ—১৯৮২)।

(ডঃ) মুজতবা আলী, সৈয়দ (১৩।৯।১৯০৪—১১।২।১৯৭৪)। ডাকনাম ঃ সিতারা, সিতু। ছদ্মনাম ঃ মুসাফির, ওমর খৈয়াম, প্রিয়দর্শী, রায় পিথৌরা, সত্যপীর, টেকচাঁদ। জন্ম ঃ করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট (বর্তমানে কাছাড়, আসাম)। মৃত্যু ঃ ঢাকায়। পিতা ঃ খান বাহাদুর সৈয়দ সিকন্দার আলী, মাতা ঃ আয়তুল মান্নান খাতুন, পত্নী ঃ রাবেয়া আলী। সুনামগঞ্জ পাঠশালা (১৯০৮, মৌলবীবাজার সরকারী হাইস্কুল (১৯১৫) ও শ্রীহট্ট সরকারী হাইস্কুলে (১৯১৮) অধ্যয়নের পর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ছাত্র হিসাবে পাঁচবৎসর (১৯২১—২৬) অধ্যয়ন করে বিশ্বভারতীর স্নাতক। পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন (১৯২৭)। কাবুলে কৃষিবিজ্ঞান কলেজে সাধারণ বিষয়ের অধ্যাপক (১৯২৭—২৯)। জার্মান প্রতিষ্ঠান থেকে মাসিক ১৫০্ বৃত্তিলাভ করে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে "The origin of the khozhas and their religious life to-day" নিবন্ধের জন্য পি. এইচ্. ডি. উপাধি প্রাপ্ত। মাঝে কিছুকাল প্যারিস ও লণ্ডনে অধ্যয়ন (১৯৩০)। কলিকাতায় পিতামাতার সঙ্গে বাসের (১৯৩৩—৩৪) পরে কায়রোতে আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন (১৯৩৪—৩৫)। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে বরোদার মহারাজা কর্তৃক বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। বরোদায় অধ্যাপনা (১৯৩৬—৪৪)। মহারাজার মৃত্যুর পর বরোদা ত্যাগ করে কলিকাতায় ৫নং পার্ল রোডে বন্ধু আবু সৈয়দ আইয়ুবের সঙ্গে বাস। বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৪৯)। কলেজ ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ ও পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পুস্তিকা প্রকাশের ফলে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের বিরাগভাজন হওয়ায় কলিকাতায় আগমন ও ভারতীয় নাগরিকত্বগ্রহণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯৫০)। দিল্লীতে ভারত সরকারের Indian Council for Cultural Relations-এর সেক্রেটারী। দিল্লীতে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর কর্মী (১৯৫২-৫৪)। কটকে রেডিওর ষ্টেশন ডিরেক্টর (১৯৫৪—৫৫)। পাটনায় ষ্টেশন ডিরেকটর (১৯৫৫—৫৬)। বিশ্বভারতীর প্রথমে জার্মান ও পরে ঐসলামিক সংস্কৃতির অধ্যাপক (১৯৫৬—৬৪)। বোলপুরে বাস (১৯৬৪—৬৭). কলিকাতায় বাস (১৯৬৭—৭২)। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ডেসডেন, ভেনিস, লজান, লুৎসেন, লেকেন,

জুরিখ ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণকারী। ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, ইংরাজী, আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি ১৫টি ভাষায় পারদর্শী। মোহম্মদী পত্রিকায় প্রথম রচনা 'মিশরের শিক্ষায়তন' প্রবন্ধ প্রকাশিত (১৩৪২)। আনন্দবাজার পত্রিকায় সত্যপীর ও টেকচাঁদ নামে 'কলম' লেখক। রায় পিথোরা ছদ্মনামে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার লেখক। প্রথম গ্রন্থ 'দেশে বিদেশে' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত (মার্চ ১৯৪৮—)। গল্প উপন্যাস রম্য রচনা ও ভ্রমণ কাহিনী লেখক। রম্য-রচনার জন্যই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। বৈঠকী চালে সরস কৌতুকাশ্রিত ভঙ্গীতে জ্ঞানবিজ্ঞান ইতিহাস, শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে গভীর আলোচনা, সম্প্রদায় নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিভঙ্গী, পাণ্ডিত্য, সহজ মানবপ্রীতি, বিভিন্ন ভাষার শব্দ সমবায়ে সদাজাগত কৌতুকে দীপ্তিময় কথ্যচালের গদ্যভাষা, বৈষ্ণব পদাবলী প্রীতি, উপন্যাসেও অগোছালো শিথিল ভঙ্গী রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ভাষাভঙ্গীর জন্য বঙ্গসাহিত্যে স্মরণীয়। প্রকাশিত গ্রন্থঃ উপন্যাস ঃ অবিশ্বাস্য (১৯৫৩), শবনম্ (১৩৬৭), শহর ইয়ার (১৯৬৯), তুলনাহীনা (১৩৮১)। গল্প ঃ চাচা কাহিনী (১৩৫৯), টুনি মেম (২টি বড় গল্প, চেখফের জীবনী, চেখফের একটি গল্প ও একটি নাটকের অনুবাদ—১৩৭০)। রম্য রচনা ঃ পঞ্চতন্ত্র ১ম (১৩৫৯), ময়ূরকণ্ঠী (১৩৫৯), ধূপছায়া (১৩৬৪), দ্বন্দ্ব মধুর (১৩৬৪), পঞ্চতন্ত্র ২য় (১৯৬৬), চতুরঙ্গ, দু হারা (১৩টি রম্য রচনার সংকলন—১৯৬৬), ভবঘুরে ও অন্যান্য (১৯৬২)। রাজনীতি বিষয়ক ঃ রাজা উজীর (১৩৭৬), কত না অশ্রুজল (২য় মহাযুদ্ধে নিহত ও আহত সৈনিকদের পত্রাবলীর মাধ্যমে হিটলার ও নাৎসী জার্মানী সম্পর্কে—১৩৭২), পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় (১৩৮২), হিটলার (১৩৭৭)। অনুবাদ ঃ প্রেম (রুশ লেখক নিকোলাস চেখকফের অনুবাদ—১৯৬৫)। ভ্রমণ ঃ দেশে বিদেশে (১৩৫৬), জলে ডাঙায় (১৩৬৩)। মুসাফির (১৩৭৮)। চরিত্রচিত্রণ ঃ বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে—১৩৭২)। সংকলন ঃ শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৬৮), বহুবিচিত্র (১৩৬৯), হাস্যমধুর (১৩৭৩), পছন্দসই (১৩৭৪)। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ঃ বিদেশে (দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত—১৯৭১), বাংলা-দেশ ও উভয় বাঙলা (ঐ—১৯৭২)।

মুজফ্ফর আহমদ (৫।৮।১৮৮৯—১৮।১২ ১৯৭৩)। ছদ্মনাম ঃ দ্বৈপায়ন। জন্ম ঃ মুসার পুর, সন্দ্বীপ, নোয়াখালি (অধুনা চট্টগ্রাম)। মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ মনসুর আলি, মাতা ঃ চুনা বিবি। নোয়াখালি জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯১৩)। হুগলী মহসীন কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজে এফ্. এ. ক্লাসে অধ্যয়ন। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যুক্ত (১৯১৬)। রাইটার্সের ছাপাখানার কর্মী। মুসলমান সাহিত্য সমিতির কর্মী ও অন্যতম সম্পাদক (১৯১৮)। কাজী নজরুল ইসলামের সহযোগিতায় গণশক্তি পত্রিকার প্রকাশক। বিপ্লবাত্মক রচনা প্রকাশের অপরাধে ও রাজনৈতিক কর্মের জন্য বহুবার কারাদণ্ডিত (১৯২৩—৬৪)। শ্রমিক কৃষক দলের সঙ্গে যুক্ত (১৯২৫)। এ আই. টি. ইউ. সির অন্যতম সহ-সভাপতি (১৯২৮)। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ডিত (১৯২৪—৩৩)। ভারতরক্ষা আইনে কলিকাতা থেকে বহিষ্কৃত (১৯৪০), পুনরায় কারাদণ্ডিত (১৯৪৮, ১৯৬২—৬৪)। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সির অন্যতম উদ্যোক্তা, গণশক্তি প্রেসের

সংগঠক, কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য, ভারতের কমিউনিষ্ট্ পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সারা ভারত কৃষক সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯৩৬), বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সভাপতি (১৯৩৭—৪৩)। পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিষ্ট্ পার্টির সম্পাদক (১৯৫১—৫২)। কমিউনিষ্ট্ পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান। সম্পাদক : গণবাণী (১৯২৬)। প্রকাশিত গ্রন্হ : কৃষক সমস্যা (১৯৫৪) কাজী নজরুল প্রসঙ্গে (১৯৫৯)। প্রবাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন (১৯৬১), আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের সাথী (১৯৬৬), আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ (১৯৬০), প্রবন্ধ সংকলন।

মুজাফ্ফর আলি বি. এ.। প্রকাশিত গ্রন্হ : জ্ঞানবিজ্ঞান জগতে মুসলিম কীর্তি।

মুজিবর রহমান চৌধুরী (১২৭৬—১৩। ১।১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : নীলমণিপুর, বসিরহাট, ২৪ পরগণা। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সাংবাদিক। স্বদেশী আন্দোলনের নেতা। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী। কর্মাধ্যক্ষ : মুসলমান পত্রিকা (১৯০৬)। সম্পাদক : মুসলমান পত্রিকা।

মুজিবর রহমান ফুলপুরী। জন্ম : ফুলপুর, মৈমন সিংহ। সম্পাদক : চাষী (১৯৩৭)।

মুজিবর রহমান মুহম্মদ (?—১৯৪০)। প্রকাশিত উপন্যাস : আনোয়ারা (১৩২১)।

মুজিবর রহমান মৌলভী (১৯০৭—২১। ৮।১৯৪০)। জন্ম : চক্ আলমপুর, মালদহ। প্রকাশিত গ্রন্হ : অন্ধকূপহত্যা রহস্য, সিরাজদ্দৌলার কলঙ্কমোচন, Indian History Reconstructed

মুজিবর রহমান বিশ্বাস (১৯২৫—)। জন্ম : লক্ষ্মীকুঞ্জ, পাবনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. পাশ। জামতৈল ধোপাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্হ : মহাপ্রাণ আবুল কালাম আজাদ, উপনিষদের দার্শনিক মর্ম ও অন্যান্য আলোচনা (১৯৭৯), নজরুল (১৯৮৩), কঙ্কাবতী কন্যা, মার্কসবাদ ও প্রাসঙ্গিক কথা, বাংলাদেশের দর্শনের মুক্তি, দীপান্বিতা, কৃষি ও কৃষক সমস্যা, মানবযাত্রা।

মুজীবর রহমান খাঁ। জন্ম : মাদার গঞ্জ, ময়মনসিংহ। বাংলাদেশের বাংলা একাডেমির অফিসার। প্রকাশিত গ্রন্হ : জীবনী : হযরত রাবেয়া বসরী (১৯৬৪), হজরত আলী (১৯৬৮)। অনুবাদ : ঈদের পয়গাম (১৯৬২), সহস্র হাদীস (১৯৬৪), স্যার সৈয়দ আহমদের পত্রাবলী (১৯৬৭), স্যার সৈয়দ আহমদের রচনাবলী (১৯৬৮), স্যার সৈয়দ আহমদ (১৩৭৫), সিনহাজল আবেদীন (১৩৭৫), বিপ্লবী নবী (১৩৭৫)।

মুজীবর রহমান খাঁ (১৯১০—)। জন্ম : উলুটিগ্রাম, ময়মনসিংহ। সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্হ : পাকিস্তান, বিলাতে প্রথম ভারতবাসী, সাহিত্যের সীমানা (১৩৭৪)।

মুনতাসীর মামুন (২৫।৫।১৯৫১—)। জন্ম : ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম্. এ. (১৯৭২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। লেখক শিবির পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্হ : প্রবন্ধ : উনিশ শতকের ঢাকার থিয়েটার (১৩৮৬), ঢাকা প্রকাশ ও পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৩৮৪), ইতিহাসের মুক্তি (১৩৭৭), বিশপ হেবাবের চোখে বাংলাদেশ (১৯৭৪), ইতিহাস কোষ (সরদার ফজলুর করিমের সঙ্গে)। শিশু সাহিত্য : তিতুমীর ও দুদুনিয়া (১৩৮৮),

ঢাকার কথা (১৩৮৭), গল্পবলি (১৩৭৭), দ্বীপ দ্বীপান্তর (১৩৮৪), ডেনমার্কের গল্প (১৯৭৬)। অনুবাদ ঃ আউটসাইডার (আলবেয়ার কামু্য, ১৩৯০), আতংকের দ্বীপ (এইচ. জি. ওয়েলস—১৯৭৯), ভয়াল উপত্যকা (কোনান ডয়েল, ১৯৮০)।

মুন্সি গোলাম কাদের (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক ঃ মাসিক সম্মিলনী (মাগুরা, ১২৯৪)।

মুন্সি মহম্মদ বরকত উল্লা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সমাজ সংস্কার (দিনাজপুর, ১৩২২)।

মুনীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতোচ্ছ্বাস (১৯০১)।

মুনীন্দ্র দেবরায় (২৬।৮।১৮৭৪—২০।১১। ১৯৪৫)। জন্ম ঃ হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার গড়-বাটীতে রাজ পরিবারে। হুগলী কলেজ ও সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। সমাজ সেবী। বড়লাটের মজলিসে আমন্ত্রিত (১৮৯৯)। সমাজ সেবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সিলভার জুবিলি মেডেল ও করোনেশন মেডেল প্রাপ্ত। হুগলী জেলা বোর্ডের সদস্য (১৯০২—), হুগলী জেলা ও শ্রীরামপুর মহকুমা জেলের বেসরকারী পরিদর্শক। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান (১৯২৯ থেকে ১১ বৎসর)। এই সময়ে তিনটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, অপর কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অর্থ সাহায্যকারী। হুগলী ঐতিহাসিক গবেষণা সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক, পাবলিক লাইব্রেরী এন্‌কোয়ারী কমিশনের চেয়ারম্যান, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিচার ও কারা বিভাগের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য। ইংরাজী দৈনিক The Eastern Voice ও সাপ্তাহিক The United Bengal-এর পরিচালক, কিছুকাল পাঠাগার ও পূর্ণিমা মাসিক পত্রিকার অন্যতম পরিচালক। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত The Indian Library ও কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি। স্পেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকারী, স্বদেশে প্রত্যাগত (২৬।৬।১৯৩৫)। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ভ্রমণ (১৯৩৮) এবং চেরিটন শাখা গ্রন্থাগারে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা দান। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় ২০টি গ্রন্থের রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হুগলী কাহিনী, সিংহল দ্বীপ, দক্ষিণভারত, উত্তর ভারত, মথুরা বৃন্দাবন, Beneras and Sarnath, Current Problems, Decadence of Rural Bengal, Delhis' Past and Present, Bansberia Past and Present, Saptagram, Pandua, Tribeni, Hugli under Mughals, History made by Rivers প্রভৃতি।

মুনীন্দ্র নাথ ঘোষ (১৮৮৬—১০।২। ১৯৫৮)। আদি নিবাস ঃ লড়াইল, যশোর। কলিকাতা কাষ্টমসের প্রথম ভারতীয় কেমিক্যাল পরীক্ষক। কবি ও ঔপন্যাসিক। সম্পাদক ঃ মাসিক কায়স্থ পত্রিকা, সাপ্তাহিক দুন্দুভি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কৌতুক, সুরূপা, বৌভাত, বিয়ের বাঁধন, স্মৃতিপূজা, বঙ্গবধূ, শান্তিকুটির, জন্মভূমি, মুক্তির আলো প্রভৃতি।

মুনীন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী (৯।৭।১৮৭৬ —?)। মৃত্যু ঃ কলিকাতায় বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটের বাসভবনে ৭৯ বৎসর বয়সে। পিতা ঃ ডাঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, পিতামহ ঃ যদুনাথ সর্বাধিকারী, অগ্রজ ঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, পুত্র ঃ মৃণাল সর্বাধিকারী ও প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ মৃগেন চন্দ্র সর্বাধি-

কারী। হিন্দু প্রেট্রিয়ট পত্রিকার কর্ণধার, জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বসুমতী ও অন্যান্য প্রত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জলপ্লাবন, শুভেন্দুর কলঙ্ক, নবতারা, নবীনের সংসার, প্রবাসীর প্রত্যাগমন, দেশের বড়দা, হালদার বাড়ী, মিলনতীর্থ, সবিতারাধনা (নাটক), নিয়োগী শশী, সাতভাই চম্পার দার্জিলিং, পাঁচ ইয়ার, কুঞ্জলাল, জাতিরক্ষা, শিক্ষা বিস্তার, প্রফুল্ল, নির্মাল্য প্রভৃতি। কাব্য ঃ মণিকণা, মানস কুঞ্জ, মানস সরোবর, মুরজ মুরলী, হৃদয় লহরী, মুক্তির খেয়া, সোনার বাঁধন, শুভকর্মে (গদ্যে ও পদ্যে) প্রভৃতি। ইংরাজী ঃ Pulsation (কাব্য), Rambling Thought. সম্পাদক ঃ দৈনিক চন্দ্রিকা।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫—×।১২। ১৯৭১)। আদি নিবাস ঃ গোপাইর বাগ, রামগঞ্জ, নোয়াখালি। জন্ম ঃ মানিকগঞ্জ, ঢাকা। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এস্. সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ., ইংরাজীতে এম্. এ (১৯৪৭), বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৫৪), আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম্. এ. (১৯৫৭)। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক (১৯৫০), বাঙ্গালা বিভাগের প্রফেসর ও অধ্যক্ষ। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করায় কারাদণ্ডিত। কারাবাসকালে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে বাঙ্গালায় এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মুক্তি যুদ্ধের সময় পাক ফৌজ অল্‌বদর বাহিনী কর্তৃক ধৃত ও নিখোঁজ (১০।১২।১৯৭১)। বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও বাগ্মী। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও সংকলন গ্রন্থে বহু সংখ্যক ছোটগল্প প্রকাশিত। সাহিত্যকর্মের জন্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২) এবং দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ রক্তাক্ত প্রান্তর (১৩৬৮), চিঠি (১৯৬৬), কবর (১৩৬৭), পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য, দণ্ডকারণ্য (১৯৬৭)। অনুবাদ নাটক ঃ কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭), রূপার কৌটা (১৯৬৯), মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০), ওথেলো (মৃত্যুর পর অগ্রজ জনাব কবীর চৌধুরী কর্তৃক সমাপ্ত, প্রকাশ—১৯৮১)। প্রবন্ধ ঃ মীর মানস (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০), বৈদেশী (১৯৭৮)।

মুনীর সিরাজ। নিবাস ঃ বিক্রমপুর, ঢাকা। চিকিৎসক,—কবি। উন্মেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের প্রাক্তন সম্পাদক ও বর্তমান সদস্য। বাংলাদেশ লেখক শিবির প্রদত্ত হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত কাব্য ঃ বিরুদ্ধ স্রোতে যাত্রা (১৯৭৬)।

মুনীরুজ্জমান ইসলামাবাদী (১৮৭৪—১৯৫০)। জন্ম ঃ আড়ালিয়া, চট্টগ্রাম। রাজনীতিবিদ্‌—প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ ঃ ভারতে মুসলমান সভ্যতা (১৯১৪), ভারতে ইসলাম প্রচার, আওরঙ্গজেব, খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া (১৯১৬), তুরস্কের সুলতান (১৯১৮), মুসলমানের অভ্যুত্থান, সমাজ সংস্কার, খগোল শাস্ত্রে মুসলমান, কোরানে স্বাধীনতার বাণী। অনুবাদ ঃ জীবন বীমা।

মুন্সী ময়েজ উদ্দিন। ছদ্মনাম ঃ সুফী মধুমিয়া। জন্ম ঃ বেতোড় গ্রাম, হাওড়া।

বহু সাময়িক পত্রের লেখক। সম্পাদক ঃ প্রচারক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মধু সঙ্গীত, হজরত মহম্মদ, তুরস্কের ইতিহাস, ইসলাম।

মুফাখ্‌ খারুল ইসলাম (১।৫।১৯২১—) জন্ম ঃ বেনীমাধব গ্রাম জাহিদগঞ্জ ময়মনসিংহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্‌. এ. (১৯৫০)। বিভিন্ন সরকারী কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ হে পাক ফৌজ (১৯৪৮)। নাটক ঃ মুরশিদ (১৯৫১), আর্তনাদ (১৯৫৮), আশ্রিত (১৯৫৯), ঈদের খুশী (১৩৭০), বয়াতি (১৯৭০)।

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য (২৪। ৪।১৮৬৪—৩০।১১।১৯৩৩)। জন্ম ঃ খাটুরা, ২৪ পরগণা। মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ সেকালের বিখ্যাত কথক ধরণীধর শিরোমণি, পিতৃব্য ঃ প্রথম বিধবাবিবাহকারী (৭।১২। ১৮৫৬) শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বিদ্যালয় বিভাগ থেকে প্রবেশিকা (১৮৮৫), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৮৯), সংস্কৃত কলেজ থেকে এম্‌. এ. (১৮৯০) উত্তীর্ণ, বিদ্যারত্ন উপাধি-প্রাপ্ত। কটক র‍্যাভেনশ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক (১৮৯১), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৯০৩), সহকারী অধ্যক্ষ (১৯১০), অধ্যক্ষ (১৯১৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রাকৃত ভাষার অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯২০—৩২)। বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের (বর্তমানে মুরলীধর বালিকা মহাবিদ্যালয় ও মুরলীধর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠাতা। সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের যোগ্য উত্তরাধিকারী। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যাটেল প্রস্তাবিত অসবর্ণ বিবাহ বিলের সমর্থনে আন্দোলনের নেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নূতন প্রণালীতে বর্ণমালা শিক্ষার জন্য 'বাঙ্গালা অক্ষর পরিচয়', হেমচন্দ্রের প্রাকৃত অভিধানে দেশী নামমালার নূতন সংস্করণ 'দেশী নামমালা', A Genetic History of the problems of philosophy (মৃত্যুর পর প্রকাশিত—১৯৩৫)।

মুর্তজা বশীর (১৭।৮।১৯৩২—)। জন্ম ঃ রমনা, ঢাকা। আর্টস কলেজ থেকে ফাইন আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৫৪)। অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগের প্রফেসর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছোট গল্প ঃ কাঁচের পাখীর (১৯৬৯)। কাব্য ঃ ত্রসরেণু (১৯৭৫), তোমাকেই শুধু (১৯৭৯)। উপন্যাস ঃ আলট্রামেরিন (১৯৭৯)।

মুরারি গুপ্ত (১৫শ/১৬শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ শ্রীহট্ট। পিতা ঃ অচ্যুতানন্দ গুপ্ত। বিদ্যাশিক্ষার জন্য শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে সমাগত। শ্রীচৈতন্যের জীবনী কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম' বা 'মুরারির কড়চা'র রচয়িতা। বাঙ্গালা ভাষায় মুরারি রচিত কয়েকটি বৈষ্ণব পদ পাওয়া যায়।

মুরারি চক্রবর্তী। সংগীতজ্ঞ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ রাগ ও বাণী (১৩৬৮)।

মুরারি চন্দ্র গুপ্ত। জন্ম ঃ সাত গাঁও, শ্রীহট্ট। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অক্রুরের রায়, অবরোধ।

মুরারি দাস। জন্ম ঃ রোহিণী গ্রাম, মেদিনীপুর। রচনা ঃ শ্রীশ্রী বিন্দুপ্রকাশ (১৬২৮ শক)।

মুরারি মোহন বিট। নিবাস ঃ চারিচারা-পাড়া, নবদ্বীপ। পিতা ঃ প্রসন্ন কুমার বিট। গোয়েন্দা কাহিনী লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গিরিগুহার রহস্য, অদৃশ্য বিচারক,

লালনশাহ ও লালনগীতিকা (১৯৬৮), বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায় (১৯৬৮), বাংলা সাহিত্যের একটি হারানো ধারা (১৯৭০), উত্তরবঙ্গে ইসলাম প্রচারের গোড়ার কথা, হযরত শাহ মখদুম ও তাঁর সঙ্গিগণ (১৯৭০), বাংলা সনের জন্মকথা (১৯৭৭), উত্তরবঙ্গে সাহিত্যসাধনা ঃ আদি ও মধ্যযুগ (১৯৭৫)।

মুহম্মদ আবেদ (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ ফরিদপুর, বাংলাদেশ। সম্পাদক ঃ চন্দ্রাবলী (১২৮১)।

মুহম্মদ আলিমুদ্দিন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তারাবতী মনোহর (১৮৯৬)।

মুহম্মদ আলি সৈয়দ (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ গোলাবাড়ী, হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দিলফেরের পিয়ার জাহান (১২৯৯)।

মুহম্মদ আলী মৃধা (১৯।৭।১৯৩১—)। জন্ম ঃ হাওড়া জেলায়। বাংলাদেশবাসী। প্রকাশিত কাব্য ঃ অশান্ত ভাবনার অরণ্যে (১৯৮০), শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়া (১৯৭৯)।

মুহম্মদ আহমদ কাজি। জন্ম ঃ শ্রীহট্টের ৪৪ পরগণার দুর্লভপুরে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীহট্টদর্শন।

মুহম্মদ ইক্‌হাক্‌ মুন্সি (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাও খরিদ পাহালওয়ান (১২৮৭)।

মুহম্মদ ইদ্রিস। জন্ম ঃ রঙ্‌পুর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্যামসুন্দর পরিমালা (১৩১৯)।

মুহম্মদ ইসমাইল। জন্ম ঃ দুর্গাবাড়ী, কুমিল্লা। সম্পাদক ঃ যুবক বন্ধু (কুমিল্লা, ১৩২২)।

(ডঃ) মুহম্মদ এনামুলহক (১৯০৬—১৬। ২।১৯৮২)। জন্ম ঃ বখতপুর, ফটিকছাড়া, চট্টগ্রাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্য এম্‌. এ. ও পি. এইচ্‌. ডি. (১৯৩৪)। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান—জগন্নাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য, বাংলা একাডেমি ও অধুনালুপ্ত কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রাক্তন পরিচালক। গবেষক ও কবি। গবেষণার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ আবাহন, ঝর্ণা ধারা (১৯২৮)। গবেষণা মূলক ঃ চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ (১৯৪৩), বাংলা ভাষার সংস্কার (১৯৪৮), পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম (১৯৪৮), আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য (মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সহ), বঙ্গে সুফী প্রভাব, মুসলিম বাংলা সাহিত্য (১৯৫৭), মণি মঞ্জুষা ১ম (১৯৭৪), ঐ ২য় (১৯৭৬)। ভ্রমণবিষয়ক ঃ বুলগেরিয়া ভ্রমণ (১৯৭৮)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ অস্‌-সব-উল-মু-অল্লকাত (১৯২৮), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারক গ্রন্থ (কবীর চৌধুরী সহ-১৯৬৯)।

মুহম্মদ ওমর। জন্ম ঃ কুষ্ঠিয়া, নদীয়া (অধুনা বাংলাদেশ)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ চৌদ্দ উজির (১৩০৩)।

(ডঃ) মুহম্মদ কুদরত এ-খোদা (১৯০০—১৯৭৮)। জন্ম ঃ সাডগ্রাম, বীরভূম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্‌. এস্‌. সি. (১৯২৪), পি. আর্‌ এস্‌। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস্‌. সি (১৯২৯), ডি. আই সি (১৯২৯)। প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। পাকিস্তান সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পবিত্র কোরানের কথা, বিজ্ঞানের সরল কাহিনী, বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী, বিজ্ঞানের সূচনা,

বিচিত্র বিজ্ঞান (১৩৭১), জৈব রসায়ন ৪ খণ্ড (১৯৫৬), যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প. পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প সম্ভাবনা (১৩৭১)।

মুহম্মদ কে চাঁদ। প্রকাশিত গ্রন্থ : মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস (১৯১৭)।

মুহম্মদ নূরুল হক (১৯০৭—)। জন্ম : দশঘর গ্রাম, বিশ্বনাথ, শ্রীহট্ট। সাংবাদিক। আল ইসলাম পত্রিকার প্রকাশক। প্রকাশিত গ্রন্থ : সংবাদপত্র সেবায় সিলেটের মুসলমান।

মুহম্মদ নূরুল হুদা (১৯৪৯—)। জন্ম : পূর্ব-পোকখালি গ্রাম, ককস্ বাজার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্. এ (১৯৭১)। বাংলা একাডেমির উপ-পরিচালক। যশোর সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : শোণিতে সমুদ্রপাত (১৯৭২), আমার সশস্ত্র শব্দবাহিনী (১৯৭৫), শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি (১৯৭৫), অগ্নিময়ী হে মৃণ্ময়ী (১৯৮০), আমরা তামাটে জাতি (১৯৮১). শুক্লা শকুন্তলা (১৯৮৩), নির্বাচিত কবিতা (১৯৮৪), যীসাস মুজিব (১৯৮৪)। প্রবন্ধ : শর্তহীন শর্তে (১৯৮০), লক্ষণ সংহিতা (১৯৮২)। অনুবাদ : পরিবর্তনের পথে (১৯৮০)।

মুহম্মদ বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাসু, মৌলভী। জন্ম : চট্টগ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ : বদরুল মসায়েল, বদরুল ইসলাম, বদরুল আনোয়ার, বদরুল মযারেফ, মহর্ষি মনসুর, শতোপদেশ প্রার্থনা, নমাজ।

মুহম্মদ বাবন। জন্ম : হাতিয়াগড়, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ : সুরতলাল বিবি।

মুহম্মদ বেলায়েত আলি। প্রকাশিত উপন্যাস : মিলন কুটির (১৯২১)।

মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া এম্. এ.। জন্ম : পাবনা। রাজশাহীর নওগাঁ কলেজের অধ্যাপক। গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, সাহিত্যশিল্পে বজলুর রশীদ।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (৩১।১।১৯০৪—) জন্ম : খলিলপুর গ্রাম, শুজানগর, পাবনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্ এ. (১৯২৮)। বিভিন্ন সরকারী কলেজের অধ্যাপক। অবসর প্রাপ্ত (১৯৫৯)। প্রবন্ধ গবেষণায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : ধানের মঞ্জুরী (১৯৩২), শিরনী (১৯৩৩), পয়লা জুলাই (১৯৩৪), আগরবাতি (১৯৩৬), শিরোপা (১৯৩৭), মুশকিল আসান। প্রবন্ধ : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা ১ম (১৯৬০), ২য় (১৯৬৪), ঐ ৩য় (১৯৬৬), ইরানের কবি। অনুবাদ : আওরঙ্গজেব। সম্পাদিত গ্রন্থ : হারামণি (পল্লী সঙ্গীত সংগ্রহ, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সহ—১৯৩০)।

ডঃ মুহম্মদ মুজিবর রহমান (১৯৩৭—)। জন্ম : বাবলাবোনা, রাজশাহী। এম্. এ., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এস, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. ও.। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : কুর আনের চিরন্তন মুজিয়া, আদি যুগের একটি পরিবার, সাহিত্যসেবী তসলিমুদ্দীন। শিশু-সাহিত্য : বটগাছের ভূত। জীবনী : ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিন, ইমাম নাসাঈ, মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ। অনুবাদ : ইসলামে ধর্ম নিরপেক্ষতা।

মুহম্মদ মুন্সি। জন্ম : কানপুর, ভূরশুট, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সহীদে

কারবালা (১২৮৯), নেজাম পাগলা (১২৭৩), কানুগাজী চম্পাবতী (১৩০২), ফয়সালে আহকাম (১৩১০), শাহে এম্‌নান চন্দ্রবান (১২৮৭), মালতী কুসুম মালা (১৩০২), বন্দি ও জুমার লড়াই (১৩১৮)।

মুহম্মদ মুন্সি। জন্মঃ হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উড়িয়ার নকল (১৩০০), হদ্দ মজার শ্বশুর বাড়ী (১৩১৭)।

মুহম্মদ মুন্সি (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শামনু রিমান (১২৯০)।

মুহম্মদ মোজাম্মেল হক, মুন্সি। জন্ম ঃ শান্তিপুর, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ এলাজ বাঙ্গালা ৩ খণ্ড (১২৯৮)।

মুহম্মদ মোহরুদ্দিন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গোল্‌বা বাহাবাম (১২৮৪)।

মুহম্মদ লুৎফর রহমান। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ পথহারা (১৩২৮)।

(ডঃ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১০।৭।১৮৮৫—১৩।৭।১৯৬৯)। জন্ম ঃ পেয়ারা গ্রাম, ২৪ পরগণা, মৃত্যু ঃ ঢাকা, বাংলাদেশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম্. এ. (১৯১২), প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. (১৯২৮), প্যারিসে ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। বিখ্যাত ভাষা-তাত্ত্বিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীর প্রধান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর। করাচীতে উর্দু উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান সম্পাদক। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রাইড্ অফ্ পারফরমেন্স সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ গবেষণামূলক ঃ বাংলা সাহিত্যর কথা (১৯৫৩)। ভাষাতত্ত্ব ঃ বাংলাভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৬৫), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা ব্যাকরণ (১৯৩৭)। প্রবন্ধ ঃ ইক্‌বাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৭), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), Essays on Islam (১৯৪৫)। Traditional Culture in East Pakistan (১৯৬৩)। গল্প ঃ রকমারী (১৯৩১)। শিশু সাহিত্য ঃ শেষ নবীর সন্ধানে। অনুবাদ ঃ রুবাইয়াৎ-ই-উমর খয়্যাম (১৯৪২), শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ (১৯৪২), অমরকাব্য (১৯৬৩)।

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (৮।১১।১৯৫৩—)। জন্ম ঃ পাকুল্লা, টাঙ্গাইল। অনার্স সহ বি. এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা (১৯৮৪)।

মুহম্মদ শাহদত আলী আনসারী (×।৫।১৯২৭—)। জন্ম ঃ ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমায় মাতুলালয়ে। টাকি গভর্নমেণ্ট্ স্কুলে পড়াশুনার (১৯২৮—৩৬) পরে প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (ক. বি.—১৯৩৭)। শিক্ষকতাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এ. (১৯৫৩), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. (১৯৫৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬৭) ও ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৭৬)। পিতার মৃত্যুর পর যশোরের স্থায়ী অধিবাসী (১৯৪০—)। দুটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক,—বর্তমানে একটি কলেজের অধ্যক্ষ এবং যশোর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের নৈশ বিভাগের অধ্যাপক। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বহু পত্রপত্রিকায় কবিতা, গল্প, রম্য রচনা, প্রবন্ধ ও উপন্যাস প্রকাশিত। রম্যরচনা ও প্রবন্ধ লেখক হিসাবে সমধিক খ্যাত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শ্রীমতীর রণভঙ্গ (রম্য রচনা), স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও

পরিবার পরিকল্পনা। মুন্সী মোহম্মদ মেহেরুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান।

মুহম্মদ সিদ্দিক খান (২১।৩।১৯২০—) জন্ম ঃ রেঙ্গুন, ব্রহ্মদেশ। পৈতৃক নিবাস ঃ ধুবড়িয়া, টাঙ্গাইল। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ, বি. এল্, এম্. এ.। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক। Social and Political Ideals of Islam গ্রন্থের জন্য রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের কেরী যুগ (১৯৬২), বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা (১৯৬২), Social and Political Ideals of Islam (রেঙ্গুন বিশ্ব—১৯৩৬)।

মুহম্মদ সিরাজুল হক্ (১।৪।১৯২৬ —)। জন্ম ঃ বামনী গ্রাম, লাভপুর, বীরভূম। পিতা ঃ মরহুম দাউদার রহমান, মাতা মরহুমা ছাতেমুন্নেসা। লাভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, লাভপুর যাদবলাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও বর্ধমান রাজ কলেজের ছাত্র। সরকারী কর্মচারী ও পরে শিক্ষাব্রতী। কবি ও প্রবন্ধকার ঃ মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক ইত্তেহাদ, সত্যযুগ, যুগান্তর, দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, নবকল্লোল, হিন্দু, কম্পাস, কথাবার্তা, সমকালীন, লোকশক্তি, মীযান, আহলে হাদিস, দুর্গাপুর বাণী, চন্দ্রভাগা, ময়ূরাক্ষী, বীরভূমি প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। সমাজ সংস্কারে অগ্রণী। বীরভূম সাহিত্য পরিষদ, সতীশ স্মৃতি সাংস্কৃতিক পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদক ঃ কমলাকান্ত স্মারক গ্রন্থ ও কবি নবীনচন্দ্র স্মরণিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পণপ্রথা উচ্ছেদের বাস্তব পন্থা।

মুহম্মদ হবিবুর রহমান। বাংলাদেশের প্রচার সচিব। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ যথাশব্দ।

মুহম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার (১৯০৬— ১৪।৪।১৯৮৩)। জন্ম ঃ গুতুমা, পরশুরাম, ফেণী, নোয়াখালি। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী (১৯৪৭–৫৪)। জেনেভায় বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনের সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবনী ঃ মরুভাস্কর, ওমর ফারুক (১৯৩১), আমীর আলী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কায়েদে আযম, সৈয়দ আহম্মদ, সলিলুল্লাহ, আগা খাঁ, মুহম্মদ মহসীন, মুহম্মদ আলী, পাক জীবন। ইতিহাস ঃ মিশর বিজয়, বন্দী বীর, হিরণ রেখা, রাজস্ব নীতি, পাকিস্তান, কবি ইক্‌বাল ও পাকিস্তান, ইতিহাসের আহবান। গল্প ঃ গুলিস্তার গল্প। প্রবন্ধ ঃ ওমর খৈয়াম, আমাদের সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, আবদুল করিম্ সাহিত্য বিশারদ, দিদারুল আলম, সাহিত্য সমিতির কথা, উত্তরাধিকার, শিক্ষা বিজ্ঞান, বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলন। বিবিধ ঃ কলম্বোর চিঠি, জেনেভা থেকে লিখছি।

মুহম্মদ হেদায়েতুল্লা। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ প্রদীপ ও চেরাগ (১৯১৭)।

(ডঃ) মুহাম্মদ ইব্রাহিম (১।১২।১৯৫৪ -) জন্ম ঃ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এস্. সি, ইংলণ্ডের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় পি এইচ্. ডি (১৯৭২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিজ্ঞান বর্ণালী (১৯৭৬), ডাঙায় জলে হাওয়ায় চলে (১৯৮০), পানি যাকে জীবন বলে জানি (১৯৮১), ধনেধান্যে (১৯৮১), মাছের মেলা (১৯৮২), বনে জঙ্গলে (১৯৮২)। অনুবাদ ঃ জাতি, সমাজ, বংশগতি (১৯৭৬)।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (৪।১১।১৯৫১—) জন্ম : চট্টগ্রাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণসংযোগ ও সাংবাদিকতায় এম্. এ. (১৯৭৮)। সাংবাদিক—প্রেস ইন্স্টিটিউটে কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন (১৯৮২)।

মৃগাঙ্ক রায়। প্রকাশিত কাব্য : সমুদ্র কন্যা (১৯৫২)।

(ডাঃ) মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র (২৭।৫।১৮৬৭—৬।১০।১৯৩৪)। জন্ম : বর্ধমান, মৃত্যু : কলিকাতায়। কলিকাতা থেকে এন্ট্রান্স পাশ করার পরে লাহোর মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ (১৮৯২)। প্রথমে মধ্যপ্রদেশে এসিষ্ট্যাণ্ট্ সার্জেনরূপে সরকারী চাকুরিপ্রাপ্ত, পরে কলিকাতা এজরা হাসপাতালে এসিস্ট্যাণ্ট্ সার্জেন। কাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের অস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষক—অস্থি চিকিৎসায় নিপুণ। এডিনবরা থেকে এফ্. আর্. সি. এস্. ডিগ্রীপ্রাপ্ত (১৯০৫)। সরকারী চাকুরি ত্যাগ করার পর কলেজ অফ্ বেঙ্গল এণ্ড্ ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুলের (কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজ) সার্জারির অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : মুক্তিপথ (উপন্যাস), Surgery।

মৃণালকান্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ (১২৬৭—২৪।৬।১৩৫৪)। জন্ম : অমৃতবাজার, যশোর, মৃত্যু : বাগবাজার, কলিকাতা। পিতা : হেমন্তকুমার ঘোষ। অমৃতবাজার পত্রিকার ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান (২০ বৎসর), আনন্দবাজার পত্রিকার অংশীদার ও ডিরেকটর (১৯২৯)। বৈষ্ণব সাহিত্যসেবী। সম্পাদক : আনন্দবাজার পত্রিকা (১ম পর্যায়), কায়স্থ পত্রিকা (১৩৩৫—৩৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ : পরলোকের কথা, গোবিন্দদাসের কড়চা। সম্পাদিত গ্রন্থ : গৌরপদ তরঙ্গিণী, অদ্বৈত প্রকাশ, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল।

মৃণালকান্তি দাস। পরমানন্দ সরস্বতী দ্রষ্টব্য।

মৃণালকান্তি বসু (২৩।২।১৮৮৭—১৯৫৭) এম্. এ. বি. এল্.। জন্ম : ফতেপুর, যশোর, নিবাস : ৪৬, সাউথ এণ্ড্ পার্ক. কলিকাতা —২৯। পিতা : নিবারণচন্দ্র বসু। যশোহর সম্মিলনী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতায় আগমন—বি. এল্. (১৯০৯) ও এম্. এ. (১৯১২) উত্তীর্ণ। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর ছাত্র। স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের জন্য যশোহর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য ও স্বরাজ্য দলের সদস্য। কংগ্রেস ত্যাগ (১৯২৫)। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। উক্ত পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯১৮) ও সম্পাদক (১৯২২), ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক (১৯২৩—২৪) ও সহসম্পাদক (১৯২৫)। ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি (১৯২৬), বাঙ্গালার কৃষক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, যশোর-খুলনা যুবসংগঠনের সভাপতি (১৯২৭—২৯), প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি (১৯২২—৪৮), ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতা (১৯৪২-৪৬)। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্মৃতি-কথা (১৯৪৯), শান্তির সন্ধানে (১৯৫৩), চলতি পথে (১৯৫৩), A Study in Political Philosophy (১৯২০). Constitution (১৯২২), Parties and Paradoxes (১৯৫৪)।

মৃণালচন্দ্র ঘোষ এম্. এ.। জন্ম : চন্দন-নগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : পণ্ডিচেরীর সাগরতীরে।

মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৮২—১৮।৯।

১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগণা। সঙ্গীত, কবিতা ও নাটক রচনায় দক্ষ। সম্পাদক ঃ মাসিক বাসনা (১৯০১), প্রকাশিত নাটক ঃ শ্যামসুন্দর (১৩২২), মানে মানে, ভোজবাজী, খোসখবর, চালবেচাল, শিবের বর।

মৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী (১৯০৫—১৯।৩। ১৯৭৭)। ২৪ পরগণার কাকদ্বীপে সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। বহু প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতা লেখক।

(ডঃ) মৃণাল নাথ। বরোদা প্রবাসী। সম্পাদক ঃ ভাষা (ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা—১৮৭২-৭৫), ভাষা (নবপর্যায় ১৯-৮২—)।

মৃণাল বসুচৌধুরী (১৩।১।১৯৪৪—)। জন্ম ঃ জয়নগর, মজিলপুর, ২৪ পরগণা। পূর্বপুরুষ নিকটবর্তী ময়দাগ্রামের জমিদার। পিতা ঃ সুধীর বসুচৌধুরী, মাতা ঃ শেফালী, পত্নী ঃ তপতী। দুই বৎসর বয়সে পিতৃহীন। জয়নগর ইন্‌স্টিটিউসন থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৮), কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই. এস্‌ সি (১৯৬১), উক্ত কলেজে বি এস্‌. সি. পাঠকালে অর্থাভাবে পড়াশুনায় ছেদ। নন্‌-কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী হিসাবে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৬৪), স্পেশাল অনার্স (১৯৬৫) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালায় এম্‌. এ. (১৯৬৭)। ব্যাংকের করণিক, —সি. এ. আই. আই. বি পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর (১৯৬৯) ব্যাংকের একাউন্‌টেণ্ট্‌। বর্তমানে কলিকাতায় ব্যাংকের ম্যানেজার। আলিয়াঁস ফ্রাঁসে নামক প্রতিষ্ঠানে ফরাসী ভাষা শিক্ষা (১৯৬৭—৬৯)। কবিতা ও ছোট গল্প লেখক। প্রথম কবিতা প্রকাশিত অভিনব অগ্রণী পত্রিকায় (১৯৫৯)। অভিনব অগ্রণী, কবিপত্র, গঙ্গোত্রী, ক্রান্তদর্শী, উত্তরসূরী, কৃত্তিবাস, দেশ, অমৃত, চতুরঙ্গ, দৈনিক কবিতা, অনুক্ত প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ঃ মগ্ন বেলাভূমি (১৯৬৫), শহর কলকাতা (১৯৭০), যেখানে প্রবাদ (১৯-৭২) গৃহচিত্র (১৯৭৬), এই নাও মেঘ (১৯৮২)। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ আগন্তুক, মাসিক বাংলা কবিতা, শ্রুতি।

মৃণাল হালদার (১৬।১।১৯৪৪—)। জন্ম ঃ তেঘরিয়া, খুলনা, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ ১৩ বি, সুবোধ পার্ক, বাঁশদ্রোণী, ২৪ পরগণা। অধ্যাপক, কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ অনন্ত স্বপ্নের মাঝে তুমি মিশে আছো (১৯৬৯), কয়েকটি কাব্য পুস্তিকা (১৯৮০)। উপন্যাস ঃ মগ্নমিথুন (১৯৮১)।

মৃণালিনী সেন (৩।৮।১৮৭৯—৮।৩। ১৯৭২)। জন্ম ঃ ভাগলপুর, বিহার। পিতা ঃ ডাঃ লাড্‌লি মোহন ঘোষ। ১৩ বৎসর বয়সে পাইক পাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সঙ্গে বিবাহিতা। দুই বৎসর পরে বিধবা। ২৬ বৎসর বয়সে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র নির্মল চন্দ্র সেনের সঙ্গে পুনর্বিবাহিতা (১৯০৫)। স্বামীর সঙ্গে দুই বৎসর লণ্ডন বাসিনী (১৯০৯), পুনরায় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬ বৎসর লণ্ডন বাসিনী। ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ রচয়িত্রী। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পরিচিতা হওয়ার পর গান্ধীজীর বাঙ্গালা শিক্ষয়িত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ Knocking at the door (১৯৫০), প্রতিধ্বনি (১৩০১), নির্ঝরিণী (১৩০২), কল্লোলিনী (গীতিকা—১৩০৩), মনোবীণা (১৩০৬)।

মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু (১৯।১১।১৯৪১—)। জন্ম ঃ জয়নগর, মজিলপুর, ২৪ পরগণা। ছদ্মনাম ঃ অকিঞ্চন ভৌমিক। আনন্দমেলা, যুগান্তর, আনন্দ বাজার, পরিবর্তন, সন্দেশ, শুকতারা,

কিশোর-ভারতী, ঝলমল, সত্যযুগ, পক্ষিরাজ, নন্দন, কালান্তর, শনিবারের চিঠি, ভারতবর্ষ, শিশুসাথী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : আলোর মধ্যে অগ্নিকণা। সম্পাদিত পত্রিকা : সময় ও শ্রুতি (সান্তালডি, পুরুলিয়া), ছর্‌রা (ছোটদের ছড়ার পত্রিকা), ছড়াছড়ি (ঐ)। সম্পাদিত গ্রন্থ : ছর্‌রা (বাংলাদেশের ছড়ার সংকলন)।

(ডঃ) মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ (৯।৫।১৩২৬ / ২৬।৮।১৯১৯—)। জন্ম : নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ। নিবাস : ৫/৩এ, ওলাইচন্ডী রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা—৩৭। পিতা : রজনীকান্ত গুহ। মাতা : ইন্দুবালা। রাজশাহী কলেজে অধ্যয়নের পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়নে অনার্স সহ বি. এস্. সি (১৯৩৮), ১ম শ্রেণীতে ৩য় স্থান অধিকার করে রসায়নে এম্. এস্. সি. (১৯৪০)। ক্যানিংহাম স্মৃতিপুরস্কার ও গ্রিফিথ্ পুরস্কার (১৯৫২) প্রাপ্ত। ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণার জন্য ডি. ফিল্. ডিগ্রীপ্রাপ্ত (১৯৫৫)। রাজশাহী কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হুগলী মহসীন কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, West Bengal Senior Education Service এ আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও বিভাগীর প্রধান (১৯৬৬—৭৮)। বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা। রবীন্দ্র পুরস্কার, ইউনেসকো পুরস্কার এবং শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রথম রচনা 'সবুজ পাতা' স্বদেশ পত্রিকায় (বড়দিন সংখ্যা, ১৯৩৭) প্রকাশিত। শিশুসাথী, সন্দেশ, রামধনু, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। কয়েকটি প্রবন্ধ 'ভারত কোষ' এ সংকলিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : পেট্রোলিয়ম, জড় ও শক্তি, আকাশ ও পৃথিবী, বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা, চল যাই চাঁদের দেশে, জ্ঞানের আলো জ্বাললে যারা, বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী, জীবের ক্রমবিকাশ।

মৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত (১৫।৭।১৯০২—২১।১।১৯৭৫)। নিবাস : হালিশহর, ২৪ পরগনা (উত্তর)। পিতা : কালীনাথ। জন্ম : পিতার কর্মস্থল উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় বৈদ্যবাটীতে বড়দিদির বাড়ীতে বাস করে প্রবেশিকা পাশ (১৯২০)। নানাধরণের কর্মের পর গোরক্ষপুরে আমৃত্যু রেল দপ্তরের চাকুরে। গৃহশিক্ষকতায় সুনামের জন্য মাষ্টার মশায় নামে পরিচিত। শিশু, সন্দেশ, মৌচাক, শিশুসাথী, খোকাখুকু, আমার দেশ, রামধনু, মুকুল, শুকতারা, যমুনা, বাঁশরী, শিশির, কল্লোল প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কৃষ্ণসখা, মাণিকমালা, দেশের ছেলে, আমার ছোট বোনটি, ক্যাবলরোমের কাহিনী, পারশ্যের পোখরাজ, ছায়াপথ, আকাশ পাতাল, খাটিয়া কাব্য প্রভৃতি। সরকারী 'হককথা'র উত্তরে 'বাজে কথা' রাতারাতি প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত কবিতা 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্তুতি' গোরক্ষপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দির গাত্রে শ্বেত প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ আছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (আঃ ১৭৬২—১৮১৯ খ্রীঃ)। জন্ম : মেদিনীপুর, মৃত্যু : মুর্শিদাবাদে। কৌলিক উপাধি : চট্টোপাধ্যায়। নাটোর মহারাজার সভাপন্ডিতের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত। যৌবনে কলিকাতাবাসী। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান পন্ডিত ও সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৮০১—১৬)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যগ্রন্থ

রচয়িতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে পদত্যাগ করার (৯।৭।১৮১৬) পর সুপ্রিম কোর্টের জজ্ পণ্ডিত। হিন্দু কলেজ স্থাপনায় নিয়মাবলী প্রণয়ন কমিটির সদস্য, স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালন সমিতির সদস্য। তীর্থভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুর্শিদাবাদে মৃত্যু। প্রথম যুগের গদ্য রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রবোধচন্দ্রিকা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলি (১৮০৮), বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৫), প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩০), বাঙ্গালা ব্যাকরণ, An Apology to the Present System of Hindu Worship.

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি (৫।২।১৩৩২—)। জন্ম : কুঞ্জপাড়া গ্রাম, ভগবানপুর থানা, মেদিনীপুর। ছাত্রাবস্থাতেই ১৯৪২ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করায় দীর্ঘকাল কারাদণ্ডিত। সাংবাদিক। যুগান্তর পত্রিকার চিফ্ সাব এডিটর। কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক ও প্রবন্ধকার। রবীন্দ্র সঙ্গীতে পারদর্শী। রবীন্দ্র সাহিত্যে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : নিঃসঙ্গ নায়ক, নতুন জনপদ, নদী মাটি মানুষ, শেষ প্রহরের ঘণ্টা প্রভৃতি। কিশোর সাহিত্য : গান্ধীজীর গল্প।

মৃদুল মুখোপাধ্যায় (১৭।৫।১৩৫৬ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম : বাঁকুড়া জেলার সাহারজোড়া গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস : ছাতনা, বাঁকুড়া। বর্তমান নিবাস : চণ্ডীদাস এভিনিউ, দুর্গাপুর—৫, বর্ধমান। ছাতনা চণ্ডীদাস বিদ্যাপীঠ থেকে ১১শ শ্রেণী পাশ (১৯৬৭), পরে বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৭০), মণ্ডন কেশরী (বাঁকুড়া) হাই স্কুলে শিক্ষকতাকালে পুরুলিয়া বি. এড্. কলেজ থেকে বি. এড্ ১৯৭৩), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৮৩)। বাঁকুড়া মণ্ডন কেশরী হাই স্কুলের শিক্ষক (৮ বৎসর), বর্তমানে দুর্গাপুরে ডি. এস. পি. স্কুলের শিক্ষক (৫ বৎসর)। প্রথম কবিতা খ্রীষ্টান কলেজ থেকে প্রকাশিত দীপক পত্রিকায় প্রকাশিত। ভেলা, আশাবরী, একক, সাহিত্য বিচিত্রা, অন্যদিন, ধানসিঁড়ি, কালপুরুষ, লা-পয়েজি, অবান্তর, রূপায়ণ, মাঠ ময়দান, কারখানা, ত্রিবেণী, ব্যতিরেক, অমৃতলোক, সাহিত্য সংক্রামক, দেশ, দিব্য, শীর্ষক, বাঁকুড়া হিতৈষী, অনামিকা, দহন, কবিকণ্ঠ, মজলিস, বিকাশ, প্রতিলিপি, আকাশলীনা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : ত্রৈমাসিক ভেলা (১৩৭৯—৮৬)।

মেঘনাদ ভট্টাচার্য (১৮৫৪—২৯।১।১৯১৩) জন্ম : ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে, মৃত্যু : ভাটপাড়ায় নিজ গৃহে হৃদ্‌রোগে। পিতা : রামকমল ভট্টাচার্য, বৃদ্ধ পিতামহ : রামনিধি তর্কভূষণ, মাতামহ : রামমাণিক্য তর্কালংকার, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা : নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু, ৪র্থ ভ্রাতা : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। নৈহাটী ভার্ণাকুলার স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি (১৮৬৮), হুগলী কলেজ থেকে ৮ টাকা বৃত্তিসহ এন্‌ট্রান্স (১৮৭২), ২০্ বৃত্তিসহ এফ্. এ. (১৮৭৭), উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে এম্. এ.। হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের গণিত শিক্ষক (১৮৭৯—৮৪)। জয়পুর মহারাজা কলেজের অধ্যাপক (১৮৮৩) ও পরে উপাধ্যক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকদের বন্ধু, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে

পারদর্শী। ভারত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (হিন্দী), গণিতিকা ১ম পুস্তক (হিন্দী ও উর্দু) ছাড়াও কয়েকটি বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িতা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে এডুকেশন গেজেটে মিশর, পারশ্য, গ্রীস, মিডিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ লেখক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিদ্যাধর ভট্টাচার্য' শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধ দুটির রচয়িতা। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: আর্যনারীগাথা (কাব্যে ভারতীয় বীরাঙ্গনাদের জীবনী—১৮৮৮)।

মেসবাহুল হক (১৭।১১।১৯২৬—) বি. এ. (১৯৫৩)। জন্ম: সোনাপুর, নোয়াখালি। বিদেশী ঔষধ কোম্পানীতে চাকুরিরত। বাংলাদেশবাসী লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: জাগতে হবে (১৯৪৬)। উপন্যাস: দুষ্টগ্রহ (১৯৫৫), আরেক পৃথিবী (১৯৫৯), পূর্বদেশ (১৯৫৪), শতাব্দীর ডাক (১৯৬৯)। শিশু সাহিত্য: তুহিন মেরুর অতলতলে (১৯৬৪), ছোটদের নজরুল। অনুবাদ: জীয়ন কাঠি (১৯৫৮), বন্ধ্যা ধরণী (১৯৬২)।

মেহের উল্লা হোসেন, মুন্সী, মহম্মদ। জন্ম: সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাল্যবিবাহের বিষময় ফল, শ্লোকমালা, ইসলামি বক্তৃতামালা, উপদেশ-মালা, নবরত্নমালা, সমাজচিত্র, মানব জীবনের কর্তব্য।

মেহের কবীর (৫।৫।১৯২১—)। জন্ম: দিনাজপুর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এম্. এস্. সি (১৯৪২)। বাংলাদেশ বাসী সাহিত্যিক ও সমাজসেবী। ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিভাবান শিশু (১৯৬৮), বিউলফ্ (১৯৭১), ট্যাঙ্গা (১৯৭৫), ম্যাক্সিম গোর্কি: প্রসঙ্গ সাহিত্য (১৯৭৯)।

মৈত্রেয়ী দেবী (১।৯।১৯১৪—)। নিবাস: ১৩/১, পাম এভিনিউ, কলিকাতা –১৯। পিতা: দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মাতা: হিমানী মাধুরী, স্বামী: ডঃ মনোমোহন সেন। Diocesan স্কুলের ছাত্রী। প্রাইভেটে দর্শনশাস্ত্রে স্পেশাল পেপার সহ বি. এ. উত্তীর্ণা (১৯৩৬)। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা। সাহিত্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের ছাত্রী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গৃহে মংপুতে চারটি অবকাশে আট মাস যাপন করেছিলেন। Council for Promotion of Communal Harmony নামে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী (১৯৬৪)। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিস্থাপনে ও বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে (১৯৭১), ত্রাণকার্যে নিযুক্তা। বর্তমানে কলিকাতার নিকটে একটি গ্রামে অনাথ শিশুদের আবাসিক বিদ্যালয়ের পরিচালিকা। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মান গণতন্ত্র ও রাশিয়ায় আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা-দাত্রী। রাশিয়ায় টেগোর শতবার্ষিকী মেডেলের দ্বারা সম্মানিতা। বিশ্ব পি. ই. এন্. ও এসিয়াটিক সোসাইটির নির্বাচিত সদস্যা। আমেরিকায় পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদাত্রী (১৯৭৩)। পুনরায় রুমানিয়া ও বুল-গেরিয়ার লেখক সংঘ কর্তৃক আমন্ত্রিতা (১৯৭৩)। ইংলণ্ডে কন্‌ফারেন্সে যোগদান (১৯৭৭), ফ্রান্স ভ্রমণ (১৯৭৭); শান্তি শুভেচ্ছা মিশনে আমন্ত্রিত হয়ে পাঁচ সপ্তাহ চীন ভ্রমণ। শান্তি ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের জন্য নেহেরু এ্যাওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পুরস্কৃতা (১৯৬৬), 'ন হন্যতে' গ্রন্থের জন্য লেখিকা সংঘ প্রদত্ত শীলড ও ভারত সরকার প্রদত্ত সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তা, ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী উপাধি দ্বারা সম্মানিতা প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: উদিতা রবীন্দ্রনাথের

ভূমিকা সহ, (১৯৩০), বিত্তছায়া (১৯৩৮), স্তবক (১৯৬৩, আদিত্য মরীচি (১৯৭৩), হিরণ্ময় পাখী (১৯৭৭)। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ঃ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (১৯৪৩), বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১), কবি সার্বভৌম (১৯৫১), হিন্দু-মুসলমান ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৭৪), Tagore by Fireside (মংপুতে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ—১৯৬১), The Great wanderer (বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ —১৯৬১), Religion of Tagore (১৯৫৪), Rabindranath, the Man behind his Poetry (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা—১৯৭৩)। উপন্যাস ঃ ন হন্যতে (১৯৭৪, এত রক্ত কেন (১৯৮৬)। বিবিধ ঃ ঋগ্বেদের দেবতা ও মানুষ (১৯৫৩), মহা সোভিয়েত (ভ্রমণ ১৯৫৬), ১৯৬৪ সাল (প্রবন্ধ সংকলন ১৯৬৪), Exodus (উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে ১৯৭৪), অচেনা চীন (ভ্রমণ, ১৯৭৮)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ পঁচিশে বৈশাখ (রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৪৬), গান্ধী দর্শন (বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৭৮), পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৯৭০)।

মোকাদ্দেছ মৌলভী। জন্ম ঃ যুগীর কোপা গ্রাম, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জাতীয় প্রবাহ।

মোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য। জন্ম ঃ যশোর, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ফুলের সাজি (যশোর, ১৯০১)।

মোক্ষদা চরণ মিত্র (১৮৬৯—?) জন্ম ঃ কানসাট গ্রাম, মালদহ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সঙ্গীত শতক।

মোক্ষদা চরণ সামধ্যায়ী (১২৭৯/১৮৭২—২০।৪।১৮৩৩/৮।৮।১৯৩১)। সাংবাদিক। কাশীধামে বেদ অধ্যয়ন করে সামধ্যায়ী উপাধি প্রাপ্ত। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ত্রিবেণীতে বাস করে সমাজ সংস্কারে ব্রতী। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক ভান্ডার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বেদ পরিচয়।

মোক্ষদা প্রসাদ রায় চৌধুরী। জন্ম ঃ বর্ধমান। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সদ্‌গোপ কুলীন সংহিতা।

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (১২৫৫ বঙ্গাব্দ—?) নামান্তর ঃ মোক্ষদা দেবী। জন্মস্থান ঃ কলিকাতা। পিতা ঃ প্রথম বাঙ্গালী এটর্ণি গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ঃ সরস্বতী দেবী, স্বামী ঃ বৌবাজারের ধনকুবের বিশ্বনাথ মতিলালের পৌত্র শশিকুমার মুখোপাধ্যায়, সহোদর ভ্রাতা ঃ কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট্ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি)। উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গমহিলা। সম্পাদিকা ঃ মহিলা সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা পাক্ষিক 'বঙ্গ মহিলা' (এপ্রিল ১৮৭০/১লা বৈশাখ ১২৭৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বনকুসুম (কাব্য,—১৮৮২), সফল স্বপ্ন (ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৮৮৪), কল্যাণ প্রদীপ (জীবনী, —১৩৩৫)।

মজনু মুস্তাফা (১৯২৬—৭।১১।১৯৮০/২১।৭।১৩৮৭)। প্রকৃত নাম ঃ নির্মাল্য ভট্টাচার্য। নিবাস ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত,—সুদীর্ঘকাল কারাদণ্ডিত। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত কাব্য ঃ ঊনিশ যন্ত্রণা।

মোজহারুল ইসলাম (২।২।১৯২২—)। জন্ম ঃ দেপাল, রামনগর, মেদিনীপুর। বাংলাদেশবাসী,—বাংলা একাডেমির অবসর প্রাপ্ত সহ অফিসার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ বীণা (১৯৫৩)। সঙ্গীত ঃ ক্লান্ত বীণার শেষ রাগিণী (১৯৬৫)। উপন্যাস ঃ সোনা ঝরা

পর স্ট্যাটিসষ্টিক্স্ পড়ার জন্য লণ্ডন গমন (১৯৩৪), বিবাহ (১৯৩৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিটিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুপ্রতিষ্ঠিত পরিসংখ্যানবিদ, বিভিন্ন বিদেশী গ্রন্থের বাঙ্গালায় অনুবাদক ও শিশুসাহিত্য রচয়িতা। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিশুসাহিত্য 'সোনার ঝরণা'। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বোর্ডিং স্কুল, বাবুই এর অ্যাড্ভেঞ্চার, লাফাযাত্রী, অল্ কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট্ (অনুবাদ), অসমাপ্ত চটাব্দ, দক্ষিণের বারান্দা (জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর স্মৃতিচারণ), পুনর্দর্শ-নায়চ, চারণিক, চেকোশ্লোভাকিয়ার অভিজ্ঞতা, গগনেন্দ্রনাথ, গ্রীম ভাইদের রূপকথা (অনুবাদ) প্রভৃতি।

মোহনলাল গোস্বামী, কাব্যতীর্থ। পিতা ঃ জয়গোপাল গোস্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কথা সাহিত্যের গীত।

মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ (১৯শ শতাব্দী)। যুগ্ম সম্পাদক ঃ পাক্ষিক বিশ্বদর্পণ (১২৭৮)।

মোহন সিংহ (১৯।১।১৩৫১ বঙ্গাব্দ—)। ছদ্মনাম ঃ বিক্রমকুমার। জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস ঃ চয়নপুর গ্রাম, বাঁকুড়া। বর্তমান নিবাস ঃ রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ রামহরিপুর, বাঁকুড়া। পিতা ঃ ভীমচন্দ্র সিংহ, মাতা ঃ কল্যাণী। অমরকানন দেশবন্ধু বিদ্যালয় থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২), বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৬৬) ও ইংরাজীতে স্পেশাল অনার্স (১৯৬৮)। দার্জিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বি. টি. কলেজ থেকে বি. এড (১৯৭৪), ইন্স্টিটিউট অফ্ ইংলিশ থেকে ডি. ই. এল্. টি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্.এ. (১৯৮২)। পুরুলিয়ায় হুড়া হাইস্কুলের শিক্ষক (১৯৬৮—৭০), বাঁকুড়া রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৯৭০ -)। প্রথম কবিতা 'পত্রলেখা' পথের সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৬২)। ত্রিবেণী, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি, পারাবত, দেশ, যুগান্তর, নিষাদ, সময়ানুগ, সুচেতনা, খেয়া, পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ, দৈনিক বসুমতী, সোপান, ভিলা, সাহিত্যিকা, বাঁকুড়াবার্তা, বাঁকুড়াহিতৈষী, সাম্পান, রাম কিঙ্কর স্মরণে প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ অমর বর্তিকা (১৯৭২), আলোক (১৯৭০) ত্রিবেণী নিউজ বুলেটিন (১৯৭৮), ত্রিবেণী (১৯৭৪—)। প্রকাশিত কাব্য ঃ স্বগত সংলাপ (১৯৮০), নবান্নের গান।

মোহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী (৬।৪। ১৯৪১—)। জন্ম ঃ জয়নগর, ২৪ পরগণা। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও কবিতা লেখক। কবিতায় সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ অনির্বাণ স্বরূপ, সমাগম, সাহিত্যপ্রবাহ। প্রকাশিত কাব্য ঃ সংহিতা, কিছু ফুল কিছু কুঁড়ি, শব্দরা শিকল ছিঁড়ছে।

মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (২৪।২।১২৭৭/ ১৮৭০—১৮।৮।১৯৬৮)। জন্ম ঃ হাকিমপুর, বসিরহাট, ২৪ পরগণা। তৎকালীন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য। সম্পাদক ঃ মাসিক মোহাম্মদী। পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের প্রাইজ অফ্ পারফরমেন্স পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ ঃ যীশু কি নিষ্পাপ (১৯১৫), সমস্যা ও সমাধান, মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জীবনী ঃ মোস্তফা চরিত (১৯২১)। ইতিহাস ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (১৯৬৪)। অনুবাদ ঃ তফছীরুল কোরআন।

(ডঃ) মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (১৯৩২ —)এম্. এ. (ঢাকা), পি. এইচ. ডি. (লণ্ডন) এফ্. আর্. এ. এস্. (লণ্ডন)। প্রকাশিত

গ্রন্থ ঃ গল্প ঃ ছায়া ও ছন্দ (১৯৬৯), পিকাডিলি সার্কাস (১৯৭১)। ভ্রমণ ঃ সমুদ্রে শিশিরে (১৯৫৯)। উপন্যাস ঃ গোধূলির আকাশ (১৯৭০), রত্নাবতী। নাটক ঃ বসন্ত কুমারী। সম্পাদক ঃ উচিত শ্রবণ।

(ডঃ) মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (১২।১ ১৯৩১—)। জন্ম ঃ ঢাকা। অনার্স সহ বি. এ. (১৯৫৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৫৪), লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি (১৯৭৪)। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভাষাতত্ব অধ্যয়ন (১৯৬৫-৬৬), লণ্ডন থেকে এফ্. আর্. এ. এস্.। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পান্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা (১৯৭০), A Critical Study of Early Bengali Grammar : Halhed to Haughton (১৯৮২)।

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (১৬।১৯১৫ —)। জন্ম ঃ গোপালপুর, শুজানগর, পাবনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্ এস্ সি. (১৯৩৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল ও কারিগরী রেজিষ্ট্রার। 'খগোল পরিচয়' গ্রন্থের জন্যে ন্যাশন্যাল ব্যাংক পুরস্কার (১৯৬৬) ও প্রবন্ধগবেষণায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৩) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিশ্বরহস্যে নিউটন ও আইনষ্টাইন (১৯৫২), বিশ্বরহস্যের সন্ধানে (১৯৫৬), খগোল পরিচয় (১৯৬৫), তারা পরিচিতি (১৯৬৭)। অনুবাদঃ বিশ্বরহস্যে আইনষ্টাইন।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (১৮৮৭—৮। ১।১৯৫৭)। জন্ম ঃ সুন্দরদী, মকসুদপুর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। ফরিদপুরে নগরকান্দি জুনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ পল্লীসংসার (১৯১৮), মিলন, প্রতিদান। কাব্য ঃ ভারতবিজয় কাব্য, বিষাদ লহরী, কবিতা লহরী, ইসলাম সঙ্গীত, এশকে গোলজার, আছরাচ্ছালাত, শরিয়তুল মোসলেমিন। অনুবাদ ঃ শরেহ বেকায়া, কোরআন শরীফের তফ্সীর।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হেল কাফী আল কোরায়শী (১৯০০—১৯৬০)। জন্ম ঃ পাবনা। বি. এ. পর্যন্ত শিক্ষা। রাজনীতিবিদ্। সম্পাদক ঃ যামানা, সত্যাগ্রহী, আরাফত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ইসলামী সমাজতন্ত্রের সূত্র (১৩৫৪), ধর্ম বণ্টনের রকমারী ফর্মুলা (১৩৬৩), আল ইসলাম বনাম কমিউনিজম্ (১৩৫৭), আহলে হাদিস পরিচিতি (১৯৬৪), নবুয়তে মোহাম্মদী (১৯৫৬), অর্থনীতির কথা (১৩৬৩)।

মোহাম্মদ আবু জাফর (১৯৪২—)। জন্ম ঃ সাতক্ষীরা, খুলনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৬৬)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাম্প্রতিক জার্মান ছোট গল্প (১৯৭১)।

মোহাম্মদ ইদ্রিস্ আলী (? -১৯৭৩) এম্. এ. (ক. বি.)। প্রবন্ধকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের ভূতপূর্ব সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, ভূতপূর্ব সহকারী শিক্ষা পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কৃষ্ণকান্তের উইল ও বঙ্কিম (১৯৭৩)।

মোহাম্মদ এবরাহিম। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ যোবেদা (১৯২২)।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (২৮।৫।১৩০৩ বঙ্গাব্দ—৮।১১।১৯৫৪ খ্রীঃ)। জন্ম ঃ বাঁশদহ, খুলনা। বাংলা দেশের খ্যাতনামা প্রবন্ধকার। সাপ্তাহিক ও মাসিক সওগাত পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগের কর্মী, বুলবুল পত্রিকার সহ-সম্পাদক। শেষজীবন গ্রামীণ পরিবেশে

অতিবাহিত। উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত, কিন্তু প্রবন্ধগুলি জ্ঞানের প্রভায় ভাস্বর। সমসাময়িক বিষয়বস্তু থেকে সাহিত্য শিল্পের তত্ত্বগত জিজ্ঞাসা পর্যন্ত বহু বিষয়ে বহু পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। বলিষ্ঠ সমৃদ্ধ মননশীলতা, গ্রাম্যতাদোষমুক্ত ভাষার প্রবহমানতা, সংযম ও বলদৃপ্ত ভঙ্গী প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবনী : নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আহমদ. মওলানা মোহাম্মদ আলী, ছোটদের হজরত মোহাম্মদ, ছোটদের কায়েদে আজম জিন্নাহ। কাহিনী : ছোটদের শাহনামা। প্রবন্ধ : মরুভাস্বর, ভাঙ্গাগড়া, যুগমানস।

মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ (১৫।১১।১৯০৬—১৯৭৮)। জন্ম : বাউরিয়া সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। রাজনীতিবিদ—সাংবাদিক। যুগ-বিচিত্রা গ্রন্থের জন্য দাউদ সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সংবাদ ও সাংবাদিক (১৯৪৩), সেকালের কথা ৩ খণ্ড (১৯৪৯), সেকালের কাহিনী (১৯৫০), ফাঁসির মঞ্চে (১৯৫১), বিচিত্র জীবন (১৯৫২), সেকাল ও একাল (১৯৫২), আমাদের মুক্তি সংগ্রাম (১৯৫৩), যুগবিচিত্রা।

মোহাম্মদ কোরবান আলী। প্রকাশিত উপন্যাস : মনোয়ারা (১৯২৩)।

মোহাম্মদ খান (১৭শ শতাব্দী)। চট্টগ্রামের কবি। রচিত কাব্য : কাসিমের লড়াই, দজ্জালের বয়ান, মকতুল হোসেন, হালিফার পত্রপাঠ, কেয়ামত নামা।

মোহাম্মদ গোলাম জিলানী। প্রকাশিত উপন্যাস : ব্যথিতের ডায়েরী (১৯২৬), ভুলের বাঁধন (১৯২৭)।

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩—১৯৬৪)। জন্ম : মাহমুদপুর, যশোর। বি. এ. পাশ। শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য (১৯০৬), কাব্য যূথিকা। গদ্যপদ্যে রচিত : দিল্লী আগ্রা ভ্রমণ (১৯১২)। প্রবন্ধ : বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান (১৯১০)।

(ডঃ) মোহাম্মদ জাফর ইকবাল (২৩।১২।১৯৫২—)। জন্ম : কুতুবপুর, মৈমনসিংহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সসহ বি. এস্. সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এম্. এস্. সি., আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ্ ওয়াশিংটন থেকে পি. এইচ. ডি. (১৯৮৩)। গবেষক—বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ায় ইন্স্টিটিউট্ অফ্ ওয়াশিংটনে পদার্থবিদ্যায় গবেষণায় রত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কিশোর উপন্যাস : হাতকাটা রবিন (১৯৭৬), দীপু নাম্বার টু (১৯৮৪)। বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী : মহাকাশে মহাযাত্রা (১৯৭৭) কপোট্রনিক সুখ দুঃখ (১৯৭৬)। ভৌতিক উপন্যাস : প্রেত (১৯৮৩।

মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ (৫।৮।১৯৩৩—৩০।১।১৯৭২)। ছদ্মনাম : জহির রায়হান। জন্ম : জাজপুর, নোয়াখালি, বাংলাদেশ। পিতা : মোহম্মদ হবিবুল্লাহ, অগ্রজ : সাহিত্যিক সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মী শহীদুল্লাহ কায়সার। প্রথমে কলিকাতা মিত্র ইন্স্টিটিউসনে, পরে মাদ্রাসায় অ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে পড়াশুনা করে, দেশ বিভাগের পর (১৯৪৭) স্বগ্রামে ফিরে আমিরাবাদ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৫০), ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এস্ সি. (১৯৫৩) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ পাশ। ১৯৪২ খ্রীঃ ভারত ছাড় আন্দোলনে এবং ১৯৪৫ সালে ভিয়েৎনাম আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী। পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত (১৯৫১—৫৭), রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় কারারুদ্ধ (১৯৫২)। চলচ্চিত্রের

সংস্পর্শে আগত (১৯৫৬), চলচ্চিত্র কাহিনীকার ও প্রযোজক, বহু উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ও ইংরাজী চলচ্চিত্রের নির্মাতা। সুসাহিত্যিক। প্রথম জীবনে কবিতা লিখলেও পরে গল্প উপন্যাস রচনায় নিরত। পূর্ব পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত কমিশন গঠনের উদ্যোক্তা,—স্বয়ং তদন্তকার্যে নিয়োজিত। ঢাকায় ও মীরপুরে নিখোঁজ অগ্রজের অনুসন্ধানকালে স্বয়ং নিখোঁজ (৩০।১।১৯৭২)। উপন্যাসে অবদানের জন্য আদমজী সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৬৪), মরণোত্তর ২১শে ফেব্রুয়ারী সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৭২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭), হাজার বছর ধরে (১৩৭১). আরেক ফাগুন (১৩৭০). বরফগলা নদী (১৩৭৬), আর কতদিন ১৩৭৭)। গল্প : সূর্যগ্রহণ (১৯৫৫)। (জহির রায়হান দ্রষ্টব্য)।

মোহাম্মদ তোহা খান (১৮।১২।১৩৩২—) জন্ম : হাকিম পুর, ২৪ পরগণা। পৈত্রিক নিবাস : সাতক্ষীরা, খুলনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্ স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা (১৯৪৫)। সাংবাদিক—বর্তমানে দৈনিক 'সংবাদ'এ কর্মরত। সাংবাদিকতায় খুলনা থেকে সনদপ্রাপ্ত (১৯৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : রূপসী সুন্দরবন (১৯৭০)। শিশুসাহিত্য : সুন্দর বনের বাওয়ালী (১৯৭৮), রয়েল বেঙ্গল টাইগার। অনুবাদ : হেলেন কেলার (১৯৫৬), শিক্ষার পীঠভূমি (১৯৫৭)।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান, সাহিত্যরত্ন। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস : আনোয়ারা (১৯১৪), প্রেমের সমাধি (১৯১৫), হাসান গঙ্গা বাহমনী (ঐতিহাসিক উপন্যাস—১৯১৭), গরীবের মেয়ে (১৯২৩), পরিণাম (১৯২৭)। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : আনোয়ারা।

মোহাম্মদ নাসির আলী (১৫।১।১৯১০—৩০।১।১৯৭৫)। জন্ম : বাইদা, লৌহজং, ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ঢাকা হাইকোর্টের সিনিয়র অনুবাদক। শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮) ও যোগাযোগ গ্রন্থের জন্য ইউনেসকো পুরস্কার (১৯৬৮) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : শাহী দিনের কাহিনী (১৯৫০), মণি কণিকা (১৯৪৯), আলীবাবা (১৯৪৯), আকাশ যারা করলো জয় (১৯৪৯), বীরবলের খোস গল্প (১৯৬১), সাত পাঁচ গল্প, লেবুমামার সপ্তকাণ্ড (১৯৬৮), যোগাযোগ (১৯৬৮)। অনুবাদ : টলষ্টয়ের সেরা গল্প (১৯৫৩), ট্রেজার আইল্যান্ড (১৯৬৪)। জীবনী : ছোটদের ওমর ফারুক (১৯৪৮), মোহাম্মদ বিন কাশিম (১৯৬৩), ইটালির জনক গারিবল্ডি (১৯৬৩)।

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন (১৮৮৯—?)। জন্ম : পাইকারদী, নন্দিপুর, কুমিল্লা। শিক্ষা : দশম শ্রেণী পর্যন্ত। সওগাত পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক (১৯১৮—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিরি ফরহাদ (১৯১৮)।

মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরী। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক। প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস : কালাপাহাড়(১৯২০), আকর্ষণ (১৯১৬), বঙ্গের জমিদার (১৯২৫)।

মোহাম্মদ ফজলুল করিম (২৩।১০।১৯২৪—)। জন্ম : গয়হাটা, টাঙ্গাইল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গসাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫৩)। শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : কাজল দীঘির পদ্ম (১৯৬২)। সঙ্গীত : গীতিকা (১৯৭৮)। নাটক : আত্ম প্রতিষ্ঠা (১৯৭৯)।

মোহাম্মদ ফেরদাউস খান (১।১২।১৯২২—) এম্. এস্ সি., বি. টি. (ঢাকা), এম্. এ. (লণ্ডন)। অবসর প্রাপ্ত ডি. পি. আই। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিশুমনের পরিপুষ্টি

(১৯৪৯), কবি মেলা (১৯৫৬), কোরানের মর্মকথা (১৯৮২), ছড়ার ফুলঝুরি (১৯৮১)।

মোহাম্মদ বদরুল আমীন খান (৬।১। ১৯৪৭ —) এম্. এ. (বাঙ্গালা)। জন্ম ঃ যশোর। সহ-সম্পাদক ঃ আজকের সমবায়। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ ঃ কায়কোবাদের কাব্যভাবনা (১৯৮০)। গল্প ঃ কিছু সাদা পালক (১৯৮৪)।

মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ (২।৩।১৮৯৮— ২।১১।১৯৭৫)। জন্ম ঃ ঘোড়াশাল, শাহজাদপুর, পাবনা, মৃত্যু ঃ ঢাকা। অনার্স সহ বি. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম্. এ (১৯২০), বি. এল্. (১৯২১)। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, এস্. ডি. ও, শেষে ডেপুটি সেক্রেটারি। পূর্ব পাকিস্তানে স্পেশাল অফিসার হিসাবে বাংলা একাডেমির সংগঠক ও পরিচালক। বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬০), দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৩) এবং 'সিতারায়ে ইমতিয়াজ' খেতাব প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পারশ্য প্রতিভা ২ খণ্ড (১৯৩২), মানুষের ধর্ম (১৯৪০), নবী গৃহ-সংবাদ (১৯৫৫). নয়া জাতির স্রষ্টা হজরত মুহম্মদ (১৯৫৫), হযরত ওসমান (১৯৬৪), কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত (১৯৫৫)।

মোহাম্মদ বেলায়েত আলি। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ মিলন কুটীর (১৯১৯)।

(ডঃ) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৫।৮। ১৯৩৬—)। জন্ম ঃ খড়কী. যশোর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ বি. এ., বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫৯), পি. এইচ. ডি. (১৯৬৯), লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ্ ওরিয়েণ্ট্ এণ্ড্ আফ্রিকান ষ্টাডিজ্-এ ডক্টরেট-উত্তর গবেষক (১৯৬৯—৭০)। শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের প্রফেসর। কবিতা, সমালোচনা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও সঙ্গীত রচয়িতা। কবিতার জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭২), শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতার জন্য জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৭২ ও ১৯৭৩), লণ্ডন থেকে সার্টিফিকেট অফ্ মেরিট (১৯৬৯), ইতালীর ইউনিভার্সিটা ডি লেটি থেকে ডিপ্লোমা ডি মেরিটো (১৯৮২) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য ঃ দুর্লভ দিন (১৯৬১) শঙ্কিত আলোক (১৯৬৮), বিপন্ন বিষাদ (১৯৬৮), পোয়েম্স্ (১৯৬৭). এমিলি ডিকিনসনের কবিতা (১৯৭৪), ভালবাসার হাতে (১৯৭৬), অশান্ত অশোক (১৯৭৬). কবিতা সংগ্রহ (১৯৭৬), সিলেক্টেড্ পোয়েম্স্ (১৯৭৯), ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার (১৯৮৪), তৃতীয় তরঙ্গে ১৯৮৪). পঙ্গু বিহঙ্গ (১৯৮৪)। গবেষণামূলক ঃ আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ১৮৫৭ —১৯২০ (১৯৭০), আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৯৬৫), বাংলা কবিতার ছন্দ (১৯৭০). আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র (১৯৬২) বাংলা সাহিত্যে বাঙালী ব্যক্তিত্ব (১৯৭৪), সাময়িক পত্রে সাহিত্যচিন্তা ঃ সওগাত (১৯৮১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ইতিহাস (১৯৮২)। নাটক ঃ অচেনা প্রহর (১৯৬৮)। জাম্বুবান (ও নীলের হেয়ারী এপ্ এর অনুবাদ—১৯৬৭)। নৃত্যনাট্য ঃ কর্ণফুলী (১৯৬২), নবারুণ (১৯৭২)। কিশোর সাহিত্য ঃ কবি আলাউল (১৯৬০), ইচ্ছেমতী (১৯৭৬)। সঙ্গীত ঃ অনির্বাণ (১৩৭৫), নির্বাচিত গান (১৯৮৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ঢাকার লোক কাহিনী (১৯৬৫), যশোরের লোককাহিনী (১৯৭৪). প্যারীচাঁদ রচনাবলী (১৯৬৮), মধুসূদন কাব্য গ্রন্থাবলী (১৯৭০), মধুসূদন নাট্যগ্রন্থাবলী (১৯৬৯), নজরুল সমীক্ষণ (১৯৭২), দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ শাহজাহান (মুহম্মদ আবদুল হাই সহ—১৯৬৮)।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী (১৮৭৫—১৯৫০)। জন্ম: আড়ালিয়া, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম। পিতা: মুনসী মতি উল্লাহ। হুগলী সিনিয়র মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৮৮৮)। মোক্তারি পড়ার সময়ে বাঙ্গালা শিক্ষা। কুমেদপুর মাদ্রাসার হেড্ মৌলভী, রঙ্পুর কারামাতিয়া মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট্, কুমেদপুর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক। প্যান ইসলামী মতবাদে বিশ্বাসী। শরিয়ত ধর্মের আদর্শ প্রচারে ও মুসলমান ধর্মের উন্নতিতে সচেষ্ট। জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক। কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নের মফঃস্বল সদস্য (১৮৯৩), বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩) ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (১৯১১) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ইসলাম প্রচারক. নবনূর, মিহির ও সুধাকর, আল এসলাম, সোলতান হাবলুল মতিন, মাসিক মোহম্মদ প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্ম. সমাজ, ইতিহাস, শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: তুরস্কের সোলতান (১৯০১), ভারতে ইসলাম প্রচার, খগোল শাস্ত্রে মুসলমান ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান, আওরঙ্গজেব, মোসলেম বীরাঙ্গনা, ইসলামের উপদেশ, সুদ সমস্যা, সমাজ সংস্কার, কোরান ও রাজনীতি, কোরান ও স্বাধীনতার বাণী, ইসলামের পুণ্যকথা, নিম্নশিক্ষা. শিক্ষাকর, ভারতে মুসলমান সভ্যতা (১৯১৪), মোসলেম জগতের অভ্যুত্থান কনস্টাণ্টিনোপল, খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া। সম্পাদক: সোলতান (১৯০১), হাবলুল মতিন (১৯১২)। যুগ্ম সম্পাদক: আল এসলাম (১৯১৫)।

মোহাম্মদ মাহ্ফুজ উল্লাহ (১।১।১৯৩৬—)। জন্ম: ব্রাহ্মণ বাড়িয়া, কুমিল্লা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় এম্. এ. ১ম পর্ব পর্যন্ত শিক্ষা। সাংবাদিক। দৈনিক বাংলা পত্রিকার সহ-সম্পাদক। কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৭) ও আবুল—মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮১) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: জুলেখার মন (১৯৫৯), অন্ধকারে একা (১৯৬৬), রক্তিম হৃদয় (১৯৭০), আপন ভুবনে (১৯৭৪), মোহাম্মদ মাহ্ফুজ উল্লাহর কাব্য সম্ভার (১৯৮২)। প্রবন্ধ: সমকালীন সাহিত্য ধারা (১৯৬৫), নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৬৩), নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ (১৩৮০), বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য (১৯৬৫), সাহিত্য সংস্কৃতি জাতীয়তা (১৯৬৭), বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষাপ্রীতি, বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন, সাহিত্যের রূপকার (১৯৭৪), সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১৯৭৪), মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ (১৩৭৪), মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন (১৯৮৩). মুসলিম ট্রাডিশন ইন্ বেঙ্গলী লিটারেচার, কবিতা ও প্রাসঙ্গিক কথা (১৯৬৪)। কিশোর সাহিত্য: দিক দিগন্ত (১৯৬৪)।

মোহাম্মদ মোদাব্বের (১১।১০।১৯০৮—২১।৪।১৯৮৪)। জন্ম: সালিপুর, হাড়োয়া, ২৪ পরগণা। বসিরহাটে ভ্যাবলা ট্যাটরা স্যার রাজেন্দ্র হাইস্কুলের ছাত্র। সাংবাদিক। শিশুসাহিত্যিক। বাংলাদেশবাসী। শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশু সাহিত্য: হীরের ফুল (১৯৩০), তাক ডুমাডুম (১৯৩০), মিসেস লতা সান্যাল ও আরও অনেকে (১৯৩৩), কিস্সা শোনো (১৯৪৭), ডানপিটের দল (১৯৭৩), গল্প শোনো (১৯৬৩)। ভ্রমণ কাহিনী: জাপান ঘুরে এলাম (১৯৬১), প্রবাল দ্বীপে (১৯৬৪)। সাধারণ

জ্ঞান সম্পর্কিত সন্ধানী আলো (১৯৪৩), আনলো যারা জীবন কাঠি (১৯৪৬)।

মোহাম্মদ মোস্তফা (৩০।৭।১৯৩৮ –) জন্ম ঃ নোয়াখালি। প্রকাশিত ছড়ার বই ঃ ছোট্ট পাখী চন্দনা (১৯৭৯)।

মোহাম্মদ রফিক (২৩।১০।১৯৪৩—)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৬৭)। শিক্ষক—বর্তমানে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর অধ্যাপক। আলাওল সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮১)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৈশাখী পূর্ণিমা (১৯৭০), ধুলোয় সংসারে এই মাটি (১৯৭৬), কীর্তিনাশা (১৯৭৯), কপিলা (১৯৮৩), খোলা কবিতা ১৯৮৩)।

মোহাম্মদ রফীউদ্দীন (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ নারানঞা, কুমিল্লা। ছন্দঃকুশল কবি—রোমাণ্টিক প্রেমের কাব্যকার। রচিত কাব্য ঃ জেবল মুলুক শামারোখ।

মোহাম্মদ রহমত উল্লা। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ সফুরার পরিণাম (১৯২৬)।

মোহাম্মদ রাজা (১৭শ শতাব্দী)। চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি। রোমাণ্টিক প্রেমকাব্য রচয়িতা। বৈষ্ণবভাবাপন্ন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক একটি পদ 'কাব্য মালঞ্চে' উদ্ধৃত। রচিত কাব্য ঃ তামিম গোলাল, মিছরি জমাল।

মোহাম্মদ শাহজাহান। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ নিমক হারাম (১৯২৪)।

মোহাম্মদ সুলতান (১।১১।১৯০৩—) জন্ম ঃ সহজপুর, কালনা, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস ঃ জেলা রোড্, ধাপ, রঙ্পুর, বাংলাদেশ। পদার্থ বিজ্ঞানে এম্. এস্ সি পর্যন্ত শিক্ষা। বিভিন্ন স্কুলের ও মাদ্রাসার শিক্ষক। অনুবাদক। প্রকাশিত কাব্যানুবাদ ঃ দরদী নাইয়া (১৯৪৬), পাকিস্তান গাথা (১৯৪৬)। সতী আছিয়া, সতী রহিমা, শিরি ফরহাদ।

মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা ১৮৮০—১৯৪৬)। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ নেক নজর (১৯৩০)।

মোহিত কুমার বাগ্চী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবন্তের প্রেতকৃত্য, মিত্রদুহিতা।

মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২১।৭। ১৯১৯—)। জন্ম ও নিবাস ঃ আগরতলা, ত্রিপুরা। পিতা ঃ ত্রিপুরা সরকারের এড্ভোকেট প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে আইন ব্যবসায়ী ও পরে সরকারী চাকুরে। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অর্ঘ্য ও শ্রেয় (ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ,—১৩৬৩, ৪র্থ সং ১৩৮২), শরণাগতি (ঐ,—১৩৮০, পরিবর্ধিত ৩য় সং ১৩৮৪)।

মোহিত কুমার লাহিড়ী (১।৩।১৯২৩—) এম্. এ., পি. জি., বি. টি. জন্ম ঃ নবদ্বীপ, নদীয়া, বর্তমান নিবাস ঃ উত্তর মালঞ্চপাড়া, নবদ্বীপ। পিতা ঃ মিহির কুমার লাহিড়ী, মাতা ঃ ক্ষীরোদ শশী। শিক্ষক,—ভারতীয় বিমানবাহিনীর আলোকচিত্র শিল্পী। সম্পাদক ঃ হিমাচল (শিশু পত্রিকা), ত্রৈমাসিক চলন্ত (বেহালা)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আরাকান রহস্য (শিশু—১৯৫৭)।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫—)। জন্ম ঃ বরিশাল, বাংলাদেশ। নিবাস ঃ ৫৫এ, কালীচরণ ঘোষ রোড্, কলিকাতা—৫০।কলিকাতা আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক। কবি। প্রথম কবিতা 'মধ্যবিত্ত' প্রদীপ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৪৮)। প্রথম কাব্য ঃ আষাঢ়ে শ্রাবণে (১৯৫৭), গোলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (১৯৬২), শবাধারে জ্যোৎস্না (১৯৬৬), অঙ্কন শিক্ষা (১৯৬৮)।

মোহিতলাল মজুমদার (২৬।১০।১৮৮৮ / ১১।৭।১২৯৫—২৬।৭।১৯৫২ / ১০।৪।১৩৫৯)। ছদ্মনাম ঃ সত্যসুন্দর দাস, চামার-খায়-আম, কৃত্তিবাস ওঝা, সব্যসাচী। কৌলিক পদবী ঃ সেন। জন্ম ঃ নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ায়

মাতুলালয়ে, মৃত্যু : কলিকাতায় পি. জি. হাসপাতালে, পৈতৃক নিবাস : বলাগড়, হুগলী। পিতা : নন্দলাল মজুমদার, মাতা : হেমবালা, পত্নী : তরুলতা। হালিশহর হাই-স্কুলে পড়ার পর বলাগড় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে এন্‌ট্রান্স (১৯০৪), কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে এফ্‌. এ. (১৯০৬) ও বি. এ. (১৯০৮) পাশ। এম্‌. এ. ও আইন পড়া অসম্পূর্ণ। কলিকাতা নেবু-তলায় ক্যালকাটা হাইস্কুলে ও পরে তালতলা হাইস্কুলের শিক্ষক (১৯১০—১৪) সেট্‌ল-মেণ্টের কানুনগো (১৯১৪—১৭)। পুনরায় দীর্ঘদিন শিক্ষকতার পর (১৯১৭–২৮) অধ্যাপক ডঃ সুশীল কুমার দে'র আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯২৮—৪৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র : বুদ্ধদেব বসু, অজিত কুমার দত্ত, পরিমল রায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। ঢাকায় অবস্থানকালে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদকীয় চক্রের সঙ্গে যুক্ত। অবসর গ্রহণের পরে (১৯৪৪) বড়িশা, কোন্নগর প্রভৃতি অঞ্চলে বাস। মানসী পত্রিকায় সাহিত্যজীবনের সূচনা (১৩২০)। রবীন্দ্র-যুগের বিখ্যাত কবি ও সমালোচক। প্রথম জীবনে কবিতা লেখক – পরবর্তীকালে সমা-লোচনা লেখক। শনিবারের চিঠি, ভারতী, নব্যভারত, মোসলেম ভারত, সাধনা, বীরভূমি মানসী, প্রবাসী, কল্লোল, কালিকলম, বঙ্গ-বাণী, মানসী ও মর্মবাণী, যমুনা প্রভৃতি পত্রিকায় স্বনামে ও ছদ্মনামে বহু রচনা প্রকাশিত। রবীন্দ্রানুরাগী কবি। প্রথম কাব্য 'স্বপন পসারী'তে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব থাকলেও সে প্রভাব অতিক্রম করে পরবর্তী কাব্যগুলি স্বকীয়তায় ভাস্বর। প্রথম দিকের কবিতায় স্বপ্ন-বিহ্বল তরুণ মনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা মনোরম ছন্দোবন্ধে প্রকাশিত। পরবর্তী পর্যায়ে বলিষ্ঠ মননশীলতা, বীরাচারী তান্ত্রিকের বলিষ্ঠ ভোগবাদ, ছন্দোবন্ধে ক্লাসিক সংযম, আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত শব্দের প্রভূত পরিমাণে যথোপযুক্ত প্রয়োগ রবীন্দ্রযুগে বাঙ্গালা কাব্যে অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। মননধর্মিতা, কবিসুলভ ভাবাত্মক বিচার সমালোচনা সাহিত্যকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : স্বপন পসারী (১৩২৮), বিস্মরণী (১৩৩৩), স্মরগরল (১৩৪৩), ছন্দ চতুর্দশী (সনেট সংকলন), দেবেন্দ্র মঙ্গল (১৯১২, হেমন্ত গোধূলি (১৯৪১)। সম্পাদিত কাব্য সংকলন : সাহিত্য মঞ্জুষা। প্রবন্ধ ও সমালোচনা : আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৩৪৩), সাহিত্য বিতান, বিবিধ প্রবন্ধ, শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমবরণ, সাহিত্য বিচার, রবি প্রদক্ষিণ, বাংলার নবযুগ, শ্রীমধুসূদন, বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ, সাহিত্য কথা, বিচিত্র কথা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সম্পাদিত গ্রন্থ : অভয়ের কথা, বেদান্ত দর্শন। সম্পাদিত পত্রিকা : বঙ্গদর্শন (তৃতীয় পর্যায়), বঙ্গভারতী।

মোহিনী চৌধুরী (১৯১৯—২১৷৫৷১৯৮৭/৬৷২৷১৩৯৪)। মৃত্যু : দক্ষিণ কলিকাতার বাসভবনে। প্রখ্যাত গীতিকার। অসংখ্য সঙ্গীত রচয়িতা। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত জনপ্রিয় হয়। রেকর্ডে ও চলচ্চিত্রে বহু সঙ্গীত গীত হয়েছে। 'পৃথিবী আমারে চায়' 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে,' টাকডুমাডুম বাজে' প্রভৃতি বহু বিখ্যাত গানের রচয়িতা।

মোহিনীদেবী (?—৬৷৫৷১৮৯৪)। বিদুষী ও সুলেখিকা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ। সম্পাদিকা : পরিচারিকা।

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (২৪।৭।১৩৪৫—)। ছদ্মনাম ঃ কেয়াফুল, নীলকমল। জন্ম ও নিবাস ঃ শিয়ালডাঙ্গা, মণিহারা, পুরুলিয়া। পিতা ঃ রাখহরি গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা ঃ খুদুবালা। মণিহারা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক—কবি। স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী ও ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট সাহিত্য সাধনায় উৎসাহপ্রাপ্ত। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী, শিক্ষক, সংহতি, কবিপত্র, পরিচয়, নন্দন কবি ও কবিতা, জিগীষা, গঙ্গোত্রী, মহারাজ, মহাদিগন্ত, সময়ানুগ, একক, ধ্রুপদী, মহাপৃথিবী, শতভিষা, কয়েকজন, সত্যযুগ, সীমান্ত প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। বিভিন্ন পত্রিকা ও সাহিত্যসংস্থা কর্তৃক সম্মানিত, জসিম উদ্দীন স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮১)। সম্পাদিত কবিতা পত্রিকা ঃ মাসিক কেতকী (১৫ বৎসর যাবৎ)। সম্পাদিত কাব্য ঃ এক নদী দুটি মন (১৯৬৬), নীল নীল ঢেউ (১৯৬৭)। প্রকাশিত কাব্য ঃ নক্ষত্রপুরুষ (১৯৭৯)।

মোহিনীমোহন চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ব্রজে চৌরাশি ক্রোশ বন পরিক্রমা (১৩৩৫)।

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮০—২৯।৮।১৯৬১)। জন্ম ঃ খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে পণ্ডিত। রচনা ঃ বনফুল (কাব্য)।

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮—১৯৩৬)। এটর্নি, জনসেবক ও সাহিত্যিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালর থেকে এম্. এ., বি. এল্. ও পরে এটর্নিশিপ পাশ। থিয়োসফি আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী। উক্ত আন্দোলনের নেত্রী মাদাম ব্লাভট্স্কির একান্ত সচিবরূপে ইংলণ্ডে গমন ও অবস্থান (১৮৮৩-৮৯)। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর এটর্নির ব্যবসায়ে লিপ্ত। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভিক্ষার ঝুলি, জীবন প্রবাহ (কাব্য), পরমহংস শিবানন্দ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, Indian Spirituality, History as a Science.

মোহিনীমোহন পান (১৪।১২।১৯৩৫—)। এম্. এ. (কোয়াড্রুপ্ল্.) বি. টি। জন্ম ঃ নরহরিপুর, পোঃ ধাদিকা, মেদিনীপুর। পিতা ঃ সুধীরচন্দ্র পান। হুগলী জেলার আনুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা শিক্ষামন্দিরের (বি. এড্.) কলেজ অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ভারতের শিক্ষা ইতিহাস (সমগ্র ১৯৭২), ভারতের শিক্ষা ইতিহাস (আধুনিক যুগ-১৯৮১)।

মোহিনীমোহন বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দাক্ষায়নী, পরলোকতত্ত্ব।

মোহিনীমোহন মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মূক শিক্ষা।

মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় (৭।৩।১৮৯৪—) এম্. এ। নিবাস ঃ ২৯৪, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা, কলিকাতা ৩৪। জন্ম ঃ কলিকাতায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ চির কুমার (১৯২২)। গল্পঃ নারীর কেশ (১৯৩২)। অনুবাদ ঃ এস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডাস (মূল গ্রীক থেকে—১৯৫৫)। ইংরাজী Children's Ramayana (১৯২৫), Valmiki Ramayan (অনুবাদ)। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ Classical Poets and Romantic Poets (১৯৪০)।

মোহিনীরঞ্জন সেন। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ মন্দিরে।

মৌলভী আলি। (১৯শ শতাব্দী) সাংবাদিক। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ জ্ঞানদীপিকা (১৮৪৬)।

বঙ্গসাহিত্যাভিধান লেখকের দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের পরিশ্রমের ফসল, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতমকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রায় হাজার বৎসরের যাবতীয় লেখকের পরিচয় এবং সাহিত্যকীর্তি এই গ্রন্থে যথাসম্ভব বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তিন খন্ডে সমাপ্য এই বিশাল গ্রন্থে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের রূপটিকে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ আকারে বঙ্গসাহিত্যের পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। শুধু লেখকের জীবনীর সংকলন হিসাবেই নয়—বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় হিসাবেও গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। ছাত্র-ছাত্রী সাহিত্যানুরাগীর নিকট গ্রন্থটি অপরিহার্য।